জীবনীকোষ

ভারতীয়-পৌরাণিক।

বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত জীবন-চরিত বিষয়ক বিস্তৃত অভিধান।

———:০:———

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

১ম খণ্ড।

210 3,2 Cornwallis St. Calcutta.

২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৪১ সাল।

ভূমিকা

যে সকল গ্রন্থ হইতে এই অভিধানের জন্য নাম সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদের সকলের পূর্ব্বেই বেদের নাম করিতে হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থ বেদ। এই বেদ যে কতকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহা এখনও নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলেন, ইহা খৃঃ পূঃ ৫০০, কেহ বলেন ১২০০ শত। যাঁহারা খুব প্রাচীন বলেন, তাঁহারাও খৃঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বৎসরের বেশী বলেন না। কিন্তু বেদ যে ইহারও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহার কতক প্রমাণ আমাদের দেশের প্রচলিত অব্দাদি হইতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে কলিগতাব্দ ৫০৩৫ চলিতেছে। এই অব্দ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। সুতরাং ইহা হইতে খৃঃ ১৯৩৪ সাল বিয়োগ করিলে ৩১০১ অব্দ পাওয়া যায়। যদি বেদ কলিগতাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়া থাকে তবে তাহা খৃঃ ৩১০০ অব্দেরও পূর্ব্বের। কেবল ইহাই নহে বর্ত্তমানে ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী যেরূপ নিপুণতার সহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিতেছেন, তাঁহাতে বেদ যে খৃঃ পূঃ ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এই বেদে যে সমুদয় দেবতা, ঋষি মুনি প্রভৃতির বিবরণ আছে তাঁহাদের সহিত আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই পরিচয় আছে। বেদের দেবতা—নিরুক্তের মতে দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য (নিরুক্ত—৭।৫)। ঋগ্বেদের ১।৩৪।১১ সূক্তে প্রথম আমরা তেত্রিশ জন দেবতার উল্লেখ পাই। এই তেত্রিশ জন দেবতার মধ্যে আকাশে ১১ জন, পৃথিবীতে ১১ জন এবং অন্তরীক্ষে (সূর্য্যে) ১১ জন। তৈ, সং-১,৪।১০।১। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—৮ বসু, ১২শ আদিত্য, ১১শ রুদ্র, দ্যৌ (আকাশ) ও পৃথিবী এই তেত্রিশ জন। (শতপথ-ব্রা-৪।৫।৭।২। বেদের সময়ে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহার বিষয় এখন কিছু উল্লেখ করিব। প্রাচীন আর্য্যেরা যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন। তাহাদের আবার শ্রেণী বিভাগ ছিল। "সপ্ত হোত্রা প্রাচীবষট্ কুর্ব্বন্তি"—সায়ন। এই সাতজন ঋত্বিক বা পুরোহিত ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিতেন। আমরা দেখিতে পাই যে

স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ করিতেন। ঋক্-১।৩১।৩; ৫।৪৩।১৫; ৮।৩১।৫ দ্রষ্টব্য। যাবজ্জীবন অবিবাহিতা কন্যা পিতৃধনের অধিকারিণী হইতেন। ঋক্-২।১৭।৭; ৩।৩১।২। স্বয়ম্বরপ্রথা: ঋক্-১০।২৭।১২। বিধবা বিবাহ: ঋক্-১০।৪০।২। বহু বিবাহ ঋক্-১০।১৪৫।২-৬; ১০।১৪৯।১, ৬ ইত্যাদি। প্রাচীন ঋষিরা কৃষি-কার্য্য, পশুপালন, লৌহাদির ব্যবহার, বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রা করিতেন। সুতরাং রৌপ্য ও স্বর্ণময় মুদ্রার ব্যবহার ছিল ও অলঙ্কারের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

পুরাণ—পুরাণাদির সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ মাত্র। বাস্তবিক পুরাণের সংখ্যা তাহার অনেক অধিক। প্রথমতঃ মহাপুরাণ অষ্টাদশ যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, শ্রীমদ্‌ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। অষ্টাদশ উপপুরাণ যথা—সনৎকুমার, নারসিংহ, স্কন্দ, শৈবধর্ম্ম, দৌর্ব্বাসস, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঔশনশ, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ ও ভার্গব। ইহা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকখানি পুরাণের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের নামও হয়ত অনেকে শুনেন নাই। নান্দিকেশ্বর, শুক্র, বশিষ্ঠ, ভাগুরি, মনু, বায়ু, মাহেশ, কল্কী, শৈব, আদিত্য, আদি, শম্ভু, বশিষ্ঠলিঙ্গ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বৃহদ্ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, গৌরী, নীল, গণেশ, আত্মা, দেবীভাগবৎ, ভাগবৎভূষণ, ভাগবতামৃত, ভাগবতামৃতসার, মহাভাগবত, কালী, দেবী, ভাস্কর প্রভৃতি। এই মহাপুরাণ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। মৎস্য পুরাণ, স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্য রেবা প্রভাস খণ্ড ও প্রভাসক্ষেত্র মতে শিবপুরাণ মহাপুরাণ নহে। তৎস্থানে বায়ু পুরাণের নাম আছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে বামন পুরাণ মহাপুরাণের অন্তর্গত নহে, তৎস্থানে নৃসিংহ পুরাণের নাম উল্লেখ আছে। পুরাণের শ্লোক সংখ্যা সর্ব্বত্র সমান নহে। ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক সংখ্যা স্কন্দ-আবন্ত্য-রেবা খণ্ডের মতে দশ সহস্র, কিন্তু মৎস্য পুরাণ মতে ত্রয়োদশ সহস্র। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শ্লোক সংখ্যা স্কন্দ-আবন্ত্য-রেবা-খণ্ডের মতে বার হাজার আট শত, কিন্তু মৎস্য পুরাণ মতে বার হাজার দুই শত ইত্যাদি। অষ্টাদশ পুরাণের মোট শ্লোক সংখ্যা চারি লক্ষ কিন্তু গণনায় তাহার অনেক বেশী পাওয়া যায়। এমন এক সময় ছিল যখন পুরাণাদির প্রতি শিক্ষিত লোকের মনের ভাব ভাল ছিল না। তাঁহারা ইহাকে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন না। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজে তাহার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। অনেকে শ্রদ্ধার সহিত এখন এই সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পুরাণগুলির মধ্যে যে অমূল্য রত্ন আছে তাহা উদ্ধার করাই

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; কোথায় কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া কোথায় কি রত্ন আছে তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পুরাণাদি পাঠ করিবার সময়ে এক এক স্থান পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছি যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তখন মনে হইয়াছে আমার পরিশ্রম শত গুণে সার্থক হইয়াছে। অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, পুরাণাদিতে ইতিহাসের যে উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহার মূল্য বড় কম নহে। বড়ই সুখের বিষয় যে অনেক শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি পণ্ডিত কাশী প্রসাদ জয় সওয়াল প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ও এই কার্য্যে অগ্রর হইয়াছেন। এইত মাত্র আরম্ভ, অনেক পুরাণ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে ইতিহাসের যে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। শ্রীকৃষ্ণের হরি, বাসুদেব, জনার্দ্দন, কেশব প্রভৃতি বহু নাম আছে, সেইরূপ মহাদেবেরও শিব, শূলপাণি, শঙ্কর প্রভৃতি বহু নাম আছে। এইরূপ স্থলে খুব প্রচলিত নাম লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাদের সমস্ত বিবরণ দিয়াছি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও শিব নামেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। অন্যান্য নামে কেবল নামটী লিখিয়া প্রচলিত নামটী দেখিবার জন্য বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একটী নাম লিখিয়া তাঁহার পার্শ্বেই ( ) চিহ্নের মধ্যে অন্য নাম লিখা আছে। যেমন—"দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে, অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু (ভীমা-হরি-হরি-২১৮), মরুত্বতী, সঙ্কল্পা...... ।" এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে হরিবংশের হরিপর্ব্বের ২১৮ অধ্যায়ে "ভানু" নামের পরিবর্ত্তে "ভীমা" নাম আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সন্তাদির সংখ্যা সমান নহে। যেমন পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত সন্তান মহাভারত মতে ছয়, হরিবংশ মতে সাত, মৎস্য পুরাণ মতে আট ইত্যাদি। যথা সম্ভব পিতৃ নামেই সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। অনেক বড় বড় নামের সঙ্গে অনেক ঘটনার সংযোগ আছে। যেমন ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা অনেককে বর অথবা কোন কারণে শাপ দিয়াছেন। যাহাকে বর অথবা শাপ দিয়াছেন, সেই নামের সঙ্গে বর দাতা অথবা শাপ দাতার উল্লেখ করা গিয়াছে। বর দাতা অথবা শাপ দাতার বেলায় তাহার বিবরণ আর দেওয়া হয় নাই।

এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য আমি বহু লোকের নিকট নানা প্রকার সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিতেছি। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য সর্ব্বপ্রথমে রেঙ্গুন প্রবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ নিয়োগী মহাশয় ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দানস্বরূপ অর্থ প্রদান করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়োচিত সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ মুদ্রনেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না। তৎপরে কুমার ডক্টার নরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয়, শ্রীযুত সত্যচরণ লাহা মহাশয়, টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর, সন্তোষের কুমার হেমেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে অর্থ সাহায্য করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টার বেণীমাধব বড়ুয়া, ডক্টার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, এম্, এ, পি, আর, এস, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, বি, এস্. সি, লণ্ডন, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, বি, এল, বেঙ্গল ইমিনিউটী কোংর কেপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, বি, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, চুণ্টা প্রকাশের পরিচালক ও সম্পাদক ডক্টার অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অপূর্ব্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত, আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট আমি অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। তাঁহারা আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন।

যৌবনের পূর্ণ উদ্যমের সময়ে কাজ আরম্ভ করিয়া আজ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। এক এক সময়ে মনে করিয়াছি বুঝি এই ব্রত আর এ জীবনে উদ্‌যাপন হইল না। ভগবানের অপার কৃপায় সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে পাঠকগণের সম্মুখে এই গ্রন্থ মুদ্রন করিয়া উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই গ্রন্থ আমারই ঠিক মনোমত হয় নাই সুতরাং পাঠকগণের সম্যক মনোমত হইবে সে দুরাশা আমার নাই। তবু কথঞ্চিৎ উপকারে আসিলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

বিদ্যাকূট, ত্রিপুরা।
১লা বৈশাখ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ,
১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪ খৃঃ অঃ।

বিনীত
গ্রন্থকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—প্রথম তিন সংখ্যার অনুল্লিখিত পুরাণাদির সাংকেতিক বিবরণ পৃথক মুদ্রিত হইয়া প্রথম খণ্ডের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিবরণ।

অকারাদি বর্ণ ক্রমে।

অগ্নি—অগ্নিপুরাণ।
অঙ্গি-সং—অঙ্গিরা সংহিতা।
অত্রি-সং—অত্রি সংহিতা।
অথ—অথর্ব্ববেদ।
অষ্ট-সং—অষ্টাবক্র সংহিতা।
আপ-শ্রৌ—আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র।
আপ-সং—আপস্তম্ভ সংহিতা।
আশ্ব-শ্রৌ—আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র।
ঈশ—ঈশোপনিষৎ।
উশ—উশনা সংহিতা।
ঋক্—ঋগ্বেদ।
ঐত-উ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐত-ব্রা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কল্কি—কল্কিপুরাণ।
কাত্যা-শ্রৌ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কাত্যা-সং—কাত্যায়ন সংহিতা।
কালী—কালীকাপুরাণ।
কূর্ম্ম—কূর্ম্ম পুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌষী-ব্রা—কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।
গরু—গরুড় পুরাণ।
গর্গ-সং—গর্গ সংহিতা।
গো-ব্রা—গোপথ ব্রাহ্মণ।
গৌত-সং—গৌতম সংহিতা।

ঘের-সং—ঘেরণ্ড সংহিতা।
ছান্দো—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
ছান্দো-ব্রা—ছান্দ্যোগ্য ব্রাহ্মণ।
তন্ত্রসা—তন্ত্রসার।
তৈত্তি—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈত্তি-ব্রা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
দক্ষ-সং—দক্ষ সংহিতা।
দত্তা-যো—দত্তাত্রেয় যোগ রহস্য।
দেবী-ভা—দেবী ভাগবত;
নার-সং—নারদ সংহিতা।
পদ্ম—উ—পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।
,,—ক্রি— ,, ক্রিয়াযোগসার।
,,—পা— ,, পাতাল খণ্ড।
,,—ব্র— ,, ব্রহ্ম খণ্ড।
,,—ভূ— ,, ভূমি খণ্ড।
,,—সৃ— ,, সৃষ্টি খণ্ড।
,,—স্ব— ,, স্বর্গ খণ্ড।
পরা-সং—পরাশর সংহিতা।
প্রশ্ন—প্রশ্নোপনিষৎ।
বরা—বরাহ পুরাণ।
বশি-সং—বশিষ্ঠ সংহিতা।
বাম—বামন পুরাণ।
বায়ু—বায়ু ,,
বিষ্ণু—বিষ্ণু ,,
বিষ্ণু-সং—বিষ্ণু সংহিতা।

[illegible]

বৃহদা—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

বৃহদ্ধ—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

বৃহন্না—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

বৃহ সং—বৃহস্পতি সংহিতা।

বৌধা-শ্রৌ—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র।

ব্যাস-সং—ব্যাস সংহিতা।

ব্রহ্ম—ব্রহ্ম পুরাণ।

ব্রহ্ম-বৈ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ব্রহ্মা—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

ব্রহ্ম-সং—ব্রহ্ম সংহিতা।

ভাগ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ।

মৎ—মৎস্য পুরাণ।

মনু—মনু সংহিতা।

মহাভা—মহাভারত।

মাণ্ডু—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

মার্ক—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মুণ্ড—মুণ্ডোকোপনিষৎ।

যজু—যজুর্ব্বেদ।

যম-সং—যম সংহিতা;

যাজ্ঞ-সং—যাজ্ঞবল্ক সংহিতা।

রামা—রামায়ণ।

রামা-অ—অদ্ভুত রামায়ণ।

যোগ-রামা—যোগাবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

লিখি-সং—লিখিত সংহিতা।

লি—লিঙ্গ পুরাণ।

শঙ্খ-সং—শঙ্খ সংহিতা।

শত-ব্রা—শতপথ ব্রাহ্মণ।

শাতা-সং—শাতাতপ সংহিতা।

শিব—শিব পুরাণ।

শিব-সং—শিব সংহিতা।

শ্বেত—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

শ্রীম-ভা—শ্রীমহাভাগবত পুরাণ।

সম্ব-সং—সম্বর্ত্ত সংহিতা।

সাম—সামবেদ।

সৌর-সৌর পুরাণ।

স্কন্দ মাহে—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বর খণ্ড।

,, বিষ্ণু— ,, বিষ্ণু খণ্ড।

,, ব্রহ্ম— ,, ব্রহ্ম ,,

,, কাশী— ,, কাশী ,,

,, আব— ,, আবন্ত্য ,,

,, নাগ— ,, নাগর ,,

,, প্রভা— ,, প্রভাস ,,

হরি—হরি বংশ।

হারী—হারীত সংহিতা।

জীবনী-কোষের প্রথম তিন সংখ্যার অনুল্লিখিত পুরাণাদির সাঙ্কেতিক বিবরণ।

অংশ—(১) ঋক-২।১৭।২। (২) হরি-হরি-৩,৪। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৪) ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৫২,৬২। বিষ্ণু-২য়-১০। (৫) মহাভা-আদি-২২৭। মহাপদ্ম ও সূর্য্য দেখ।

অংশা—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭। শ্রীকৃষ্ণ (২) (৩) (৫) দেখ।

অংশু—(১) ঋক-৮।৫।২৬। (২) কূর্ম্ম-পূ-২৪। সত্বত দেখ। (৩) লি-পূ-৬৮। বায়ু-১০০। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। পুরুহোত্রও সাত্বত দেখ।

অশুংতাপন—পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

অংশুধর—পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

অংশুভদ্র—পদ্ম-পাতা-৩৯।

অংশুমতী—স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্তর-৭।

অংশুমান্—(১) রামা-আদি-৪০-৪১, ৭০। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২ হরি-হরি-১৫, ৯০। শিব-ধর্ম্ম-৬১। দেবীভাগ-৯স্ক-১৩। সগর দেখ। বায়ূ-৮৮। (৩,মহাভা-অনুশা-৯১। (৪,হরি-হরি-১১৬। (৫) লি-পূ-৬৩। হরি-হরি-১২৬। গরু-পূ-৬,১৪২। অগ্নি-২৭৩। সৌর-২৮। মৎ-৬। বৃহন্না ৭,৮, কূর্ম্ম-পূ-২১। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

অংশুমালী—মহাভা-বন-৩। রামা-লঙ্কা-৩৩।

অংহা—ঋক্-১।৪৭।৬, ১।৬৩।৭।

অকপী—মৎ-৯। তামসমনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

অকপীবান্—হরি-হরি-৭। ব্রহ্মপু-৫। তামসমনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

অকম্পন—(১)রামা-উত্ত-৫, আরণ্য-৩১, লঙ্কা-৫৫,৫৬। (২) বায়ু-৬৯। খসা দেখ। রামা-লঙ্কা-৫৯। মৎ-১৬১।

অকর্কর—মহাভা-আদি-৩৫।

অকল্মস, অকল্মাস—মৎ-৯। হরি-হরি-৭। বায়ু-৯৬। তামসমনু দেখ।

অকৃতব্রণ—বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। ভাগ-১২স্ক-৭। রোমহর্ষণ দেখ।

অকৃতাশ্ব—মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। অগ্নি-২৭৩। অকৃশাশ্ব দেখ।

অকৃতি—মহাভা-সভা-১৩।

অকৃশাশ্ব—হরি-হরি-১২। ব্রহ্মপু-৭। অগ্নি-২৭৩। অকৃতাশ্ব দেখ।

অকৃষ্টমাষ – সাম-৩।২।১।

অকোপ—রামা-আদি-৭, লঙ্কা-১২৯। পদ্ম-উত্ত-২৪৩।

অক্রিয়—ভাগ-৯স্ক-১৭।

অক্রূর—(১) হরি হরি-৩৪,৩৮। লি-পূ-৬৯। মহাভা-সভা-১৩। গর্গ বিশ্ব-৮। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) লি-পূ-৬৬।

বায়ু-৯৬। মৎ-৪৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক দেখ।

অক্রোধন—মহাভা-আদি-৯৫। গরু-পূ-১৪৪। অযুতায়ু দেখ।

অক্রোধনেশ্বর—স্কন্দ-কাশী উত্ত ৬৫।

অক্ষ—(১) রামা-লঙ্কা-৪৭। (২) মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালি দেখ। (৩) বায়ু-৯৬। সত্যভামা দেখ।

অক্ষক—বায়ু-৬৮।

অক্ষতশ্রম—স্কন্দ-মাহে-কেদা ২৩।

অক্ষপাদ—লি-পূ-২৪। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শিব (১৪) দেখ।

অক্ষপাদেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

অক্ষম—কল্কি-১ম-৫।

অক্ষয়া—অগ্নি-৫২। বায়ু ৬৯। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-১৬৮, ১৬৮। উপহারিণী দেখ।

অক্ষরা—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

অক্ষরানন্তা—স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭২। শক্তি দেখ।

অক্ষাশ্ব—শিব-ধর্ম্ম-৬০।

অক্ষি—শিব-ধর্ম্ম-৫২।

অক্ষিক—পদ্ম-পাতা-৫।

অক্ষীণ—মহাভা-অনুশা-৪।

অক্ষোভ্যা—অগ্নি-৫২।

অখণ্ড—গর্গ-মথু-১২।

অগস্ত্য—(১)ঋক্-১।১৬৫।১, ৯।২৫। ১, ১।১৭৯।১, ৭।৩৩।২৩, ৯।২৬।১। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বরা-৪৯। মনু-৫ম-২১। অথর্ব্ব-৪।৩।৭ (২) রামা-উত্ত-১, আরণ্য-১১-১৩, কিস্কি-৪১। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৩) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৪) ভাগ-৪স্ক-১। (৫) ভাগ-৬স্ক-১৮, ৯স্ক-১৪। দেবীভা-৬স্ক-১৪। মহাভা-বন-৯৬-১০৪। মার্ক-৫২। (৬) শিব-বায়-পূ-২৫। দেবীভা-৬স্ক-৯-১৪।

অগস্তি—কূর্ম্ম-পূ-২২।

অগস্ত্যেশ, অগস্ত্যেশ্বর—সৌর-৬৭। স্কন্দ-আব-অব ৬৬।

অগাবহ—হরি-হরি-৩৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

অগ্নায়ী—ঋক-১।২২।১০।

অগ্নি—(১) রামা-আদি-১৭। (২) রামা-লঙ্কা-২৭। (৩) মহাভা-আদি-২২৩-২২৪, সভা-৩০। (৪) ভাগ-২স্ক-৭। (৫) ঋক-১।১।১, ১।২৬।১০, ১।৭৯।৪, ১।৩১।১১, ৫।৮।৪। (৬) বিষ্ণু-১ম ১০। (৭) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৪, প্রকৃ-৪০, কৃষ্ণ-১৮, ৪৯। কূর্ম্ম-পূ-৫। লি-পূ-১০০। হরি-হরি-২, ৩৩, ১৯৬। মৎ, ৫১, ৯৩, ১৭১। ভাগ-৬স্ক-৬। বাম-৫৭। বরা-১৮। শিব-ধর্ম্ম-১১, ১২। ব্রহ্মা-২৯, ৬৮। গর্গ-গোলোক-১২। অগ্নি-২৫। ঋক্-৮।১০২।১।

অগ্নিক—স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৩।

অগ্নিকা—বায়ু-৬৯।

অগ্নিকেতু—রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩, ৯০।

অগ্নিজিহ্ব—কালিকা-৬৩। দেবীপু-৮২। মৎ-১৯৬। বায়ু-৫০।

অগ্নিতেজা—বিষ্ণু-১ম-১৫, ৩য় ১।

অঘোর—লি-পু-১৪। দেবীপু-৮২। বায়ু-১০০।

অঙ্গ—(১) ঋক্-১০।১৩৮।১। (২) রামা-আদি-১১ ।(৩) হরি-হরি-২। (৪) বিষ্ণু-১ম-১৩। (৫) মৎ-৪৮। হরি-হরি-৩১। মহাভা-আদি-১০৪। বায়ু ৯৯। ভাগ-৯স্ক-২৩ (৬) ভাগ-৪স্ক-১৩। (৭) মৎ-৪। (৮) মহাভা-অনুশা-১৪৭। (৯) বায়ু-৬২। মৎ-৪। ব্রহ্মা-৬৮। অগ্নি-১৮। পদ্ম-ভূমি-৩৫। ব্রহ্মপু-২। শিব-ধর্ম্ম-৫২,৫৩।

অঙ্গজা—মৎ-১৩।

অঙ্গদ—(১) রামা-কিষ্কি-১৪,১৯-২৬, ৩১-৩৩, ৩৬,৩৯,৪৫,৪৮-৫৮, ৬৪, ৬৫, সুন্দরা-২, ৩, ১২,১৩,৩৫,৫৭,৬০-৬৫, লঙ্কা ৪, ৮, ১৭, ২০, ২৩, ২৬, ২৯, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪১-৫০, ৫৪, ৫৫ ৬১, ৬৪-৭৪, ৮৫, ৯৯, ১০০, ১২৫, ১২৯, উত্তরা-৪১, ৪৮, ৫০, ১১৫, ১২১। (২) কালিকা-৬৩। (৩) পদ্ম-উত্ত-২১৬। (৪) বায়ু-৯৬। (৫) রামা-উত্ত-১১৫। (৬) হরি-হরি-১৬০। (৭) বায়ু ৮৮, ৯৬। শ্রীমহাভা-৩৯। বৃহদ্ধ-পু-১৯, ২১। কালিকা ৮৯। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। স্কন্দ ব্রহ্ম সেতু-৪৪। মহাভা-আদি-৬৭। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩। ভাগ-৯স্ক-১০; ৯স্ক-১২। স্কন্দ-নাগ-১০০। পদ্ম-পাতা-৫, ২২, ২৯, ৩৬। ব্রহ্মপু-১৫৪,১৭৬। তন্ত্র-৬২২পৃ। পদ্ম-ভূমি-২৮,৩০,৩১,৩৫, ৩৬,৩৯।

অঙ্গধুক—মার্ক-৫১।

অঙ্গবাহ—মহাভা-সভা-৩৩।

অঙ্গরাজ—কর্ণ দেখ।

অঙ্গসেনা—পদ্ম-পাতা-৩৭

অঙ্গার—(১) হরি-হরি-৩২। ব্রহ্মপু-১৩। সেতু দেখ। (২) মান্ধাতা দেখ।

অঙ্গারক—(১) বায়ু-২৭। (২) বায়ু ৬৬। (৩) সূর্য্য দেখ। (৪) রুদ্র দেখ। (৫) ব্রহ্মা-২৮। স্কন্দ-কাশী-পু-১৭। মহাভা-সভা-১১। ব্রহ্মপু-৩৩।

অঙ্গারকা—(১) রামা কিষ্কি-৪১। (২) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৯। রম্ভা (১২) দেখ।

অঙ্গারপর্ণ—মহাভা-আদি-১৭০।

অঙ্গিরস—মৎ ১৯২। মহাভা-বন-২১৫, ২১৬। হরি-হরি-২। উরু ও আগ্নেয়ী দেখ।

অঙ্গিরা—(১) ঋক্ ১।৭৪।৫; ১।১০।১; ১।৩১; ১।৫১; ১।১০১; ৫।১৫; ৮।১।৩৪; মনু-২।১৫০; অঙ্গি-১ম। (২)অন্যতম প্রজাপতি—রামা-আর ১৪। কর্দ্দম দেখ। (৩) মহাভা-বন-২১৬। (৪) মহাভা বন ২১১। (৫) মহাভা-অনুশা-৮৫। মৎ-১৯৫। (৬) ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র অঙ্গিরা—বিষ্ণু-১ম-১০। বায়ু-১০; ২৮। কূর্ম্ম-পু-১৩। ভাগ-৪স্ক-১০। বায়ু-২৮। অগ্নি-২০। ব্রহ্মা-২৯। মার্ক-৫২। সৌর-২৬। লি-পু-৫। গরু-পু-৫। 'ব্রহ্মার পুত্রগণ" দেখ। (৭) বিষ্ণু-১ম-১৩। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (৮) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্মা-৮, ১০। (৯) স্মৃতি ও সিনীবালী দেখ। (১০) শিব-

বায়-উত্ত-১০। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। লি-পু-২৩। শিব (১৪), ঋষভ ও বেদব্যাস দেখ। (১১) "ব্রহ্মার পুত্রগণ" দেখ। (১২) হরি-হরি-২৯। (১৩) ভাগ-৪স্ক-১২। রথীতর দেখ। (১৪) বরা-২,১২১। (১৫) ব্রহ্মা-২৯। (১৬) মার্ক ৯৯, ১০০। ভূতি দেখ। (১৭) ব্রহ্মা-৩০। (১৮, বায়ু-৬৫। (১৯) ব্রহ্মপু-১৪৪। (২০) ব্রহ্মা ৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ। (২১) অঙ্গিরা নামের অন্যান্য বিবরণের জন্য অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অঙ্গিরাগণ—ব্রহ্মপু-১৭৫। ব্রহ্মা ৭১।

অঙ্গিরাবৃত—বায়ু-৬৮।

রীয়—বায়ু ৬১। ব্রহ্মা-৬৭। আজবন্ত ও হিরণ্যনাভ দেখ।

অজ্ঘারি—যজু-৪।২৭।

অচল—(১) মহাভা-সভা-৩৩। (২) বায়ু-৬১। মহীনেত্র ও রিপুঞ্জয় দেখ।

অচলা—(১) মহাভা শল্য ৪৭। (২) দেবীপু-১২৭। (৩) গর্গ-অশ্ব-৪২। রাধা দেখ।

অচ্যুত—বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ।

অচ্ছোদা—হরি হরি-১৭। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। পিতৃগণ ৭৩৫ পৃঃ ও অতিরিক্ত খণ্ড এবং বসু ও উপরিচরবসু দেখ। মৎ-১৪।

অজ—(১) পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) বায়ু-৬৫। কাব্য ও ক্রতু দেখ। (৩) রামা আদি-৭০। (৪) মার্ক-৭৪। (৫) অগ্নি ২৭৩। (৬) ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু ৬২। আপ দেখ। (৭) একাদশরুদ্রের অন্যতম অজ, রুদ্র ও একাদশরুদ্র দেখ। (৮) হরি-হরি ১৯৬। (৯) ভাগ-৫স্ক-১৫। (১০) ভাগ-৬স্ক ৬। (১১) অতিরিক্ত খণ্ড দেখ

—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) লি পু-২৮। (৩) হরি-হরি-২৭। (৪) ভাগ ৯স্ক-১৫ (৫) মহাভা-আদি-৬৭। (৬) পদ্ম-সৃষ্টি-৬। কশ্যপ ও দনু দেখ। (৭) ব্রহ্মপু-১০। জহ্নু ও বলাকাশ্ব দেখ।

অজকাশ্ব—অগ্নি-২৭৮। অজমীঢ় ও জহ্নু দেখ।

অজগন্ধ—পদ্ম-সৃষ্টি-৩৯।

অজগন্ধা—পদ্ম সৃষ্টি-৩৯।

অজগর—ভাগ-৬স্ক-১৩।

অজন—মৎ-৬, ১৬১,২৪৫, ২৪৯। অঞ্জন দেখ।

অজপ - বায়ু-৯১। জহ্নু, বলাকাশ্ব ও কাবেরী দেখ।

অজপাল—মৎ-১২। অগ্নি ২৭৩। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। বায়ু-৮৮। দীর্ঘবাহু, রঘু ও প্রজাপাল দেখ।

অজপার্শ্ব হরি-হরি-১৮৫। ব্রহ্মপু-১৩। মালিনী, রেমক ও শ্বেতকর্ণ দেখ।

অজবাহন—লি-পু-৬৬। ভলন্দন দেখ।

অজভূ—মৎ ৪৪। উগ্রসেন ও যুদ্ধমুষ্টি দেখ।

অজমীঢ়—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। মৎ-৪৯। হরি-হরি-২০। গরুড়-পু-১৪৪। মেধাতিথি দেখ। (২) মহাভা-

আদি-৯৪। (৩) মহাভা-আদি ৯৫। (৪) বায়ু-৯১। (৫) বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৬ ব্রহ্মা ৬৫। বায়ু-৫৯। অঙ্গিরা দেখ। (৭) ব্রহ্মপু-১৩। (৮) অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অজমীঢ়—ঋক্-৪। ৪৩, ৪৪। সুহোত্র দেখ।

অজয়—ভাগ-১২স্ক-১। অজাতশত্রু, দর্ভক ও মহানন্দী দেখ।

অজয়া—বরা-১৯০।

অজরা—মার্ক-৫২। প্রাণ দেখ।

অজস্র—মৎ-১৯৬। অঙ্গিরা (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অজাত—(১) মৎ-৪৪। হৃদিক ও ভজমান দেখ। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

অজাতশত্রু—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) বায়ু-৯৯। (৩) ব্রহ্মপু-১৪। (৪) মৎ-২৭২ (৫) ভূমিমিত্র ও অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অজামীল—ভাগ-৬স্ক-৬। পদ্ম-পাতা-৫৬।

অজামুখ—বায়ু-৬৮। দনু ও কশ্যপ দেখ।

অজামুখী—রামা-সুন্দ-২৪।

অজিক—শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অঞ্জন দেখ।

অজিত—(১) বিষ্ণু-৩য়-২। সপ্তর্ষি ও ভৌত্য মনু দেখ। (২) ভাগ-৮স্ক-৫। চাক্ষুষ মনু ও হরি দেখ। (৩) ভাগ-৮স্ক-৭। (৪) বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২। অমৃতবান্ দেখ। (৫) বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। চাক্ষুষ মনু দেখ। (৬) গরু-পু-৬, ৮৭। দেবীপু-১২২। বায়ু-১০।

অজিতা—(১) বায়ু-৬৭; গরুত্মহৃদয়া দেখ। (২) মাতৃকাগণ দেখ।

অজিন—বিষ্ণু-১ম-১৪। হরি হরি-২। হবির্দ্ধান দেখ।

অজির—বায়ু-৩১। ব্রহ্মা-৩২।

অজিরা ঋক্-৯।৮৩।

অজিহ্ম—বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

অজিহ্মান্—বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮

অজীগর্ত্ত—(১) ঋক্-১।২৪। (২) দেবীভা-৭স্ক-১৬। শুনঃশেফ দেখ। (৩) মনু-১০।১০৫। ব্রহ্মপু-১০৪। (৪) ভাগ-৯স্ক-১৬

অজেশ—(১) মৎ-১৫৩। (২) অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ। (৩) তন্ত্র ৩০৭-পৃঃ। শক্তি দেখ।

অজৈকপাদ—(১) হরি-হরি-৩। (২) বিষ্ণু-১ম-১৫, ৬ষ্ঠ-৬। (৩) মহাভা-আদি-৬৬, ১২৩। রুদ্র ও একাদশ-রুদ্র দেখ।

অজৈকা—ব্রহ্মপু-১৩৪।

অঞ্জক—বিষ্ণু-১ম-২১। গরু-পু ৬। সিংহিকা ও অজন দেখ।

অঞ্জন (১) বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) ভাগ-১স্ক-৩। (৩) বরা-৯৩। (৪) বায়ু ৬৯। (৫) পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৬) ভদ্র দেখ।

অঞ্জনা—রামা-কিষ্কি-৬৩, সুন্দরা-৫৫, উত্তরা-৪০,৪১। হনুমান দেখ।

অঞ্জনাবতী—বায়ু-৬৯।

অঞ্জিক—হরি-হরি-৩১। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। ব্রহ্মপু-১৩।

অট্টহাস—(১) কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) লি-পূ-২৪। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। স্কন্দ-মাহে কুমা-৪০। শিব-বায়-উত্ত-১০। ব্যাস ও শিব (১৪) দেখ।

অণিমান্—মহাভা-সভা-৯।

অণিমাণ্ডব্য—মহাভা-আদি-১০৬-১০৮। মাণ্ডব্য দেখ।

অণু—ঋক্-৭।১৮।১৩

অণূকা—হরি-হরি-২১৮।

অণূহ—মৎ-৯। ব্রহ্মদত্ত ও বিভ্রাজ দেখ।

অতিকায়—(১) রামা-লঙ্কা-৭৬। (২) বরা-৯৪।

অতিকৃষ্ণ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অতিগম্ভিরা—ব্রহ্মপু-১৪৭।

অতিঘস—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অতিতেজা—শিব-ধর্ম্ম-৫৪। চাক্ষুষ মনু, আদিত্য, দ্বাদশআদিত্য ও মিত্র দেখ।

অতিথি—(১) বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। চাক্ষুষ মনু দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। মৎ-১২। হরি-হরি-১৫। অগ্নি ২৭৩। পদ্ম-স্বষ্টি ৮। ব্রহ্মপু-৮। বায়ু ৮৮। সৌর-৩০। (৩) ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। প্রতীপ দেখ। (৫) গরু-পূ-১৪২,১৪৪। নিষধ দেখ।

অতিথিগ্ব—ঋক্-১।৫১।৬; ১।৫৩।৮,১১।

অতিদত্ত—হরি-হরি-২৮। রাজাধিদেব দেখ। ব্রহ্মপু-১৬।

অতিদান্ত—ব্রহ্মপু-১৬।

অতিদাহন—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অতিদেবা—উপদেবা ও বসুদেব দেখ।

অতিধন্বা।—ছান্দো-১ম-অঃ-৯খ-৩।

অতিনামা—বিষ্ণু-৩য়-১। হরি-হরি-৭। মৎ-৯। ব্রহ্মপু-৫। চাক্ষুষমনু-ও সপ্তর্ষি দেখ।

অতিবর্চ্চস—বাম-৫৭। স্কন্দ-মাহে কুমা-৪০। স্কন্দ দেখ। মহাভা-শল্য-৪৬।

অতিবল—(১) রামা-উত্ত-১১৬। (২) স্কন্দ (১৩) দেখ। (৩) মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) মহাভা-শান্তি-৫৯। (৫) স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

অতিবাহু—(১) মহাভা-আদি-৬৫। প্রধা দেখ। (২) হরি-হরি-৭। ভৃগু, ভৌত্য মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (৩) ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (৪) ব্রহ্মপু-৮। (৫) কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ। (৬) কালিকা-৪০।

অতিভানু—গর্গ-বিশ্ব-২৬। প্রভানু ও অবিভানু দেখ।

অতিমন্যু—শিব-ধর্ম্ম-৫২।

অতিযাজ—ঋক্-৬।৫২।১।

অতিরথ—মহাভা-আদি-৯৪।

অতিরাত্র—(১) মৎ-৪। (২) মার্ক-৬৯। (৩) হরি-হরি-২। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। ব্রহ্মপু-২। ভাগ-৪স্ক-১৩। কূর্ম্ম-পূ-১৪। নড়্বলা দেখ।

অতিলোহিত—দক্ষ ও বহুপুত্র দেখ।

অতিসেন—হরি-হরি-১৬১,১৬২।

অংক—ঋক্-১০।৪৯।৬।

অত্যুগ্র—পদ্ম-সৃষ্টি ১৩।

অত্রি—(১) রামা-আর-১৪। অযো-১০৭, উত্তরা-১। কূর্ম্ম-পূ-২,৭,৮,১৩, ১৯,৫০,৫২,। (২) লি-পূ-৫,৭,২৪,৬৩। ঋক্-৫।২১।১। হরি-হরি-৭। (৩) বায়ু-২৩। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অথর্ব্বন্, অথর্ব্বা—(১) ভাগ-৪স্ক-১। ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৯। বায়ু-৬৫। অথ-৪।১।৭। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অথর্ব্বাঙ্গিরস—ভাগ-৬স্ক-৬।

অদিতি—(১) ঋক্-২।২৭।১। (২) রামা-আর-১৪। বিষ্ণু-১ম-১৫; ৩য়-১; ৫র্থ-১; ৫ম-২,২৯। হরি-হরি-৫৫। অগ্নি-৪। মার্ত্তণ্ড ও অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অদীন—বিষ্ণু-৪র্থ-৯। বায়ু-৯৩। গরু-পূ-১৪৩। জয়সেন ও জয়ৎসেন দেখ।

অদূর—হরি-হরি-৭। বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্মসাবর্ণি (মনু) দেখ।

অদৃশ্যন্তী—মহাভা-আদি-১৮৬। বায়ু-৫৯। শক্তি, ও বশিষ্ঠ দেখ।

অদ্বিষেণ—বায়ু-৫৯।

অদ্ভুত—(১) বিষ্ণু-৩য়-২। হরি-হরি-১৬১। (৩) বায়ু-২৯। (৪) বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ঋক্-১।১৪২।৩।

অদ্ভুতি—হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম ও মরুত্বতী দেখ।

অদ্রি—(১)-বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ। (২) মার্ক-৬৯। (৩) ব্রহ্মপু-৮৪। অদ্রিকা দেখ

অদ্রিকা—মহাভা-আদি-৬৩। হরি-হরি-১৮। ব্রহ্মপু-৮৪। বায়ু-৬৯।

অদ্রোহক—পদ্ম-সৃষ্টি-৫০।

অধন—ব্রহ্মা-২৯। বায়ু-২৮। উর্জ্জা ও বশিষ্ঠ দেখ।

অধরারণ্য—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ৪১।

অধর্ম্ম—(১) ভাগ-৯স্ক-২২।(২)ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৩) বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) ভাগ-৪স্ক-৮। (৫) মহাভা-আদি-৬৬।

অধিদান্ত—হরি-হরি-৩৮। শতধন্বা দেখ

অধিপ—বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮।

অধিরথ—(১) ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মৎ-৪১। (৩) হরি-হরি-৩১। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) মহাভা-আদি-৬৭।

অধিসীমকৃষ্ণ—বিষ্ণু-৪র্থ-২১। বায়ু-৯৯। অসীম কৃষ্ণ ও অশ্বমেধদত্ত দেখ।

অধিসোমকৃষ্ণ—মৎ-৫০। শতানীক দেখ।

অধীতি—বায়ু-৬৭। জয়দেবগণ দেখ।

অধীশ্বর—বরা-৭। বিশাল দেখ।

[illegible]—ব্রহ্মপু-৫।

অধ্বরীবান্—ব্রহ্মপু-৫।

অধ্বর্য্য—ভাগ-১২স্ক-৬।

অধ্রিগু—ঋক্-১।১১২।২০। অথ-২০ ৬৩।৮

অনগ্নি—মার্ক-৫২।

অনঘ—(১) বিষ্ণু-১ম-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (২) হরি-হরি-৩২। উর্দ্ধবাহু ও বশিষ্ঠ দেখ।

অনঙ্গ—(১) রামা-আদি-৪৪। (২) রামা-কিষ্কি-৪১। (৩) মহাভা-শান্তি-৫৯ (৪) বৃহদ্ধ-মধ্য-২৩।

অনঙ্গকুসুমা—(১) কালিকা-৬৩। মদনাঙ্কুশা দেখ। (২) পদ্ম-পাতা-৪৩।

অনঙ্গবতী—মৎ-১০০। পদ্ম-সৃষ্টি ২০। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৯।

অনঙ্গবেশা—কালিকা-৬৩। মদনাঙ্কুশা দেখ।

অনঙ্গমদনা—কালিকা-৬৩। মদনাঙ্কুশা ও অনঙ্গা দেখ।

অনঙ্গমালিনী—(১) কালিকা-৬৩। মদনাঙ্কুশা দেখ। (২) পদ্ম-পাতা-৩৯,৪৩

অনঙ্গমেখলা— কালিকা-৬৩। মদনাঙ্কুশা ও অনঙ্গা দেখ।

অনঙ্গসেনা—পদ্ম-পাতা-৩৯, ৪৬।

অনন্ত—(১) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (২) কূর্ম্ম-পূ-২৩। তালজঙ্ঘ, বিশ্রুত ও দুর্জ্জয় দেখ। (৩) মহাভা-আদি-৩৫,৬৫ (৪) বরা-২৪। (৫) মহাভা-অনুশা-১৫০। (৬) মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ। (৭) অগ্নি-২৭৫। হৈহয় দেখ। (৮) দেবীভা-৯স্ক-১। (৯) কল্কি-২য়-৪। (১০) মহাভা-আশ্ব-৮। (১১) বাম-৫৭। কিরীটী দেখ।

অনন্তক—লি-পূ-৬৮। শশবিন্দু দেখ।

অনন্তভাগি—মৎ-১৯৫। বৈগায়ন দেখ।

অনন্তর—হরি-হরি-৬।

অনন্তা—(১) মৎ-৬২। (২) স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। সতী (৩৬) দেখ

অনপান—বায়ু-৯৯। দধিবাহন ও দিবিরথ দেখ।

অনপায়—বায়ু-৯৩। মরুত্ত দেখ।

অনবদ্যা—(১) মহাভা-আদি-১২৩। (২) বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (৩) কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ।

অনবরথ—বিষ্ণু-৪র্থ-১২। মধু (৪) দেখ।

অনমিত্র—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৩, ১৪। (২) কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৩) লি-পূ-৬৯। (৪) হরি-হরি-১৫। (৫) হরি-হরি-৩৪। (৬) ভাগ-৯স্ক-২৪। (৭) মৎ-১২। (৮) মৎ-৪৫। (৯) মৎ-৪৬। গরু-পূ-১৪৩। বায়ু-৯৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩, ১১০, ১১১। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। অগ্নি-২৭৩-২৭৫। নিঘ্ন, মাদ্রী, ধৃষ্ট, সত্যক ও শিনি দেখ।

অনয়—(১) শিব-বায়-পূ-১৫। সপ্তর্ষি দেখ। (২) অগ্নি-২৭৮। অনঘ, উর্জ্জ ও বশিষ্ঠ দেখ।

অনরণ্য—(১) রামা-উত্ত-১৯, অযো-১১০। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৩) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১, ৪২। (৪) মৎ-১২। হরি-হরি-১৫। (৫) ভাগ-৯স্ক-৭। (৬) কূর্ম্ম-পূ-২০। (৭) বরা-৬২। (৮) পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৯) বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। (১০) শিব-ধর্ম্ম-৬১। (১১) অগ্নি-২৭৩। বায়ু-৮৮। গরু-পূ-১৪২, ১৪৩। দেবীভা-৭স্ক-১০। সর্ব্বকর্ম্মা, সৌদাস, বিষ্ণুবৃদ্ধ, বৃহদশ্ব, হর্য্যশ্ব, ত্রসদস্যু, হয়, মান্ধাতা ও রাজর্ষি দেখ।

অনর্ক—অগ্নি-২৭৮। অলর্ক ও ক্ষেমক দেখ।

অনর্ব্বা—ভাগ-৬স্ক-১০।

অনল—(১) রামা-লঙ্কা-৩৭; উত্তরা-

৫। (২) বিষ্ণু-১ম-১৫। হরি-হরি-৩। গরু-পূ-৬,১৫। বসুগণ, অষ্টবসু, ধ্রুব ও আপ দেখ। (৩) হরি-হরি-১৫। অহীনগু ও উক্‌থ দেখ। (৪) মহাভা-আদি-৬৬। অগ্নি-১৮। শিব-ধর্ম্ম-৬৩। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অনলা—(১) রামা-আর-১৪। (২) রামা-উত্ত-৫, ৩০, ৭৪।

অনাদিক—অগ্নি-৮৫।

অনাদৃষ্টি—বায়ু-৯৬।

অনাধৃষ্ট—(১) হরি-হরি-৩৬,৩৭। (২) মহাভা-আদি-৬৭।

অনাধৃষ্টি—হরি-হরি-৩৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। মৎ-৪৬। বায়ু-৯৬। বসুদেব দেখ।

অনানত—ঋক্‌-৯।১১১।১।

অনায়ু—হরি-হরি-১৯৬। মহাভা-আদি-৬৭। কশ্যপ দেখ।

অনায়ুধ—কালিকা-৪০।

অনায়ুষা—হরি-হরি-২১৯। ত্বষ্টা দেখ।

অনিরুদ্ধ—ভাগ-১স্ক-১৪, ৩স্ক-৩, ১০স্ক-৬১। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। হরি-হরি-১৬০। মৎ-৪৭। বজ্র, প্রতিবাহু, রোচনা ও রুক্মিণী দেখ।

অনিল—(১) ভাগ-১০স্ক-৬১। (২) মৎ-২০৩। ধ্রুব দেখ। বিষ্ণু-১ম-১৫। অবিজ্ঞাতগতি দেখ। (৩) মহাভা-আদি-৬৬। অগ্নি-৪৮। পদ্ম-উত্ত-১৫৯, ১৬০। পদ্ম স্বষ্টি-৬।

অনিষ্টকর্ম্মা—ভাগ-১২স্ক-১। ঋক ১০। ১৬৮। ১।

অনীকবান্—বায়ু-২৯। অর্ক ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অনু—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (২) কূর্ম্ম-পূ-২৪। লি-পূ-৬৮। হরি-হরি-৩২। (৩) ভাগ-৯স্ক-২৪। কপোতরোমা ও দুন্দুভি দেখ।

অনুকম্পন—মহাভা-শান্তি-২৫৬।

অনুকর্ম্মা—মহাভা-অনু-৯১। শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

অনুগোপ্তা—মহাভা-অনুশা-৯১। শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

অনুগ্রহ—মার্ক-১০০। হরি-হরি-৭। বিষ্ণু-৩য়-২। ভৌত্যমনু দেখ।

অনুজা—মহাভা-সভা-১৩।

অনুতাপন—ভাগ-৬স্ক-৬। কশ্যপ দেখ।

অনুত্তম—হরি-হরি-১৯৬। চাক্ষুষ মনু দেখ।

অনুদৃক—বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

অনুপরাজ—মহাভা-সভা-৪।

অনুপর্ণ—শিব-ধর্ম্ম-৬১।

অনুপলাল—অথ-৮।৬।২।

অনুবিন্দ—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) মহাভা-আদি-৬৭। (৩) বায়ু-৯৬। জয়সেন, বিন্দ ও শ্রুত-কীর্ত্তি দেখ।

অনুব্রত—মৎ-৪৬, ২৭১।

অনুভানু—বায়ু-৬৮।

অনুমতি—ঋক্‌-১০।৫৯।৬। বিষ্ণু-১ম-১০। লি-পূ-৫। (২) ভাগ-৪স্ক-

১। (৩) মৎ-১৯৫। বৈপায়ন দেখ। (৪) কুহু, রাকা, সিনীবালী ও অঙ্গিরা দেখ।

অনুমন্তা—বায়ু-৬৬।

অনুম্লোক—অথ-২।১৪।৩।

অনুম্লোচণ্ডী—যজু-১৫।১৭। বায়ু-৬৯। বর্ণিণী দেখ।

অনুম্লোচা—কূর্ম্ম-পূ-৪১। বিষ্ণু-২য়-১০। বায়ু-৫২। বৈষ্ণবী দেখ।

অনুযায়ী—মহাভা-সভা-৬৭।

অনুর—অগ্নি-২৭৭।

অনুরাধা—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ

অনুশাল্ব—গর্গ-অশ্ব-২৪, ৩৫।

অনুসূয়া, অনসূয়া—(১) রামা-অযো-১১৬। (২) ভাগ-৩স্ক-২৪। কর্দ্দম (১১) দেখ। (৩) বাম-২। মহাভা-অনুশা-১৪। ব্রহ্মা-২৯।

অনুহ—হরি-হরি-১৮, ২০। ব্রহ্মদত্ত ও বিভ্রাজ দেখ।

অনুহ্লাদ—রামা-উত্ত-৩৩। হরি-হরি-৩। ভাগ-৬স্ক-১৮। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মহাভা-আদি-৬৭। বায়ু-৬৭, ৬৯। হিরণ্যকশিপু, সিনীবালী (৩) ও হ্রাদ-হল দেখ।

অনূচানা—মহাভা-আদি-১২৩।

অনূদর—মহাভা-আদি-৬৭।

অনূপা—মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। ব্রহ্মা দেখ।

অনূরু—মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। গরুড়, অরুণ ও বিনতা দেখ।

অনূহবান্—বায়ু-৯১।

অনৃত—বিষ্ণু-১ম-৭। মার্ক-৫০। কূর্ম্ম-পূ-৮। হিংসা ও নিকৃতি দেখ।

অনেকচূড়া—বাম-৫৮। স্কন্দ দেখ।

অনেকজন্মজনন—মৎ-২০৩।

অনেনা—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-২। বিশ্বগন্ধ ও পৃথু দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ক্ষেমারী দেখ। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-৮। সুহোত্র ও নহুষ দেখ। (৪) হরি-হরি-১৮। ভাগ-৯স্ক-১৭। আয়ু, রজি ও প্রভা দেখ। (৫) ভাগ-৯স্ক-১৭ (৬) বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। ক্ষত্রবৃদ্ধ দেখ।

অনেবস—মহাভা-আদি-৭৫।

অনৌপম্যা—মৎ-১৮৭। বাণ দেখ।

অন্তক—(১) ঋক্-১।১১২।১। (২) মৎ-২৭১। (৩) অন্তক—যম। যম দেখ।

অন্তর—বায়ু-৯৫। ব্রহ্মপু-১৫। পৃথুশ্রবা ও সুযজ্ঞ দেখ।

অন্তরা—বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

অন্তরীক্ষ—(১) ঋক্-৭।১০৪।২৩। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-২২। বিষ্ণু-৩য়-৩। বেদব্যাস (১৮) দেখ। (৩) ভাগ-৫স্ক-৪। (৪) ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) ভাগ-১০স্ক-৫৯। (৬) মৎ-২৭১। সুপর্ণ দেখ। (৭) ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। ব্রহ্মপু-১০৯।

অন্তর্দ্ধান—(১) মৎ-৪। (২) বিষ্ণু-১ম-১৪। কূর্ম্ম-পূ-১৪। পৃথু ও হবির্দ্ধান দেখ।

অন্তর্দ্ধামা—মহাভা-অনুশা-১৪৭। হবির্দ্ধামা দেখ।

অন্তর্দ্ধি—হরি-হরি-২। ব্রহ্মপু-২। বায়ু-৬৩। ব্রহ্মা-৬৯।

অন্তিক—মৎ-৪৪। যদু দেখ।

অস্তিকা—অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ

অন্ত্য—হরি-হরি-৩৪। জগৃহু ও শ্রুতদেবা দেখ।

অন্দিগু—ঋক্-৯।১০২।

অন্ধক—(১) রামা-লঙ্কা-৪০। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-১২, ১৩। সত্বত (১) দেখ। (৩) কূর্ম্ম-পূ-১৬। হিরণ্যাক্ষ দেখ। (৪) কূর্ম্ম-পূ-২২। (৫) কূর্ম্ম-পূ-২৪। সাত্বত দেখ। (৬) লি-পূ-৬৬। নহুষ দেখ। (৭) লি-পূ-৬৯। (৮) হরি-হরি-৩৪। যুধাজিৎ ও শ্বফল্ক দেখ। (৯) হরি-হরি-৯৪। (১০) হরি-হরি-৩৪। (১১) হরি-হরি-৩৮। সত্ব, সাত্বত, সাত্বত ও সন্তান দেখ। (১১) হরি-হরি-১৪৩, ১৪৪। (১২) ভাগ-৯স্ক-২৪। অনু (৪) দেখ। (১৩) বরা-২৭। (১৪) অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪। আড়ি ও বক দেখ। (১৫) ব্রহ্মপু-১৪। মাদ্রী (৭) দেখ। (১৬) ভজমান দেখ।

অন্ধকরু—ব্রহ্মপু-১৪।

অন্ধকারক—(১) বিষ্ণু-২য়-৪। দ্যুতিমান দেখ।

অন্ধ্র—বায়ু-৮৮। যুবনাশ্ব দেখ।

অন্ধ্রক—মহাভা-সভা-৪।

অন্নচক্র—পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

অন্নাদ—ভাগ-১০স্ক-৬১। রাজাধিদেবী ও মিত্রবিন্দা দেখ।

অন্বগ্‌ভানু—মহাভা-আদি-৯৪। মনস্যু দেখ।

অন্বিতা—বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

অন্বীশ—অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ।

অন্য—(১) বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (২) বায়ু-৬৫। ক্রতু ও অজ দেখ।

অন্যগোচরা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

অন্যাদৃক্—বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

অন্যাদৃক্ষ—বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

অপ—(১) ঋক্-১। ১৬৪। ১। (২) লি-পূ-৫। অনসূয়া দেখ। (৩) কূর্ম্ম-পূ-৪১। আপ ও সূর্য্য দেখ।

অপচিত্তি—(১) কূর্ম্ম-পূ-১৩। সম্ভূতি ও পূর্ণমাস দেখ। লি-পূ-৫। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯।

অপতব্রত—ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১ হিরণ্যনাভ দেখ।

অপদেবী—মৎ-৪৬। বসুদেব দেখ।

অপর—(১) বিষ্ণু-৩য়-২। সপ্তর্ষি দেখ (২) বৃহদ্ধ-পূ-১২১। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অপরসেক—মহাভা-সভা-৩০। সহদেব দেখ।

অপরাজিত—(১) বিষ্ণু-১ম-১৫। (২) মহাভা-আদি-৯৪। (৩) মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) ভাগ-১০স্ক-৬১। উর্দ্ধগ ও প্রবল দেখ। (৫) মহাভা আদি-৩৫। (৬) মহাভা-আদি-৬৭। (৭) রুদ্র দেখ।

অপরাজিতা—(১) বরা-৯২। বৈষ্ণবী ও মহিষাসুর দেখ। (২) বাম-৪। সতী (১০) দেখ। (৩) ব্রহ্ম-পূ-১২৯।

অপরাশিবা—বিষ্ণু-১ম-৮। রুদ্র দেখ।

অপরূপ—ব্রহ্মা-৬৫।

অপর্ণা—(১) হরি-হরি-১৮। লি-উত্ত-১০১। মৎ-১৩। কালিকা-৬৩। ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ। (৪) পদ্ম-পাতা-৪৩। (৫) সতী দেখ।

অপর্ণি—মৎ-১৯৬। পরম্পরাযণি দেখ।

অপসব্য—ব্রহ্মা-৩০। বায়ু-২৮। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অপস্তুতি—মৎ-৪। সুনৃতা ও সুনীতি দেখ।

অপাংনপাৎ—ঋক্-২।৩৫ ৯।

অপাগ্নেয়—মৎ-১৯৬। হংসজিহ্ব দেখ।

অপাণ্ডু—মৎ-১৯৬। মরণ দেখ।

অপাদী—অগ্নি-৮৫। রুদ্র দেখ।

অপান—(১) পদ্ম-উত্ত-৮। মারুত দেখ। (২) বায়ু-৬৬, ৬৭। অজিত, স্বায়ম্ভুবমনু ও বৈবস্বতমনু দেখ।

অপান্তরতম—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। গর্গ-দ্বার-১৪। গর্গ-বিশ্ব-৪২।

অপান্তরতমা—হরি-হরি-২৫৫। মহাভা-শান্তি-৩৫০।

অপামূর্ত্তি—বিষ্ণু-৩য়-২। সপ্তর্ষী ও ব্রহ্মসাবর্ণি মনু দেখ।

অপালা—ঋক্-৮।৯১।১।

অপিশান্ত—পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

অপোজ্য—ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। বায়ু-৫৯। বৃহস্পতি দেখ।

অপোদক—অথ-৫।১৩।৬।

অপ্নবন—ঋক্-৮।১০২।৮।

অপ্বা—ঋক্-১০।১০৩।১২।

অপ্রতিম—বায়ু-৬২।

অপ্রতিমৌজা—বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

অপ্রতিরথ—(১) ভাগ-৯স্ক-২০। মেধাতিথি দেখ। (২) বায়ু-৯৯। রন্তিনার দেখ। (৩) ঋক্-১০।১০৩। সাম-৯।৩।৫।

অপ্রতীপ—মৎ-২৭১। নিরমিত্র ও অযুতায়ু দেখ।

অপ্রমাদ—লি-পূ-৫। কূর্ম্ম-পূ-৮। বুদ্ধি দেখ। বায়ু-১০। ব্রহ্মাণ্ড-১০।

অপ্সরা—রামা-আদি-৪৫। বিষ্ণু-১ম-২১। মিশ্রকেশী, কশ্যপ ও প্রধা দেখ। কালিকা-৩৪। হরি-হরি-৩।

অপ্সুজাতা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

অপ্সুহোমা—মহাভা-সভা-৩।

অবক্ষি—ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। তামসমনু দেখ।

অবগাহ—মৎ-৪৬। হরি-হরি-১৬০। সুদেবা ও “শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ” দেখ।

অবৎসার—ঋক্-৫।৪৪।১।

অবদ্য—ঋক্-৫।৪৪।১০। সপ্রি দেখ।

অবনীয়ান—শিব-ধর্ম্ম-৫৮। হরি-হরি-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য, অবরীবান ও সাবর্ণিমনু দেখ।

অবন্তি—মৎ-৪৩। তালজঙ্ঘ ও জয়ধ্বজ দেখ।

অবন্ধ্য—বায়ু-৬৫।

অবভৃত—বায়ু-২৯। ব্রহ্মা-৩০। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অবরীবান—হরি-হরি-৭। অবনীবান্ দেখ।

অবরীয়ান্—বিষ্ণু-১ম-১০।

অবলা—(১) লি-পু-৬৩। (২) বায়ু-৭০।

অবশ—পদ্ম-সৃষ্টি-৭। রৈবতমনু দেখ।

অবাসু—ঋক্-৫।৩১; ৫।৭৫। অত্রি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অবাচীন—মহাভা-আদি-৯৫। রুচির দেখ।

অবালা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

অবাহ—বিষ্ণু-৪র্থ-১৬।

অবিকম্পী—মহাভা-শান্তি-৩১৯।

অবিক্ষিৎ—(১) মহাভা-আদি-৯৪। (২) ভাগ-৯স্ক-২। ব্রহ্মপু-১৩, ১৪। করন্ধম ও মরুত্ত দেখ।

অবিজ্ঞাত—অগ্নি-১৮। অষ্টবসু ও বসুগণ দেখ।

অবিজ্ঞাতগতি—(১) শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অনিল ও শিবা দেখ। (২) সৌর-২৮। মনোজব দেখ। মৎ-৫। মহাভা-আদি-৬৬। মনু (১৯) দেখ।

অবিদ্য—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। অভিজিৎ, দুন্দুভি ও পুনর্ব্বসু দেখ। (২) মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

অবিন্তা—বৃহন্না-৩।

অবিন্ধ্য—রামা-সুন্দরা-৩৫।

অবিবিংশ—বিষ্ণু-৪র্থ-১।

অবিভানু—ভাগ-১০স্ক-৬১। সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ ও প্রভানু দেখ।

অবিমুক্তেশ্বর—সৌর-৬।

অবিরূপ—কালিকা-৮৯।

অবিরোধন—ভাগ-৫স্ক-১৫। গয় (৯) দেখ।

অবীক্ষিত—মার্ক-১২১। অবিক্ষিৎ, করন্ধম ও মরুত্ত দেখ।

অব্জ—হরি-হরি-২৯। ধন্বন্তরী দেখ।

অব্যক্ত—শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অরণ্য, তত্ত্বদর্শী ও রৈবতমনু দেখ।

অব্যগ্র—বায়ু-১০৬।

অব্যয়—(১) বায়ু-১০৬। (২) মৎ-১৯১। হরি-হরি-৭। অজিত দেখ।

অব্যয়া—পদ্ম-পাতা-৬৫।

অভঙ্গ—পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্রাজিৎ দেখ।

অভয়—(১) ভাগ-৪স্ক-১। দয়া দেখ। (২) ভাগ-৫স্ক-১২। ইধ্মজিহ্ব দেখ। (৩) মৎ-১৯৮ ও ১৯৯। বৈকৃতি-গালব ও বৈবশপ দেখ। (৪) মহাভা-আদি-৬৭।

অভয়া—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

অভয়দ—বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হরি-হরি-৩১। বহুগব দেখ।

অভাব—বরা-৭৪। উন্নেতা দেখ।

অভিজিৎ—(১) বায়ু-৯৬। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অন্ধক দেখ। (৪) কূর্ম্ম-পূ-২৪। উগ্রসেন দেখ। (৫) লি-পু-৬৯। আহুক দেখ। (৬) মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ। (৭) ব্রহ্মপু-১৫। পুনর্ব্বসু দেখ।

অভিজ্ঞাত—ভাগ-৫স্ক-২০। যজ্ঞবাহু দেখ।

অভিতপা—ঋক্-১০।৩৭।১।

অভিপ্রতারী—ছান্দো-৪র্থ-৩খ-১৫।

অভিমতী—ভাগ-৬স্ক-৬। দ্রোণ (১) দেখ।

অভিমন্যু—(১) মহাভা-আদি-১১৯, ১২০, ২২১, দ্রোণ-৩৩-৭১। (২) ব্রহ্মা-৬-৩২। বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুবমনু, অজিত, উরু ও অমৃতবান্ দেখ।

অভিমন্যুক—কূর্ম্ম-পূ-১৪। অগ্নি ১৮। হরি-হরি ১২। নড্বলা ও চাক্ষুষমনু দেখ।

অভিমান—চাক্ষুষমনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

অভিমানী—হরি-হরি-৭। মৎ-৫১। ভৌত্যমনু, উগ্র, অর্ক, তেজস্বী ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অভিমিত্র—বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

অভিষ্টুত—ব্রহ্মপু-১৬৮।

অভিষ্ণাত—হরি-হরি-২৭। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

অভীবর্ত্ত—ঋক্ ১০।১৭৪।১।

অভীযু—বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

অভীরু—মহাভা-আদি-৬৭।

অভূতরজঃ—হরি হরি-৭। বায়ু-১০০। গরু-পূ-৮৭। বৈকুণ্ঠ, ভূতরজঃ ও রৈবতমনু দেখ।

অভূমি—মৎ-৪৫। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অশ্বভূমি দেখ।

অভ্যাবর্ত্তী—(১) বায়ু-৬৯। (২) ভাগ-৮স্ক-৮।

অমর—মৎ-১৭১। মরুদ্‌গণ ও মরুদ্বতী দেখ।

অমরাবতী—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

অমরেশ—অগ্নি-৮৫।

অমর্ক—বায়ু-৬৫। ভাগ-৭স্ক-৫। ষণ্ড দেখ।

অমর্ষ—বিষ্ণু-৪র্থ-৪। প্রসুশ্রুত ও বিশ্রুতবান্ দেখ।

অমর্ষণ—ভাগ-৯স্ক-১২। প্রসুশ্রুত ও বিশ্রুতবান্ দেখ।

অমলা—মহাভা-আদি-৬৬।

অমহীয়ু—ঋক্-৬।৬১।১।

অমাবসু—বিষ্ণু-৪র্থ-৭। মহাভা-আদি-৭৫। হরি-হরি-২৭। বায়ু-৯১। পদ্ম-সৃষ্টি-৯। পুরূরবা ও পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অমায়ু—কূর্ম্ম-পূ-২২। লি-পূ-৬৬। আয়ু ও পুরূরবা দেখ।

অমাহট—মহাভা-আদি-৫৭।

অমিত—(১) কূর্ম্ম-পূ-৫০। রৈবত-মনু ও বৈকুণ্ঠ দেখ। (২) গরু-পূ-৮৭। ভাগ-৯স্ক-১৫। জয় দেখ।

অমিতাভ—বায়ু-১০০। বিষ্ণু-৩স্ক-১।

অমিতাশনা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

অমিতৌজা—লি-পূ-৬৬। সত্যব্রত দেখ।

অমিত্রজিৎ—বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ভাগ-৯স্ক-১২। বায়ু-৩৩।

অমূর্ত্তরজ—রামা-আদি-৩২।

অমূর্ত্তরয়—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (২) মৎ-৪৯। কুশ দেখ। বায়ু-৯১।

অমৃত—(১) হরি-হরি-১৯৬। মরুদ্‌গণ ও মরুত্বতী দেখ। (২) ভাগ-৫স্ক-২০। (৩) কালিকা-৩৪। দক্ষ দেখ। (৪) বায়ু-১০৬। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ। (৫) রামা-আদি-৪৫।

অমৃতকাঙ্ক্ষি—পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

অমৃতপ—মহাভা-আদি-৬৫।

অমৃতপ্রভা—ভাগ-৮স্ক-১৩।

অমৃতবান্—ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। দ্বিবিমন্তুগণ দেখ

অমৃতা—(১) মহাভা-আদি-৯৫। বিদূরথ দেখ। (২) বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (৩) পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ। (৪) বায়ু-৬৯।

অমোঘা—(১) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (২) কালিকা ৮২। পদ্ম-সৃষ্টি-৫৫।

অমোঘাক্ষী—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

অম্বরীষ—(১) রামা-আদি-৬১, ৬২, ৭০; অযোধ্যা-১১০। প্রশুশ্রব দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-২। নাভাগ দেখ। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৪) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২৫, ৫০। ভাগ-৯স্ক-৪। ভাগ-৯স্ক-৭। যুবনাশ্ব ও মান্ধাতা দেখ। (৫) লি-উত্ত-৫। নারদ ও পর্ব্বত দেখ। (৬) হরি-হরি-১০। উৎকল দেখ। (৭) ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ। (৮) ব্রহ্মা-২৯। পুলহ, ক্ষমা ও সহিষ্ণু দেখ। (৯) বায়ু-৬৯। গরু-পূ-১৪২।

অম্বর্ষ্য—ব্রহ্মপু-১৪৯।

অম্বষ্ঠ—গর্গ-বিশ্ব-১০।

অম্বা—মহাভা-উদ্‌-১৭১-১৯২। শিখণ্ডী দেখ।

অম্বালিকা—মহাভা-আদি-৯৫, ১০৬; উদ্‌-১৭১। ভীষ্ম (১২৪৯ পৃঃ) দেখ।

অম্বিক—সৌর-৫০।

অম্বিকা—(১) মহাভা-আদি-৯৫, ১০৬; উদ্‌-১৭১। ভীষ্ম (১২৪৯ পৃঃ) দেখ। (২) ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৩) মহাভা-আদি-১২৩। (৪) যজুঃ-৩।৬৩।৭। (৫) কালিকা-৬৩।

অম্বুজ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অম্বুজবদনা—লি-পূ-৫৫।

অম্বুজাক্ষী—দেবীভা-৪স্ক-৬।

অম্বুদ—ঋক্-১০।৯৪।১।

অম্বুবীচ—মহাভা-আদি-২০৪।

অম্ভোরুহ—মহাভা-অনুশা-২, ৪।

অয়—(১) মৎ-৯। বশিষ্ঠ ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) শিব-ধর্ম্ম-৫৪। বসুগণ ও অষ্টবসু দেখ।

অয়ঃশঙ্কু—হরি-হরি-৪১। ব্রহ্মপু-২১৩। মহাভা-আদি-৬৭। দনু দেখ।

অয়ঃশিরা—হরি-হরি-৪১। ব্রহ্মপু-২১৩। মহাভা-আদি-৬৭। দনু দেখ।

অয়তি—মহাভা-আদি-৭৫।

অয়ন—মৎ-২০৩। সাধ্য (৯) দেখ।

অয়বস—ঋক্-১।১২২।৫।

অয়স্ময়—হরি-হরি-৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮।

অয়স্য—বায়ু-৬৫। অঙ্গিরা (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অয়াতি—বিষ্ণু-৪র্থ-২০। নহুষ (৬৬২ পৃঃ) দেখ।

অয়াস্য—(১) ঋক্-৯।৪৪।১। (২) ভাগ-৯স্ক-৭।

অযু—ঋক্-১।১০৪।৪।

অযুতনায়ী—মহাভা-আদি-৯৫।

অযুতাজিৎ—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। ভজমান দেখ। (২) হরি-হরি-১৫। মৎ-১১। (৩) হরি-হরি-৩৭। (৪) ভাগ-৯স্ক-২৪। অযুতায়ু ও সাত্বত দেখ। (৫) গরু-পূ-১৪৩।

অযুতায়ু—(১) মৎ-১২। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৭। পুরূরবা দেখ। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৪) ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৬) লি-পূ-৬৯। নিরমিত্র দেখ। (৭) গরু-পূ-১৪২, ১৪৪, ১৪৫।

অযুতাশ্ব—বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

অয়োবাহু—মহাভা-আদি-৬৭।

অয়োমুখ—বিষ্ণু-১ম-২১। হরি-হরি-৩। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দনু ও কশ্যপ দেখ।

অয়োমুখী—(১) রামা-আর-৬৯। (২) মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) বায়ু-৮৪। নিকৃতি দেখ।

অয়োমূর্ত্তি—শিব-ধর্ম্ম-৫৮। স্বারোচিষ মনু ও জ্যোতি (২) দেখ।

অরজা—(১) রামা-উত্ত-৯৩, ৯৪। দণ্ড দেখ।

অরণি—লি-পূ-৬৩। শুকদেব ও কীর্ত্তিমতী দেখ।

অরণ্য—(১) বিষ্ণু-১ম-১৩। চাক্ষুষ-মনু ও পুষ্করিণী দেখ। হরি-হরি-২,৭। (২) বিষ্ণু-৩য়-২; ১ম-৭। হরি-হরি-৭। (৩) পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

অরণ্যানী—ঋক্-১০।১৪৬।১।

অরম্ব—ঋক্-৮।৪৬।২৭।

অররু—শত-২প্র-২ব্রা-১৭, ১৮। অথ-৬।৪৬।১।

অরাণি—মহাভা-অনুশা-৪।

অরাতি—অথ-৫।৭।১।

অরায়—অথ-৮।৬।৫।

অরি—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

অরিক্ষিপ্ত—হরি-হরি-৩৪। শ্বফল্ক দেখ।

অরিজিৎ—ভাগ-১০স্ক-৬১। অশ্বগ্রু ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ।

অরিতায়ণ—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

অরিনাভ—শিব-ধর্ম্ম-৬০। পৃথু ও ককুৎস্থ দেখ।

অরিন্দম—শিবস্বাতি দেখ। ভাগ-১২স্ক-১। বায়ু-৯৯।

অরিমর্দ্দন—(১) লি-পূ-৬৯। (২) হরি-হরি-৩৪। (৩) ব্রহ্মপু-১। প্রজন ও অজিহ্ম দেখ।

অরিষ্ট—(১) বিষ্ণু-৫ম-১৪। ভাগ-১০স্ক-৩৬। (২) কূর্ম্ম-পূ-২০। (৩) ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) ভাগ-৬স্ক-১৮। কিশোর দেখ।

অরিষ্টকর্ম্ম—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অনিষ্ট-কর্ম্মা দেখ।

অরিষ্টনেমী—(১) রামা-আর-১৪। বায়ু-৬৫। (২) রামা-আদি-৩৮। (৩) ভাগ-৯স্ক-১৩। পুরুজিৎ ও শ্রুতায়ু দেখ। (৪) বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৫) বিষ্ণু-১ম-১৫। দক্ষ দেখ। (৬) কূর্ম্ম-পূ-৫০। দ্বাদশ গ্রামণী, ভগ ও মহাপদ্ম দেখ। (৭) লি-পূ-৬৯। হরি-হরি-৩৪। চিত্রক দেখ। হরি-হরি-১৫। (৮) হরি-হরি-২১৮। (৯) মার্ক-২। গরুড় (১১) দেখ। কালিকা-৩৪। (১০) তৃক্ষ দেখ।

অরিষ্টা—(১) বিষ্ণু-১ম-২১। (২) কূর্ম্ম-পূ-১৬, ১৮। বায়ু-৬৯।

অরিহ—(১) মহাভা-আদি-৯৫।

অরিহা—বায়ু-১০০।

অরুণ—(১) রামা-আদি-১৪। মহাভা-আদি-৬৬। (২) বিষ্ণু-১ম-২১। অগ্নি-১৯। গরুড়, বিনতা ও সুপর্ণ দেখ। লি-পূ-৬৩। মৎ-৬। (৩) লি-পূ-৬৩। মহাভা-আদি-১৫, ১৬। হরি-হরি-২১৯। বাম-৫৭। (৪) কূর্ম্ম-পূ-৪১। দ্বাদশ গ্রামণী ও বিশ্বাবসু দেখ। (৫) দেবীভা-৭স্ক-১০। (৬) দেবীভা-১০স্ক-১৩। (৭) মৎ-১৭১। সাধ্যা ও সাধ্য দেবগণ দেখ। (৮) ভাগ-৬স্ক-৬। (৯) ঋক্-১০।৯১। ছান্দো-৩য়-অঃ১১-খ-৪। ৫ম-অঃ-৩য়-খ-২।

অরুণা—মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা ৩৪। বিমলা দেখ।

অরুণাশ্ব—কূর্ম্ম-পূ-২০। সংহতাশ্ব দেখ।

অরুণি—(১) ভাগ-৪স্ক-৮। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (২) লি-পূ-৭। বেদব্যাস দেখ (৩) মহাভা-আদি-৫৭।

অরুন্ধতী—(১) বিষ্ণু-১ম-১৫। (২) কূর্ম্ম-পূ-১৯। লি-পূ-৬৩। ভাগ-৩স্ক-২৪ বাম-২। কালিকা-১৯। বায়ু-৭০। মৎ-১০১। অথ-৬।৬৯।১। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অরুষ—ঋক্-৫।৫৬।৬।

অরুষী—ঋক্-১।১৪।১২।

অরূপ—বায়ু-৫৯।

অরূপা—মার্ক-৫১। বীজহরা দেখ।

অরূপি—মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ।

অরোগা—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। সাবিত্রী ও ভদ্রকর্ণিকা দেখ।

অর্ক—(১) রামা-লঙ্কা-৪। (২) ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৪) হর্য্যশ্ব ভর্ম্মাশ্ব, বহ্নি ও মিত্র দেখ।

অর্কনয়ন—পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

অর্কপর্ণ—মহাভা-আদি-৬৫। মুনি দেখ।

অর্কপৃষ্ঠ—কালিকা-৩৪। বরিষ্ঠা দেখ

অর্চ্চৎ—ঋক্-১০।১৪৯।১।

অর্চ্চনানশ—মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

অর্চ্চনানা—ঋক্-৫।৬১।১।

অর্চ্চিঃ—(১) ভাগ-৪স্ক-১৬। (২) ভাগ-৪স্ক-২২। পৃথু দেখ।

অর্চ্চিষ্মান—মার্ক-৯৪। সাবর্ণি মনু দেখ। বায়ু-১০০। সুতপা দেখ।

অর্চ্চিসন—ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯।

অর্জ্জুন—(১) রামা-উত্ত-৬। (২) রামা-উত্ত-৩৬-৩৮। (৩) পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম অর্জ্জুন (ক) জন্ম-মহাভা-আদি-৬৩, ৯৫, ১২৩। (খ) অস্ত্রশিক্ষা-আদি ১৩২, ১৩৩। (গ) বারণাবতে গমন ও তথা হইতে পলায়ন প্রভৃতি—আদি-১৪২-১৪৮। (ঘ) একচক্র নগরে অবস্থান ও দ্রৌপদী লাভ—আদি-১৫৭, ১৮৪-১৯৬। (ঙ) দ্বাদশবর্ষ বনবাস—বন-২১৩। (চ) চিত্ররথের সহিত সখ্যতা—আদি-১৭০। (ছ) খাণ্ডব প্রস্থে রাজ্য স্থাপন—আদি-২০৭, ২০৮। (জ) বিবাহ—আদি-২১৪। (ঝ) মণিপুর গমন প্রভৃতি—আদি-২১৬,২১৭। (ঞ) সুভদ্রাহরণ প্রভৃতি—আদি-২১৯-২২২ (ট) খাণ্ডব-বন দাহন—আদি-২২৩-২৩৪। (ঠ) অন্যান্য বিষয়ের জন্য যুধিষ্ঠির, ভীম, সহদেব, ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ, শকুনি ও বিরাট দেখ। (৪) মহাভা-আদি-২২১। শ্রুতকীর্ত্তি (৩) দেখ

অর্জ্জুনক—মহাভা-অনুশা-১।

অর্জ্জুনকা—বরা-৮। প্রসন্ন দেখ।

অর্জ্জুনপাল—ভাগ-৯স্ক-২৪।

অর্জ্জুনী—ঋক্-৪।২৬।১।

অর্ণ—ঋক্-৪।৩০।১৮

অর্ণোদর—বাম-৬।

অর্থ—(১) ভাগ-৪স্ক-১। ধর্ম্ম দেখ।

অর্থকারক—মার্ক-৫৩। পীবর, উষ্ণ ও দ্যুতিমান্ দেখ।

অর্থপতি—বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ভাব্য দেখ।

অর্থসহ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অর্থসিদ্ধি—(১) হরি-হরি-১৫। পুষ্প ও অগ্নিবর্ণ দেখ। (২) ভাগ-৬স্ক-৬।

অর্দ্ধনেমী—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ

অর্দ্ধপণ্য—মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ

অর্দ্ধবাহু—ব্রহ্মা-২৯, বায়ু-২৮। সপ্তর্ষি দেখ।

অৰ্দ্ধহারী—মার্ক-৫১।

অর্ব্বরীবান্—কূর্ম্ম-পূ-৫০। গরু-পূ-৮৭। স্বারোচিষ মনু দেখ।

অর্ব্বরীর—(১) মার্ক-৫২। পুলহ ও ক্ষমা দেখ। (২) মার্ক-৮০। সাবর্ণিমনু দেখ।

অর্ব্বাবসু—(১) কূর্ম্ম-পূ-৪২। সূর্য্য দেখ। (২) মহাভা-শান্তি-২০৮। (৩) শতপথ-৪প্র-২ব্রা-৬অঃ। পরাবসু দেখ।

অর্ব্বুদ—ঋক্-১।১১।৭; ৬।২০।৬।

অর্য্যমা—(১) বিষ্ণু-১ম-১৫। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) ঋক্-২।২৭।১। (৩) ভাগ-৩স্ক-৬। শিব-ধর্ম্ম-৬৩। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (৪) প্রহেতি (৬) দেখ। বিষ্ণু-২য়-১০। বায়ু-৫২। (৫) বায়ু-৬৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বসুধা (দোহন) দেখ।

আর্ষ্টিষেণ—ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

অলংশর্ম্মা—বরা-৯৩। মহিষাসুর ও বৈষ্ণবী দেখ।

অলকানন্দা—পদ্ম-উত্ত-২১। বিষ্ণু-২য়-৮।

অলকাপতি—কুবের দেখ।

অলক্ষ্মী—(১) লি-উত্ত-৬। পদ্ম-উত্ত-১১৬। মার্ক-৫০। মৃত্যু দেখ।

অলর্ক—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

অলম্বল—মহাভা-দ্রোণ-১৭৫।

অলম্বাক্ষী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

অলম্বুষ—কালিকা-৩৪।

অলম্বুষা—(১) মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। মনোরমা ও প্রধা দেখ। হরি-হরি-২১৮। (২) ভাগ-৯স্ক-২। (৩) রামা-আদি-৪৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৪) বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

অলর্ক—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-৮। মার্ক-২৬। প্রতর্দ্দন, সন্নতি ও শত্রুমর্দ্দন দেখ হরি-হরি-২৯। বৎস দেখ। (২) ভাগ-৯স্ক-১৭। দ্যুমান দেখ। (৩) মার্ক-২৫। মদালসা দেখ। (৪) কালিকা-৪৮। রামা-আদি-১২। (৫) ব্রহ্মপু-১১,১৩।

অলায়ুধ—মহাভা-আশ্র-৩২।

অলি—মার্ক-৬৪। কলাবতী ও স্বরোচিঃ দেখ।

অলিংশ—অথ-৮।৬।১।

অলিনীলা—বাম-৭২।

অল্পমেধা—বায়ু-৬২। অশ্বমেধা দেখ ব্রহ্মা-৬৮।

অশনা—ভাগ-৬স্ক-১৮। বাণ দেখ।

অশনি—(১) লি-পূ-১০৩। (২) হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৬। মাতৃকাগণ দেখ।

অশনিপ্রভ—(১) রামা-উত্ত-৪৩,৯০। (২) বরা-১১, ৩৬। গৌরমুখ ও প্রফুল্ল দেখ। (৩) বরা-৯৩।

অশিক্ষক—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অশিজ—বায়ু-৯৯। মমতা ও বৃহস্পতি দেখ।

অশুব—ঋক্-২।১৯।৬।

অশেষ—বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

অশোক—রামা-অযো-৬৮। লঙ্কা-১২৯।

অশোকবর্দ্ধন—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ভাগ ১২স্ক-১। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অশ্ব—(১) রামা-অযো-১১৬। (২) রামা-আর-১৪। (৩) মহাভা-আদি-৬৫। (৪) হরি-হরি-৩৪। চিত্রক, অরিষ্টনেমী ও অশ্ববাহু দেখ। (৫) ঋক্-১।১১২।১; ১।১৬২-১৬৩।১; ২।২০।৬। (৬) বর্জ্জভূমি দেখ।

অশ্বক—কূর্ম্ম-পূ-২২। গরু-পূ-১৪২। পুলক ও সৌদাস দেখ।

অশ্বকর্ণ—(১) রামা-লঙ্কা-৪৩। (২) সৌর-৪৯। রক্তাসুর অথবা রক্তাক্ষ দেখ।

অশ্বগ্রীব—(১) কূর্ম্ম-পূ-১৪। অশ্ব, অশ্ববাহু ও চিত্রক দেখ। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বর্জ্জভূমি দেখ। কালিকা-৩৪। রামা-আর-১৪। রোচমান দেখ।

অশ্বজিৎ—মৎ-৪৯। বৃহদিষু ও জয়দ্রথ দেখ।

অশ্বতর—(১) বিষ্ণু-১ম-২১। কূর্ম্ম-পূ-৪১। লি-পূ-৫৫। (২) কক্রু, যজ্ঞোপেত, ঋতজৎ, সারস্বত ও স্তবমিত্র দেখ।

অশ্বথ—পদ্ম-উত্ত-১১০।

অশ্বথা—মৎ-১৭৯।

অশ্বত্থামা—মহাভা-আদি-৬৩, ১৩০ বায়ু-১০০। সপ্তর্ষি দেখ। হরি-হরি-৭।

অশ্বত্থ—ঋক্-৬।৪৭।২৪।

অশ্বদংষ্ট্রা—বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

অশ্বপতি—(১) মহাভা-আদি-৬৫। (২) মহাভা-বন-২৯০-২৯৭। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-২৩-৩৪। (৩) ব্রহ্মপু-২১৩। (৪) ছান্দো-৫অঃ-১১শ খ-২৪শ খ।

অশ্ববাহু—(১) হরি-হরি-৩৪, ৩৮। চিত্রক, শ্বফল্ক, অক্রূর ও অরিষ্টনেমী দেখ। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বায়ু-৯৬।

অশ্বমিত্র—মৎ-১৭১। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্বমুখ—(১) পদ্ম-উত্ত-৭। (২) বায়ু-৬৯। মহাঘোষ ও বিক্রান্ত দেখ।

অশ্বমেধ—ঋক্-৫।২৭।১; ৮।৬৮।১৫।

অশ্বমেধজ—ভাগ-৯স্ক-২২। অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসোমকৃষ্ণ ও অশ্বমেধদত্ত দেখ।

অশ্বমেধদত্ত—বিষ্ণু-৪র্থ-২১। মহাভা-আদি-৯৫। গরু-পূ-১৪৫। শতানীক দেখ।

অশ্বমেধ—ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২।

অশ্বযু—(১) মৎ-১৯৬। বিমৌদ্‌গল, অপাগ্নেয় ও মৌদ্‌গল দেখ। (২) ভাগ-১০স্ক-৬১। গর্গ-বিশ্ব-৩৩। জয় (১২) ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ।

অশ্বরথ—কূর্ম্ম-পূ-৩৯।

অশ্বরথ্য—মৎ-১৯৮। বঞ্জুলি দেখ।

অশ্বল—প্রশ্ন উপনিষৎ।

অশ্বলায়ন, আশ্বলায়ন—মহাভা-অনুশা-৪।

অশ্বশঙ্কু—মহাভা-আদি-৬৫।

অশ্বশিরা—(১) মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহাভা-আদি-৬৫। (৩) ভাগ-৪স্ক-১। চিত্তি দেখ। (৪) বরা-৫। (৫) গর্গ-বৃন্দা-১৩।

অশ্বশীর্ষ—কালিকা-৩৪।

অশ্বসূক্তি—ঋক্-৮।১৪।১।

অশ্বসেন—(১) ভাগ-১০স্ক-৬১। বায়ু-৯৬। "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ। (২) মহাভা-আদি-২২১-২২৭।

অশ্বহনু—হরি-হরি-৩৪, ৩৮।

অশ্বায়ু—মৎ-২৪। আয়ু ও পুরূরবা দেখ।

অশ্বি—রামা-কিষ্কি-৪৯।

অশ্বিদ্বয়—ঋক্-১।৩।৩; ১।৩৪।২; ১।৩৪।৬; ১।৩৫।৬; ১।১১৬।১৪।

অশ্বিনী—(১) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) শিব-জ্ঞান-৪৫। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ। (৩) ঋক্-৫।৪৬।৮।

অশ্বিনীকুমার—(১) বিষ্ণু-৩য়-২, ৪র্থ-১৪, ২০। মহাভা-আদি-৬৩, ১২৪। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১১, ১৬। বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ। মহাভা-বন-১২০। দেবীভা-৭স্ক-৫। (সুকন্যা দেখ)। দেবীভা-৭স্ক-৩৬। (২) বায়ু-৬৫। (৩) রামা-আদি-১৭, আর-১৭।

অশ্বিষেণ—বায়ু-৬৫।

অশ্মক—(১) বিষ্ণু-৩র্থ-৪। (২) কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাগ-৯স্ক-৯। বায়ু-৮৮। উরুকাম দেখ।

অশ্মকী—হরি-হরি-৩৪। বায়ু-৯৬। শূর ও দেবমীঢ়ূষ দেখ।

অশ্মক্য—ব্রহ্মপু-১৪।

অশ্মন্ত—হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম, চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্মসারী—বিষ্ণু-৪র্থ-২০।

অশ্মা—মহাভা-শান্তি-২৮।

অশ্রুত—হরি-হরি-১৬০।

অশ্রুতা—পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮পৃঃ) দেখ।

অশ্লেষ—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। শিব-জ্ঞান-৪৫। সোম দেখ।

অষাঢ়—শতপথ-১প্র-১অ-৮।

অষ্টক—(১) হরি-হরি-২৭। বায়ু-৯১। (২) অগ্নি-২৭৮। (৩) ঋক্-১০।১০৪।১। (৪) জহ্নুগণ, লোহিত যযাতি ও রাজর্ষি দেখ।

অষ্টকা—পদ্ম-সৃষ্টি-৯। পিতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অষ্টদংষ্ট্রা—বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

অষ্টবসু—(১) বিষ্ণু-১ম-১৫। (২) ভাগ-৬স্ক-৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। বসুগণ দেখ।

অষ্টবাহু—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

অষ্টম—হরি-হরি-৭। সপ্তর্ষি দেখ।

অষ্টহত—হরি-হরি-৭। মেরুসাবর্ণি দেখ।

অষ্টাদংষ্ট্র—ঋক্-১০।১১১।১।

অষ্টাবক্র—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। শিব-ধর্ম্ম-৫৩। গর্গ-বৃন্দা-৬।

অষ্টারথ—ব্রহ্মপু-১৩।

অসকৃৎ—মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

অসঙ্গ—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। সাত্যকি দেখ। (২) কূর্ম্ম-পূ-২৪। যুযুধান দেখ। (৩) হরি-হরি-৩৪। যুগন্ধর দেখ। (৪) মৎ-৪৫। (৫) ঋক্-৮।১।৩০-৩৪। (৬) ভাগ-৯স্ক-২৪। লি-পূ-৬৯।

অসমঞ্জ—রামা-আদি-৪০-৪২ ; ৭০। বায়ু-৮৮। সগর দেখ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১০। কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাগ-৯স্ক-৮। মৎ-১২। অগ্নি-২৭৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। দেবীভা-৯স্ক-১১। গরু-পূ-১৪২।

অসমাতি—ঋক্-৩১।৬০।১।

অসমৌজা—(১) হরি-হরি-৩৮। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) অগ্নি-২৭৫। সুদংষ্ট্র, দেবা ও দেববান দেখ। (৪) বায়ু-৯৬। ব্রহ্মপু-১৬।

অসিক্নী—বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৬স্ক, ৪, ৫। দেবীভা-৭স্ক-১। দক্ষ ও বীরিণী দেখ।

অসিত—(১) ঋক্-৯।৫।১। (২) রামা-আদি-৭০ ; অযো-১১০। (৩) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। (৪) কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৫) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। (৬) দেবীভা-২স্ক-২। (৭) মৎ-১৯৬। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। একপর্ণা ও দেবল দেখ।

অসিতদেবল—মহাভা-শল্য-৫১। হরি-হরি-১৮। একপর্ণা ও দেবল দেখ।

অসিতা—হরি-হরি-২১৮। মিশ্রকেশী ও কাশ্যা দেখ।

অসিতাক্ষ—বাম-৭৫, ৭৮।

অসিতাঙ্গ—কলিকা-৬৩।

অসিলোমা—(১) মহাভা-আদি-৬৫। হরি-হরি-১৭৭। (২) বায়ু-৬৭। বিরোচন দেখ। (৩) দেবীভা-৫স্ক-৩, ৬, ১৫।

অসীমকৃষ্ণ—ভাগ-৯স্ক-২২। অধিসীম-কৃষ্ণ ও অধিসোমকৃষ্ণ দেখ।

অসুতাপ—পদ্ম-পাতা-২৯।

অসুর—ভাগ-৩স্ক-৬৩। রামা-আদি-৪৫। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

অসুরনাশিনী—বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬।

অসুরহ—মৎ-১৭১।

অসুরা—মহাভা-আদি-৬৫। অনুপা ও প্রধা দেখ।

অসুনীতি—ঋক্-১০।৫৯।১।

অসূয়া—(১) বায়ু-১০। ব্রহ্মাণ্ড-৯০। (২) কালিকা-৩৪।

অস্তি—বিষ্ণু-৫ম-২২। হরি-হরি-৯০। অগ্নি-১২। গর্গ-গোল-৬। ভাগ ১০স্ক-৫০। জরাসন্ধ ও কংস দেখ।

অস্ত্রবুধ্ন—ঋক্-১০।১৭১।১

অস্রাতিকেশ—অগ্নি-৮৫।

অস্রিথ—ঋক্-১।৮৯।৩।

অহং—বরা-৫২।

অহংযাতি—মহাভা-আদি-৯৫। সার্ব্ব-ভৌম ও জয়ৎসেন দেখ। ভাগ-৯স্ক-২০

বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। রৌদ্রাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

অহঃ—মহাভা-আদি-৬৬।

অহনা—ঋক্-১।১২৩।৪

অহর—কালিকা-৩৪। দনু দেখ।

অহল্যা—(১) (ক) রামা-আদি-৪৮, ৪৯। (খ) রামা-উত্ত-৩৫। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৭। ইন্দ্র দেখ। (৩) হরি-হরি-৩২। (৪) ভাগ-৯স্ক-২১। বাম-৪। (৫) মৎ-৫০। শিব ধর্ম্ম-১১। অগ্নি-২৭৮। বৃহদ্ধ-পূ-২৯।

অহি—মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। পদ্ম-উত্ত-৫। রুদ্র ও একাদশ রুদ্র দেখ। মহাভা-আদি-৬৬। ঋক্-১।১১।৭,৬।২০।৬। শত-১প্র, ২ ব্রা-১-খ-৫। ব্রহ্মপু-১৬০।

অহিংসা—বাম-২,৬,৬০।

অহিদংষ্ট্র—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

অহিবুধ্ন—ঋক্-৪।৫৫।৬

অহিব্রধ্ন—(১) বিষ্ণু-১ম-১৪। লি-পূ-৬৩। (২) হরি-হরি-৩। (৩) হরি-হরি-১৯৬। (৪) ভাগ-৬স্ক-৬। বায়ু-৬৬। (৫) রুদ্র, একাদশ রুদ্র ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

অহিহা—ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।

অহীনগু—মৎ-১২। হরি-হরি-১৫। বায়ু-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। কূর্ম্ম-পূ-২১। সহস্বান দেখ।

অহীনর—বিষ্ণু-৪র্থ-২১। লি-পূ-৬৬। অহীনগু দেখ।

অহীনাশ্ব—অগ্নি-২৭৩। অহীনর দেখ।

অহীশুব—ঋক্-৮।৩২।২, ২৬।

অহোবাদী—অগ্নি-২৭৮।

অহ্রীদ—ব্রহ্মপু-১৩।

আ

আকর্ণ—বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

আকাশ—স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৩।

আকাশণী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

আকুলি—শতপথ-১প্র-৪ব্রা-১অঃ ১৪-১৫।

আকুত—বায়ু-৬৭।

আকুতি—ভাগ-১স্ক-৩; ২স্ক-৭; ৪স্ক-১৩; ৩স্ক-১২; ৫স্ক-১৫; ৮স্ক-১। রুচি ও যজ্ঞ দেখ। লি-পূ-৫। প্রসূতি দেখ। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বিষ্ণু-১ম-৭; ৩য়-১। বায়ু-১০। ব্রহ্মা-১০। অধীত ও জয়দেবগণ দেখ। বায়ু-৬৬।

আক্রন্দ—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

আকৃতি—মহাভা-সভা-৩৫। সহদেব দেখ।

আকৃষ্ট—ঋক্-৯।৮৬।১।

আক্রীড়—হরি-হরি-৩২, ৩৪।

আক্রোশ—মহাভা-সভা-৩১।

আখণ্ডল—অথ-২০।৫।৬।

আগাহি—বায়ু-৯৬। বৃকদেবী ও বসুদেব দেখ।

আগ্ন—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আগ্নিক—লি-পূ-১০৩।

আগ্নিমাঠর—বিষ্ণু-৩য়-৪। অগ্নি-মাঠর ও বাষ্কল দেখ।

আগ্নীধ্র—ভাগ-৫স্ক-১। শিব-বায়ু-পূ-১৫। অগ্নিধ্র, স্বায়ম্ভুবমনু, প্রিয়ব্রত, নাভি, ঋষভ ও সুদেবী দেখ।

আগ্নেয়ী—(১) বিষ্ণু-১ম-১৩। (২) কূর্ম্ম-পূ-১৪। হরি-হরি-২। (৩) শিব-ধর্ম্ম-৫২। মৎ-৪। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। ব্রহ্মপূ-২। অগ্নি-১৮। বিষ্ণু-১ম-১৪। হরি-হরি-২। বায়ু-৬৩। অন্তর্দ্ধি, হবির্দ্ধান ও প্রাচীনবর্হি দেখ।

আগ্নেয়—(১) সৌর-৬১। (২) বায়ু-৪০, ১৪।

আগ্রয়ন—মহাভা-বন-২১৯।

আঙ্গরিষ্ঠ—মহাভা-শান্তি-১২৩।

আঙ্গিরস—হরি-হরি-১৮। ভাগ-১২স্ক-৭। ত্রয্যারুণি ও অকৃতব্রণ দেখ। কূর্ম্ম-পূ-১৪। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭। অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

আঙ্গিরসী— ভাগ-৬স্ক-৬। বিশ্বকর্ম্মা ও চাক্ষুষমনু দেখ।

আজিহ্রক—মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বিশ্বামিত্র দেখ।

আজবস্ত—বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। হিরণ্যনাভ দেখ।

আজমীঢ়—(১) মৎ-১৯৬। মরণ দেখ। (২) মহাভা-অনুশা-৪।

আজিশিরা—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

আজিহায়ন—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আজ্ঞা—স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

আজ্য—বায়ু-১০০। সাবর্ণিমনু দেখ

আজ্যপ—ভাগ-৪স্ক-১। পিতৃগণ (৭৩৫ পৃঃ) ও (অতিরিক্ত) খণ্ড দেখ। মনু-৩।১৯৪-২০১।

আজ্যপেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

আঞ্জিক—হরি-হরি-৩। সিংহিকা দেখ।

আটবী—ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। আপ্য ও যাজ্ঞবল্ক্য দেখ।

আড়ি—মৎ-১৫৬। মার্ক-৯। বক দেখ।

আতপ—ভাগ-৬স্ক-৬।

আত্মবান্—বায়ু-৬৫। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বীতহব্য ও বৈণ্য দেখ।

আত্মা—(১) ভাগ-৫স্ক-২০। ঘৃতপৃষ্ঠ দেখ। (২) মৎ-১৯৬।

আত্রেয়—(১) হরি-হরি-৭। সাবর্ণিমনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) ব্রহ্মা-৬৭,৬৮। বায়ু-৬২, ৬৪, ৬৫। যাজ্ঞবল্ক্য দেখ।

আত্রেয়ায়নি—মৎ-১৯৬। মহাকাপি দেখ।

আত্রেয়ী—বাম-৮২।

আথর্ব্বন—মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

আদর—লি-পূ-৫৫। হরি-হরি-৭। সাবর্ণিমনু দেখ।

আদিকেশব—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

আদি গদাধর—স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

আদর্শ—হরি-হরি-৭। বায়ু-১০০। সাবর্ণিমনু দেখ।

আদিত্য—(১) লি-পূ-৬৪। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। বিবস্বান ও সূর্য্য দেখ। মহাভা-অনুশা-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ। (২) মহাভা-আদি-৬৭। (৩) ঋক্-২।২৭; ৯।১১৪; ১০।৭২। (৪) (ক) বিষ্ণু-১ম ১৫। (খ) মহাভা-আদি-৬৫। (গ) শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (ঘ) হরি-হরি-১৯৬। (৫) দ্বাদশ আদিত্যের তালিকা নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়:—হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৯ কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-৬, ১৭১। সৌর-২৮। কালিকা-৩৪। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। পদ্ম-উত্ত-৫। লি-পূ-৫৫, ৬৩। গরু-পূ-৬, ১৭। ভাগ-৬স্ক-৬। দেবীপু-৪৬। বায়ু-৬৬। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫, ১৯১। মহাভা-শান্তি-২০৮; অনুশা-১৫০; আদি-১২৩। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। স্কন্দ-আব-রেবা-১২৫। ব্রহ্মপু-৩০, ৩১। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

আদিত্যকেতু—মহাভা-আদি-৬৭।

আদিত্যকেশব—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮

আদিত্যগণ—সৌর-২৮। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১৯৯।

আদিত্যমূর্দ্ধা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। লি-উত্ত-১০৩।

আদিত্যেশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৩

আদিদেব—পদ্ম-উত্ত-২১। রামা-আদি-৬৬।

আদিরাজ—মহাভা-আদি-৯৪।

আদ্য—(১) হরি-হরি-৭। বায়ু-৬২। (২) মৎস্য-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৩) চাক্ষুষমনু, রৈবতমনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

আদ্যাশক্তি—শিব-বায়-পূ-১৪। দেবীপু-৩৯, ৪০।

আদ্র—মৎ-১২। হরি-হরি-১১। যুবনাশ্ব, বিশ্বগশ্ব, বিশ্ব, আয়ু ও বিশ্বগ দেখ।

আধি—কল্কি-৩য়-৬।

আধ্বরীয়—ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

আনক—ভাগ-৯স্ক-২৪। বায়ু-১০০। শূর দেখ।

আনক দুন্দুভি—কূর্ম্ম-পূ-২৪। বসুদেব ও অভিজিৎ দেখ।

আনন্দেশ্বর—স্কন্দ-নাগ-৪০।

আনন্দা—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯। সতী দেখ।

আনন্দ—(১) লি-পূ-৬। অগ্নি-১১৯ (২) মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ। (৩) বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৬৮। (৪) মার্ক-৫৩। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। ব্রহ্মপু-২০। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। বিষ্ণু-২য়-৪। গরু-পূ-৫৬। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। মেধাতিথি দেখ।

আনর্ত্ত—(১) হরি-হরি-১০। গর্গ-

দ্বার-৩৯। শর্য্যাতি ও সুকন্যা দেখ। মৎ-১২। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। লি-পূ-৬৬। (২) অগ্নি-২৭৩, ২৭৮। হরি-হরি-২৯। (৩) ভাগ-৯স্ক-৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১। শিব-ধর্ম্ম-৬০। বায়ু-৮৬। ব্রহ্মপু-৭। গরু-পূ-১৪২। দেবীভা-৭স্ক-৭। রেব ও রেবত দেখ।

আনু—ঋক্-৮।৪।১।

আপ—(১) হরি-হরি-৩। সৌর-২৮। বিষ্ণু-১ম-১৫। মৎ-৫। (২) ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। (৩) বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৫৭। ভরদ্বাজ (১১) দেখ। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। মৎ-৯। (৪) বায়ু-৬৯। (৫) বিষ্ণু-২য়-১০। সেনজিৎ ও বিভাবসু দেখ। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম আপ। গরু-পূ-৬। বায়ু-৬৬। অগ্নি-১৮। মৎ-১৭১। ব্রহ্মপু-৩। কূর্ম্ম-পূ-১৬। মৎ-২০২। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। লি-পূ-৬৩। দেবীপু-৪৬।

আপব—মৎ-৪৩। হরি-হরি-৩৩। বায়ু-৯৪। মহাভা-আদি-৯৯। ব্রহ্মপু-১৩। শিব-ধর্ম্ম-৩০।

আপবৎসার—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯

আপস্তম্ব—(১) বাম-৬। (২) মৎ-৭। (৩) শিব-ধর্ম্ম-৩০। (৪) সংহিতা-কার। গরু-পূ-৯৩। আপ-সং।

আপস্তম্ভি—মৎ-১৯৪। ভৃগু দেখ।

আপস্তম্ভেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

আপস্থূন—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

আপি—ভাগ-৮স্ক-৫। ঋক্-১০।৯৫।৬।

আপিশলি—মৎ-১৯৫। মৈত্রেয় দেখ।

আপীতক—মৎ-২৭৩। লম্বোদর ও মেঘস্বাতি দেখ।

আপ্লুবান্—মৎ-১৯৫। বৈগায়ন দেখ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

আপ্ত—(১) ঋক্-১০।৮।৮। (২) মহাভা-আদি-৩৫।

আপ্ত্যত্রিত—ঋক্-১।১০৫।১।

আপ্ত্যদেবগণ—শতপথ-দ্বি-১ব্রা-১অঃ

আপূরণ—(১) বায়ু-৬৯। (২) মহাভা-আদি-৩৫।

আপোমূর্ত্তি—হরি-হরি-৭। স্বারোচিষ মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। শিব-বায়-পূ-১৫। বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯।

আপ্য—বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৭। যাজ্ঞবল্ক্য দেখ।

আপ্যা—ঋক্-১০।১০।৪।

আপ্যায়ন—ভাগ-৫স্ক-১০। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। যজ্ঞবাহু দেখ।

আপ্রতিম—ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২।

আপ্রী—ঋক্-১।১৪২।১-১৩।

আবন্ত—হরি-হরি-৩৬। হিরণ্যনাভ দেখ।

আবন্তক—বায়ু-৯৯। সেনজিৎ ও বৎস দেখ।

আবন্ত্য—ভাগ-১২স্ক-৬।

আবরণ—ভাগ-৫স্ক-৭। ভরত দেখ।

আবর্ত্ত—হরি-হরি-২৯।

আবসথ্য—মৎ-৫১। বায়ু-২৯। ব্রহ্মা-২৮। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

আবহ—বায়ু-৬৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮। মরুৎ-গণ (১৩১৬ পৃঃ) দেখ।

আবাহ—লি-পূ-৬৯। বায়ু-৯৬ পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক, বর্জ্জভূমি, অশ্ববাহু ও আবাহু দেখ।

আবাহু—হরি-হরি-৩৪। আবাহ দেখ।

আবির্হোত্র—ভাগ-১১স্ক-২; ৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ।

আবেশন—স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। লি-পূ-১০৩।

আম—ভাগ-১০স্ক-৬১। বায়ু-৯৬। গর্গ-বিশ্ব-২৮। নাগ্নজিতী ও "শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ" দেখ।

আমর্দ্দক—স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১।

আমলকপ্রিয়—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৩।

আমলা—লি-পূ-৬৩।

আমা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

আমুষ্যায়ণ—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬।

আয়তায়ত—মৎ-১৯৮। বৈকৃতি-গালব দেখ।

আয়তি—(১) ভাগ-৪স্ক-১। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৩) কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৪) শিব-বায়ু-পূ-১৫। (৫) মার্ক-৫২। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। বায়ু-২৮,৩১। ভাগ-৯স্ক-১৮। সৌর-২৮। ধাতা, ধারিণী, নহুষ ও বিরজা দেখ।

আয়া—স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। স্কন্দ দেখ।

আয়াপ্য—বায়ু-৫৯। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। অজমীঢ় দেখ।

আয়াবী—বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

আয়ু—(১) ঋক্-২।১৪।৭। (২) যজু-৫।২। (৩) রামা-উত্ত-৬৬। (৪) হরি-হরি-৩। (৫) হরি-হরি-১৮। (৬) ভাগ ৬স্ক-৬। প্রাণ দেখ। (৭) ভাগ-৯স্ক-২৪। সাত্বত দেখ। (৮) বিষ্ণু-৪র্থ-৮। মৎ-২৪। হরি-হরি-২৬। অগ্নি-১৩। সৌর-৩১। বায়ু-৯১। মহাভা-আদি-৭৫। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৮। ভাগ-৯স্ক-১৫। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। ব্রহ্মপূ-১০, ২২৬। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অমায়ু, অমাবসু ও পুরূরবা দেখ। (৯) কূর্ম্ম-পূ-৪১। (১০) অগ্নি-২৭৩। আদ্র, বিশ্বগ ও বিশ্বগশ্ব দেখ। (১১) বায়ু-২৯। ব্রহ্মাণ্ড-২৮। মৎ-৫১। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১২) বায়ু-৬৫। (১৩) মহাভা-বন-১৯১। (১৪) যবক্রীত, বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ), মুচুকুন্দ, স্বর্ভানু, সপ্তর্ষি, ব্রহ্মা (১১২), ভৃগু, নহুষ, রাজর্ষি, জয় (১২) ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

আয়ুষ্মান—(১) হরি-হরি-২। ব্রহ্মপূ ২। (২) বিষ্ণু-১ম-২১। (৩) মৎ-৬। গরু-পূ-৬। (৪) শিব-ধর্ম্ম-৪। (৫) অগ্নি-১৯।

আয়োধধৌম্য—মহাভা-আদি ৩।

আরণ্যক—মহাভা-সভা-৩০। সহ-

দেব দেখ

আরদ্বান্—বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। ভাগ-৯স্ক ২৩।

আরাধী—বায়ু-৯৯। অযুতায়ু (৩) ও জয়ৎসেন দেখ।

আরাবী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। বৃহদ্ধ-মধ্য ২৯। আরাধী দেখ।

আরুজ—মহাভা-বন-২৩০।

আরুণ—কালিকা-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫।

আরুণায়নি—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

আরুণি—(১) শতপথ-১প্র-৪ব্র-১অঃ ১৪-১৫। (২) মহাভা-আদি-৬৫। (৩) হরি-হরি-২১৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৪) মহাভা-আদি-৩। (৫) মৎ-১৭১। সাধ্য (দেবগণ) দেখ। (৬) বায়ু-২৩। ব্রহ্মা ২৩। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। শিব (১৪), বেদশিরা ও বেদব্যাস (২২) দেখ।

আরুণেয়—ছান্দো।

আরুন্ধতগণ—সৌর-২৮।

আরুষী—মহাভা-আদি-৬৬।

আর্চ্চীক—ঋচিক দেখ।

আর্জ্জুনি—মহাভা-আদি-২২১।

আর্ত্তপর্ণি—হরি-হরি-১৫। ঋতুপর্ণ ও সুদাস দেখ। ব্রহ্মপু-৮।

আর্ত্তনাশিনী—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

আর্দ্র—(১) হরি-হরি-১১। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-২। লি-পু-৬৫। (৩) পদ্ম-সৃষ্টি-৮। গরু-পু-১৪২। আয়ু (১০) দেখ।

আর্দ্রক—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। বিশ্বক ও সুশর্ম্মা দেখ।

আর্দ্রা—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ।

আর্ব্বরীবান্—বিষ্ণু-৩য়-২। সাবর্ণি মনু ও অবরীবান্ দেখ।

আর্য্য—হরি-হরি-৭। গরু-পু-৮৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। সাবর্ণিমনু দেখ।

আর্য্যক—(১) ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) মহাভা-আদি-৩৫। (৩) বৈধৃতি দেখ।

আর্য্যব—ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু-৬১। রথীতর ও রথন্তর দেখ।

আর্য্যশৈশব—পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ।

আর্য্যা—ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ। সৌর-৪৯। তন্ত্রঃ-৭৩২ পৃঃ। মহাভা-বন-২২৫। তপ দেখ।

আর্ষ্টিসেন—হরি-হরি-২৯। মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ। বায়ু-৯২। ব্রহ্মপু-১১। শল ও ভৃগু (৪) দেখ।

আলম্ব—মহাভা-সভা-৪।

আলম্বা—বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

আলম্বেয়—বায়ু-৬৯।

আলূকি—মৎ-১৯৫। বৈগায়ন দেখ।

আলোলুপ—মহাভা-আদি-৬৭।

আশা—মহাভা-সভা-১১।

আশাপুরী—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ভট্টারিকা দেখ।

আশাবহ—মহাভা-আদি-১৮৬।

আশী—ভাগ-৬স্ক-১৮। বায়ু-৬৯। মিশ্রকেশী দেখ।

আশ্বতরাশ্বি—ছান্দোগ্য-৫ম-অঃ, ১১শ খ; ২৪শ-খ। অশ্বপতি দেখ।

আশ্ববাতায়ন—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আশ্বলায়ন—লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। সহিষ্ণু ও শিব (১৪) দেখ। মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

আশ্বলায়নিন্—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আশ্বালায়নী—মৎ-১৯৬। মহাকাপি দেখ।

আশ্বায়নি—মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ।

আশ্বিন—বায়ু-৯৪। বশিষ্ঠ ও আপব দেখ।

আশ্রাব্য—মহাভা-সভা-৭।

আশ্রায়নি—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আশ্রেষ—অথ-৮।৬।২।

আষাঢ়—মহাভা-আদি-৬৭।

আষাঢ়ী—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

আষাঢ়ীশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

আষাঢ়েশ—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-২।

আসঙ্গ—ভাগ-৯স্ক-২৪।

আসুরায়ন—ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু-৬১ মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

আসুরায়নি—মহাভা-অনুশা-৪। বিশ্বামিত্র দেখ।

আসুরি—লি-পূ-২৪। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। দধিবাহন দেখ বায়ু-২৩। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। শিব (১৪) ও বেদব্যাস (২২) দেখ। ভাগ-৬স্ক-১৫। পঞ্চশিখ দেখ।

আসুরী—ভাগ-৫স্ক-১৫।

আসুরীয়—শিব-বায়-পূ-১৫। কর্দ্দম ও ক্ষমা দেখ।

আস্তিক—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। মহাভা-আদি-৫৩-৫৮। জরৎকারু দেখ।

আস্তীক—স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৮।

আহবনীয়—ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০। দেবীভা ৯স্ক-১৩। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

আহার্য্য—ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। বায়ু-৫৯। অজমীঢ় দেখ।

আহুক—হরি-হরি-৩৭। ভাগ-৯স্ক-২৪। শিব-স্থান-৬২। অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মৎ-৪৪। হরি-হরি-৩৭ অভিজিৎ ও পুনর্ব্বসু দেখ।

আহুকী—হরি-হরি-৩৭। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। গরু-পূ-১৪৩। আহুক ও পুনর্ব্বসু দেখ।

আহুতি—ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। কুবের দেখ।

আহুতীশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

আহ্বৃতি—মহাভা-বন-১২।

———

ই

ইক্ষ্বাকু—(১) হরি-হরি-৭, ১০, ১১। ভাগ-৮স্ক-১৩। ভাগ-৯স্ক-৬। বিষ্ণু-৪র্থ-২। বায়ু-৮৮। (২) বৈবস্বত মনুর পুত্র (ক) রামা-অযো-১১০। (খ) রামা-আদি-৪৭। (গ) রামা-উত্ত-৯২। লি-পূ-৬৫। (৩) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ইক্ষ্বাকু। বৈবস্বত মনু দেখ। (৪) বিকুক্ষি, দণ্ড, শশাদ, শ্রাদ্ধদেব, মনু, ব্রহ্মা (১১২), যুবনাশ্ব, রাজর্ষি, সুদেবা পঞ্চজন ও অনেনা (৬) দেখ।

ইক্ষ্বাকীশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯০।

ইট—ঋক্-১০।১৭।১

ইড্য—মৎ-৯। সাবর্ণিমনু দেখ।

ইড়স্পতি—ভাগ-৪স্ক-১। রুচি ও যজ্ঞ দেখ।

ইড়া—পদ্ম-সৃষ্টি-৬। বায়ু-৮৫। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ।

ইতরা—ছান্দো-৩য়-১৬খ-৭।

ইতিজ—ঋক্-৯।৮৬।২১-৩০।

ইধবাহ—ঋক্-৯।২৫।৩।

ইধ্মজিহ্ব—ভাগ-৫স্ক-১, ২০। প্রিয়ব্রত দেখ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। অভয় দেখ।

ইধ্মবাহ—(১) মৎ-২০২। (২) মহাভা শান্তি-২০৮। (৩) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৫।

ইন্দিরা—হরি-হরি-৩৫। মদিরা ও বসুদেব দেখ।

ইন্দীবর—মার্ক-৬৩। ব্রহ্মমিত্র দেখ

ইন্দুমতী—ভাগ-৯স্ক-৬। মন্দোদরী, হরিকন্ন ও মহিষাসুর দেখ।

ইন্দ্র—(১) ঋক্-১।৬।৫; ১।১১।৫; ১।১১৭। ১।৩১।; ১।১৩০।৮; ২।১১ ১৯; ১।৫১।১৩; ৩৬।১২। ছান্দো-৮ম। (২) রামা-আদি-২৪-২৬; আর-৭১; ৬৭-৭৩; কিষ্কি-১১, ৩৯; উত্তরা ৩৩-৩৫, ৩৯। (৩) হরি-হরি-৩৪,১৯৬, ১৮৮, ২২১। ভাগ-৪স্ক-৩০। বিষ্ণু-১ম ১৫। ভাগ-৬স্ক-৬, ১৮। লি-উত্ত-১০০ বিষ্ণু-১ম-৯; ৪র্থ-৬, ৭, ৯; ৫ম-৩০, ৩১। কূর্ম্ম-পূ-১৬, ৫০। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২৯। মৎ-৪৭। দেবী-ভাগ-৪স্ক-৩৫, ৬; ৬স্ক-১-৬; ৭স্ক-৯। বৃহন্না-৮। বায়ু-৬৫। (৪) ব্রহ্মহত্যা, দধীচ, অহল্যা মরুৎ-গণ শতক্রতু, জম্ভ, আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, মিত্র ও অতিরিক্ত খণ্ড দেখ।

ইন্দ্রজানু—রামা-কিষ্কি-৩৯।

ইন্দ্রজিৎ—(১) রামা-লঙ্কা-৮৫-৯১। লক্ষ্মণ, রাম ও ইন্দ্র দেখ। (২) বায়ু-৬৮ দনু ও কশ্যপ দেখ।

ইন্দ্রতাপন—মৎ-১৬১। হরি-হরি-৩

ইন্দ্রতীর্থ—বাম-৫৭।

ইন্দ্রদত্ত—বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

ইন্দ্রদমন—হরি-হরি-৩, ২১৮। মহাভা অনুশা-১১৫।

ইন্দ্রদ্বীপ—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। ভরত দেখ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) বিষ্ণু-২য়-১। অগ্নি-১০৭। (২) কূর্ম্ম-পূ-১। (৩) কূর্ম্ম-পূ-৩৯,

৪৪। (৪) বাম-৬৫। (৫) পদ্ম-উত্ত-৩১ (৬) ভাগ-৮স্ক-৪। ছান্দো-৫ম-অঃ ১১শ খ-২৪শ খ। (৭) তেজ, তৈজস ও পরমেষ্ঠি দেখ।

ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর—স্কন্দ-আব-চতুঃ-১৫।

ইন্দ্রধনু—হরি-হরি-৩।

ইন্দ্রনীল—গর্গ-বিশ্ব-৬; অশ্ব-১৪, ১৫, ৩৫।

ইন্দ্রপালিত—বায়ু-১০০।

ইন্দ্রপ্রমতি—বিষ্ণু-৩য়-৪। ব্রহ্মা-৬৫ ৬৬। বায়ু-৫৯, ৬০। ভাগ-১২স্ক-৬। পৈল, ভরদ্বসু ও মৈত্রাবরুণ দেখ।

ইন্দ্রপ্রমদ—ভাগ-১স্ক-৯, ১৯। ভরদ্বাজ দেখ।

ইন্দ্রপ্রমাদি—মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

ইন্দ্রপ্রমিতি—লি-পূ-৬৩।

ইন্দ্রবর্ম্মা—মহাভা-দ্রোণ-১৯২।

ইন্দ্রবাধন—বায়ু-৬৮।

ইন্দ্রবাহ—দেবীভা-৯স্ক-৭। ককুৎস্থ দেখ।

ইন্দ্রবাহু—সৌর-৩৩। সপ্তর্ষি দেখ।

ইন্দ্রভগিনী—ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ।

ইন্দ্রমিত্রগ্রহ—পদ্ম-স্মৃষ্টি-৬। কশ্যপ ও দনু দেখ।

ইন্দ্রশত্রু—(১) রামা-লঙ্কা-৯।

ইন্দ্রস্পৃক—ভাগ-৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ

ইন্দ্রসাবর্ণি—(১) ভাগ-৮স্ক-১৩। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (২) দেবীভা-৯স্ক-১৫। মনু দেখ।

ইন্দ্রহরি—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬

ইন্দ্রসেন—(১)হরি-হরি-৩২। বধ্র্যশ্ব দেখ। (২)ভাগ-৯স্ক-২। (৩)মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিৎ-দেখ। (৪)মৎ-৫০। (৫)পদ্ম-উত্ত-৫৮,৬০। (৬)মহাভা-সভা-১২,৩২। (৭)মহাভা-বন-৫৭। (৮) স্কন্দ-মাহে-কেদা-৫। কুমা-১৪। ভাগ-৬স্ক-৬।

ইন্দ্রসেনা—(১) ঋক্-১০। ১০২। মহাভা-বন-১১২। (২) মার্ক-১৩৩-১৩৪। (৩) বায়ু-৯৯। ইন্দ্রসেন,বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস দেখ। (৪) মহাভা-বন-৫৭।

ইন্দ্রানী—দেবীভা-৫স্ক-২৮।

ইন্দ্রাভ—মহাভা-আদি-৯৪।

ইন্দ্রেশ্বর—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৯।

ইন্দ্রোত—(১) ঋক্-৮।৬৮।১৫ (২) হরি-হরি-৩০। লি-পূ-৬৬।

ইভ—ঋক্-৬।২০।৮।

ইরা—(১) মৎ-৬। ১৪৬। (২) হরি হরি-৩, ২১৮। ইলা দেখ।

ইরাবতী—(১) ভাগ-৯স্ক-১৫। (২) রামা-আর-১৪। (৩) রুদ্র (১৮) (ব) দেখ।

ইরাবান্—মহাভা-ভীষ্ম-৯১।

ইরিম্বিট—ঋক্-৮।১৬।১।

ইল—(১) মৎ-১১, ১২। ইক্ষ্বাকু, সুদ্যুম্ন ও পৃষধ্র দেখ। (২)রামা-উত্ত-১০১, ১০২।

ইলবিল—(১)-লি-পূ-৬৬। সৌর-৩০। কূর্ম্ম-পূ-২১। বৃহদ্ধর্ম্মা দেখ। (২) মহাভা-দ্রোণ-৬১।

ইলবিলা—(১) সৌর-৩০। (২) ভাগ-৯স্ক-২। (৩) তৃণবিন্দু, বিশ্রবা ও পুলস্ত্য দেখ।

ইলা—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১। হরি-হরি-১০। ইল, ইরা ও সুদ্যুম্ন দেখ। (২) ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ। (৪) ভাগ-৪স্ক-১০। ধ্রুব দেখ। (৫) ভাগ-৬স্ক-৬। কশ্যপ দেখ। (৬) অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ। ভাগ-৯স্ক-১। মনু ও সুদ্যুম্ন দেখ। (৭) স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১। (৮) ঋক্-১।৩১।১১; ১।৪০।৪; ১।১৪২।৯; ৩।২৭।১০; ৫।৪১।১৯।

ইলাবর্ত্ত—ভাগ-৯স্ক-১, ৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ।

ইলাবৃত—ভাগ-৫স্ক-২। মার্ক-৫৩। লি-পূ-৪৬, ৪৭। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। অগ্নি-১০৭। বায়ু-৩৩। গরু-পূ-৫৪। আগ্নীধ্র ও মেরু দেখ।

ইলিত—ঋক্-১।১৪২।৪।

ইলিন—বায়ু-৯৯। প্রবীর দেখ।

ইলিনা—মৎ-৪৯। প্রবীর দেখ।

ইলিবিল—বিষ্ণু-৪র্থ-১, ৪।

ইলিবিলি—কূর্ম্ম-পূ-২১।

ইল্বল—রামা-আর-১১-১৩। ভাগ-১০স্ক-৭৯। বিষ্ণু-১ম-২১; ৩য়-১। মহাভা-বন-৯৬। বাতাপি দেখ।

ইষ—(১) ঋক্-৫।৭।১। (২) ভাগ-৪স্ক-১৩। (৩) মৎ-৯, ৫০। উত্তম মনু দেখ।

ইষীরথ-ঋক্-৩।৩১।১।

ইষুপ—মহাভা-আদি-৬৭।

ইষুমন্ত—বায়ু-৬৫।

ইষুমান—ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবশ্রবা দেখ।

ইষ্টক—বায়ু-৯৯। দেবাপি ও শান্তনু দেখ।

ইষ্টসত্তম—অগ্নি-২৭৩। নাভাগ দেখ।

ঈদৃক—বায়ু-৬৭। মরুৎগণ দেখ।

ঈদৃক্ষ—বায়ু-৬৭। মরুৎগণ দেখ।

ঈর্দ্ধ—ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। উত্তম (মনু) দেখ।

ঈর্ষা—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। কশ্যপ দেখ।

ঈলিন—মহাভা-আদি-৯৫।

ঈলিনী—হরি-হরি-১৫।

ঈশ—(১) হরি-হরি-২৭। মৎ-১৭১। (৩) মহাভা-আশ্ব-৮। (৪) ধর্ম্ম দেখ। হরি-হরি-১৯৬। (৫) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ। (৬) রুদ্র দেখ।

ঈশান—(১) হরি-হরি-১৯৬। (২) লি-পূ-১০০। (৩) কূর্ম্ম-পূ-১০, উত্ত-৬। (৪) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৬; প্রকৃ-১। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। (৫) স্কন্দ-আব-চতু-১৬।

ঈশানী—স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩।

ঈশানেশ্বর—স্কন্দ-আব-চতু-১৬।

ঈশ্বর—(১) হরি-হরি-১৯৬। রুদ্র দেখ। (২) কালিকা-৬৩। মৎ-৯৩। বুধ দেখ।

ঈশ্বরী—স্কন্দ-আব-রেবা-৪১।

ঈষ—শিব-ধর্ম্ম-৫৮। বায়ু-৬২। ব্রহ্মা ৬৮। বৈবস্বত মনু দেখ।

উক্তি—ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

উকৃথ—(১) হরি-হরি-১৫। (২) হরি-হরি-১৯৬। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৪) মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

উক্কাশ—স্কন্দ-নাগ-২০৬।

উগ্র—(১) হরি-হরি-৭। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। ভৌত্য মনু দেখ। (২) ভাগ-৬স্ক ৬। রুদ্র দেখ। (৩) লি-পূ-২৪। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব (১৪) দেখ। (৪) বিষ্ণু-১ম-৮। (৫) বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ। (৬) বাম-৫৪। (৭) শিব-বায় উক্ত-১০। বেদব্যাস দেখ। (৮) বায়ু-৬৭। মরুৎ-গণ দেখ। মহাভা আদি ৬৭। (৯) আপ, বধ, বেদশীর্ণ ও রুদ্র দেখ।

উগ্রকর্ম্মা-মহাভা-কর্ণ।

উগ্রকার্ম্মুক—বাম-২০।

উগ্রচণ্ডা—(১) বৃহদ্ধ-পূ-২২। (২) কালিকা-৬৩। যোগিনীগণ দেখ।

উগ্রজিৎ—অথ-৬।১১৮।১।

উগ্রতপা—ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫০। শুরক্ষ ও গৌতম দেখ।

উগ্রতারা—কালিকা-৬১।

উগ্রদংষ্ট্রা—ভাগ-৫স্ক-২। মেরু, আগ্নীধ্র ও রম্য দেখ

উগ্রদৃষ্টি—ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১।

উগ্রবীর্য্য—দেবীভা-৫স্ক-৬।

উগ্রমহাব্রত—বায়ু-১০৬। বেদ-শিরোব্রত দেখ।

উগ্রম্পশ্যা—অথ-৬।১১৮।১।

উগ্রযায়ী—মহাভা-আদি-৬৭।

উগ্ররেতা—ভাগ-৩স্ক-১২। রুদ্র দেখ।

উগ্রশ্রবা—ভাগ-১০স্ক-৭৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১। মহাভা-অনু-১৬৫। লোমহর্ষণ ও সূত দেখ।

উগ্রসেন—(১) হরি-হরি-৩২। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। পরীক্ষিৎ দেখ (২) হরি-হরি-৩৭। লি-পূ-৬৯। (৩) লি-পূ-৫৫। লি-পূ-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৪১। মৎ-৪৪। (৫) অগ্নি-২৭৮। (৬) বায়ু-৬৯। (৭) কালিকা-৩৪। (৮) যুদ্ধমুষ্টি, কংস, মুষ্টিক, বিশ্বাবসু, ও ব্যাঘ্র দেখ

উগ্রসেনা—মৎ-৪৫। হরি-হরি-৩৮। বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

উগ্রা—অগ্নি-৫২। দেবীপু-১৬। যোগিনীগণ দেখ।

উগ্রাখ্য—স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

উগ্রাদেব-ঋক্-১।৩৬।১৮।

উগ্রায়ুধ—(১) হরি-হরি-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) বাম-৩৪। (৩) মৎ-৪৯।

বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২১। কুন্তী দেখ। (৪) মহাভা-আদি,৬৭-১১৭।

উগ্রাশ্ব—পদ্ম-পাতা-৫, ১৫।

উগ্রাস্ত—বাম-২০।

উগ্রেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

উচথ্য—ঋক্-১।১৪০।১

উচ্চাটনী—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

উচ্চৈঃশ্রবা—ভাগ-৮স্ক-৮। রামা-আদি-৪৫।

উচ্ছ্রিত—স্কন্দ- মাহে -কুমা -৩০। মহাভা শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ।

উঞ্ছভুক্—স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

উজ্জয়ন্ত—স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭।

উজ্জানক—হরি-হরি-১১। ধুন্ধু দেখ।

উটজেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

উডম্বুর—হরি-হরি-২৭।

উতঙ্ক—মহাভা-আদি-৩। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২। হরি-হরি-১১। সৌদাস দেখ।

উতঙ্কেশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০।

উতথি—মহাভা-শান্তি-২৯।

উতথ্য—(১) ঋক্-৯।৫০-৫২। মনু-৩।১৬। দীর্ঘতমা দেখ। ভাগ-৯স্ক-২০। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মহাভা-আদি-১০৪। মমতা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ দেখ। লি-পূ-২৪। গুহাবাসী ও শিব (১৪) দেখ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (২) ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (৩) দেবীভা-৩স্ক-১০, ১১। (৪) বায়ু-৬৫। (৫) গর্গ-মথু-২২। (৬) মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

উৎকচ—ভাগ-৭স্ক-১। গর্গ-গো-১৪; বিশ্ব-৩২।

উৎকল—(১) হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৫। শিব-ধর্ম্ম-৬০। অগ্নি-২৭৩। (২) ভাগ-৪স্ক-১০। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬২। (৩) গর্গ-বৃন্দা-৫। (৪) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৫) সুদ্যুম্ন দেখ।

উৎকলা—ভাগ-৫স্ক-১৫।

উৎকীল—ঋক্-৩।১৫।১।

উৎকুর—বিষ্ণু-১ম-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

উৎকোচা—বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

উৎক্রাথনী—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

উৎক্রোশ—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও উৎক্লেশ দেখ।

উৎক্লেশ—বাম-৫৭। স্কন্দ ও উৎ-ক্রোশ দেখ।

উত্তঙ্ক—মৎ-৪৭।

উত্তম—(১) ভাগ-৪স্ক-৮; ৮স্ক-১। (২) লি-পূ-৭। (৩) বিষ্ণু-৩য়-১। মার্ক-৭০, ৭২। (৪) ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২। (৫) চাক্ষুষমনু, সপ্তর্ষি ও উদ্ভব দেখ।

উত্তমা—পদ্ম-উত্ত-২১৬।

উত্তমৌজা—(১) বায়ু-১০০। ভাব্য-মনু দেখ। (২) বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্মসাবর্ণি দেখ। (৩) হরি-হরি-৭। (৪) মহাভা-কর্ণ-৬।

উত্তর—(১) মৎ-১১৯। ভর্গ্ভূ দেখ। (২) পদ্ম-সৃষ্টি-১২। নহুষ ও যযাতি দেখ। (৩) মহাভা-বিরাট-৩৭-৪৬; ভাম-৪৫। (৪) অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

উত্তর-ফাল্গুনী—কালিকা-২০। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ।

উত্তর-ভাদ্রপদী—কালিকা-২০। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ।

উত্তরমালিকা—মৎ-১৭৯। গরুত্ম-হৃদয়া দেখ।

উত্তরা—(১) মহাভা-আদি-৯৫; বিরাট-৭২; আশ্ব-৬৬-৬৭। পরীক্ষিৎ দেখ। (২) লি-পূ-৬৬।

উত্তরার্ক—স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।বিমলাদিত্য ও দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

উত্তরাষাঢ়া—কালিকা-২০।ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। সোম দেখ।

উত্তরেশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩।

উত্তানপাদ—(১) হরি-হরি-২। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। ভাগ-২স্ক-৭; ৩স্ক-১২। বীরক, শতরূপা ও ব্রহ্মা দেখ। (৩) মৎ-৪। (৪) ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।

উত্তানবর্হি—গর্গ-দ্বার-৯। ভাগ-৯স্ক-১। আনর্ত্ত ও শর্য্যাতি দেখ।

উৎপল—লি-উত্ত-৯২। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

উৎপলাক্ষী—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

উৎপলাবতী—মার্ক-৭৪। স্বরাষ্ট্র দেখ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

উৎসর্গ—ভাগ-৬স্ক-১৮। মিত্র দেখ।

উৎসাহ—ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-২৮। ভৃগু, খ্যাতি ও শ্রীদেবী দেখ।

উদক্ষ—স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

উদক্সেন—ভাগ-৯স্ক-২১। মৎ-৪৯। ভল্লাট দেখ।

উদগ্র—দেবীভা-৫স্ক-৩।

উদগ্রজ—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

উদঙ্ক—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬।

উদপান—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

উদয়ন—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-২১। মৎ-৫১। বহীনর দেখ। (২) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

উদয়াশ্ব—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দি দেখ।

উদর শাণ্ডিল্য— ছান্দো-১ম-অঃ ৯খ-৩।

উদরাক্ষ—বরা-৯৪। মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ।

উদরেণু—মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

উদর্ক—অগ্নি-২৭৫।

উদান—বায়ু-৬৬। অপান, তুষিত, তুষিত দেবগণ, তুষিতা ও স্বায়ম্ভুবমনু দেখ।

উদাপি—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। কীর্ত্তিমান ও বসুদেব দেখ। (২) অগ্নি-২৭৮। সহদেব দেখ।

উদাবর্ত্ত—মহাভা-উদ্-৭৩। হৈহয় দেখ।

উদাবসু—(১) ভাগ-৯স্ক-১৩। জনক দেখ। (২) মার্ক-১১৭। (৩) নন্দিবর্দ্ধন দেখ

উদাবহি—মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

উদায়ী—বায়ু-৯৯। নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দি দেখ।

উদারধী—ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-৬২।

উদাসী—মৎ-৪৬। নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দি দেখ।

উদুম্বরা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

উদুম্বর—বায়ু-৯১। বিশ্বামিত্র দেখ।

উদুল্লান—বায়ু-৯১। বিশ্বামিত্র দেখ।

উদ্গাতক-বরা-৭৪।

উদগাহ—মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

উদ্গীতা—ভাগ-৫স্ক-১৫।

উদ্গীথ—(১) ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। ভুব ও প্রতিহর্ত্তা দেখ। (২) ভাগ-৫স্ক ১৫। (৩) বিষ্ণু-২য়-১।

উদ্ঘোষ—ভাগ-১২স্ক-১।

উদ্দণ্ড—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

উদ্দণ্ডমুণ্ড—স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৭।

উদ্দল—ব্রহ্মা-৬৭। বায়ু-৬১। আপ্য ও যাজ্ঞবল্ক্য দেখ।

উদ্দামকুসুমা—শিব-ধর্ম্ম-১০।

উদ্দাল—মৎ-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ।

উদ্দালক—সৌর ৫০। পদ্ম-উত্ত-১১৬। মহাভা-আদি-১২২। ছান্দো-৫ অঃ-১১শ খ-২৪ খঃ। মহাভা-বন-১৩১-১৩৩। (কহোড় দেখ)। মহাভা-অনুশা-৫৭। শ্বেতকেতু দেখ।

উদ্দালকী—মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

উদ্দালকেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

উদ্ধত—বাম-২০।

উদ্ধতবসু—মহাভা-উদ্-৭৩।

উদ্ধব—হরি-হরি-৩০। মৎ-৪৬। ভাগ-১০স্ক-৪৬।

উদ্ধবার্ক—স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

উদ্বলায়ন—মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

উদ্বহ—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮। বায়ু-৬৭। মরুৎ-গণ দেখ।

উদ্বালক—হরি-হরি-১৯৬।

উদ্বৃত্ত—মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

উদ্ভব—মৎ-২৪। নহুষ ও বিরজা দেখ।

উদ্ভিদ—(১) বিষ্ণু-২য়-৪। প্রভাকর বেণুমান, জ্যোতিষ্মান ও কপিল দেখ। (২) ভাগ-৬স্ক-৬।

উদ্ভ্রম—স্কন্দ-কাশী-পূ-৫।

উদ্যান—বায়ু-৬২। ভাব্য দেখ।

উদ্যোগ—ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

উন্নতি—ভাগ-৪স্ক-১।

উন্নেতা—ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। উদ্গীথ দেখ।

উন্মত্ত—অগ্নি-১৩। রামা-উত্ত-৫।

উন্মত্তা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

উন্মাথ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

উন্মাদ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

উপকোসল—ছান্দো-৪র্থ-অঃ ১০খ-১৭খ।

উপক্ষত্র—বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

উপক্ষয়—বায়ু-৯৯। ভীম দেখ।

উপগু—বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

উপগুপ্ত—ভাগ-৯স্ক-১৩।

উপগুরু—ভাগ-৯স্ক-১৩।

উপচিত্র—মহাভা-আদি-৬৭।

উপচিত্রা—বায়ু-৯৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। বসুদেব দেখ।

উপজঙ্ঘনি—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৪।

উপদানবী—(১) হরি-হরি-৩। (২) হরি-হরি-৩২। (৩) হরি-হরি-৩৬। (৪) ভাগ-৬স্ক--৬। (৫) বিষ্ণু-১ম-২১। (৬) মৎ-৬। বায়ু-৯৯।

উপদিশ—হরি-হরি-১১৬। শ্রুতশ্রবা ও দমঘোষ দেখ।

উপদেব—(১) হরি-হরি-৩৪। (২) হরি-হরি-৩৭। মৎ-৪৪। (৩) বিষ্ণু-৩য়-২। (৪) লি-পূ-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) মৎ-৪৫। বায়ু-১০০। (৬) অক্রূর, আহুক, রুদ্রসাবর্ণি, ও মিত্রবান্ দেখ।

উপদেবা—ভাগ-৯স্ক-২৪। বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। কূর্ম্ম-পূ-২৪। বসুদেব দেখ।

উপদেবী—হরি-হরি-৩৫, ৩৭। বায়ু-৯৬। দেবক দেখ।

উপনন্দ—(১)ভাগ-৯স্ক-২৪। মহাভা-উদ্-১০২। (৩) মহাভা-আদি-৬৭।

উপনন্দন—লি-পূ-১১। ব্রহ্মা দেখ।

উপনিধি—বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। বসুদেব দেখ।

উপবর্হণ—ভাগ-৬স্ক-১৫। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। গর্গ-মথু-২১। মালাবতী ও নারদ দেখ।

উপবাহ—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৫।

উপবাহুকা—হরি-হরি-৩৭। সঞ্জয় ও ভজমান দেখ।

উপবিন্দু—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ

উপবিম্ব—বায়ু-৯৬। ভদ্রা ও বসু-দেব দেখ।

উপমঙ্গু—বায়ু-৯৬। কূর্ম্ম-পূ-২৪। দেখ।

উপমন্যু—(১) লি-পূ-৬৩। বেদ-ব্যাস ও পীবরী দেখ। (২) লি-পূ-৬৩। (৩) লি-পূ-৬৯। (৪) মহাভা-আদি-৩। (৫) বাম-৮২। (৬) শিব-জ্ঞান-৬৯। কূর্ম্ম-পূ-২৫। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। শিব-ধর্ম্ম-১। শিব-বায়-পূ-১। মহাভা-অনুশা-১৪। (৭) শিব-বায়-পূ-৩০। (৮) বায়ু-৭০। (৯) মৎ-২০০ বেদশেরক ও ভরদ্বাজ দেখ।

উপময়—মৎ-২০১। পরাশর দেখ।

উপযাজ—মহাভা-আদি-১৬৭।

উপযাজক—স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৬।

উপরিচর বসু—দেবীভা-২স্ক-১। স্কন্দ আব-রেবা-৯৭। কালি-৪৮-৬২।

অগ্নি-২৭৮। বায়ু-৯৯। মহাভা-আদি-৬৩। হরি-হরি-৩২। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মৎ-৫০। বল ও বীর দেখ।

উপরি মণ্ডল—মৎ১৯৫। বৈগায়ন দেখ।

উপলপ—মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

উপলম্ভ—মৎ-৪৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ।

উপশান্ত-শিব—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৩

উপশ্রুতি—মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

উপসঙ্গ—(১) হরি-হরি-৩৪। (২) বায়ু-৯৬। সংক্ষিপ্ত দেখ।

উপসন্ন—হরি-হরি-১৬০।

উপসুন্দ—মহাভা-আদি-২০৮-২১২। বায়ু-৬৭।

উপসেন—ভাগ-১০স্ক-৯০।

উপস্তুত—ঋক্-১০।১১৫।১।

উপস্তুপ—ঋক্-৮।৫।২৫।

উপস্থাবান—হরি-হরি-৩৮। সত্রাজিত দেখ।

উপহারিণী—বায়ু-৬৯।

উপাঙ্গ—বায়ু-৯৬। উপাসক দেখ।

উপাধ্যায়—স্কন্দ-নাগ-১৩৯।

উপাবৃদ্ধি—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

উপাসঙ্গ—মৎ-২৭৭। উপাঙ্গ দেখ।

উপাসঙ্গধর—মৎ-৪৬। বসুদেব দেখ।

উপেক্ষ—হরি-হরি-৩৪। লি-পূ-৬৯। অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

উপেন্দ্র—ভাগ-৬স্ক-৬। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। অদিতি, উর্ব্বী, ইন্দ্র, বসুধা ও পৃথিবী দেখ।

উগ্র—ভাগ-৯স্ক-২২।

উভয়জাত—মৎ-১৯৫। বৈজভৃত দেখ।

উমা—লি-পূ-৬, ৬৯। বিষ্ণু-১ম-৮। হরি-হরি-১৬৩। মৎ-১৩। বৃহদ্ধ-পূ-৩; মধ্য ১১, ২৩। পার্ব্বতী, শিব ও সতী দেখ।

উমাপতি—হরি-হরি-৩। দেবীপু-৬৩।

উমাব্রত—বায়ু-১০৬। বেদশিরোব্রত দেখ।

উমেশ—বিভিন্ন পুরাণ।

উরণ—ঋক্-১।১১।৭।

উরু—মৎ-৪। চাক্ষুষমনু, নড্বলা, অতিরাত্র, আগ্নেয়ী ও অগ্নিষ্টুৎ দেখ।

উরুক্রম—ভাগ-৬স্ক-৬। ভাগ-৬স্ক-১৮। আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য ও মিত্র দেখ।

উরুক্ষব—মৎ-৪৯। মহাবীর্য্য ও কবি দেখ।

উরুক্ষয়—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ। (৩) কল্কি-৩য়-৪। (৪) মৎ-২৭১। বৃহদ্বল দেখ। (৫) ঋক-১০।১১৮।

উরুগূলা—অথ-৫।১৩।৮।

উরুচক্রি—ঋক্-৬।৬৯।১।

উরুথিক্ক—হরি-হরি- ৭। সপ্তর্ষি ও

রুদ্রসাবর্ণি দেখ।

উরুনেত্র—পদ্ম-উত্ত-১৭।

উরুবল্ক—ভাগ-৯স্ক-২৪।

ঊর্ব্ব—মৎ-৫০। পদ্ম-সৃষ্টি-৪১। ঔর্ব্ব ও অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

ঊর্ব্বরা—স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ঊর্ব্বরীবান্—বিষ্ণু-৩য়-১,২। সপ্তর্ষি, মনু ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

ঊর্ব্বশী—(১) কূর্ম্ম-পূ-২৩, ৪১। (২) অগ্নি-২৭৪। মৎ-২৪। (৩) সৌর-৩১। বিশ্রুত দেখ। বায়ু-৫২, ৬৯, ৯০। (৪) বাম-৮। (৫) রামা-উত্ত-১, ৬৬। হরি-হরি-২৫। (৬) হরি-হরি-২১৮। (৭) ভাগ-৯স্ক-১৪, ১৫। ৬স্ক-১৮; ৯স্ক-১৩। (৮) ভাগ-৯স্ক-২১। (৯) পুরূরবা, মহাপদ্ম, অম্লম্লোচা, ঋতু ও বৈষ্ণবী দেখ। (১০) ঋক্-৭।৩৩। ১৩; ৫।৪১।১৯। যজু-৫।২।

উলূক—কূর্ম্ম-পূ-৫২। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। সহিষ্ণু ও শিব (১৪) দেখ।

উলূকিকা— স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনীগণ ও ব্যাঘ্রাস্যা দেখ।

উলূকী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

উলূখলক—ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু-৬১। হিরণ্যনাভ দেখ।

উলূখলমেখলা—(১) বাম-৩৪। (২) বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

উলূখলা—বাম-৫৬। স্কন্দ দেখ।

উলূপ—মৎ-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ

উলূপী—মহাভা-আদি-২১৪; আশ্ব-৬৯-৮৮। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। মহাভা-মহাপ্রস্থা-১। ইরাবান্ দেখ।

উল্বন—ভাগ-৪স্ক-১। বশিষ্ঠ, ঊর্জ্জা ও সপ্তর্ষি দেখ।

উল্মূক—(১) হরি-হরি-১৬০। বিষ্ণু-৫ম-২৫। (২) ভাগ-৪স্ক-১৩। বলদেব দেখ।

উল্মূকাক্ষী—(১) বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ। মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

উশত—হরি-হরি-৩৬। পৃথুশ্রবা ও সুযজ্ঞ ও উশনা দেখ।

উশনা—(১) বায়ু-৯৫। উশত ও যজ্ঞ দেখ। (২) বৃহস্পতি, গোকর্ণ, পৃথুশ্রবা, রুচক, সবিতা, বেদব্যাস, শিতেযু, শীতগু, পৃথুসত্তম ও শুক্র দেখ।

উশদ্গু—হরি-হরি-৩৬। শশবিন্দু ও স্বাহি দেখ।

উশদ্রথ—হরি-হরি-৩১। উশীনর ও ফেন ও তিতিক্ষু দেখ।

উশিক—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। চেদি দেখ। (২) লি-পূ-৭, ২৪। শিব (১৪) দেখ।

উশিজ—(১) মৎ-৪৯। (২) বায়ু ৯৯। অশিজ, মমতা, ভরদ্বাজ, শ্বেত ও শিব (১৪) দেখ।

উশীনর—(১) হরি-হরি-৩১। উশদ্রথ ও উষদ্রথ দেখ। (২) হরি-হরি-৩৫।

বসুদেব দেখ। (৩) ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৫) মহাভা-আদি-৯৯। জিতবতী দেখ। (৬) মৎ-৪৮। অগ্নি-২৭৭।

উষদশ্ব—মৎ-৪২।

উষদ্রথ—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (২) বায়ু-৯৯। বলি, উশদ্রথ ও উশীনর (১) দেখ।

উষস্তি—ছান্দো-১মঃ অঃ-১০ খ-১।

উষ্ণ—(১) লি-পূ-৪৬। দ্যুতিমান, অন্ধকারক, পীবর, মনোহর, ও অর্থ-কারক দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-২১। শুচিরথ দেখ।

উষ্ণগু—স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

উষ্মা—মহাভা-বন-২১৮।

উষ্ট্রগ্রীবা— স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। যোগিনীগণ দেখ।

উহাক—মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ।

উম—ঋক্-৩। ৬।৮।

উরু—(১) হরি-হরি-২। নড্বলা, উরু, ও আগ্নেয়ী দেখ। (২) ভাগ-৮স্ক-১৩। ইন্দ্রসাবর্ণি ও সাবর্ণিমনু দেখ। (৩) ঋক্-৩।৬।৮।

উরুশ্রবা—ভাগ-৯স্ক-২।

উর্জ্জ—(১) হরি-হরি-৭। স্বারোচিষ মনু দেখ। (২) হরি-হরি-৭। উত্তমি মনু দেখ। (৩) হরি-হরি-৭। মৎ-৯। ইষ দেখ। (৪) ভাগ-৪স্ক-১৩। (৫) বিষ্ণু-৩য়-১। স্বারোচিষ মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (৬) ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। সুধামা দেখ। (৭) অগ্নি-২৭৮। (৮) বিষ্ণু-১ম-১৩। আগ্নেয়ী ও স্বাতী দেখ। (৯) ইষ, উর্জ্জাত, সত্যাহিত, অগ্নিষ্টুৎ, আঙ্গিরস ও প্রহেতি দেখ।

উর্জ্জকেতু—ভাগ-৯স্ক-১৩।

উর্জ্জবহ—বিষ্ণু-৪র্থ-৫। মুনি দেখ।

উর্জ্জব্য—ঋক্-৫।৪১।২০।

উর্জ্জভরত—মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত) খণ্ড দেখ।

উর্জ্জভাক্—মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

—ভাগ-৮স্ক-১।

উর্জ্জস্বতী—ভাগ-৫স্ক-২; ৬স্ক-৬।

উর্জ্জা—(১) ভাগ-৪স্ক-১। (২) লি-পূ-৫, ৬৬। কূর্ম্ম-পূ-৫০। বায়ু-১০০। শিব-বায়-পূ-১৫। (৩) ব্রহ্মাণ্ড-২৯। বায়ু-২৮। সৌর-২৬। শিব-বায়-পূ-১৬। (৪) বায়ু-৬৯। বশিষ্ঠ দেখ।

উর্জ্জাত—শিব-ধর্ম্ম-৫৮। উর্জ্জ দেখ।

—ঋক্-১।১১৯।২।

উর্ণনাভ—হরি-হরি-৩। দনু ও কশ্যপ দেখ।

উর্ণা—(১) ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) ভাগ-১০স্ক-৮৫। ষড়গর্ভ ও পুরাবসু দেখ।

উর্ণায়ু—(১) লি-পূ-৫৫। (২) কূর্ম্ম-পূ-৪১। (৩) বায়ু-৬৯। (৪) মহাপদ্ম ও ভগ দেখ

উর্দ্ধকেতু—বায়ু-৬৬। রুদ্র দেখ।

উর্দ্ধকেশ—(১) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। রুদ্র

দেখ। (২) বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) গর্গ-অশ্ব-২৯ ; ৩০।

ঊর্দ্ধগ—ভাগ-১০স্ক-৬১। লক্ষণা ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

ঊর্দ্ধগ্রীবা—ঋক্-১০।১৭৫।১

ঊর্দ্ধদৃক—স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। ব্যাত্তাস্যা ও যোগিনীগণ দেখ।

ঊর্দ্ধবাহু—(১) হরি-হরি-৭। রৈবত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) বিষ্ণু-১ম-১০। ঔত্তমি মনু, উত্তম ও বশিষ্ঠ (৮৯৫পৃঃ) দেখ। (৩) কালিকা-৩৪। (৪) অনয়, স্বস্ত্যাত্রেয় ও রথৌজা দেখ।

ঊর্দ্ধবেণী—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ঊর্দ্ধবেণীধরা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। স্কন্দ দেখ।

ঊর্দ্ধরেতা—মহাভা-বন-২৬।

ঊর্দ্ধসদ্মা—ঋক্-৯।১০৮।১

ঊর্ব্ব—(১) মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ। (২) বায়ু-৬৫। ঋচীক, ঊর্ব্ব ও ঔর্ব্ব দেখ। (৩) হরি-হরি-৪৫। মৎ-১৭৫। বড়বা ও বাড়ব দেখ।

ঊর্ব্বী—শান্তি-৪৯। পৃথিবী ও *বসুধা দেখ।*

ঊর্ম্মি—বায়ু-৬৬। রোহিণী ও সোম দেখ।

ঊর্ম্মিলা—(১) রামা-আদি-৩২, ৩৩। চূলী দেখ। (২) লক্ষ্মণ দেখ।

ঊল—ঋক্-১০।১৮৬।১

ঊষা (১) ভাগ-৬স্ক-৬। বিভাবসু দেখ। (২) বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৩। অগ্নি-১২। হরি-হরি-১৭৪-১৮৪। অনিরুদ্ধ দেখ। (৩) মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৪) ব্রহ্মাণ্ড-২৮। বায়ু-২৭। রুদ্র দেখ। (৫) ঋক্-১।৯২।২১ ; ২।-২০।৫।

ঋ

ঋক্—বায়ু-৬৭। মরুৎ-গণ দেখ।

ঋক্-বেদা—অগ্নি-৫২। যোগিনীগণ দেখ।

ঋক্ষ—(১) হরি-৩২। অগ্নি-২৭৮। বায়ু-৯৯। মৎ-৩০। সংবরণ দেখ। (২) হরি-হরি-৩২। বিদূরথ দেখ। (৩) ভাগ-৯স্ক-২। মীঢ়ান দেখ। (৪) ভাগ-৯স্ক-২২। দিলীপ ও প্রতীপ দেখ। (৫) লি-পূ-২৪। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩ শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ। (৬) বিষ্ণু-৩য়-৩। মহাভা-আদি-৯৫। মতি-নার দেখ। (৭) ঋক্-৮।৬৮।১৫। (৮) রেবত, ধূম্রিনী, মানব ও সুরথ দেখ।

ঋক্ষগ্রীব—অথ-৮।৬।২

ঋক্ষরাজ—রামা-উত্ত-৪২। অধ্যা-রামা-উত্ত-২। সুগ্রীব দেখ।

ঋক্ষা—(১) মহাভা-আদি-৯৫। (২) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

ঋক্ষেয়ু—মহাভা-আদি-৯৪।রৌদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ।

ঋচ—বিষ্ণু-৪র্থ-২১। নৃচক্ষু দেখ।

ঋচৎক—ঋক্-১।১১৬।২২

ঋচী—বায়ু-৯৯। ব্রহ্মদত্ত ও বিভ্রাজ দেখ।

ঋচীক—(১) মহাভা-শান্তি-৪৯; অনু-৫; বন-১১৪। (২) ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু উত্ত-১০। বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ। (৪) কালিকা-৮২। সত্যবতী ও ভৃগু দেখ। (৫) রামা-আদি-৩৪, ৬১, ৬২। (৬) হরি-হরি-৭। মেরুসাবর্ণি দেখ। (৭) হরি-হরি-২৭। (৮) ভাগ-৯স্ক-১৫। লি-পূ-২৪। কূর্ম্ম-পূ-৫২। বেদব্যাস দেখ। (৯) মহাভা-আদি-৬৬। ঔর্ব্ব ও চ্যবন দেখ। (১০) মহাভা-আদি-৯৪।

ঋচেয়ু—(১) মহাভা-আদি-৯১। হরি-হরি-৩১। (২) অগ্নি-২৭৮। রৌদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ।

ঋজিশ্বা—ঋক্-৪।১৬।১৩। (২) ঋক্-৬।৫২।১।

ঋজিশ্বান্—ঋক্-১।৫১।৫; ১।৫৩ চা।

ঋজীষ—ঋক্-৬।১৭।২০।

ঋজু, ঋজুদান—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। বসুদেব দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৩) কূর্ম্ম-পূ-২৪। মৎ-৪৬। ভদ্রদেব দেখ।

ঋজাশ্ব—ঋক্-১।১০০।১-১৯।

ঋণজ্য—বিষ্ণু-৩য়-৩। বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ।

ঋণঞ্জয়—ঋক্-৫।৩০।১২।

ঋত—(১) ভাগ-৪স্ক-১৩। নড্বলা দেখ। (২) ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু-৮৯। (৩) লি-পূ-৬৬। অম্বরীষ দেখ। (৪) মৎ-৯। মনু দেখ। (৫) ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। তামস মনু দেখ। (৬) বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু ও রৈবত মনু দেখ। (৭) আত্মা-ও মরুৎ-গণ দেখ।

ঋতজিৎ—(১) বায়ু-৫২। বিষ্ণু-২য়-১০। ব্রহ্মপেত দেখ। (২) বায়ু-৬৭। মরুৎ-গণ দেখ।

ঋতঞ্জয়—লি-পূ-২৪। বায়ু-২৩। ব্রহ্মা-২৩। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। বেদ-ব্যাস দেখ।

ঋতদেব—ঋক্-৪।২৩।৮।

ঋতধামা—(১)-বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্র-সাবর্ণি দেখ। (২) মৎ-৯। মনু দেখ। (৩) ভাগ-৯স্ক-২৪।

ঋতধ্বক্—কালিকা-৮৯। দেবসেন দেখ।

ঋতধ্বজ—(১) ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৮। প্রতর্দ্দন ও বৎস দেখ। (৩) বাম-৫৯। (৪) মার্ক-২১-৩৪, ৪৪। (৫) বাম-৬২-৬৫। (৬) রুদ্র দেখ।

ঋতবন্ধু—ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। তামস মনু দেখ।

ঋতবাক্—মার্ক-৭৫। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১৭।

ঋতি—ভাগ-৫স্ক-১৫।

ঋতু—(১) বায়ু-৫২। ঋতজিৎ

দেখ। (২) বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু ও সুতপা দেখ। (৩) স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস দেখ। (৪) ঋক্-১।১৫।-১ ; ৩।২৭।১।

ঋতুজিৎ—বিষ্ণু-২য়-১০ ; ৪র্থ-৫।

ঋতুঞ্জয়—কূর্ম্ম-পূ-৫২। বেদব্যাস দেখ।

ঋতুধাম—(১) পদ্ম-সৃষ্টি-৭। মনু দেখ। (২) বায়ু-২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

ঋতুধ্বজ—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। রুদ্র দেখ।

ঋতুপর্ণ—(১) হরি-হরি-১৫। (২) ভাগ-৯স্ক-৯। (৩) লি-পূ-৬৬। (৪) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৫) কূর্ম্ম-পূ-২১। (৬) মৎ-১২। (৭) শিব-ধর্ম্ম-৬১। (৮) অগ্নি-২৭৩। (৯) সৌর-৩০।

ঋতুস্তভ—ঋক্-১।১১২।২১।

ঋতুস্থলা—কূর্ম্ম-পূ-২১। সূর্য্য দেখ।

ঋতুহারিকা—মার্ক-৫১।

ঋতেয়ু—(১) ভাগ-৯স্ক-২০। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। রৌদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্ব ও ঋচেয়ু দেখ।

ঋথু—বায়ু-৯১।

ঋদ্ধি—(১) হরি-হরি-১২৪। বায়ু-৭০। সত্যভামা দেখ। (২) মার্ক-৫০। যজ্ঞ ও শতরূপা দেখ। (৩) পদ্ম-সৃষ্টি-৩। গরু-পূ-৫। ধর্ম্ম দেখ। (৪) স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১। (৫) প্রসূতি, বৃদ্ধি, সরস্বতী ও শক্তি দেখ।

ঋভু—(১) ভাগ-৪স্ক-৪। (২) ভাগ-৪স্ক-৮। (৩) বিষ্ণু-২য়-১৫, ৬ষ্ঠ-৮। (৪) শিব-কৈলা-১২। (৫) শিব-বায়-পূ-১০। সনক দেখ। (৬) ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বায়ু-২৩। কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব-বায়-উত্ত-১০। সবিতা, বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ। (৭) বৃহন্না-৩৭। রৈবত মনু দেখ। (৮) বায়ু-৬৭। অজিত দেখ। (৯) গর্গ-মথু-২০। (১০) ঋক্-১।২৩।১ ; ১।১১০।১।

ঋভুক্ষা—ঋক্-৫।৪১।২

ঋভুগণ—ঋক্-১।২০।১

ঋষঙ্গু—বাম-৩৯।

ঋষভ—(১) হরি-হরি-৭। (২) ভাগ-৫স্ক-৩। (৩) ভাগ-৫স্ক-৪। (৪) ভাগ-৫স্ক-৪। (৫) ভাগ-৯স্ক-২২। (৬) ভাগ-৬স্ক-১৮। (৭) লি-পূ-২৪। শিব-বায়-উ-১০। বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ। (৮) বিষ্ণু-৩য়-১। স্বারোচিষ মনু দেখ। (৯) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। বায়ু-৯৯। ভাগ-৯স্ক-২২। সত্যহিত ও পুষ্পবান্ দেখ। (১০) বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (১১) গর্গ-গো-৪ ; বৃন্দা-১১। (১২) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৩) মহাভা-(১৪) ভরত, যুধাজিৎ, আজমীঢ়, সপ্তর্ষি, নাভি, জয়ন্ত ও পিপ্পলায়ন দেখ।

ঋষি—(১) ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। (২) বায়ু-২৮। ব্রহ্মা-২৯। (৩) মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

ঋষিকা—শিব-জ্ঞান-৪০।

ঋষিকুল্যা—ভাগ-৫স্ক-১৫। উদ্‌গীথ দেখ

ঋষিজ—মৎ-১৯৬। অজস্র দেখ।

ঋষিগণ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ঋষিবান্‌—মৎ-১৯৬। মানব দেখ।

ঋষিবাস—মৎ-৪৬। ঋজু, ভদ্রদেব ও বসুদেব দেখ।

ঋষিভ—(১) বায়ু-৬৫। (২) ঋক্‌-৯।৭১।১।

ঋষ্য—গর্গ-বিশ্ব-৭।

ঋষ্টিসেন—ঋক্‌-১০।৯৮।১।

ঋষ্যন্ত—মৎ-৪৯।

ঋষ্যশৃঙ্গ—(১) রামা-আদি-৯, ১০, ১১। (২) হরি-হরি-৩১। (৩) ভাগ-৮স্ক-১৩। সপ্তর্ষি দেখ। (৪) শিব-ধর্ম্ম-১২। বিভাণ্ডক দেখ। (৫) কালি-৪০। (৬) মহাভা-আদি-১৬৪। বক দেখ। (৭) যবক্রীত, বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ) এবং রোমপাদ দেখ।

এ

এক—ভাগ-৯স্ক-১৫

একচক্র—(১) মৎ-৬। বায়ু-৬৮। (২) হরি-হরি-২৪১।

একচক্ররথ—স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

একচূড়া—বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

একজট—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ দেখ।

একজটা—কালিকা-৪০

একত—(১) বৃহদ্ধ-পূ-২৭। (২) মহাভা-অনু-১৫০। (৩) ঋক্‌-১।৫২।৫। তৈত্তিরীয় সং।

একত্বচা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

একদংষ্ট্রা—অগ্নি-৭১।

একদৃক্—বাম-৬৯।

একদ্যু—ঋক্‌-৮।৮০।১।

একপটলা—হরি-হরি-১৮। বায়ু-৭২। পার্ব্বতী, সতী, ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ।

একপর্ণা—(১) হরি-হরি-১৮। (২) লি-পূ-৬৩। মেনকা, পার্ব্বতী ও সতী দেখ। (৩) বায়ু-৭০। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ।

একপাৎ—হরি-হরি-১৯৬। রুদ্র দেখ।

একপাদ—(১) মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। (২) মহাভা-অনু-১৫০। রুদ্র দেখ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৪) মহোদর দেখ।

একপিঙ্গল—বায়ু-৪১।

একবজ্র—পদ্ম-সৃষ্টি-৬

একবাসসী—ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-৯ ভদ্রা দেখ।

একবীর—দেবীভা-৬স্ক-১৭-২৩ লক্ষ্মী ও হয়গ্রীব দেখ।

একবীরা—(১) পদ্ম-সৃষ্টি-১৭ ভদ্রকর্ণিকা ও সতী দেখ। (২) মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ। (৩) স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

একবল—গর্গ-বিশ্ব-২৮।

একলব্য—(১) মহাভা-আদি-১৩২। (২) বায়ু-৯৬। (৩) হরি-হরি-৩৪। (৪) হরি-হরি-৯১। (৫) মহাভা-মৌষ-৬।

একল্লবারিকাদেবী—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১৭১।

একশৃঙ্গা—হরি-হরি-১৮।

একাক্ষ—(১) বায়ু-৬৮। (২) বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ। (৩) বরা-৫২। ত্রিবর্ণ দেখ। (৪) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

একাক্ষী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

একাঙ্গী—স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৯।

একাদশরুদ্র—(১) হরি-হরি-১৯৬। (২) অগ্নি ১৮। (৩) বায়ু-৬৬। (৪) বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৫) স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৬) মহাভা-অনু-১৫০। রুদ্র দেখ।

একানংশা—বায়ু-২৫।

একানসা—ব্রহ্মাণ্ড-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা ও ব্রহ্মা (৩৯) দেখ।

একান্তরাঘব—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৪।

একাবলী—দেবীভা-৬স্ক-২১-২৩। একবীর দেখ।

এতশ—ঋক্-১।৬১।১৫।

এনক—পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

এবয়ামরুৎ—ঋক্-৫।৮৭।১

এরণ্ডী—স্কন্দ-আব-রেবা-১৬০

এলপত্র—মহাভা-উদ্-১০২।

এলাপত্র—(১) হরি-হরি-৩। রুদ্র দেখ। (২) লি-পূ-৫৫, ৬৩। (৩) কূর্ম্ম-পূ-৪১। বিশ্বাবসু দেখ। (৪) মহাভা-আদি-৩৮, ৩৯।

এলামুখ—হরি-হরি-৩। কদ্রু দেখ।

ঐ

ঐক্ষ্বাক—শিব-ধর্ম্ম-১৩।

ঐক্ষ্বাকী—(১) মহাভা-আদি-৯৪। (২) মৎ-৪৩, ৪৪। (৩) মৎ-৪৫। (৪) বায়ু-৯৫। সত্ত্ব, সত্বান ও সাত্বত দেখ।

ঐড়—ব্রহ্মাণ্ড-৩৩। বায়ু-৩২।

ঐড়বিড়—ভাগ-৯স্ক-৯। কল্কি-৩য় ৩

ঐনহোত্র—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ঐতরেয়—(১) লি-উত্ত-৭। (২) ছান্দো-৩অ-১৬খ-৭।

ঐতশ—অথ-২০। ১২৯,১৩২। এতশ দেখ।

ঐন্দ্রী—(১) মৎ-৯৩। বুধ দেখ। (২) স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০, ৮৩।

ঐরাবত—(১) হরি-হরি-৩। (২) লি-পূ-৫৫। (৪) কূর্ম্ম-পূ-৪১। ভরদ্বাজ দেখ। (৪) ভাগ-৮স্ক-৮। (৫) বায়ু-৬৯। (৬) বৃহদ্ধ-মধ্য-৩০। (৭) অথ-৮।১০।২৯১।

ঐরাবতী—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ঐরীড়ব—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

ঐন—(১) হরি-হরি-১০। (২) মহাভা-অনুশা-৪। পুরূরবা (১১) দেখ।

ঐলপত্র—বায়ু-৬৯।

ঐলবিল—(১) লি-পূ-৬৩। বিশ্রবা দেখ। (২) শতরথ দেখ। (৩) মূলক তনয় দশরথ। তাঁহার পুত্র ঐলবিল। গরু-পূ-১৪২। মূলক দেখ।

ঐলবিলা—মহাভা-উদ্-১০১। সুরভি দেখ।

ঐলিক—মৎ-১৯৫। বৈগায়নি দেখ।

ঐশিজ—ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। ঔশিজ ও বৃহস্পতি দেখ।

ও

ওঘ—মহাভা-বন-১৪১।

ওঘবতী—(১) ভাগ-৯স্ক-২। সুদর্শন দেখ। (২) বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ওঘবান—ভাগ-৯স্ক-২। সুদর্শন দেখ

ওঘরথ—মহাভা-অনুশা-২। সুদর্শন দেখ।

ওঙ্কারেশ্বর—(১) স্কন্দ-মাহে কেদা-৭। (২) স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১, ৭৩।

ওড্র—ভাগ-৯স্ক-২০।

ওবিকা—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। ভট্টারিকা দেখ।

ওষধি—ঋক্-১০।৯৭।১।

ঔ

ঔগজ—বায়ু-৬৫। ব্রহ্মা-৫৯। আয়ু দেখ।

ঔচেয়ু—মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ

ঔতথ্য—ব্রহ্মা-৫৯। বৈবস্বত মনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

ঔৎকোচ—বায়ু-৪০।

ঔত্তমি-মনু—(১) বিষ্ণু-৩য়-১। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (২) মৎ-৯। (৩) মার্ক-৭২, ৭৩। (৪) বায়ু-৬২। ব্রহ্মা-৫৯। (৫) উত্তম ও মনু দেখ।

ঔদার্য্য—বায়ু-৬৫। আয়ু-দেখ।

ঔপগব—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

ঔপমন্যব—ছান্দো-৫মঅঃ-১১শ-২৪শ, খ। অশ্বপতি দেখ।

ঔপমন্যু—বায়ু-১০০।

ঔদল—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৯।

ঔদুম্বরী—স্কন্দ-নাগ-১৮৮।

ঔপলোম—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

ঔপহার—মৎ-১৯৮। বৈকৃতিগালব দেখ।

ঔপোদিতেয়—শত-৫প্র-২ব্রা-৬অঃ।

ঔর্ণবাভ—ঋক্-৮।৩২।২, ২৬।

ঔর্ব্ব—(১) ঋক্-৮।১০২।৪ (২) হরি-

হরি-৭। হরি-হরি-২৭। ঋচীক দেখ। হরি-হরি-১৩, ১৪। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ২৪। (৩) মহাভা আদি-৬৬। (৪৪) মহাভা-আদি-১৭৮। শিব-জ্ঞান-৫৬। পদ্ম-সৃষ্টি-৪১। বড়বা ও হিরণ্যকশিপু দেখ

ঔর্ব্বলোমকা—হরি-হরি-১৬৬।

ঔলান—ঋক্-১০,৯৮।

ঔশন—ঔশন সংহিতা।

ঔশনস—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

ঔশিজ—ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯, ৬২। বৃহদুক্থ ও আজমীঢ় দেখ।

ঔষজিতি—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

ঔষধী—পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। ভদ্রকর্ণিকা ও সাবিত্রী দেখ।

ক

ক—ঋক্-১০।১২১।

কংস—(১) হরি-হরি-৩৭। (২) হরি-হরি-৫৬, ৫৭। (৩) হরি-হরি-৮৪। (৪) হরি-হরি-৫৫-৮০। (৫) বিষ্ণু-৫ম-৬ষ্ঠ-২০, ২২। (৬) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭, ১০, ২২, ৬৩-৭২। (৭) মৎ-৪৪। (৮) মহাভা-সভা-১৩।

কংসকার—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। বিশ্ব-কর্ম্মা দেখ।

কংসবতী—হরি-হরি-৩৭। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ উগ্রসেন দেখ।

কংসা—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। উগ্রসেন দেখ।

কংসাবতী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। হরি-হরি-৩৭। উগ্রসেন দেখ।

কংসারেশ্বর—স্কন্দ-নাগ-১৭৪।

ককন্ধ—লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। শিব (১৪) দেখ।

ককুৎস্থ—(১) হরি-হরি-১১। (২) হরি-হরি-৩০। (৩) মৎ-১২। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪) ইক্ষ্বাকু দেখ। (৫) রামা-আদি-৭০, অযো-১১০।

ককুদ—ভাগ-৬স্ক-৬। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ।

ককুদা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

ককুদ্বতী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। প্রদ্যুম্ন দেখ।

ককুপ—স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

কক্ষ—মহাভা-সভা-১৩।

কক্ষক—মহাভা-আদি-৫৭।

কক্ষসেন—(১) মহাভা-আদি-৯৪। (২) ছান্দো-৪র্থঅঃ-৩খ-৫।

কক্ষীব—বায়ু-৯৯। দীর্ঘতমা দেখ।

কক্ষীবান্—(১) ঋক্-১।১৮।১; ১।৫১।১৩। (২) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৬।

কক্ষেয়ু—(১) হরি-হরি-৩১। ভাগ-৯স্ক-২৪। রৌদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ। (২) মৎ-৪৯। গরু-পূ-১৪৪।

কঙ্ক—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) মহাভা-বিরাট-৭।

কঙ্কন—(১) কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) স্কন্দ-

মাহে-কুমা-৪০। (৩) ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। লি-পূ-২৪। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। লোকাক্ষী ও শিব (১৪) দেখ।

কঙ্কনা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ দেখ।

কঙ্কনি—লি-পূ-৫৫।

কঙ্কনীল—কূর্ম্ম-পূ-৪১। দ্বাদশ নাগ ও সূর্য্য (১৩) দেখ।

কঙ্কপক্ষা—মহাভা-আদি-৬৬। ক্রোধ ও ক্রোধবশা দেখ।

কঙ্কা—(১) হরি-হরি-৩৭। (২) ভাগ-৯স্ক-২৪। শূর দেখ।

কঙ্কালকেতু—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮২।

কঙ্কাল-ভৈরব—স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৬১। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৭।

কঙ্কী—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। উগ্রসেন দেখ।

কঙ্কেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

কঙ্গ—লি-পূ-২৪। বেদব্যাস, সবিতা ও শিব (১৪) দেখ।

কচ—মহাভা-আদি-৭৬-৭৮। দেবযানী দেখ।

কচ্ছপ—(১) বিষ্ণু-৪র্থ-৭।(২) হরি-হরি-২৭। মহাভা-অনুশা-৪। বায়ু-৯১। যমদূত দেখ।

কটকেশ্বর—স্কন্দ-আব-অব-৬২।

কটপূতনা—স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। ব্যাত্তাস্যা দেখ।

কঠ—(১) হরি-হরি-১৯৬। (২) মৎ-২০০। বৈষ্কব দেখ।

কণাদ—(১) কূর্ম্ম-উত্ত-১। (২) ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। শিব-বায়ু-উত্ত-১০। সোমশর্ম্মা ও শিব (১৪) দেখ।

কণাদেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫, ৯৭

কণিক—মহাভা-আদি-১৪০।

কণিত্র—বিষ্ণু-৪র্থ-১। প্রজানি দেখ।

কণিষ্ঠগণ—বিষ্ণু-৩য়-২। ভৌত্য মনু দেখ।

কণীত—ঋক্-৮।৪৬।২১-২৪।

কণীয়ক—মৎ-৪৪। হৃদিক দেখ।

কণ্টকিণী—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৫) দেখ।

কণ্টেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

কণ্ডুক—লি-পূ-১০৩।

কণ্ডরীক—মহাভা-শান্তি-৩৪৩। মৎ-২০।

কণ্ডু—(১) রামা-কিষ্কি-৪৮। (২) রামা-অযো-২১। বিষ্ণু-১ম-১৫। ভাগ-৪স্ক-৩০। (৩) স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮। দক্ষ দেখ।

কণ্ডূতি—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-(১৫) দেখ।

কণ্ব—(১) রামা-লঙ্কা-১৮। উত্ত-১। (২) হরি-হরি-৩২। (৩) ভাগ-৯স্ক-২০। (৪) ভাগ-১২স্ক-১। (৫) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মৎ-৪৯। (৬) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। হরি-হরি-৩২। (৭) মৎ-৪৯। (৮) ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৬। (৯) কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (১০) মহাভা-অনুশা-১৬৫। ভৃগু দেখ। (১১) মহাভা-অনুশা-৩৩৭। (১২) ঋক্-১।-

১৩; ১৪৪; ১।১১৮। (১৩) ঋক্-১০। ৩১।১১। (১৪) অপ্রতিরথ ও রন্তি-নার দেখ। (১৫) স্কন্দ-আব-রেবা-৮৫।

কত—ঋক্-৩।১৭। বিশ্বামিত্র দেখ।

কতি—হরি-হরি-২৭। বিশ্বামিত্র দেখ

কত্য—প্রশ্ন উপনিষৎ।

কথক—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কথাজব—বিষ্ণু-৩য়-৪।

কদম্বমালা—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২২, ২৩।

কদ্রু, কদ্র—(১) রামা-আর-১৪। (২) হরি-হরি-৩। (৩) ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৫) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯। (৬) মহাভা-আদি-২০। (৭) বিষ্ণু-১ম-১৮। (৮) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৯) হরি-হরি-১৯৬, ২১৮। (১০) বরা-২৪। (১১) ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) মৎ-৬। মহাভা-আদি-৩৫। হরি-হরি-৩। অগ্নি-১৯। বায়ু-৬৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

কনক—হরি-হরি-৩৩। দুর্দ্দম দেখ।

কনকধ্বজ—মহাভা-আদি-৬৭, ১৮৬।

কনকা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৭৫।

কনকায়ু—মহাভা-আদি-৬৭, ১৮৬।

কনকাপীড়—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কনকাবতী—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কনবক—(১) হরি-হরি-৩৪। শূর দেখ।

কন্দরমালী—বাম-৬২-৬৫।

কন্দরা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কন্দলী—(১) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। কাষ্ঠা ও রুদ্র দেখ। (২) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২৪।

কন্দুক—হরি-হরি-২৯।

কন্দকেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

কন্দেশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৬৩।

কন্যক—মৎ-১৯৯। বৈবশ্বপ দেখ।

কন্যাভর্ত্তা—মহাভা-শল্য-৪৬।

কপ—মহাভা-অনুশা-১৫৭।

কপট—মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ

কপর্দ্দিনী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কপর্দ্দী—(১) ঋক্-৯।৬৭।১। (২) হরি-হরি-৩। (৩) স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫

কপর্দ্দীশ—স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

কপর্দ্দেয়—মৎ-১৯৮। মাধুছন্দস দেখ।

কপালকেতু—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮২।

কপালভরণ—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।

কপালমাত্রিকা—স্কন্দ-আব-অব-৯।

কপালমোচন—স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত ২।

কপালস্ফোটন—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

কপালহস্তা—স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। বাত্তাস্তা দেখ।

কপালী—(১) হরি-হরি-১৯৬। রুদ্র

ও একাদশ রুদ্র দেখ। (২) বাম-২,৩।

কপালীশ—লি-পূ-১০৩।

কপালীশা—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। যোগনন্দিনী দেখ।

কপালীশ্বর—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৯।

কপালেশী—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭।

কপি—(১) মৎ-৯। তামসমনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (২) মৎ-৯। রৈবত মনু দেখ। (৩) ছান্দো-৪র্থ-অঃ, ৩ খঃ, ৫। (৪) মহাভা-অনুশা-১৬৫। (৫) মৎ-১৯৫। ভৃগুদাস দেখ।

কপিঙ্গক—বরা-৮১।

কপিঞ্জল—(১) লি-পূ-৩৩। (২) বাম-৫৭। (৩) মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ। (৪) ঋক্‌-২।৪২, ৪৩। (৫) স্কন্দ-নাগ-১৪৭।

কপিবান্‌, কপীবান্‌—হরি-হরি-৭। তামসমনু ও সপ্তর্ষি দেখ।

কপিভূ—মৎ-১৯৬। তিত্তিরি দেখ।

কপিমুখ—মৎ-২০১, ২৭১। পরাশর দেখ।

কপিল—(১) রামা-আদি-৪০, ৪১। (২) হরি-হরি-৩। দনু দেখ। (৩) হরি-হরি-৩২। বিতথ দেখ। (৪) হরি-হরি-১৬০। (৫) হরি-হরি-৩। ভাগ-১স্ক-৩। (৬) ভাগ-২স্ক-৭ ; ৩স্ক-২৪। (৭) ভাগ-৮স্ক-১০। (৮) লি-পূ-২৪। বায়ু-২৩। শিব-বায়-উত্ত-১০। কূর্ম্ম-পূ-৫২। ব্যাস ও শিব (১৪) দেখ। (৯) লি-পূ-৪৬। বায়ু-৩৩। ব্রহ্মা-৩৪। ব্রহ্মপু-২০। অগ্নি-২৭৮। প্রভাকর, জ্যোতিষ্মান, বেণুমান্‌ ও ধৃতি দেখ। (১০) বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উরুক্ষয় দেখ। (১১) কূর্ম্ম-উত্ত-১। (১২) ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১৩) মহাভা-অনু-১৫০। (১৪) মহাভা-অনুশা-৪। (১৫) মহাভা-শান্তি ৩৪১। সনক দেখ। (১৬) বাম-৩৪। (১৭) মৎ-৫০। মহাভা-বন-২২৯। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১৭) স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। বাড়ব ও সরস্বতী (৮) দেখ।

কপিলা—(১) বায়ু-৬৬। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। হরি-হরি-৩। বহুপুত্র ও দক্ষ দেখ। মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪। (২) মহাভা-শান্তি ২১৮, ২১৯। পঞ্চশিখ দেখ।

কপিলাক্ষ—বাম-১৯, ২০ ; ৩৪।

কপিলাশ্ব—হরি-হরি-২২। বায়ু-৮৮। গরু-পূ-১৪২। ধুন্ধুমার দেখ।

কপিলেশ—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

কপিশ—মৎ-৬, ৪৬।

কপিষ্ঠল—মৎ-২০০। বৈক্লব দেখ।

কপীতর—মৎ-১৯৬। বোষড়ি দেখ।

কপীবান্‌—হরি-হরি-৭। সপ্তর্ষি দেখ।

কপীশ্বর—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২।

কপোত—(১) ঋক্‌-১০।১৬৫। (২) মহাভা-উদ্যোগ-১০০।

কপোতক—কালিকা-৪৮-৫১। বেতাল দেখ।

কপোতবৃত্তীশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৩।

কপোতরোমা—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) লি-পূ-৬৯। শূর ও বিলোমক দেখ। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। ধৃষ্ট ও অভিজিৎ দেখ। (৪) কূর্ম্ম-পূ-২৪। বৃষ্ণি দেখ। (৫) মৎ-৪৪। ধৃতি ও তৈত্তিরি দেখ। (৬) হরি-হরি-৩৭। ধৃষ্ণু দেখ। (৭) বায়ু-৯৬। বৃষ্টি ও রেবত দেখ। (৮) পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অগ্নি-২৭৫। ধৃতি ও তিত্তিরি দেখ। (৯) মহাভা-

কপোতিকা—স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। ব্যাত্তাস্তা দেখ।

কপোল—স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭১।

কফক্কেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

কবচ—হরি-হরি-৩

কবচী—মহাভা-আদি-৬৭।

কবন্ধ—(১) রামা-আর-৭৩, ৭৪, ৭৫। কিষ্কি-৪। (২) বিষ্ণু-৩য়-৬। সুমন্তু দেখ। (৩) হরি-হরি-৪১। (৪) লি-পূ-২৪। শিব-বায়-উত্ত ১০। শিব (১৪) দেখ।

কবন্ধক—ব্রহ্মবৈ-গণে-১৫।

কবন্ধি, কবন্ধী—প্রশ্ন-উপনিষৎ।

কবরী—রামা-উত্ত-১।

কবষ—ঋক্-৭।১৮।২।

কবি—(১) মনুসং-২য়, ১৫১, ১৫২। ভৃগু-সংহিতা। ঋক্-১।৮৩।৫। (২) হরি-হরি-২। চাক্ষুষ মনু, পুষ্করিণী ও নড্বলা দেখ। (৩) হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ। হরি-হরি-২৮। (স্বধা দেখ)। হরি-হরি-২০-২২। মৎ-২০। শিব-ধর্ম্ম-৬৩। (৪) ভাগ-১স্ক-৪; ৪স্ক-১। (৫) ভাগ-৪স্ক-১। (৬) ভাগ-৫স্ক-১। (৭) ভাগ-৫স্ক-৪। (৮) ভাগ-৯স্ক-২। (৯) ভাগ-৯স্ক-২১; ১০স্ক ৬১। (১০) লি-পূ-২৪। শ্বেত ও শিব (১৪) দেখ। (১১) কূর্ম্ম-পূ-৫২। শিব (১৪) ও বেদব্যাস দেখ। (১২) মহাভা-অনুশা-৮৫। অ[illegible]া দেখ। (১৩) মহাভা-অনুশা-৯১। "শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ" দেখ। (১৪) মৎ-৯। তামস মনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (১৫) মৎ-৪৯। (১৬) মহাভা-বন-২১৭। অগ্নি (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ। (১৭) স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। হিরণ্যরেতাঃ দেখ।

কবিসত্তম—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

কাব্য—ঋক্-১০।১৪।৩

কমঠ—(১) মহাভা-শান্তি-২৯৭। যবক্রীত ও বশিষ্ঠ (৮৯৮ পৃঃ) দেখ। (২) স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯।

কমনীয়—স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

কমল—ছান্দো-৪র্থ অঃ, ১০ খঃ-১৭ খঃ।

কমলা—(১) লক্ষ্মী দেখ। (২) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪। (৩) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ। (৪) ভাগ-৮স্ক-৮। (৫) অন্যতমা অপ্সরা। মিশ্রকেশী দেখ।

কমলাক্ষ—লি-পূ-৭১, ৭২ (মহাভা-নহে)। মৎ-৬১। পদ্ম-সৃষ্টি-২২।

কমলাক্ষী—(১) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ। (২) বাম-৫৭।

কমলালয়া—স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪।

কমলোৎপলহস্তিকা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কম্পক—বাম-৫৭। (১৪) স্কন্দ দেখ।

কম্পন—(১) রামা-লঙ্কা-৭৬, ৯০। প্রঘস দেখ। (২) মহাভা-সভা-৪।

কম্পনা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ

কম্পনী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কম্বল—(১) হরি-হরি-৩। লি-পূ-৬৩। লি-পূ-৫৫। কূর্ম্ম-পূ-৪১। বায়ু-৫২। ব্রহ্মা-৫৭। বিষ্ণু-২য়-১০। ঋতজিৎ ও অশ্বতর দেখ। মহাভা-আদি-৩৫। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। মৎ-৬। (২) মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ। (৩) বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। সারস্বত ও স্তবমিত্র দেখ।

কম্বলবর্হি, কম্বলবর্হিষ—(১) হরি-হরি-৩৬। বায়ু-৯৫। অগ্নি-২৭৫। মৎ-৪৪। (২) হরি-হরি-৩৭। অন্ধক দেখ। (৩) হরি-হরি-৩৮। (মরুত্ত দেখ)। মৎ-৪৪। বভ্রু ও হৃদিক দেখ। (৪) দেবার্হ ও অসমৌজা দেখ

কম্বলশতকেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

কম্বলী—স্কন্দ-প্রভা-আর-১৭। দ্রাবিকার দেখ।

কম্বলেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-পূ-১৭।

কম্বু—স্কন্দ-আব-রেবা-১২০।

কয়াধু—ভাগ-৬স্ক-১৮। শিব-জ্ঞান-৫৯, ৬১। প্রহ্লাদ দেখ।

কর—লি-পূ-৫৫। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

করক—স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। বেদব্যাস ও শিব (১৪) দেখ।

করকর্ষ—মহাভা-উদ্-৪৯।

করজ—মৎ-২০৩। বিশ্বদেবগণ ও মনুমান দেখ।

করঞ্জ—(১) ঋক্-১।৫১।৬; ১।৫৩।৮; ১।৫৩।১১। (২) দনু ও কশ্যপ দেখ।

করঞ্জনিলয়া—মহাভা-বন-২২৮।

কবন্ধ—ঋক্-১০।৪৮।৮।

করন্ধম—(১) ভাগ-৯স্ক-২; ৯স্ক-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১; ৪র্থ-১৬। মহাভা-আশ্ব-৮। মার্ক ১২১-১২২। মৎ-৪৮। অবিক্ষিত দেখ। (২) ত্রৈশানি, গোভানু, মরুত্ত, মরুত ও ভানু দেখ।

করবীকেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

করবীর—(১) মহাভা-আদি-৩৫। (২) মহাভা-উদ-১০২। সুরসা দেখ। (৩) অগ্নি-২৭৫। কনক ও কৃতৌজা দেখ।

করভাজন—ভাগ-৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ।

করভেশ—স্কন্দ-আর-চতু-৭৩।

করম্ভ—(১) হরি-হরি-৩৬। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) বাম-১৭। মহিষাসুর।

দেখ। (৩) শকুন্তি ও শকুনি দেখ।

করন্তক—বায়ু-৯৫। শকুনি দেখ।

করম্ভা—মহাভা-আদি-৯৫।

করম্ভি—(১) মৎ-২০২। ময়োভূ দেখ। (২) ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) বিষ্ণু-৪র্থ-১২। করম্ভ দেখ।

করাল—(১) রামা-সুন্দ-৬, ৫৪। (২) মহাভা-শান্তি-৩০৩। (৩) বাম-৫৭। স্কন্দ (১৪) দেখ। (৪) স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৪। (৫) স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭। (৬) বক্রনাশ দেখ।

করালদণ্ড—মহাভা-সভা-৭।

করালবাক্—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

করালাক্ষ—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ ও বৈতালী দেখ।

করালিনী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

করালী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

করীরাশী—মৎ-১৯৮। মৌঞ্জায়নি দেখ।

করীষা—মৎ-১৯৮। বৈকৃত্তিগালব দেখ।

করুণ—স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

করুণেশ—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০।

করুধাম—হরি-হরি-৩২।

করুন্ধক—বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শূর দেখ।

করুলতী—ঋক্-৪।৩০।২৪।

করুষ, করূষ—(১) হরি-হরি-১০। (৩) মৎ-১২। (৪) বৈবস্বতমনু ও মনু দেখ।

করেণুমতি—মহাভা-আদি-৯৫। আশ্রম-২৫। নকুল দেখ।

করোটক—মহাভা-আদি-৩৫।

কর্কটক—লি-পূ-৫৫।

কর্কটিকা—বাম-৫৭। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কর্কটেশ্বর—স্কন্দ-আব-চতু-২২। মৎ-৯২। ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ।

কর্কন্ধু—ঋক্-১।১১২।

কর্কর—মহাভা-আদি-৩৫।

কর্কোটক—হরি-হরি-৩। কূর্ম্ম-পূ-৪১। মহাভা-বন-৬৬। মহাভা-উদ্-১০২। মহাপদ্ম ও ভগ দেখ।

কর্কোটেশ্বর—স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬। স্কন্দ-আব-চতু-১০।

কর্ণ—মহাভা-আদি-৬৭, ১৩৪-১৩৬; বন-২৩৭-২৪০। আদি-১৯০। উদ্-১৩৮-১৪৪; দ্রোণ-৪; শান্তি-৫; আশ্ব-৬০; ভীষ্ম-১১২; বন-৩০১।

কর্ণজিহ্ব—মৎ-১৯৭। ভগপাদ দেখ।

কর্ণধার—স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

কর্ণপিশাচী—তন্ত্রসার-৫৮১ পৃঃ।

কর্ণপ্রাবরণা—(১) মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। বৈতালী ও স্কন্দ দেখ। (২) স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬০।

কর্ণমোটী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কর্ণশ্রবা—মহাভা-বন-২৬।

কর্ণা—বাম-৫৭। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কর্ণিকা—(১) ভাগ-৯স্ক-২৪। (২)

স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২।

কর্ণিকার—মৎ-৬। বিনতা দেখ।

কর্ত্তা—মহাভা-অনু-৯১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ দেখ।

কর্ত্তৃণ—মৎ-১৯৬। বিষ্ণুসিদ্ধি দেখ।

কর্দ্দম—(১) রামা-আর-১৪। (২) রামা-উত্ত-১০০-১০৩। (৩) হরি-হরি-২, ৪। পদ্ম-ভূমি-২৭। প্রজাবতী দেখ। (৪) ভাগ-২স্ক-৭; ৩স্ক-১২। দেবহূতি দেখ। (৫) বিষ্ণু-১ম-১০। (৬) লি-পূ-৬। (৭) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮,৯। ভাগ-৯স্ক-১২। (৮) মহাভা-শান্তি-৫৯। (৯) মহাভা-আদি-৩৫। (১০) মৎ-২৩। (১১) ভাগ-৩স্ক-২৪। (১২) বিষ্ণু-১ম-১০। (১৩) মৎ-১৯৯। ভর্গস্থ দেখ।

কর্ম্মকার—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

কর্ম্মজিৎ—ভাগ-৯স্ক-২২।

কর্ম্মলা—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

কর্ম্মশ্রেষ্ঠ—ভাগ-১স্ক-১।

কলকন্দ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

কলশ, কলষ—ভাগ-৯স্ক-২২।

কলশধ্বজ—বাম-৬৬, ৬৮।

কলশপোতক—মহাভা-আদি-৩৫।

কলশীকণ্ঠ—মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

কলশোদর—মহাভা-শল্য-৪৬। বাম ৫৭। বৈতালী ও স্কন্দ (১৪) দেখ।

কলস—মহাভা-উদ্-১০২।

কলসেশ্বর—স্কন্দ-নাগ-৪৯।

কলহংস—মহাভা-আদি-৬৬।

কলহপ্রিয়া—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

কলহা—পদ্ম-উত্ত-১০৭।

কলা—(১) ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। কাষ্ঠা ও দক্ষ দেখ। (৩) রামা-সুন্দরা-৩৭।

কলাধর—স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২৩।

কলানিধি—স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

কলাবতী—(১) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। কাষ্ঠা দেখ। (২) ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-২০, ২১। (৩) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪। গর্গ-গোলো-৮। (৪) মার্ক ৬৬ দেখ। (৫) স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

কলাস্পদ—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

কলি—(১) ঋক্-১।১২২। (২) ৮।৬৫; ১০।৩৯।৮। (৩) ভাগ-৪স্ক-৮। কল্কি-১ম-১। (স্বরোচঃ দেখ)। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। বায়ু-৬৯। (উগ্রসেন দেখ)। (৪) ভাগ-১স্ক-১৭। (৫) মহাভা-আদি-৬৫। দক্ষ ও কশ্যপ দেখ।

কলিঙ্গ—হরি-হরি-৩১। ভাগ-৯স্ক-২৩। সুদেষ্ণা, দীর্ঘতমা ও বলি দেখ।

কলিন্দ—মহাভা-শল্য-৪৬। বৈতালী ও স্কন্দ (১৪) দেখ।

কলিপ্রিয়—বাম-৫৮।

কলুলা—বাম-৫৭।

কল্কি—কল্কি-পুরাণ। (অতিরিক্ত দেখ)

কল্প—(১) ভাগ-৪স্ক-১০। ধ্রুব দেখ। (২) ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) মৎ-৬।

সিংহিকা ও বিপ্রচিত্তি দেখ।

কল্পেশ্বর—লি-পূ-২৪।

কল্মাষপাদ—(৩) ভাগ-৯স্ক-৯। (৪) মহাভা-আদি-১৭৫। সৌদাস ও সুদাস দেখ।

কল্যাণিনী—মৎ-৫।

কল্যানী—(১) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ। (২) সতী ও সাবিত্রী দেখ।

কশু—ঋক্-৮।৫।৩৭।

কশেরু, কসেরু—বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৬। কেশীধ্বজ দেখ।

কশ্যপ—(১) রামা-আদি-৭০। (২) রামা অযো-১১০। (৩) রামা-আর-১৪; উত্ত-১। (৪) ঋক্-১।৯৯।৪। (৫) হরি-হরি-৩, ৫৫। (৬) হরি-হরি-১২৪। (৭) হরি-হরি-২১৮। (৮) ভাগ-৪স্ক-১। (৯) ভাগ-৪স্ক-১০। (১০) ভাগ-৬স্ক-৬। (১১) ভাগ-১২স্ক-৭। (১২) ভাগ-১২স্ক-২। (১৩) লি-পূ-২৪। (১৪) লি-পূ-৬৩। (১৫) লি-পূ-৬৩। (১৬) বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (১৭) বিষ্ণু-১ম-২১। মরুৎ-গণ-দেখ। (১৮) বিষ্ণু-৩য়-১। (১৯) বিষ্ণু-৩য়-১। (২০) ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। (২১) ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৮। (২২) বরা-১৫, ১২১। (২৩) বাম-২। (২৪) বাম-৬০। (২৫) মৎ-১৯৯। শ্যামোদর, যামুনি ও ভর্ৎস্য দেখ।

কহোড়—মহাভা-বন-১৩১-১৩৩।

কাংসা—হরি-হরি-৩৭।

কাকজঙ্ঘিকা—মৎ-১৭৯। মাতৃকা-গণ দেখ।

কাকতুণ্ডিকা—যোগিনীগণ ও ব্যাত্তাস্যা দেখ।

কাকপাদ—লি-পূ-১০৩।

কাকবর্ণ—মৎ-২৭২।

কাকিনী—স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০।

কাকী—হরি-হরি-৩। তাম্রা ও দক্ষ দেখ। মাতৃগণ (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

কাকুৎস্থ—ককুৎস্থ দেখ।

কাকেয়স্থ—মৎ-২০১। পরাশর, উপয়, খ্যাতেয় ও খল্যায়ন দেখ।

কাক্ষীবান—(১) মৎ-৪৮। দীর্ঘতমা, বলি ও সুদেষ্ণা দেখ। (২) মহাভা শান্তি-২০৮। অনুশা-১৬৫। ভৃগু দেখ।

কাঞ্চন—(১) লি-পূ-৭। শিব (১৪) দেখ। (২) বিষ্ণু-৪র্থ-৭। সুহোত্র দেখ। (৩) ভাগ-৯স্ক-১৫।

কাঞ্চনপ্রভা—হরি-হরি-২৭। বায়ু-৯১। ভীম দেখ।

কাঞ্চনা—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

কাঠ্য—মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

কাণ্ডশয়—মৎ-২০১। পরাশর, উপয়, খ্যাতেয় ও খল্যায়ন দেখ।

কাণ্ব—(১) মৎ-৫০। ভদ্রাশ্ব ও মুদ্গল দেখ। (২) মৎ-২০০। বেদ-শেরক দেখ। (৩) আয়ু, ভৃগুনন্দন ও বিষ্ণুবৃদ্ধ দেখ।

কাণ্বায়ন—(১) মৎ-১৯৬। মধুরাবহ

দেখ। (২) মৎ-২৭২। বিন্ধ্যসেন ও ও ভূমিমিত্র দেখ।

কাথক্য—ঋক্-১।১৪২।১ টীকা।

কাত্যায়ন—(১) প্রশ্ন উপনিষৎ ও ঋক্-২।১।১। (২) মৎ-১৯৬। বৃহদশ্ব দেখ। (৩) মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ। (৪) বায়ু-১০৬ বেদশিরোব্রত দেখ।

কাত্যায়নী—(১) বাম-১৮। (২) ব্রহ্মা-৯। বায়ু-৯। ভদ্রা দেখ। মহিষাসুর দেখ। (৩) দেবীপু-৩৭। সতী দেখ।

কানিন, কানীন—(১) ভাগ-৯স্ক-২। (২) বায়ু-১০০। রৌচ্যমনু (অতিরিক্ত খণ্ড) দেখ।

কান্তক—লি-পূ-১০৩।

কান্তি—(১) ঋক্-১।১১৭।১৩। (২) তন্ত্রসার-২৩৯ পৃঃ। শক্তি দেখ। (৩) তন্ত্রসার-৯৫৮ পৃঃ। ভূতি দেখ। (৪) দেবীপু-৩৭। সতী দেখ। (৫) পদ্ম-পাতা-৪৩। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৮ পৃঃ) দেখ।

কান্তিমতি, কান্তিমতী—(১) বরা-১০। সুদ্যুম্ন দেখ। (২) বরা-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

কাপট্ট—ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

কাপালী—হরি-হরি-১৬০।

কাপেয়—কূর্ম্ম-পূ-২৫।

কাবেরী—হরি-হরি-২৭, ৩২।

কাব্য—(১) মনু-৩।১৯৯। (২) হরি-হরি-৭। তামসমনু ও সপ্তর্ষি দেখ। (৩) বায়ু-৬৫। অজ দেখ। (৪) ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। বৃহস্পতি ও শুক্র দেখ। (৫) বায়ু-৯৯। মৎ-৪৯। সেন-জিৎ দেখ।

কাম—(১) ভাগ-৬স্ক-৬। হরি-হরি-১৯৬, ২১৮। লি-পূ-৫, ১০১। বিষ্ণু-৫ম-২৬, ২৭। (২) কূর্ম্ম-পূ-৮। (৩) ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩৫, ৩৯, ১১২। (৪) বরা-১৪৬। মৎ-৩। (৬) স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২১। ব্রহ্মহত্যা, রতি, প্রদ্যুম্ন, মায়াবতী ও শিব (৮১) দেখ।

কামগমগণ—বিষ্ণু-৩য়-২। ধর্ম্মসাবর্ণি (মনু) দেখ।

কামচর—বরা-২১২।

কামচারী—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কামজিৎ—মহাভা-শল্য-৪৮।

কামঠক—মহাভা-আদি-৫৭।

কামদন্তিকা—হরি-হরি-৩৮। অধি-দান্ত ও হৃদিক দেখ।

কামদা—(১) হরি-হরি-৩৮। অধি-দান্ত দেখ। (২) মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ (১৪) দেখ। (৩) তন্ত্রসার-৫৯৮পৃঃ। ভক্তিদা দেখ।

কামধেনু—মৎ-১৭৯।

কামন্দক—মহাভা-শান্তি-১২৩।

কামরূপা—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কামলায়নিজ—মৎ-১৯৮। বঞ্জুলি দেখ।

কামা— মহাভা-আদি-৯৫।

কামাক্ষী—(২) ব্যাভ্রাস্যা ও যোগিনী-গণ দেখ।

কামুকা—সতী (১৩) ও সাবিত্রী দেখ।

কাম্পিল্য—বায়ু-৯৯। বৃহদশ্ব দেখ।

কাম্বোজ—মৎ-১৯৫। বৈগায়ন দেখ।

কাম্যা—হরি-হরি-২, ১৮। অর্ক, বৈরাজ, কর্দ্দম ও প্রিয়ব্রত দেখ।

কায়নি—মৎ-১৯৫। বৈজভৃত দেখ।

কায়ব্য—মহাভা-শান্তি-১৩৫।

কারকি—মৎ-১৯৬। মৎস্যাচ্ছাদ্য দেখ।

কারীবয়—মৎ-১৯৬। বৌষড়ি দেখ।

কারীষী—মহাভা-অনুশা-৪।

কারুক—বৃক ও বাহু দেখ।

কারুকায়ণ—মৎ-১৯৮। বৈদেহরাত দেখ।

কারুষ—হরি-হরি-২৭২। করুষ দেখ।

কারোটক—মৎ-১৯৬। বৈশালী দেখ।

কার্ত্তবীর্য্য—কূর্ম্ম-পূ-২২। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। হরি-হরি-৩৩। বায়ু-৯৪। গরু-পূ-১৪৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ভাগ-৯স্ক-২৩। ব্রহ্মপু-১৩।

কার্ত্তস্বর—বাম-৬৬-৬৮।

কার্ত্তিকেয়—রামা-আদি-৩৭। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১, গণে-১, ২, ১৪, ১৫, ১৬। মহাভা-অনুশা-১৬, ৮৫, ৮৬, ১৪৩, ১৬৫। বাম-৫৭। স্কন্দ, স্বাহা ও হুতাশন দেখ

কার্ত্তিবয়-মৎ-১৯৯। বৈবশপ দেখ।

কার্দ্দমায়নি—মৎ-১৯৫। মৎস্যগন্ধ দেখ

কার্ষ্ণায়ন—মৎ-২০০, ২০১। খ্যাতেয় ও পরাশর দেখ।

কাল—মহাভা-আদি-২২৭। মহাভা অনুশা-১৫০। হরি-হরি-৩। ধ্রুব ও হিরণ্যকশিপু দেখ। ভাগ-৩স্ক-১২। লি-পূ-১০৩। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫ বাম-৬৬, ৬৮। বরা-৯৪।

কালক—হরি-হরি-৪১।

কালকণ্ঠ—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কালকবৃক্ষীয়—মহাভা-সভা-৭; শান্তি-৮২, ১০৪, ১০৬।

কালকা—ভাগ-৬স্ক-৬। বিষ্ণু-১ম-২১। মৎ-৬।

কালকাক্ষ—মহাভা-শল্য-৪৬। স্কন্দ (১৪) দেখ।

কালকাম—মৎ-২০৩। বিশ্বদেবগণ দেখ।

কালকেয়—ভাগ-৬স্ক-৬। রামা-লঙ্কা-৭।

কালকেয়গণ—স্কন্দ-মাহে-কেদা-১০।

কালখঞ্জগণ—মহাভা-সভা-৯।

কালগম—ভাগ-৮স্ক-১৩।

কালজঙ্ঘ—বাম-৫৭।

কালদংষ্ট্র—মৎ-৬১

কালনর, কালানর, কালানল—ভাগ-৯স্ক-২৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। হরি-হরি-৩১। জনমেজয়, সভানর ও সৃঞ্জয় দেখ।

কালনাভ—হরি-হরি-৩, ১৬০। বিষ্ণু-৩য়-১। হিরণ্যাক্ষ, খস্ম ও অঞ্জন দেখ।

কালনাশন—বাম-৭৩।

কালনেমী—হরি-হরি-৫৭। লি-পূ-৪৫। বিষ্ণু-৫ম-১। বরা-১০। বাম-৭৩। মৎ-১৭৭। কিশোর দেখ।

কালপথ—মহাভা-অনুশা-৪।

কালপর্ণী—মৎ-১৭৯। মাতৃকাগণ দেখ।

কালবদন—হরি-হরি-৪১।

কালভৈরব—কূর্ম্ম-পূ-১৬, ৩১।

কালযবন—হরি-হরি-৩৫। হরি-হরি-১১৪। বিষ্ণু-৫ম-২৩, ২৪। মুচকুন্দ ও গার্গ্য দেখ।

কালশিখ—মৎ-২০০। বেদশেরক দেখ

কালসেন—বাম-৫৭। স্কন্দ দেখ।

কালহা—লি-পূ-১০৩।

কালাগ্নি—ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। প্রকৃ-১।

কালিক—বায়ু-৬১। ব্রহ্মা-৬৮। আজবস্ত দেখ।

কালিকা—মহাভা-শল্য-৪৭। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। স্কন্দ ও কাষ্ঠা দেখ।

কালিকামুখ—কেতুমতী দেখ।

কালিটী—মহাভা-আদি-৯৫।

কালিঙ্গী—ভাগ-১০স্ক-৬১। হরি-হরি-১৬০। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫১। বাম-৫৭। শ্রীকৃষ্ণ (১৮০৩ পৃঃ) ও স্কন্দ দেখ।

কালিয়—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫১। রামা-উত্ত-৫৩।

কালী—লি-পূ-৬৩, ১০৬। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। মহাভা-আশ্রম-২৫ (ভীম দেখ)। বাম-৫৭ (স্কন্দ দেখ)। মৎ-৫০ (গিরিকা, বৃহদ্রথ ও উপরিচর বসু দেখ)। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। সতী ও শ্যামা দেখ।

কালীয়—ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৯, ২০। ভাগ-১০স্ক-১৬। মহাভা-আদি-৩৫।

জীবনী-কোষ।

ভারতীয়-পৌরাণিক

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

—:•:—

81, West Kamayut, Rangoon.

৮১, ওয়েষ্ট কমাউট, রেঙ্গুন।

অথবা

Manager—Chuntaprakash.

11, Clive Row, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গ্রন্থ শেষ হইলে তাহার ভূমিকা দেওয়া যাইবে। সুতরাং এখন গ্রন্থ বাঁধাইবেন না।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিবরণ।

অকারাদি বর্ণ ক্রমে।

অ বা অগ্নি – অগ্নিপুরাণ।
অঙ্গি-সং – অঙ্গিরা সংহিতা।
অত্রি-সং – অত্রি সংহিতা।
অথ – অথর্ব্ববেদ।
অষ্ট-সং – অষ্টাবক্র সংহিতা।
আপ-শ্রৌ – আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র।
আপ-সং—আপস্তম্ভ সংহিতা।
আশ্ব-শ্রৌ – আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র।
ঈশ—ঈশোপনিষৎ।
উশ – উশনা সংহিতা।
ঋগ্—ঋগ্বেদ।
ঐত-উ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐত-ব্রা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কল্কি কল্কি পুরাণ।
কাত্যা-শ্রৌ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কাত্যা-সং—কাত্যায়ন সংহিতা।
কালী—কালিকা পুরাণ।
কূর্ম্ম—কূর্ম্ম পুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌষী-ব্রা—কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।
গরু—গরুড় পুরাণ।
গর্গ-সং—গর্গ সংহিতা।
গো-ব্রা – গোপথ ব্রাহ্মণ।
গৌত-সং—গৌতম সংহিতা।
ঘের-সং—ঘেরণ্ড সংহিতা।
ছান্দো—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
ছান্দ্যো-ব্রা—ছান্দ্যোগ্য ব্রাহ্মণ।
তন্ত্রসা—তন্ত্রসার।
তৈত্তি—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈত্তি-ব্রা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
দক্ষ-সং—দক্ষ সংহিতা।
দত্তা-যো—দত্তাত্রেয় যোগ রহস্য।
দেবী-ভা—দেবী ভাগবত;
নার-সং—নারদ সংহিতা।
পদ্ম—উ—পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।
,, —ক্রি— ,, ক্রিয়াযোগসার।
,, —পা— ,, পাতাল খণ্ড।
,, —ব্র— ,, ব্রহ্ম খণ্ড।
,, —ভু— ,, ভূমি খণ্ড।
,, —সৃ— ,, সৃষ্টি খণ্ড।
,, —স্ব— ,, স্বর্গ খণ্ড।
পরা-সং—পরাশর সংহিতা।
প্রশ্ন—প্রশ্নোপনিষৎ।
বরা—বরাহ পুরাণ।
বশি-সং—বশিষ্ঠ সহিতা।
বাম—বামন পুরাণ।
বায়ু—বায়ু ,,
বিষ্ণু—বিষ্ণু ,,
বিষ্ণু-সং—বিষ্ণু সংহিতা।

বৃদ্ধ-পরা-সং—বৃদ্ধ পরাশর সংহিতা।
বৃহদা—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃহদ্ধ—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।
বৃহন্না - বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
বৃহ সং— বৃহস্পতি সংহিতা।
বৌধা-শ্রৌ—বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র।
ব্যাস-সং · ব্যাস সংহিতা।
ব্রহ্ম · ব্রহ্ম পুরাণ।
ব্রহ্ম-বৈ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
ব্রহ্মা - ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
ব্রহ্ম সং— ব্রহ্ম সংহিতা।
ভাগ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ।
মৎস্য—মৎস্য পুরাণ।
মনু—মনু সংহিতা।
মহাভা—মহাভারত।
মাণ্ডু - মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।
মার্ক—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
মুণ্ড—মুণ্ডোকোপনিষৎ।
যজু- যজুর্ব্বেদ।
যম-সং- যম সংহিতা;
যাজ্ঞ-সং—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
রামা—রামায়ণ।
রামা-অ—অদ্ভুত রামায়ণ।
রামা-অধ্যা—অধ্যাত্ম রামায়ণ।
যোগ-রামা—যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ।
লিখি-সং—লিখিত সংহিতা।
লি—লিঙ্গ পুরাণ।
শঙ্খ-সং— শঙ্খ সংহিতা।
শত-ব্রা—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাতা-সং—শাতাতপ সংহিতা।
শিব—শিব পুরাণ।
শিব-সং—শিব সংহিতা।
শ্বেত—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীম-ভা শ্রীমহাভাগবত পুরাণ।
সম্ব-সং—সম্বর্ত্ত সংহিতা।
সাম—সামবেদ।
সৌর - সৌর পুরাণ।
স্কন্দ মাহে- স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বর খণ্ড
,, বিষ্ণু— ,, বিষ্ণু খণ্ড।
,, ব্রহ্ম— ,, ব্রহ্ম ,,
,, কাশী— ,, কাশী ,,
,, আব— ,, আবন্ত্য ,,
,, নাগ— ,, নাগর ,,
,, প্রভা— ,, প্রভাস ,,
হরি—হরি বংশ।
হারী—হারীত সংহিতা।

জীবনীকোষ

অংশ—(১) অদিতির পুত্র মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ, এই ছয় জন আদিত্য নামে খ্যাত। ইহার সম্বন্ধে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। এই অদিতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী অদিতি নহেন। তিনি আদি মাতা বা প্রকৃতি (ঋগ)। (২) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতির গর্ভে ও মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অর্য্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ, এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেবগণ ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি পুরুহোত্রের তনয় অংশ, অংশের পুত্র সত্বত। এই সত্বত হইতেই সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (বিষ্ণু)। (৪) অংশ আপ প্রভৃতি ক্রতুসুতগণ সোমপায়ী ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। আপ দেখ। (৫) অংশ পাণ্ডবদাহে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (মহাভা)। অংশ সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)।

অংশা—অংশা যশোদার গর্ভে ও নন্দের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব জন্মিবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক সেই সদ্যজাতা কন্যাকে দৈবকীর অঙ্কে আনিয়া স্থাপন করেন। বালিকার ক্রন্দন শব্দে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক কংস হস্তে প্রদান করেন। কংস ইহাকে দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া বধ করিতে উদ্যত হন। এমন সময়ে দৈববাণী হয় যে, "তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি অন্যত্র আছেন, কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন। রে মূঢ় কংস! তুমি কাহাকে বধ করিতে যাইতেছ?" এই দৈববাণী শুনিয়া ও বসুদেবের অনুরোধে কংস অংশাকে আর বধ করেন নাই। পরে বসুদেব রুক্মিণীর বিবাহ সময়ে অংশাকে দুর্ব্বাসা মুনির হস্তে সমর্পন করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)

অংশু—(১) অশ্বিদ্বয় ধনের জন্য অংশুকে,

গোসমূহের জন্য অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য সৌভারকে, রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) যদুবংশীয় পুরুকুৎসের তনয় অংশু। অংশুর পুত্র সত্বত। সত্বতের পুত্র সাত্বত সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। (কূর্ম্ম)। অংশ দেখ। (৩) বিদর্ভ-রাজকন্যা ভদ্রাবতী, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরুস্বানের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অংশু নামে এক পুত্র জন্মে। অংশু ইক্ষ্বাকু বংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে সত্ব নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই সত্বের পুত্র সাত্বত। (লি)।

অংশুতাপন— দানবপতি বিরোচনের বলি অংশুতাপন প্রভৃতি শতপুত্র ছিল। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংশুধর—নরপতি অসমঞ্জের অপর নাম অংশুধর। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অংশুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা অংশুভদ্র। (পদ্ম-পা)।

অংশুমতী—দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা অংশুমতী, শিবারাধনা-তৎপর হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব বিদর্ভরাজকুমার ধর্ম্মগুপ্তের পত্নী ছিলেন। দ্রবিকের সাহায্যে ও মহাদেবের বরে, তিনি পুনঃ বিদর্ভ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত)।

অংশুমান্—(১) অযোধ্যার অধিপতি সগর রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। তিনি কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। রাজা অংশুমান্ পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পন-পূর্ব্বক হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তনুত্যাগ করেন। (রামা)। (২) সগরের পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্। এই অংশুমান্ জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হরি)। (৩) শ্রাদ্ধভাগাহ´ বিশ্বদেবদিগের মধ্যে অংশুমান্ একজন ছিলেন। (মহাভা)। (৪) নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ, ক্রথের পুত্র অংশুমান্। ক্রথ দেখ। (৫) অংশুমান্ নামে একজন ঋষিও ছিলেন। (হরি)। সগরের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। (লি)।

অংশুমালী—সূর্য্যের অপর নাম। (মহাভা)।

অংহা —রাজা দেববানের পুত্র পিজবন, নরপতি পিজবনের পুত্র সুদাস একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র একবার এই সুদাস রাজার জন্য অংহা নামক শত্রুর ধন, (জন ?)। যজ্ঞকুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবং পরে সেই

ধন সুদাসকে দিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অকপী—তামস মন্বন্তরে, কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপী, কপি, জল্প ও ধীমান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)

অকপীবান্—তামস মন্বন্তরে, কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্, অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। কাব্য দেখ।

অকম্পন—(১) অসুর বিশেষ। রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে অকম্পন প্রভৃতি দশপুত্র ও কুম্ভীনসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জনস্থানে, খর, দুষণাদি সমুদয় অসুর নিহত হইলে, একমাত্র অকম্পনই জীবিত ছিলেন এবং রাবণ সমীপে গমনপূর্ব্বক রাম হস্তে খরদূষণাদির নিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। (রামা)। লঙ্কা সমরে বজ্রদ্রংষ্ট্র নিহত হইলে, রাবণ অকম্পনকে বানর সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু কিছুকাল অতি বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি হনুমান হস্তে নিহত হন। (রামা)। (২) খসার অন্যতম পুত্র অকম্পন। (বায়ু)। ইনি হনুমান হস্তে নিহত অকম্পন নহেন। আর একজন রাক্ষসবীর। (রামা)।

অকর্কর—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে যে সমুদয় মহানাগ জন্ম গ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

অকল্মস, অকল্মাস—তামস মনুর ধন্বী, তপো-মূল, তপোধন, অকল্মষ, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী নামে দশ পুত্র ছিল। (মৎ)।

অকায়—রাহুর অন্য নাম।

অকৃতব্রণ—কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন স্বীয় অন্যতম শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান। রোমহর্ষণের সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি নামে ছয়জন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে অকৃতব্রণ স্বয়ং একখানা পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। (বিষ্ণু)।

অকৃতাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র। (মৎ)।

অকৃতি—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ভীষ্মকের ভ্রাতা। (মহাভা)।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র। (হরি)।

অকৃষমাষ—মহর্ষি অকৃষমাষ একজন বৈদিক ঋষি। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (সাম)।

অকোপ—মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। (রামা)।

অক্রিয়—চন্দ্রবংশীয় গম্ভীরের তনয় অক্রিয়। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মবিৎ। (ভাগ)।

অক্রূর—যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ তনয়া গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদ্গু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহু (সুবাহু) ও প্রতিবাহু নামে কতিপয় পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে (অবাহ দেখ)। উগ্রসেনের কন্যা সুগাত্রীর গর্ভে অক্রূরের প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার অন্যতমা পত্নী কাশীরাজ-কন্যার গর্ভে সত্যকেতু জন্মগ্রহণ করেন। নৃপতি সত্রাজিতের দুহিতা সত্যভামাকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহ হইলে, অক্রূরের পরামর্শে শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া স্যমন্তকমণি আহরণ করেন পরে তাঁহাকে সেই মণি প্রদান করেন। কৃষ্ণ স্যমন্তকের জন্য শত-ধন্বাকে বধ করেন। কিন্তু স্যমন্তক না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হন। অক্রূরের ভগিনী সুন্দরীকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন (হরি)। অক্রূর স্বীয় শ্যালক কংসের ভবনে বাস করিতেন। একদা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আনায়ন করিতে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তিনি কৃষ্ণকে সমুদয় বলিয়া দেন। পরে কৃষ্ণ হস্তে কংস নিহত হন। (হরি, ভাগ) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈবকন্যা রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মঙ্গুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহ ও প্রতিবাহ জন্মে। তাঁহার অন্যান্য পত্নীর মধ্যে উগ্রসেন কন্যা সুধারার গর্ভে বেদবান্ এবং বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। আহুকের কন্যাও তাঁহার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। (মহাভা)। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় অভিযানে অক্রূর তাঁহার সহগামী ছিলেন, এবং শিশু-পালের সেনাপতি দ্যুমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন (গর্গ)। (২) অন-মিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র হইতে (অন্য নাম জয়ন্ত) জয়ন্তীর গর্ভে, অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। অক্রূরের পত্নী শৈব্যা হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি, উপলম্ভ, সদালম্ব, উৎকল, আর্যা, শৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয় ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৩) গর্গমুনির এক পুত্রের নাম ছিল অক্রূর। নরপতি জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ, করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। (লি)

অক্রোধন—যযাতি বংশীয় অযুতায়ীর (মতান্তরে অযুতনায়ী) স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়। কলিঙ্গ দেশীয় করম্ভা হইতে অক্রোধনের দেবাতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ। (মহাভা)।

অক্রোধনেশ্বর—জ্যেষ্ঠেশ্বর তীর্থে অক্রোধনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। (স্কন্দ-কাশী-উত্তর)।

অক্ষ—(১) রাবণের পুত্র। হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন বিনষ্ট করেন। তখন রাবণ হনুমানের দমনার্থ প্রথমে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সকলেই হনুমান হস্তে নিহত হইলে, রাবণ স্বীয় পুত্র অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। অক্ষও হনুমান হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (রামা)। (২) দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, পর্ব্বত সমুদয় দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, অক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)।

অক্ষক—দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম ভ্রাতা ও সহচর অসুর। (বায়ু)।

অক্ষতশ্রম—ঋষি বিশেষ। তিনি মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কেদার)।

অক্ষপাদ—বরাহ কল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাস তীর্থে সোমশর্ম্মা নামে যোগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন। অক্ষপাদ তাঁহার চারিজন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন। (লিঃ)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে তিনি সোমশর্ম্মার অন্যতম পুত্র।

অক্ষপাদেশ্বর—বারাণসীস্থ একটী শিব লিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত)।

অক্ষম—সিংহল রাজ বৃহদ্রতের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় আগত অন্যতম রাজকুমার। (কল্কি)।

অক্ষয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

অক্ষরা—মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দানব সৈন্য দলনে মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-উত্ত)।

অক্ষরানন্তা—মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। দানব সৈন্য দলনে তিনি মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন (স্কন্দ-কাশী-উত্ত)।

অক্ষাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সিংহতাশ্বের পুত্র অক্ষাশ্ব ও কৃতাশ্ব এবং কন্যা হৈমবতী। (শিব)।

অক্ষি—কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী কাম্যা হইতে সাম্রাক্ষ, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। (শিব)।

অক্ষিক—জনৈক বানর দলপতি। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ শত্রুঘ্ন পরিরক্ষিত অশ্ব দিগ্বিজয়ে প্রেরিত হইলে, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। (পদ্ম-পা)।

অক্ষীণ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম অক্ষীণ। (মহাভা)।

অক্ষোভ্যা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

অখণ্ড—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ যক্ষ ছিলেন। তিনি পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার গণ্ড, দণ্ড, দেবকূট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখণ্ড ও পৃথু নামে আট পুত্র ছিল। তাঁহারা একদা শিব-পূজার্থ মানস-সরোবর হইতে পদ্মপুষ্প আহরণ করিতেছিল। কিন্তু তাঁহারা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করেন। এই আঘ্রাত-উচ্ছিষ্ট পুষ্প প্রদান-জনিত পাপে, তাঁহারা তিন জন্ম অসুর যোনী লাভ করেন (গর্গ

অগস্ত্য-(১) মহর্ষি অগস্ত্য একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম লোপামুদ্রা। মিত্র ও বরুণ স্তুতি দ্বারা প্রার্থিত হইয়া কুম্ভ মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেন। অনন্তর তন্মধ্য হইতে অগস্ত্য অর্থাৎ মান উৎপন্ন হন। এবং বশিষ্টও তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অগ-স্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত, দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। (ঋগ)। অবশ্য প্রতিপাল্য পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য ব্রাহ্মণ প্রশস্ত পশু পক্ষী বধ করিতে পারেন। একবার অগস্ত্য তাহাই করিয়াছিলেন। (মনু)। অগস্ত্য ঋষিপ্রণীত কতকগুলি ব্যাঘ্র তাড়াইবার মন্ত্র আছে। (অথ)। (২) দাক্ষিণদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। তিনি মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া প্রথমে বরুণদেব এক কুম্ভে রেতঃ পাত করেন। পরে মিত্রদেবও সেই কুম্ভে রেতঃ সঞ্চয় করেন। এই কুম্ভ মধ্যেই অগস্ত্য জন্ম গ্রহণ করেন। সেই জন্যই তাঁহাকে কুম্ভযোনী বলে। (রামা)। তিনি লঙ্কা-সমর-বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করেন। (রামা)। মহর্ষি অগস্ত্য অসুর-দিগকে নিগৃহীত করিয়া দাক্ষিণ দিককে বাসের যোগ্য করিয়াছিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যের এই দাক্ষিণদিক অগস্ত্যদিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিন্ধ্য-পর্ব্বত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইয়া, সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার জন্য আর বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছেন না। তিনি ইল্বল ও বাতাপি নামক রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করেন (রামা)। মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি, দত্তোলি নামে একপুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই দত্তোলিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন (কূর্ম)। (৩) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন, এবং তাহা ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্কর দেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন। তিনি এই উভয় গ্রন্থ ধন্বন্তরী, অগস্ত্য প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অগস্ত্য দ্বৈধ নামে এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৪) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূর গর্ভে অগস্ত্য ও বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। (৫) বরুণ ও মিত্র উভয়েই উর্ব্বশী দর্শন বশতঃ স্খলিত বীর্য্য কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্টের জন্ম হয়। (ভাগ) ইন্দ্রানীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে অগস্ত্যাদি বিপ্রগণ রাজা নহুষকে স্বর্গচ্যুত ও অজগররূপে পরিণত করেন। (ভাগ)। পুরাকালে বিন্ধ্যাচল গগনপথগামী সূর্য্যের পথরোধ করেন। সূর্য্য তখন অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইলেন। এবং বিন্ধ্যাচলকে বলিলেন যে, তিনি দক্ষিণ দিকে তীর্থ ভ্রমণে যাইতে অভিলাষী কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। বিন্ধ্যাচল অগস্ত্যের কথায় মস্তক নত করিলেন। তিনি তাঁহাকে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত, তদবস্থায় অবস্থান করিতে বলিলেন। অগস্ত্য আর আগমন করিলেন না। বিন্ধ্যাচলও আর মস্তক উত্তোলন করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। (বাম)। একদা অগস্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে অধোমুখে লম্ববান্ তাঁহার পিতৃগণকে দেখিয়া, তাঁহাদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সন্তান না হইলে তাঁহাদের এই দুঃখের মোচন হইবে না। সেইজন্য তিনি সমুদয় জীবের উৎকৃষ্ট অঙ্গ সংগ্রহপূর্ব্বক এক অনুপম সুন্দরী কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া বিদর্ভ রাজাকে দান করিলেন। বিদর্ভ রাজগৃহে সেই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, অগস্ত্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম লোপামুদ্রা। তিনি বল্কল পরিধান করিয়া, পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে লোপামুদ্রা বস্ত্রালঙ্কারের অভিলাষিনী হইলে, অগস্ত্য ধনলাভার্থ ক্রমে ক্রমে নরপতি শ্রুতর্ব্বা, ব্রধ্নশ্ব ও ত্রসদস্যুর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহাদের আয় ব্যয় সমান বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ না করিয়া, অপেক্ষাকৃত ধনশালী ইল্বলের নিকট রাজগণসহ উপস্থিত হন। দৈত্য বংশীয় ধনাঢ্য ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিসহ মণিমতী পুরীতে বাস করিতেন। কোনও সময়ে ইল্বল এক তপোবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট দেবরাজ সদৃশ পুত্র

প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হন। তদবধি জাতক্রোধ হইয়া, স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস আগন্তুক ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিতেন। পরে "বাতাপি, বাতাপি" বলিয়া আহ্বান করিলে, সে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত। এইরূপে ইল্বল নিত্য ব্রাহ্মণ সংহার করিতেন। অগস্ত্য রাজগণ সমভিব্যাহারে ধন-লাভার্থ তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব উপায়ে বাতাপিকে ছাগরূপে পরিণত করিয়া, তাহার মাংস তাঁহাদিগকে আহারার্থ প্রদান করেন। আহারান্তে পূর্ব্বের ন্যায় "বাতাপি, বাতাপি" বলিয়া আহ্বান করিলেও বাতাপি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। তখন অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন যে বাতাপিকে তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তাহার আর প্রত্যাগমনের আশা নাই। ইল্বল স্বীয় ভ্রাতার নিধনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াও, রাজগণের প্রত্যেককে দশ সহস্র গো ও তৎসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। অগস্ত্য সেই সমুদয় গো ও ধন লোপামুদ্রাকে প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। যথাকালে লোপামুদ্রা অগস্ত্য হইতে দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি বাল্যকালেই ইধ্ম অর্থাৎ অগ্নি সন্দীপন কাষ্ঠ আহরণ করিতেন বলিয়া, ইধ্মবাহ নামে খ্যাত হন। ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে, কালেয় নামক দৈত্যগণ সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহারা রাত্রিকালে আগমনপূর্ব্বক আশ্রম ও পুণ্যায়তন-বাসী ঋষিগণকে বিনাশ করিত। সেই দুরাত্মা অসুরেরা এইরূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক একশত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসগণকে, চ্যবণাশ্রমে প্রবেশ করিয়া শত সংখ্যক ফল মূলাশী ঋষিকে, ভরদ্বাজ আশ্রমে বায়ুভুক ও জলাহারী বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। কালেয় অসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে সমুদ্রের জলপান করিলেন। তখন দেবগণ কালেয়গণের অনেককে বিনাশ করিলেন। অন্যেরা পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। (মহাভা)। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলি বা দম্ভোলির জন্ম হয়। পূর্ব্ব জন্মে তিনি অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন (মার্ক)। (৬) পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দস্ত নামে অগ্নি উৎপন্ন হন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। (শিব)। একদা নরপতি নহুষ, ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি অভিলাষী হন। শচী তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অথবা অন্যান্য দেবগণের বাহনের চেয়ে উৎকৃষ্ট বাহনে অর্থাৎ সংশিত

ব্রত মুনিগণ বাহিত শিবিকায় আগমন করিলেই, তিনি নহুষের অনুগতা হইবেন। রাজা নহুষ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণকেই শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিলেন এবং "যাও, যাও" বলিয়া অগস্ত্যকে কশাঘাত করিলেন। মহর্ষি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন যে, "তুমি মহাকায় সর্প হইয়া বহু সহস্র বর্ষ অরণ্যে বিচরণ করিবে।" অগস্ত্যের শাপে নহুষ তখনই সর্প হইলেন। (দেবী-ভাগ)।

অগস্ত্যেশ, অগস্ত্যেশ্বর—উজ্জয়িনী নগরে শূলেশ্বর তীর্থের পূর্ব্বদিকে এক কুণ্ড আছে। সেই স্থানে অগস্ত্য ঋষি শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে শিব আবির্ভূত হন। এই শিবই অগস্ত্যেশ্বর নামে খ্যাত। (সৌর)।

অগস্তি—মহর্ষি অগস্তি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র নরপতি জয়ধ্বজের, যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

অগাবহ—বৃকদেবী ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা ও যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। এই বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে প্রসব করেন। (হরি)। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী অগাবহ ও মন্দক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অগ্নায়ী—অগ্নির স্ত্রীরনাম অগ্নায়ী। (ঋগ)।

অগ্নি—(১) অগ্নির হইতে নীলের জন্ম হয়। (রামা)। (২) অগ্নির ঔরসে ও গন্ধর্ব্ব কন্যার গর্ভে বানর দলপতি কৈলাস পর্ব্বত নিবাসী সন্নাদ জন্মগ্রহণ করেন। (রামা)। (৩) শ্বেতকী রাজার দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞে অতিশয় ঘৃত পান করিয়া অগ্নির ক্ষুধা নাশ হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নির সেই অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। মাহাম্মতার অধিপতি নীলের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নির স্ত্রীর নাম স্বাহা। (মহাভা)। (৪) অগ্নি নামে একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)। তাঁহার নামানুসারে অগ্নিতীর্থ হইয়াছে। (ভাগ)। (৫) প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের প্রধান দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যত সূক্ত রচিত হইয়াছে, ইন্দ্র ভিন্ন অপর কোন দেবতা সম্বন্ধে এত সূক্ত রচিত হয় নাই। নৈরুক্তদিগের মতে দেবতা তিন জন। অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, পৃথিবীতে অগ্নি ও আকাশে সূর্য্য, ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার অনেকগুলি নাম আছে। অগ্নি বলের পুত্র, পুরূরবার পৌত্র ও নরপতি নহুষের সেনাপতি ছিলেন। (ঋগ)। আবার ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে অগ্নি অঙ্গিরার পুত্র। (৬) অগ্নি ব্রহ্মার অগ্রজ তনয়। তিনি অতিশয় অভি-

মানী ছিলেন। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বাহা হইতে তাঁহার পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (৭) মহাযোগী ব্রহ্মার একবার রতিদেবীকে দর্শন মাত্র রেতঃপাত হয়। ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণ বস্ত্র দগ্ধ করিয়া জাজ্জল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেব প্রধান জলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে অগ্নির উৎপত্তি হইল। স্বাহার গর্ভে দক্ষিণ, গার্হপত্য, ও আহবনীয় নামে অগ্নির তিন পুত্র জন্মে। (ব্রহ্ম-বৈ)। একদা অগ্নি সপ্তর্ষিদের অপ্রতিম রূপসম্পন্না রমণী-দিগকে দর্শন করিয়া কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে মনে ইহাদের অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং শিখাদ্বারা রন্ধনশালায় তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। সেইজন্য অঙ্গিরা তাঁহাকে "সর্ব্বভুক্‌ হও" বলিয়া শাপ দেন। অগ্নি একবার ভয়ানক শিখা বিস্তারপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বালক-বেশে তাহার দর্পচূর্ণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সহচর অন্যান্যগণেরা অগ্নির হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া, অবলীলাক্রমে তাঁহার জিহ্বা উৎপাটন করিয়াছিলেন। (কূর্ম)। লিঙ্গ পুরাণ মতে বীরভদ্র তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। পরে মহাদেবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করেন। কোন সময়ে অগ্নি তৃষিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন তিনি অগ্নিকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা প্রদান করেন। অগ্নি তাঁহার গ্রাম নগর ইত্যাদি ধ্বংস করেন। অগ্নির কন্যা ধীষনাকে প্রজাপতি হবির্দ্ধান বিবাহ করেন। (হরি)। ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতিঃ, হবি, সাবিত্র, মিত্র প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে অগ্নির জন্ম হয়। তিনি অষ্টবসুর একজন ছিলেন। অগ্নির স্ত্রী ধারা, স্কন্দ, দ্রবিনক, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। মহাদেবের রেতঃ পান করিবার পরে, অগ্নির মাংস অস্থি, রুধির, মেধ, মজ্জা, কেশ, প্রভৃতি হিরণ্ময় হইয়া যায়, সেইজন্য অগ্নি হিরণ্যরেতা নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই শৈবতেজ তিনি ধারনে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিলে হিমালয় নন্দিনী কুটিলা তাহা ধারন করিয়া যথাকালে শরবনে এক পুত্র প্রসব করেন। ইহার স্বামিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, মহাদেব মীমাংসা

করিয়া দেন যে, এই পুত্র মহাসেননামে অগ্নির ও কার্ত্তিকেয় নামে কৃত্তিকাদে হইবে। (বাম)। ব্রহ্মা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বহু চিন্তার পরও সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তখন তাঁহার কোপের উৎপত্তি হয় সেই রোষ হইতেই অগ্নির জন্ম হয়। অগ্নি ক্ষুধিত হইয়া ব্রহ্মাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—"তুমি হব্যকব্য ভোজন কর।" তাহাতেই তাহার নাম হব্য. বাহন হয়। মতান্তরে অগ্নি জন্মিয়াই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক বলিলেন—"পিতঃ, এখন আমি কি করিব আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"তুমি ত্রিবিধরূপে তৃপ্তিলাভ করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণা লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণকে দক্ষিণা ভাগী করিবে, সেইজন্য তোমার নাম দক্ষিণাগ্নি হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে, যেস্থানে যাহা আহুতি প্রদান করিবে, তুমি দেবগণের হিতাভিলাষে তৎসমস্ত বহন করিবে, সেইজন্য তোমার নাম হইবে হব্যবাহন। তৃতীয়তঃ গৃহের (শরীরের) পতি হইয়া সর্ব্ব শরীরে বিরাজমান থাকিবে, সেইজন্য তোমার নাম হইবে গার্হপত্য। কুশদ্বীপের অন্তর্গত মহিস্মান পর্ব্বতে (হরিপর্ব্বতে) অগ্নি বাস করিতেন। (বরা)। অগ্নি স্বীয় পত্নী স্বাহাকে ও কপট কৃত্তিকা-দিগকে উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মণের বেশ ধারন-পূর্ব্বক কর্ণাট দেশীয়া পরমা সুন্দরী দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিবার জন্য, মাহিস্মতী নগরীতে গমন করিয়া-ছিলেন। মাহিস্মতী পতি রাজা নীল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ভৃত্য করেন। অগ্নি পরে প্রাচার লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পলায়ন করেন। (শিব-ধর্ম্ম)। পুলস্তের স্ত্রী প্রীতি, দত্তোলি (অগস্ত্য), বিনীত ও দেববাহু নামে তিন পুত্র এবং সদ্বতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। অগ্নি হইতে সদ্বতী পর্জ্জন্যকে প্রসব করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। তামস মন্বন্তরে অত্রি বংশজ অগ্নি নামক এক ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। অগ্নির বাহন ছাগল। (গর্গ)। অগ্নির ঔরসে স্বাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। (অগ্নি)। স্বারোচিষ মনুর সময়ে দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (অগ্নি)। বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-ছেন। (ঋগ)। অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতিঃ, সাবিত্র, মিত্র, অমর, সর. বৃষ্টি, সুকর্ষ, বিরাট, বাক্, বিশ্বা, বসুমিত্র, অশ্বমিত্র, চিত্ররশ্মি, নিষধন,

হ্রয়ন্ত, বৃহদ্রথ ও পুতনামুগ, এই মরুদ্গণকে মরুত্বতী দেবী প্রসব করেন। (মৎ)।

অগ্নিক—মহাদেবের অন্যতম গণ। শত কোটী অনুচর সহ অগ্নিক শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

অগ্নিকা—বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্বের অগ্নিকা, কম্বলা, ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা ছিল। কার্ত্তিকেয় হইতে তাঁহাদের গর্ভে তিনটী অতি বলশালী পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

অগ্নিকেতু—অন্যতম রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে ইহার সহিত রামের যুদ্ধ হয় এবং তিনি রামের হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হন। (রামা)।

অগ্নিজিহ্ব—অগ্নিজিহ্ব একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ক্ষেত্রপালের অন্যতম। (কালিকা)।

অগ্নিতেজা—ধর্ম্ম সাবর্ণি একাদশ মনু। এই মন্বন্তরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মাণ, প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। পুলহের পুত্র অগ্নিতেজা; রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি অগ্নিতেজা, মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সৈন্য হস্তে নিহত হন। (বরা)।

অগ্নিদত্ত—বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি অগ্নিদত্ত, মহর্ষি গৌর-মুখের মণি-সম্ভূত সৈন্য হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (বরা)। অগ্নিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ গৃহ নির্ম্মাণার্থ প্রতিবাসীর ইষ্টক অপহরণ করিয়া রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে প্রতিবাসী এক বণিকের পুণ্যফলে শাপ-মুক্ত হন। (বরা)।

অগ্নিধ্র, অগ্নীধ্র, আগ্নিধ্র,—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্র। অগ্নিধ্র বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তাঁহার পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিলে, অগ্নিধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন; এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে থাকেন। একদা তিনি পুত্র-কামী হইয়া, অমর স্ত্রী সকলের ক্রীড়া-স্থল মন্দরপর্ব্বতের গহ্বরে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রহ্মার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনন্য মনে তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত হন। ভগবান্ আদি পুরুষ তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহার নিকট পূর্ব্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। এই অপ্সরারগর্ভে, তাঁহার নাভি, কিম্পুরুষ হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান নামে নয় পুত্র জন্মে। তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ নামানুসারে জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষ প্রদান করেন। (ভাগ)। অগ্নিধ্র কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। কশ্যপের

পুত্র অগ্নিধ্র। ভৌত্যমনুর সময়ে তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। স্বায়ম্ভুব মনুর আট পুত্রের অন্যতম অগ্নিধ্র। (ব্রহ্ম)।

অগ্নিধ্রক—দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে, তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (ভাগ)।

অগ্নিপ—বেদনিধি নামক ঋষির পুত্র অগ্নিপ, পঞ্চ গন্ধর্ব্ব কন্যাকে তাঁহার প্রতি আসক্ত নিবন্ধন, শাপ প্রদান করেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। পরে লোমশ মুনির অনুগ্রহে তাঁহারা শাপ মুক্ত হন। (পদ্ম-উত্ত)।

অগ্নিবর্চ্চা—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করান। রোম-হর্ষনের সুমতি অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃত-ব্রণ, ও সাবর্ণি নামে পুরাণবিৎ ছয়জন শিষ্য ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অগ্নিবর্ণ—(১) পরম বীর্য্যশালী মনুবংশীয় নৃপতি সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয়। তাঁহার তনয় শীঘ্রগ। শীঘ্রগের তনয় মরু। (রামা)।
(২) বশিষ্ঠের তনয় পুষ্য, পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন; সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্র জন্মে। (বায়ু)।
(৩) ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দন হইতে অগ্নিবর্ণ, এবং অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্র জন্ম গ্রহণ করেন। (কল্কি)।

অগ্নিবাহু—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র। তিনি স্বীয় নামীয় জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (বিষ্ণু)। তিনি যোগপরায়ণ ও জাতিস্মর ছিলেন। রাজ্য লাভে তাঁহার মন অনুরক্ত ছিল না। (কূর্ম্ম)। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষির, অন্যতম ঋষি ছিলেন। (ভাগ)। (২) স্বায়ম্ভুবমনুর আট পুত্রের অন্যতম অগ্নিবাহু। (ব্রহ্ম)

অগ্নিবেতাল—মঙ্গলকামী ক্ষেত্রপালদের মধ্যে তিনি একজন। (কালিকা)

অগ্নিবেশ—(১) অগ্নিবেশের পুত্র রাজর্ষি শত্রিকে মহর্ষি সম্বরণ দেবতারূপে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) অগ্নি-বেশ। বরাহ কল্পের চতুর্ব্বিংশতি দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাযোগী রূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে শালীহোত্র, অগ্নিবেশ, জীবনাস্য ও শরদ্বসু তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (লি)। (৩) অগ্নি-সম্ভূত অগ্নিবেশ ভরদ্বাজের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে তিনি স্বীয় গুরু ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণকে তাহা শিক্ষা দেন। (মগভা)।

অগ্নিবেশ্য—(১) অগ্নিবেশ্য ব্রহ্ম ভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (২) অগ্নিবেশ্যের অপর নাম ছিল কানীন ও জাতুকর্ণ। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অগ্নিবেশ্য নামে মনুবংশীয় নরপতি.

দেবদত্তের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই অগ্নিবৈশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ)। (৩) অগ্নিবেশ্য মুনির শাপে তদীয় কন্যাপহারী কাশীরাজ তনয় কুশধ্বজ গৃধ্রযোনী প্রাপ্ত হন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা) (৪) কলিযুগের প্রারম্ভে নৈমিষারণ্যে শূলী নামে এক মহাযোগী ছিলেন। তাঁহার অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব, শালীহোত্র, ও শরদ্বসু নামে যোগ বলশালী চারি পুত্র ছিল। (বায়ু)। (৫) মহর্ষি অগ্নিবেশ্য স্বীয় পুত্র কারুণ্যকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগে যে মুক্তি হয়, সেই সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (যোগবা-বৈ)।

অগ্নিভাস—রৈবত মন্বন্তরে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। (বায়ু)।

অগ্নিভুক্—বীতিহোত্র, অগ্নিভুক্, সাম্ব. শ্রীকর, শ্রুত, গোপতি, ব্রজেশ, পাবন ও শান্ত ইহারা উপনন্দ নামে অভিহিত। যাঁহারা নিকুঞ্জে কোটী কোটী গোপালনে রত এবং বংশী ও ময়ূরপক্ষ ধারী—তাঁহারা উপনন্দ নামে কথিত। (গর্গ)।

অগ্নিভূ—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম (শিবজ্ঞান)।

অগ্নিমঠর, অগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাস্কলের রচিত চারিখানি বেদসংহিতা আছে। তিনি তাঁহার চারিজন শিষ্যকে তাহা অধ্যয়ন করান। বোধকে প্রথম, অগ্নিমাঠরকে দ্বিতীয়, পরাশরকে তৃতীয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্যকে চতুর্থ শাখা অধ্যয়ন করান। (ব্রহ্মাণ্ড)।

অগ্নিমিত্র—(১) মগধের শুঙ্গ বংশীয় প্রথম নরপতি পুষ্পমিত্রের তনয়। সেনাপতি পুষ্পমিত্র মগধের মৌর্য্যবংশীয় শেষ ভূপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া, স্বয়ং মগধের অধীশ্বর হন। এই বংশীয় দশ জন ভূপতি একশত বার বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। অগ্নিমিত্রের পুত্র সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠের তনয় বসুমিত্র, বসুমিত্রের তনয় আর্দ্রক, আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকের তনয় ঘোষবসু, ঘোষবসুর তনয় বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্রের আত্মজ ভাগবত, ভাগবতের তনয় দেবভূতি। শুঙ্গ বংশীয় শেষ ভূপতি এই দেবভূতিকে বসুদেব নামে কণ্ব বংশীয় একজন অমাত্য বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহন করেন। (বিষ্ণু)। ভাগবত মতে পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথের পুত্র দশরথকে বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (২) মহর্ষি বাস্কলের শিষ্য অগ্নিমিত্র। তিনি স্বীয় গুরুর নিকট ঋগ্‌বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)।

অগ্নিমুখ— (১) নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, অগ্নিমুখ তারক প্রভৃতি যবনেরা বাস করিত। (কূর্ম্ম)। (২) শিবের অন্যতম অনুচর অগ্নিমুখ এক কোটী অনুচর সহিত শিবের

বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ মাহে-কুমা)।

অগ্নিযুত—তিনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। এবং তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্)।

অগ্নিশর্ম্মায়ন—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোম—বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা, উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্য-বাক্, শুচি, অগ্নিষ্টুৎ, (অগ্নিষ্টোম), অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশপুত্র প্রসব করেন। (কূর্ম্ম)। মৎস্য পুরাণে সত্যবাকের পরিবর্ত্তে সত্যবান্ এবং শুচির পরিবর্ত্তে হরি নাম দৃষ্ট হয়।

অগ্নিষ্বাত্ত অগ্নিস্মাত্ত, অগ্নিষ্বাত্ত-(১) পিতৃগণ সপ্ত। ইহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান্। বৈরাজ অগ্নিষ্বাত্ত, ও বর্হিষদ এই তিনজন অমূর্ত্ত। (হরি)। স্বধা, অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ, এই পিতৃগণের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। তাঁহার গর্ভে বয়ুনা ও ধারিণী নাম্নী দুই ব্রহ্মবাদিনী কন্যা জন্মে। (ভাগ)। পিতৃগণের পত্নী স্বধা হিমালয়ের স্ত্রী মেনাকে প্রসব করেন। (লি)। (২) অগ্নিষ্বাত্ত নামক মরীচি সন্তানেরা দেবগণের পিতৃ-লোক। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক। (মনু)। —অপ্সরা উর্জ্জা হইতে অগ্নি-সম্ভব নামক দেবগণ উৎপন্ন হন। (বায়ু)।

অগ্নিহোত্র— সবিতাদেবের স্ত্রী পৃশ্নি। তিনি সাবিত্রী ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী নামে তিন কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্যযাগ, ও পঞ্চ মহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। (ভাগ)।

অগ্রতীর্থ—একজন পরাক্রান্ত মহীপাল। (মহাভা)।

অগ্রু—মহর্ষি অগ্রুর তনয় পরাবৃত্তকে উই পোকায় অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল ইন্দ্র তাঁহার ক্ষতদেহ সুস্থ করেন। (ঋগ)।

অঘমর্ষন—(১) মহর্ষি অঘমর্ষন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষন, উড়ুম্বর, অভি-ঘ্নাত, তারকায়ন ও চঞ্চুল ইহারা হিরণ্যাক্ষের তনয়। (হরি)।

অঘমর্ষী—তিনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম)।

অঘা—পাপের দেবতা। মহর্ষি অপ্রতি-রথ, অঘা দেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন। (সাম)।

অঘাশ্ব—নাগ বিশেষ। (অথ)।

অঘাসুর—১) পূতনা রাক্ষসীর অঘাসুর

ও বকাসুর নামে দুই ভ্রাতা ছিল। অঘাসুর ভগিনী পূতনা ও ভ্রাতা বকাসুরের বধের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হয়। একদা গোচারণ কালে কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বধার্থ প্রেরিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। (ভাগ)। (২) সমুদ্রতটে অঘাসুর বাস করিত। এই সর্পাকার দৈত্য ফুৎকার দ্বারা রসনা বিস্তার করিয়া আহার্যা আকর্ষণ-পূর্ব্বক আহার করিত; কংস তাহাকে বিনাশ করেন। (গর্গ)।

অঘোর—অসিত কল্পে পুত্রকামী ব্রহ্মার কৃষ্ণবর্ণ এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। তিনিই অঘোর নামে খ্যাত। (লি)।

অঙ্গ—(১) মহর্ষি অঙ্গ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। (২) একজন ক্ষত্রিয় রাজা, তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার রাজ্য অঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত হয়। রাজা অঙ্গের পুত্র লোমপাদ রাজা দশরথের একজন বন্ধু ছিলেন। (রামা)। (৩) চাক্ষুষ মনুর পুত্র উরু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণকে প্রসব করেন। এই বেণই ঋষিগণ কর্তৃক নিহত হন। বেণের মথিত দক্ষিণহস্ত হইতে পৃথুর জন্ম হয়। (হরি)। (৪) পুরুর অন্যতম তনয় অঙ্গ। (ব্রহ্ম)। বিষ্ণু পুরাণে অঙ্গিরস ও গয়নামের পরিবর্ত্তে অঙ্গিরা ও শিবনাম দৃষ্ট হয়। (৫) বলি রাজের ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ, নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তন্মধ্যে অঙ্গের সুত দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। (হরি)। ভাগবত মতে অঙ্গের তনয় খলপান, খলপানের তনয় দিবিরথ। (৬) ধ্রুবের বংশে উল্মুখের ঔরসে অঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী সুনীথা দুঃশীল বেণকে প্রসব করেন। রাজা অঙ্গ আপন সন্তানের ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন। (ভাগ)। (৭) নরপতি পৃথুর অন্যতম পুত্র হবির্দ্ধান। হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী প্রাচীনবর্হি, অঙ্গ, যম, শুক্র, বল ও শুভ নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। (মৎ)। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের পুত্র অন্তর্দ্ধামা। (মহাভা)।

অঙ্গজা—ব্রহ্মার অঙ্গজা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মৎ)।

অঙ্গদ —(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির পুত্র। বালির স্ত্রী তারার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজত্ব এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। লঙ্কার সমরে তিনি রামের দূত হইয়া একবার রাবণের সভায় গমন করেন, এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। দুর্ম্মতি রাবণ তাহার উপদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তিনি তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন। অঙ্গদ স্বীয় পিতার ন্যায় অসাধারণ বীর ছিলেন। (রামা)। (২) বিদ্যাধর-রাজ সুবেশের পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র বাহু, বাহুর তনয়—তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর, ও কুমুদ এই চারি জন। (কালিকা)। (৩) মগধ দেশে দেবদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী উত্তমা অঙ্গদ নামক বেদ পারগ পুত্রের জননী ছিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। (৪) বৃহদ্রুথের কন্যা বৃহন্তী সুনয়ের সহিত বিবাহ সূত্রে মিলিত হইয়া অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন বীরপুত্র ও শ্বেতানাম্নী এক কন্যাকে প্রসব করেন। (বায়ু)। (৫) অঙ্গদ অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের পৌত্র এবং লক্ষ্মণের অন্যতম পুত্র। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক কারুপদ দেশ জয় করিয়া, অঙ্গদকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং উত্তরদিকে যাইয়া মল্ল দেশ জয় করিয়া, অন্যতম পুত্র চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্তি নামক নগরী স্থাপন করেন। তথায় লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু রাজত্ব করেন। (রামা) (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা অঙ্গদ, কুমুদ, শ্বেত নামে তিন পুত্র ও শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (হরি)।

অঙ্গধুক্—যমদুহিতা নির্ম্মাষ্টি, দুঃসহ হইতে দন্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা, শস্যহা, নামে আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, ভ্রামণি, বিরোধিনী, স্বয়ং-হারকরি, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিণী নামে আট কন্যা প্রসব করেন। অর্দ্ধহারী দেখ। (মার্ক)।

অঙ্গবাহ —একজন যদু বংশীয় রাজা তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অঙ্গরাজ—কর্ণের অন্যনাম। (মহাভা)।

অঙ্গসেনা—শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত নর-পতি রিপুতাপনের পত্নী। (পদ্ম-পা)।

অঙ্গার—(১) যযাতি বংশীয় সেতুর তনয় অঙ্গার। তাঁহাকে মরুৎপতি ও কহে, তিনি যৌবনাশ্ব কর্ত্তৃক সমরে নিহত হন। অঙ্গারের পুত্র গান্ধার। (হরি)।

(২) মান্ধাতা কর্তৃক সমরে পরাজিত আর একজন অঙ্গারের বিষয় মহাভারতে আছে।

অঙ্গারক—(১) ভূমিরূপী মহাদেবের পত্নী বিকেশী হইতে অঙ্গারক জন্ম গ্রহণ করেন। (বায়ু)। (২) অঙ্গারক, সর্প, নিঋ´তি, সদাসমতি, অজৈকপাদ, জ্বর, অহির্বুধ্ন উদ্ধকেতু, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল, এই একাদশ রুদ্র সুরভির কর্ম্মফলে তদীয় পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। (বায়ু)। (৩) সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)। একাদশ রুদ্র দেখ।

অঙ্গারকা—রাক্ষসী বিশেষ। সে দক্ষিণ সমুদ্রে বাস করিত; এই রাক্ষসী ছায়াযোগে জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। (রামা)।

অঙ্গারপর্ণ—গন্ধর্ব্বদের রাজা অঙ্গারপর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তাঁহার স্ত্রী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। পরে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে, অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণের নিকট হইতে চাক্ষুষী-বিদ্যা শিক্ষা করেন। (মহাভা)।

অঙ্গির—ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্ব্বা অঙ্গির নামক ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহুকে, সত্যবাহু অঙ্গিরসকে, অঙ্গিরস শৌনকে পরে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (মুণ্ডক)।

অঙ্গিরস চাক্ষুষের পুত্র মনু, মনুর তনয় উরু, উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অত্রি সুমনস স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঙ্গিরা দেখ।

অঙ্গিরা—অঙ্গিরা বলের পুত্র। অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু, বাজ এই তিন জন, নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি অনেক ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য অনেক ঋক্ মন্ত্রের রচয়িতা। অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয়েরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ঋষি। অঙ্গিরার তনয় নৃমেধ, বিন্দু, প্রভূবসু, বৃহৎমতি, উতথ্য, অমহীয়ু, প্রভৃতি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্)। (২) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থানু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। (রামা)। (৩) মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অঙ্গিরার ভার্য্যার নাম শুভা। শুভা হইতে অঙ্গিরার বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতী, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস, ও বৃহস্পতি নামক সাত পুত্র এবং ভানুমতী, রাগা, সিনীবালী, অর্চ্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতি ও কুহু-

নাম্নী সাত কন্যা জন্মে। মহাভা। (৪) পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিও জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তখন অঙ্গিরা তাহাকে বলিলেন—আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিতসাধন করুণ। অগ্নি বলিলেন—আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না আপনি প্রথম অগ্নি, আমি দ্বিতীয় অগ্নি হই। তখন অঙ্গিরা কহিলেন—আপনি অগ্নি হইয়া হবিবাহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গ লাভের পথ প্রকাশ করুন। আর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন। অগ্নি অঙ্গিরার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মে। (মহাভা)। (৫) পূর্ব্বে ভগবান রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, মহাদেবের বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সমাগত দেবকন্যাগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতস্খলন হয়। ব্রহ্মা সেই রেতঃ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই অগ্নিশিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবি উৎপন্ন হন। সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ, ও অত্রি এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের ভস্মরাশি হইতে তপোবল সম্পন্ন শ্রুতশীল সমলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষিগণ সদৃশ বৈশ্বানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে সমদ্ভূত ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি কাহার পুত্র হইবেন, ইহা লইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি ও মহাদেবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা কবিকে, মহাদেব ভৃগুকে ও অগ্নি অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কবি ব্রাহ্ম, ভৃগু বারুণ ও অঙ্গিরা আগ্নেয় নামে খ্যাত হইলেন। (মহাভা)। (৬) ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয়জন ব্রহ্মার মানস পুত্র, পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত। অঙ্গিরা দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্মৃতিকে বিবাহ করেন। স্মৃতি, সিনীবালী, রাকা, কুহু ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। (৭) মনুবংশীয় উরুর পত্নী আগ্নেয়ী অঙ্গ, সুমনস, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র অঙ্গিরা নহেন। রুদ্র অঙ্গিরার নিকট নানা বিদ্যা লাভ করেন। (বিষ্ণু)। (৮) ব্রহ্মার মুখ

হইতে অঙ্গিরা জন্ম গ্রহণ করেন। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর (সম্বর্ত্ত) এই তিন জন। (ব্রহ্ম-বৈ। (৯) অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি, নাম্নী চারি কন্যা এবং লব্ধানুভাব নামক যশস্বী অগ্নিকে প্রসব করেন। (১০) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে অঙ্গিরা বেদবিভাজক, পুরাণ প্রদর্শক ও জ্ঞান প্রদর্শক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন, তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রপদ ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা মুনির নিকট পাশুপতযোগ লাভ করিয়া দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। (শিব)। (১১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। (১২) বারাণসীর রাজা প্রতর্দ্দনের পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভৃগুভূমি, ভৃগুভূমির পুত্র অঙ্গিরা, এবং অঙ্গিরার পুত্র গালব। অঙ্গিরার পৌত্র বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ মরুদ্‌গণ কর্ত্তৃক মহীপতি ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হইয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির দুইটী কন্যাকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন। তাঁহাদের হইতে ঋক মন্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করে। অঙ্গিরার অন্য নাম প্রত্যাঙ্গিরস ও শৌনক। (হরি)। (১৩) ব্রহ্মার দশপুত্রের অন্যতম অঙ্গিরা তাঁহার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা অঙ্গিরা হইতে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র লাভ করেন। অঙ্গিরা দক্ষের স্বধা ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বধা হইতে পিতৃগণ ও সতী হইতে অঙ্গিরস নামে বেদ প্রাদুর্ভূত হন। একবার অঙ্গিরা মনুবংশীয় অপুত্রক নরপতি রথিতরের প্রার্থনায় তাঁহার স্ত্রীতে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁহারা রথিতরের ক্ষেত্রে প্রসূত বলিয়া রথিতর গোত্র ও অঙ্গিরার ঔরসজাত বলিয়া আঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত হন। তাঁহারা ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া অপরাপর রথিতর সন্তানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (ভাগ)। (১৪) অঙ্গিরা একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। (বরা)। (১৫) অঙ্গিরস পত্নী স্মৃতি, ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত নামে দুই পুত্র এবং সিনীবালী, রাকা, কুহু ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মা)। (১৬) অঙ্গিরার ভূতি নামক একজন কোপন স্বভাব পুত্র ছিল। (মার্ক)। (অনুমতি দেখ।) (১৭) ভৃগু ঋষির পুত্রের নামও অঙ্গিরা। (ব্রহ্মা)। (১৮) ভৃগুঋষি অথর্ব্বা নামে পরি-

চিত। তাঁহার পুত্র অঙ্গিরা। (ব্রহ্মা)। (১৮) অঙ্গিরার তিন পত্নী তন্মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুরূপা, বৃহস্পতিকে প্রসব করেন। কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। মনু তনয়া পথ্যা হইতে, ধিষ্ণু, সংবর্ত্ত, ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ঔদার্য্য, আয়ু, দনু, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)। (১৯) অগ্নির কন্যা আত্রেয়ীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন। তাহা হইতে আঙ্গিরস নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা অতি কঠোরভাষী ছিলেন। আত্রেয়ী স্বীয় শ্বশুর অগ্নির উপদেশে অঙ্গিরাকে জলপ্লাবিত করিয়া শান্ত করেন। আত্রেয়ী ভর্ত্তাকে প্লাবনার্থ যে অম্বুময়ী দেহ ধারন করেন, তাহা পরুষ্ণী নাম্নী নদীরূপে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (ব্রহ্ম)। অজমীঢ় বেধস প্রভৃতি ত্রেত্রিশজন মন্ত্র প্রনেতা ঋষি অঙ্গিরার পুত্র।

অঙ্গিরাগণ—মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী আত্রেয়ী হইতে অঙ্গিরাগণ জন্ম গ্রহণ করেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যদিগকে যাজন করিয়া গৌতমী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ভূমি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তথায় কপিলাতীর্থ বর্ত্তমান। (ব্রহ্ম)।

অঙ্গিরাবৃত—দানব বিশেষ। (বায়ু)।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুলীয়—হিরণ্যনাভ চতুর্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার যে চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান, অঙ্গুরীয় তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (বায়ু)।

অঙ্ঘারি—অঙ্ঘারি, স্বান, ভ্রাজ, রম্ভারি, হস্ত, সুহস্ত ও কৃশানু এই সাতজন স্বর্গীয় সোম রক্ষক। (যজু)।

অচল—(১) মহর্ষি অচল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)। (২) দেবর্ষি অচল প্রত্যূষের পুত্র। তিনি দেবতাদিগকে জানেন বলিয়া দেবর্ষি নামে খ্যাত হন। (বায়ু)।

অচলা- দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী যে সমুদয় মাতৃকা ছিলেন, অচলা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

অচ্যুত—(১) বিষ্ণুর অন্যনাম। (২) দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যক্ষগণ পঞ্চদশ সেনাপতি প্রেরণ করেন। অচ্যুত তাহাদের অন্যতম ছিলেন। অম্বুজ দেখ। (বাম)।

অচ্ছাবাক—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞে মহর্ষি অচ্ছাবাক একজন ঋত্বিক ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অচ্ছোদা- অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা। অগ্নিষ্বাত্ত দেখ। তিনি কখনও পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই। একদা তিনি আকাশ পথে অদ্রিকা অপ্সরার সহিত বিমানে অধিষ্ঠিত অন্তরীক্ষগামী বসু নামক পিতাকে দর্শনপূর্ব্বক বরণ

করেন। এই পাপে তিনি পৃথিবীতে বসু নামধেয় নৃপাতর সত্যবতী নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই সত্যবতীই ব্যাসদেব চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জননী। (হরি)। অমাবসু দেখ।

অজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘুর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, অজের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (২) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন, অন্য, অন্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্দ্ধা, ব্যজয়, ব্যশ্রু, প্রসব, অজ ও অধিপতি নামে ভার্গব বংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)। অতি প্রাচীন কালের একজন রাজা। তিনি স্বাধ্যায় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (৩) মনুবংশীয় নৃপতি নাভাগের পুত্র অজ ও সুব্রত। অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। (রামা)। (৪) উত্তমমনুর অজ, পরশুচি ও দিব্য নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই অতিশয়পরাক্রান্ত ছিলেন। (মার্ক)। উত্তম দেখ। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিলীপের পুত্র অজ, অজেরপুত্র কাল, কালের পুত্র অজপাল, অজপালের তনয় রাজা দশরথ, দশরথের পুত্র রাম প্রভৃতি। (অগ্নি)। (৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতুরপুত্র অজ সোমপায়ী ছিলেন। (ব্রহ্ম)। (৭) অজ নামে একজন অসুর ছিল। (বায়ু)। একপাৎ, অজ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, ত্র্যম্বক, সাবিত্রী, জয়ন্ত, বহুরূপ ও পিনাকী ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (লি)। (৮) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়া কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারন-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি)। (৯) মনুবংশীয় নরপতি প্রহর্ত্তার পত্নী স্তুতি, অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। (১০) দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বরূপাকে ভূত বিবাহ করেন। ভূত হইতে স্বরূপার গর্ভে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বামা, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। অন্য ও উত্তম দেখ।

অজক—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুজহ্নুর পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব।

বলাকাশ্বের তনয় কুশ। (বিষ্ণু)। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যদুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম অজক। (লি)। (৩) চন্দ্র বংশীয় নরপতি সুনহের পুত্র অজক। অজক হইতে বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে কুশ জন্মে। অন্যত্র আছে জহ্নুর পুত্র অজক। (হরি)। (৪) সোমবংশীয় বলাকের পুত্র অজক, অজকের পুত্র কুশ। (ভাগ)। (৫) দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অনুজ ছিলেন অজক। তিনি শাম্ব নামে সুবিখ্যাত মহিপাল-রূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৬) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু, মহর্ষি কশ্যপ হইতে বিপ্রচিত্তি, অজক প্রভৃতি চল্লিশটী মহাবল পুত্র লাভ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৭) জহ্নুর পুত্র সুনন্দ, সুনন্দের পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। (ব্রহ্ম)। অন্যত্র আছে বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক।

অজকাশ্ব—কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের জহ্নু নামে প্রতাপবান একপুত্র জন্মে। জহ্নু হইতে অজকাশ্ব, অজকাশ্ব হইতে বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে কুশিক, কুশিক হইতে গাধি ও ইন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী। (অগ্নি)। (কুশ দেখ)।

অজগন্ধ—মহাদেবের অনুচরগণ গঙ্গা-দ্বারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারন করিয়া সবেগে পলায়ন করিতেছিলেন। মহাদেব সেই সময়ে তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাতে সেই মৃগ রুধির প্লাবিত হইয়াছিল। দেবগণ সেইজন্য মহাদেবকে অজগন্ধ নামে অভিহিত করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অজগন্ধা—মহাদেবের নাম অজগন্ধ বলিয়া তাহার স্ত্রী অজগন্ধা নামে অভিহিত হন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অজগর—মুনি বিশেষ। তিনি কাবেরী নদীর নিকট সহ্য পর্ব্বতের সানুদেশে অজগর ব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রহ্লাদ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। (ভাগ)।

অজন—বিপ্রচিত্তি, সিংহিকার গর্ভে ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, শ্বসৃপ, অজন, নরক, কালনাভ, রাজেন্দ্র, সরমান ও কালবীর্য্য নামে ত্রয়োদশ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় ও সৈংহিকেয় নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। অজিক ও কালনাভ দেখ।

অজপ—রাজর্ষি জহ্নু যৌবনাশ্ব নন্দিনী কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। কাবেরীর গর্ভে ধার্ম্মিক সুহোত্র জন্মে। সুহোত্রের পুত্র অজপ, অজপের পুত্র বলাকাশ্ব। (পদ্ম)।

অজপাল—ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজের পুত্র

দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজপাল, অজপাল হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। (মৎ)। অজ দেখ।

অজপার্শ্ব—পাণ্ডু বংশীয় নরপতি শ্বেতকর্ণ সন্তান না হওয়ায় পত্নী মালিনী সহ তপোবনে গমন করেন। ইতিমধ্যে নরপতি মহাপ্রস্থানে উদ্যোগী হইলে গর্ভবতী মালিনীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে মালিনী একপুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে পথিপার্শ্বে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বামীর অনুগমন করিলেন। শ্রবিষ্ঠাসুত ঋষি পৈপ্পলাদ ও কৌশিক রোরুদ্যমান শিশুকে দয়া করিয়া স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। কুমারের পার্শ্বদ্বয় অজের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল বলিয়া, ঋষিরা তাহার নাম অজপার্শ্ব রাখিলেন। পরে প্রতিপালনার্থ মহর্ষি রেমকের পত্নী, রেমার হস্তে সমর্পণ করেন। তথায়ই রাজকুমার অজপার্শ্ব বর্দ্ধিত হইয়া চলেন। (হরি)। ব্রহ্মপুরাণ মতে মহর্ষি রেমক ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক অজপার্শ্ব প্রতিপালিত হন।

অজবাহন—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম দিষ্টের তনয় নাভাগ, নাভাগ হইতে ভলন্দন এবং ভলন্দন হইতে অজবাহন জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। বৈবস্বত মনু দেখ।

অজভূ—যদুবংশীয় আহুক হইতে কশ্যপ তনয়া, দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। উগ্রসেন হইতে কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিদ নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, সুতনু ও রাষ্ট্রপালী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। (মৎ)।

অজমীঢ়—পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন তনয় ছিল। অজমীঢ়ের নীলিনী, ভূমিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কেশিনীর তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভূমিনীর গর্ভে বৃহদনু ও ধূমিনীর গর্ভে যবীনর ও ধূম্রবর্ণ ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ। নীলিনী হইতে নীল এবং নীল হইতে শান্তি জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) রাজা সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষ্বাকী, অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন তনয় প্রসব করেন। অজমীঢ়ের তিন পত্নী। তন্মধ্যে ধূমিনী ঋক্ষকে, কেশিনী জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন নামে তিন তনয়কে নীলী দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী নামে দুই তনয়কে প্রসব করেন। এই দুষ্মন্ত হইতেই পাঞ্চাল বংশ সমদ্ভূত হইয়াছে। (মহাভা)। (৩) মহাভারতের অন্যত্র আছে। হস্তীর তনয় বিকুণ্ঠন, বিকুণ্ঠনের পত্নী সুদেবা অজমীঢ়কে প্রসব করেন। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও

ঋক্ষা নাম্নী চারি পত্নী হইতে চব্বিশ শত তনয় জন্মে। (মহাভা)। বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋথু, আষ্টিসেন, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিজয়, রথিতর, কুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। (৫) বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী, হস্তীর তনয় অজমীর, অজমীঢ়ের তনয় নীল, নীলের তনয় শান্তি। (বৃহদ্ধর্ম)। (৬) অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কল, অমৃত, গার্গ্য, শৈনী, সংস্কৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য্য, অজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরুকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, আযাপ্য, সুবিত্ত, বামদেব, ঔশিজ, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতপা ও কক্ষীবান্ এই তেত্রিশজন আঙ্গিরসের তনয়। এই শ্রেষ্ঠ ঋষিতনয়গণ মন্ত্র প্রণেতা। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) সুহোত্রের তনয় বৃহৎ, বৃহতের তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, নীলার গর্ভে সুশান্তি ও ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)।

অজমীল্হ মহর্ষি সুহোত্রের তনয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অজয়—শিশুনাগ বংশীয় দর্ভকের তনয় অজয় মগধের অষ্টম নরপতি ছিলেন। অজয়ের তনয় নন্দীবৰ্দ্ধন। (ভাগ)।

অজয়া—বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অজয়া নাম্নী নিরপরাধিনী তিন দেবীকে মস্তক দ্বারা প্রণামান্তে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে মাসে মাসে তিলোদক দান করিলে পিতৃলোকেরা তৃপ্ত থাকেন। (বরা)।

অজরা—মেরুর আয়তি নাম্নী কন্যা ধাতা হইতে প্রাণকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হন। প্রাণের স্ত্রী ধুম্রবতীর গর্ভে দ্যুতিমান ও অজরা নামে দুই তনয় জন্মে। আয়তি দেখ। (মার্ক)।

অজস্য—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। মরীচির কন্যা সুরূপা অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। সেই সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। আঙ্গিরা দেখ।

অজাত—(১) ভজমান বংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয় হৃদক, হৃদকের কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, [illegible], ভীষণ, মহাবল, অজাত, বনজাত, কনীয়ক ও করম্ভক নামে দশ তনয় জন্মে। (মৎ)। ভোজের তনয় হৃদিকের কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, সুভানু, ভীষণ, অজাত, বিজাত, মহাবল, করক, ও করন্ধম নামে দশ তনয় জন্মে। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কৃতবর্ম্মা দেখ।

অজাতশত্রু—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি বিম্বসারের (বিধিসার বা বিম্বিসার) তনয় অজাতশত্রু। অজাতশত্রুর তনয় দর্ভক, দর্ভকের তনয় উদয়াশ্ব। (বিষ্ণু)। (২) মগধের শিশুনাগবংশীয় ক্ষেত্রবর্ম্মার পরে অজাতশত্রু পঁচিশ বৎসর ও তৎপর ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (বায়ু)। (৩) ভোজবংশীয় শমীক রাজার তনয় অজাতশত্রু। ক্ষত্রৌজা দেখ। (ব্রহ্ম)।

অজামীল—কান্যকুব্জ দেশে অজামীল নামে এক দাসী পতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বদা দাসী সংসর্গে দূষিত হওয়ায় তাঁহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হইয়াছিল। দাসী গর্ভে তাঁহার দশটী তনয় জন্মে। তন্মধ্যে একটীর নাম নারায়ণ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি নারায়ণ বলিয়া তনুত্যাগ করেন, ইহাতেহ তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। (ভাগ)।

অজামুখ—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, অজামুখ, অঙ্কক প্রভৃতি শত তনয় জন্মে। ইহারা সকলেই সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রান্ত, ক্রূর, মায়াবী, মহাবল, অযজ্ঞা, অব্রহ্মণ্য এবং দানব সংজ্ঞায় অভিহিত। কশ্যপ ও দনু দেখ। (বায়ু)।

অজামুখী—রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোক বনে আবদ্ধা সীতাকে রাবণের প্রতি অনুরাগিনী করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল। (রামা)।

অজিক—বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে খ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত রাহু, শল্য, বল, মহাবল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, স্বসৃপ, অজিক নরক, কালনাভ, শরমান ও শরকল্প নামে ত্রয়োদশপুত্র জন্মিয়াছিল। অজন ও কালনাভ দেখ। (শিব)।

অজিত—(১) পুলহের পুত্র অজিত। ভৌত্য মন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বৈরাজ প্রজাপতির ভার্য্যা দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। অজিত জল গর্ভে কূর্ম্মরূপে অবস্থানপূর্ব্বক পৃষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান মন্দর পর্ব্বত ধারন করিয়া জলধি মন্থন এবং দেবতাদিগকে পীযূষ পরিবেশন করেন। (ভাগ)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আদিতে দেবগণ "যাম" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞ পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে অজিতগণ ব্রহ্মার পুত্র এবং জিৎ, অজিত ইহারা স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। (বায়ু)। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অজিষ্ট, দেব, শাকান, বাণপৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয়, অজিত ইহারা পৃথুক দেবগণ বলিয়া বিদিত হন। (বায়ু)।

অজিতা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে বিধি, নন্দ, সুনয়, ক্ষেম, অব্যয়, প্রাণ, অপাণ, সুধামা,

ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করেন। এবং অজিত দেবতা নামে খ্যাত হন। অপান দেখ। (বায়ু)।

অজিন—মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ধীষণা হইতে প্রাচীন বর্হি, শুক্র, গয়, ব্রজ, কৃষ্ণ ও অজিন নামে, ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। আগ্নেয়ী ও অঙ্গ দেখ।

অজির—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজির এক-জন সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। অমৃতবান্ দেখ।

অজিরা—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে অজিরা নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহর্ষি পবিত্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (ঋগ)।

অজিষ্ঠ—অজিত দেখ।

অজিহ্ম—প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, আজিহ্মান, মহীয়ান, অজ, ওষ ও যবীয় ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত নামক দেব গণ ছিলেন। আজিহ্মান দেখ। (বায়ু)।

অজিহ্মান—স্বারোচিষ মন্বন্তরে প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, অরিমর্দ্দন, অজিহ্ম, বিদ্যাবান্, অজিহ্মান, মহীয়ান, মহাভাগ, অজোপদ্বয় ও যবীষ এই সকল পরা-ক্রান্ত হোতা ও যজ্ঞা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অজিহ্ম—অজিহ্মাণ দেখ।

অজীগর্ত্ত—(১) একজন বৈদিক ঋষি। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফ একজন বেদের মন্ত্রকর্ত্তা ঋষি। (ঋগ)। (২) দরিদ্র দ্বিজবর অজীগর্ত্ত যজ্ঞার্থ পরপশু প্রার্থী রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে মূল্য লইয়া, আপন ঔরস পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। (দেবীভাগ)। মহর্ষি অজীগর্ত্ত একবার অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়া নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। (মনু)। ভৃগু-বংশীয় অজীগর্ত্তের তনয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র দেবরাত নামক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অজেশ—মহাদেবের অন্যতম গণ। দৈত্য-গণের সহিত সমরে তিনি মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন। (মৎ)।

অজৈকপাদ—(১) দক্ষের কন্যা সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃ প্রভাব দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া, কশ্যপ হইতে অজৈক-পাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকি, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিৎ, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত নামে একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। (২) দেবশিল্পী, বিশ্বকর্ম্মার অহির্ব্রধ্ন, রুদ্র, অজৈকপাদ ও ত্বষ্টা নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। দক্ষের কন্যা ও ভূতের অন্যতমা, স্ত্রী স্বরূপা হইতে অজ, রৈবত ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, মহান্ ও বহু-রূপ, এই একাদশ রুদ্র জন্মে। (ভাগ)। (৩) মরীচির পুত্র মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন,

পিনাকি, দহন, কপালি, স্থানু, ভর্গ, এই একাদশজন, একাদশ রুদ্রনামে খ্যাত। অহির্ব্রধ্ন ও দক্ষ দেখ। (মহাভা)।

অজৈকা—বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণ একদা গৌতমী নদীর তীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা মায়াদ্বারা অজৈকা নাম্নী এক প্রমদার সৃষ্টি করিয়া, রাক্ষস বিনাশার্থ ঋষিগণ হস্তে প্রদান করেন কিন্তু রাক্ষস পতি শম্বর অজৈকাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। (ব্রহ্ম)।

অজোপম্বয়—অজিহ্মান দেখ।

অঞ্জক—দানবপতি বিপ্রচিত্তি স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, হিরণ্যকশিপুর আপন ভগ্নী সিংহিকাকে বিবাহ করেন। এই সিংহিকা হইতে ব্যংশ, শল্য, বলবান্, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খস্ম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, স্বর্ভানু ও চক্রযোধী জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অজিক, আঞ্জিক ও কালনাভ দেখ।

অঞ্জন—(১) জনক বংশীয় নরপতি সত্যধ্বজের তনয় কুণি, কুণির তনয় অঞ্জন. অঞ্জনের তনয় ঋতুজিৎ, ঋতুজিতের তনয় অরিষ্টনেমী। (বিষ্ণু)। (২) নারায়নের অবতার বুদ্ধের পিতা অঞ্জন। (ভাগ)। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অঞ্জন, নীলকুক্ষী, মেঘবর্ণ. বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুভীম ও স্বর্ভানু নামে আটজন সেনাপতি বৈষ্ণবী মূর্ত্তির প্রেরিত অষ্টবসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)। (৪) কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। (বায়ু)। (৫) বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অঞ্জনা—অপর নাম পুঞ্জিকাস্থলা। তিনি বানর দলপতি কেশরীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ও পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। হনুমান কেশরীর ক্ষেত্রজ তনয়। অঞ্জনা বানরশ্রেষ্ঠ কুঞ্জরের দুহিতা ছিলেন। (রামা)।

অঞ্জনাবতী—সাম হইতে অঞ্জনাবতী নাগের জন্ম হয়। (বায়ু)।

আঞ্জিক—যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু। যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নাল ও আঞ্জিক নামে পাঁচ তনয় জন্মে। (হরি)। কিন্তু পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের মতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক ও রঘু নামে যদুর পাঁচ তনয় জন্মে। যদু দেখ।

অট্টহাস—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের একোণবিংশ কলিযুগে অট্টহাস মহাদেবের অবতার ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (২) শিবাবতার যোগাচার্য্য অট্টহাস বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে অবতীর্ণ হন। সুমন্তু, বর্ব্বরী, কবন্ধ ও কুশিকন্দর, নামে তাঁহার ধ্যানশীল নিয়তনিয়মী চারি তনয় ছিলেন। (লি)।

অণিমান—একজন মহাবলশালী নাগরাজ। (মহাভা)।

অণিমাণ্ডব্য—পূর্ব্বকালে মাণ্ডব্য নামে এক ঋষি ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে এক পতঙ্গের গুহ্যদেশে তৃণ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই পাপে এই জন্মে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি চোর চুরি করিয়া পলায়নের অবসর না পাইয়া, দ্রব্যাদি সহ মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে লুকাইয়া থাকে। রাজানুচরেরা চোরের সহিত মাণ্ডব্য মুনিকে রাজসমীপে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া, রাজবিচারে অন্যান্য চোরের সহিত শূলে আরোপিত হন। পরে রাজা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া, শূল কর্ত্তন করিয়া দেন। কিন্তু শূলের কিয়দংশ তাঁহার শরীরে ছিল বলিয়া, তিনি অণিমাণ্ডব্য নামে খ্যাত হন। তদবধি নিয়ম হয় যে, ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক কোন অপরাধ করিলে, তাহা অপরাধ মধ্যে গণ্য হইবে না। (মহাভা)।

অণু—ইন্দ্র অণুর তনয়ের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অণূকা—কশ্যপ পত্নী প্রধা হইতে অণূকা অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা ও সুভগা নাম্নী পঞ্চকন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

অণূহ—ভরতবংশীয় সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ। এই বিভ্রাজের তনয় অণূহ। শুক নন্দিনী কৃত্বী হইতে অণূহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত জন্মে। তাঁহার পুত্র যুগদত্ত মৎ)।

অতিকায়—(১) রাক্ষস সেনাপতি রাবণের ঔরসে ধান্য মালিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি পূর্ব্বকালে পবিত্রভাবে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার অনুকম্পায় অনেক অস্ত্র লাভ করেন এবং তাঁহার বরে সুরাসুরের অবধ্য হন। তিনি যুদ্ধে এক সময়ে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। তিনি দেবদানবের দর্পহারী ছিলেন। লঙ্কা সমরেভ্রাতা ত্রিশিরা প্রভৃতি ও পিতৃবৎ মহোদর প্রভৃতি নিহত হইলে, ইনি রাবণ কর্ত্তৃক বানর সৈন্য ধ্বংশের জন্য প্রেরিত হন। সৌমিত্রির সহিত ইঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। লক্ষ্মণ অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্রে ইঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করেন। (রামা)। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের ভীমাক্ষ, স্তব্ধকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ, বজ্রক, জ্যোতির্বীর্য্য, বিদ্যুন্মালী, ভীমদংষ্ট্র, বিদ্যুৎজিহ্ব, আতকায়, মহাকায়, দীর্ঘবাহু ও কৃতান্তক নামে বারজন সেনাপতি দ্বাদশ আদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)।

অতিকৃষ্ণ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে বিন্ধ্যগিরি তাহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর পার্ষদ ও অতিকৃষ্ণকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিগম্ভিরা—ইন্দ্র, বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন উৎপাদনার্থ গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা নাম্নী অপ্সরা দ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের শাপে তাহারা অপ্সরোযুগ নদীরূপে পরিণত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (ব্রহ্ম)।

অতিঘস—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিতেজা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, অংশ, মিত্রাবরুণ, ভগ ও অতিতেজা এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। অংশ দেখ। (শিব-ধর্ম্ম)।

অতিথি—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে আদ্যগণে অন্তরীক্ষ, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা, সুমন্তা, বসু ও হয়, এই আটজন দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় রামের পুত্র কুশ ও লব। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির তনয় নিষধ, নিষধের তনয় নল নৈষধ নল নামে খ্যাত। (মৎ)।
(৩) ভাগবত মতে নিষধের পুত্র নভ।
(৪) চন্দ্রবংশীয় অক্রোধনের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ (বৃহদ্ধর্ম্ম)। অক্রোধন দেখ।

অতিথিগ্ব—ইন্দ্র, রাজা অতিথিগ্বকে শত্রু হইতে রক্ষা করেন এবং অতিথিগ্বের শত্রু শম্বরকে বধ করেন। তিনি তেজস্বী কর্ত্তনীদ্বারা অতিথিগ্বের শত্রু করঞ্জ ও পর্ণয়কে বধ করেন। এবং কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে যুবক, রাজা তূর্বযানের অধীন করেন। অতিথিগ্বের তনয় রাজর্ষি ইন্দ্রোত (ঋগ)।

অতিদত্ত—সাত্বতবংশীয় রাজাধিদেব হইতে অতি বলশালী দত্ত, অতিদত্ত, শোনাশ্ব, শ্বেতবাহন, শর্ম্মা, দণ্ডশর্ম্মা, দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ নামে আট পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্টা নামে দুই কন্যা জন্মে। (হরি)।

অতিদান্ত—সাত্বতবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম অতিদান্ত। (ব্রহ্ম)।

অতিদাহন—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্য তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিদেবা—যদুবংশীয় দেবকের দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারিপুত্র এবং বৃষদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবাংশা, অতিদেবা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সপ্তকন্যা জন্মে। এই সপ্ত কন্যাই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। (লি)। উপদেবা দেখ।

অতিধন্বা—মহর্ষি শুনকের তনয় অতিধন্বা ঋষি একজন উদ্গীথ বিদ্যাবিদ্

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্‌গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

অতিনামা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কিন্তু হরিবংশ মতে ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু সপ্তর্ষি ছিলেন। সপ্তর্ষি দেখ।

অতিবর্চ্চস— দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবর্চ্চস ও অতিবর্চ্চসকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

অতিবল—প্রজাপতি কর্দ্দম হইতে অনঙ্গ, অনঙ্গ হইতে অতিবল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়া অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ন হন। তাঁহার স্ত্রী সুনীথা হইতে বেণের জন্ম হয়। (মহাভা)।

অতিবাহু—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা কপিলার গর্ভে অতিবাহুর জন্ম হয়। (মহাভা)। কপিলা দেখ। (২) অতিবাহু ভৃগুর তনয়। অগ্নিধ্র, ভার্গব, অতিবাহু, শুচি, যুক্ত, শুক্র ও অজিত, ইঁহারা ভৌত্য মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। (৩) অগ্নিধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবন ও পুত্র, মহাতেজশালী এই দশ ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন। (ব্রহ্মা)। (৪) কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ মতে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র সংখ্যা আট। অগ্নিধ্র ও অজিত দেখ। (৫) কশ্যপ পত্নী প্রধার গর্ভে অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা, হূহূ, প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

অতিবিভূতি—মনুবংশীয় নরপতি খনিনেত্রের তনয়। খনিনেত্র দেখ। (বিষ্ণু)।

অতিভানু—ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু এই দশজন শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার গর্ভজাত। (গর্গ)।

অতিমন্যু—কুরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যজিৎ, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অতিমন্যু ও সুযশা এই দশটী চাক্ষুষ মনুর পুত্র (শিব-ধর্ম্ম)। অগ্নিষ্টোং ও অতিরাত্র (১) দ্রষ্টব্য।

অতিযাজ— মহর্ষি অতিযাজ ঋজিশ্বা ঋষি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋজিশ্বা মুনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। (ঋগ)।

অতিরথ—পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের অন্যতম তনয়। (মহাভা)। তংসু দেখ।

অতিরাত্র—(১)চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নিষ্টোং ও চাক্ষুষ মনু দেখ। (মৎ)।

(২) অতিরাত্রনামে একব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বলাক নামে রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। (মার্ক)। অদ্রি দেখ।

অতিলোহিতা—বহুপুত্রের চারি পত্নীর অন্যতমা অতিলোহিতা ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অতিসেন—শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র অতিসেন, শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। (হরি)।

অৎক—অৎক নামে এক অনার্য্য দস্যু ছিল। কবি নামক কোন ঋষির মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র অৎককে বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অত্যুগ্র—দানব বিশেষ। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অত্রি—(১) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিক্রীত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ, ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। অত্রি দক্ষিণ দিক্‌বাসী ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম অনসূয়া। তিনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। রামচন্দ্র বনবাস কালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল যাপন করিয়াছিলেন। অনসূয়া দেবী সীতাকে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে বিজয়ী হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে অত্রি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। (রামা)। ব্রহ্মা যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রির জন্ম হয়। দক্ষের কন্যা অনুসূয়া অত্রির পত্নী ছিলেন। অনুসূয়া হইতে সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় জন্মে। অত্রি হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে বহ্নি ও বেদ বেদাঙ্গ নিরত মহাবল সম্পন্ন স্বস্ত্যাত্রেয় ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম মন্বন্তরে শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। (কূর্ম)। (২) বরাহ কল্পে চতুর্দ্দশ দ্বাপরে মহাদেব আঙ্গিরস বংশে, গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক, উক্ত বংশে গৌতমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকল প্রকার যোগে পারদর্শী ছিলেন। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই অত্রির সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ভদ্রার গর্ভে চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার অন্যপত্নীর গর্ভজাত ঋষি তনয়গণ স্বস্ত্যাত্রেয় নামে খ্যাত ছিলেন। আত্রেয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দত্ত ও কনিষ্ঠ দুর্ব্বাসা বিখ্যাত কীর্ত্তি ও মহাতেজা ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী অমলা তাঁহাদের কনিষ্ঠা ছিলেন। একদা সূর্য্য রাহুর আক্রমনে আকাশ হইতে ভূতলে

পতিত হইতেছিলেন। ভূতলে পতনোন্মুখ সূর্য্য অত্রির প্রভাবে আর পতিত হইলেন না। এইজন্য মহর্ষিরা অত্রিকে প্রভাকর বলিয়াছিলেন। (লি)। অত্রি একজন বৈদিক ঋষি। একবার অসুরগণ মহর্ষি অত্রিকে শতদ্বারযন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া পীড়াদিবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় শীতল জল নিক্ষেপে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)। স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। ব্রহ্মর্ষি অত্রি একবার সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। (মহাভা)। (৩) কলির প্রারম্ভে অঙ্গিরা বংশীয় গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক, নামে যোগাসক্ত ধ্যাননিষ্ঠ চারিপুত্র জন্মে। (বায়ু)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনুকর্ত্তৃক সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে উত্তানপাদকে সৃষ্টি করেন। অত্রি এই উত্তানপাদকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এই উত্তানপাদই তৎকালে পৃথিবীর রাজা ছিলেন। (বায়ু)। (৪) শুক্রাচার্য্যের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি ও শৌনক নামে চারিপুত্র জন্মে। তাঁহারা দৈত্যাদির পৌরহিত্যরূপ পৈত্রিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (কালিকা)। অত্রি ব্রহ্মার পুত্র। অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম নামক পুত্র উৎপন্ন হন। (ভাগ)।

অথর্ব্বন্, অথর্ব্বা—(১) পুরাকালে অথর্ব্বা নামে ঋষি পুষ্করাদধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর দেবগণের হব্যবহন করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মরণান্তে তিনি পুনরায় অথর্ব্বের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অথর্ব্বন্ নামে বিখ্যাত হন (মৎ)। অথর্ব্ব ঋষির পত্নী চিত্তি হইতে দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ভৃগু ঋষি অথর্ব্বা নামে পরিচিত ছিলেন। ভৃগুর তনয় অঙ্গিরা। (ব্রহ্মা)। পুষ্করোদধি মন্থনে অমৃতোৎপত্তির পর অথর্ব্বন্ অগ্নির উৎপত্তি। এই অথর্ব্বা লৌকিকাগ্নি। ইহার তনয় দধ্যঙ্গ। (বায়ু)। আঙ্গিরস অথর্ব্বনের তিন পত্নী—মরীচি নন্দিনী সুরূপা, কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট ও মনুতনয়া পথ্যা। সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য এবং পথ্যা হইতে গর্ভজ তনয় বিষ্ণু এবং মানস তনয় সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। বৈদিক কালের একজন ঋষির নাম অথর্ব্বা ছিল। ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অথর্ব্বা অঙ্গির ঋষিকে, অঙ্গির ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গিরসকে এবং অঙ্গিরস শৌনকে ব্রহ্মবিদ্যা

শিক্ষা দিয়াছিলেন। (মুণ্ডক)। অথর্ব্বা ঋষি প্রথম অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই অগ্নির উপাসনা প্রচলিত করেন। (অথ)।

অথর্ব্বাঙ্গিরস—অঙ্গিরা দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে স্বধা ও সতীকে বিবাহ করেন। সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক এক দেবতাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অদিতি-(১) অদিতির তনয় বরুণ, ভগ, মিত্র, অর্য্যম, দক্ষ ও অংশ এই ছয়জন আদিত্য নামে পরিচিত। এই আদিত্যগণ সংখ্যায় বেদেরই সর্ব্বত্র সমান নহেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে, অদিতির আট তনয় জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ড নামক তনয়কে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক অবশিষ্ট সাত তনয়কে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এই অদিতি কশ্যপের পত্নী অদিতি নহেন। অদিতি অর্থ অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী। যাস্ক অদিতি অর্থে অদিমাতা দেবমাতা করিয়াছেন। (ঋগ)। (২) দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্টপত্নীর একতরা অদিতি। তাহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমার যুগল এই ত্রয়োত্রিংশৎ দেবতা জন্ম পরিগ্রহ করেন। (রামা)। দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপ পুত্র বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু এবং মনু হইতে ইক্ষ্বাকু, নৃগ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিশ্বর নরকাসুর একবার অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, নরকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে প্রত্যর্পণ করেন। (বিষ্ণু)। ইক্ষ্বাকু দেখ। ব্রহ্মার শাপে অদিতি ও সুরভি নাম্নী কশ্যপ পত্নীদ্বয় দেবকী ও রোহিনী নামে এবং স্বয়ং কশ্যপ বসু নামে জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। মহর্ষি কশ্যপ অদিতির পুণ্যক ব্রতের জন্য পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি স্বীয় স্বামী কশ্যপকে উক্ত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ নিষ্ক্রয় লইয়া কশ্যপকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং বলিকে বঞ্চনা করেন। (অগ্নি)। কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে মার্ত্তণ্ডদেব জন্মগ্রহণ করেন। একদা দেবগণকে দৈত্য দানব কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়া অদিতি অতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইলেন। দেবগণের মঙ্গ-

লার্থ তখন তিনি সবিতার (সূর্য্যের) আরাধনা আরম্ভ করিলেন। সবিতা তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, অদিতি তখন সূর্য্যকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যথাকালে অদিতি গর্ভধারন করিলেন এবং নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া কালকর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কশ্যপ ইহাতে গর্ভ নষ্টের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অণ্ড প্রসব কারলেন। কশ্যপ তাঁহাকে মৃত অণ্ড মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ অণ্ড প্রসূত সন্তান মার্ত্তণ্ড নামে আভাংত হইলেন। (ভাগ)।

অদীন—চন্দ্রবংশায় নরপতি সহদেবের তনয়। অদানের তনয় জয়সেন। জয়সেনের তনয় সংহাত। (বিষ্ণু)। জয়সেন দেখ।

অদুর—ব্রহ্মমেরু সাবর্নির দেববায়ু, অদুর, দেবশ্রেষ্ট, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠের তনয় শক্ত্রি, শক্ত্রির পত্নী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি শক্ত্রি কল্মাষ-পাদ রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত হইলে অদৃশ্যন্তী পরাশরকে প্রসব করেন। (মহাভা)। লিঙ্গপুরাণ মতে রুধির নামক রাক্ষস শক্ত্রিকে ভক্ষণ করে। কল্মাষপাদ দেখ।

অদ্বিষেন—একজন মন্ত্রবেদী ব্রাহ্মণ। (বায়ু)।

অদ্ভুত—(১) নবম মন্বন্তরে দক্ষ সাবর্নির সময়ে যিনি ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহার নাম অদ্ভুত ছিল। (বিষ্ণু)। (২) দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারবানের নাম। (হরি)। (৩) সবল নামক অগ্নির তনয় অদ্ভুত, অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি। (বায়ু)। (৪) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বাত, ধ্রুব, মনোজব, ক্ষিতি, প্রঘাস, প্রচেতা, অদ্ভুত, অবণ ও বৃহস্পতি ইহারা লেখগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৫) অগ্নির অন্য নাম অদ্ভুত। (ঋগ)।

অদ্ভুতি—ধর্ম্মপত্নী মরুত্বতী হইতে অগ্নি, জ্যোতি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অদ্রি—(১) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দদেব সেনাপাতপদে বৃত হইলে, তমসা নদী তাঁহাকে সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অদ্রি ও কম্পককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বামন)। অদ্রি তনয় বলাক নামক রাক্ষস আতরাত্রের কন্যা ও সুশর্ম্মার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। (মার্ক)। উত্তম দেখ।

অদ্রিকা—অপসরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে যমুনার জলে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা উপরিচরের ঔরসে অদ্রিকা মৎস্যরাজ নামে পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই

সত্যবতীই বেদব্যাসের জননী। (মহাভা)। বসু নরপতির পত্নী অদ্রিকা হইতে ব্যাসজননী সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। উপরিচর দেখ। বানরপতি কেশরীর অন্যতমা স্ত্রী। অদ্রিকা হইতে নিঋতি বায়ুর ঔরসে অদ্রি নামে এক পিশাচ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং অদ্রি হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ব্রহ্মা)।

অদ্রোহক—একজন ইন্দ্রিয়বিজয়ী গৃহী। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অধন—বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকার গর্ভে ও পাণ্ডুর ঔরসে, দ্যুতিমান, রজ, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র নামে সাত তনয় জন্মে। ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। এই পুরাণেরই অন্যত্র আছে, বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জা হইতে অধন প্রভৃতি সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। কেবল দ্যুতিমানের পরিবর্ত্তে পুত্র নাম দৃষ্ট হয়।

অধরারণ্য—তিনি ইন্দ্র সাবর্নি বংশীয় পুণ্যারণ্যের তনয়। তাঁহার তনয়ের নাম মঙ্গলারণ্য। (ব্রহ্ম-বৈ)।

অধর্ম্ম—(১) ভগবান্ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। অধর্ম্মের বামভাগ হইতে তাঁহার পত্নী অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৩) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা এবং তনয় অনৃত ও কন্যা নিকৃতি। (বিষ্ণু)। (৪) ব্রহ্মার তনয় অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ভার্য্যা মিথ্যা। তাঁহাদের দম্ভ নামে এক তনয় ও মায়া নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দম্ভ স্বীয় ভগিনী মায়াকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় লোভ ও কন্যা নিকৃতি (শঠতা)। (ভাগ)। (৫) অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূত নাশ-কারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। তাহার স্ত্রীর নাম নিঋতি, তাঁহার গর্ভে ভয়, মহা-ভয় ও মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ জন্মে। (মহাভা)। অনৃত দেখ।

অধিদান্ত—সাত্বত বংশীয় হৃদিকের অন্য-তম তনয় শতধন্বা। শতধন্বা চ্যবন মুনির প্রসাদে ভিষক, বৈতরণ, সুদান্ত ও অধিদান্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নাম্নী দুই কন্যা লাভ করেন। (হরি)।

অধিপ—উত্তম মন্বন্তরে সত্য একজন দেবতা ছিলেন। দিকপতি, বাকপতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, বর্ব্বোধা, মুহু, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন সত্যের অনুগ দেবতা ছিলেন। (বায়ু)। উত্তম দেখ।

অধিপতি—কাব্য ও অন্ধ দেখ।

অধিরথ—(১) চন্দ্রের তনয় বুধ, বুধের আত্মজ চৈত্র, চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় সুরথ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ) চৈত্র দেখ। (২) যযাতি বংশীয় নর-পতি সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই

অধিরথ কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণকে পালন করেন। কর্ণের তনয় বৃষসেন। (বিষ্ণু)। (৩ তিনি অঙ্গদেশীয় নরপতি সত্যকর্ম্মার ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সূত জাতীয় পুত্র। (হরি)। অধিরথের পত্নী রাধা জলে ভাসমান কুন্তীর পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া পালন করেন। সেজন্য কুন্তীর তনয় কর্ণ রাধেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)।

অধিসীমকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় অশ্বমেধ দত্তের তনয় অধিসীমকৃষ্ণ। নিচক্ষু অধিসীম কৃষ্ণের তনয়। নিচক্ষুর তনয় উষ্ণ। (বিষ্ণু)। বায়ুপুরাণ মতে অধিসাম কৃষ্ণ, তাহার তনয় নিবক্তৃ। উষ্ণ ও অশ্বমেধ দত্ত দেখ।

অধিসোমকৃষ্ণ—পাণ্ডব বংশীয় শতানীকের পুত্র অধিসোমকৃষ্ণ। তাঁহার তনয় বিবক্ষু। হাস্তনাপুরী গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করেন। (মৎ)।

অধীতি—সকল মন্বন্তরেই প্রজাসিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময় শরীর ও দেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকুত, আকুতি, বিত্তি, সুবিত্তি, কুতি, অধীষ্ট, অধীতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি, প্রভৃতি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। (বায়ু)।

অধীশ্বর—বিশাল নগরীতে বিশাল নামে একরাজা ছিলেন। তিনি গয়াতীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় পিতামহ অধীশ্বর নরপতিকে অবীচি নামক নরকহইতে উদ্ধার করেন। (বরা)।

অধীষ্ট—অধীতি দেখ।

অধৃষ্ট—সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। (ব্রহ্ম)। সাবর্ণি মনু দেখ।

অধ্বরীবান্—সাবর্ণি মনুর নয়জন পুত্রের অন্যতম। (ব্রহ্ম)। সাবর্ণি মনু দেখ।

অধ্বর্য্যু—(১) বৈশম্পায়নের শিষ্য। তিনি স্বীয় গুরুর নিকট যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। (ভাগ)। (২) যজ্ঞ কার্য্যে পুরোহিতেরা ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত হন। ইহাদের প্রত্যেক দলের আবার সংকারী আবশ্যক হয়। একবার স্বয়ং ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অধ্বর্য্যু, প্রতিহাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা এই চারিজন ব্রহ্মার অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অধ্রিগু—এক জন ঋষি। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরের আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অনগ্নি—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, অনগ্নি ও সাগ্নি এই পিতৃগণ হইতে স্বধা, মেনা ও বৈধারিনা নাম্নী দুইকন্যা লাভ করেন। তাহারা ব্রহ্মবাদিনী, যোগিনী ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। (মার্ক)। অগ্নিষ্বাত্ত দেখ।

অনগ্নিদগ্ধ—অগ্নিষ্বাত্ত ও কাব্য দেখ।

অনঘ—বশিষ্ঠ পত্নী উর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাতপুত্র জন্মে। তাঁহারা

উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ঊর্জ্জা দেখ। (২) পুরুবংশীয় রাজর্ষি সুবোধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী উপদানবী হইতে দুষ্মন্ত, সুষমন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মে। দুষ্মন্তের তনয় ভরত। (হরি)।

অনঙ্গ—(১) ইনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রের তনয়। (রামা)। (২) একজন বানর দলপতি। ইনি সুগ্রীবের আদেশে দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছিলেন। (রামা)। (৩) নরপতি কর্দ্দমের পুত্র অনঙ্গ। তিনি প্রজাপালন তৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি বিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র অতিবল। (মহাভা)। অতিবল দেখ। (৪) কামদেব মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করায়, মহাদেব স্বীয় নেত্র সম্ভূত অগ্নি দ্বারা তাঁহাকে ভস্মীভূত করেন। তদবধি কামদেবের নাম হয় অনঙ্গ। (বৃহদ্ধ)।

অনঙ্গকুসুমা—(১) যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অনঙ্গবতী—অনঙ্গবতী নাম্নী এক গণিকা বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলে মরণান্তে কামদেবের অন্যতমা পত্নী হইয়াছিলেন। (মৎ)।

অনঙ্গবেশা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)।

অনঙ্গমদনা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)।

অনঙ্গমদনাতুরা—যোগিনী দেবী বিশেষ (কালিকা)।

অনঙ্গমালিনী—(১) যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম পা)।

অনঙ্গমেখলা—যোগিনী দেবী বিশেষ। (কালিকা)

অনঙ্গসেনা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অনন্ত—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে অনন্ত, বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ জন্মলাভ করেন। তুষ্টিদেবী অনন্তের পত্নী। মহাতাল নামক পাতাল প্রদেশে অনন্তদেব বাস করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) যদুবংশীয় নরপতি বিশ্রুতের পুত্র অনন্ত। অনন্তের পুত্র দুর্জ্জয়। (কূর্ম্ম)। কশ্যপ পুত্র অনন্ত মাতার শাপে অতি কষ্টসাধ্য তপস্যা আরম্ভ করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার অন্যনাম শেষ নাগ। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আদেশে তিনি সমুদ্র-মন্থনের জন্য মন্দর পর্ব্বতকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশীয় পৃথুর তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয় গয়। (বরা)। (৪) ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল

এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)। (৫) দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করেন, অনন্ত তাঁহাদের একজন। (মহাভা)। (৬ হৈহয়-দিগের কুল পাঁচটী তন্মধ্যে বীতি-হোত্রের পুত্র অনন্ত, অনন্তের তনয় দুর্জ্জয়। (অগ্নি)। অনন্তদেবের পত্নী তুষ্টি। (দেবী-ভাগ)। (৭) বিদ্রুম মহর্ষির স্ত্রী সোমা হইতে অনন্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বিষয়ে এক অদ্ভুত গল্প বলিয়াছিলেন। (কল্কি)। (৮) সূর্য্যের অপর নাম অনন্ত। (মহাভা)। অম্বুজ ও কশ্যপ দেখ।

অনন্তক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি শশবিন্দু এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবনী মণ্ডলের একাধিপত্য ও শতাধিক এক সহস্র পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অনন্তক সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। অনন্তকের তনয় যজ্ঞ, যজ্ঞের তনয় ধৃতি। (ল)।

অনন্তভাগী—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)।

অনন্তর—যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞ হইতে উশত জন্মে। (হরি)।

অনন্তা—কুমুদা, বিমলা, অনন্তা, ভবানী, সুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী, রম্ভা ও পার্ব্বতী এই অষ্টাদশ জন দেবীকে প্রতিমাসে শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অর্চ্চনা করিলে, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়। (মৎ)।

অনপান—বলির অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ। রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র দধিবাহন। গুরুদেবতার অপরাধে তিনি অপানবিহীন হইয়াছিলেন। তাই ইঁহার অন্যনাম অনপান। অনপানের পুত্র দিবিরথ। (বায়ু)। অঙ্গ দেখ

অনপায়—বাহ্য মরুত্তের অন্যতম তনয় অনপায়, অনপায়ের তনয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইতে ক্ষত্রধর্ম্ম জন্মে। (বায়ু)।

অনবদ্যা—(১) অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, আসিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল। (মহাভা)। কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে অনবদ্যা, অনবশা, অম্বিকা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা ও ভাসী এই কয়জন অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। (২) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী দিতি হইতে অনবদ্যা, সানুরাগা, সসুরা, মার্গনী, প্রিয়া, অসুয়া, সুভগা, ও ভীমা নাম্নী আট কন্যা জন্মে। (কালিকা)। কশ্যপ ও অনুপা দেখ।

অনবরথ—জ্যামঘবংশীয় নরপতি মধুর তনয় অনবরথ, অনবরথের তনয়

কুরুবৎস, কুরুবৎসের তনয় অনুরথ। (হরি)।

অনবশা—অনবস্থা দেখ।

অনমিত্র—(১) সাত্বতবংশীয় নরপতি সুমিত্রের অনমিত্র ও শিনি নামে দুই পুত্র জন্মে। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। এই অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি (মতান্তরে-বৃষ্ণি) জন্মগ্রহণ করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। (বিষ্ণু)। (২)। সাত্বত বংশীয় বৃষ্ণির যুধাজিৎ, অনমিত্র ও শিনি নামে তিন পুত্র জন্মে। (কূর্ম্ম)। (৩) বৃষ্ণি বংশীয় দেবমীঢ়ের তনয় অনমিত্র ও শিনি। (লিঙ্গ)। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি নিঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনমিত্র, অনমিত্র হইতে বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা দুলিদুহ জন্মগ্রহণ করেন। এই দুলিদুহের তনয় দিলীপ। (হরি)। (৫) যদু-বংশীয় নৃপতি ক্রোষ্টার অন্যতমা পত্নী গান্ধারী, অনমিত্র নামক এক পুত্র প্রসব করেন। অনমিত্রের তনয় শিনি, শিনির তনয় সত্যক। অনমিত্রের অন্যতম তনয় নিঘ্ন হইতে প্রসেন ও সত্রাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি) (৬) যযাতি বংশীয় যুধাজিতের অন্যতম তনয় অনমিত্র। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন, বৃষ্ণি ও শিনি এই তিন জন। (ভাগ)। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্র বনে গমন করেন। রঘুর তনয় দিলীপ। (মৎ)। (৮) সাত্বত-বংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী, অনমিত্র, যুধাজিৎ প্রভৃতি পাঁচ তনয় প্রসব করেন। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন। (মৎ)।

অনয়—বশিষ্ঠ হইতে ঊর্জ্জার গর্ভে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনয়, সুতপা ও শুক্র নামে সাত তনয় জন্মে। তাঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। পুণ্ডরীকা নামে বশিষ্ঠের এক কন্যাও ছিলেন। (শিব)। (২) পুরু-বংশীয় অংযুরোধের দুষ্মন্ত, প্রবীর, সুমন্ত ও অনয় নামে চারি তনয় জন্মে। (অগ্নি)। অনঘ ও ঊর্জ্জা দেখ।

অনরণ্য—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাণ নৃপতির তনয়। মহাবাহু মহাতপা সাধুত্তম মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বকালে, কখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা চৌরভয় ছিলনা। এই অনরণ্যকে রাবণ সমরে পরাস্ত করাতে, তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, 'রে রাক্ষসাধম! আমার বংশে এমন একজন রাজা জন্মিবেন, যাঁহার হস্তে তুমি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে'। অনরণ্যের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় ত্রিশঙ্কু। (রামা)। (২) মান্ধাতা-বংশীয় সম্ভূতের তনয় অনরণ্য। এই অনরণ্যকে দিগ্বিজয় কালে রাবণ হরণ করেন। অনরণ্যের তনয় পৃষদশ্ব। পৃষদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। (বিষ্ণু)। (৩) ইন্দ্রসাবর্ণি-বংশীয় নরপতি মঙ্গলারণ্যের তনয় অনরণ্য। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি

ছিলেন এবং স্বীয় পুরোহিত ভৃগুমুনি দ্বারা শতযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র ও পদ্মা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। পদ্মা যৌবন সীমায় উপস্থিত হইলে, পিপ্পলাদ ঋষি এই কন্যার পাণি প্রার্থী হইলেন। রাণীর অসম্মতি থাকা সত্বেও মন্ত্রির পরামর্শে মুনির শাপের ভয়ে, রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি সর্ব্বকর্ম্মার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় অনমিত্র ও রঘু। (হরি)। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ত্রসদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হর্য্যশ্ব। (ভাগ)। (৬) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিষ্ণুবৃদ্ধের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় বৃহদশ্ব ও পৌত্র হর্য্যশ্ব। (কূর্ম্ম)। (৭) নরপতি অনরণ্য সূর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। (বরা)। (৮) সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় নিঘ্ন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৯) মান্ধাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় হর্য্যশ্ব। (বৃহদ্ধ)। (১০) কল্মাষপাদের তনয় সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় মুণ্ডীদ্রুহ। মুণ্ডিদ্রুহের তনয় নিষধ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। (শিব)। কল্মাষপাদ ও ঋতুপর্ণ দেখ।

অনর্ক—নরপতি দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দনের তনয় ভর্গ ও বৎস। বৎসের তনয় অনর্ক। অনর্কের তনয় ক্ষেমক, ক্ষেমকের তনয় বর্ষকেতু। (অগ্নি)। ক্ষেমক দেখ।

অনর্ব্বা—বৃত্রাসুরের সহচর অসুর বিশেষ। (ভাগ)।

অনল—(১) রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ভ্রাতা মালির ঔরসে ও তদীয় ভগিনী বসুদার গর্ভে, অনল, নাল, হর ও সম্পাতি নামে চারি তনয় জন্মে। ইহাদের মধ্যে অনল বিভীষণের অমাত্য ছিলেন। তিনি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে প্রদান করেন। (রামা)। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনল। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। (বিষ্ণু)। সেনা-পতিকুমার অনলের তনয়। (কূর্ম্ম)। অনলের অপত্য কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ, (অপর নাম সনৎ-কুমার)। কুমার দেখ। পিতামহ ব্রহ্মা অনলকে বসুগণের অধিপতি করেন। (হরি)। (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশ-ধর সুধন্বার তনয় অনল। অনলের তনয় উকৃথ। (হরি)। উকৃথ দেখ। (৪) ব্রহ্মার তনয় বৈবস্বত মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি। প্রজাপতির পত্নী শাণ্ডিল্যার গর্ভে অনলের জন্ম হয়।

(মহাভা)। অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনলের তনয় অবিজ্ঞাত, কার্ত্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই কয় জন। (অগ্নি)। কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই সাতটী পিতৃগণ। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী মূর্ত্তিমন্ত ও ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পূজিত এবং শেষ তিনটী মূর্ত্তিশূন্য ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। (শিব-ধর্ম্ম)। অগ্নিষ্বাত্ত দেখ।

অনলা—(১) দক্ষের ষষ্ট কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্টপত্নীর একতরা অনলা পরম প্রশস্ত ফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন। (রামা)। (২) রাক্ষস রাজ মাল্যবাণের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুন্দরীর গর্ভে বজ্রমুষ্টি প্রভৃতি শত পুত্র ও অনলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর ঔরসে কুম্ভীনসীর জন্ম হয়। কুম্ভীনসীকে মধুদৈত্য হরণ করিয়া বিবাহ করে। (রামা)।

অনাদিক—অন্যতম রুদ্র। (অগ্নি)।

অনাদৃষ্টি—নিবর্ত্ত হইতে অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী অনাদৃষ্টি শত্রুশত্রুঘ্ন ও মহাবল শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অনাধৃষ্ট—(১) যদু বংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃষ্টের পুত্র আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর এই তিনজন। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও বীর ছিলেন। তন্মধ্যে দশার্হের পুত্র ব্যোমা। (হরি)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম অনাধৃষ্ট। (মহাভা)।

অনাধৃষ্টি—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। যদুবংশীয় দেব মীঢ়ষের পুত্র শূর, শূর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কণবক, বৎসবান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। অনাধৃষ্টির পত্নী অশ্মকা নিবর্ত্তশত্রু নামে একপুত্র প্রসব করেন। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে শূরের পত্নী মারিষা এই দশ পুত্র ও পাঁচ কন্যা প্রসব করেন।

অনানত—অঙ্গিরাবংশীয় অনানত এক জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অনায়ু—দক্ষ প্রজাপতির অদিতি, দিতি, দনু, কালা অনায়ু, সিংহিকা, মুনি প্রবোধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা ও কদ্রু এই দ্বাদশ কন্যাকে মরীচি পুত্র কশ্যপ বিবাহ করেন। অনায়ু আধি ব্যাধিকে প্রসব করেন। (হরি)। অনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষর নামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাপতি হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

অনায়ুধ—অতি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বিশেষ। (কালিকা)।

অনায়ুষা—দেবশিল্পী ত্বষ্টার ভার্য্যার নাম অনায়ুষা। (হরি)।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। প্রদ্যুম্নের ঔরসে ও রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। অনিরুদ্ধ স্বীয় মাতুল কন্যা রোচনাকে বিবাহ করেন। শোণিত পুরের অধিপতি বাণ রাজার কন্যা উষা অনিরুদ্ধের অন্যতমা স্ত্রী। উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের প্রতি অনুরাগিণী হন। পরে স্বীয় সহচরী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। পিতা বাণ ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। নারদ মুখে এই বিবরণ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইয়া বাণ রাজাকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মৈত্রিবন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং পৌত্র, পৌত্র বধূ সহ দ্বারকায় উপস্থিত হন। (ভাগ)। অনিরুদ্ধের স্ত্রী সুভদ্রা (অন্য নাম রোচনা) বজ্রকে প্রসব করেন। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। (বিষ্ণু)। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও সানু (হরি)। অনিরুদ্ধের পুত্র মৃগকেতন। (মৎ)। উষা দ্রষ্টব্য।

অনিল—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী মিত্রবিন্দা হইতে বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বহ্বম, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি, নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর অন্যতম অনিল জন্মগ্রহণ করেন। অনল দেখ। (মৎ)। অনিলের পত্নী শিবা হইতে মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে দুই পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (৩) কশ্যপ পত্নী দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন অনিল তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। (৪) ব্রহ্মার পুত্র বৈবস্বত মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির স্ত্রী শ্বাসার গর্ভে অনিলের জন্ম হয়। (৫) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র পুরোজব। (অগ্নি)। অষ্ট মারুতের অন্যতম অনিল। (পদ্ম-উত্ত)। অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র প্রাণ, রমণ ও শিশির এই তিনজন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অনিষ্টকর্ম্মা—মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা দৃঢ়মানের পুত্র অনিষ্ট কর্ম্মা, তাঁহার পুত্র হানেয়। হানেয়ের পুত্র তল। (ভাগ)। অনিল একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অনীকবান্—সবন নামক অগ্নির পুত্র অদ্ভুত। অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি, বিবিচির পুত্র অর্ক। অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাস্তজবান্, সুরভি, পিতৃকৃৎ, ও রক্ষোহা। (বায়ু)।

অনু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। যযাতি অনুকে উত্তর

খণ্ডের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষ নামে অনুর তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়। (বিষ্ণু)। (২) যদুবংশীয় মধুর পুত্র কুরু, কুরুর অপত্য সুত্রামা ও অনু। অনুর পুত্র পুরুকুৎস। (কূর্ম্ম)। মধুর পুত্র কুরুবংশক, কুরুবংশকের তনয় অনু, অনু হইতে পুরুত্থান, পুরুত্থান হইতে অংশু জন্মে। (লি)। যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ঘৃত, ঘৃতের তনয় দুদুহ। (হরি)। (৩) যযাতি বংশীয় মধুর তনয় কুরুবশ, কুরুবশের তনয় অনু, অনু হইতে পুরু হোত্র, পুরুহোত্র হইতে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৪) যযাতি বংশীয় কপোতরোমার তনয় অনু। অনুর তনয় অন্ধক, অন্ধক হইতে দুন্দুভি জন্ম গ্রহন করেন। তুম্বুরু অনুর সখা ছিলেন। (ভাগ)। অন্ধক দেখ।

অনুকম্পন—সত্যযুগের একজন রাজা। তিনি সংগ্রামে ক্ষীণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হন। তাঁহার তনয় হরি, যুদ্ধে নিহত হন। (মহাভা)।

অনুকর্ম্মা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে তিনি একজন। (মহাভা)।

অনুগা—অনুকা দেখ।

অনুগোপ্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে তিনি একজন। (মহাভা)।

অনুগ্রহ—গুরু, গভীর, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, স্ত্রীমানী, প্রতীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন ও সুবল ইহারা ভৌত্য মনুর তনয়। (মার্ক)।

অনুচক্র—চক্র দেখ।

অনুজা—বার্হদ্রথ রাজার কন্যা। কংশ নরপতি বার্হদ্রথকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহদেবা ও অনুজা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। (মহাভা)।

অনুতাপন—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু এক ষষ্টিটি তনয় প্রসব করেন। তন্মধ্যে দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, স্বর্ভানু, কপিল, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্র-কেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। (ভাগ)। দনু দেখ

অনুত্তম — সুধর্ম্মা, শঙ্খপা, উকৃথ, অনুত্তম, বিশ্বাবসু, সুপর্ব্বা, বিষ্ণু ও রুরু ইহারা চাক্ষুষ মনুর তনয়। (হরি)।

অনুদৃক—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্য-তম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অনুনা—অনুকা দেখ

অনুপরাজ—একজন ক্ষত্রিয় রাজা। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অনুপর্ণ—নল রাজার সখা ঋতুপর্ণ রাজের তনয় অনুপর্ণ। অনুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ। (শিব)। কল্মাষপাদ দেখ।

অনুপলাল— একজন ভূতযোনী বিশেষ। (অথ)।

অনুবিন্দ—(১) অবন্তী দেশের অধিপতি জয়সেন, শূরের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মিত্রবিন্দা নাম্নী কন্যা এবং অনুবিন্দ ও বিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে অনুবিন্দ ও বিন্দ ভ্রাতৃদ্বয় বিরোধী ছিলেন। এমন কি, পরেও তাঁহারা জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সহদেব তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (মহাভা, ভাগ, বিষ্ণু, হরি)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম অনুবিন্দ। (মহাভা)। (৩) কেকয়রাজ মহিষী শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র, বিন্দ ও অনুবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিন্দ ও অনুবিন্দ অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন। সেজন্য তাঁহারা আবন্ত নামে খ্যাত। (বায়ু)।

অনুব্রত—কেকয়রাজের স্ত্রী শ্রুতকীর্ত্তি অনুব্রতকে প্রসব করেন। (মৎ)।

অনুভানু—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে অনুভানু, একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্ট, প্রলম্ব প্রভৃতি দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)। দনু দেখ।

অনুমতি—(১) শুভ ইচ্ছা ও শুভ দাতা দেবীর নাম অনুমতি। (ঋগ)। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা প্রসব করেন। স্মৃতি লব্ধানুভব নামে এক তনয়ও প্রসব করেন। অঙ্গিরা দেখ। (বিষ্ণু, লি) (২) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই তনয় প্রসব করেন। (ভাগ)। কুহু দেখ। (৩) অনুমতি নামে একঋষিও ছিলেন। (মৎ)।

অনুমন্তা—মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভু ইহারা দ্বাদশ সাধ্যগণ নামে পরিচিত। (বায়ু)।

অনুম্লোক—অগ্নির অন্যনাম। (অথ)।

অনুম্লোচণ্ডী—(১) পঞ্চচূড়া বিশিষ্ঠা স্বর্গীয়া অপ্সরা। (বায়ু)। সূর্য্যের অনুগতা প্রম্লোচণ্ডী ও অনুম্লোচণ্ডী নামে দুই অপ্সরা ছিলেন। (যজু)।

অনুম্লোচা—ঋতুস্থলা, পুঞ্জিস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, অনুম্লোচা, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা এই দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করেন। (কূর্ম্ম)।

অনুযায়ী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম অনুযায়ী। (মহাভা)।

অনুর—যযাতির তনয় দ্রুহ্যুর বংশীয় প্রচেতার অনুর প্রভৃতি একশত জন তনয় ছিল। (অগ্নি)।

অমুরথ—অনবরথ দেখ।

অমুরাধা—দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে যে সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অনুরাধা অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)।

অমুশাষ—রাজপুর অধিপতি শাবের অনুজ অনুশাষ। অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়-কালে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। (গর্গ)।

অমুসূয়া, অনসূয়া—(১)অত্রি মুনির স্ত্রী। ইনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। রামচন্দ্র বনবাসকালে, ইহাঁদের আশ্রমে কিছু-কাল বাস করেন। তখন অনুসূয়া সীতাকে নানা প্রকার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন। (রামা)। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে অনুসূয়াকে অত্রি বিবাহ করেন। অনুসূয়া হইতে সোম, দুর্ব্বাসা এবং দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। (কূর্ম্ম)। (২) অনুসূয়া মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহূতির কন্যা। (ভাগ)। দক্ষ যজ্ঞে অত্রি, অনুসূয়ার সহিত সদস্য পদে বৃতা হইয়াছিলেন। (বাম)। অনুসূয়া স্বামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আমি আর স্বামীর বশীভূত থাকিবনা' এই বলিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া 'স্বামী ব্যতীতই তনয় প্রসব করিতে পারিবে' এই বলিয়া বর দেন। তাঁহার তনয় মহাদেবের বরে তাঁহারই নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। (মহাভা)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অত্রির পত্নী অনুসূয়া সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম নামে পাঁচ তনয় এবং শ্রুতি নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মা)।

অমুহ, অনূহ—কাম্পিল্য দেশের অধি-পতি পুরুবংশীয় বিভ্রাজের তনয় অনুহ। তিনি শুকদেবের কন্যা কৃত্বীকে (অন্যনাম, যোগমায়া বা কীর্ত্তি) বিবাহ করেন। কৃত্বী বিপুল শক্তিসম্পন্ন রাজর্ষি ব্রহ্মদত্তের জননী। (হরি)। কৃত্বী দেখ।

অনুহ্লাদ—দৈত্য বিশেষ। পুরাকালে অনুহ্লাদ (অনুহ্রাদ) শচীর পিতা পুলোমার অনুমতি লইয়া শচীকে হরণ করেন। শচীর স্বামী ইন্দ্র, অনুহ্লাদ ও স্বীয় শ্বশুর পুলোমা উভয়কে নিহত করেন। (রামা)। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু দানবী হইতে প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও সংহ্লাদ, নামে চারি তনয় জন্মে। দেবাসুর সংগ্রামে অনুহ্লাদ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনুহ্লাদের তনয় আয়ু, শিবি ও কাল। (হরি)। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্ম্যা, বাস্কল ও মহিষ নামে দুই তনয় প্রসব করেন। (ভাগ)। বিষ্ণু নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হিরণ্যকশিপুর চারি তনয়ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ যুদ্ধে বিরত হন। তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা পিতা হিরণ্যকশিপুর ন্যায় নৃসিংহ হস্তে নিহত হন। (কূর্ম্ম)। অনুহ্লাদ নরলোকে

জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হন। (মহাভা.)। অনুহ্লাদের কন্যা ভদ্রাকে গুহ্যকদিগের পিতামহ রত্নত-নাভ নামক যক্ষ বিবাহ করেন। ভদ্রার গর্ভে মনিবর ও মানভদ্র জন্ম-গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অনুচানা—অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে অনুচানা, অনবদ্যা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য ও সংগীত করিয়াছিল। (মহাভা)।

অনূদর—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম অনূদর। (মহাভা)।

অনূপা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী প্রধা হইতে অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গনাপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী এই আট কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র, নামে দশ তনয় জন্ম-গ্রহণ করেন। (মহাভা)। অনবদ্যা ও কশ্যপ দেখ।

অনূরু—বিনতার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম তনয়। (কশ্যপ দেখ)। কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমা, অনূরু, গরুড়, অরুণ ও বারুণি জন্ম গ্রহণ করেন। (কালিকা)। বালখিল্য মুনিগণ সূর্য্য সারথি অনূরুর সহিত সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন। (শিব-বায়বীয়)।

অনূহবান—এই ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। অজমীঢ় দেখ।

অনৃত—অধর্ম্মের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে অনৃত ও নিকৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। অনৃত স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভয় ও নরক নামে দুই তনয় এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। অধর্ম্ম দেখ।

অনেকচূড়া—একজন মাতৃকা। দেবাসুর যুদ্ধে অনেক মাতৃকা দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রদ্বারা মহিষাসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন। (বামন)।

অনেকজন্মজনন—অষ্টবসুর অন্যতম অনল। অনলের তনয় অনেকজন্ম-জনন। (মৎ)। অনল দেখ।

অনেকবক্রা—অপর নাম কুব্জা। কুব্জা দেখ।

অনেনা—(১) নরপতি ককুৎস্থের (অন্যনাম পরঞ্জয়) তনয় অনেনা। অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব। (বিষ্ণু)। (২) জনক বংশীয় নরপতি ক্ষেমারির তনয় অনেনা। অনেনার তনয় মীনরথ, মীনরথের তনয় সত্যরথ। (বিষ্ণু)। (৩) চন্দ্র-বংশীয় নরপতি পুরূরবার জ্যেষ্ঠ তনয় আয়ু। তিনি বাহুর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে নহুষ, ক্ষত্র-

বৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা নামে পাঁচ তনয় জন্মে। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুনহোত্র বা সুহোত্র। (বিষ্ণু)। (৪) আয়ুর পত্নী স্বর্ভানুর তনয়া প্রভার গর্ভে নহুষ, রম্ভ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন। অনেনার তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়। (হরি ও ভাগ)। (৫) এই অনেনার তনয় শুদ্ধ, শুদ্ধের তনয় শুচি (ভাগ)। (৬) শ্রাদ্ধদেব মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু (অন্যনাম পটু) ইক্ষ্বাকুর তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় অনেনা অনেনার তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বগন্ধি। (বৃহদ্ধর্ম্ম)। অন্ধ দেখ।

অনেবস—পুরূরবার অন্যতম তনয় আয়ু। তাঁহার স্ত্রী স্বর্ভানবীর গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় ও অনেবশ নামে চারি তনয় জন্মে। (মহাভা)। অনেনা ও আয়ু দেখ।

অনোপম্যা—বাণাসুরের স্ত্রী অনোপম্যা। মহাদেবের পরামর্শে নারদ যাইয়া তাঁহাকে উপবাস ব্রতাদি করিতে প্ররোচিত করেন। ইহাতেই তাঁহার মতিভেদ জন্মে এবং সেই পাপে বাণাসুর নিহত হয়। (মৎ)।

অন্তক—(১) একজন রাজর্ষি। একবার অসুরেরা রাজর্ষি অন্তককে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। (ঋগ)। (২) মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি। বসুমিত্রের দশবৎসর রাজত্বের পর তিনি দুইবৎসর রাজত্ব করেন। অন্তকের পর তাঁহার পুত্র পুলিন্দক তিনবৎসর রাজত্ব করেন। (মৎ)। যমের অন্য নাম।

অন্তর—রাজা শশবিন্দুর অন্যতম তনয় পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার তনয় অন্তর। এই অন্তর পুরাকালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবী রাজ্য লাভ করেন। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি মরুত্ত। (বায়ু)।

অন্তরা—অনেক গুলি লৌকিকী অপ্সরা আছে। অন্তরা তাহাদের অন্যতরা। (বায়ু)।

অন্তরীক্ষ—(১) অন্তরীক্ষ বৈদিক দেবতা স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বশিষ্ঠ ঋষি অন্তরীক্ষকে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োদশ দ্বাপরে রাজর্ষি অন্তরীক্ষ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কিন্নরের তনয় অন্তরীক্ষ অন্তরীক্ষের তনয় সুবর্ণ, সুবর্ণের তনয় অমিত্রজিৎ। (বিষ্ণু)। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। (জয়ন্তী দেখ)। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের

অনুগত ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। অন্তরীক্ষ দিগম্বর ও আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। অবশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। (৪) রঘুবংশীয় নরপতি পুষ্করের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সুতপা সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ। অমিত্র-জিৎ দেখ। (ভাগ)। (৫) মুরদৈত্যের অন্যতম তনয় অন্তরীক্ষ। পঞ্চশির মুর কৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে, নরকাসুরের পরামর্শে অন্তরীক্ষ প্রভৃতি মুরের সপ্ত তনয় কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু অবশেষে সকলেই কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। (ভাগ)। (৬) সূর্য্যবংশীয় নরপতি কিন্নরাশ্বের তনয় অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেন। (মৎ)। (৭) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। প্রত্যেক গণে আটটী করিয়া দেবতা ছিলেন। অন্তরীক্ষ, বসু, হয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা, ও সুমন্তা, এই আটজন আপ্তগণের অন্তর্গত ছিলেন। (বায়ু)। শিব বিহীন দক্ষ যজ্ঞে শ্রদ্ধা, শান্তি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দেবীগণ ও উপস্থিত ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

অন্তর্দ্ধান—(১) নরপতি পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধান ও হবির্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হইতে মারীচ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। (২) পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধান ও পালি। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। চাক্ষুষমনু-বংশীয় পৃথুর তনয় শিখণ্ডী, হবির্দ্ধান ও অন্তর্দ্ধান এই তিনজন। (কূর্ম্ম)।

অন্তর্দ্ধামা—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় অঙ্গ। অঙ্গের তনয় অন্তর্দ্ধামা। অন্তর্দ্ধামার তনয় হবির্দ্ধামা। (মহাভা)।

অন্তর্দ্ধি—বৈণ্যপৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পালিত নামে দুই ধর্ম্মজ্ঞ তনয় জন্মগ্রহণ করেন। অন্তর্দ্ধির তনয় হবির্দ্ধান। (হরি)। ব্রহ্মপুরাণ মতে পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পাতি। অন্তর্দ্ধান দেখ।

অন্তিক—যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু। যদুর তনয় সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক ও লঘু এই পাঁচ জন। (মৎ)। ক্রোষ্টু দেখ।

অন্তিকা—চতুষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা অন্তিকা। (অগ্নি)।

অন্ত্যা—নরপতি অন্ত্য বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

অন্দিগু—অঙ্গিরা-বংশীয় মহর্ষি অন্দিগু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অন্ধক—(১) অসুর বিশেষ। ইহার সহিত শিবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। (রামা)। (২) জ্যামঘ-বংশীয় নরপতি

অন্ধকের তনয় অন্ধকক্ক। অন্ধক ও ক্রোষ্টা দেখ। (ব্রহ্ম)।

অন্ধকারক—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় দ্যুতিমান, ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি কুশল, মন্দগ, (মনুগ-লি) উষ্ণ, পীবর অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামক স্বীয় সপ্ত তনয়কে তৎ তৎ নামায় বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। (বিষ্ণু)। অর্থকারক দেখ।

অন্ধ্র—ককুৎস্থের তনয় অনেনা, অনেনা হইতে পৃথু, পৃথু হইতে বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে অন্ধ্র, অন্ধ্র হইতে যুবনাশ্ব জন্মে। (বায়ু)। অনেনা দেখ।

অন্ধ্রক—একজন রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অয়চক্র—দক্ষকন্যা দনু মহর্ষি কশ্যপ হইতে বিপ্রচিত্তি, অয়চক্র, প্রভৃতি চল্লিশটী মহাবল তনয় লাভ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অন্নাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পীসাতাত ভগিনী অবন্তীরাজ জয়সেনের স্ত্রী রাজাধি দেবীর গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের অন্নাদ, বহ্নি, ক্ষুধি প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। (ভাগ)। জয়সেন ও আনন্দ দেখ।

অয়গভানু—মনস্যু সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নী সৌবিরী ও তনয় অয়গভানু। (মহাভা)।

অন্বিতা—অন্বিতা অপ্সরা হাহা নামক গন্ধর্ব্বের স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। অনবদ্যা দেখ।

অর্ব্বাংশ—একজন রুদ্রের নাম। (অগ্নি)।

অন্য—(১) বারিষ্ঠার গর্ভজাত অষ্ট গন্ধর্ব্বের অন্যতম। ভাসী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। (২) কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন, অন্য, অন্যায়ত, ক্রতু, শ্রবা, মূর্দ্ধা, ব্যশ্রু, ব্যজয়, প্রসব, অজ ও অধিপতি নামে ভার্গববংশীয় দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অন্যগোচরা—দেবাসুর সংগ্রামে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী বহু মাতৃগণের মধ্যে অন্যগোচরা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

অন্যাদৃক্—উনপঞ্চাশ সংখ্যক মরুদ্-গণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অন্যাদৃক্ষ—উনপঞ্চাশ মরুদগণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অন্যায়ত—অন্য দেখ।

অপ—(১) বরুণদেবের অন্যতম নাম। (ঋগ)। (২) অত্রিভার্য্যা, অনুসূয়া, সত্য-নেত্র, ভব্য, মূর্ত্তি, অপ ও সোম নামে পাঁচ তনয় এবং শ্রুতি নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (লি)। (৩) সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয় বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ,

দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে দ্বাদশজন রাক্ষস গমন করিয়া থাকে। (কূর্ম্ম)।

অপচিতি—মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (কূর্ম্ম)। মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই তনয় এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (লি)। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামক তনয় এবং তুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। (ব্রহ্মা)।

অপতত্ত্বত—হিরণ্যনাভের কৃতি শিষ্য নৃপাত্মজ চতুর্ব্বিংশতি খানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চব্বিশজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেজন্য তাঁহারা সামগ আখ্যা প্রাপ্ত হন। অপতত্ত্বত সেই চব্বিশজনের মধ্যে একজন। (ব্রহ্মা)। হিরণ্যনাভ ও নৃপাত্মজ দেখ।

অপদেবী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী অপদেবী, বিজয়, দেবল ও রোচমান নামে তিন তনয় প্রসব করেন। (মৎ)।

অপর—অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিমনুর সময়ে গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, পরাশর তনয় ব্যাসদেব, অপর ও ঋষ্যশৃঙ্গ ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। পিতৃগণের নাম অপর। (বৃহন্ধ)। অশ্বত্থামা ও সপ্তর্ষি দেখ।

অপরসেক—দক্ষিণ দেশের একজন রাজা। সহদেব দিগ্বিজয় কালে, তাঁহাকে পরাস্ত করেন। (মহাভা)।

অপরাজিত—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। (বিষ্ণু)। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) কুরুর তনয় অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। অবিক্ষিৎ-দেখ। জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতিপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ তনয় ছিল। (মহাভা)। (৩) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহারা অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত। অয় ও অনল দেখ। প্রজাপতি মনুর অধিকার কালে তাঁহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। (মহাভা)। (৪) মদ্ররাজ কন্যা লক্ষ্মণার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত নামে দশ তনয় জন্মে। (ভাগ)। গাত্রবতী দেখ। (৫) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। কদ্রু দেখ। (৬) ধৃতরাষ্ট্রের

শত পুত্রের অন্যতম অপরাজিত। (মহাভা)। কপালী দেখ।

অপরাজিতা—(১) মহিষাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নেত্র সমুদ্ভূতা এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, প্রভৃতি তাঁহার সহচরী ছিলেন। (বরা)। (২) জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তী, ইহারা গৌতমের ঔরসে ও অহল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শঙ্কর পত্নী সতীর সহচরী ছিলেন। (বাম)। (৩) মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী অপরাজিতা। (ব্রহ্ম)। অশ্বথা দেখ।

অপরাশিবা—মহেশানের স্ত্রী অপরাশিবা এবং তনয় মনোজব। (বিষ্ণু)।

অপরূপ—তিনি একজন মন্ত্র বাদী ঋষি। (ব্রহ্মা)।

অপর্ণা—(১) হিমালয়ের পত্নী মেনকা হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা, নাম্না তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক তনয় জন্মে। সেই তিন কন্যা অতি দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে অপর্ণা নিরাহারে তপস্যা করিতে থাকিলে, মাতা মেনকা মাতৃস্নেহবশতঃ দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে 'উমা' (অর্থাৎ- হে পার্ব্বতী তপস্যা করিও না) এই বাক্যে নিষেধ করেন। তদবধি অপর্ণা উমা নামে খ্যাত হন। শিবের ভার্য্যা উমা ব্রহ্মবাদিনী ও উর্দ্ধরেতা ছিলেন। (হরি)। একপর্ণা দেখ। হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে প্রথমে পার্ব্বতী তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও এক পাটলা জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। হিমালয়ের ভার্য্যা মেনকা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই তনয় এবং উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা জন্মে। হিমালয় উমা মহাদেবকে, একপর্ণা সিতকে ও অপর্ণা জৈগীষব্যকে সম্প্রদান করেন। (মৎ)। (২)চতুষষ্টি যোগিণীর অন্যতমা অপর্ণা। (কালিকা)। (৩) ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। পরে ব্রহ্মার আদেশে আত্মদেহ বিভক্ত করিয়া নর অংশ হইতে একাদশ রুদ্র এবং নারী অংশ হইতে স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, অপর্ণা উমা, একপর্ণা প্রভৃতি উৎপাদন করেন। (ব্রহ্মা)। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অপর্ণি—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপসব্য—গার্হপত্য অগ্নি হইতে শংস্য ও শুক্র জন্মে। শংস্যের তনয় সব্য ও অপসব্য। (ব্রহ্মা) অগ্নি দেখ।

অপস্যাতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এই উত্তানপাদের পত্নী ও ধর্ম্মনন্দিনী সুনৃতা হইতে অপস্যাতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত ও ধ্রুব নামে চারি তনয় জন্মে। (মৎ)। কীর্ত্তিমন্ত দেখ।

অপস্যন্ত—অপসাতি দেখ।

অপাংনপাৎ—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি তাঁহাকে অন্নপ্রদানের জন্য স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য তাঁহাকে জলের নাতি, অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জল হইতে শস্য বৃক্ষাদি জন্মে। এবং বৃক্ষাদি হইতে অগ্নি জন্মে। সেইজন্য অগ্নি জলের নাতি। (ঋগ)।

অপায়েয়—অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাণ্ডু—অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অপাদী—ষষ্টিসংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। (অগ্নি)।

অপান—(১) অপান, প্রাণ, শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত ও জীব এই অষ্ট মারুত। (পদ্ম উত্ত)। (২) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। অপান তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। তুষিত, অজিত ও বৈবস্বত মনু দেখ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে, যাঁহারা অজিত দেবগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (বায়ু)। অজিতা দেখ।

অপামূর্ত্তি—দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণির সময়ে হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন। (বিষ্ণু)। সপ্তর্ষি দেখ।

অপান্তরতম—ব্রহ্মার গলদেশ হইতে অপান্তরতম নামক ঋষির উদ্ভব হয়। (ব্রহ্ম-বৈ)। গৌতমের তনয় মেধাবী, অপান্তরতম ঋষির শাপে পর্ব্বতে পরিণত হন। (গর্গ)। হরিণ দ্বীপে অপান্তরতম ঋষি তপস্যা করিতেন। (গর্গ)।

অপান্তরতমা—অপান্তরতমা নামে দেব নামক দানবের এক তনয় ছিল। তিনি বেদের একজন ব্যাখ্যাতা ও ঋষি। (হরি)। একদা নারায়ণ "ভো" শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহা হইতে এই অপান্তরতমা ঋষির জন্ম হয়। নারায়ণের আদেশে তিনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি বেদের প্রনেতা বলিয়াও বিখ্যাত। (মহাভা)।

অপালা—মহর্ষি অত্রির কন্যা অপালা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি বর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা অত্রিরও মস্তক কেশশূন্য ছিল। ইন্দ্র অপালা প্রদত্ত সোম পান করিয়া অতিশয় প্রীত হন এবং তাঁহাদিগকে রোগ মুক্ত করেন। (ঋগ)।

অপিশান্ত—অষ্টবসুর অন্যতম আপ। আপের তনয় শান্ত, বৈতণ্ড, অপিশান্ত ও বভ্রু এই চারিজন যজ্ঞরক্ষাধিকারী নামে পরিচিত। (পদ্ম-সৃ)। আপ দেখ।

অপোজ্য—শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতথ্য, বামদেব, ত্রৈশিঙ্ক, অপোজ্য, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া

ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অপোদক—এক জাতিয় নাগ। তাঁহাদের ভয় দূরীকরনার্থ অথর্ব্ব বেদে মন্ত্র রচিত হইয়াছে। (অথ)।

অপ্নবন—মহর্ষি অপ্নবন ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অপ্বা—সায়নাচার্য্যের মতে অপ্বা পাপের দেবতা। কিন্তু নিরুক্তের মতে অপ্বা অর্থ ব্যাধি বা ভয়। (ঋগ)।

অপ্রতিম—অজ, পরশু, দিব্যৌষধি, নয়, বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র সুবল, ও শুণী এই ত্রয়োদশজন মহাত্মা ঔত্তম মনুর তনয়। এবং এই সকল ঔত্তম মনুর তনয় হইতেই ক্ষত্র বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। (বায়ু)। উত্তম দেখ।

অপ্রতিমৌজা—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে হবিষ্মাণ, সুকৃতি, সত্য, অপামূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন। (বিষ্ণু)।

অপ্রতিরথ—(১) যযাতি-বংশীয় রন্তিনারের তনয় সুমতি, ধ্রুব, অপ্রতিরথ, এই তিন জন অপ্রতিরথের তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় মেধাতিথি। (ভাগ)। (২) রন্তিনারের স্ত্রী সরস্বতী, ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন তনয় এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। অপ্রতিরথের তনয় ধুর্য্য, ধুর্য্যের তনয় কণ্ঠ। (বায়ু)। (৩) মহর্ষি অপ্রতিরথ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র ও অপ্বা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অপ্রতীপ—মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় নরপতি অপ্রতীপ, শ্রুতশ্রবার পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নিরমিত্র রাজা হন। (মৎ)।

অপ্রমাদ—ধর্ম্ম হইতে তাঁহার বুদ্ধি নাম্নী পত্নীতে অপ্রমাদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। কূর্ম্মপুরাণ মতে অপ্রমোদ।

অপ্সরা—অপের (জলের) সার স্বরূপ রস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের এই নাম। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ইঁহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদের সংখ্যা ষাট কোটী। ইহাদিগকে কেহই গ্রহণ করে নাই বলিয়া ইহারা সাধারণ স্ত্রী বাচ্য। (রাম)। কশ্যপের স্ত্রী মুনি অপ্সরাগণকে প্রসব করেন। (বিষ্ণু)। কশ্যপের পত্নী কপিলা হইতে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপের পত্নী স্বসা হইতে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কশ্যপ দেখ।

অপ্‌সুজাতা—দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেবতাদের সেনাপতি পদে বৃত হইলে, কল্যাণদায়িনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। অপ্‌সুজাতা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

অপ্‌সুহোমা—বেদ বেদাঙ্গ পারগ একজন মহর্ষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

অবক্ষি—জন্মুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োদ্যত, ঋত ও ঋতবন্ধু ইহারা তামসমনুর তনয়। (ব্রহ্মা)।

অবগাহ—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী হইতে অবগাহ ও নন্দক নামে দুই তনয় জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সুদেবা, অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব ও সুস্বন নামে সাত তনয় এবং চিত্রা ও চিত্রাবতী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। (হরি)।

অবৎসার—মহর্ষি কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অবদ—ঋগ্বেদের সময়ের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (ঋগ)।

অবন—অদ্ভুত দেখ।

অবনীবান্—বীরবান্, অবনীবান্, সুমন্ত্র, ধৃতিমান্, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, বিষ্ণু, সুমতি ও রাজা এই দশজন সাবর্ণি মনুর তনয়। (শিব-ধর্ম্ম)। কিন্তু হরিবংশ মতে সুমন্ত্র স্থলে সম্মত, বরিষ্ণু স্থলে চরিষ্ণু, বিষ্ণু স্থলে ধৃষ্ণু ও রাজা স্থলে বাজ নাম দৃষ্ট হয়।

অবন্তি—কার্ত্তবীর্য্যের শত তনয়ের মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্টু, জয়ধ্বজ, বৈকর্ত্ত ও অবন্তি এই কয়জন মহারথ ছিলেন। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তনয় তালজঙ্ঘ। (মৎ)। কার্ত্তবীর্য্য দেখ।

অবন্ধ্য—অথর্ব্বের অন্যতমা পত্নী স্বরাটের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য নামক পাঁচ তনয় জন্মে। (বায়ু)। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা (১৭) দেখ।

অবভৃথ—যে অগ্নি জলে সম্যক হূয়মান হয়, তাঁহাকে অবভৃথ অগ্নি বলে। অবভৃথ অগ্নির তনয়ের নাম হৃচ্ছয় অগ্নি। এই হৃচ্ছয় অগ্নিই প্রাণীদিগের জঠরে বাস করেন। (বায়ু)।

অবরীবান্—বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, বাজ ও সুমতি নামে সাবর্ণমনুর দশ তনয় ছিল। (হরি)। অবনীবান্ দেখ।

অবরীয়ান্—পুলহ হইতে তাঁহার পত্নী ক্ষমার গর্ভে অবরীয়ান্, কর্দ্দম ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। কর্দ্দম দেখ।

অবলা—(১) অত্রির অন্যতমা পত্নী। (লি)। অত্রি দেখ। (২) মহর্ষি অত্রির অবলা নাম্নী এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যাও ছিলেন। (বায়ু)।

অবশ—অবশ, তত্ত্বদর্শী, বীতিমান্, হব্যপ, কোপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ব, নির্ম্মোহ ও প্রকাশক, এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। (পদ্ম-সৃষ্টি)। তত্ত্বদর্শী দেখ।

অবস্যু—অত্রির অপত্য মহর্ষি অবস্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

অবাচীন—নরপতি সার্ব্বভৌমের পত্নী সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেন জন্মগ্রহণ করেন। জয়ৎসেন হইতে বিদর্ভ রাজ দুহিতা সুশ্রবার গর্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। বিদর্ভ দেশীয়া মর্য্যাদা নাম্নী কন্যার গর্ভে অবাচীনের পুত্র অরিহ জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অবালা—একবার অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ হয়। মহাদেব অন্ধককে আঘাত করিলে, তাহার শরীর হইতে পতিত প্রতি রক্তবিন্দু হইতে অসুরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাদেব তাহার রক্ত পান করিবার জন্য মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, অবালা, অবিকারা প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা অন্ধকের রক্ত পান করিলে অন্ধক নিহত হয় (মৎ)। অন্ধক দেখ।

অবাহ—যদু বংশীয় শ্বফল্কের স্ত্রী গান্দিনী হইতে অক্রূর, উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, দৃষ্টশর্ম্মা, গন্ধমোজ, প্রতিবাহ ও অবাহ নামে চতুর্দ্দশ পুত্র ও সুতারা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (বিষ্ণু)। অক্রূর ও উপমদ্গু দেখ।

অবিকম্পী—মহারাজ অবিকম্পী জ্যেষ্ঠ নামক একজন সামবেদ পারদর্শী ঋষির নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ছিলেন। (মহাভা)। জ্যেষ্ঠ দেখ।

অবিকারা—অবালা দেখ।

অবিক্ষি—অতিবিভূতি দেখ।

অবিক্ষিৎ—(১) রাজা কুরুর, অবিক্ষিৎ, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জন্মেজয় নামে পাঁচ তনয় জন্মে। অবিক্ষিতের পরীক্ষিৎ, সবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলী, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি নামে আট তনয় জন্মে। (মহাভা)। (২) মনু বংশীয় নরপতি করন্ধমের তনয় অবিক্ষিৎ। এই অবিক্ষিতের তনয় মরুত্ত, রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। (ভাগ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে মরুত্তের অপর নাম আবক্ষী। ব্রহ্মপুরাণ মতে মরুত্তের অপর নাম অবিক্ষিৎ। ঐ পুরাণে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, যদুবংশীয় ক্রোষ্টুর তনয় অন্ধক, অন্ধকের তনয় অবিক্ষিৎ

অবিজ্ঞাত—অষ্টবসুর অন্যতম অনলের তনয় অবিজ্ঞাত। (অগ্নি)। অনল দেখ।

অবিজ্ঞাতগতি—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনিল। অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাত গতি নামে দুই তনয় জন্মে। (শিব-ধর্ম্ম)। শিবা হইতে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি জন্মে।

(সৌর)। মৎস্য পুরাণ মতে অনলের তনয় অবিজ্ঞাতগতি। ব্রহ্মার তনয় মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অনিল জন্মে। অনিলের স্ত্রী শিবা, অবিজ্ঞাতগতিকে প্রসব করেন। (মহাভা)। অষ্টবসু ও অনল দেখ।

অবিন্ধ—(১) যযাতি-বংশীয় দুন্দুভির তনয় অবিন্ধ. অবিন্ধের তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। (ভাগ)। আহুক দেখ। (২) আহুক নামে একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

অবিন্ধা— দুর্গার অন্যনাম। (বৃহন্না)।

অবিন্ধ্য—লঙ্কার একজন মেধাবী, বিদ্বান্ ও বীর রাক্ষস। তিনি রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাম হস্তে সমুদয় রাক্ষসকুল সমূলে ধ্বংশ হইবে। (রামা)।

অবিবিংশ—মনুবংশীয় নরপতি ক্ষুপের তনয় অবিবিংশ। অবিবিংশের তনয় বিবিংশ, বিবিংশের তনয় খনিনেত্র। (বিষ্ণু)। খনিনেত্র দেখ।

অবিভানু—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু নামে দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। অতিভানু দেখ।

অবিমুক্তেশ্বর—কাশিস্থিত একটী শিবলিঙ্গের নাম (সৌর)।

অবিরূপ—কাশিরাজ সুমনার সুমতি, অবিরূপ ও সত্য নামে তিনপুত্র জন্মে। (কালিকা)।

অবিরোধ— রামের একজন সখা। (যোগ-বা)

অবিরোধন—মনুবংশীয় রাজর্ষি গয়ের ঔরসে ও তদীয় পত্নী গায়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

অবিক্ষিত—অবিক্ষি দেখ

অবীক্ষিত—রাজা করন্ধমের পত্নী বীরা অবীক্ষিত নামে এক তনয় প্রসব করেন। মহাবীর অবীক্ষিত বিশাল রাজের কন্যা ভামিনীহইতে মরুত্ত নামে পুত্র লাভ করেন। (মার্ক)।

অব্জ—জল হইতে জন্ম বলিয়া ধন্বন্তরীর অন্যনাম হয় অব্জ। (হরি)।

অব্যক্ত—ধৃতিমান্, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসব, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্দোহ, সত্যবান্ ও কৃতি এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। (শিব-ধর্ম্ম)। রৈবতমনু দেখ।

অব্যগ্র—মহর্ষি অব্যগ্র ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

অব্যয়—(১) অব্যক্ত দেখ। (২) মহর্ষি অব্যয় ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)। (৩) ভুবন, ভৌবন,

সুজন্য, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় ও দক্ষ এই দ্বাদশজন যাজ্ঞিক ভৃগুর পত্নী ও পুলোমার কন্যা দিব্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। ভৃগু দেখ। হরিবংশ মতে ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি, এই দশজন রৈবত মনুর তনয়। তত্ত্বদর্শী দেখ।

অব্যয়া— জনৈক ব্রাহ্মণপত্নী। স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি মহর্ষি নারদের পরামর্শে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। (পদ্ম-পা)।

অভঙ্গ— সত্রাজিতের পুত্র ভঙ্গকার, শিনিবাল, অভঙ্গ, যুযুধান, প্রভৃতি এবং কন্যা সত্যভামা। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রধানা স্ত্রী ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অভদ্রা—অত্রি দেখ।

অভয়—(১) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দয়ার গর্ভে ধর্ম্মের অভয় নামে পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (২) মনুবংশীয় নরপতি ইধ্মজিহ্বের সপ্ত পুত্রের অন্যতম অভয়। স্বীয় নামীয় প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত অভয়বর্ষে তিনি রাজা ছিলেন। (ভাগ)। (৩) একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (৪) মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম অভয়। (মহাভা)।

অভয়া— পার্ব্বতী পুষ্পতীর্থে অভয়া নামে বিখ্যাতা (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অভয়দ— পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র অভয়দ, অভয়দের তনয় সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্নের পুত্র বহুগব। বহুগবের তনয় সম্পাতি। (বিষ্ণু)। হরিবংশ মতে অভয়দের পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র সুবাহু। অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয়ারুণি। (কল্কি)। উরুক্ষয় দেখ।

অভাব— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উন্নেতার তনয় অভাব, অভাবের পুত্র উদ্‌গাতা। (বরা)।

অভিজিৎ—(১) যদুবংশীয় রেবতের পুত্র বিদ্বান্, বিদ্বানের পুত্র অভিজিৎ, পুনর্ব্বসু অভিজিতের পুত্র। (বায়ু)। (২) যদুবংশীয় তিত্তিরের পুত্র নরি, নরির পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু অন্ধ ছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৩) অন্ধকবংশীয় নরপতি ভবের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় পুনর্ব্বসু। (বিষ্ণু)। (৪) যদুবংশীয় আনক দুন্দুভির পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু, (কূর্ম্ম)। আনকদুন্দুভি দেখ। (৫) চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নরপতি নলের পুত্র অভিজিৎ। অজিতের তনয় বসু। (লি)। (৬) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অভিজিত একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)। (৭) যদুবংশীয় তিলিরির পুত্র পুনর্ব্বসু পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের

যমজ পুত্র আহুক ও শ্রাহুক। (ব্রহ্মা)।

অভিজ্ঞাত—মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম অভিজ্ঞাত। তিনি শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত স্বীয়-নামীয় অভিজ্ঞাত বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (ভাগ)।

অভিতপা—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অভিপ্রতারী—কক্ষসেনের পুত্র মহর্ষি অভিপ্রতারী একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)। কক্ষসেন দেখ।

অভিমতী—অষ্টবসুর অন্যতম দ্রোণ। দ্রোণের পত্নী অভিমতী হইতে হর্ষ, শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অভিমন্যু—(১) অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু স্বীয় পিতার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভারতযুদ্ধ কালে অভিমন্যু অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দেন। যুধিষ্ঠিরের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্য নির্ম্মিত ব্যূহে প্রবেশ করেন। পাণ্ডব পক্ষীয় যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি বীরেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। জয়দ্রথ তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিলেন। অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে কৌরব পক্ষীয় অনেককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বধ করেন। সেই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে উত্তরা পরীক্ষিৎকে প্রসব করেন। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। (মহাভা)। (২) অভিমন্যু স্বায়ম্ভুব মনুর মানস পুত্র অজন্বহেতু অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অভিমন্যু তাঁহাদের অন্যতম। (ব্রহ্মা)।

অভিমন্যুক—চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা হইতে অভিমন্যুক প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। (কূর্ম্ম)। অগ্নিপুরাণ ও হরিবংশ মতে অভিমন্যু। চাক্ষুষমনু দেখ।

অভিমান—একজন চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। চাক্ষুষমনু দেখ।

অভিমানী—ভৌত্য মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। ভৌত্য মনু দেখ। (হরি)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নী স্বাহাদেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। (মৎ)।

অভিমিত্র—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম। (বায়ু)। মরুৎ দেখ।

অভিষ্টুৎ—নরপতি অভিষ্টুৎ বশিষ্টের পরামর্শে সবিতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া ভূমি লাভ করেন। (ব্রহ্ম)।

অভিষ্ণাত—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র হিরণ্যাক্ষ হইতে যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, অভিষ্ণাত প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঘমর্ষণ দেখ।

অভীবর্ত্ত—মহর্ষি অভীবর্ত্ত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি রাজা সম্বন্ধে কতিপয় ঋগ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

অভীযু—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম। (বায়ু)।

অভীরু—একজন বিখ্যাত রাজর্ষি ছিলেন। (মহাভা)।

অভূতরজ—রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজ নামক দেবগণ ও রৈভ্য পরিপ্লব নামক দেবতাসকল ছিলেন। (হরি)।

অভূমি—সাত্বত-বংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। অশ্বিনী ও অক্রূর দেখ।

অভ্যবর্ত্তী—মহর্ষি চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তী। ইন্দ্র তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া, বরাশখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বরশিখের তনয় বৃষবানের বংশধরদিগকেও বধ করিয়াছিলেন।

অভ্রমূ—(১) ঐরাবত হস্তীর পত্নী অভ্রমু হইতে অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম নামে চারি দিগ্গজ তনয় জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থন হইতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অভ্রমূ নাম্নী কতিপয় হস্তিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। (ভাগ)।

অমর—দক্ষের কন্যা এবং ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী মরুদ্বতীহইতে অমর প্রভৃতি মরুদ্‌গণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। মরুৎ ও চক্ষু দেখ।

অমরাবতী—ভগবতী গৌরীর অন্যতমা সহচরী। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অমরেশ—মহাদেবের অন্যতম গণ (অগ্নি)।

অমর্ক—শুক্রাচার্য্যের গো নাম্নী পত্নী হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরূত্রী নামে চারি তনয় জন্মে। ইহারা প্রভাবে আদিত্যকল্প ও ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী ছিলেন। (বায়ু)। গো দেখ। ষণ্ড ও অমর্ক শুক্রাচার্য্যের তনয়। ষণ্ডামার্ক দুই ভাই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক ছিলেন। (ভাগ)।

অমর্ষ—রামের বংশে সুগন্ধী জন্মে। সুগন্ধীর তনয় অমর্ষ, অমর্ষের তনয় মহাস্বান্, মহাস্বানের তনয় বিশ্রুতবান্। (বিষ্ণু)।

অমর্ষণ—মনু বংশীয় নরপতি সন্ধির পুত্র অমর্ষণ, অমর্ষণের তনয় মহাস্বান্, মহাস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু। (ভাগ)।

অমলা—ক্রোধের অন্যতমা কন্যা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিনী, রোহিনীর কন্যা—অমলা, বিমলা, গো-সমুদয়। অমলা হইতে পিণ্ডফল, সপ্তবৃক্ষ ও শুকী নাম্নী কন্যা সমুৎপন্ন হন। (মহাভা)।

অমহীয়ু—অঙ্গিরা গোত্রীয় মহর্ষি অমহীয়ু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অমাবসু—চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশী অপসরার গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। অমায়ু দেখ। (বিষ্ণু)। নরপতি বলকাশ্বের পুত্রকুশ, কুশের তনয় কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু এই চারি জন। (বিষ্ণু)। কুশ দেখ। পুরূরবা, ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে আনয়ন করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু, ধীমান, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মহাভা)। পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ (হরি)। প্রয়াগে (অন্য নাম প্রতিষ্ঠানপুরী) পুরূরবা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার উর্ব্বশী গর্ভজাত, আয়ু, ধীমান, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু ও গতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (বায়ু)। অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের অন্যতম অমাবসু, অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের অচ্ছোদা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি অমাবসুকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু অমাবসু তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হইতে তিনি পিতৃগণের প্রীতিকরী দত্তবস্তুর অক্ষয় ফল জননী অমাবস্যা নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অপোদা দেখ।

অমায়ু—পুরূরবা উর্ব্বশী গর্ভজাত, আয়ু, মায়ু, অমায়ু, শতায়ু, বিশ্বায়ু ও শ্রুতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। (কূর্ম্ম)। পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত আয়ু, মায়ু, অমায়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, শতায়ু ও দিব্য নামে গন্ধর্ব্বলোক বিখ্যাত শিবভক্ত মহাতেজা সাত পুত্র ছিল। (লি)। অমাবসু দেখ।

অমাহট—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে তিনি বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

অমিত—রৈবত মনুর সময়ে অমিত, ভূতি, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন। (কূর্ম্ম)। সোম বংশীয় নরপতি জয়ের তনয় অমিত। (লি)। রৈবত মনু দেখ।

অমিতধ্বজ—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানব। (মহাভা)।

অমিতাভ—রৈবত মনু দেখ।

অমিতাশনা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কল্যাণ-দায়িনী অনেক মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। অমিতাশনা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

অমিততেজা—সূর্য্যের অপর নাম।

অমিতৌজা—বিদর্ভদেশের অধিপতি অমিতৌজাকে পরাস্ত করিয়া নরপাত সত্যব্রত তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করেন। এই কারণে সত্যব্রত স্বীয় পিতা ত্র্যারুণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। (লি)।

অমিত্রজিৎ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুবর্ণের পুত্র অমিত্রজিৎ। বৃহদ্রাজ অমিত্রজিতের তনয়। বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মী। (বিষ্ণু)। রঘুবংশীয় নরপতি সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ, অমিত্র জিতের তনয় বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের তনয় বর্হি। (ভাগ)। সূর্য্য-বংশীয় নাভির তনয় ঋষভ, ঋষভ হইতে ভরত, ভরত হইতে সুমতি জন্মে। সুমতির তনয় তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। (ভাগ)। অন্তরীক্ষ ও ঋষভ দেখ।

অমূর্ত্তরজ—সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের মহিষী বৈদর্ভির গর্ভজাত পুত্র চতুষ্টয়ের অন্যতম। তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক একটী নগরী স্থাপন করেন। (রামা)।

অমূর্ত্তরয়—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র কুশাম্ব, অমূর্ত্তরয়, কুশনাভ ও অমাবসু এই চারিজন। (বিষ্ণু)। (২) যযাতি-বংশীয় রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনা হইতে অমূর্ত্তরয় ও ত্রিবন নামে দুই তনয় ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই গোরী মান্ধাতার জননী। (মৎ)।

অমূর্ত্তরয়া—প্রাচীন কালের একজন রাজা। তাঁহার তনয় বিখ্যাত বহু যাগশীল গয়। (মহাভা)।

অমৃত—(১) অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, মিত্র, অমৃত প্রভৃতিকে ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী প্রসব করেন। মরুৎ ও চক্ষু দেখ। (হরি)। (২) মনু-বংশীয় নরপতি ইধ্মজিহ্বের অন্যতম তনয় অমৃত প্লক্ষ-দ্বীপের অন্তর্গত স্বীয় নামীয় অমৃতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। (ভাগ)। (৩) অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা, প্রভৃতিকে দক্ষের কন্যা কপিলা, প্রসব করেন। দক্ষ দেখ। (কালিকা)। (৪) মহর্ষি অমৃত ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। (বায়ু)। (৫) অঙ্গিরসের তনয় অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ্য, শেনী, সংহৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য্য, অজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতপা, কক্ষাবান্, আযাপ্য,

সুবিত্ত, বামদেব ও ঔশিজ ইঁহারা মন্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতের উৎপত্তি হয়। অমৃত লইয়া দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিষ্ণু এক মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অমৃত হরণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রদান করেন। (রাম)।

অমৃতকাঞ্চী—যদু-বংশীয় ভোজের পত্নী অমৃতকাঞ্চী, কুকুর, ভজমান, শ্যাম ও কম্বলবর্হি নামে চারি তনয় প্রসব করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কুকুর ও কম্বলবর্হি দেখ।

অমৃতপ—কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অমৃতপ্রভা—সাবর্নি মনুর সময়ে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। (ভাগ)। সাবর্নিমনু দেখ।

অমৃতবান্—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ অজত্বহেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত। অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশ জন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। যদু, যযাতি, দীধিগণ, স্থবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ "দেব" নামে অভিহিত, অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সমর, শুচিশ্রবাঃ কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত, গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাস্থ, যবীষ্ঠ অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মুলিক, বিদেহক, শ্রুতিশৃণ ও বৃহৎশুক্র ইঁহাদের মধ্যে দ্বাদশটী দেবতা শুক্র নামে ও অবশিষ্ট দেবগণ ত্রিষিমান্ নামে বিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ও মহাবল ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অমৃতা—(১) রাজা বিদূরথের তনয় অনশ্বা। অনশ্বার পত্নী অমৃতা পরীক্ষিৎ নামে এক তনয় প্রসব করেন। (মহাভা)। (২) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি পুনরায় ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবী বহুকাল মন্দর পর্ব্বতে তপশ্চরণ করেন। ইহাতে তাঁহার মন ক্ষুভিত হইলে কয়েকটী অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার আবির্ভাব হয়। বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা, চন্দ্রকান্তি, অমৃতা প্রভৃতি প্রধান। (বরা)। (৩) পার্ব্বতী বিন্ধ কন্দরে অমৃতা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। (৪) অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশটী গণ বা শ্রেণী আছে। জল হইতে উৎপন্ন গণ অমৃতা নামে খ্যাত। (বায়ু)।

অমোঘা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য অমোঘা প্রভৃতি অনেক কল্যাণ দায়িনী মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (২) হরিবর্ষে শান্তনু নামে জ্ঞানবান্

তপোনিষ্ঠ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমোঘা তাঁহার পত্নী ছিলেন। একদা তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ শান্তনু পান করিয়া তাহাকে স্ত্রীতে অভিষেক করেন। ইহার ফলে অমোঘা জলরাশি প্রসব করেন। সেই জলই ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থে পরিণত হয়। (কালিকা)। পদ্ম পুরাণ সৃষ্টি খণ্ডে সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে এই গল্পটী আছে।

অমোঘাক্ষী—সাবিত্রী দেবী বিপাশ তীর্থে অমোঘাক্ষী দেবী নামে অধিষ্ঠিতা হন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অম্বরীষ—(১) ইনি মনু বংশীয় নৃপতি প্রশুশুকের পুত্র। ইহার পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। একদা নরপতি অম্বরীষ একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করিলে, ব্রাহ্মণগণ তদ্বিনিময়ে একটা নর অনুসন্ধান করিতে বলেন। তদনুসারে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, ঋচীক মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একটী পুত্রকে প্রার্থনা করেন। ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া অম্বরীষ যেমন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, অমনি পথে স্বীয় মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া শুনঃশেফ তাহার শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র আশ্রিত ভাগিনেয়কে রক্ষা করিবার জন্য নিজ পুত্রদিগকে যজ্ঞপশুর কার্য্যে গমন করিবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা অসম্মত হইলে, তিনি তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন, এবং ভাগিনেয়কে দুইটী মন্ত্র প্রদান করেন। রাজা অম্বরীষ তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করেন। দেবতারাও তাঁহার গাথা শ্রবণ করিয়া শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। (রামা)। রামায়ণের অন্যত্র নহুষের তনয় নাভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। (২) রৈবত-বংশীয় নরপতি নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় বিরূপ। (বিষ্ণু)। (৩) সগরবংশীয় নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। (বিষ্ণু)। নরপতি অম্বরীষ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ধার্ম্মিক ছিলেন। একদা তিনি দ্বাদশী তিথিতে পারণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হইলেন। এবং আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। "অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া আসি" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হেতু এবং দ্বাদশীতিথিও অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া, অম্বরীষ বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। অত্যল্প কাল পরেই দুর্ব্বাসা প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সমস্ত অবগত হইয়া ক্রোধে জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটা প্রকাণ্ড দৈত্যরূপে আবির্ভূত হইয়া অম্বরীষকে বিনাশ করিতে

উদ্যত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র তথায় উপস্থিত হইয়া দৈত্যকে বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অম্বরীষের নিকট আসিতে বলিলেন। দুর্ব্বাসা অম্বরীষের আতিথ্য পুনর্ব্বার স্বীকার করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। এই গল্পটী ভাগবতে সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে পাওয়া যায়। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুরুকুৎস অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। (কূর্ম্ম)। (৫) রাজা ত্রিশঙ্কুর পত্নী পদ্মাবতী কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ স্বপ্নে তাঁহাকে একটি ফল প্রদান করেন। তিনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়া যথাকালে অম্বরীষকে প্রসব করেন। এই অম্বরীষের শ্রীমতি নাম্নী অসাধারণ রূপ লাবণ্যবতী এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে বিবাহের জন্য নারদ ও পর্ব্বতঋষি সমকালে প্রার্থী হইলেন। রাজা অম্বরীষ বিপদ ভাবিয়া "যাহাকে কন্যা বরণ করিবে তাঁহাকেই দিব" বলিয়া তাঁহাদিগকে সেইদিনকার মত বিদায় দিলেন। নারায়ণের কৌশলে অন্যদিন নারদ ও পর্ব্বত বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে, নারদের মুখ গোলাঙ্গুল বানর তুল্য এবং পর্ব্বতরে মুখ বানর তুল্য হইল। শ্রীমতি ইহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, নারায়ণ দিব্য পুরুষ বেশে তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমতি তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান করিলেন এবং নারায়ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহা অম্বরীষের চাতুরী মনে করিয়া নারদ ও পর্ব্বত অম্বরীষকে শাপ দিলেন। কিন্তু নারায়ণের বরে তাহা ব্যর্থ হইল। (লি)। (৬) মনুবংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ডক নামে তিনপুত্র ছিল। (হরি)। (৭) অঙ্গিরসের তেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম অম্বরীষ একজন মন্ত্র প্রণেতা শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। অমৃত দেখ। (৮) পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু ধনকপিবান্ ও ঋষি এই কয় পুত্র এবং মঙ্গলময়ী ও পীবরী নাম্নী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)। ক্ষমা ও কর্দ্দম দেখ। (৯) কশ্যপ পত্নী কদ্রু যে সমুদয় নাগকে প্রসব করেন অম্বরীষ তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (বায়ু)। কদ্রু দেখ।

অম্বর্য্য—গোতমী নদীতে অম্বর্য্য নামে একদৈত্য ছিল। নৃসিংহ রূপধারী বিষ্ণু তাঁহাকে নিহত করেন। (ব্রহ্ম)।

অম্বষ্ঠ—কেরল দেশের রাজা অম্বষ্ঠ দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিয়া বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন (গর্গ)।

অম্বা—কাশিরাজের অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা নাম্নী তিন কন্যাকে ভীষ্ম স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করেন। কিন্তু অম্বা পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। অম্বা শাল্বকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু শাল্ব তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। অম্বা অনন্যোপায় হইয়া ভীষ্মকে ও শাল্বকে বারম্বার ধিক্কার দিতে দিতে অনাথার ন্যায় পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভীষ্মকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঋষিগণের আশ্রমে আশ্রমে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন এক আশ্রমে হঠাৎ তাঁহার মাতামহ হোত্রবাহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই পরামর্শে অম্বা জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম বন্ধুর দৌহিত্রীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অম্বা তখন পরশুরামের পরামর্শে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার বর প্রদান করেন। এই বর প্রাপ্ত হইয়া অম্বা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় দেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরজন্মে তিনি দ্রুপদরাজের কন্যা শিখণ্ডিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে এক দানবের বরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মের বধ সাধনে কৃতকার্য্য হন। (মহাভা)।

অম্বালিকা—স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম কাশীরাজ দুহিতা অম্বিকা, অম্বালিকাকে হরণ করিয়া আনেন। এবং স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অম্বিকাতে ধৃতরাষ্ট্রকে ও অম্বালিকাতে পাণ্ডুকে এবং এক দাসীতে বিদুরকে উৎপাদন করেন। (মহাভা)।

অম্বিক—একজন বেদ বেদাঙ্গ পারগ ঋষি। (সৌর)।

অম্বিকা—(১) ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হইতে কাশিরাজ দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণপূর্ব্বক স্বীয় বৈমাত্রের ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। অম্বালিকা দেখ। (মহাভা)। (২) পার্ব্বতীর অন্য নাম অম্বিকা। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৩) অম্বিকা নামে এক অপসরাও ছিল। (মহাভা)। (৪) রুদ্রের ভগিনী অম্বিকাকে ঋষিরা

আরাধনা করিতেন। (যজু)। (৫) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা অম্বিকা (কালিকা)।

অম্বুজ—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, যক্ষ-গণ তাঁহার সাহায্যার্থ অনন্ত, শঙ্কুপাঠ, নিকুম্ভ, কুমুদ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটি, চক্ষু, কিরীটী, কলশোদর, সূচীবক্ত্র, কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত নামক পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন। (বাম)।

অম্বুজবদনা— অপ্সরা বিশেষ। (লি)।

অম্বুজাক্ষী—অপ্সরা বিশেষ। (দেবী)।

অম্বুদ—মহর্ষি অম্বুদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমলতা নিষ্পীড়ণের, প্রস্তরের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অম্বুবীচ—পূর্ব্বকালে রাজগৃহে অম্বুবীচ নামে ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগগ্রস্ত এক রাজা ছিলেন। মন্ত্রী মহাকর্ণী রাজ্যশাসন ও বিষয় ভোগ করিতেন। মন্ত্রী লোভের বশবর্ত্ত হইয়া সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। (মহাভা)।

অম্ভোরুহ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনেক পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অম্ভোরুহ একজন। (মহাভা)। বিশ্বামিত্র দেখ।

অয়—(১) হস্তীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্ময় এই সপ্ত বশিষ্ঠ পুত্র স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। আপ দেখ। (২) অয়, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস ইহারা অষ্ট বসু। অয় নামক বসুর পুত্র রেবন্ত, শ্রম, শান্ত ও মুনি এই চারিজন। (শিব-ধর্ম্ম)। অনল ও অপরাজিত দেখ।

অয়ঃশঙ্কু—(১) দানব বিশেষ, দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। (হরি)। অয়ঃশঙ্কু বামনরূপী বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন। (ব্রহ্ম)। (২) অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হইয়াছিলেন। (হরি)।

অয়ঃশিরা—(১)দানব বিশেষ, দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। (হরি)। তিনি বামনরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। (ব্রহ্ম)। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। (কালিকা)। অয়ঃশঙ্কু দেখ।

অয়তি—নরপতি নহুষের যতি যযাতি, আয়তি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল। (মহাভা)। আয়তি ও অয়তি দেখ। ভাগবতে ধ্রুবের পরিবর্ত্তে কৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

অয়ন— দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম। (মৎ)। দ্বাদশ সাধ্যগণ দেখ।

অয়বস-—বৈদিক কালের একজন রাজা। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা মহর্ষি

কক্ষীবানের বিরোধী ছিলেন। (ঋগ)।

অয়স্মর—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। (হরি)। স্বারোচিষ মনু দেখ।

অয়স্য—অঙ্গিরস মুনির অন্যতম অপত্য। (বায়ু)। অঙ্গিরস দেখ।

অয়াতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিয়তি, ও কৃতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। যতি রাজ্য ইচ্ছা করেন নাই। যযাতিই রাজা হন। (বিষ্ণু)। অয়তি ও আয়াতি দেখ।

অয়াস্য—(১) অয়াস্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন। (ঋগ)। (২) মহর্ষি অয়াস্য হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ যজ্ঞে উদ্গাতা ছিলেন। (ভাগ)।

অয়ু—একজন অনার্য্য যোদ্ধা। তিনি জলে বাস করিতেন এবং তাঁহার বাসস্থান গুপ্ত ছিল। (ঋগ)।

অযুতনায়ী—নরপতি মহাভৌমের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুযজ্ঞা। তিনি অযুত সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামা হইতে অক্রোধন নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অযুতাজিৎ—(১) সাত্বত বংশীয় নরপতি ভজমানের নিমি, রুকণ, বৃষ্ণি, শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, অযুতাজিৎ নামে ছয়পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সিন্ধুদ্বীপের বীর্য্যবান্ পুত্র অযুতাজিৎ (মৎ-অযুতায়)। অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের তনয় আর্ত্তপর্ণি। (হরি)। ঋতুপর্ণ দেখ। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা স্ত্রী ও রাজা সৃঞ্জয়ের কন্যা উপবাহ্যকা হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারিপুত্র জন্মে। (হরি)। (৪) যযাতি বংশীয় সত্বতের শতপুত্রের অন্যতম ভজমান। ভজমানের এক পত্নী নিম্লোচি, কিঙ্কন ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অন্যপত্নী শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

অযুতায়ী—অযুতনায়ী দেখ।

অযুতায়ু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ। (মৎ)। ঋতুপর্ণ ও অযুতাজিৎ দেখ। (২) চন্দ্রবংশীয় পুরুরবা হইতে অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত ছয় পুত্রের অন্যতম। (বিষ্ণু)। অমাবসু ও অমায়ু দেখ। (৩) কুরুবংশীয় নরপতি আরাবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি। (বিষ্ণু)। (৪) যযাতি বংশীয় রাধিকের তনয় অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন,

অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি। (ভাগ)। অক্রোধন দেখ। (৫) জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি শ্রুতবানের পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র সুক্ষত্র। (বিষ্ণু)। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভজনের পত্নী সৃঞ্জয়ী অযুতায়ু, শতায়ু, বলবান্ ও হর্ষকৃত নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। (লি)।

অযুতাশ্ব—সগরবংশীয় নরপতি সিন্ধুদ্বীপের তনয় অযুতাশ্ব, অযুতাশ্বের তনয় ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের তনয় সর্ব্বকাম। (বিষ্ণু)। ঋতুপর্ণ দেখ।

অয়োবাহু—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম অয়োবাহু। (মহাভা)।

অয়োমুখ—কশ্যপপত্নী ও দক্ষ কন্যা দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, অয়োমুখ, প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। দনু দেখ।

অয়োমুখী—(১) রাক্ষস বিশেষ। সীতার অন্বেষণ তৎপর রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হয়। (রামা)। (২)অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অয়োমুখী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)। অন্ধকাসুর দেখ। (৩) কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম, ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিঘ্নের পত্নী অয়োমুখী। (বায়ু)।

অয়োমূর্ত্তি—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। (শিব-ধর্ম্ম)। স্বারোচিষ মনু দেখ।

অরজা—ইনি শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র দণ্ড তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শুক্রাচার্য্যের শাপে দণ্ডের রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হয়। (রামা)।

অরণি, অরণী—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতমা স্ত্রী অরণি হইতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র ও যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (লি)।

অরণ্য—(১) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে চাক্ষুষ মনু বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। পুষ্করিণী মনুকে প্রসব করেন। (হরি)। (২) রৈবত মনুর ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিরুৎসক, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশপুত্র ছিল। (বিষ্ণু)। রৈবত মনু দেখ। জম্ভাসুরের অন্যতম সেনাপতি অরণ্যকে ইন্দ্র পরাস্ত করিয়াছিলেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অরণ্যানী—প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা অরণ্যানীকে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ১)।

অরম—রাজা পৃথুশ্রবার কার্য্যাধ্যক্ষ অরম, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্ব বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (ঋগ)।

অরবিন্দাক্ষ—সূর্য্যের অপর নাম অরবিন্দাক্ষ। (মহাভা)।

অররু—অররু নামে এক অসুর রক্ষ ছিল। দেবগণ তাহাকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (শতপথ)। অররু যমের সদৃশ শত্রু ছিল। (ঋগ)।

অরাণি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম অরাণি (মহাভা)।

অরাতি—দুর্ভাগ্যের দেবতা। ঋষিরা অরাতিকে শত্রু বিনাশার্থ স্তুতি করিতেন। (অথ)।

অরায়—অপদেবতা বিশেষ। (অথ)।

অরি—একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিক্ষিপ্ত—যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশিরাজনন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদগু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পঞ্চদশ পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অক্রূর, অবাহ ও উপমঙ্গু দেখ।

অরিজিৎ—ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। (ভাগ)। অশ্বয়ু দেখ।

অরিতায়ণ—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরিনাভ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় ককুৎস্থের পুত্র অরিনাভ, অরিনাভের পুত্র পৃথু। (শিব-ধর্ম্ম)। ককুৎস্থ দেখ।

অরিন্দম— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি শিবস্বাতির পুত্র অরিন্দম, অরিন্দমের পুত্র গোমতী। (ভাগ)।

অরিমর্দ্দন—(১) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। (লি)। অক্রূর দেখ। (২) অক্রূরের এক ভ্রাতার নামও অরিমর্দ্দন। (হরি)। অরিক্ষিপ্ত দেখ। (৩) বৃষ্ণিবংশীয় অন্ধকের অন্যতম পুত্র অরিমর্দ্দন। (ব্রহ্ম)।

অরিমেজয়—অক্রূর দেখ।

অরিষ্ট—(১) একদা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাবসানে রাস ক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন সময়ে বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক এক অসুর তথায় উপস্থিত হইয়া সকলের ত্রাস উৎপাদন করিল। এই অসুর গাভিগণের গর্ভপাত ও তাপসগণের বিনাশ করিয়া, বনে বিচরণ করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিলে, সে রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। (বিষ্ণু)। (২) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত নভগ, অরিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র নামে নয় পুত্র ও ইলা নাম্নী এককন্যা জন্মে। (কূর্ম্ম)। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে অরিষ্ট, বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, প্রভৃতি একষষ্টি দানবের জন্ম হয়। (ভাগ)। (৪) মিত্রের পত্নী রেবতী হইতে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অরিষ্ট কর্ম্মা—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি পটুমানের পুত্র অরিষ্টকর্ম্মা অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল, হালের তনয় পত্তলক। (বিষ্ণু)।

অরিষ্টনেমী—(১) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। (রামা)। (২) অরিষ্টনেমীর কন্যা সুমতিকে সগর রাজা বিবাহ করেন। সুপর্ণ অরিষ্টনেমীরই পুত্র। (রামা)। (৩) জনকবংশীয় নরপতি পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র সুপার্শ্ব। (ভাগ)। (৪) জনকবংশীয় নরপতি ঋতুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র সূর্য্যাশ্ব। (বিষ্ণু)। (৫) দক্ষের পত্নী অসিক্নী ষষ্টি সংখ্যক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে অরিষ্টনেমী চারিটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। (৬) দ্বাদশ গ্রামনীর মধ্যে অরিষ্টনেমী একজন। (কূর্ম্ম)। (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি চিত্রকের পৃথু বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধাসূক, গবেক্ষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বহুভূমি নামে একাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে (লি ও ভাগ)। অশ্বগ্রীব দেখ। অরিষ্টনেমীর কন্যা ঈলিনীকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগর বিবাহ করেন। (হরি)। (৮) কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ্য, অরুণ, গরুড় ও আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অরুণ, আরুণি ও কশ্যপ দেখ। (৯) অরিষ্টনেমীর পুত্র গরুড়, গরুড়ের পুত্র সম্পাতি, সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব। (মার্ক)। কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমী, অনুরু, গরুড়, অরুণ ও বারুণি, এই কয়জনের জন্ম হয়। (কালিকা)।

অরিষ্টা—(১) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা অরিষ্টা হইতে মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে সহস্র সর্প জন্মগ্রহণ করেন। (কূর্ম্ম)। কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে অনবদ্যা, অনবসা, অন্বিতা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা ও ভাসী নাম্নী আট জন অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল অপ্সরা অষ্টবসুর পত্নী ছিলেন। (বায়ু)। কশ্যপ ও অনবদ্যা দেখ।

অরিহ—(১) অবাচীনের স্ত্রী মর্য্যাদার গর্ভে অরিহের জন্ম হইয়াছিল। অঙ্গরাজ দুহিতা, অরিহ হইতে মহাভৌম নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (মহাভা)। অবাচীন দেখ। (২) দেবাতিথির স্ত্রী মর্য্যাদা অরিহকে প্রসব করেন। অরিহের স্ত্রী সুদেবা হইতে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অরিহা—(১)প্রভু, বিভু, বিভাস, জেতা, হন্তা, অরিহা, রিভু, সুমতি, প্রমতি, দীপ্তি, সমাখ্যাত, মহ, মহান্, দেহ, মুনি, নয়, জ্যেষ্ঠ, শম, সত্ব ও বিশ্রুত এই বিংশতি জন সাবর্ণি মনুর সময়ের অমিতাভ নামক দেবতা ছিলেন। সাবর্ণি মনু দেখ। (২) সূর্য্যের অন্তনাম অরিহা। (মহাভা)।

অরুণ—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা ছিলেন। তাম্রার লোক বিখ্যাত শুকী প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা জন্মে। শুকীর কন্যা নতা, নতার আবার বিনতা নামে এক কন্যা জন্মে। এই বিনতাই অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। অরুণের পত্নী শ্যেনী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (রামা)। (২) কশ্যপের পত্নী দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। কশ্যপ পত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী (মৎস্য-সৌদামিনী) নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (লি)। (৩) পরাশর বংশোৎপন্ন অরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। (লি)। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উক্ত অণ্ড বিদীর্ণ না হওয়ায় বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া একটী বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পন্ন ও পরার্দ্ধ অসম্পন্ন অবস্থায় অরুণের জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়াই ব্রহ্মার আদেশে সূর্য্যের তেজ সংহার করিবার জন্য, তাঁহার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। অপর অণ্ড হইতে গরুড়ের জন্ম হয়। (মহাভা)। ইন্দ্র অরুণকে পূর্ব্বদিকে রাজত্ব করিতে অভিষিক্ত করেন। (হরি)। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে অরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় পুত্র তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। (বাম)। (৪) অরুণ নামে একজন গ্রামনী অর্থাৎ শিল্পী ছিলেন। (বায়ু)। (৫) মান্ধাতাবংশীয় ত্রিধন্বার তনয় অরুণ, অরুণের তনয় সত্যব্রত। (দেবী-ভা)। (৬) পূর্ব্বে পাতালপুরে অরুণ নামক এক দৈত্য ছিল। সে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর অবধ্য বর লাভ করে। সে সেই বর প্রভাবে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবগণকে স্থান-ভ্রষ্ট করে। দেবগণ ব্রহ্মার শরণ লইলে তিনি, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। মহাদেবের পরামর্শে বৃহস্পতি অরুণের মতি ভ্রম জন্মান। তখন ভগবতী ভ্রমর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করেন। (দেবী-ভা)। (৭) কশ্যপ পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অসুবহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল,

ধ্রুব, হবিষ্ট, বিতান, বিধান, শম্মিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। (৮) তার্ক্ষ্যের ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী বিনতার গর্ভে বিষ্ণুবাহন গরুড় ও সূর্য্য সারথী অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৯) মহর্ষি অরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। মহর্ষি অরুণের তনয় আরুণি স্বীয় পিতার নিকট হইতে বিশেষ রূপে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরুণির অন্যনাম উদ্দালক। (ছান্দো)।

অরুণপ্রিয়া—অনবদ্যা দেখ।

অরুণা—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হইতে অরুণা, রম্ভা, তিলোত্তমা, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। কালিকা পুরাণমতে প্রধা অরুণার জননী। কপিলা দেখ।

অরুণাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সংহতাশ্বের কৃশাশ্ব ও অরুণাশ্ব নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অরুণাশ্বের তনয় দ্বিতীয় যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের তনয় মান্ধাতা। (কূর্ম্ম)।

অরুণি—(১) মহর্ষি অরুণি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। এই ঊর্দ্ধরেতা তপস্বী কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশ নাই। (ভাগ)। তিনি ব্রহ্মার নাসিকা হইতে জন্ম লাভ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (২) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে অরুণি একজন বেদবিভাজক পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান-প্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। (লি)। (৩) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে অরুণির জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমে-জয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

অরুন্ধতী—(১) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, ভানু, মহূর্ত্তা, লম্বা, যামী, অরুন্ধতী ও সঙ্কল্পা এই দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। তন্মধ্যে অরুন্ধতী হইতে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। (বিষ্ণু)। (২) বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী হইতে শক্তি জন্ম-গ্রহণ করে। (কূর্ম্ম)। নারদের কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। অরুন্ধতীর শত পুত্রের মধ্যে শক্তি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। (লি)। মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি অরুন্ধতীকে প্রসব করেন। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন। (ভাগ)। কর্দ্দম দেখ। দক্ষযজ্ঞে বশিষ্ঠ অরুন্ধতী সহ সদস্য পদে বৃত হইয়া ছিলেন। (বাম)। মহর্ষি মেধাতিথির কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)। কশ্যপ হইতে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই তনয় ও অরুন্ধতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন। (বায়ু)। এক প্রকার লতার নাম অরুন্ধতী। ভগ্ন স্থান বা ভগ্ন অস্থিকে তাহাদ্বারা

আরোগ্য করা যাইত বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় স্তুতি করিতেন। ইহার অন্য নাম সিলাচী। (অথ)।

অরুষ—সূর্য্যের অশ্বের নাম অরুষ। (ঋগ)।

অরুষী—অগ্নির বাহন অশ্বের নাম *অরুষী*। (*ঋগ*)।

অরূপ—মহর্ষি অরূপ একজন মন্ত্রবেদী ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

অরূপা—অরিষ্টা ও কশ্যপ দেখ।

অরূপি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অরোগা—দেবী পার্ব্বতী বৈদ্যনাথে অরোগা নামে অভিহিতা। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অর্ক—(১) লঙ্কায় বানরসৈন্যের সমাবেশ কালে কেশরী, পনস, গজ ও বলবান্ অর্ক শত কোটী বানর সঙ্গে লইয়া সৈন্যগণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া ছিলেন। (রামা)। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক, ধর্ম্মহইতে বসুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অর্কের পত্নী বাসনা তর্ষকে প্রসব করেন। (ভাগ)। (৩) বিবিধাগ্নির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। কাম্যা ইষ্টি হইতে অর্কের অভিমানি, রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরভি, বসুমান, নাদ, হর্য্যশ্ব, রুক্মবান, প্রবর্গ্য ও ক্ষেমবান্ নামে দশ পুত্র জন্মে। (মৎ)। (৪) অর্ক সূর্য্যের অন্য নাম (মহাভা)। (৫) অনীকবান্ দেখ।

অর্কনয়ন—দানব বিশেষ। (পদ্ম-সৃষ্টি)।

অর্কপর্ণ—দক্ষকন্যা মুনিহইতে কশ্যপের ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুক্ত, ভীম, চিত্ররথ, প্রভৃতি পুত্র জন্মে। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অর্কপৃষ্ঠ—দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, বীর্য্যবান, অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুত, ভীম, চিত্ররথ, সর্ব্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জ্জণ্য, কলি ও নারদ নামক পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ দেখ।

অর্চ্চৎ—মহর্ষি অর্চ্চৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সবিতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋক্)।

অর্চ্চনানশ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্চ্চনানা—অত্রির অপত্য অর্চ্চনানা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যাবাশ্ব, রাজর্ষি রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রথবীতি একবার অর্চ্চনানাকে হোত্রী কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্চ্চিঃ—(১) বেণের বাহু হইতে অর্চ্চিঃ নাম্নী কন্যার উদ্ভব হয়। বেণের পুত্র পৃথুকে অর্চ্চিঃ বিবাহ করেন। (ভাগ)। (২) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে

অর্চ্চিঃও ধিষণাকে কৃশাশ্ব বিবাহ করেন। অর্চ্চিঃ হইতে ধূমকেতুর জন্ম হয়। (ভাগ)। কশ্যপ ও কৃশাশ্ব দেখ।

অর্চ্চিষ্মান্—ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহত্তম ইহারা সাবর্ণি মনুর পুত্র। (মার্ক)। সাবর্ণি মন্বন্তরে ঋত, তপ, অর্চ্চিষ্মান্, প্রভৃতি সুতপা দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

অর্চ্চিসন—অত্রি, অর্চ্চিসন, শ্যামবান্, নিষ্ঠুর, বলগূতক, ধীমান্ ও পূর্ব্বাতিথি এই সকল অত্রি পুত্রেরা মন্ত্র প্রণয়ন কর্ত্তা। (ব্রহ্মা)। অত্রি দেখ।

অর্জ্জুন—(১) অসুর বিশেষ। সে নারায়ন হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। (রামা)। (২) তিনি হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ। (৩)অর্জ্জুন কুরুপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তীর গর্ভজাত তৃতীয় পুত্র। ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য-কালে তিনি অন্যান্য কৌরবদের ন্যায় কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অস্ত্র শিক্ষায় অতিশয় উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় গুরু দ্রোনাচার্য্যের অতিশয় প্রিয় পাত্র হন। মন্দমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহাদিগকে বারনাবতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জতুগৃহে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করেন। বহু-স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অবশেষে এক-চক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণ বেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যা কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর)বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া দেন যে যিনি আকাশস্থ মৎস্য ভেদ করিতে পারিবেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবেরা তথায় উপস্থিত হন এবং অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অবশেষে পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। কিন্তু নিয়ম হয় যে, দ্রৌপদীর নিকট একের অবস্থান কালে অন্যে গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরাও খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা অর্জ্জুন নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর গৃহে যুধিষ্ঠিরের অবস্থান কালে প্রবেশ করিয়া

দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। এই সময়ে তিনি নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। কলিঙ্গ দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এবং মনিপুর রাজের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুন নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রভাস তীর্থে গমন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেই সময়ে দ্বারকায় উৎসব হইতেছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন। সুভদ্রা দেবার্চ্চনা করিয়া রৈবতক পর্ব্বতহইতে দ্বারকায় গমনকালে পথিমধ্যে অর্জ্জুন তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পরে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। ইহার কিছু কাল পরেই অগ্নি, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, খাণ্ডববন দাহ কার্য্যে সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, অগ্নির অনুরোধে বরুণদেব অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন। অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র প্রদান করেন। পরে অগ্নি খাণ্ডববন দাহ করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ময়দানব অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ইহার প্রতিদানে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে মগধে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হয়। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রাতৃ চতুষ্টয়কে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করেন। অর্জ্জুন প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর ভগদত্ত, উলূকবাসী বৃহন্ত এবং কাশ্মীর, গান্ধার, উত্তর কুরু প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাস্ত করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ইহার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন। এই বনবাস কালেই অর্জ্জুন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বহু অস্ত্র লাভ করেন। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। একদা উর্ব্বশী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হন। সেজন্য উর্ব্বশী তাঁহাকে কিছুকাল ক্লীব হইয়া অবস্থান করিবে বলিয়া শাপ দেন। এই সময়েই তিনি নিবাতকবচ ও কালকেয় নামক অসুর জাতিদ্বয়কে সংহার করেন এবং চিত্ররথের নিকট গান্ধর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করেন। বনবাসের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, অজ্ঞাত বাসের এক বৎসর বিরাট রাজভবনে

বৃহন্নলা নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন ও বিরাট রাজপুত্রী উত্তরাকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা দেন। অজ্ঞাত বাসের অবসানে উত্তর গো গৃহে যুদ্ধ করিয়া বিরাটের গোধন রক্ষা করেন। পরে উত্তরার সহিত সুভদ্রার গর্ভজাত স্বীয় তনয় অভিমন্যুর বিবাহ দেন। ইহার পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি বহু বীরকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু অন্যায় সমরে সপ্তরথি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিহত হন। সেই সময়ে তাঁহার স্ত্রী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে পরীক্ষিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অর্জ্জুন অশ্ব রক্ষার ভার গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হন। মণিপুরে উপস্থিত হইয়া স্বীয়পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হন। স্বীয় পত্নী উলূপী তাঁহাকে সচেতন করেন। এই প্রকারে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ইহার পরে যদুবংশের ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি দ্বারকায় গমন করেন। সকলের শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ও অন্যান্য যাদব রমণীগণ সহ হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে দস্যুগণ কর্ত্তৃক যাদব রমণীগণ অপহৃত হয়। অবশেষে পৌত্র পরীক্ষিৎ হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মহাভা)। (৪) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র অর্জ্জুন। (ভাগ)।

অর্জ্জুনক—অর্জ্জুনক নামক এক ব্যাধ, ব্রহ্ম পরায়ণা ব্রাহ্মণী গৌতমীর পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, সে সেই সর্পকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। (মহাভা)।

অর্জ্জুনকা, অর্জ্জুনী—ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধের কন্যা। এই অর্জ্জুনাকে মতঙ্গ মুনির পুত্র মহর্ষি প্রসন্ন বিবাহ করিয়াছিলেন। (বরা)।

অর্জ্জুনপাল—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা সমীকের পত্নী সুদামণি হইতে সুমিত্র ও অর্জ্জুনপাল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

অর্জ্জুনী—বৈদিক যুগে অর্জ্জুনী নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কুৎস। (ঋগ)।

অর্ণ—(১) এই বেদজ্ঞ অর্ণঋষি, সরস্বতী নদীতীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)। (২) অর্ণ ও চিত্ররথ নামক অনার্য্য রাজাদিগকে সরযূ নদীর তীরে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্ণব—এই বেদজ্ঞ অর্ণব ঋষি, সরস্বতী নদী তীরে প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অর্ণোদর—ব্রহ্মা, শিব পূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কুবের কাপালিক ছিলেন। কুবেরের শিষ্য ছিলেন অর্ণোদর। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। (বাম)।

অর্থ—(১) দক্ষ প্রজাপতির অন্যতম কন্যা বুদ্ধির গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে অর্থের জন্ম হয়। (ভাগ)। (২) ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

অর্থকারক—বৈবস্বত মনু বংশীয় দ্যুতিমানের কুশল, মনুগ, উষ্ণ, প্রকার, অর্থকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সপ্ত পুত্র ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় নামীয় এক এক বর্ষে রাজত্ব করিতেন। (মার্ক)। অন্ধকারক দেখ।

অর্থপতি—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণ আদ্য প্রসূত, ভাব্য, পৃথক ও লেখ এই পাচ গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয়, সুজয়, মন, উদ্যান, সুমতি, সুপরি ও অর্থপতি এই সকল দেবগণ ভাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত। (বায়ু)। আদ্য দেখ।

অর্থসহ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে প্রভাবা নদী স্বীয় অনুচর অর্থসহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। (বাম)।

অর্থসিদ্ধি—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর পুষ্পের পুত্র অর্থসিদ্ধি। অর্থসিদ্ধি হইতে সুদর্শন, সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) ধর্ম্ম হইতে সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। সাধ্যগণের পুত্র অর্থসিদ্ধি। (ভাগ)। সাধ্যগণ দেখ।

অর্দ্ধনেমী—অঙ্গিরা বংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্দ্ধপদ্য—অত্রি বংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অর্দ্ধবাহু—বশিষ্ঠের স্ত্রী ঊর্জ্জা হইতে রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবণ, অধন, সুতপা ও শুক্র নামক সপ্ত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)। অধন দেখ।

অর্দ্ধহারী—যমপত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল দর্শন করায় সেই গর্ভে নির্ম্মাষ্টির জন্ম হয়। নির্ম্মাষ্টি দুঃসহ হইতে দন্তকৃষ্টি তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা ও শস্যহা, নামক আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণি, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিনী এই আট কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে স্বয়ংহারকরীর সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারী ও বীর্য্যহারী নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা অপবিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে, অধৌত পদে প্রবিষ্ট পাকশালায় ও বিদ্রোহ স্থলে উপস্থিত থাকেন। (মার্ক)।

অর্ব্বরীবাণ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দম্ভোলি, বৃষভ, তিমির ও অর্ব্বরীবান্ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। সপ্তর্ষি দেখ।

অর্ব্বরীর—(১) প্রজাপতি পুলহের ভার্য্যা

ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, অর্ব্বরীর ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র জন্মে। (মার্ক)। কর্দ্দম ও ক্ষমা দেখ। (২) সাবর্ণি মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর বিরজা, অর্ব্বরীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারী তনয়গণ রাজা হইবেন। (মার্ক)।

অর্ব্বাবসু—(১) সুসুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্ব্বাবসু ও স্বরক নামক সূর্য্যের সপ্তরশ্মি গ্রহগণের উৎপাদক। (কূর্ম্ম)। (২) অর্ব্বাবসু, রৈভ্য, পরাবসু, প্রভৃতি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র(মহাভা)। অঙ্গিরা দেখ। (৩) মহর্ষি অর্ব্বাবসু দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। (শত পথ)।

অর্ব্বুদ—অনার্য্য দলপতি দমুর পুত্র নমুচি, অহি, অর্ব্বুদ, প্রভৃতিকে ইন্দ্র বধকরিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অর্য্যমা—(১) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম অর্য্যমা, কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অর্য্যমার পত্নী মাতৃকার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন। (ভাগ)। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। (২) দেবমাতা অদিতির গর্ভজাত ছয় জন আদিত্যের অন্যতম। অদিতি দেখ। (ঋগ)। (৩) পিতৃগণের অন্যতম অর্য্যমা। অনল দেখ।

অষ্টিষেণ—মহর্ষি অষ্টিষেণ একজন মন্ত্রবাদী ঋষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

অহি—একজন দানব। একবার দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্ম)।

অলংশর্ম্মা— দৈত্যপতি মহিষাসুরের প্রধান মন্ত্রী অলংশর্ম্মা ছিলেন। তিনি মহাদেবের নেত্রোৎপন্ন বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (বরা)। অপরাজিতা দেখ।

অলকনন্দা—গঙ্গার অন্যনাম। (পদ্ম-উত্ত)।

অলকাপতি—কুবেরের অন্যনাম। কুবেরের রাজধানীর নাম অলকা। সেইজন্য অলকাপতিবলিলে কুবেরকে বুঝায়। (বরা)।

অলক্ষ্মী—সমুদ্র মন্থনকালে অলক্ষ্মী লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। অলক্ষ্মী দুঃসহ নামক বিপ্রর্ষির পত্নী ছিলেন। (লি)। বিষ্ণুর অনুরোধে ধর্ম্মজ্ঞ উদ্দালক মুনি স্থূলবদনা, শুভ্রদশনা, রক্তনয়না ও রুক্ষপিঙ্গকেশা, অলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অলক্ষ্মী মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'যেখানে সর্ব্বদা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেখানে আমি থাকি না, যেখানে সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান হয়, আমি সেখানেই থাকি'। মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার কথায় অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অলক্ষ্মী দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মীর অনুরোধে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। উদ্দালক দেখ। নিঋ্ঋতি

নামে (অন্য নাম অলক্ষ্মী) মৃত্যুর স্ত্রী চতুর্দ্দশটী সন্তান প্রসব করেন। তাঁহারা অলক্ষ্মী তনয় নামে খ্যাত। (মার্ক)।

অলতাক্ষি—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, যে সমুদয় মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন, অলতাক্ষি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

অলন্দ—বশিষ্ট বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অলম্বল—জটাসুরের তনয় অলম্বল, কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগকে শাস্তি দিতে অভিলাষী হইয়াছিল। কিন্তু ভীমের তনয় ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হয়। (মহাভা)।

অলম্বাক্ষী—মহিষাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অলম্বাক্ষী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

অলম্বুষ—দৈত্য বিশেষ। (কালিকা)।

অলম্বুষা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কপিলার গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, প্রভৃতির জন্ম হয়। (মহাভা)। কশ্যপ হইতে মুনির গর্ভে অলম্বুষা প্রভৃতি জন্মে। (হরি)। কশ্যপ দেখ। (২) রাজা তৃণবিন্দু হইতে অলম্বুষার গর্ভে ইলবিলানাম্নী কন্যা এবং বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র জন্মে। ইলবিলাকে বিশ্রবা বিবাহ করেন। (ভাগ)। (৩) রাজা ইক্ষ্বাকুর ঔরসে অলম্বুষারগর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশালা নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। (রামা)।

অলর্ক—(১) কাশিরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন (অন্য নাম বৎস্য)। প্রতর্দ্দনের পুত্র অলর্ক। তিনি ষাট হাজার বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। অলর্কের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীত। (বিষ্ণু)। অলর্ক ক্ষেমক রাক্ষসকে বধ করিয়া বারানসী নগরীকে পুন সমৃদ্ধিশালিনী করেন। (হরি)। দিবোদাস দেখ। (২) ধন্বন্তরী বংশীয় দ্যুমানের অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অলর্ক ছিষট্টি হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। অলর্কের পুত্র সন্ততি, সন্ততির পুত্র সুনীথ। (ভাগ)। (৩) নরপতি ঋতধ্বজের পত্নী মদালসা হইতে বিক্রান্ত সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন, অলর্ক প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্ক)। ঋতধ্বজ দেখ। (৪) রাজা চন্দ্রশেখরের পত্নী তারাবতী হইতে উপরিচর, দমন ও অলর্কনামে তিনপুত্র জন্মে। (কালিকা)। রাজা অলর্ক আপনার নেত্র উৎপাটন-পূর্ব্বক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্য গতিলাভ করেন। (রামা)। (৫) কাশিরাজ প্রতর্দ্দনের পুত্র ভর্গ ও বৎস। ভর্গের পুত্র অলর্ক। (ব্রহ্ম)।

অলায়ুধ—বকরাক্ষসের ভ্রাতা অলায়ুধ কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিয়াছিল এবং ভীমের তনয় ঘটোৎ-কচের হস্তে নিহত হইয়াছিল। (মহাভা)।

অলি—পারনামক ব্রহ্মর্ষির ঔরসে পুঞ্জিক-স্থলা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কলবতী নাম্নী অতি সুন্দরী এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে পাইবার জন্য অলি নামক অসুর মহর্ষি পারের নিকট প্রার্থনা করে। পারঋষি প্রত্যাখ্যান করিলে অসুর অলি তাঁহাকে বিনাশ করে। (মার্ক)।

অলিংশ— মাতৃপিতৃ ঘাতি অপদেবতা বিশেষ। (অথ)।

অলিনীলা—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র সবন, তাঁহার স্ত্রী সুবেদার সহিত আকাশে বিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রেতঃ বপুষ্মতী নদীতে পতিত হয়। সেই রেতঃ পান করিয়া চিত্রা, বিশালা, হরিতা, অলিনীলা, প্রভৃতি মুনি পত্নীরা সাতটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারাই আদ্য মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ। (বাম)। চিত্রা ও মরুৎ দেখ।

অলোলুপ—সূর্য্যের অন্য নাম অলোলুপ। (মহাভা)।

অল্পমেধা—রৈবত মন্বন্তরে যে সকল দেবতা ছিলেন, অল্পমেধা তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। অশ্বমে দেখ।

অশনা—বলির স্ত্রী অশনা শত পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণ মহাদেবের আরাধনা করিয়া তদীয় গণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

অশনি— (১) অশনি শিবের অন্যতম অনু-চর ছিলেন। তিনি বহুগণ পরিবৃত হইয়া শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি)। (২) প্রজাপতি বহুপুত্র, দক্ষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)। দক্ষ দেখ।

অশনি-প্রভ—(১) জনৈক রাক্ষস সেনা-পতি। লঙ্কা সমরে দ্বিবিদ নামক বানর সেনাপতির সহিত ইহার যুদ্ধ হয় এবং ইনি দ্বিবিদ হস্তেই নিহত হন। (রামা)। (২) বারানসীর রাজা দুর্জ্জয়, মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভুত সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রঘস, বিঘস, সঙ্ঘস, অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ প্রভৃতি পঞ্চদশ সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই শক্রহস্তে নিহত হন। গৌর মুখ দেখ। (বরা)। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রীর নামও অশনিপ্রভ ছিল। (বরা)।

অশিক্ষক—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভি-ষিক্ত হইলে, পৃথুদক তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব চন্দ্র-ভাস, পানিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাষবক্ত্র ও জম্বুককে প্রদান করেন। (বাম)।

অশিজ—উশিজ ঋষির নামান্তর। (বায়ু)।

অশুষ—মহর্ষি কুৎস ইন্দ্রের সারথি ছিলেন। কুৎসের জন্য ইন্দ্র, শুষ্ণ, অশুষ ও কুয-বকে বশীভূত করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশেষ— মহাবলশালী বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ব্ব হইতে হিরণ্য রোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও গোদ নামক মহাবিস্তাবত গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অশোক—রাজা দশরথের অন্যতম দূত। *দশরথের মৃত্যুর পরে বশিষ্ঠের আদেশে* ভরতকে আনিবার জন্য ইনি কেকয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। (রামা)।

অশোকবর্দ্ধন—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, অশোকবর্দ্ধনের পুত্র সুযশা, সুযশার পুত্র দশরথ। (বিষ্ণু)। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন। (ভাগ)।

অশ্ব—(১) একজন মহর্ষি। তিনি জনস্থানে বাস করিতেন। রাবনানুজ খর ও দূষণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনেক ঋষি তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (রামা)। (২) কশ্যপের কন্যা সুরভীর রোহিনী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে রোহিনী গোদিগকে ও গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। (রামা)। (৩) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে অশ্ব, অশ্বশিরা প্রভৃতি দানবের জন্ম হয় (মহাভা)। কশ্যপ দেখ। (৪) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। নরপতি চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষী, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। (হরি)। অরিষ্টনেমী ও চিত্রক দেখ। (৫) অশ্ব নামে বৈদিক কালে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বেশ। অশ্বিদ্বয় মহর্ষি বেশকে অসুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। অন্যত্র *দেখিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞার্থ আনীত অশ্বকেই তাঁহারা দেবতারূপে স্তুতি* করিয়াছেন। ঋষিরা যে অশ্বমাংস আহার করিতেন তাঁহারও উল্লেখ আছে। আবার আর এক স্থানে আছে, ইন্দ্র সূর্য্যের দ্বারা উষাকে অপহরণ-পূর্ব্বক অশ্বের পুরাতন নগর সকল বিনাশ করিয়াছিলেন। এই অশ্ব একজন অনার্য্য দস্যু দলপতি ছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বক—পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি ও অশ্বক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। (কূর্ম্ম)। অয়াতি ও কৃতি দেখ।

অশ্বকর্ণ—(১) জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে ইহার হস্তে প্রজঙ্ঘ নামক রাক্ষস নিহত হয়। (রামা)। (২) দানব পতি রক্ত নামক অসুরের অশ্বকর্ণ, ধূম্রাক্ষ, বিধর্ম্মক প্রভৃতি তেত্রিশ জন মন্ত্রী ছিল। (সৌর)।

অশ্বগ্রীব—(১) যদুবংশীয় শ্বফল্কের ভ্রাতা চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু,

সুপার্শ্বক ও গবেষণ নামে ছয়পুত্র ছিল। (কূর্ম্ম)। অরিষ্টনেমী ও অশ্ব দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতমা স্ত্রী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্ব গবেষণ, রিষ্টনেমী, সুবর্চ্চা, সুধর্ম্মা, মৃদু, অভূমি ও বহুভূমি নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অক্রূর ও অভূমি দেখ। কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, অশ্বগ্রীব, প্রভৃতি বহু দানব জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ দেখ।

অশ্বজিৎ—ভরতবংশীয় বৃহদিষুর পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথের পুত্র অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। (মৎ)।

অশ্বতর—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহু মস্তকবিশিষ্ট, গরুড়ের অনুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাসুকী শেষ, তক্ষক, শঙ্খ, অশ্বতর প্রভৃতি প্রধান। (বিষ্ণু)। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ। বাসুকী, তক্ষক, কম্বনীল, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করে, বিতল নামক পাতাল প্রদেশে তাঁহারা বাস করেন। (কূর্ম্ম)। কম্বনীল দেখ। অশ্বতর নাগ শিবোপাশক ছিলেন। (লি)।

অশ্বতরাশ্ব—অশ্বপতি দেখ।

অশ্বত্থ—(১)বিষ্ণু অম্বরীষের বাক্যে অশ্বত্থ তরু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (পদ্ম-উত্ত)। (২) অশ্বত্থ সূর্য্যের অন্য নাম। (মহাভা)।

অশ্বত্থা—সঙ্কর্ষণী, অশ্বত্থা, বীজভাবা, অপরাজিতা, মধুদংষ্ট্রী, কল্যানী, কমলা ও উৎপলহস্তিকা, এই আটজন মাতৃকা দেবী মায়ানুচরী বলিয়া অভিহিতা। (মৎ)।

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য্যেরপত্নী কৃপী হইতে ইহার জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়াই অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্বত্থামা নামে খ্যাত হন। তাঁহার মাতুল কৃপাচার্য্য। তিনি স্বীয়পিতা দ্রোণের নিকটই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভরত সমরে তিনি স্বীয় পিতার ন্যায়ই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গালব, ভার্গব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, কৃপ, দীপ্তিমান্, ঋষ্যশৃঙ্গ ও অশ্বত্থামা, ইহারা সাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বায়ু)। হরিবংশ মতে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৌশিক, গালব ও কশ্যপ-রুরু এই সাতজন সাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। অপর দেখ।

অশ্বথ—রাজর্ষি অশ্বথ, ভরদ্বাজের অপত্য গর্গের ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বযুক্ত দশখানি রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বদংষ্ট্রা—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা খসার গর্ভে বিলোহিত, বিকল, চতুর্ভুজ, অশ্বদংষ্ট্রা প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

অশ্বধর্ম্মা—অরিষ্টনেমী দেখ।

অশ্বপতি—(১) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। (মহাভা)। কশ্যপ দেখ। (২) মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক সত্য প্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় দানশীল রাজা ছিলেন। ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন সাবিত্রী আরাধনা করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে তিনি এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সাবিত্রীই রাখেন। এই সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে বিবাহ করেন। সত্যবান্ অকালে প্রাণত্যাগ করিলে সাবিত্রী তাঁহার সতীত্বের মাহাত্ম্যে তাঁহাকে যমালয় হইতে প্রত্যানয়ন করেন। (মহাভা)। সাবিত্রী দেখ। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণমতে অশ্বপতির স্ত্রীর নাম মালতী। (৩) বলির অশ্বপতি নামক অন্যতম সেনাপতিকে, বামণরূপী বিষ্ণু বিনাশ করেন। (ব্রহ্ম)। (৪) কেকয় নন্দন অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট উপমন্যু তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যক, পুলুষের তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্র দ্যুম্ন ভাল্লবেয়, শর্করাক্ষের পুত্র জন শার্করাক্ষ ও অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, এই পাঁচজন ঋষি, অরুণের পুত্র উদ্দালক আরুণির সহিত গমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। আরুণি দেখ।

অশ্ববাহু—(১) বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। অরিষ্টনেমী ও চিত্রক দেখ। (হরি)। (২) বৃষ্ণিবংশীয় অক্রূরের পত্নী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, প্রভৃতি কতিপয় পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা নাম্নী কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-সৃষ্টি)। অশ্বগ্রীব দেখ।

অশ্বমিত্র—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী হইতে অমর, অশ্বমিত্র, প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্বমুখ—(১) জালন্ধর দৈত্যের অনুচর। জালন্ধরের সহিত মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জালন্ধরের অনুচর খড়্গারোমা, বলাহক, অশ্বমুখ, প্রভৃতি নিহত হয়, (পদ্ম-উত্ত)। (২) বিক্রান্ত হইতে অশ্বমুখ কিন্নর জাতির উৎপত্তি হয়। (বায়ু)।

অশ্বমেধ—রাজা ভরতের অপত্য অশ্বমেধ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অশ্বমেধজ—পাণ্ডববংশীয় সহস্রানীকের পুত্র অশ্বমেধজ। এই অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ। অসীমকৃষ্ণের তনয় নেমীচক্র। (ভাগ)।

অশ্বমেধদত্ত—পাণ্ডু বংশীয় শতানীকের পুত্র অশ্বমেধ দত্ত, অশ্বমেধ দত্তের পুত্র অধিসীম কৃষ্ণ, অধিসীম কৃষ্ণের তনয় নিচক্ষু। (বিষ্ণু)। শতানীকের স্ত্রীর নাম বৈদেহী। (মহাভা)। অধিসীমকৃষ্ণ দেখ।

অশ্বমেধা—রৈবত মন্বন্তরে মেধা, মেধাতিথি, সত্যমেধা, পৃশ্নিমেধা, অল্পমেধা, ভূয়োমেধা, দীপ্তিমেধা, যশোমেধা, স্থিরমেধা, সর্ব্বমেধা, অশ্বমেধা, প্রতিমেধা, মেধাবান্ ও মেধহর্ত্তা, এই সকল দেবতা সুমেধাগণ নামে খ্যাত। (ব্রহ্মা)।

অশ্বয়ু—(১) অঙ্গিরাবংশ সম্ভূত একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (২) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম ছিল সুভদ্রা। তাঁহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃষসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, সত্যক ও অশ্বয়ু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

অশ্বরথ—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় কুশদ্বীপের রাজা জ্যোতিষ্মানের সপ্ত পুত্রের অন্যতম অশ্বরথ। তিনি অশ্বরথ বর্ষের অধিপতি ছিলেন (কূর্ম্ম)। জ্যোতিষ্মান্ দেখ।

অশ্বরথ্য—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অশ্বল—মহর্ষি অশ্বলের পুত্র আশ্বলায়ন কৌশল্য একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (প্রশ্ন)।

অশ্বলায়ন—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (মহাভা)।

অশ্বশঙ্কু—কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে যে সমুদয় দানব জন্মগ্রহণ করেন, অশ্বশঙ্কু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অশ্বশিরা—(১) দানব বিশেষ। (মহাভা)। অয়ঃশঙ্কু দেখ। (২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে যে সমুদয় দানব জন্মগ্রহণ করেন অশ্বশিরা তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। দনু দেখ। (৩)অথর্ব্বা ঋষির পুত্রদধীচি। এই দধীচির অন্যনাম অশ্বশিরা। (ভাগ)। (৪) পুরাকালে অশ্বশিরা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষি কপিল ও জৈগীষব্যের উপদেশে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলশিরার হস্তে রাজ্যভার সমর্পনপূর্ব্বক তপস্যার্থ নৈমিষারণ্যে গমন করেন। এবং পরম পদলাভ করেন। (বরা)। (৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অশ্বশিরা নামক এক বিষ্ণুভক্ত ঋষি বেদশিরা নামক অপর ঋষির শাপে নীল পর্ব্বতে ভূশুণ্ড নামক কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। (গর্গ)।

অশ্বশীর্ষ—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি বৃষপর্ব্বা, অশ্ব, অশ্বগ্রীব, অশ্বপতি, অশ্বশীর্ষ, প্রভৃতিদানবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (কালিকা)। কশ্যপ ও দনু দেখ।

অশ্বসূক্তি—কন্ব গোত্রীয় অশ্বসূক্তি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)।

অশ্বসেন—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী দশটী পুত্র প্রসব করেন। অশ্বসেন তাঁহাদের অন্যতম। (ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২)নাগরাজ তক্ষকের পুত্র

অশ্বসেন। তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে খাণ্ডব দহনে পরাজিত হন। (মহাভা)।

অশ্বহনু—বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা বৃষ্ণিমের, বীর ও অশ্বহনু নামে দুইপুত্র ছিল। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

অশ্বায়ু—রাজর্ষি পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। (মৎ)। অমাবসু দেখ।

অশ্বি—জনৈক বানর দলপতি। ইহার পুত্র মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণে যাইবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন। (রামা)। অশ্বিনী কুমার দেখ।

অশ্বিদ্বয়— প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের অন্যতম দেবতা, যাস্কের মতে অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তাহাই অশ্বিদ্বয়। অশ্বিন্ শব্দের অর্থ আলো। সায়নের মতে অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসক। দস্র ও নাসত্য নামেও তাঁহারা পরিচিত। সোমের সহিত বেণার যখন বিবাহ হয়, তখন অশ্বিদ্বয়, নানাবিধ খাদ্যসহ তিন চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। বৃহস্পতির তনয় সংযুকে অশ্বিদ্বয় পালন করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ হইতে সরণ্যের গর্ভে অশ্বিদ্বয় যম ও যমী জন্ম লাভ করেন। সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা। সূর্য্য স্বীয় কন্যা সূর্য্যাকে সোমকে প্রদান করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্যান্য দেবতারাও অভিলাষী হন। তজ্জন্য এই নিয়ম করা হইল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত সকলকেই দৌড়িতে হইবে। যিনি সকলের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারিবেন, তিনি সূর্য্যাকে লাভ করিবেন। অশ্বিদ্বয় সকলের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। নৃষদ ঋষির বধির পুত্রকে তাঁহারা শ্রবণশক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্যাব ঋষি অশ্বিদ্বয়ের প্রসাদে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন শয্যু ঋষির বন্ধ্যা গাভীকে অশ্বিদ্বয় দুগ্ধবতী করিয়াছিলেন এবং শর নামক ঋষির কূপের জল উচ্চ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পথুশ্রবার শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বশ ঋষিকে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি পেদুকে শ্বেত অশ্ব প্রদান করেন এবং অন্যান্য অনেককে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন। (ঋগ)।

অশ্বিনী— (১) বৃষ্ণি বংশীয় অক্রূরের অন্যতমা স্ত্রী অশ্বিনী, অক্রূর, অভূমি ও অশ্বগ্রীব দেখ। (পদ্ম সৃষ্টি)। (২) দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতিটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (শিব-জ্ঞান)। অশ্বিদ্বয়ের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। (ঋগ)।

অশ্বিনীকুমার—সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে তিন তনয় উৎপাদন করেন। পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল ও সহদেব নামে দুই তনয় উৎপাদন করেন। (বিষ্ণু)। একদা অশ্বিনীকুমার ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুতপা ঋষির পত্নীদর্শনে কামপীড়িত হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হন। সেই গর্ভজাত সন্তানেরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী। মহর্ষি সুতপা এই দুষ্কার্য্যের জন্য অশ্বিনীকুমারকে শাপ দেন কিন্তু সূর্য্যের অনুরোধে তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন। (ব্রহ্ম)। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ইহা তিনি ভাস্কর দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করিয়া উভয় গ্রন্থ ধন্বন্তরী, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, প্রভৃতি ষোড়শ সংখ্যক শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকের ভ্রমনাশক চিকিৎসা সার তন্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। স্কন্দ দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয়গণ, বৎস ও নন্দীকে প্রদান করেন। (বাম)। অশ্বিনীকুমার চ্যবন মুনির পত্নী ও শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যার পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ ও বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে চক্ষু ও নব যৌবন প্রদান করিয়াছিলেন। চ্যবন মুনিও প্রতিদানে অশ্বিনীকুমারকে শর্য্যাতির যজ্ঞে দেবগণের সহিত সোমরস পান করাইয়াছিলেন। (দেবীভা)। একবার দধ্যঙ নামক অথর্ব্ববেদবিৎ ঋষি, ইন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু অন্যকে শিখাইলে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইবে বলিয়া অপরকে শিখাইতে নিষেধ করিয়া দেন। অশ্বিনীকুমার এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দধ্যঙ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত কারণ জ্ঞাত হইয়া প্রথমে দধ্যঙ মুনির মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অন্যত্র রাখিয়া সেই স্থলে অশ্বমস্তক যোজনা করিয়া দেন। এবং তখন তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। অশ্বিনীকুমার তখনই সেইস্থলে দধ্যঙ মুনির পূর্ব্ব রক্ষিত মস্তক সংযোগ করিয়া দেন। (দেবীভা)। (২) ব্রহ্মার কর্ণ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অপরাপর দেহ ছিদ্র হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। (৩) দক্ষ কন্যা অদিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে অশ্বিনীকুমার যুগল জন্মগ্রহণ করেন। (রামা)। ইহাদের ঔরসে মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (রামা)।

অশ্বিষেণ—অত্রি বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (বায়ু)।

অশ্মক—(১)সগর বংশায় নরপতি সৌদাস কোনও ব্রাহ্মণপত্নীর শাপে স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত হন। অপুত্রক রাজার অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠ ঋষি তদীয় পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। সাত বৎসর গর্ভধারণের পরও কোন সন্তান না হওয়ায় মদয়ন্তী অসহিষ্ণু হইয়া অশ্মদ্বারা (প্রস্তর দ্বারা) স্বীয় উদরে আঘাত করেন। তখন একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম অশ্মক রাখা হইল। অশ্মকের পত্নী উত্তরা হইতে মূলক নামে এক পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) মহাতেজা বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নৃপতির ক্ষেত্রে অশ্মক নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অশ্মকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নকুল জন্মগ্রহণ করেন। (কূর্ম)। অশ্মকেরপুত্র বালিক। (ভাগ)। কল্মাষপাদ দেখ।

অশ্মকী—যদু বংশীয় ক্রোষ্টার অন্যতম পুত্র দেবমীঢ়ুষ। দেবমীঢ়ুষের পত্নী অশ্মকী শূর নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

অশ্মক্য-যদুবংশীয় অনাধৃষ্টির তনয় অশ্মক্য, অশ্মকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)।

অশ্মন্ত—ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। (হরি)। চক্ষু ও অমর দেখ।

অশ্মসারী—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর একজন মন্ত্রী। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ দেবাপির মতিভ্রংশের জন্য অশ্মসারী বেদবিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বেদবিরুদ্ধবাদী করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। দেবাপি দেখ।

অশ্মা—মহর্ষি অশ্মা রাজর্ষি জনককে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

অশ্রুত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দী অশ্রুত নামক পুত্রকে প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই পুত্র, তাঁহার অপরা পত্নী শ্রুতসেনাকে প্রদান করেন। (হরি)।

অশ্রুতা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা সখী। (পদ্ম-পা)।

অশ্লেষা—দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অশ্লেষা অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)। দক্ষ দেখ।

অষাঢ়—বৈদিক যুগের জনৈক ঋষি। (ঋগ)।

অষ্টক—(১) বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী দৃশদ্বতী হইতে অষ্টক জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টকের পুত্র লৌহি। (হরি)। (২) নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র অষ্টক। (অগ্নি)। অজমীঢ় দেখ। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী মালতী হইতে অষ্টক, কচ্ছপ, গালব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কচ্ছপ ও বিশ্বামিত্র দেখ। (৪) মহর্ষি অষ্টক ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ)।

অষ্টকা—পিতৃগণের কন্যা অচ্ছোদা পিতৃলোকে অষ্টকা নামে খ্যাত। (পদ্ম-সৃষ্টি) অচ্ছোদা দেখ।

অষ্টদংষ্ট্রা—কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা খসার গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম হয়। তন্মধ্যে অষ্টদংষ্ট্রা অন্যতম। (বায়ু)। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ।

অষ্টবসু—(১) দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে বসু, বিশ্বা, সাধ্যা প্রভৃতি দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। এই বসুর গর্ভে আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস নামক আট পুত্র জন্মে। তাঁহারাই অষ্টবসু নামে খ্যাত। (বিষ্ণু)। (২) ধর্ম্মের ঔরসে বসুর গর্ভে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বস্তু ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) শিব পুরাণে আপ স্থানে অয় আছে। (৪) অপরাজিত দেখ। (৫) অরিষ্টা দেখ।

অষ্টবাহু—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কালী নদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অষ্টবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

অষ্টম—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র অষ্টম। দক্ষ মেরুসাবর্ণির সময়ে হবিষ্মান্, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ ও নভস সত্য এই সাতজন ঋষি ছিলেন। (হরি)। সপ্তর্ষি দেখ।

অষ্টহত—প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, পৃথু, নিরাকৃতি, ভূরিদ্যুম্ন, শ্রবা, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় নামে নয়জন পুত্র জন্মে। (হরি)।

অষ্টাদংষ্ট্র—তিনি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ)।

অষ্টাবক্র—ব্রহ্মার পুত্র প্রচেতা, প্রচেতার পুত্র অসিত, সস্ত্রীক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া দেবল নামে এক পুত্র লাভ করেন। দেবল, সুযজ্ঞ নরপতির রত্নমালাবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। রত্নমালাবতী স্বামীর অদর্শনে অতিমাত্র শোকার্ত্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দৈববশে একদিন রম্ভা নাম্নী অপসরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অভিলাষিণী হয়। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় তপস্বী দেবল প্রত্যাখ্যান করিলে, রম্ভা, দেবলকে অষ্ট অঙ্গ বক্র হউক বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শাপমুক্ত হন। (ব্রহ্ম-বৈ)। অষ্টাবক্র, মহর্ষি বদান্যের কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেন। (শিব-ধর্ম্ম)। অঘাসুর অষ্টাবক্র শাপে সর্প হইয়াছিল। (গর্গ)।

অষ্টারথ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভীমরথের পুত্র অষ্টারথ। (ব্রহ্ম)।

অসকৃৎ—অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

অসঙ্গ—(১) যদুবংশীয় নরপতি সাত্যকির

(যুযুধানের) পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় তুনি, তুনির পুত্র যুগন্ধর (বিষ্ণু)। (২) যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র যুযুধান, যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুনি, কুনির পুত্র যুগন্ধর। (বিষ্ণু)। (৩) যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের পুত্র ভূমি, ভূমির পুত্র যুগন্ধর। (হরি)। (৪) মৎস্য পুরাণ মতে অসঙ্গের তনয় দ্যুম্নি। (৫) যদু বংশীয় রাজা প্লয়োগের পুত্র অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা উভয়েই অনেক ঋক মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্য বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করেন। অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অন্নদাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জা অসমঞ্জস—তিনি মনু বংশীয় অযোধ্যাধিপতি নৃপতি সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপত্নী কেশিনীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জ অতিশয় পাপাচারী ও অতিশয় সজ্জনদ্রোহী হইয়া উঠিলে, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্ কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহ সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। (রামা)। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। (রামা)। সগর নৃপতির পত্নী শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জার জন্ম হয়। অসমঞ্জা হইতে অংশুমান্, অংশুমান্ হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। ভগীরথ গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নপূর্ব্বক সগর সন্ততিগণের উদ্ধার সাধন করেন (ব্রহ্ম-বৈ)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর নরপতির অন্যতমা পত্নী ভানুমতী অগ্নিদেবের প্রসাদে অসমঞ্জা নামে এক তনয় লাভ করেন। (কূর্ম্ম)। অসমঞ্জস একবার কতকগুলি বালককে জলে নিক্ষেপ করেন। এই দুষ্কার্য্যের জন্য তিনি স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। তখন তিনি নদীজলে নিক্ষিপ্ত বালকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। (ভাগ)।

অসমাতি—ভজেরথ নামক রাজবংশে নরপতি অসমাতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দাতা ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা ছিলেন। (ঋগ)।

অসমৌজা—(১)যদুবংশীয় নরপতি দেববানের অসমৌজা, বীর, নাসমৌজা নামে তিন পুত্র জন্মে। অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, নরপতি অন্ধক, সুদংষ্ট্র, সুদারু ও কৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র অসমৌজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (হরি)। (২) যদুবংশীয় দেবার্হের পুত্র কম্বলবর্হিষ, কম্বল বর্হিষের পুত্র অসমৌজা ও অসমৌজার পুত্র সমৌজা ও সমৌজসা। (পদ্ম-সৃষ্টি)। কম্বল বর্হিষ দেখ।

অসিক্নী—বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে দক্ষ প্রজাপতি বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রথমে হর্য্যশ্ব নামক পঞ্চ

সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা নারদের উপদেশে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। দ্বিতীয়বারে তাঁহার গর্ভে শবলাশ্ব নামক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহারাও নারদের পরামর্শে গৃহ-ত্যাগী হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তৃতীয় বারে তাঁহার গর্ভে ষাটটী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম দশটীকে, কশ্যপ ত্রয়োদশটীকে, চন্দ্র সাতাশটীকে, অরিষ্ট-নেমী চারিটীকে, বহুপুত্র দুইটীকে, অঙ্গিরস দুইটীকে এবং কৃশাশ্ব দুইটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। ভাগবতমতে অসিক্নী পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যা। ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে অসিক্নী, (অন্য নাম বীরিণী) জন্মগ্রহণ করেন। প্রজা-পতি দক্ষ এই অসিক্নীকে বিবাহ করেন। (দেবী-ভাগ)। দক্ষ দেখ।

অসিত—(১) কশ্যপের অপত্য অসিত ও দেবল ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। (ঋগ)। দেবল দেখ। (২) মনু বংশীয় নৃপতি ধ্রুব সন্ধির পৌত্র ও মহারাজ ভরতের পুত্র। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুতা অবলম্বন করিয়া অসিতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। তিনি পরাজিত হইয়া দুই পত্নী সমভিব্যাহারে হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা অসিতের দুই মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া মহিষী প্রথমার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য ভোজন দ্রব্যের সহিত গরল প্রদান করেন। হিমালয় বাসী মহর্ষি চ্যবনের বরে প্রথমা মহিষী কালিন্দী গরলের সহিত একটী পুত্র প্রসব করেন। এই জাত সন্তান গর (অর্থাৎ বিষ) সহ জন্ম গ্রহণ করিয়া সগর নামে খ্যাত হন। (রামা)। (৩) ব্রহ্মার দেহ হইতে প্রচেতা বশিষ্ঠ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রচে-তার পুত্র অসিত। অসিত সস্ত্রীক বহু-কাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে দেবল নামে এক পুত্র লাভ করেন। দেবল অষ্টাবক্র নামে খ্যাত (ব্রহ্ম-বৈ)। অষ্টাবক্র দেখ। (৪) মহর্ষি কশ্যপের কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার বৎসর ও অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র জন্মে। অসিতের স্ত্রী একপর্ণা হইতে দেবল ও শাণ্ডিল্য জন্মগ্রহণ করেন। একপর্ণা দেখ। (কূর্ম্ম)। (৫) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি অসিত, খট্টাঙ্গ, কাল সংহার রুরু, প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। বেদব্যাস, অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা, মহাভারত প্রনয়ণ করিয়া এবং বেদ বিভাগ করিয়া সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত ও দেবল নামক শিষ্যগণ ও নিজ পুত্র শুককে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন।

(দেবীভা)। জৈমিনি দেখ।

অসিতদেবল—আদিত্যতীর্থে মহর্ষি অসিতদেবল অবস্থান করিতেন। একদা জৈগীষব্য নামে এক ঋষি তাঁহার আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করেন। তদ্দর্শনে প্রথমে তিনি তাঁহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন। পরে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার শিষ্য হন। তিনি প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে মোক্ষ ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। (মহাভা)। জৈগীষব্য দেখ। মহর্ষি অসিতদেবল হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভসম্ভূতা অন্যতমা কন্যা একপর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (হরি)।

অসিতা—কশ্যপপত্নী মুনি হইতে অলম্বুষা মিশ্রকেশী, অসিতা, প্রভৃতি মৌনেয় অপ্সরা সকল জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কশ্যপ দেখ।

অসিতাক্ষ—দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। একবার দৈত্যপতি ধুন্ধু অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বিচরণার্থ প্রেরণ করিলে অসিতাক্ষ তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

অসিতাঙ্গ—ভগবতীর অনুচর অন্যতম নায়ক। (কালিকা)।

অসিলোমা—(১)কশ্যপ পত্নী দনু হইতে যে সকল প্রবল পরাক্রান্ত দানব জন্ম গ্রহণ করেন অসিলোমা তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। অসিলোমা কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। দনু ও কশ্যপ দেখ। (হরি)।

(২) বিরোচনের অন্যতম পুত্র শম্ভু। শম্ভু হইতে ধনুক, অসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ ও গোমান নামক দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। (বায়ু)।

(৩) অসিলোমা। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন, তিনি ভগবতী হস্তে নিহত হন। (দেবীভা)।

অসীমকৃষ্ণ—পাণ্ডববংশীয় অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ অসীমকৃষ্ণের তনয় নেমীচক্র, নেমীচক্রের পুত্র উপ্ত। (ভাগ)। অশ্বমেধজ দেখ।

অসুতাপ—শ্রীরামের যজ্ঞীয় অশ্ব, কুণ্ডলনগরের অধিপতি সুরথ হরণ করিলে, তাঁহার সহিত পুষ্কলের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পুষ্কল পক্ষীয় উগ্রাশ্ব, সুরথ রাজার পক্ষীয় অসুতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (পদ্ম-পাতা)। সুরথ দেখ।

অসুর—অসুরেরা ব্রহ্মার জঘন দেশ হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাগ)।

অসুরনাশিনা—কামরূপে অবস্থিতা পার্ব্বতীর নাম অসুরনাশিনা। (বৃহদ্ধ)।

অসুরহ—কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব. ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আরুণি, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, সমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অরুণ ও সাধ্যগণ দেখ।

অসুরা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা হইতে অসুরা, অনবদ্যা, মার্গনপ্রিয়া, বংশা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা)। কশ্যপ দেখ।

অসুনীতি—অসুনীতি দেবী প্রাণিগণের প্রাণহরণ করেন। (ঋগ)।

অসূয়া—(১) মৃত্যু হইতে ব্যাধির জরা, শোক, ক্রোধ ও অসূয়া নামে সন্তান জন্মে। ইহারা সকলেই দুঃখময় ও অধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের আর ভার্য্যা পুত্রাদি নাই। (বায়ু)। জরা দেখ।

(২) কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভজাত আট কন্যার অন্যতমা। অনবস্থা দেখ। (কালিকা)।

অস্তি—অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা মথুরাপতি কংসের পত্নী ছিলেন। (বিষ্ণু)।

অস্ত্রবুধ্ন—মহর্ষি অস্ত্রবুধ্নের পুত্র ইট এক-জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

অস্রাতিকেশ—মহাদেবের অনুচর অন্য-তম রুদ্র। (অগ্নি)।

অস্রিধ—মরুদ্গণের অন্য নাম অস্রিধ। (ঋগ)।

অহং—নরপতি পশুপালের গৃহিত পুত্র মহৎ। মহতের (ত্রিবর্ণের) তনয় অহং। তাঁহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞান-প্রদ, মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতু-রক্ষ, পঞ্চাক্ষ, নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়াছিল। পরে রাজা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। (বরা)।

অহংযাতি—রাজা সংযাতির পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে অহংযাতির জন্ম হয়। কৃত-বীর্য্য নন্দনী ভানুমতী ইতে তাঁহার সার্ব্বভৌম নামে এক পুত্র জন্মে। সার্ব্ব-ভৌমের তনয় জয়ৎসেন। (মহাভা)। অহংযাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব হইতে ঘৃতাচী অপ সরার গর্ভে ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডি-লেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু, নামে দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই পিতৃবৎসল ছিলেন। (ভাগ)।

অহঃ—ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজা-পতি। প্রজাপতির পত্নী রতার গর্ভে অহঃ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

অহনা—ঊষার অন্য নাম। (ঋগ)।

অহর—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে হিরণ্য-কশিপু, হর, অহর, শতমায়, শরভ, প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে। (হরি)।

অহল্যা—(১) (ক) গৌতম মুনির স্ত্রী। একদা ইন্দ্র গৌতমের অনুপস্থিতিতে তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অহল্যার প্রতি অশিষ্ঠ ব্যবহার করেন। গৌতম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আশ্রম প্রবিষ্টকালে অসদাচারী ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে "বৃষণ স্খলিত হইবে" বলিয়া বলিয়া শাপ দেন, এবং স্বীয় স্ত্রী অহল্যাকে "অন্যের অদৃশ্য ভাবে অনা-হারে অবস্থিতি ও ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে" বলিয়া শাপ

প্রদান করেন। তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের পদস্পর্শে তিনি শাপ মুক্ত হইবেন। অহল্যা পরে রামচন্দ্রের পদস্পর্শে শাপ মুক্ত হইয়াছিলেন। (রামা)। (খ) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহার যে অঙ্গ সুন্দর তাহাই লইয়া অনিন্দিতা রূপসী অহল্যাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা অহল্যাকে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতম বৎসরান্তে অহল্যাকে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পন করিলে, ব্রহ্মা গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃ সিদ্ধি চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহারই হস্তে অহল্যাকে সমর্পন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র একদিন গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অহল্যার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। গৌতম আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক সবিশেষ অবগত হইয়া ক্রোধ ভরে ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তুমি শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইবে"। আর অহল্যাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "আজ হইতে তোমার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে"। অহল্যা নানা প্রকারে গৌতমকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে তিনি অবশেষে বলিলেন "সূর্য্যবংশীয় দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিলে তুমি পুনরায় আমার সহবাস করিতে পারিবে"। (রামা) (২) মহর্ষি বৃদ্ধাশ্বের দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে শতানন্দ নামে এক পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে গৌতম ইন্দ্রকে এই শাপ দেন "তোমার গাত্রে সহস্র-যোনী হইবে ও তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" অহল্যা গৌতম শাপে পাষাণে পরিণত হন। (ব্রহ্ম-বৈ)। (৩) কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যশ্বের ঔরসে ও মেনকা অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ঋষি শরদ্বান হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দ, এবং শতানন্দ হইতে সত্যধৃতি জন্মে। সত্যধৃতির যমজ পুত্র কন্যা কৃপ ও কৃপী। (হরি)। (৪) যযাতি বংশীয় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত মুদ্গলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন। তাঁহোদের তনয় শতানন্দ। (ভাগ)। দক্ষ যজ্ঞে অহল্যা গৌতমের সহিত সদস্য পদে বৃতা হইয়াছিলেন। অহল্যা হইতে গৌতম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা নামে চারি কন্যারত্ন লাভ করেন। (বাম)। (৫) ভরত বংশীয় বিন্ধ্যাশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে যমজ দিবোদাস ও অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। অহল্যা শরদ্বান হইতে শতানন্দকে প্রসব করেন। শতানন্দের তনয় সত্যধৃতি। (মৎ)। ইন্দ্র গোপনে অহল্যার সতীত্ব

নাশ করিলে গৌতম তাঁহাকে "বৃষণহীন হও" বলিয়া শাপ দেন। ইন্দ্র বৃষণ নাশে নির্ব্বীর্য্য হইলে দেবগণ মেষের বৃষণ তৎস্থানে সংযোগ করিয়া তাঁহাকে সবীর্য্য করেন এবং তদবধি তাঁহার নাম মেষ-বৃষণ হয়। (শিব)। অজমীঢ়ের বংশীয় মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ্ব, পঞ্চাশ্বের যমজ পুত্রকন্যা দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে শরদ্বতের শতানন্দ নামে পুত্র জন্মে। (অগ্নি)। অর্ক হইতে ভর্ম্ম্যাশ্ব, ভর্ম্ম্যাশ্ব হইতে মুদ্গল, মুদ্গল হইতে দিবোদাস জন্মে, দিবোদাসের কন্যা অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন। অহল্যা হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহদ্ধ)। মগধের অধিপতি ইন্দ্র-দ্যুম্নের পত্নী অহল্যা। এই অহল্যাও গৌতম-পত্নী অহল্যার ন্যায় ভ্রষ্টচরিত্রা ছিলেন। ইন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। এই পাপে তাঁহাকে বহু জন্ম কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। (যোগ-বা)।

অহি—অহি ও ব্রধ্ন নামক অগ্নি অনির্দ্দেশ্য। ইহারা সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। এই সকল অগ্নিতনয়গণ দ্বিজগণের সেব্য। (মৎ)। বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন, পিনাকী ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ এই দ্বাদশ রুদ্র। তাঁহারা দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। (পদ্ম উত্তর)। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র অজৈক-পাৎ, অহি, ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত প্রভৃতি। (মহাভা)। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভর্গ মরীচির এই একাদশ পুত্র একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (মহাভা)। দনু দেখ। দনুর পুত্র নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, শম্বর প্রভৃতিকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ইন্দ্র অহিকে হনন করিয়া ছিলেন। এবং তৎপর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই অহি মানে বৃত্র অর্থাৎ মেঘ। ইহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুরের গল্প রচিত হইয়াছে। (ঋগ)। ইন্দ্র অর্থ বায়ু, বৃত্র অর্থ মেঘ, ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বায়ু মেঘকে অপসারিত করিয়াছিলেন। (শতপ বা)।

অহিংসা—(১) দক্ষযজ্ঞে, ধর্ম্ম স্বীয় ভার্য্যা অহিংসার সহিত দ্বার-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (বাম)। ধর্ম্মের পত্নী অহিংসা হইতে সনক, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই যোগচর্চ্চায় রত ছিলেন। (বাম)। (২) মহর্ষি বহ্বৃচের পত্নী অহিংসা হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর, নারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্মে। (বাম)।

অহিদংষ্ট্র—একজন বিখ্যাত দৈত্য। দেবাসুর সমরে ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করেন। (স্কন্ধ ব্রহ্ম)।

অহি-বুধ্ন—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা অহিবুধ্ন। মহর্ষি বামদেব তাঁহাকে দাব্যা পৃথিবীর সহিত স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অহিব্রধ্ন—(১) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অহিব্রধ্ন, রুদ্র, ত্বষ্টা ও অজৈকপাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু)। অজ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, একপাৎ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী. ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (লি)। (২) কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া হর, অজৈকপাদ, পিনাকী, অহিব্রধ্ন বহুরূপ, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, বৃষা কপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত, এই একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। (৩) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধ-ময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামে একদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হন। (হরি)। (৪) ভূত হইতে দক্ষকন্যা স্বরূপার গর্ভে রৈবত, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। অহিব্রধ্ন নামক অগ্নি অমুদ্দেশ্য, ইহা গৃহপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। (বায়ু)।

অহিহা—উত্তম মন্বন্তরে দেবতারা পাঁচটী গণে বিভক্ত ছিলেন। হংসম্বর অহিহা, প্রতর্দ্দন যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, জন্তুবাহ, যতি, সুবিত্ত ও সুময় এই দ্বাদশটী যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণের অন্যতম। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

অহীনগু—ইক্ষাকু বংশীয় দেবানী-

কের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সহস্রাশ্ব, সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রাবলোক। (মৎ)। রামের বংশধর দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর তনয় সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র অনল। (হরি)। অহীনগুর পুত্র পারিযাত্র, পারিযাত্রের পুত্র দল। (বায়ু)।

অহীনর—পাণ্ডববংশীয় উদয়নের পুত্র অহীনর, অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির পুত্র নিরমিত্র। (বিষ্ণু)। ইক্ষ্বাকু বংশীয় দেবানীকের তনয় অহীনর, অহীনরের পুত্র সহস্রাক্ষ, সহস্রাক্ষের পুত্র শুভ ও চন্দ্রাবলোক। (লি)।

অহীনাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় দেবানীকের পুত্র অহীনাশ্ব, অহীনাশ্বের তনয় সহস্রাশ্ব, সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রালোক। (অগ্নি)।

অহীশুব—অনার্য্য দলপতি দস্যুর পুত্র পিপ্রু, সৃবিন্দ, অনর্শনি, অহীশুব, ঔর্ণবাভ ও বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

অহোবাদী—পুরুবংশীয় নরপতি সংযাতির পুত্র অহোবাদী, অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়ু, কৃশেয়ু প্রভৃতি দশজন। (অগ্নি)।

অহ্রীদ—পুরুবংশীয় নরপতি দুষ্মন্তের পুত্র করুরোম। করুরোমের পুত্র অহ্রীদ। এই অহ্রীদের পুত্র পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল, এই চারিজন। (ব্রহ্ম)।

আকর্ণ—কশ্যপপত্নী খসা হইতে সুবাহু, মহাকায়, আকর্ণ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

আকাশ—চন্দ্রবংশীয় চিত্রধর্ম্মার পত্নী মনোরমা হইতে আকাশ নামে এক পুত্র জন্মে। আকাশের পত্নী শকবংশজাতা ধরণী। (স্কন্ধ-বিষ্ণু)।

আকর্ণনী—মহাদেব অন্ধকাসুরকে বধ করিবার সময়ে তাহার রুধির পান করিবার জন্য অনেক ভৈরবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের অনেক অনুচরীও সৃষ্ট হইয়াছিলেন। রেবতী নাম্নী ভৈরবীর আকর্ণনী, সন্তটা, উত্তর-মালিকা, জ্বালা-মুখী, ভিষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই আটজন মাতৃকা অনুচরী ছিলেন। (মৎ)।

আকুলি—কিলাত ও আকুলি নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মনুর একটী বৃষকে বধ করিয়াছিলেন। (শতপ-ব্রা)।

আকূত—সকল মন্বন্তরেই প্রজা-সিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময় শরীর দেবগণ সৃষ্ট হয়েন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকূত, আকূতি প্রভৃতি দেবগণ প্রথম সৃষ্ট। (বায়ু)। অধীতি দেখ।

আকূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে আকূতি, প্রসূতি ও দেবহূতি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি রুচির পত্নী আকূতি নারায়ণের সপ্তম অবতার যজ্ঞকে প্রসব করেন। (ভাগ)। সর্ব্বতেজার পত্নী আকূতি মনুকে প্রসব করেন। (ঐ)। মনু বংশীয় নরপতি পৃথু সেনের স্ত্রী আকৃতি নক্ত নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। (ঐ)। আকূতি হইতে কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ঐ)। মনু হইতে শতরূপাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মহর্ষি রুচির পত্নী আকূতি হইতে দক্ষিণা নাম্নী কন্যা ও যজ্ঞ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচির পত্নী আকূতি হইতে রৌচ্যমনুর আবির্ভাব হয়। (কূর্ম্ম)।

আক্রন্দ—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশি)।

আকৃতি—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। (মহাভা)

আকৃষ্ট—মহর্ষি আকৃষ্ট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

আক্রীড়—কুরুবংশীয় নরপতি দুষ্মন্তের পুত্র কুরুত্থান, কুরুত্থানের পুত্র আক্রীড়, আক্রীড়ের পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কোল নামে চারি পুত্র জন্মে (হরি)।

আক্রোশ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কালে নকুল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মরুভূমির প্রান্তস্থিত আক্রোশ নামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিয়া ছিলেন। (মহাভা)।

আখণ্ডল—ইন্দ্রের অন্য নাম আখণ্ডল অর্থাৎ ধ্বংসকারী। (অথ)।

আগাহি—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী, আগাহি এই বৃকদেবীরই অন্য নাম। (বায়ু)।

আগ্ন—কশ্যপবংশীয় আগ্ন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আগ্নিক—শিবের অন্যতম গণ।

শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে শতকোটি অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

আগ্নিমাঠর—মহর্ষি বাস্কল ঋগ্বেদের প্রথম শাখাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবাল্ক্য ও পরাশর নামক স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

আগ্নীধ্র—মহর্ষি আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মেরুদেবী ভগবানের অষ্টম অবতার ঋষভকে প্রসব করেন। ঋষভ ধীর ব্যক্তিদিগকে পরমহংস সম্বন্ধীয় তত্ত্ব শিক্ষা দেন। (ভাগ)। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতী হইতে রাজা প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র প্রভৃতি পুত্র জন্মে। রাজা প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভাগ করিয়া দিলে, আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হন। পিতৃনিদেশে তিনি জম্বুদ্বীপ নিবাসী প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। একদা তিনি পুত্রকামী হইয়া, অমর স্ত্রী সকলের ক্রীড়া-স্থল মন্দর-পর্ব্বতের গহ্বরে গমন করেন। তথায় তিনি বিশ্ব-স্রষ্টার পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া অনন্যমনে তপোনুষ্ঠানে ভগবানের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ভগবান আদিপুরুষ, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার উপ-ভোগার্থ পূর্ব্বচিত্তি নামক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। এই পূর্ব্ব-চিত্তির গর্ভে তাঁহার নাভি, কিম্পুরুষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতু-মাল নামে নয়টী পুত্র জন্মে। আগ্নীধ্র তাঁহাদিগকে নিজ নিজ নামীয় এক এক বর্ষের আধিপত্যে স্থাপন করেন। (ভাগ)। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে আগ্নীধ্র ও শরভ নামে দুই পুত্র ও চারিটি কন্যা প্রসূত হয়। (শিব)।

আগ্নেয়ী—(১) মনুবংশীয় উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে সুমনস, অঙ্গ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) পৃথুনন্দন হবির্দ্ধান স্বীয় আগ্নেয়ী নাম্নী পত্নী হইতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী প্রাচীন বর্হি নামক এক পুত্র লাভ করিয়া-ছিলেন। (কূর্ম্ম)। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৩) রুরুর পত্নীর নাম আগ্নেয়ী ছিল। (শিব)।

আগ্নেয়—(১) দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অগ্নিসম্ভূত বলিয়া

অগ্নিজ ও আগ্নেয় নামে অভিহিত হইতেন। (সৌর)। (২) আগ্নেয় নামে কুবেরের অনুচর একশ্রেণী গন্ধর্ব্ব ছিল। (বায়ু)। (৩) অগ্নিসম্ভূত অঙ্গিরাগণ আগ্নেয় বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। (বায়ু)।

আগ্রয়ন—সূর্য্যের কন্যা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ভানু অনলের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা আগ্রয়ন, বল প্রভৃতি ছয়জন পুত্র প্রসব করেন। এই আগ্রয়ন ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞে, আগ্রয়ন নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন। (মহাভা)।

আঙ্গরিষ্ঠ—মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দকের নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (মহাভা)

আঙ্গিরস—পিতৃগণ সপ্ত, ইঁহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান, এবং বৈরাজ অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই তিনজন অমূর্ত্ত। (হরি)। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য মহর্ষি। (ভাগ)। চাক্ষুষ মনুর পুত্র উরু। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, খ্যাতি, সুমনা, ক্রতু আঙ্গিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। (কূর্ম্ম)। অঙ্গিরা প্রজাতির তনয় আঙ্গিরস। (স্কন্দকাশি)।

আঙ্গিরসী—ধর্ম্মের পুত্র অষ্টবসু। বসু অষ্টবসুর অন্যতম। এই বসুর পত্নী আঙ্গিরসী হইতে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি। (ভাগ)।

আজ্জিহ্বক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পত্নী ছিল। আজ্জিহ্বক তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা)।

আজবস্ত—সংহিতা-কর্ত্তা হিরণ্যনাভের কৃতি শিষ্য নৃপাত্মজ। নৃপাত্মজ চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করেন এবং স্বীয় শিষ্য রাড়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম, বাহুল তালক, কালিক রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, অপতস্তত, পৃষ্টঘ্ন, পরিকৃষ্ট, ঔলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক সালি-মঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাত্মা এই চব্বিশ জনকে সেই চব্বিশখানি সংহিতা অধ্যয়ন করান। তাঁহারা সকলেই সামগ ছিলেন। (ব্রহ্ম)।

আজমীঢ়—(১) আঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। (২) মহীপতি আজমীঢ় ভরত বংশীয় একজন যাজ্ঞিক নরপতি।

সুপ্রসিদ্ধ জহ্নু মুনি তাঁহারই পুত্র। (মহাভা)।

আজিহ্মান—আজিহ্ম দেখ।

আজিশিরা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে বন্ধু-দত্ত তীর্থ স্বীয় অনুচর আজিশিরাকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। (বামন)।

আজিহায়ন—কশ্যপ বংশীয় আজিহায়ন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আজ্ঞা—লক্ষ্মীর অন্যনাম আজ্ঞা। (স্কন্দ-কেদা)।

আজ্য—বীরবান্, অবরীয়ান্, নির্ম্মোহ, কৃতী; চরিষ্ণু, বিষ্ণু, বাচ, আজ্য, ও সুমতি এই নয় জন সাবর্ণি মনুর পুত্র। (বায়ু)।

আজ্যপ—অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্, সোমপ, আজ্যপ, এই চারি জন পিতৃগণের পত্নী দক্ষের কন্যা স্বধা। এই স্বধা হইতে বয়ুনা ও ধারিনী নাম্নী দুইটী ব্রহ্মবাদিনী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার গামিনী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। আজ্যপ পিতৃগণ পুলস্ত্যের পুত্র এবং তাঁহারা বৈশ্যদিগের পিতৃলোক (মনু)।

আজ্যপেশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহার সেবা করিলে পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্ত হন। (স্কন্দ-কাশী)।

আঞ্জিক—হিরণ্য-কশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির সৈংহিকের নামধেয় রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, শুক, কালানাভ, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে (হরি)। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

আটবী—যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপে সূর্য্যের নিকট হইতে যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। সে জন্য যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারীরা বাজী নামে বিখ্যাত। কন্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিম, শাপেয়ী বিদিগ্ধ, ঔদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য গালব, শৈশিরী, আটবী, পর্ণী, বীরনী, ও পরায়ণ এই পঞ্চদশ জন যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, বাজি নামে খ্যাত। (ব্রহ্মা)।

আড়ি—অন্ধক অসুরের পুত্র বক, ও আড়ি। আড়ি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর পায় যে, অন্য দেহ ধারণ কালে তাহাকে বধ করিতে পারিবে, কিন্তু অন্য সময়ে সে অবধ্য থাকিবে। একদা উমা-রূপে

আড়ি মহাদেবকে ছলনা করিবার চেষ্টা করে। মহাদেব জানিতে পারিয়া সেই সময়েই তাহাকে বধ করেন। (মৎ)। একবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-শাপে বক ও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-শাপে আড়ি পক্ষীরূপে পরিণত হন। এবং উভয়ে পরস্পর তুমুল বিবাদে লিপ্ত হন। এই সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাদ নিবারণ করিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়া দেন। (মার্ক)।

আতপ—বিভাবসু অষ্টবসুর অন্যতম। এই বিভাবসুর পত্নী উষা হইতে বৃৎষ্য, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। আতপ হইতে পঞ্চযামের উৎপত্তি হয়। (ভাগ)।

আত্মবান—চ্যবন মুনির পত্নী সুকন্যা হইতে আত্মবান্ ও দধীচি জন্ম গ্রহণ করেন। আত্মবানের পত্নী নহুষ-নন্দিনী রুচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহাযশস্বী উর্ব্বঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। উর্ব্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। (বায়ু)।

আত্মা—মনু বংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ঘৃত পৃষ্ঠের তনয় আত্মা, মধুরুহ, সুধামা মেঘপৃষ্ঠ, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ, ও বনস্পতি। ঘৃতপৃষ্ঠ স্বীয় সপ্ত পুত্রকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া স্ব স্ব নামীয় এক এক বর্ষ প্রত্যেককে প্রদান করেন। (ভাগ)। মহর্ষি মরিচীর স্বরূপা নাম্নী কন্যা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। স্বরূপা হইতে আত্মা আয়ু, দমন, দক্ষ, সদ, প্রাণ, হবিষ্মান, গবিষ্ঠ, ঋত ও সত্য নামক দশজন আঙ্গিরস দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা সোমপায়ী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ নামক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অজস্য দেখ।

আত্রেয়—সাবর্ণ মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, অশ্বত্থামা, কৃপ কৌশিক, গালব, কশ্যপ-রুরু এই সাতজন ঋষি ছিলেন। (হরি)। মহর্ষি আত্রেয় পুরাণবিষয়ে দৃঢ় প্রতি-ভাত যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম শিষ্য। (ব্রহ্ম)। মহর্ষি বামদেবের এক-জন শিষ্যের নামও আত্রেয় ছিল। (মহাভা)।

আত্রেয়ায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশসম্ভূত গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আত্রেয়ী—পূর্ব্বকালে বীতমন্যু নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আত্রেয়ী উপমন্যু নামে একজন পুত্র লাভ করেন। উপমন্যু মহাদেবের আরাধনা করিয়া দুগ্ধপানে সমর্থ হন। (বাম)।

আথর্ব্বন—ভৃগুর পুত্র অথর্ব্বা ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। বৈশ্বানর মরণান্তে তাঁহারই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় আথর্ব্বন। এই আথর্ব্বন অগ্নি দক্ষিণাগ্নি বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। (মৎ)।

আদর—রাক্ষসবিশেষ। (লি)।

আদিকেশব—কাশীস্থিত আদি-কেশব নামক পরমেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে মানব বৈকুণ্ঠকে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় বোধ করিতে পারে। (স্কন্দ-কাশী)।

আদি গদাধর—কাশীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

আদি মাধব—কাশীস্থিত একটি মহাদেবের নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

আদর্শ—(১) রুদ্রমেরুসাবর্ণির সংবর্ত্তক, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, আদর্শ, পণ্ডক, ও মনু এই নয় জন পুত্র ছিল। (হরি)। (২) একাদশ-সাবর্ণিমনুর সর্ব্ববেগ, সুধর্ম্মা, দেবানীক, পুরোবহ, ক্ষেত্রধর্ম্মা, গৃহেষু, আদর্শ, পৌণ্ড্রক নামে আট পুত্র ছিল। (বায়ু)।

আদিত্য—(১) সূর্য্যের অপর নাম আদিত্য। তিনি কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (লি)। শ্রাদ্ধ-ভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে আদিত্য এক জন। (মহাভা)। (২) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম আদিত্য। (মহাভা)। (৩) অদিতির পুত্র বরুণ, ভগ, মিত্র, অর্য্যমা, দক্ষ ও অংশ এই ছয় জন আদিত্য নামে খ্যাত। (ঋগ)। (৪) দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের ঔরসে, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম (ক) বিষ্ণু পুরাণ মতে অংশ দেখ। (খ) মহাভারত মতে ত্বষ্টা দেখ। (গ) শিবধর্ম্ম পুরাণ মতে অতিতেজা দেখ। (ঘ) হরিবংশ মতে (ইন্দ্র দেখ)। (ঙ) দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

আদিত্যকেতু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)।

আদিত্য কেশব—কাশীস্থিত একটি মহাদেব। (স্কন্দ-কাশী)।

আদিত্যগণ—অংশু, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে এই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্যগণ নামে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতগণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। (সৌর)।

আদিত্য মূর্দ্ধা—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি), (স্কন্দ-মাহে)।

আদিত্যেশ্বর—নর্ম্মদা নদীর তীরে আদিত্য তীর্থে, আদিত্যেশ্বর মহাদেব অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ আব)।

আদিদেব—মহাদেবের অন্য নাম। (পদ্ম-উত্ত)। সূর্য্যেরও অন্য নাম। (মহাভা)।

আদিরাজ—রাজা কুরুর পাঁচ পুত্রের অন্যতম অবিক্ষিত। অবিক্ষিতের পরীক্ষিৎ, শবলাস্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি নামে আট পুত্র জন্মে। (মহাভা)। অবিক্ষিৎ দেখ।

আদ্য—(১) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ঋষভ, লেখ, ও পৃথগ্ ভব দেবতাদের এই পাঁচটি গণ ছিল। (হরি)। অর্থপতি দেখ। (২) বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)। মহর্ষি আদ্য রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আদ্যাশক্তি—মহাদেবের স্ত্রী দুর্গার অন্যনাম। (শিব)।

আদ্র—ইক্ষাকু বংশীয় বিশ্বগের পুত্র আদ্র, আদ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। (মৎ)।

আধি—কল্কির সহিত কলির যুদ্ধে ধর্ম্মের অনুচর যোগের সহিত কলির অনুচর আধির যুদ্ধ হইয়াছিল। (কল্কি)।

আধ্বরীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ট-তনয় উর্জ্জ, কশ্যপ বংশীয় স্তম্ভ, ভৃগুবংশীয় দ্রোণ, অঙ্গিরস বংশীয় ঋষভ, পুলস্ত বংশীয় দত্ত, অত্রিবংশীয় নিশ্চল এবং পুলহ বংশীয় আধ্বরীয়—ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

আনক—যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক, ও বৃক নামে দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী, নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। (ভাগ)।

আনকদুন্দুভি—বসুদেব জন্মিবা

মাত্র দেবগণ "ইহার গৃহে ভবদংশ অবতীর্ণ হইবেন," এই বলিয়া আনকদুন্দুভি বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। সেই কারণে বসুদেবের এক নাম হইল আনকদুন্দুভি। এই আনকদুন্দুভি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বংশের অক্ষয় কীর্ত্তি, উত্তম জ্ঞান-যোগ, কামরূপিতা প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন মহাদেবের আরাধনা করিয়া তিনি অভিজিৎ নামে এক পুত্র ও একটি কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু। (কূর্ম্ম)।

আনন্দেশ্বর—বিজয়তীর্থে স্নানান্তে আনন্দেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে বিজয়ী হইতে পারা যায়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দভৈরব—সোমতীর্থের উত্তর ভাগে, প্রয়াগের দক্ষিণে ও শিপ্রার পূর্ব্ব দিকে দেবপ্রয়াগ তীর্থ বিরাজমান, আনন্দভৈরব মহাদেব এখানে আছেন, ইঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। (স্কন্দ-আব)।

আনন্দা—আদ্যা প্রকৃতি কল্পে কল্পে অবতার হইয়া থাকেন। নবম কল্পে তিনি আনন্দা নামে অবতীর্ণা হন। (স্কন্দ-প্রভা)

আনন্দ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় এক এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি-পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ সমুদ্র, ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বতসকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন আনন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)। (৩) উত্তম মন্বন্তরের একজন দেবতা। (বায়ু)। অধিপ দেখ।

আনর্ত্ত—(১) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র শর্য্যাতি, শর্য্যাতির যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম আনর্ত্ত ও কন্যার নাম সুকন্যা। সুকন্যাকে মহর্ষি চ্যবন বিবাহ করেন। আনর্ত্তের তনয় রেব। আনর্ত্ত, আনর্ত্ত দেশের কুশস্থালী নগরে (অন্য নাম দ্বারবতী) রাজত্ব করেন। (হরি)। আনর্ত্তের পুত্র রোচমান।

(মৎ)। (২) বৈবস্বত মনু বংশীয় বিভুর পুত্র আনর্ত্ত ও সুকুমার। (অগ্নি)। (৩) শর্য্যাতির তনয় আনর্ত্ত, আনর্ত্তের তনয় রেবত। (ভাগ)।

আহু—আহুর পুত্রের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য, দেবাতিথি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আপ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যার গর্ভজাত অন্যতম বসু হইতে আপ, ধ্রুব, সোম ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা অষ্ট বসু নামে খ্যাত। বৈতন্ত, শ্রম, শ্রান্ত ও মুনি এই কয় জন আপের তনয়। (হরি)। আপশান্ত দেখ। বৈতন্ত, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি এই কয় জন আপের পুত্র। (বিষ্ণু)। যে সকল জ্যোতিষ্মান দেব সর্ব্বদিক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারাই বসু নামে খ্যাত। আপের তনয় শান্ত, দণ্ড, শাম্ব, ও মুনিবক্রু এই চারিজন। (মৎ)। (২) বিবস্বান্, গোপ, দেবসাধ্য, যুগ, অজ, দেব, দ্রুরোণ, আপ, মহাবাহু, মহোজা, বীর্য্যবান্, চিকিত্বান্, নিভৃত ও অংশ, এই সকল ক্রতু সুতগণ, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)। (৩) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন। (বায়ু)। আপ নামক বসুর পুত্র শ্রান্ত, বৈতন্ত, অপিশান্ত ও বভ্রু, এই চারি জন। (পদ্ম)। স্বারোচিষ মন্বন্তরে, হবীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি প্রভৃতি বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র প্রজাপতি হইয়াছিলেন। (পদ্ম)। অয় দেখ। (৪) হেতৃ,প্রহেতৃ, উগ্র, পৌরুষেয়, বধ, বিস্ফূর্জ্জি, বাত, আপ, ব্যাঘ্র, ও সর্প, ইহারা যাতুধানাত্মজ, রাক্ষস। তন্মধ্যে আপের পুত্র জম্বুক। (বায়ু)।

আপব—বরুণের পুত্রের নাম আপব। তিনি বশিষ্ঠ নামেও খ্যাত ছিলেন। একবার অগ্নি তৃষিত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা প্রদান করেন। অগ্নি তখন অর্জ্জুনেরই গ্রাম নগর ইত্যাদি দাহ করিয়া অবশেষে আপব মুনির আশ্রম নষ্ট করিয়া দেন। আপব মুনি দীর্ঘকাল জল আশ্রয় করিয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। ব্রত সমাপনান্তে জল হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, অগ্নি তাঁহার কুটীর

দগ্ধ করিয়াছে—তখন তিনি কার্ত্ত-বীর্য্যাজ্জুর্নকে শাপ দেন যে,তিনি পরশুরাম হস্তে নিহত হইবেন। (মৎ, হরি)। বায়ু পুরাণে অগ্নির স্থানে সূর্য্যের উল্লেখ আছে এবং শিব পুরাণে আপব স্থানে আপস্তম্ভ আছে।

আপবৎসার—কাশ্যপ বংশীয় মহর্ষি আপবৎসার একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দব্রহ্ম)।

আপস্তম্ভ—ব্রহ্মা শিবপূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি আপস্তম্ভ কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ক্রাথেশ্বর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (বাম)। মহর্ষি আপস্তম্ভ কশ্যপ পত্নী দিতির জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (মৎ)। কোনও সময়ে কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন অগ্নিদ্বারা আপস্তম্ভ ঋষির আশ্রম দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি অর্জ্জুনকে শাপ দেন যে, ভার্গব রাম তাঁহার শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবেন। (শিব)। আপস্তম্ভ একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থ আপস্তম্ভ সংহিতা নামে খ্যাত। (অগ্নি)।

আপস্তম্ভি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি (মৎ)।

আপস্তম্ভেশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশি)

আপস্থুন—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আপি—চাক্ষুষ মনুর সময়ে আপি প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। (ভাগ)। সুজুনি, আপি,শ্রেণী, সুম্ন, হ্রদেচক্ষু, গ্রম্বিনী ও বরণ্য এই সাতজন অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিলেন। (ঋগ)।

আপিশলি—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি এক-বার পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। (মৎ)।

আপীতক—মগধের নরপতি লম্বোদরের পুত্র আপীতক দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র মেঘস্বাতি অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। (মৎ)।

আপ্নুবান—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান্। আপ্নুবানের তনয় ঔর্ব্ব। ঔর্ব্বের পুত্র জমদগ্নি, মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ব্ব গোত্র-প্রবর্ত্তক ছিলেন। (মৎ)।

আপ্ত—(১) মহর্ষি আপ্তের পুত্র ত্রিত সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়া-ছিলেন। (ঋগ)। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর অন্যতম পুত্র আপ্ত পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

আপ্ত্যত্রিত—প্রাচীন কালের বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আপ্ত্যদেবগণ—পূর্ব্বে অগ্নি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। অধ্বর্য্যু যে অগ্নিকে হোতৃকর্ম্ম করিবার জন্য বরণ করিয়া ছিলেন, সেই অগ্নি মৃত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন তিনিও মরিয়াছিলেন। সুতরাং চতুর্থ অগ্নি ভয়ে জলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে জল হইতে আনয়ন করেন, ইহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া জলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেন ও বলেন যে, তোমরা নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হও। সেই জল হইতে ত্রিত, দ্বিত, ও একত নামে আপ্ত্যদেবগণ সমুদ্ভূত হন। (শতপথ)।

আপূরণ—(১) কশ্যপ পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু চরাচর খেচর ও অনেক শিরা সহস্র নাগ প্রসব করেন, তন্মধ্যে, শেষ, বাসুকি তক্ষক, সকর্ণীর, বামন, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, আপূরণ প্রভৃতি প্রধান। (বায়ু)। কদ্রু দেখ। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র পুত্রের অন্যতম আপূরণ, পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

আপোমূর্ত্তি—স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য নভ ও ঊর্জ্জনামে নয়টী পুত্র ছিল। (হরি)। অত্রির পুত্র হবিষ্মান, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ, ও নভস-সত্য, এই সাতজন মেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। অত্রির পত্নী অনসূয়া হইতে সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর ও সোম নামে পাঁচ পুত্র এবং শ্রুতি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ছিলেন। (শিব)। অনসূয়া দেখ।

আপ্য—কণ্ব, বৈধেয়শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, আপ্য, ঔদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য গালব, শৈশিরী, আটবী, এনী, বীরণী ও সপরায়ণ এই পঞ্চদশ জন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকলেই অশ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)।

আপ্যা ঘোষা—অন্যতম সরণ্যু। (ঋগ)।

আপ্যায়ন—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি সরোচন, সৌমনস্য, রমণক,

দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত নামক সাত পুত্রের মধ্যে সেই দ্বীপ তাঁহাদের নামানুসারে এক এক বর্ষ ভাগ করিয়া প্রদান করেন। (ভাগ)। (স্কন্দ মাহে)।

আপ্রতিম—অজ, পরশু, দিবৌষধি নয়, দেবানুজ, আপ্রতিম, মাহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল ও শুচি এই তের জন উত্তম মনুর পুত্র। উত্তম মনু দেখ। তাঁহারা ক্ষত্রগণের নেতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

আপ্রী—একটী বৈদিক দেবতার নাম আপ্রী। কোন কোন মতে যজ্ঞদেবতার নাম আপ্রী, অন্য মতে অগ্নির এক নাম আপ্রী, উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা ঋষি আপ্রীর স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

আবন্ত—যদুবংশীয় নরপতি ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ, ও বিশহর নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দশার্হের তনয় ব্যোমা। (হরি)। অপধৃষ্ট দেখ।

আবন্তক—অজমীঢ় বংশীয় সেনজিতের লোকবিখ্যাত চারি পুত্রের অন্যতম বৎস আবন্তক নামে রাজা হইয়াছিলেন। (বায়ু)।

আবন্ত্য—বেদবিত্তম আবন্ত্য জৈমিনীর শিষ্য সুকর্ম্মার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন। আবন্ত্যেরও অনেক কৃতবিদ্য শিষ্য ছিল। (ভাগ)।

আবরণ—মুনি বংশীয় নরপতি ভরতের পত্নী ও বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনী হইতে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন, আবরণ ও ধূমকেতু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

আবর্ত্ত—বারানসীর রাজা বিভুর পুত্র আবর্ত্ত। আবর্ত্তের তনয় সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু। (হরি)।

আবসথ্য—ব্রহ্ম বংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্ম্মথ্য অগ্নি, ইঁহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলে। সংশতীর সহযোগে পবমানের অবসথ্য ও সভ্য নামে দুই পুত্র জন্মে। (মৎ)। পবমানের পুত্র শংস্য ও শুক্র। এই শংস্যই আবহনীয় হব্যবাহন নামে অভিহিত। শংস্যের পুত্র সভ্যও আবসথ্য। (বায়ু)।

আবসথ্য—বেদ বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ প্রদীপ্ততর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (মহাভা)।

আবহ—সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত বায়ুর নাম আবহ। সূর্য্যমণ্ডল উহাদ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর

পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। (স্কন্দ)।

আবাহ—অক্রুরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাঙ্গুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শক্রঘ্ন, ধর্ম্মভৃত, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহ, ও প্রতিবাহ, জন্ম গ্রহণ করেন। (লি)। অক্রূর দেখ।

আবাহু—যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নরপতি শ্বফল্কের পত্নী কাশিরাজ-নন্দিনী হইতে অক্রূর, উপসঙ্গ, উপেক্ষ, মদগু, মৃদর অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, শক্রঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পনরটী পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অক্রূর দেখ।

আবিহোত্র—স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও আবিহোত্র প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশিজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)।

আবেশন—মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি আট কোটী অনুচরে পরিবৃত হইয়া শিবের বিবাহে অনুগমন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

আম—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতী। (অন্যনাম—সত্যা) হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, আশ্ব, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

আমর্দ্দক—কালভৈরব মহাদেবের এক নাম। (স্কন্দ)।

আমলকপ্রিয়——ঋষি বিশেষ। (স্কন্দ)।

আমলা—ব্রহ্মবাদিনী আমলা মহর্ষি অত্রির কন্যা। তিনি দুর্ব্বাসা ও দত্তের অনুজা ছিলেন। (লি)।

আমলেশ্বর—(১) মহাদেবের একটি নাম, তিনি একদা কতিপয় গ্রাম্য বালকের সহিত আমলক দ্বারা খেলা করিয়াছিলেন। (২) শিবলিঙ্গবিশেষ। (স্কন্দ)।

আমা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয় মাতৃকা দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, আমা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

আমুষ্যায়ন—মহর্ষি আমুষ্যায়নের নারায়ণ নামে এক তনয় ছিল। নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (স্কন্দ)।

আশ্ব—আম দেখ।

আয়তায়ত—বিশ্বামিত্র বংশীয় এক-জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আয়তি—(১) মেরুর কন্যা আয়তি, ভৃগুর পুত্র ধাতাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র মৃকণ্ড। (ভাগ)। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি, ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। (ভাগ)। অয়তি দেখ। (৩) মেরু-কন্যা আয়তি, ধাতা হইতে প্রাণ নামে পুত্র লাভ করেন। প্রাণের পুত্র বেদশিরা। (কূর্ম)। (৪) সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী বেলা, আয়তি, নিয়তি নাম্নী তিন কন্যা ও মন্দর পর্ব্বত নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। (শিব)।

আয়া—ইন্দ্রের বজ্র-প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্না সাতটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। সেই কন্যাগণ অতিশয় দারুণস্বভাবা। তাঁহারা গর্ভগত বা গর্ভজাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম কাকী, আয়া, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, পলালা ও মিত্রা। এই সাতজনই শিশুমাতা নামে বিখ্যাতা। (স্কন্দ-মাহে)।

আয়াপ্য—অঙ্গিরা বংশীয় তেত্রিশ জন মন্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহর্ষি আয়াপ্য তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)। অমৃত দেখ।

আয়াবী—কুরুবংশীয় জয়ৎ সেনের পুত্র আয়াবী, আয়াবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র আক্রোধন (বৃহদ্ধ)।

আয়ু—(১) কুৎস, আয়ু, ও অতিথিগ্বকে ইন্দ্রদেব, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দীদিগকে বধ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। (২) পুরু-রবার পত্নী অপ্সরা উর্ব্বশী হইতে আয়ু জন্ম গ্রহণ করেন। (যজু)। (৩) রাজা পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই পুত্র, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহুষ, কিছুকাল স্বর্গে রাজত্ব করেন। (রামা)। (৪) অনুহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র। অনুহ্লাদের পুত্র আয়ু, শিব, ও কাল। (হরি)। (৫) আয়ুর পত্নী ও স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে নহুষ, রম্ভ, রজি, বৃদ্ধশর্ম্মা ও অনেনা জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (৬)অষ্টবসুর অন্যতম প্রাণ। প্রাণের পত্নী উর্জ্জস্বতী হইতে সহ, আয়ু ও পূরোজব নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৭) যযাতি বংশীয় পুরুহোত্রের পুত্র আয়ু। আয়ু হইতে সাত্বত এবং সাত্বত হইতে ভজমান প্রভৃতি

জন্মে। (ভাগ)। (৮) পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। বাহুর কন্যা ও আয়ুর পত্নী হইতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (৯) রাহুর কন্যা প্রভা আয়ুর স্ত্রী ছিলেন। (কূর্ম)। (১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিশ্বগশ্বের পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। (অগ্নি)। (১১) আয়ু নামক অগ্নি পশু-শরীরে বিরাজিত। এই আয়ুর পুত্র মহিমান্। (বায়ু)। (১২) ঔদার্য্য, আয়ু, দনু, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মাণ, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)। (১৩) মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। আয়ুর শাপে সুশোভনার তনয় শল, দল ও বল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হন। (মহাভা)।

আয়ুষ্মান্—(১) রাজা উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ, *সংহ্লাদের* আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (৩) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান, শিবি, বাস্কল ও বিরোচন। এই বিরোচনের পুত্র বামন-প্রতারিত বলি। (মৎ)। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হ্রদ, আয়ুষ্মান, শিবি, কাল এই চারিজন। (শিব)। (৫) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র হ্লাদ, হ্লাদের পুত্র হ্রদ, এই হ্রদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল, এই তিন জন। (অগ্নি)।

আয়োধধৌম্য—মহর্ষি আয়োধধৌম্য একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার বেদ, উপমন্যু ও আরুণি নামে তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। (মহাভা)।

আরণ্যক—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সহদেব বেন্না নদীর তীরস্থ রাজা আরণ্যককে পরাস্ত করেন। (মহাভা)।

আরদ্বান, আরব্ধ—যযাতি বংশীয় সেতুর পুত্র আরদ্বান বা আরব্ধ। আরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের

পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধ্রুত। (বিষ্ণু, ভাগ)।

আরাধী—জনমেজয়ের বংশীয় জয়ৎসেনের পুত্র আরাধী, আরাধীর তনয় মহাসত্ব, মহাসত্বের পুত্র অযুতায়ুধ। (বায়ু)।

আরাবী—জনমেজয় বংশীয় জয়সেনের পুত্র আরাবী, আরাবীর পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন। (বিষ্ণু)।

আরুজ—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। বানরসৈন্য তাঁহাকে নিহত করে। (মহাভা)।

আরুণ—কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, অনূরু, গরুড়, বারুণি ও আরুণ নামে কয় পুত্র জন্মে। (কালিকা)।

আরুণায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আরুণি—(১) মহর্ষি অরুণের পুত্র আরুণি উদ্দালক একজন বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। আরুণির পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু। (শতপ ব্রা)। (২) কশ্যপপত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, রিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণা, আরুণি ও বারুণি নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মহাভা)। (৩) বিনতা হইতে তার্ক্ষ, রিষ্টনেমী গরুড়, অরুণ, আরুণি এই পাঁচজন জন্মে। (হরি)। (৪) মহর্ষি আয়োধধৌম্যের পাঞ্চাল দেশীয় আরুণি নামে এক শিষ্য ছিল। একদিন আয়োধধৌম্য আরুণিকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আরুণি আলি বন্ধনে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং সেই আলি মধ্যে শয়ন করিয়া জল-নির্গমপথ বন্ধ করিলেন। মহর্ষি তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুর আহ্বানে আরুণি আলি ভেদ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। গুরু তাঁহার আচরণে অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কেদার খণ্ড ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম উদ্দালক রাখিলেন। এবং সর্ব্ববেদে সর্ব্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। (মহাভা)। (৫) কশ্যপপত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ, অসুরহ, অরুণ, আরুণি বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্য, বিতান, বিধান, শমিতা, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা এই সাধ্যগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (মৎ)।

আরুণেয়—আরুণির পুত্র বলিয়া মহর্ষি শ্বেতকেতুর অন্য নাম ছিল আরুণেয়। (ছান্দো)।

আরুন্ধতগণ—ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী

হইতে আরুদ্ধতগণ জন্মগ্রহণ করেন। (সৌর)।

আরুষী—মনুর কন্যা আরুষী, ভৃগুমুনির পুত্র মহর্ষি চ্যবনের স্ত্রী ছিলেন। এই আরুষী হইতে চ্যবনের ঔর্ব্ব নামে এক পুত্র উরু দেশ ভেদ করিয়া জন্মে। (মহাভা)।

আর্চ্চীক—মহর্ষি ঋচীকের তনয় আর্চ্চীক জমদগ্নি। (মহাভা)।

আর্জ্জুনি—অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর অন্য নাম। (মহাভা)।

আর্ত্তপর্ণি—ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি ঋতুপর্ণের পুত্র আর্ত্তপর্ণি। এই আর্ত্তপর্ণি হইতে সুদাস, এবং সুদাস হইতে সৌদাস জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

আর্ত্তনাশিনী—ধর্ম্মারণ্যের ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কতকগুলি যোগিনীকে তথায় স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি ব্রাহ্মণ বংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই আর্ত্তিনাশিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ)।

আর্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব, এবং যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। মনুবংশীয় নরপতি বিশ্বগশ্বের পুত্র আর্দ্র। আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। লিঙ্গপুরাণে আর্দ্রস্থানে আর্দ্রক আছে।

আর্দ্রক—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি বসুমিত্রের পুত্র আর্দ্রক। আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক, পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু। (বিষ্ণু)। অগ্নিমিত্র দেখ।

আর্দ্রা—দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে সাতাশটিকে চন্দ্র বিবাহ করেন। আর্দ্রা তাঁহাদের অন্যতমা। (ব্রহ্মবৈ)।

আর্ব্বরীয়ান্—বিরজা, আর্ব্বরীয়ান্, নির্ম্মোহ প্রভৃতি সাবর্ণ মনুর আত্মজ। (বিষ্ণু)।

আর্য্য—বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, রাজা ও সুমতি নামে সাবর্ণ মনুর দশ পুত্র ছিল। (হরি)।

আর্য্যক—(১) একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে ভগবান হরি, আর্য্যকের ঔরসে ও তদীয় পত্নী বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) কশ্যপপত্নী কদ্রু হইতে কর্কোটক, আপ্ত, আর্য্যক প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

আর্য্যব—রথিতরের নন্দায়নীয়, পদ্মগারি ও আর্য্যব নামে তিন জন

শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী, বিরাগী, মহা-তেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

আর্য্যশৈশব—অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে উপলম্ভ, সদালম্ভ, উৎকল, আর্য্যশৈশব, সুধীর, সদাযজ্ঞ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্মঃ সৃষ্টি)।

আর্য্যা—মহাদেবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্যনাম আর্য্যা। (ব্রহ্মাণ্ড)। তপ নামক অগ্নি হইতে যে সকল কন্যা সমুৎপন্না হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতজন শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন। (মহাভা)।

আর্ষ্টিসেন—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুনহোত্রের কাশ, গৃৎসমদ ও শল নামে তিন পুত্র জন্মে। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের পুত্র সুতপা। (হরি)। আর্ষ্টিসেন ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি (মৎ)। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের পুত্র চরন্ত। (বায়ু)। জনৈক ক্ষত্রোপেত নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অজমীর দেখ। গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে, পাণ্ডবেরা বনবাস কালে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

আলম্ব—একজন ঋষির নাম। (মহাভা)।

আলম্বা—আলম্বা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নির্ঝাভা, কপিলা, শিবা, কেশিনী, ও মহাভাগা, ইঁহারা সাত ভগিনী খসার কন্যা। (বায়ু)।

আলম্বেয়—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে কতিপয় যক্ষ, রাক্ষস ও নীলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। নীলার পুত্র সুরলিক, আলম্বেয় প্রভৃতি। (বায়ু)।

আলুকী—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আলোলুপ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম আলোলুপ। (মহাভা)।

আশা—শ্রদ্ধা, আশা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা ইহারা লক্ষ্মীর প্রিয় সহচরী। (মহাভা)।

আশাপুরী—ধর্ম্মারণ্যে ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত অন্যতমা যোগিনী। (স্কন্দ)।

আশাবহ—নরপতি আশাবহ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আশী—ভগের পত্নী সিদ্ধি হইতে

আশ্রী নাম্নী স্বরূপা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)

আশুগামী—সূর্য্যের অপর নাম। (মহাভা)।

আশ্বতরাশ্বি—অশ্বতরাশ্বের পুত্র বলিয়া মহর্ষি বুড়িল আশ্বতরাশ্বি নামে খ্যাত ছিলেন। (ছান্দ্যো)।

আশ্ববাতায়ন—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বলায়ন—বরাহ কল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, আশ্বলায়ন তাঁহাদের একজন শিষ্য ছিলেন। (লিঃ)। আশ্বলায়ন ব্রহ্মভূয়িষ্ট যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। ষড়বিংশ দ্বাপরে রুদ্রবট নামক স্থানে সহিষ্ণু শিবের অবতার ছিলেন। উলূক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে তাঁহার মাহেশ্বর যোগপরায়ণ চারি পুত্র ছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। মহর্ষি কৌশল্য অশ্বলের পুত্র বলিয়া আশ্বলায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। (প্রশ্ন)।

আশ্বলায়নিন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বালায়নী—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্বায়নি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)।

আশ্বিন—বরুণ দেব আশ্বিন নামে এক উত্তম পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। (বায়ু)।

আশ্বিনেশ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম। গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রতিষ্ঠিত। (স্কন্দ)।

আশ্রাব্য—ঋষি আশ্রাব্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা)।

আশ্রায়নি—আশ্রায়নি কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আশ্রেষ—ভূতযোনীবিশেষ। (অথ)।

আষাঢ়—(১) একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। (মহাভা)। (২) মহাদেবের অন্যতম গণ। (স্কন্দ)।

আষাঢ়ী—মহাদেবের একজন গণ। (স্কন্দ)।

আষাঢ়ীশ্বর—আষাঢ়ী নামক গণের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ীশ্বর লিঙ্গ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ভক্তিপূর্ব্বক অবলোকন করিলে মানুষের সর্ব্ব পাপ দূর হয়। (স্কন্দ-কাশি)।

আষাঢ়েশ—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ)।

আসঙ্গ—যযাতি বংশীয় শ্বফল্কের অন্যতমপুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগ)।

আসুরায়ন—আসুরায়ন ও বৈশাখ্য

মহর্ষিদ্বয় বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবা ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। আসুরায়ন কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

আসুরায়নি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। (মহাভা)।

আসুরি—বরাহ কল্পে যে সমুদয় শিবাবতার জন্ম গ্রহণ করেন আসুরি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য। (লিঃ)। তিনি ব্রহ্মভূয়িষ্ট যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। এবং সেই সময়ে কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, ও বাগ্বলি তাঁহার পুত্র ছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। মহর্ষি আসুরির পত্নী কপিলা, তাঁহার পত্নী কপিলা, তাঁহার পঞ্চশিখ নামক বালক শিষ্যকে স্তন্যদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন। উত্তর কালে পঞ্চশিখ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (ভাগ)।

আসুরী—মনুবংশীয়নরপতি দেবা-জিতের পত্নী আসুরী হইতে দেবদ্যুম্ন জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

আসুরীয়—পুলহ প্রজাপতির পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, আসুরীয়, ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র জন্মে। (শিব)।

আস্তিক—জরাৎকারুমুনির পত্নী মনসাদেবীর গর্ভে মহর্ষি আস্তিকের জন্ম। তিনি কশ্যপের দৌহিত্র। (ব্রহ্মবৈ)। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তিনি উপস্থিত হইয়া সর্পদের প্রাণ-ভিক্ষারূপ বর প্রার্থনা করেন। তাহাতেই মাতুল বাসুকীর বংশ রক্ষা হয়। (মহাভা)।

আস্তীক—দেবলোকবাসী আস্তীক একদা নন্দনবনে অপ্সরাগণের সহিত ক্রীড়াকালে মহর্ষি রোমশের শাপে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিলেন। একদা মহর্ষি হরিমেধা ও সুমেধার মুখে তুলসীমাহাত্ম্য ও বিষ্ণু নাম শ্রবণ করিয়া তিনি শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ)।

আহবনীয়—অগ্নির পত্নী স্বাহা দেবী হইতে দক্ষিণ, গর্হপত্য, আহবনীয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। অগ্নি দেখ।

আহার্য্য—অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র আহার্য্য। (ব্রহ্মাণ্ড)। অমৃত দেখ।

আহুক—জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অভিজিতের পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুক উৎসাহবান ও মহান্ ছিলেন। তিনি সমস্ত সামন্ত নরপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কাশিরাজের কন্যাতে তাঁহার দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে।(হরি)। অবিন্ত দেখ। যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী।

আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। (ভাগ)। অর্ব্বুদাচল নামক পর্ব্বতে আহুক নামে এক ভিল ছিল। তাহার স্ত্রীর নাম ছিল আহুকী, শিবারাধনায় ও আতিথ্য সৎকারের ফলে আহুক পরজন্মে নিষধ রাজ্যে বীরসেনের পুত্র নলরূপে এবং আহুকী বিদর্ভনগরে ভীমরাজের কন্যা দময়ন্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (শিব)। পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুকের পুত্র দেবক, দেবকের পুত্র উগ্রসেন, দেববান ও উপদেব এই তিনজন। (অগ্নি)। আহুকের কন্যা দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (পদ্মঃ সৃষ্টি)। অভিজিৎ দেখ।

আহুকী—জ্যামঘবংশীয় নরপতি অভিজিতের পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। অবন্তীরাজ আহুকীকে বিবাহ করেন। (হরি)। যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক ও কন্যা আহুকী। অবিন্ত ও আহুক দেখ।

আহুতি—কুবেরের পত্নীর নাম আহুতি। (ব্রহ্মবৈ)।

আহুতীশ্বর—একটী শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহাকে দর্শন করিলে হোমফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (স্কন্দ)।

আহ্বৃতি—অসুরবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে জারুথী দেশে পরাজিত করেন। (মহাভা)।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর স্ত্রী শ্রদ্ধা হইতে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও ইলা (সুদ্যুম্ন) নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মনু ক্ষুৎ করিলে (হাঁচিলে) তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রেরা পৃথিবী ভাগ করিয়া লন। ইক্ষ্বাকু মধ্যপ্রদেশের অধিপতি হন। ইক্ষ্বাকুর বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক, শকুনি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পঁচিশ জন আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রভাগে, পঁচিশজন পশ্চাৎভাগে, মধ্যস্থলে তিনজন এবং অন্যান্য ভাগে অন্য পুত্রেরা রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষি শ্রাদ্ধের মাংস আহার করিয়া পতিত হন। (হরি, ভাগ)।

(ক) বৈবস্বত মনুর পুত্র। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালী পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা। ইহার পুত্র কুক্ষি; কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। (রামা)।

(খ) সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। তাঁহার

ঔরসে ও অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম হেমচন্দ্র। (রামা)।

(গ) মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি একশত পুত্র উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ অতিশয় দুরন্ত ছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার নাম দণ্ড রাখেন এবং বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে তাঁহার রাজ্য নির্ম্মাণ করেন। দণ্ড তথায় মধুমন্ত নামে নগরী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। (রামা)। উদ্বিষ্ট দেখ। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগদিষ্ট, করূষ এবং পৃষধ্র নামে আত্মসদৃশ নয় তনয় জন্মে। (লিঃ)।

ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পরে শশাদ অযোধ্যার রাজা হন। শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং ককুস্থের তনয় অনেনা। অনেনার পুত্র পৃথু। (মহাভা)।

ইক্ষ্বাকীশ্বর—সূর্য্যবংশীয় নরপতি ইক্ষ্বাকু যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন, তাঁহাই ইক্ষ্বাকীশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। (স্কন্দ—প্রভা)।

ইট—মহর্ষি অন্তরবুধের পুত্র ইট এক-জন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় শ্লোকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। অন্তরবুধ দেখ।

ইড্য—ধৃতি, বরীয়ান্, যবস, সুবর্ণ, বৃষ্টি, চরিষ্ণু, ইড্য, সুমতি, বসু ও শুক্র এই দশজন সাবর্ণ মনুর পুত্র। (মৎ)।

ইড়স্পতি—মহর্ষি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবতা ছিলেন। (ভাগ)।

ইড়া—দক্ষের ষাটটি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, ইড়া প্রভৃতি তেরটিকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ইড়া হইতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা গুল্ম। প্রভৃতি জন্মে। (পদ্মঃ সৃষ্টি)।

ইতরা—মহর্ষি মহীদাস ইতরা নাম্নী রমণীর গর্ভজাত বলিয়া ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। ঐতরেয়

উপনিষদ মহর্ষি মহীদাসের রচিত। (ছান্দ্যো)।

ইতিজ—মহর্ষি ইতিজ ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইধ্ম—ইড়স্পতি দেখ।

ইদ্ধবাহ—অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত। দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইদ্ধবাহ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইধ্মজিহ্ব—নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ও বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতী হইতে আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, যবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, ও কবিনামে দশপুত্র এবং উর্জ্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইধ্মজিহ্ব পিতৃ-নিদেশে প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি হন। (ভাগ)। ইধ্মজিহ্বের তনয় শিব, সুরম্য, সুভদ্র, শান্ত্য, শক্ত, অমৃত ও অভয়। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (স্কন্দ মাহে)।

ইধ্মবাহ—(১)মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র ইধ্মবাহ। ক্রতু অনপত্য ছিলেন। সেজন্য ক্রতু অগস্ত্যের পুত্র ইধ্মবাহকে পুত্রত্বে বরণ করেন। সেই হেতু ক্রতুবংশ অগস্ত্য বংশের অন্তর্গত হন। (মৎ)। (২) অগস্ত্য, উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ও ইধ্মবাহ এই ছয় জন ঋষি দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেন। (মহাভাগ)। (৩) পাণ্ড্যদেশে ইধ্মবাহ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি, পুত্রের নাম দুর্ব্বিনীত ছিল। (স্কন্দ ব্রহ্ম)। দুর্ব্বিনীত দেখ।

ইন্দিরা—যদুবংশীয় বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা ইন্দিরা। তাঁহার অন্যনাম মদিরা। (হরি)।

ইন্দীবর—ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের কন্যা মনোরমা। (মার্কণ্ডেয়)।

ইন্দুমতি—রাজা শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতি মান্ধাতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র ও পঞ্চাশজন কন্যা জন্মে। সেই পঞ্চাশটি কন্যাকেই সৌভরী ঋষি বিবাহ করেন। (ভাগ)।

ইন্দ্র—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এত ঋক্ রচিত হয় নাই। বহু ঋষি অগ্নিকে নানা-বিধ মন্ত্রে স্তব করিয়াছেন। প্রথমেই বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুছন্দা

ঋষি তাঁহাকে স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন একবার পনি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া সরমা নাম্নী এক দেব-কুক্কুরীকে তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর সংবাদ আনয়ন করে। এবং ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সাহায্যে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। বল নামক কোন অসুর একবার দেবতাদের গাভী হরণ পূর্ব্বক কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র উক্ত গহ্বর আবেষ্টন পূর্ব্বক গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্র মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বৃত্র (অন্য নাম অহি) নামক অসুরকে বধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে জল আনয়ন করেন। অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণকায় অসুর ছিল। ইন্দ্র তাহার কৃষ্ণ ত্বক উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। এবং তাহার দেহ ভস্মীভূত করেন। মহর্ষি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ইন্দ্র ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। নরপতি বৃষনশ্বের কন্যা মেনাকে প্রাপ্ত যৌবনা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তাহা হইতেই বোধ হয় পৌরাণিক গল্প ইন্দ্র, শচীর স্বামী রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ঋগ্বেদের কোথাও ইন্দ্রের স্ত্রী শচী বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী ও মেনা। (ঋগ)। ইন্দ্র ও বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চলিয়া যান। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (ছান্দ্যো)।

ইন্দ্র—রাবণ স্বর্গজয়াভিলাষী হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র রাবণপুত্র মেঘনাদের হস্তে বন্দী হন। মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। এ দিকে সমুদয় দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া লঙ্কায় আগমন করেন। ব্রহ্মার অনুরোধে মেঘনাদ ইন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে ব্রহ্মার নিকট দুইটি বর প্রাপ্ত হন। এক বরে তিনি ইন্দ্রজিৎ এই নামে অভিহিত হন। অপর বরে তিনি এই প্রার্থনা করেন যে, রিপুজয়ার্থ

যজ্ঞ করিয়া অগ্নিতে হোম করিবা-মাত্র তাঁহার জন্য সেই অগ্নি হইতে অশ্বসহ একটি রথ উত্থিত হইবে। এবং যতক্ষণ তিনি সেই রথে অবস্থান করিবেন ততক্ষণ তিনি অমর হইবেন। গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে গৌতম ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হইবে। সেই কারণেই তিনি শত্রু হস্তে বন্দী হন। (রামা)।

ইন্দ্র নমুচি ও বৃত্র নামক দুই জন অসুরের প্রাণবধ করেন। (রামা)। বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া যে ব্রহ্ম-হত্যা পাপে লিপ্ত হন, সেই পাপ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্খালন করেন। (রামা)। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য গৌতমের শাপে তিনি বৃষণশূন্য হন। পরে দেবগণ অগ্নির পরামর্শে মেষের বৃষণ উৎ-পাটন পূর্ব্বক তাহাতে সংযোগ করিয়া দেন। (রামা)। কবন্ধ রাক্ষস ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিয়াছিল। সেইজন্য ইন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা তাহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। (রামা)। (কবন্ধ দেখ)। ইন্দ্রপত্নী শচীকে, শচীর পিতা পুলোমার অনুমতি লইয়া অণুহ্লাদ দৈত্য হরণ করেন। ইন্দ্র তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুলোমা ও অণুহ্লাদ উভয়কেই সংহার করেন। (রামা)।

ইন্দ্র একবার মহিষাসুরের হস্তে পরাজিত হইয়া স্বর্গচ্যুত হন। পরে ভগবতী হস্তে মহিষাসুর নিহত হইলে, তিনি পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন। (দেবী-ভা)। কশ্যপপত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, মনু, ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম-গ্রহণ করেন। (হরি)। রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞের পর অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হন। ইন্দ্র ইহাতে ভয় পাইলেন যে, জনমেজয় তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইবার বাসনা করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার যজ্ঞনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যজ্ঞে দীক্ষিতা সংযতাচার জন-মেজয়-পত্নী বপুষ্টমার (অন্য নাম কাশ্যা) ধর্ম্মনষ্ট করেন। (হরি)। একবার ইন্দ্রের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হন। পরে বিষ্ণু ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। (হরি)। একবার মহর্ষি কণ্ডু কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। প্রম্লোচা তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিতে সমর্থা হয়। এবং তাহার গর্ভে কণ্ডুর মারিষা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। (ভাগ)। একবার ইন্দ্র মদোন্মত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে অবজ্ঞা করেন। সেজন্য বৃহস্পতি ইন্দ্রভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন দেবগণ নিরুপায় হইয়া ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ গোপনে অসুরদিগকে আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। ত্বষ্টা বিশ্বরূপের নিধনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে আহুতি দিবা মাত্র বৃত্র নামক অসুর যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নি হইতে উদ্ভূত হয়। এই বৃত্রকে ইন্দ্র দধ্যঞ্চমুনির অস্থি দ্বারা নিহত করেন। বৃত্রবধ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ইন্দ্র দীর্ঘকাল মানসসরোবরে লুক্কায়িত ছিলেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। (ভাগ)। ইন্দ্রের ঔরসে ও পৌলমীর শচীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ, ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ইন্দ্র দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও পরে নিহত হন। মহাদেব অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবন দান করেন। (লিঃ)। ইন্দ্র একবার দেবগণ সহ ঐরাবতারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে একছড়া সন্তানক পুষ্পের মালা উপহার দেন। ইন্দ্র সেই মালা ঐরাবতের মস্তকে রাখেন। হস্তী সেই মালা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিয়া দলন করেন। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে "অচিরে শ্রী ভ্রষ্ট হইবে" বলিয়া শাপ দেন। ইন্দ্র ইহার পরে দিন দিন ক্ষীণতেজ ও অসুরগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলে তাঁহারা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। (বিষ্ণু)। চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিলে ইন্দ্রদেব সৈন্য সহ চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব, "আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র হউক" বলিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার

উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র "অপর কেহ আমার মত পরাক্রম শালী না হউক" এই ভাবিয়া স্বয়ং কুশাশ্বের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ইন্দ্রই কৌশিক গাধি নামে খ্যাত হইলেন। গাধির কন্যা সত্যবতীকে ভৃগু-পুত্র ঋচীক বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। একবার দেবগণ চন্দ্রবংশীয় নরপতি রজির সহায়তায় অসুরগণকে পরাজিত করেন। ইন্দ্র কৃতজ্ঞতা-বশতঃ রজিকে পিতা বলিয়া ডাকেন। রজির মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা নারদের পরামর্শে ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গ অধিকার করেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায়তায় রজির পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া পুনঃ স্বর্গ অধিকার করেন। (বিষ্ণু)। জম্ভ অসুরকে ইন্দ্র বধ করেন। (বিষ্ণু)। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার অনুরোধে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে পারিজাত বৃক্ষ আবার স্বর্গে গমন করে। (বিষ্ণু)। ইন্দ্র হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, অন্ধক, প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি কর্ত্তৃক বার বার রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। অবশেষে বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে ছলনা করিয়া স্বর্গ-রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করেন। (কূর্ম্ম)। একদা গোকুলে নন্দ গোপ ইন্দ্রপূজা করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে তাহা হইতে বিরত হন। সেজন্য ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা গোকুল বিনাশে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া সকলকে রক্ষা করেন। (ব্রহ্মবৈ)। দেবতা ও অসুরের বিবাদে অনেক অসুর নিহত হইলে, একদিন শুক্রাচার্য্য অসুরগণকে বলিলেন যে, তোমরা এখন আর দেবগণের সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবে অবস্থান কর। আমি ইতিমধ্যে মহাদেবের আরাধনা করিয়া বিজয়াবহ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তাহার পরে তাঁহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া তিনি মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। এবং অসুরদিগকে তাঁহার পিতা ভৃগুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া অসুরদিগের বিনাশের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অসুরদিগকে আক্রমণ

করিলেন। অসুরেরা অনন্যোপায় হইয়া ভৃগুর পত্নী খ্যাতির শরণাপন্ন হন। ইন্দ্র ভৃগুর পত্নীকর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের পরামর্শে ভৃগুপত্নীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ভৃগু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে, তুমি সাতবার মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। এই স্ত্রী-হত্যা পাপে বিষ্ণু সাতবার মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৃগু পরে স্ত্রীর ছিন্ন মস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহাতে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন। এবং শুক্রাচার্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তী পিতার হিত সাধনার্থ শুক্রাচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব শুক্রাচার্য্যের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রজেশত্ব, ধনেশত্ব, অবধত্ব প্রভৃতি বরপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। শুক্রাচার্য্য তখন সমীপবর্ত্তিনী ইন্দ্র দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আগমনের ও শুশ্রূষার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। জয়ন্তী তাঁহার সহিত দশবৎসর বাস করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য "তথাস্তু" বলিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্যের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া দৈত্যগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু দেখা না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে শুক্রাচার্য্যের বেশে দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দশবৎসর চলিয়া গেল। জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানীর জন্ম হইল। এই সময়ে ভার্গব শুক্রাচার্য্য একদিন দৈত্যগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,"হে দৈত্যগণ, আমি শুক্রাচার্য্য, তোমাদের গুরু।" তখন ছদ্মবেশী বৃহস্পতি বলিলেন, "না না, ইনি ছদ্মবেশী বৃহস্পতি। কখনও শুক্রাচার্য্য নহেন। আমি শুক্রাচার্য্য।" দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। তিনিও তাঁহাদিগকে "পরাভব প্রাপ্ত হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরেই বৃহস্পতি দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়া

শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন অচিরে দেবাসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবগণ শুক্রের তনয় ষণ্ডামার্কের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেবপক্ষ অবলম্বন করাতে দৈত্যগণ পরাজিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। (মৎ)। ইন্দ্র অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে পর দিতিও ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভার্থ কশ্যপ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপের অনুগ্রহে দিতি গর্ভবতী হইলেন। অদিতি ইহাতে ভীত হইয়া স্বপত্নী বিদ্বেষবশতঃ ইন্দ্রকে তাঁহার শত্রু বিনাশে প্ররোচিত করিলেন। ইন্দ্র দিতির আলয়ে গমন পূর্ব্বক শুশ্রূষার ভাণ করিয়া ছিদ্র অনুসন্ধানে তৎপর রহিলেন। একদিন ইন্দ্র দিতির পদসেবা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিতি নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। ইন্দ্র এই অবসরে তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভস্থ শিশুকে সাতখণ্ডে ছেদন করিলেন। গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। এবং "মা রুদি, মা রুদি" বলিয়া অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়া চুপ করিতে বলিলেন। সেই জন্য তাঁহারা মারুৎনামে খ্যাত হইলেন। (দেবী ভাগ)। ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যাগণ হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ হিমাচলে বদরিকশ্রম তীর্থে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন যে, পাছে তাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তাঁহার রাজাসন গ্রহণ করেন, সেই জন্য ইন্দ্র হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সিংহ ব্যাঘ্রাদি সৃজন করিয়া তাঁহাদের ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। অবশেষে কামদেব রতি সমভিব্যাহারে মেনকা, রম্ভা, প্রভৃতি অপ্সরাকে তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গার্থ প্রেরণ করিলেন। নারায়ণ ঋষি তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহাদের চেয়ে বহু গুণে অধিক রূপবতী উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার উরুদেশ হইতে সৃজন করিলেন। এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য আরও অনেক অপ্সরার সৃজন করিলেন। তখন ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরা মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। নারায়ণ ক্ষমা করিয়া উর্ব্বশীকে ইন্দ্রের জন্য প্রদান করিলেন।

(দেবীভাগ)। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রতি দ্বেষবশতঃ বিশ্বরূপ নামে এক ত্রিশিরা পুত্রের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র প্রথমে উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদিগকে পাঠাইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু, অকৃতকার্য্য হন। পরে ইন্দ্র নিজেই সেই তপোনিরত নিরপরাধ ঋষিকে বধ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ইহা জানিতে পারিয়া বৃত্র নামক আর এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। বৃত্র তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে কাষ্ঠ লৌহাদি অস্ত্রের অবধ্য বর প্রাপ্ত হন। এবং সেই বলে ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। তখন সমস্ত দেবগণ মিলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইন্দ্র বৃত্রকে নীরস বা সরস বস্তু দ্বারা কাষ্ঠ বা পাষাণ বা বজ্র দ্বারা দিবা কিম্বা রাত্রিতে বধ করিবেন না বলিয়া অগ্নি সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে একদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্র তীরে ভ্রমণকালে বৃত্রকে ইন্দ্র ফেন দ্বারা আবৃত বজ্র দ্বারা বধ করেন। (দেবী ভাগ)। একবার দেবগণ অসুর হস্তে পরাজিত হইয়া ইক্ষাকু বংশীয় নরপতি ককুৎস্থের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনি, ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইলে যুদ্ধ করিতে সম্মত হন। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া নরপতি ককুৎস্থকে তাঁহার পৃষ্ঠে বহন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে গমন করেন। ককুৎস্থ ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। দেবগণ ত্রাস হইতে উদ্ধার পান। (দেবী-ভাগ)। সগর নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার অশ্বটী অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সগর-সন্তানেরা অশ্বের অনুসন্ধানে পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক কপিলাশ্রমে অশ্ব দেখিতে পাইয়া মহাত্মা কপিলকেই চোর বলিয়া অবধারণ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা কপিলের নেত্র-বহির্ভূত অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। (বৃহন্না)। শুক্রা-চার্য্যের গোনাম্নী পত্নী হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা, বরুত্রী, নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বরুত্রিম, রঞ্জন, পৃথুরশ্মি, বৃহদ্গিরা নামে তিন পুত্র দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা যাগপূজাদি ধর্ম্ম লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে পশুর ন্যায় বলি দিতে ইচ্ছুক হন। বরুত্রির নন্দনেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। ইন্দ্র তখন

তাঁহাদের ধর্মপত্নী চেতনাকে বহু-ধনরত্ন দ্বারা বশীভূত করিয়া *তাঁহার প্রতি আসক্ত হন।* চেতনার স্বামিগণ এই পাপকার্য্যের জন্য ইন্দ্রকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন এবং রাত্রিতে তাঁহারা যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রই তাঁহাদিগকে বধ করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রজানু—জনৈক বানর-দলপতি। ইনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর-সৈন্য সহ কিষ্কিন্ধ্যায়, সীতার অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। (রামা)।

ইন্দ্রজিৎ—(১) তিনি রাবণের অন্যতম পুত্র। রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম মেঘনাদ। জন্মিয়াই তিনি মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় গভীর রবে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। রাম বানর-সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদ হস্তে পরাজিত হন। ইন্দ্রজিৎ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেন। এইবার গরুড়ের কৃপায় উভয়েই রক্ষা পান। ইহার পর কুম্ভকর্ণ, দেবান্তক, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হনুমান ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন। ইতিমধ্যে মকরাক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক বীর প্রাণত্যাগ করিলে, ইন্দ্রজিৎ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধস্থলে মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুররূপে বধ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সীতার মৃত্যু দর্শনে রাম লক্ষ্মণ শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু রাম তাঁহার এই চাতুরি বুঝিতে পারায় তাঁহার এই কৌশল ব্যর্থ হয়। তখন তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অজেয় হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহার এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। (রামা)। (২) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি একশত দানব জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রতাপন—বলির শত পুত্রের এক পুত্রের নাম ইন্দ্রতাপন। (হরি)।

ইন্দ্রতীর্থ—একটী তীর্থের নাম।

দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ইন্দ্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর বিশোককে প্রদান করেন। (বাম)।

ইন্দ্রদত্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার নামক নরমুখ কিন্নরগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা চন্দ্রবংশীয় কিঙ্কর বলিয়া বিখ্যাত। (বায়ু)।

ইন্দ্রদমন—রাজা বাণের লোহিতা নাম্নী পত্নী হইতে ইন্দ্রদমন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) অত্রি মুনির পুত্র ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বহু ধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রদ্বীপ—নরপতি ঋষভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম পুত্র ইন্দ্রদ্বীপ। (স্কন্দ—মাহে)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—(১) মনুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি ভরতের পৌত্র ও সুমতির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের তনয় পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর তনয় প্রতিহার। (বিষ্ণু)। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি কূর্ম্মরূপী ভগবানের মুখে পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরিশেষে ব্রহ্মে লীন হয়েন। (কূর্ম্ম)। (৩) ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহর্ষিও ছিলেন। কূর্ম্মরূপী ভগবান তাঁহাকে পূর্ব্বকালে পরম জ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)। (৪) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে বেদবতী নামে এক কন্যা জন্মে। মনুর পুত্র ও ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বেদবতীকে বিবাহ করেন। (বাম)। (৫) কাশীপুরীর অধীশ্বর ইন্দ্রদ্যুম্নের চন্দ্রাবতী নাম্নী এক শিবভক্তিমতী কন্যা ছিলেন। (পদ্ম)। (৬) পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যশাপে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। দেবল মুনির শাপে গন্ধর্ব্ব হুহু কুম্ভীর হন। এই কুম্ভীর ঐ গজকে আক্রমণ করে। গজরাজ হরির আরাধনা করিয়া মুক্ত হন। (ভাগ)। ভাল্লবি ঋষির তনয় ইন্দ্রদ্যু (ভাল্লবেয়), কেকয়নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। অশ্বপতি দেখ।

ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর—মহাকাল বনে কন্দলেশ্বর মহাদেবের বামভাগে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজায় নিরতিশয় প্রীত

হইয়া তাঁহারই নামে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, (স্কন্দ—আব)।

ইন্দ্রধনু—প্রজাপতি 'বহুপুত্র' দক্ষের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

ইন্দ্রনীল—প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা ইন্দ্রনীল বিনাযুদ্ধে কর প্রদান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার তনয়ের নাম নীলধ্বজ। (গর্গ)।

ইন্দ্রপালিত—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি অশোকের পুত্র কুনাল। কুনালের পুত্র বন্ধুপালিত, বন্ধুপালিতের তনয় ইন্দ্রপালিত। ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র দেবশর্ম্মা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রপ্রমতি—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান শিষ্য পৈল। তিনি ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ স্বীয় শিষ্য মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতিকে এবং অপর অংশ মহর্ষি বাস্কলকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার এক অংশ স্বীয় তনয় মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

ইন্দ্রপ্রমদ—ঋষিবিশেষ। (ভাগ)।

ইন্দ্রপ্রমাদি—বশিষ্ঠবংশীয় ইন্দ্রপ্রমাদি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)।

ইন্দ্রপ্রমিতি—বশিষ্ঠ হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মে। এই কপিঞ্জলের অন্য নাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। পৃথু কন্যা হইতে ইন্দ্রপ্রমিতির ভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। (লি)।

ইন্দ্রবর্ম্মা—অবন্তিদেশের রাজা ইন্দ্রবর্ম্মা কুরুক্ষেত্রসমরে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া ভীম দ্রোণাচার্য্য-সমীপে বারংবার "অশ্বত্থামা হত" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে যখন দ্রোণাচার্য্য সত্য নির্ণয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করেন তখন সেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও "অশ্বত্থামা হত" স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া "ইতি গজ" কথাটী অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রবাধন—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে অয়ুভাণু, একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্ট, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রবাধন, কেশী, মেরু, শম্ব, ধেনু, গবেষ্ঠী, গবাক্ষ ও কালকেতু জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মী ছিলেন। (বায়ু)।

ইন্দ্রবাহ—নরপতি ককুৎস্থের অন্য নাম ইন্দ্রবাহ ও পুরঞ্জয়। একবার অসুরদের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহ হয়। (দেবীভাগ)।

ইন্দ্রবাহু—রৈবত মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত বংশসম্ভূত হিরণ্যরোমা, বিশ্বশ্রী, উর্দ্ধবাহু, ইন্দ্রবাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য ও মহামুনি এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (সৌর)।

ইন্দ্রভগিনী—দ্বাপরান্তে দুর্গাদেবী, গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, ইন্দ্রভগিনী, বরদা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইতেছেন। (ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রমিত্রগ্রহ—কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, গজশিরা, অসিলোমা, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। (পদ্মসৃষ্টি)

ইন্দ্রশক্র—(১) জনৈক রাক্ষস দলপতি। (রামা)। (২) ইন্দ্রজিতের অপর নাম। (রামা)

ইন্দ্রস্পক—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পক প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী হইয়াছিলেন। (ভাগ)।

ইন্দ্রসাবর্ণি—(১) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, ব্রঘ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। (ভাগ)। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসাবর্ণি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র সুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বনে গমন করেন। সুচন্দ্রের তনয় শ্রীনিকেতু। (ব্রহ্মবৈ)। (২) দেব সাবর্ণির পুত্র ইন্দ্র সাবর্ণি অতিশয় বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ংশম্ভু দৈব পরিমিত যুগত্রয় অবস্থান করিয়াছিলেন। (দেবী-ভাগ)

ইন্দ্রসূরি—কান্যকুব্জ দেশে আম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা রত্নগঙ্গাকে ইন্দ্রসূরি নামক এক যুবক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। (স্কন্দ—ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রসেন—(১) ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন, মোদ্গল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইন্দ্রসেনের তনয় বধ্যশ্ব। বধ্যশ্বের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে যমজ দিবোদাস ও অহল্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। (২) মনুবংশীয় নরপতি পূর্ণের পুত্র ইন্দ্রসেন। ইন্দ্রসেনের তনয় বীতিহোত্র। (ভাগ)। (৩)

নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ; অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র ইন্দ্রসেন, জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে সাত পুত্র ছিলেন। (মহাভা)। (৪) ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তাঁহার পুত্রগণ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। কণ্ব ও মুদ্গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। মুদ্গলের পুত্র মহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনের পুত্র বিদ্ধ্যাশ্ব। (মৎ)। (৫) সত্যযুগে মাহীষ্মতা-পুরে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ইন্দিরা ব্রত করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র শোভন। (পদ্ম)। (৬) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যের নাম ছিল ইন্দ্রসেন। (মহাভা)। (৭) নিষদদেশপতি মহারাজ নলের পত্নী দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (মহাভা)। (৮) সত্যযুগে প্রতিষ্ঠান পুরীতে (বর্ত্তমান প্রয়াগে) ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সতত মৃগয়াশীল, ক্রুর অব্রহ্মণ্য ছিলেন। তথাপি "আহর" "প্রহর" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অংশত হর শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি মহাদেবের অনুগ্রহ ভাজন হন। মহাদেব তাঁহাকে চণ্ড নামে স্বীয় পার্ষদ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। (স্কন্দ-মাহে)। (৯) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভানু হইতে ইন্দ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-মাহে)।

ইন্দ্রসেনা—(১) মহর্ষি মুদ্গলের পত্নী ইন্দ্রসেনা বীরাঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি মুদ্গল একবার বৃষযোজিত রথে আরোহণ করিয়া শত্রুজয়ে বহির্গত হন। তখন তাঁহার স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তাঁহার সারথী হইয়া শত্রুদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক বহুগাভী সংগ্রহ করেন। (ঋগ্)। (২) বিখ্যাত নরপতি মরুত্তের অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত। এই নরিষ্যন্তের পত্নী ইন্দ্রসেনা নরপতি বভ্রুর কন্যা ছিলেন। ইন্দ্রসেনার গর্ভে দম নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ড) (৩) মুদ্গলের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মিষ্ঠ। রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা ব্রহ্মিষ্ঠ হইতে বধ্যশ্ব নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে যমজ রাজর্ষি দিবোদাস ও যশস্বিনী অহল্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

(৩) নিষদ-রাজ নলের পত্নী দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। (মহাভা)।

ইন্দ্রানী—ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী। রক্ত-বীজের সহিত কালিকার যুদ্ধে, কালিকার সাহায্যার্থ শুভ্র গজে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তে বজ্র গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। (দেবী—ভাগ)।

ইন্দ্রাভ—পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক ক্রাথ, কুণ্ডিল, হরিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্ম-নেত্র ও সুনেত্র নামে দশ পুত্র ছিল। (মহাভা)।

ইন্দ্রেশ্বর—ধর্ম্মারণ্যের উত্তরদিকে ইন্দ্রসর নামে এক সরোবর আছে। তাহার তীরে ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব অবস্থান করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

ইন্দ্রোত—(১) মহর্ষি শুনকের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) শৌণকের পুত্র ইন্দ্রোত মুনি, একবার কুরুর পুত্র রাজা পরীক্ষিত-কে, গার্গ্যমুনির শাপ হইতে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছিলেন। (হরি)। লিঙ্গপুরাণ মতে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অক্রূরকে বধ করেন। সেই পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন।

ইভ—বোধ হয় ইভ একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। ইন্দ্র, বেতসু, দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র যেরূপ মাতার নিকট সর্ব্বদা প্রশান্ত ভাবে গমন করে, সেইরূপ ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইরা—(১) দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে ইরা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী ছিলেন। এই ইরা তৃণ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন। (মৎ)। (২) কশ্যপপত্নী দনু হইতে শঙ্কুশিরা, বিরাদ, অয়োমুখ, কপিল, ইরা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। (হরি)।

ইরাবতী—(১) নরপতি উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারিপুত্র জন্মে। (ভাগ)। (২) কশ্যপের কন্যা ভদ্রমজা ইরাবতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। ইরাবতী মহাগজ ঐরাবতের প্রসূতি। (রামা)।

ইরাবান্—নাগরাজ ঐরাবতের কন্যা

উলূপী। উলূপীর স্বামী গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়েন। পরে নাগ-রাজ সেই বিধবা কন্যাকে অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করেন। উলূপী হইতে *ইরাবানের জন্ম হয়। তিনি কুরু-*ক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবপক্ষে কয়েকদিন যুদ্ধ করিয়া বক রাক্ষসের ভ্রাতা আর্য্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। (মহাভা)।

ইরিম্বিট—মহর্ষি ইরিম্বিট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

ইল—(১) বৈবস্বত মনুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ইল। মনু ইলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, তপস্যার্থ নন্দনবনে গমন করেন। ইল দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে শিবের শরবনে প্রবেশ করেন। এই স্থানের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইত। সুতরাং ইল ও তাঁহার ঘোটক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার নাম হইল ইলা। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সমুদয় লোপ পাইল। এই সময়ে চন্দ্রের পুত্র বুধের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। বুধ নামা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করেন। ইলা হইতে বুধের পুরু-রবা নামে এক পুত্র জন্মে। এদিকে নরপতি ইলের অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া তাঁহার অবস্থা অবগত হন, এবং বশিষ্ঠের পরামর্শে মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর প্রাপ্ত হন যে, ইলা কিম্পুরুষ হইবে। অর্থাৎ এক মাস তিনি স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিবেন। কিম্পুরুষ অবস্থায় তাঁহার নাম সুদ্যুম্ন হয়। এই পুরুষ অবস্থায় তাঁহার উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। ইলের নামানুসারে তাঁহার বর্ষ ইলাবৃত নামে খ্যাত হয়। (মৎ)।

(২) বাহ্লীক দেশের কর্দ্দম নৃপতির পুত্র শ্রীমান ইলরাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ায় বহু বহু পশু বধ করিতে করিতে কর্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে মহাদেব উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঐ বন-প্রদেশের যে কোনও স্থানে যে কোনও পুং চিহ্নিত প্রাণী বা পুংলিঙ্গ বাচক বৃক্ষ ছিল সমস্তই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং

সবাহন রাজা ইলও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, নৃপতি ইল দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভাবেই এইরূপ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইলেন এবং অন্য উপায় না দেখিয়া সেই নীলকণ্ঠেরই শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একমাস অতি সুন্দরী স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ দেহ পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান থাকিবে বলিয়া বর দেন। এইরূপে স্ত্রীরূপে একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রের পুত্র বুধের সহিত তাঁহার দেখা হয়। বুধ তাঁহার রূপে অতি মাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রের নাম পুরূরবা। বুধের বাক্যে ইলার সহচরীরা কিম্পুরুষী হইয়া পর্ব্বতের সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল। তদবধি সেই স্থান কিম্পুরুষ বর্ষ নামে খ্যাত হইল। পরে রাজা ইল চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা মহাদেবের তুষ্টির জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্ত্রীরূপ ধারণ হইতে নিষ্কৃতি দেন। রাজা ইলের পুত্র শশবিন্দু। ইলের মৃত্যুর পর শশবিন্দু রাজা হন। (রামা)।

ইলবিল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি শতরথের পুত্র ইলবিল। ইলবিলের পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা। বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র বিশ্বসহ। (লি)। (২) ইলবিলের তনয়ঃ দিলীপ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (মহাভা)।

ইলবিলা—(১) রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলা মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। ইলবিলা হইতে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। (সৌর)। (২) তৃণবিন্দু হইতে অপ্সরা অলম্বুষার গর্ভে ইলবিলার জন্ম হয়। ইলবিলা মহর্ষি বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। (ভাগ)।

ইলা—(১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, প্রাংশু, নেদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র নামে দশ পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে, মনু পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুর পত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যা লাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। মিত্রাবরুণ-দেবের অনুগ্রহে সেই ইলাই সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। আবার ঈশ্বরের কোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্র-পুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ

করিতে লাগিল। বুধ হইতে ইলার গর্ভে তখন পুরূরবার জন্ম হয়। পুরূরবা জন্মিবার পরে অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব অভিলাষে শিবের আরাধনা করেন। শিবের প্রসাদে ইলা আবার সুদ্যুম্ন হন। সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল, গয় ও বিনত। (বিষ্ণু)। ইল দেখ। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে বৈবস্বত মনু পুত্রার্থে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি মিত্রাবরুণের অংশে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের প্রসাদে ইরা (ইলা) জন্মগ্রহণ করেন। ইলাকে মনু তাঁহার অনুগত হইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইলা মিত্রাবরুণের অনুমতি গ্রহণার্থ তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন তুমি আমাদের কন্যারূপে খ্যাতি লাভ করিবে। অপিচ তুমিই আবার মনুর সুদ্যুম্ন নামক বংশধর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইলা সেই বাক্য শ্রবণান্তর পিতা মনুর নিকট গমনার্থ প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বুধের সহবাসে তাঁহার পুরূরবা নামে পুত্র জন্মে। ইলা পুরূরবাকে প্রসব করিয়াই সুদ্যুম্ন হইলেন। (হরি)। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদু শ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) ভগবান রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রী ইলা। (ভাগ)। (৪) বায়ুর কন্যা ইলা, রাজা উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। এই ইলার গর্ভে ধ্রুবের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। (ভাগ)। (৫) দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ইলা (ইরা) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তিনি বৃক্ষলতা গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন। (ভাগ)। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা ইলা। (অগ্নি)। বৈবস্বত মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে বশিষ্ঠের বরে ইলা জন্মগ্রহণ করেন। মনু কন্যা দর্শনে দুঃখিত হইলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ ভগবানের আরাধনা করিয়া বর লাভ করেন। ভগবান ইলাকে সুদ্যুম্ন নামক পুরুষ শ্রেষ্ঠ করিয়া দেন। (ভাগ)। (৭) ধরিত্রী দেবীর অন্যতমা সখীর নামও ইলা ছিল। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

ইলাবর্ত্ত—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত তনয় জন্মে। তন্মধ্যে ইলাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগত ছিলেন। (ভাগ,।

ইলাবৃত—মনুবংশীয় নরপতি আগ্নী-ধ্রের ঔরসে ও পূর্ব্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরার গর্ভে নাভি, ইলাবৃত প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। ইলাবৃতের পত্নী লতা, মেরুর কন্যা ছিলেন। (ভাগ)। অগ্নিধ্র দেখ।

ইলিত—অগ্নির অন্য নাম। উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে এই নামে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ইলিন—রন্তিনন্দন ত্রস্যুর প্রিয় পুত্র ইলিন ব্রহ্মবাদী ছিলেন। উপ-দানবী ইলিন হইতে দুষ্মন্ত, ভূমন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। (বায়ু)।

ইলিনা—যমের কন্যা ইলিনার গর্ভে ত্রস্যুর জন্ম হয়। ত্রস্যুর পুত্র ইলিন। (মৎ)।

ইলিবিল—সগর বংশীয় নরপতি দশরথের পুত্র ইলিবিল। ইলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ। (বিষ্ণু)।

ইলিবিল—ইক্ষ্বাকু বংশীয় শতরথের পুত্র ইলিবিলি, ইলিবিলের পুত্র বৃহদর্ম্মা, বৃহদর্ম্মার পুত্র বিদসহ, বিদসহের পুত্র খট্বাঙ্গ। (কূর্ম্ম)।

ইল্বল—ইল্বল হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। হ্লাদের পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি ও ইল্বল জন্ম গ্রহণ করেন। অগস্ত্য মুনি অতিথি রূপে উপস্থিত হইলে কৌশলে তাহার প্রাণ বধার্থ মেষরূপী বাতাপিকে প্রদান করিয়াছিলেন। অগস্ত্য দেখ। ইল্বলের পুত্র বল্বল। ভাগ দেখ বাতাপি বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে ইল্বল, বাতাপি, নমুচি, নরক, কালনাভ প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। মণিমতি পুরীতে ইল্বলের রাজধানী ছিল। (মহাভা)। অন্ধক ও কালানাভ দেখ।

ইষ—(১) মহর্ষি ইষ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। ২ ধ্রুবের পুত্র বৎসর বৎসরের অন্যতম পত্নী স্ববীথী হইতে ইষের জন্ম হয়। (ভাগ) (৩) উর্জ্জ, তর্জ্জ, ইষ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য সহ ও নভ, এই দশজন ঔত্তম মনুর তনয়। (মৎস্য)।

ইষীরথ—মহর্ষি ইষীরথ একজন বৈদিক যুগের মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুশিক ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

ইষুপ—ইষুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ইষুমন্ত—অঙ্গিরার বংশে ভারদ্বাজ গৌতম ইষুমন্ত নামে প্রখ্যাত মহাতেজা দেবগণ সমুদ্ভূত হয়েন। (বায়ু)।

ইষুমান—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার ঔরসে ও উগ্রসেনের কন্যা

কংসবতীর গর্ভে ইষুমানের জন্ম হয়। (ভাগ)।

ঈষ্টক—কুরুবংশীয় প্রতীপের দেবাপি শান্তনু, বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। দেবাপির পুত্র চ্যবন ও ইষ্টক। (বায়ু)।

ইষ্টসত্তম—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নাভাগ। নাভাগ হইতে ইষ্টসত্তম, করুষ, পৃষধ্র প্রভৃতি মহাবল সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করেন।

ঈদৃক—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)।

ঈদৃক্ষ—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে উনপঞ্চাশ মরুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃক্ষ তাঁহাদের অন্যতম (বায়ু)।

ঈর্ষ—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান, এই দ্বাদশজন সুধামাগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

ঈর্ষা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, কদ্রু, বিনতা, সিংহিকা, সুপ্রভা, উলূকী, অম্বুবিন্দা, সিতা, ঈর্ষা, হিংসা, মায়া ও নিকৃতি নাম্নী ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা)।

ঈলিন—পুরুবংশীয় নরপতি তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিনের জন্ম হয়। ঈলিনের পত্নী রথন্তরী হইতে দুষ্মন্ত, সুর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঈলিন স্বীয় পিতার ন্যায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ঈলিনী—অরিষ্টনেমীর কন্যা ঈলিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের বরে তিনি ষষ্ঠি সহস্র বীজপূর্ণ একটি অলাবু প্রসব করেন। এই বীজ হইতে ষষ্ঠি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। মহর্ষি কপিলের শাপে চারিজন ব্যতীত অপর সকলে বিনষ্ট হয়। (হরি)। অন্যত্র আছে নরপতি কণ্বের কন্যা ঈলিনী। সগর দেখ।

ঈশ—(১) ঔত্তমি মনুর ঈশ, উর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ নামে দশটি পুত্র ছিলেন। (হরি)। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যাও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে ভব, প্রভব, ঈশ অনুরহ, অরুণ, আরুণী, বিশ্বাবসু, বল, ধ্রুব, হবিষ্ম, বিতান, বিধান, শমিত, বৎসর, ভূতি ও সুপর্ব্বা নামক সাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্য)।

অরুণ দেখ। (৩) ঈশ মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মহাভা)।

ঈশান—(১) প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভি, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর এবং বিভূতি ইহারা সকলেই ধর্ম্ম হইতে সুরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) দিকপাল ঈশান দক্ষযজ্ঞে শিবানুচর বীরভদ্র কর্ত্তৃক শূলাঘাতে নিহত হন। পরে শিবের অনুগ্রহে জীবন লাভ করেন। (লিঃ) (৩) অষ্টরুদ্রের অন্যতম ঈশান, ঈশানের স্ত্রী শিবা এবং পুত্র মনোজব। বেতাল ও ভূতগণের স্বামী এবং ভক্তগণের ভোগফলদাতা ঈশানদেব মহাদেবের শাসনে সতত অবস্থিত আছেন। (কূর্ম্ম)। (৪) দিক্‌পালগণের অধীশ্বর ঈশান শ্রীকৃষ্ণের বামনেত্র হইতে উৎপন্ন হন। নরগণের পূজনীয়া সম্পত্তি দেবী ঈশানের পত্নী ছিলেন। (লিঃ)। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশজন দিক্‌পাল। (বৃহদ্ধ)। (৫) পূর্ব্বে ঈশান কল্পে ঈশান নামক কোন বেদাভ্যাস-রত মুনি শিবের অনুগ্রহে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন তাহাই ঈশানেশ্বর নামে খ্যাত। (স্কন্দ-আব)।

ঈশানী শিবের স্ত্রী সতীর অন্য নাম ঈশানী। (স্কন্দ-মাহে)।

ঈশানেশ্বর—অবন্তি দেশে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গ আছেন। ঈশান নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তিনি ঈশানেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (স্কন্দ-আব)।

ঈশ্বর—(১) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভী নাম্নী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি)। (২) রুরুর পত্নী মেনকা হইতে বাহু নামে পুত্র জন্মে। বাহুর পুত্র তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর, ও কুমুদ এই চারিজন। (কালিকা)। সূর্য্য সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত, শনি, রাহু ও কেতু ইঁহারা লোকহিতসাধক গ্রহ বলিয়া

কথিত হন। মধ্যভাগে ভাস্কর দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বোত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণ-পূর্ব্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু, পশ্চিমোত্তরে কেতু অবস্থিত। ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, ভৌমের (মঙ্গলের) স্কন্দ, বুধের হরি, সিতের (শুক্রের) ইন্দ্র, জীবের (বৃহস্পতির) ব্রহ্মা, শনির যম, রাহুর কাল, এবং কেতুর অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত। (মৎ)। (৩) মহাদেবের অন্যনাম ঈশ্বর। (স্কন্দ-মাহে)।

ঈশ্বরী—শিবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্য নাম। (স্কন্দ-আব)।

ঈষ—ঈষ, উর্জ্জাত, উর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস, নভ, ও ঋসভ নামে বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা ঔত্তমের নামে খ্যাত ছিলেন। (শিব)।

উক্তি—সত্যের পত্নী উক্তি। (ব্রহ্মবৈ)

উকৃথ—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর অনলের তনয় উকৃথ, উকৃথের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শঙ্খ, শঙ্খের পুত্র পুষ্প। (হরি)। (২) মহাবাহু সুধর্ম্মা শঙ্খপা, উকৃথ, অমৃতম, বিশ্বাবসু সুপর্ব্বা, বিষ্ণু এবং রুক্ষ ইঁহারা চাক্ষুষ মনুর পুত্র। (৩) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর ছল ও ছলের পুত্র উকৃথ, উকৃথের পুত্র বজ্রনাভ। (বিষ্ণু)। (৪) উকৃথ নামক অগ্নি বেদবাক্যদ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। এই উকৃথের তনয় মহাবাক। (মহাভা)।

উক্লাশ—মহর্ষি উক্লাশ ইন্দ্রের অনুরোধে কশ্যপ কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত হাটকেশ্বর তীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-নাগ)।

উগ্র—(১) তরঙ্গভীরু, বুম্ন, তরস্বান, উগ্র, প্রবীর, অভিমানী, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবন এই দশ জন ভৌত্য মনুর পুত্র। (হরি)। (২)ভূতের পত্নী স্বরূপা হইতে রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) বরাহ-কল্পের একাদশ দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। (লি)। (৪)রুদ্রের অপর নাম উগ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম দীক্ষা ও পুত্রের নাম"সন্তান"। (বিষ্ণু)। (৫)দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মাতৃকা, জটাধরা, তাঁহার

সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। (৬) উগ্র নামে মহিষাসুরের একজন সেনাপতি ছিলেন। (বাম)। (৭) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্ক, লৌগাক্ষি, মহামায়, জৈগীষব্য, দধিবাহ, ঋষভ, উগ্র, অত্রি, সুবলক, গৌতম, বেদশিরা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাকাল, দণ্ডী, মুণ্ডীস, সহিষ্ণু, নকুলীশ্বর ও সোমশর্ম্মা এই আটাশ জন যুগক্রমে যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন। এবং প্রত্যেকের চারিটী শিষ্য ছিলেন। (শিব)। (৮) উনপঞ্চাশ মরুদগণের অন্যতম উগ্র। কশ্যপপত্নী হইতে মরুদগণের উৎপত্তি হয়। (বায়ু)। (৯) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম উগ্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)

উগ্রকর্ম্মা—কেকয়-রাজকুমার বিশোকের সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা কুরুক্ষেত্র-সমরে কর্ণের হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

উগ্রকার্ম্মুক—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রকার্ম্মুক, দেবী কাত্যায়নীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। (বাম)।

উগ্রচণ্ডা—(১) রাবণবধের জন্য উগ্রচণ্ডারূপে দুর্গাদেবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (বৃহদ্ধ)। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা যোগিনী উগ্রচণ্ডা। (কালিকা)।

উগ্রজিৎ—একটি অপ্সরার নাম। এই জাতীয় অপ্সরাগণ পাশাখেলায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। (অথর্ব)।

উগ্রতপা—কলিকালে মহাদেবের অত্রি, উগ্রতপা, শ্রাবণ ও শ্রবিষ্টক নামে ধ্যানযোগরত যোগাচারী মহাত্মা চারিপুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায়ই অন্তিমে রুদ্রলোকে স্থানলাভ করিবে। (ব্রহ্মাণ্ড)। অত্রি দেখ।

উগ্রতারা—মাতঙ্গীদেবীর অন্য নাম উগ্রতারা। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য দেবগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে দেবগণ মাতঙ্গীদেবীর স্তব করেন, তখন মাতঙ্গীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। মনীষী ঋষিগণ তাঁহাকে উগ্রতারা নামে অভিহিত করেন। কারণ, তিনি ভক্তগণকে উগ্রভয় হইতে ত্রাণ করেন। (কালিকা]।

উগ্রদংষ্ট্রা—মেরুর কন্যা উগ্রদংষ্ট্রা

মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র হরিবর্ষকে বিবাহ করেন। [ভাগ]।

উগ্রদৃষ্টি—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্র অজন্বহেতু অজিত দেবগণ বেদে ত্রয়স্ত্রিংশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা, কৈবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত ও গ্রাবাজিন এই দ্বাদশজন দেবতা শুক্র নামে বিখ্যাত [ব্রহ্মাণ্ড]। অমৃতবান্ দেখ।

উগ্রবীর্য্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহাদেবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। (দেবীভা)।

উগ্রমহাব্রত—ব্রহ্মা স্বীয় যজ্ঞে যে সমুদয় মহর্ষিকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উগ্রমহাব্রত একজন ছিলেন। (বায়ু)।

উগ্রম্পশ্যা—অপ্সরাবিশেষ। এই শ্রেণীর অপ্সরাগণ পাশাখেলায় খুব নিপুণা ছিলেন বলিয়া ঋষিরা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়াছেন। (অথ)।

উগ্রষায়ী—কুরুক্ষেত্রসমরে ভীমহস্তে কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম উগ্রষায়ী বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

উগ্ররেতা—ব্রহ্মার ললাটসম্ভূত রুদ্রের একটী নাম উগ্ররেতা। (ভাগ)।

উগ্রশ্রবা—মহর্ষি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণ মুনির পুত্র। ইনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের নিকট পুরাণাদি কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবং নৈমিষারণ্যে সৌনক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া মুনিদিগকে পুরণাদি শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (ভাগ)। লোমহর্ষণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন এবং স্বীয় গুরুর নিকট পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র উগ্রশ্রবাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (পদ্ম-স্থ)

উগ্রসেন—(১) অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে তিন পুত্র জন্মে। (হরি)। (২) যদুবংশীয় নরপতি আলুকের কাশি কন্যাতে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম (সুনামা), কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুধনু, (সুহু), অনাবৃষ্টি (ধৃষ্টি), পুষ্কিমান (পুষ্টিমান) নামে নয় পুত্র এবং কংসা (কাংসা), কংসবতী, কঙ্কা, রাষ্ট্রপালী, সুরভু (সুতনু) নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। (হরি, ভাল)। অজভূ দেখ। (৩) উগ্রসেন নামে একজন শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। (লিঃ)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি অক্রূর, উগ্রসেনের কন্যা

সুধারা ও বরাঙ্গনাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে সুধারার গর্ভে দেববান্ এবং বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মে। (লিঃ)। উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধর্ম্মা নামক সভা আনয়নপূর্ব্বক উগ্রসেনকে প্রদান করেন। (বিষ্ণু)। ন্যগ্রোধ, কংস, সুভূমি, রাষ্ট্রপাল তুষ্টিমান, ও শঙ্কু এই ছয় জন উগ্রসেনের পুত্র। (কূর্ম্ম)। (৪) নারদ, তুম্বরু, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, উর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা—এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। (কূর্ম্ম)। আহুক হইতে কশ্যপতনয়া দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে উগ্রসেনের কংস ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টি নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী, সুতনু, কঙ্কা ও রাষ্ট্রপালী নাম্নী পাঁচ কন্যা ছিলেন। (মৎ)। (৫) জহ্নুর পুত্র সুরথী, শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন, এই চারিজন। (অগ্নি)। চিত্রসেন, উগ্রসেন, উনায়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, এই ষোলজন দেবগন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে প্রসিদ্ধ। (বায়ু)। (৭) কশ্যপপত্নী দক্ষকন্যা বরিষ্ঠা হইতে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড় গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, বীর্য্যবান, অর্কপৃষ্ঠ, প্রযুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুতা, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ব্ববিৎ, বলী, শালীশীর্ষ, পর্জ্জন্য, ব্যলী ও নারদ নামক পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব, ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। (কালিকা)।

উগ্রসেনা, উগ্রসেনী—যদুবংশীয় শ্বফল্কনন্দন অক্রূরের অন্যতমা পত্নী উগ্রসেনা হইতে দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। অক্রূর হইতে উগ্রসেনীর গর্ভে দেবসন্নি কুলনন্দন দেব ও অনুদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উগ্রা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা উগ্রা। অগ্নি)।

উগ্রাখ্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ—মাহে)।

উগ্রাদেব—প্রাচীন কালে উগ্রাদেব নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কণ্ব দস্যু-দমনকারী অগ্নির সহিত রাজর্ষি উগ্রাদেবকেও স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উগ্রায়ুধ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ। উগ্রায়ুধ হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুবীর, সুবীর হইতে নৃপঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। ভূপতি উগ্রায়ুধ অতিশয় *বীর ছিলেন। তিনি বিক্রম* প্রকাশপূর্ব্বক পৃষতের পিতামহ মহাতেজা পাঞ্চালাধিপতি নীপ নরপতিকে নিহত করেন। পরে ভীষ্মকে অপমানিত করিলে, তাঁহারই হস্তে উগ্রায়ুধ নিহত হন। (হরি)। (২) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রায়ুধ কাত্যায়নী হস্তে নিহত হন। (বাম)। (৩) সূর্য্য বংশীয় নরপতি উগ্রায়ুধ কোনও শ্রেষ্ঠ আশ্রমে বহুকাল তপস্যা করেন। রাজা জনমেজয় নীপগণ হইতে ভীত হইয়া উগ্রায়ুধের শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে রাজ্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়া নীপবংশীয়দিগকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধ প্রথমে নীপদিগকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। নীপ রাজগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই নিহত করিতে উদ্যত হন। তখন উগ্রায়ুধ শাপ দেন যে, "যমরাজ এখনই তোমাদিগকে লইয়া যাউক।" এই কথা বলা মাত্র যম আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। ইহাতে উগ্রায়ুধের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি জনমেজয়কে যম হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। তিনি যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরম মুক্তিজ্ঞান প্রদান করিলেন। (মৎ)।

উগ্রাশ্ব—পুষ্করের অনুচর অন্যতম সেনাপতি। (পদ্ম)। অনুতাপ দেখ।

উগ্রাস্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি উগ্রাস্য, দেবী কাত্যায়নীর হস্তে পরাজিত হন। (বাম)।

উগ্রেশ্বর—একটি শিবলিঙ্গের নাম। তাঁহার পূজা করিলে মানব জাতিস্মর হয়। (স্কন্দ-কাশী)

উচথ্য—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র উচথ্য, উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

উচ্চাটনী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি মহাবল পরাক্রান্ত দানবসৈন্যকে বিনাশ

করিয়াছিলেন উচ্চাটনী তাঁহাদের অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

উচ্চৈঃশ্রবা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে, সমুদ্র হইতে শশাঙ্ক, ধবল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক উদ্ভূত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র ইহাকে গ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উচ্ছ্রিত—দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য বিন্ধ্যগিরি স্বীয় অনুচর উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)

উঞ্ছভুক্—ঋষিবিশেষ। (স্কন্দ-কাশী)।

উজ্জয়ন্ত—হিমালয়ের উজ্জয়ন্ত নামে এক পুত্র ছিল। কুমুদ পর্ব্বতের সহিত তাহার মৈত্রী ছিল। (স্কন্দ-প্রভা)।

উজ্জানক—মধুরাক্ষসের পুত্র ধুন্ধুর অন্য নাম উজ্জানক। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে নিধন করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উটজেশ্বর—কাশীস্থিত উটজেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বভয় নিবারণ হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

উড়ুম্বুরঃ—বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম হিরণ্যাক্ষ। এই হিরণ্যাক্ষের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, উড়ুম্বর, অভিজ্ঞাত, তারকায়ন ও চুঞ্চুল। (হরি)।

উতঙ্ক—মহর্ষি আয়োধধৌম্যের বেদ, আরুণি ও উপমন্যু নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে বেদের শিষ্য উতঙ্ক, জনমেজয় ও পৌষ্য নরপতি। বেদ গুরুকুলে বাসকালে কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া, শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ, বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। একদা তিনি যাজন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে শিষ্য উতঙ্ককে তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে গৃহের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গুরুপত্নীরা তাঁহাকে এক অসঙ্গত প্রস্তাব করেন। কিন্তু উতঙ্ক সেই অন্যায় প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। গুরু, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং 'তোমার সকল মনোরথ সফল হউক' বলিয়া গৃহে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা জানাইলে, বেদ তাঁহাকে গুরুপত্নীর নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। গুরুপত্নী, পৌষ্য নরপতির স্ত্রীর কর্ণাভরণ চারি দিনমধ্যে প্রদান করিতে

আদেশ করিলেন। তদনুসারে উতঙ্ক পৌষ্য নরপতির পত্নীর নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পথে ক্ষপণকবেশী তক্ষক তাহা অপহরণ করে। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে তাহা পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া গুরু-পত্নীকে প্রদানপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণারূপ ঋণ হইতে মুক্ত হন। (মহাভা)। মহর্ষি উতঙ্ক ধুন্ধু নামক রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া ইক্ষাকুবংশীয় *নরপতি বৃহদশ্বের আশ্রয় গ্রহণ* করেন। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব সেই ধুন্ধুরাক্ষসকে বধ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ করেন এবং স্বয়ং ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উতঙ্কেশ্বর—প্রভাসতীর্থে উতঙ্কেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। মহর্ষি উতঙ্ক কর্ত্তৃক এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (স্কন্দ-প্রভা)।

উতথি—(১) ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি উথতির তনয় সুহোত্র একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (মহাভা)।

উতথ্য—অঙ্গিরাবংশীয় উতথ্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। উতথ্যের পুত্র মহর্ষি গোতম। (মনু)। আপোজ্য, আঙ্গিরা, অজস্য, অথর্ব্বা ও অমৃত দেখ। মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নামে চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্যের পত্নীর নাম মমতা। বৃহস্পতি বলপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতৃবধূ মমতাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম ভরদ্বাজ। (ভাগ)। বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগ্যাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উতথ্য তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লিঃ)। মহর্ষি অঙ্গিরা হইতে উতথ্য বৃহস্পতি, ও সম্বর জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (২) সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে কৃতঞ্জয় দেবের উৎপত্তি হইলে মহাদেব হিমালয়শিখরে মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হন। উতথ্য, বামদেব, মহাকাল, ও মহালয় নামে তাঁহার পুত্রগণ ব্রহ্মবাদী ও যোগজ্ঞ ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) কোশলদেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী রোহিণী উতথ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। উতথ্য অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। তিনি আত্মা-

শক্তি ভগবতীর কৃপায় কবি হইয়াছিলেন। (দেবী-ভা)। (৫) অথর্ব্বনের পত্নী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, স্বরাট্ হইতে গৌতম, বামদেব, অবধ্য, উসিজ ও উতথ্য এবং পথ্যা হইতে ধিষ্ণু, সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্যের পুত্র শরদ্বান্। (বায়ু)। (৫) পুরাকালে অমরাবতীতে উতথ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়বৃত্তি মল্লযুদ্ধ অবলম্বন করিলে উতথ্য তাঁহাদিগকে "অসুর হও" বলিয়া শাপ দেন। তাঁহারাই চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। (গর্গ)।

উৎকচ—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষের পত্নী ভানু হইতে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। শিশুকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানা শকট ছিল। কংসপ্রেরিত উৎকচ নামক দৈত্য, বায়ুরূপে তথায় আসিয়া সেই শকট শিশুর মস্তকে ফেলিবার উপক্রম করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই শকট অপসারিত করিয়া দৈত্যদেহকে চূর্ণ করিলেন। (গর্গ)

উৎকল—(১) মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব, ও ঐল জন্মগ্রহণ করেন। *উৎকল উত্তরদিকের অধিপতি ছিলেন। ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ড এই তিন জন উৎকলের পুত্র। (হরি)। (২) ধ্রুবের পত্নী ইলার গর্ভে উৎকল জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল ধ্রুবের মৃত্যুর পরে রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইলে ধ্রুবের অন্যতমা পত্নী ভ্রমীর গর্ভজাত বৎসর রাজা হন। (ভাগ)। ধ্রুবের পুত্র উৎকল। উৎকল পুষ্করতীর্থে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পুত্র সুযজ্ঞ ও নন্দী। নন্দী বহু সৈন্যসহ কোলানগরী আক্রমণপূর্ব্বক রাজা সুরথকে পরাস্ত করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) দানব হয়গ্রীবের পুত্র উৎকল দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য কাড়িয়া লয়েন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রাজ্য অধিকার করেন। অবশেষে মহর্ষি জাজলির শাপে বকরূপে পরিণত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। (গর্গ)। (৪) শ্বফল্কনন্দন অক্রূরের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে উপলম্ভ, সদালম্ভ, উৎকল,

আর্য্যশৈশব, সুধীর, সদাষজ্ঞ, শক্রম, অরিমেজয়, ধর্ম্ম, ধর্ম্মদৃষ্টি ও সৃষ্টিমৌলি নামক একাদশ পুত্র জন্মে। (পদ্ম-স্থ)।

উৎকলা—মনুবংশীয় নরপতি সম্রাটের পত্নী উৎকলা মরীচি নামক এক পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)।

উৎকীল—কত-গোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উৎকুর—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু ও কালনাভ ইঁহারা হিরণ্যাক্ষের পুত্র। (বিষ্ণু)।

উৎকোচা—খসার কন্যা। আলম্বা দেখ। (বায়ু)।

উৎক্রাথনী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্রাথনী তীর্থ স্বীয় অনুচর বেদমন্ত্রাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উৎক্রোশ—দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে ইন্দ্র উৎক্রোশ ও পঞ্চজ নামে দুইজন অনুচরপ্রধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

উৎক্লেশ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ উৎক্লেশ ও পঞ্চজ নামক গণদ্বয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উতঙ্ক—পঞ্চদশ ত্রেতাযুগে রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ছিলেন এবং মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। (মৎ)।

উত্তম- (১) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতমা স্ত্রী সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম মৃগয়া করিতে যাইয়া যক্ষহস্তে নিহত হন। (ভাগ)। নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতমা স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মে। উত্তম তৃতীয় মনু, তামস চতুর্থ মনু এবং রৈবত পঞ্চম মনু ছিলেন। উত্তম মন্বন্তরে বশিষ্ঠনন্দন প্রমদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি, সত্য, বেদ, শ্রুত, ও ভদ্র নামে দেবতা, এবং সত্যজিৎ নামে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। পবন, সৃঞ্জয়, যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি উত্তম মনুর পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে ভগবান্ পুরুষোত্তম, ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃথার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া

সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। (ভাগ)। কীর্ত্তিমান দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, উত্তম তাঁহাদের অন্যতম। (লিঃ)। অতিনামা দেখ। (৩) চাক্ষুসমন্বন্তরে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা, ও সহিষ্ণু—ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। কূর্ম্ম পুরাণমতে উত্তম মন্বন্তরে সুশান্তি ইন্দ্র ছিলেন। চাক্ষুস মনু দেখ। নরপতি উত্তানপাদের তনয় উত্তম, বভ্রুতনয়া বহুলাকে বিবাহ করেন। বহুলা প্রথমে স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন না। একদা সঙ্গীত নিপুণা শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা-গণ মধুরস্বরে রাজসমীপে গান করিতেছে, এমন সময়ে ভূপাল পানাসক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গের সমক্ষেই স্বীয় পত্নী বহুলাকে সুরা-পূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু বহুলা তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাজা উত্তম সেইজন্য অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। বনে পরিত্যক্তা বহুলাকে পাতালবাসী নাগরাজ কপোতক দেখিতে পাইয়া স্বভবনে আনয়ন করেন। নাগরাজের কন্যা নন্দা, স্বীয় মাতা মনোরমার সপত্নী হইবে আশঙ্কা করিয়া বহুলাকে লুকাইয়া রাখেন। এদিকে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া নরপতি উত্তম আর অন্য দার পরিগ্রহ করেন নাই এবং অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদিন, সুশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার কাছে অভিযোগ করিলেন যে, অত্রিতনয় বলাক নামক রাক্ষস রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মণের, কি দেবকার্য্য কি গৃহকার্য্য, কিছুই হইতেছে না। রাজা সুশর্ম্মার নিকট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী কুরূপা ও কলহপ্রিয়া। সেজন্য তিনি তাঁহাকে অন্য সুরূপা ও সুশীলা স্ত্রী প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু সুশর্ম্মার স্ত্রী কুরূপা ও কলহপ্রিয়া হইলেও ধর্ম্মপত্নী সর্ব্বথা রক্ষণীয়া বলিয়া তাঁহাকেই পাইতে তিনি জেদ করিতে লাগিলেন. রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়া বলাক রাক্ষসের আলয় হইতে ব্রাহ্মণ-পত্নীকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজারও জ্ঞানোদয় হইল। তিনি স্বীয় পত্নী বহুলাকে নাগরাজ কপোতকের আলয়

হইতে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। রাণীর স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। বহুলার গর্ভে নরপতি উত্তমের ঔত্তম নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ড)।

(৪) উত্তম মন্বন্তরে সুদামা নামে দেবগণ, প্রতর্দ্দন, শিব, সত্য ও বশবর্ত্তী এই শ্রেণী-চতুষ্টয়সম্পন্ন দেবগণ দ্বাদশটি গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদাস্তি (সুশান্তি)। (অগ্নি)। উত্তম মন্বন্তরে, সুধামাগণ, অপরাপর বংশজধারী দেবগণ, প্রতর্দ্দনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ দেবতাদের এই পাঁচটি গণ। ইঁহাদের এক একটি গণ দ্বাদশটি দ্বারা হয়। সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, শুচি, ঈর্ষ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান্ এই দ্বাদশটি সুধামাগণ। সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, শমিতার, বৃহদ্বসু, বিশ্বধা, বিশ্বকর্ম্মা, মনশ্বস্ত, বিরাটযশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্, এই দ্বাদশটি বংশকারী দেবগণ। বসু, ধিষ্ণু, বিভাবসু, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান—এই সকল প্রতর্দ্দনগণ। হংসদ্বয়, অহিহা প্রভর্দ্ধন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, জম্ভবাহু, যতি, সুবিত্ত, ও সুনয়—এই দ্বাদশটি যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণ। দিক্‌পতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, শম্ভু, যমুড়ীক, অধিপ, বর্চ্চোধা, মুহ, সর্ব্বশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেমানন্দদ্বয়—এই দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতা। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবাম্বুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔসিজ, বিনীত সুকেতু, সুমিত্র, সুবল—এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা উত্তম মনুর পুত্র ও ক্ষেত্রগণের নেতা ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

উত্তমা—মগধদেশে দেবদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল উত্তমা এবং পুত্রের নাম ছিল অঙ্গদ। পুত্র বয়প্রাপ্ত হইলে দেবদাস তাঁহার হস্তে সংসার সমর্পণপূর্ব্বক সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তীর্থ স্নানান্তর সেই তীর্থমাহাত্ম্যে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। (পদ্ম—উত্ত)।

উত্তমৌজা—(১) ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম ভাব্য। সুক্ষেত্র, উত্ত-মৌজা, ভূরিসেন, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, ও সুবর্চ্চা এই দশজন ভাব্য মনুর পুত্র। (বায়ু)। (২) ব্রহ্ম সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম উত্তমৌজা। (বিষ্ণু)। (৩) দক্ষ সাবর্ণি মনুর দশপুত্রের অন্য-তম পুত্র উত্তমৌজা। (হরি)।

(৪) পাঞ্চাল-পতি দ্রুপদের অন্যতম তনয় উত্তমৌজা, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত উত্তমৌজা, যুধামন্যু প্রভৃতি বীরগণকে নিপাত করেন। (মহাভা)।

উত্তর—(১) কস্যপ বংশীয় উত্তর একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্য)। নরপতি নহুষের যতি, যথাতি, শর্য্যাতি, উত্তর, পর, অয়তি, বিয়তি, এই সপ্ত ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। (পদ্ম-স্)। (৩) বিরাট নরপতির পুত্রের নাম উত্তর ও কন্যার নাম উত্তরা। উত্তরাকে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিবাহ করেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিলে, বিরাট স্বীয় পুত্র উত্তরকে গোধন উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন। বৃহন্নলা নামধারী অর্জ্জুন তাঁহার সারথি হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর কুরু-সৈন্যের আধিক্য দর্শনে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বারণ করিয়া এবং তাঁহাকে সারথি করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথম দিনে মদ্ররাজ শল্য হস্তে উত্তর নিহত হন। (মহাভা)। (৪) একটি অগ্নির নাম। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তর নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (মহাভা)।

উত্তরফাল্গুনী অশ্বিনী—দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার মধ্যে রোহিণী, ভরণী, কৃর্ত্তিকা, উত্তরফল্গুনী প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তরভাদ্রপদী—দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে রোহিণী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃর্ত্তিকা, উত্তর ভাদ্রপদী, আদ্রা প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তর মালিকা—আকর্ণনী, সন্তটা, উত্তর মালিকা, জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই অষ্ট মাতৃকা রেবতীর অনুচরী এবং তাঁহারা হরির গাত্র হইতে সমদ্ভুতা। তাঁহারা সৃষ্টি ও সংহার কার্য্যেও সমর্থা। (মৎ)।

উত্তরা—(১) মৎস্যরাজ বিরাটের পত্নী সুদেষ্ণা হইতে উত্তর নামে পুত্র ও উত্তরা নাম্নী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। পাণ্ডবেরা বিরাট রাজভবনে অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করেন। সেই সময়ে অর্জ্জুন উত্তরাকে চিত্রনাট্য সঙ্গীতাদি

শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত বাস অন্তে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটরাজের পরিচয় হয় এবং অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হয়। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হন। সেই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বংশলোপ বাসনায় ইষিকাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। উত্তরা এক মৃত সন্তান প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে জীবিত করেন। (মহাভা)। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সৌদাসের পুত্র অশ্মক। অশ্মকের পত্নী উত্তরা, মূলক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (লি)। অশ্মক দেখ।

উত্তরার্ক—কাশীতে দ্বাদশটি আদিত্য লোকদিগকে রক্ষা করেন। উত্তরার্ক তন্মধ্যে একজন। (স্কন্দ-কাশী)।

উত্তরাষাঢ়া—দক্ষের সাতাশটি কন্যার মধ্যে অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, ভদ্রা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ফাল্গুনী, প্রভৃতি সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। (কালিকা)।

উত্তরেশ্বর—অবন্তী দেশে মহাকাল বনের উত্তরদ্বারে উত্তরেশ্বর অবস্থিত। তিনি সকল কার্য্যের সিদ্ধিদাতা। এবং শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। (স্কন্দ—আব)।

উত্তানপাদ—বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রজাতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতা হইতে উত্তানপাদের ধ্রুব, বসু, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান্ নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি)। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি দেবহূতি, ও প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদ সুনীতি ও সুরুচিকে বিবাহ করেন। সুনীতি হইতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ধ্রুব এবং সুরুচি হইতে উত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ধ্রুব দেখ। স্বায়ম্ভুব মনু সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া অবন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নীলাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। ধর্ম্মনন্দিনী সুনৃতা উত্তানপাদ হইতে অপস্যাতি অপস্যান্ত, কীর্ত্তিমন্ত, ও ধ্রুব নামে

চারি পুত্র লাভ করেন। (মৎ)। ধর্ম্মের নন্দিনী সুনৃতা হইতে উত্তানপাদের ধ্রুব, কীর্ত্তিমান অয়মান ও বসুনামে চারি পুত্র এবং মনস্বিনী ও স্বরা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (ব্রহ্মা)।

উত্তানবর্হি—বৈবস্বত মনুর পুত্র শর্য্যাতি। চক্রবর্ত্তী নরপতি শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত, ভূরিষেন নামে তিন পুত্র ছিলেন। শর্য্যাতি উত্তানবর্হিকে পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (গর্গ)।

উৎপল—উৎপল ও বিদল নামক দৈত্যদ্বয় কাশীতে অবস্থান পূর্ব্বক অতিশয় অত্যাচারী হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। (লি)।

উৎপলাক্ষী—সহস্রাক্ষ তীর্থে গৌরি দেবী উৎপলাক্ষী নামে অভিহিতা হন। (পদ্ম-স্থ)।

উৎপলাবতী—স্বরাষ্ট্র নামক রাজার পত্নী। তাঁহার গর্ভে তামস মনু জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ডেয়)। তামস মনু দেখ। অপ্সরা-বিশেষ। (স্কন্দ—কাশী)।

উৎসর্গ—মিত্র দেবতার স্ত্রী রেবতী হইতে পিপ্পল, উৎসর্গ, ও অরিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উৎসাহ—ভৃগু পত্নী খ্যাতি হইতে শ্রীদেবী নাম্নী কন্যা, এবং ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীদেবী হইতে নারায়ণ দেবের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মাণ্ড)।

উদঙ্ক—ঋষি বিশেষ। (স্কন্দ—মাহে)।

উদকসেন—যযাতি বংশীয় বিষক্‌সেন হইতে উদকসেন; উদক সেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)

উদগ্র—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। (দেবীভা)।

উদগ্রজ—কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক একজন ঋষি। (মৎ)।

উদঙ্ক—বেদপরায়ণ মহর্ষি উদঙ্ক, দীর্ঘতমা ঋষির তনয় ও কক্ষিবানের গুরু ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উদপান—দেবাসুর যুদ্ধে, স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে উদপান তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘনস্বনাকে প্রদান করেন। (বাম)।

উদয়ন্—(১) পাণ্ডব বংশীয় বসুদানের পুত্র শতানীক, শতানীকের পুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, অহীনরের পুত্র খণ্ডপাণি। (বিষ্ণু)। (২) নরপতি সহস্রানিক অযোধ্যার রাজা কৃতকর্ম্মার কন্যা মৃগাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে উদয়ন জন্ম-

গ্রহণ করেন। উদয়ন নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উদয়াশ্ব—মগধের শিশুপাল বংশীয় নরপতি দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, উদয়াশ্বের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহানন্দি। (বিষ্ণু)।

উদরশাণ্ডিল্য—মহর্ষি শুনকের পুত্র অতিধন্বা ঋষি একজন উদ্‌গীথ বিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদ্‌গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

উদরাক্ষ—জনৈক দানব সেনাপতি। অঞ্জন দেখ। (বরা)।

উদরেণু—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদর্ক—চেদিরাজ কুন্তি হইতে ধৃষ্ট, ধৃষ্ট হইতে নির্ধৃতি, নির্ধৃতি হইতে উদর্ক ও বিদূরথ জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নি)।

উদান—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবগণ, প্রাণ, অপা, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা ঘ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি ও মন এই সকল বিখ্যাত ছিলেন। (বায়ু)।

উদাপি—(১) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে, কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস তাঁহাদের সকলকেই বধ করেন। (বিষ্ণু)। (২) মগধের নরপতি জরাসন্ধ হইতে সহদেব, সহদেব হইতে উদাপি, উদাপি হইতে শ্রুতকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নি)।

উদাবর্ত্ত—হৈহয় বংশীয় উদাবর্ত্ত স্বীয় বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। (মহাভা)।

উদাবসু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি জনকের পুত্র উদাবসু। উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু। (ভাগ)। (২) নরপতি প্রাংশুর পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতি হইতে খনিত্র, শৌরী, উদাবসু, সুনয়, ও মহারথ নামে পাঁচপুত্র জন্মে। উদাবসু, দক্ষিণ দেশে রাজত্ব করিতেন। (মার্ক)।

উদাবহি—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)

উদায়ী—মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি উদায়ী তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কুসুমপুর নামক (বর্ত্তমান পাটনা) নগরী নির্ম্মাণ করেন। (বায়ু)।

উদারধী—পুষ্টির পত্নী ছায়া হইতে প্রাচীন গর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও ধৃতি নামে পাঁচটী পাপশূন্য পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রাচীন গর্ভের

পত্নী সুবর্চ্চা হইতে উদারধী নামে এক পুত্র জন্মে। উদারধী পরবর্ত্তী কালে রাজা হন। তিনি পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। তিনি সংবৎসর পরে একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, এই জন্যই মন্বন্তর কালে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উদারধীর পত্নী ভদ্রা হইতে দিবঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)।

উদাসী—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সৌরী, কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ নামে সাত পুত্র জন্ম গ্রহণ। কংস ইঁহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (গর্গ)।

উডুম্বর—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র মহর্ষি উডুম্বর একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উডুম্বরী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব বহুসংখ্যক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উডুম্বরী তাহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

উডুম্লান—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র মহর্ষি উডুম্লান একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (বায়ু)।

উদ্‌গাতা—অভাবের পুত্র উদ্‌গাতা। অভাব দেখ। (বরা)।

উদ্‌গাহ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্‌গীতা—মনুবংশীয় নরপতি প্রতীহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুবর্চ্চার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রস্তিস্তুতা ও উদ্‌গীতা নামে তিন জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উদ্‌গীথ—(১) ভরত বংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর অন্যনাম প্রতিহর্ত্তা। প্রতিহর্ত্তা হইতে উন্নেতা, উন্নেতা হইতে ভব, ভব হইতে উদ্‌গীথ, উদ্‌গীথ হইতে প্রাপ্তারি জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মা)। (২) মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঔরসে ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদ্‌গীথ জন্ম-গ্রহণ করেন। (ভাগ)। (৩) মনু-বংশীয় ভূবের পুত্র উদ্‌গীথ, উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাব। (বিষ্ণু)।

উদ্‌ঘোষ—মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ। তাঁহার পুত্র বজ্রমিত্র। (ভাগ)।

উদ্দণ্ড—কাশীক্ষেত্রের বায়ু কোণে অবস্থিত উদ্দণ্ড নামক গণেশ মানুষের উদ্দণ্ড বিঘ্নসমূহ সর্ব্বদা দূর করেন। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্দণ্ডমুণ্ড—গণেশের অন্য নাম। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্দল—যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য কণ্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিম, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, উদ্দল, তাম্রায়ন, বাৎস্য, গালব, শৈশিরী, আটবী, পর্ণী,

ধীরণী ও পরায়ণ এই পনর জন বাজি নামে খ্যাত ও যজুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা ছিলেন। (ব্রহ্মা)।

উদ্দামকুসুমা—*শঙ্করপত্নী পার্ব্বতীর* অন্যতমা সখী। (শিব)।

উদ্দাল—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি উদ্দাল একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

উদ্দালক—একজন মহর্ষি। বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্র ত্রৈলোক্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে অঙ্গিরা, দক্ষ, উদ্দালক প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। (সৌর)। সমুদ্র মন্থনে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অলক্ষ্মীরও উদ্ভব হয়। বিষ্ণু অনুরোধ করিয়া মহাতপা উদ্দালককে অলক্ষ্মী প্রদান করেন। উদ্দালক অলক্ষ্মীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে অলক্ষ্মী অত্যন্ত কাতর হইয়া গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন অলক্ষ্মীকে এক বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে বলিয়া উদ্দালক তাঁহার বাসস্থান অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অলক্ষ্মী দেখ। (পদ্ম-উত্তর)। উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু হইতে নিয়ম হয় যে, স্ত্রীলোক অন্য পুরুষগামিনী হইলে পতিতা হইবে। (মহাভা)। অরুণ ঋষির তনয় উদ্দালক আরুণি, কেকয়-নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দো)। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় শিষ্য কহোড়ের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। অষ্টাবক্র দেখ। মহর্ষি উদ্দালক প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

উদ্দালকী—উদ্দালকী, শোনকর্ণী, গৌরগ্রীব, প্রভৃতি অত্রি বংশসম্ভূত গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্দালকেশ্বর—কাশীতে কপিলেশ্বরের উত্তর দিকে উদ্দালকেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ সকলেরই সুলভ হইয়া থাকে। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্ধত—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী কাত্যায়নীর সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ধত পরাজিত হন। (বাম)।

উদ্ধতবসু—নরপতি উদ্ধতবসু, ক্রিমীবংশীয় ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে উক্ত বংশ উচ্ছন্ন হইয়াছিল। (মহাভা)।

উদ্ধব—যদুবংশীয় স্বয়ের পুত্র দেবভাগ, দেবভাগের পুত্র উদ্ধব। তিনি পণ্ডিতগণের অগ্রণী দেবতাদের ন্যায় যশস্বী ও শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। (হরি)। উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। (ভাগ)।

উদ্ধবার্ক—পশ্চিমদিগের রক্ষক অন্যতম দেবতা উদ্ধবার্ক। (স্কন্দ-প্রভা)।

উদ্বলায়ন—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

উদ্বহ—উদ্বহ নামক বায়ু, চন্দ্রমণ্ডলে বর্ত্তমান। চন্দ্রমণ্ডল তদ্দারা বদ্ধ থাকিয়া সতত ভ্রমণ করেন। (স্কন্দ—মাহে)।

উদ্দালক—ঋষিবিশেষ। (হরি)।

উদ্‌বৃত্ত—সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র পুত্রের অন্যতম উদ্‌বৃত্ত পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিতেন। (মহাভা)।

উদ্ভব—নরপতি নহুষের পত্নী বিরজা হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘযাতি নামে সাত পুত্র জন্মে। (মৎ)।

উদ্ভিদ—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরন্থ, লম্বণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল* নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (বিষ্ণু,। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ইলা হইতে উদ্ভিদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ)।

উদ্‌ভ্রম—কাশীস্থিত দণ্ডপাণি মহাদেবের অন্যতম গণ। এই দণ্ডপাণি গণের সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে দুই অনুচর ছিল। (স্কন্দ-কাশী)।

উদ্যান—ভাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত একটি দেব-গণ। (বায়ু)। অর্থপতি দেখ।

উদ্যোগ—ক্রিয়াদেবী উদ্যোগের পত্নী। (ব্রহ্মবৈ)।

উন্নতি—প্রজাপতি দক্ষের ষোড়শ কন্যার অন্যতমা উন্নতি। তিনি ধর্ম্মের পত্নী এবং দর্পের জননী। (ভাগ)।

উন্নেতা—মনুবংশীয় প্রতিহর্ত্তার (অন্য নাম প্রতীহার) তনয় উন্নেতা, উন্নেতার তনয় ভব, ভবের পুত্র উদ্‌গীথ। (ব্রহ্মা)। মহর্ষি উন্নেতা ব্রহ্মার যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন। (পদ্ম-সৃ)।

উন্মত্ত—রাবণের অনুচর রাক্ষসবিশেষ। লঙ্কা সমরে তিনি নিহত হন। (অগ্নি)।

উন্মত্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাকে সৃষ্টি করেন, উন্মত্তা তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

উন্মাথ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কাশসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজঙ্ঘকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

উন্মাদ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, অম্বিকা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ, ও পুষ্পদণ্ডকে প্রদান করেন। (বাম)।

উপকোসল—কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য মহর্ষি সত্যকাম জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল পরীক্ষার পরে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। (ছান্দো)।

উপক্ষত্র—যদুবংশীয় রাজা শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা উপক্ষত্র। (বিষ্ণু)।

উপক্ষয়—ভরত বংশীয় মহাবীর্য্য হইতে ভীম, ভীম হইতে উপক্ষয়, এবং উপক্ষয়ের পত্নী বিশাখা হইতে ত্রয্যারুণি, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপগু—জনক বংশীয় নরপতি সাত্যরথি হইতে উপগু। উপগু হইতে শ্রুত। শ্রুত হইতে শাশ্বত। শাশ্বত হইতে সুধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)।

উপগুপ্ত—জনকবংশীয় ভূপতি উপগুরু হইতে অগ্নির অংশে উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। উপগুপ্তের তনয় বস্বনন্ত। বস্বনন্তের তনয় যজুর্ব্বান্। (ভাগ)।

উপগুরু—জনক বংশীয় ভূপতি সত্যরথের পুত্র উপগুরু, উপগুরুর তনয় উপগুপ্ত, উপগুপ্তের তনয় বস্বনন্ত। (ভাগ)।

উপচিত্র—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম উপচিত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম কর্তৃক নিহত হন। (মহাভা)।

উপচিত্রা—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, মিত্র, কুক্ষিমিত্র, চল, পুষ্টি ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নাম্নি কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপজজ্ঞনি—সমারু নামে একমুনি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উপজজ্ঞনি সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে অমৃতশ্বর লিঙ্গের স্পর্শে জীবন প্রাপ্ত হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

উপদানবী—(১) কশ্যপ পত্নী দনু

হইতে হয়গ্রীব প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। হয়গ্রীবের কন্যা উপদানবী তুষ্মন্তকে প্রসব করেন। (হরি)। (২) পুরু-বংশীয় নরপতি সুরোধের পত্নী উপদানবী হইতে তুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৩) যদু বংশীয় নরপতি জ্যামঘ কোনও যুদ্ধে উপদানবী নাম্নী একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা বিদর্ভ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন। উপদানবীর সহিত এই বিদর্ভের বিবাহ হয়। বিদর্ভ-পত্নী, উপদানবী, ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামক পুত্রগণকে প্রসব করেন। (হরি)। (৪) বৈশ্বানর দানবের উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা নামে চারি কন্যা ছিল। তন্মধ্যে উপদানবীকে হিরণ্যাক্ষ, হয়শিরাকে ক্রতু, এবং পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। (ভাগ)। (৫) কশ্যপ-পত্নী দনু বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি পুত্র প্রসব করেন। বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা উপদানবী, ও হয়শিরা। (বিষ্ণু)। (৬) ময়দানবের কন্যা উপদানবী, মন্দোদরী ও কুহু এই তিনজন। (মৎ)। ব্রহ্মবাদী ইনিন হইতে উপদানবী তুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা-গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপদিশ—বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ও চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলি নামে বীরবীর্য্যবান্ ভীমপরাক্রম, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পাঁচ পুত্র জন্মে। (হরি)।

উপদেব—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের পত্নী সুগাত্রী হইতে দেবতুল্য তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব, ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র ও দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মে। (হরি)। (৩) দ্বাদশ মনু, রুদ্রসাবর্ণির দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ নামে পুত্র ছিল। (৪) উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ও অক্রূরের অন্যতমা পত্নী বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। অক্রূর দেখ। এই উপদেবের পুত্র প্রমাথী। (কূর্ম্ম) (৫) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী

উগ্রসেনা দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (মৎ)। (৬) পদ্মপুরাণ মতে শূরসেনী; ঋত, দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু, মিত্রসেন, মিত্রহা, মিত্রবাহু ও সুবর্চ্চা এই বারজন। (বায়ু)।

উপদেবা—যদুবংশীয় দেবকের ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যাকে বসুদেব বিবাহ করেন, তন্মধ্যে উপদেবা হইতে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন, ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপদেবী—যদুবংশীয় দেবকের সপ্ত কন্যার অন্যতমা এবং বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতরা উপদেবী। (হরি)। উপদেবীর গর্ভে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান, দেবল জন্ম-গ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উপনন্দ—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ মিত্র, কুক্ষিমিত্র, বল, পুষ্টি, ও সুদেব নামক পুত্রগণ এবং চিত্রা ও উপচিত্রা নাম্নী কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয় পাতালের ভোগবতী নগরে বাস করিত। তন্মধ্যে উপনন্দ অন্যতম ছিল। (মহাভা)। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম উপনন্দ, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

উপনন্দন—শ্বেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিখাযুক্ত রক্ত বর্ণ একটি কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবা-বতার। উপনন্দন, তাঁহারই অন্যতম শিষ্য। (লি)।

উপনিধি—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ভদ্রা দেখ।

উপবর্হণ—উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্ব বিশ্বস্রষ্টাদের অভিসম্পাতে শূদ্র-যোণীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণদের দাসী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সহবাসে ব্রহ্ম-বাদী হন এবং নারদ নামে খ্যাত হন। (ভাগ)।

উপবাহ—গৌতম বংশীয় মহর্ষি উপবাহ একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

উপবাহুকা—নরপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহুকা ও উপবাহুকা, জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে উপবাহুকা

হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অযুতাজিৎ দেখ।

উপবিন্দু—অঙ্গিরাবংশসম্ভূত এক জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিগ্র। (মং)।

উপবিম্ব—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে উপবিম্ব, বিম্ব, সত্বদণ্ড, ও মহৌজস নামে চারিপুত্র জন্মে। (বায়ু)।

উপমঙ্গু—যদুবংশীয় শ্বফল্কের পত্নী গান্দিনী হইতে, অক্রূর, মঙ্গু, উপমঙ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মভৃৎ, দৃষ্টচয়, বর্গমোচ, আবহ ও প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। বিষ্ণুপুরাণ-মতে উপমদ্গু। অক্রূর ও আবহ দেখ।

উপমদ্গু—অক্রূর ও আবহ দেখ।

উপমন্যু—(১) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের অন্যতমা পত্নী পীবরীর গর্ভে উপমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (২) বশিষ্ঠের পুত্র ইন্দ্রপ্রমিতি, ইন্দ্রপ্রমিতি হইতে ভদ্র, ভদ্র হইতে বসু, বসু হইতে উপমন্যু জন্মে। (লি)। (৩) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্না হইতে উপমন্যু মঙ্গুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অক্রূর দেখ। (লি)। (৪) মহর্ষি আয়োধধৌম্যের উপমন্যু নামে একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু, সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া উঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু, তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক বল। তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিতেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন। ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিতেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো-রক্ষা

করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন—বৎস উপমন্যু, তোমার ভিক্ষান্ন সমুদয়ই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক বল? তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয় বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া, আপনার উদরপূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন—দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তি রোধ হইতেছে। আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে, উপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন, বৎস উপমন্যু, তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয় বার ভিক্ষা কর না। তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, ভগবন্, এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয় বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও নিবারণ করিয়াছি তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি। এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল। তিনি কহিলেন বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহাই পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন; অতি শান্ত স্বভাব বৎসগণ, তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গারণ করিয়া থাকে।

সুতরাং তুমি তাঁহাদের আহারে ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া, একদা উপমন্যু অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণপূর্ব্বক অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলেন। এদিকে সায়ংকালে উপমন্যু গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায়, আয়োধধৌম্য সশিষ্যে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়া তাঁহাকে কূপে পতিত দেখিতে পাইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণে তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে। গুরু তাঁহাকে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনীকুমার উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য লাভার্থ এক পিষ্টক প্রদান করিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া তাঁহা ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন, তোমার দন্ত সকল হিরণ্ময় হইবে এবং চক্ষু শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু চক্ষুলাভ করিয়া গুরুসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গুরু শুনিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন—অশ্বিনীকুমারেরা যেরূপ কহিয়াছেন তুমি সেরূপ মঙ্গল লাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে। (মহাভা)। (৫) পূর্ব্বকালে বীতমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আত্রেয়ী উপমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি শিবের আরাধনা করিয়া দুগ্ধপানে সমর্থ হইয়াছিলেন। (বাম)। (৬) উপমন্যু নামক শিবের এক গণের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ শিবের আরাধনা করিয়া ধনধান্য, বহুতর পুত্র ও পত্নী এবং অতুল সামর্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। (শিব)। (৬) ব্যাঘ্রপাদ মুনির পুত্র ও ধৌম্যের অগ্রজ উপমন্যুকে তাঁহার মাতা বাল্যকালে দারিদ্র্য নিবন্ধন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টক গুলিয়া খাইতে দিতেন। একদিন স্বীয় মাতুল গৃহে দুগ্ধপান করিয়া মাতৃদত্ত শ্বেতবর্ণ পানীয় যে দুগ্ধ নহে তাহা জানিতে পারিলেন। এবং মায়ের নিকট দুগ্ধ পান করিবার জন্য আবদার আরম্ভ করিলেন। মাতা

অক্ষমত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শিবের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে *অব্যয়কুমার পদ দান* করিলেন। মূর্ত্তিমান ক্ষীরসমুদ্র হস্তে সুস্বাদু ক্ষীর ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই *পিণ্ডিভূত* অনশ্বর ক্ষীর *দান* করিলেন। (শিব)। (৭) পৃথুনন্দিনীর গর্ভে বশিষ্ঠের বসুনামে এক পুত্র জন্মে, সেই বসুর তনয় উপমন্যু। উপমন্যুর বংশধরগণ উপমন্যু নামেই খ্যাত। (বায়ু)।

উপয়—পরাশর বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। পরাশর বংশ গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। শ্রাবিষ্টায়ন, বালেয়, স্বায়ষ্ট, উপয় ও ইষিকহস্ত এই পাঁচজন শ্বেত পরাশর নামে খ্যাত। (মৎ)।

উপযাজ—কাশ্যপ গোত্রীয় একজন ঋষি। ইঁহার নিকট রাজা দ্রুপদ অযুত গোদান অঙ্গীকার করিয়া দ্রোণের বিনাশার্থ এক পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দ্রুপদকে প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। (মহাভা)।

উপযাজক—পাঞ্চাল দেশে পুরুযশা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত যাজ ও উপযাজক ছিলেন। এই পুরোহিতদের উপদেশে বৈশাখ মাসে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হৃতরাজ্য নরপতি পুরুযশা রাজ্যলাভ ও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

উপরিচর বসু—চেদি দেশে দ্বিজগণের সম্মানকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক উপরিচর নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ স্ফটিক্ মণিময় শুভপ্রদ এক বিমান তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বস্থানে গমন করিতেন। নিয়তই উপরিভাবে অবস্থিত থাকিতেন বলিয়া তিনি উপরিচর বসু নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল গিরিকা। তাঁহার পঞ্চাশ পুত্র হয়। তিনি পুত্রদিগকে পৃথক পৃথক দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। একদা উপরিচর মৃগয়া করিতে যাইয়া শুক্রপাত করেন। সেই শুক্র তিনি এক শ্যেন পক্ষী দ্বারা স্বীয় স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন।

কিন্তু পথে অন্য শ্যেন পক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিলে, সেই শুক্র যমুনা জলে পতিত হয়। সেই সময়ে অপ্সরা অদ্রিকা যমুনা জলে ব্রাহ্মণ শাপে মৎস্য রূপে অবস্থান করিতেছিল। জলে পতিত সেই শুক্র পান করিয়া মৎস্যরূপী অদ্রিকা গর্ভবতী হয়। জেলেরা সেই মৎস্য ধৃত করিয়া বিদারণ করিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা নির্গত হয়। ধীবর সেই পুত্র ও কন্যা রাজা উপরিচরকে প্রদান করে। উপরিচর পুত্রকে নি পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং কালে তিনিই মৎস্যরাজ নামে খ্যাত হন। সেই কন্যাই মৎস্যগন্ধা নামে প্রথমে পরিচিতা হন এবং পরে তাঁহারই গর্ভে পরাশরের ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হয়। (দেবি—ভা)। চেদি দেশীয় নরপতি উপরিচর বসু, কুরুবংশীয় নরপতি কৃতযজ্ঞের পুত্র। কৃতযজ্ঞ এক মহান যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র সম বিখ্যাত অন্তরীক্ষগামী উপরিচরকে লাভ করেন। উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্য-গ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সপ্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃতক, কৃতকের পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর সাত পুত্রের মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল, ও মৎস্যই প্রধান ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র ও জরাসন্ধ। (বিষ্ণু)। কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃমি, কৃমির পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ প্রত্যশ্রবা, হরিবাহন, কুশ, যদু ও মৎস্য নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। (মৎ)। অলর্ক দেখ।

উপরিমণ্ডল—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর, ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি। (মৎ)।

উপলপ—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইহার প্রবর ভৃগীবসু, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি। (মৎ)।

উপলম্ভ—সাত্বত বংশীয় জয়ন্তের পুত্র অক্রূর। শৈব্যা কন্যা রত্না হইতে অক্রূরের উপলম্ভ, সদালম্ভ, শত্রুঘ্ন, বারিমেজয়, ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মবর্ম্মা, বৃকল,

বীর্য্য, সবীত্তর, সদাপক্ষ ও ধৃষ্যমান নামে একাদশ পুত্র জন্মে। (মৎ)।

উপশান্ত শিব—একটি শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ)।

উপশ্রুতি—দেবী উপশ্রুতির আরাধনা করিয়া ইন্দ্রাণী শচী নহুষের ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (মহাভা)।

উপসঙ্গ—(১) যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজনন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদ্‌গু, মৃদর, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, অন্ধক, আবাহু ও প্রতিবাহু, নামে পঞ্চদশ পুত্র ও সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতার গর্ভে উপসঙ্গ ও বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

উপসন্ন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা ভার্য্যা কৌশিকী হইতে বজ্রাংশু, শঙ্কু, ক্ষিপ্র ও উপসন্ন, জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

উপসুন্দ—হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামক এক মহাবল দৈত্যের ঔরসে সুন্দ ও উপসুন্দের জন্ম হয়। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তাঁহারা একে অন্যের সতত মঙ্গল চিন্তা করিতেন। সতত এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। ইঁহারা বয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী জয় করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বায়ু আহার করিয়া থাকিতেন এবং স্বীয় গাত্রমাংস যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তাঁহারা পরস্পর একে অন্যকে বধ করিতে পারিবেন,ইহাছাড়া ইঁহাদের হন্তা আর কেহ নাই। এই বরে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ত্রৈলোক্য বিজয়ে বহির্গত হইলেন। দেবগণ তাহাদের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বহু মুনি ঋষি নিহত হইলেন। তাঁহাদের ভয়ে দেব দানব সকলে অস্থির হইলেন। অবশেষে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তিলোত্তমা একদিন সুরাপানে মত্ত, সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় ভ্রাতা তাহাকে লাভ করিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে একে অন্যকে আঘাত করিয়া নিহত হইলেন। (মহাভা)। নিসুন্দের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ। (বায়ু)।

উপসেন—শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় সুবাহুর পুত্র উপসেন, উপসেনের পুত্র ভদ্রসেন। (ভাগ)।

উপস্তুত—বৃষ্টিহব্য ঋষির পুত্র মহর্ষি উপস্তুত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উপস্তুপ—বৈদিক কালে মহর্ষি উপস্তুপ নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বীদ্বয় মহর্ষি কণ্ব, প্রিয়মেধ উপস্তুপ ও অত্রিকে অনার্য্য দস্যুদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

উপস্বাবান্—যদুবংশীয় নরপতি সত্রাজিতের দশ ভার্য্যাতে দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভঙ্গকার, বাতপতি, উপস্বাবান্ প্রধান ছিলেন। (হরি)।

উপহারিণী—রক্তকর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া, উপহারিণী এই সুদারুণ ব্রহ্ম রাক্ষসীগণ হইতে পৃথিবীস্থ দারুণ ব্রহ্মরাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়াছে। (বায়ু)।

উপাজ—উপাজের দুই পুত্র বজ্রার ও ক্ষিপ্র। (বায়ু)।

উপাধ্যায়—কশ্যপ বংশীয় উপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের অল্প বয়স্ক কৃতি পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তিনি যমকে অভিশাপ দেন। যম তাঁহার পুত্রের পুনর্জীবন দান করিলে, তিনি সেই শাপ প্রত্যাহার করেন। (স্কন্দ-নাগ)।

উপাবৃদ্ধি—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

উপাসঙ্গ—উপাসঙ্গের দুই পুত্র বজ্র ও সংক্ষিপ্ত। (মৎ)।

উপাসঙ্গধর—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতা উপাসঙ্গধর নামে এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। (মৎ)।

উপেক্ষ—যদু বংশীয় ধর্ম্মাত্মা নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশিরাজতনয়া গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, উপসঙ্গ, মদগু, মৃদর, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, অরিক্ষিপ্ত, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, অন্ধক, যতি, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, আবাহু ও প্রতিবাহু নামে পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (হরি)। অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাঙ্গুব্রত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টধর্ম্মা, গোধনবর, আবাহু, ও প্রতিবাহু জন্ম গ্রহণ করেন। (লি)।

উপেন্দ্র—ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান ও জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে

অনন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানে"। (ভাগ)। কশ্যপ-পত্নী অদিতি হইতে ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। উপেন্দ্র হইতে পৃথিবী গর্ভে মঙ্গল জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)।

উপ্ত—পাণ্ডব বংশীয় নেমীচক্রের পুত্র উপ্ত। উপ্তের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ। (ভাগ)।

উভয়জাত—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর ঔর্ব্বেয় ও মারুত। (মৎ)।

উমা—পিতৃগণের মানসকন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং উমা ও গঙ্গা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। উমা দেহ সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির একমূর্ত্তি ভব, ভবের তনু সূর্য্য, স্ত্রী উমা ও পুত্র শনৈশ্চর- (বিষ্ণু)। সতী দক্ষের নিকট পতি নিন্দা শ্রবণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব আবার উমাকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। উমাদেবী পূর্ব্বে স্বীয়দেহ হইতে সুদুষ্কর মায়ান্তঃকরণ নামক সর্ব্বাসুরবিনাশন এক মুদ্গর সৃজন করিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিধন করিয়াছিলেন। পরে সেই মুদ্গর শম্বরকে প্রদান করেন। (হরি)। হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভে উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা নামে তিন কন্যা এবং মৈনাক ও ক্রৌঞ্চনামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উমা রুদ্রের পত্নী ছিলেন। দক্ষের ভূরিদক্ষিণা-ন্বিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত হইলে, সতী দক্ষকে তাঁহার স্বামী শিবের এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দক্ষ বলিলেন, শিব সংহার কর্ত্তা সুতরাং অমঙ্গলভাগী এবং নিমন্ত্রণের অযোগ্য। সতী ইহাতে কুপিত হইয়া দক্ষকে শাপ প্রদান করিলেন যে, দক্ষ দশ পিতৃগণের একমাত্র পুত্র হইবেন। এবং পরে ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সময়ে শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। ইহার পরে সতী স্বদেহো-থিত তেজদ্বারা আত্মাকে দগ্ধ করিলেন। এবং হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমানামে খ্যাত হইলেন। (মৎ)। উমা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাচতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করেন। (বৃহন্ন)। পার্ব্বতী দেখ।

উমাকান্ত—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ)।

উমাপতি—মহাদেবের অন্যনাম। (হরি)।

উমাব্রত—ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অগ্নিশর্ম্মা, উমাব্রত, শৌনক প্রভৃতি মুনিগণকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। (বায়ু)।

উমেশ—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ-আব)।

উরণ—অনার্য্য দলপতি দনুর পুত্র নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চী, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। (ঋগ)।

উরু—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় চক্ষু হইতে বীরনন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। চাক্ষুষ মনুর পত্নী নডলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান, হবি, সুদ্যুম্ন, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র ও অভিমন্যু নামে বলবান্, পুতচরিত্র দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। (মৎ)

উরুক্রম—কশ্যপপত্নী অদিতি হইতে বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র ও উরুক্রম জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। বামনরূপে অবতীর্ণ, উরুক্রম দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীতে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র হয়। বৃহৎশ্লোকের পুত্র সৌভগ প্রভৃতি। (ভাগ)।

উরুক্ষব—ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মৎ)।

উরুক্ষয়—(১)পুরুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের তনয় ত্রয্যারুণ,পুষ্করিণ্য, ও কপিল। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। অভয়দ দেখ। (২) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। উরুক্ষয়ের প্রবর, অঙ্গিরা দমবাহ্য ও উরুক্ষয়। (মৎ)। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যারুণি। (কল্কি)।

উরুগূলা—উরুগূলা নাগদের জননী ছিলেন। একজাতীয় নাগ তাহা হইতেই জন্মিয়াছে। (অথ)।

উরুচক্রি—অত্রির অপত্য মহর্ষি উরুচক্রি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

উরুধিষ্ণ—অঙ্গিরার পুত্র উরুধিষ্ণ।

রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিষ্ণু, নিশ্চয় ও অগ্নিতেজা এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)।

উরুনেত্র—শুম্ভাসুরের অন্যতম অনুচর। মহাদেবের সহিত শুম্ভের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে উরুনেত্র শিবের অনুচর বিনায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (পদ্ম-উত্ত)।

উরুবল্ক—বসুদেবের ঔরসে ও ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ঊর্ব্ব—পাণ্ডব বংশীয় মেধাবী হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে ঊর্ব্ব এবং ঊর্ব্ব হইতে তিগ্মাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। মহর্ষি ঊর্ব্ব সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার সমান গুণযুক্ত ও তেজস্বী ছিলেন। ঊর্ব্ব তাঁহার উরু হুতাশনে প্রবিষ্ট করাইয়া তপস্যায় সন্নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া এক অনল উত্থিত হইল। তাঁহার নাম ঔর্ব্ব অনল। ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। (পদ্ম-স্থ)।

উর্ব্বরী— অপ্সরাবিশেষ। (স্কন্দ)।

উর্ব্বরীবান্—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চয় ও উর্ব্বরীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ঊর্জ্জ, অর্ব্বরীবান্ ও সপ্তর্ষি দেখ।

উর্ব্বশী—(১) যদুবংশীয় নরপতি দুর্জ্জয়, মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া উর্ব্বশী-সংশ্রবজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। (কূর্ম্ম)। ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী, পূর্ব্বচীত্তি ও উর্ব্বশী প্রভৃতি দ্বাদশ জন অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করেন। অনুম্লোচা দেখ। (কূর্ম্ম)। (২) অপ্সরা উর্ব্বশী স্বর্গভূমি পরিহার পূর্ব্বক পুরূরবাকে বরণ করেন। নৃপতি পুরূরবা তাঁহার সহিত উনষষ্টি বৎসর অতিবাহিত করেন। প্রথমে তাঁহার গর্ভে এক অগ্নি উৎপন্ন হয়, তিনিই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক। পুরূরবা যোগশীল হইয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন। উর্ব্বশী হইতে অগ্নির পরে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান বসু, দিবিজাত, ও শতায়ু জন্ম গ্রহণ করেন। (অগ্নি)। (৩) তালজঙ্ঘ বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত। বিশ্রুত উর্ব্বশী হইতে মহাতেজা সপ্তপুত্র লাভ করেন। (সৌর)। অনাদিনিধন নারায়ণের উরু হইতে যে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্সরা প্রাদুর্ভূত হন

তাঁহার নাম উর্ব্বশী। (বায়ু)। (৪) নারায়ণের আদেশ অনুসারে কন্দর্প উর্ব্বশীকে ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। (বাম)। (৫) জনৈক স্বর্গবেশ্যা। তাহার গর্ভে মিত্রাবরুণের ঔরসে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন (রামাঃ) প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। আয়ুর পুত্র নহুষ। (রামাঃ)। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু, অমাবসু বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ুঃ দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অযুতায়ু, অমাবসু ও অমায়ু দেখ। "মহারাজ, আমি তোমাকে বিবস্ত্র দেখিব না এবং আমি সকামা হইলেই আমার সহিত বিহার করিতে পারিবেন। আমার বিছানার পাশে সর্ব্বদা দুইটি মেষশাবক থাকিবে। আপনি দিবসে একবার মাত্র অমৃত প্রাশন করিয়া থাকিবেন।" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী মনুষ্যের নিকট ছিলেন বলিয়া গন্ধর্ব্বগণ উদ্বিগ্ন হন। এবং অন্যতম গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু একদিন রাত্রে উর্ব্বশীর মেষশাবক অপহরণ করেন। পুরূরবা উর্ব্বশীর রোদনে ব্যথিত হইয়া বিবস্ত্র অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হন। সেই সময়ে বিদ্যুতের চমকে উর্ব্বশী তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমন করেন। (হরি)। (৬) কশ্যপ পত্নী মুনী হইতে মেনকা, সহজন্যা, পুঞ্জিকস্থলা পর্সিনী, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী নাম্নী বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (৭) এই গল্পটি ভাগবতে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী বরুণের ঔরসে অগস্ত্যকে ও মিত্রের ঔরসে বশিষ্ঠকে প্রসব করেন। (ভাগ)। (৮) উর্ব্বশী দর্শনে মহর্ষি শরদ্বানের শুক্র সরস্তম্ভে পতিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপী নামে দুই যমজ পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আসেন। পরে দ্রোণাচার্য্য কৃপীকে বিবাহ করেন। (ভাগ)।

উলূক—মহর্ষি উলক একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)।

উলূক—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে

দুর্য্যোধন শকুনির তনয় উলূক নামক দূতকে পাণ্ডবগণ সমক্ষে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব তাঁহাকে বধ করেন। (মহাভা)। (২) উলূক নামে একজন ঋষি ছিলেন। (মহাভা)।

উলূকিকা—যোগিনীবিশেষ। (স্কন্দ)।

উলূকী—মহাদেব, অন্ধকাসুরের বধার্থ অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উলূকী অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

উলূখলক— হিরণ্যনাভ কৃতি শিষ্যদের জন্য চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চব্বিশ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তাঁহাদের নাম রাড়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম, বাহন, তালক, পাণ্ডব, কাণিক, রাজিক, গৌতম, অজবস্ত, সোমরাজ, অপতত্ত্ত, পৃষ্ঠম, পরিকৃষ্ট্য, উলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুরীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জুরী, সত্য, কাপীয়, কালিক ও পরাশর। (ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু)।

উলুখল মেখলা—(১) পুষ্করতীর্থে কপিল নামে এক মহাযক্ষ দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাঁহারলু পত্নী উখল মেখলা নিয়ত দুন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করিত। (বাম)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে শতানন্দতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শত-ঘণ্টা ও উলুখল মেখলাকে প্রদান করেন। (বাম)।

উলুখলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা উলুখলা মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।

উলুপ—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর তিনটি—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল। (মৎ)।

উলূপী—অর্জ্জুন বনবাস কালে গঙ্গা দ্বারে ঐরাবতকুলসম্ভূত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন। (মহাভা) উলূপীর গর্ভে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিলে উলূপী জাহ্নবী জলে প্রবেশ করেন। (মহাভা)।

উৰ্ব্বন—বশিষ্ঠ ঋষির অন্যতমা পত্নী উর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উৰ্ব্বন, বসুভৃদ্যান ও দ্যুমান নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

উল্ম ক—(১)নরপতি রৈবতের কন্যা

ও বলদেবের পত্নী রেবতী হইতে উল্মুক ও নিশঠ জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃযুগল দেবসদৃশ সুদর্শন ছিলেন। (হরি)। (২) ধ্রুবের বংশে মনুর পত্নী নডলা হইতে উল্মুক জন্মগ্রহণ করেন। উল্মুকের অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয় পুত্র ছিল। (ভাগ)। অঙ্গিরা ও অঙ্গ দেখ।

উল্মুখাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুদামা, লোহমেখলা, বপুষ্মতী উল্মুখাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, রৌদ্রা, কর্কটিকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উশত—যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র অনন্তর হইতে সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞ হইতে উশত জন্মে। (হরি)। অনন্তর দেখ।

উশনা—রাজা শশবিন্দুর অন্যতম তনয় পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার তনয় অন্তর। এই অন্তর পুরাকালে যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবী রাজ্যরূপে লাভ করেন ও একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি মরুত্ত। (বায়ু)। অন্তর দেখ।

উশদগু—যদুবংশীয় নরপতি স্বাহির তনয় উশদগু। তিনি উৎকৃষ্ট পুত্র লাভার্থ বিবিধ মহাক্রতু দ্বারা দেবগণের যজন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ চিত্ররথ নামে পুত্র জন্মে। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। (হরি)।

উশদ্রথ—(১)পুরুবংশীয় নরপতি মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তিতিক্ষু হইতে উশদ্রথ এবং উশদ্রথ হইতে ফেন জন্মে। উশদ্রথ পূর্ব্বদিকের রাজা ছিলেন। (হরি)।

উশিক—(১)যযাতিবংশীয় কৃতির পুত্র উশিক। উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতির উদ্ভব হয়। (ভাগ)। (২) বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন উশিক তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)।

উশিজ—(১) তিনি অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির অগ্রজ। উশিজের স্ত্রীর নাম মমতা। বৃহস্পতি মমতার সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলে প্রথমতঃ মমতা তাঁহাকে নিবারণ করেন। পরে গর্ভস্থ বালকও তাঁহাকে নিবারণ করেন। সে জন্য বৃহস্পতি গর্ভস্থ বালককে অন্ধ হইবে বলিয়া শাপ দেন। সেই বালক অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘতমা নামে

খ্যাত হন। বৃহস্পতির বীর্য্য ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। (মৎ)। (২) অথর্ব্বনের তিন পত্নী। প্রথম মরীচিনন্দিনী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি ও দ্বিতীয়া কর্দ্দমনন্দিনী স্বরাট হইতে গৌতম, বামদেব, অবদ্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য এবং তৃতীয়া মনুতনয়া পথ্যা হইতে বিষ্ণু, সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। উশিজের পুত্র দীর্ঘতমা। *(বায়ু)। অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, উতথ্য* ও অগস্ত্য দেখ।

উশীনর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দর্ব্বা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল। নৃগা হইতে নৃগ, কৃমী হইতে কৃমি, নবা হইতে নব, দর্ব্বা হইতে সুব্রত ও দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত রোহিণীর গর্ভে সুভদ্রা (চিত্রা) নামে এক কন্যাও জন্মে। (হরি)। (৩) মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ। (ভাগ)। (৪) মহামনার পুত্র তিতিক্ষু ও উশীনর। উশীনরের পুত্র শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও দর্ব্ব এই পাঁচজন। (বিষ্ণু)। (৫) নরপতি উশীনরের কন্যা জিতবতী অষ্টবসুর অন্যতম দ্যুর পত্নী ছিলেন। (মহাভা)। (৬) মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের পাঁচ পত্নী—ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দৃষদ্বতী। ভৃশা হইতে নৃগ, নবা হইতে নব, কৃশা হইতে কৃশ, দর্শা হইতে সুব্রত, এবং দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৭) যমুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নাম্নী দুইটি তটিনী বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে নরপতি উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রশ্যেন-মূর্ত্তি ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হুতাশন, শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনরের উরুদেশে লুক্কায়িত হইলেন। তখন শ্যেন কহিলেন, "হে রাজন্, সমুদয় ভূপালগণ আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অতএব আপনি

কি নিমিত্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন। আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি। আপনি ধর্ম্মলাভলোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোত রক্ষা করিবেন না। তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণ-জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে। উশীনর কহিলেন, "হে বিহগরাজ, এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবন প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। ব্রহ্মহত্যা ও গো-হত্যা করিলে যে পাপ হয় শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে সেই পাপ হয়। শ্যেন কহিল, "সমুদয় প্রাণী আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যজ্য পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না। অতএব আহার বিরহে আমার প্রাণ শরীর ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবার-বর্গও বিনষ্ট হইবে। আপনি একটি প্রাণীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর-বিরোধী তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহাই করিবেন। উশীনর কহিলেন, তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ? তুমি যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার কিছুই অবিদিত নাই। তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধু-ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন; অতএব তুমি অন্য প্রকারে আহার আহরণ করিতে পার। আমিও আজি তোমার জন্য গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে, তাহাও এক্ষণে প্রদত্ত হইতে পারে। শ্যেন কহিল, হে মহীপাল, মৃগ বরাহ কোন জন্তুকেই ভক্ষণ করি না। শ্যেন পক্ষীরা

কপোতকে ভক্ষণ করে ; আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলী-কাণ্ডে আসক্ত হইবেন না। রাজা কহিলেন, "তোমাকে শিবিদিগের সমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি, অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শরণাগত ভীত এই কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণে তাহাই সম্পন্ন করিব। তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিতে পারিব না। তৎপরে শ্যেন আত্মমাংস তুলাদণ্ডে কপোত পরিমাণে তুলিত করিয়া দিতে বলিলে, মহীপতি উশীনর তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় দেহ হইতে কর্ত্তিত মাংস যথেষ্ট পরিমাণে দিলেও তাঁহার তুল্য না হওয়ায়, অবশেষে স্বয়ং তুলাদণ্ডে উপবেশন করিয়া প্রাণ প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র ও কপোতরূপী অগ্নি তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সস্থানে প্রস্থান করিলেন। (মহাভা)। শ্যেন-কপোত বৃত্তান্তটি মহাভারতের অন্যত্র উশীনর-তনয় শিবির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। (মহাভা)।

উষদশ্ব—মহর্ষি উষদশ্বের পুত্রের নাম বস্থমানা। (মৎ)।

উষদ্রথ—(১) যদুবংশীয় তিতিক্ষুর তনয় উষদ্রথ। উষদ্রথ হইতে হেম, হেম হইতে স্থতপা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। (২) তিতিক্ষু-নন্দন উষদ্রথ একজন পূর্ব্ব দেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় হেম, হেমের পুত্র স্থতপস্বী বলি। (বায়ু)।

উষস্তি—মহর্ষি চক্রের তনয় উষস্তি। কুরু দেশ বজ্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে পর তিনি অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহার অপ্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীর সহিত ইভ্য গ্রামে বাস করেন। (ছান্দ্যো)।

উষ্ণ—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ছিলেন। তাঁহারা ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থ স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (লি)। (২) পাণ্ডব বংশীয় নরপতি নিচক্ষুর পুত্র উষ্ণ, উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শুচিরথ। (বিষ্ণু)।

উষ্ণগু—সূর্য্যের অন্যতম নাম। (স্কন্দ)।

উষ্মা—পুরন্দর নামক অগ্নিতনয় হইতে উষ্মার জন্ম হয়। এই উষ্মা সর্ব্বদা মনুষ্যলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। (মহাভা)।

উষ্ট্রগ্রীবা—চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। এই চতুঃষষ্টী যোগিনীদের নাম করিলে শিশুদের পীড়া ও গর্ভিণীর গর্ভ-বেদনা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। (স্কন্দ-কাশী)।

উহাক-বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার প্রবর তিনটি—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি। (মৎ)।

উম—পিতৃগণের নাম উম। বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্নিকে এই পিতৃগণের সহিত আসিতে স্তুতি করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উরু—(১) চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা হইতে পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। চাক্ষুষমনু দেখ। উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। (হরি)। (২) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। (ভাগ)। (৩) মহর্ষি উরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। (ঋগ্)।

উরুশ্রবা—মনুবংশীয় নরপতি সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা, উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত। (ভাগ)।

ঊর্জ্জ—(১) স্বারোচিষ মনু হইতে হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, অপোমূর্ত্তি, প্রথিত, অয়স্ময়, নভস্য, নভ, ও ঊর্জ্জনামে নয়পুত্র জন্মে। (হরি)। (২) বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জ্জা হইতে ঊর্জ্জ জন্মগ্রহণ করেন। এই ঊর্জ্জ ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি ছিলেন। (হরি)। (৩) ঔত্তমী মনুর ঈশ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, নভস্য, নভ, ও সহ নামে দশটি পুত্র ছিল। (হরি)। (৪) ধ্রুবের পুত্র বৎসর। বৎসরের পত্নী স্ববীথী ঊর্জ্জ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (ভাগ)। (৫) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, ও ঊর্ব্বরীবান্ সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। (৬) ঔত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধ্বতি, শুচি, ঈষ, ঊর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ, বপুষ্মান—এই দ্বাদশটি দেবতা সুধামাগণের অন্তর্গত। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭) কুরুবংশীয় নরপতি সুধন্বার পুত্র ঊর্জ্জ, ঊর্জ্জের পুত্র সম্ভব। (অগ্নি)।

ঊর্জ্জা, অর্ব্বয়ীবান্ ও উত্তমপাদ দেখ।

ঊর্জ্জকেতু-জনক বংশীয় ভূপতি শুচির পুত্র সনদ্বাজ, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্জ্জকেতু, ঊর্জ্জকেতুর পুত্র পুরুজিৎ। (ভাগ)।

ঊর্জ্জবহ—জনক বংশীয় নরপতি শুচির পুত্র ঊর্জ্জবহ, ঊর্জ্জবহের তনয় সত্যধ্বজ, সত্যধ্বজের পুত্র কুনি, কুনির পুত্র অঞ্জন। (বিষ্ণু)।

ঊর্জ্জব্য—প্রাচীন বৈদিক যুগে ঊর্জ্জব্য নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। (ঋগ্)।

ঊর্জ্জভরত—বৃহস্পতির তনয় শংযু। শংযুর অন্যতম তনয় ঊর্জ্জভরত, ঊর্জ্জভরতের তনয় ভরত ও তনয়া ভরতী। (মহাভা)।

ঊর্জ্জভাক যে দারুণ বাড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত ঊর্দ্ধগামী, উহার নাম ঊর্জ্জভাক অগ্নি। (মহাভা)।

ঊর্জ্জস্তম্ভ—স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঊর্জ্জস্তম্ভ, বেদশিরা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বর্ত্তমান ছিলেন। (ভাগ)।

ঊর্জ্জস্বতী—বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিস্মতি রাজা প্রিয়ব্রতের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঊর্জ্জস্বতীর জন্ম হয়। ঊর্জ্জস্বতী ছিলেন দৈত্যাচার্য্য শুক্রের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবযানীর জন্ম হয়। (ভাগ)

ঊর্জ্জা—(১) বশিষ্ঠ ঋষির অন্যতম পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরোচ, বিরজা, মিত্র, উল্বন, বসুভৃত্যান ও দ্যুমান নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) দক্ষপ্রজাপতির পত্নী প্রসূতী হইতে ঊর্জ্জা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি চল্লিশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠ ঊর্জ্জাকে বিবাহ করেন ঊর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ, সুহোত্র, বাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৩) ঊর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যতীত তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা, পুণ্ডরীকা নাম্নী এক অতি সুন্দরী কন্যাও ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৪) অপ্সরাদিগের সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঊর্জ্জা হইতে অগ্নিসম্ভব অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও মহাযোগশালিনী ছিলেন। (বায়ু)।

ঊর্জ্জাত—বৈবস্বত মনুর ইষ, ঊর্জ্জাত, ঊর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস, ও নভ এই কয়টি পুত্র ছিলেন। (শিব)।

ঊর্জ্জানী—সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যার অন্য নাম ঊর্জ্জানী। (ঋগ্)।

ঊর্ণনাভ—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজা-

পতির কন্যা দনুর গর্ভে ঊর্ণনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। (হরি)।

ঊর্ণা—(১) মনুবংশীয় নরপতি চিত্ররথের ঊর্ণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে সম্রাট নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) মহর্ষি মরীচির পত্নী ঊর্ণা হইতে স্মর, উদ্গীথ, পরিসঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক, পতঙ্গ ও মুনি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ) তাঁহারা ব্রহ্মার শাপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (ভাগ)।

ঊর্ণায়ু—শিবোপাসক গন্ধর্ব্ববিশেষ। (লি)। (২) তুম্বরু, নারদ, হাহা, হূহূ, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, ঊর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র, ও সূর্য্যবর্চ্চা, এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (৩) চিত্রসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণাপৎ, কালী, দিতি, চিত্ররথ, ভ্রমিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ এই ষোলজন দেবগন্ধর্ব্ব মৌনেয় নামে খ্যাত। (বায়ু)। ঊর্ণায়ুর স্ত্রীর নাম মেনকা (মহাভা)।

ঊর্দ্ধকেতু—কশ্যপের পত্নী সুরভি হইতে অজারক, সর্প, নিঋতি, সদ, সম্পাত্তি, অজৈকপাদ অহির্বুধ্ন, ঊর্দ্ধকেতু, জ্বর, ভূবন, মৃত্যু ও কপাল নামে একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ঊর্দ্ধকেশ—(১) কালাগ্নি, মহান, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি এই একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হন। (ব্রহ্মবৈ)। (২) কশ্যপপত্নী খসা হইতে ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, ঊর্দ্ধকেশ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। (৩) বল্বল নামক অসুরের সেনাপতি ঊর্দ্ধকেশকে অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পারস্ত করেন। (গর্গ)।

ঊর্দ্ধগ—মদ্ররাজ-কন্যা লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণপূর্ব্বক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রঘোষ, সিংহ, গাত্রবান্, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ভুজ ও অপরাজিত নামে দশপুত্র জন্মে। লক্ষণার অন্য নাম মাদ্রী। (ভাগ)। গাত্রবতী দেখ।

ঊর্দ্ধগ্রীবা—মহর্ষি ঊর্দ্ধগ্রীবা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোম নিষ্পীড়ন প্রস্তর সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঊর্দ্ধদৃক্—যোগিনীবিশেষ (স্কন্দ-কাশী)।

উর্দ্ধবাহু—(১) রৈবত মন্বন্তরে বেদবাহু, যদুধ্র, ঋষি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমের তনয়, উর্দ্ধবাহু ও অত্রির তনয়, সত্যনেত্র এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (হরি)। (২) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী উর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। (৩) কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, উর্দ্ধবাহু, প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (কালিকা)।

উর্দ্ধবেণী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কোটরা, উর্দ্ধবেণী, শ্রীমতী, বাহু, প্রতিকা, প্রতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

উর্দ্ধবেণীধরা—দেবাসুর যুদ্ধে যে সমুদয় মাতৃকা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

উর্দ্ধরেতা—দ্বৈতবনবাসী উর্দ্ধরেতা, বৃষামিত্র প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার বনবাস-ক্লেশ অপনোদন করিতেন। (মহাভা)।

উর্দ্ধসদ্মা—মহর্ষি উর্দ্ধসদ্মা ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উর্ব্ব—অঙ্গিরা বংশীয় উর্ব্ব একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রবর—অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটি। (মৎ)। (২) মহর্ষি চ্যবনের পুত্র আত্মবান ও দধীচি। আত্মবানের পত্নী নহুষনন্দিনী, রুচির উরুদেশ ভেদ করিয়া মহা যশস্বী উর্ব্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। উর্ব্বের তনয় ঋচীক। (বায়ু)। (৩) অতি পূর্ব্বকালে মহর্ষি উর্ব্ব অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবগণ তাঁহার বংশলোপ হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দারপরিগ্রহার্থে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়াই হুতাশনে উরুমন্থন করিয়া ঔর্ব্ব নামক পুত্রকে উৎপাদন করেন। ঔর্ব্বর অন্তক অনল হইয়া পৃথিবী দহনে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। ঔর্ব্ব তখন বাড়বানল নামে খ্যাত হন। (হরি)।

উর্ব্বী—পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিলেন। বলবানেরা দুর্ব্বলকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। পৃথিবী দুরাত্মাদের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিল। মনস্বী কশ্যপ এই সময়ে উরুদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করেন। এই জন্য পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হয়। (মহাভা)।

উর্ব্বশী—উর্ব্বশী দেখ।

উর্ম্মি—অষ্ট বসুর অন্যতম সোম। সোমের পত্নী রোহিণী হইতে বর্চ্চা, বুধ, ধার, উর্ম্মি ও কপিল নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

উর্ম্মিলা—(১) অপ্সরাবিশেষ। তাঁহার কন্যা সোমদাকে মহর্ষি চূলী বিবাহ করেন। (রামা)। (২) মিথিলার অধিপতি সীরধ্বজের অন্যতমা কন্যা। তাঁহার সহিত রামানুজ লক্ষ্মণের পরিণয় হয়। (রামা)। (৩) যমরাজের পত্নীর নাম উর্ম্মিলা (মহাভা)।

উল—মহর্ষি উল ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

উলুক—উলুক ও উলূক দেখ।

উষা—(১) বিভাবসু অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন। এই বিভাবসুর পত্নী উষা হইতে ব্যুষ্ট, রোচিষ, ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) বলিরাজের পুত্র বাণ। বাণের কন্যা উষা। একদিন উষা পার্ব্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, নিজেও স্বামীর সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমিও অচিরে পতির সহিত এইরূপ ক্রীড়া করিতে সমর্থা হইবে। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণ করিয়া সম্ভোগ করিবে সে-ই তোমার পতি হইবে। পার্ব্বতীর কথানুযায়ী উক্ত তিথিতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্ভোগ করেন, উষাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইলেন। কিন্তু সেই পুরুষটি কে এবং কোথায় বাসস্থান কিছু জানা ছিল না। উষা স্বীয় সহচরী মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের তনয়া চিত্রলেখাকে সমুদয় বিবরণ বলিলেন। চিত্রলেখা বহুলোকের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইলেন। তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের চিত্রকেই উষা

স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখার বিশেষ চেষ্টায় অনিরুদ্ধ বাণ রাজধানী শোণিতপুরে আগমনপূর্ব্বক উষার সহিত গোপনে সম্মিলিত হইলেন। বাণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে *কারারুদ্ধ করিলেন।* নারদমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। উভয় পক্ষে কিছু দিন যুদ্ধ হইয়া পরে মৈত্রী স্থাপন হইল। শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র ও পৌত্রবধূ উষা সহ দ্বারকায় আগমন করিলেন। (বিষ্ণু)। (৩) মহাদেব, অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন উষা তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)। (৪) মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি জল। এই জলের পত্নী উষা এবং পুত্র উশনা নামে খ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ঋক্—কশ্যপপত্নী দিতি হইতে ঊনপঞ্চাশ মরুৎ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঋক্ অন্যতম। (বায়ু)।

ঋক্‌বেদা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নি)।

ঋক্ষ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীরের অন্যতমা পত্নী ধূমিনীর গর্ভে সুদর্শন ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু। (হরি)। (২) নরপতি বিদূরথের তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতীপ। (হরি)। মনুবংশীয় নৃপতি চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষের তনয় মীঢ্বান, মীঢ্বানের পুত্র পূর্ণ। (ভাগ)। (৪) যযাতি বংশীয় দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপ। (ভাগ)। (৫) বরাহকল্পের চতুর্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে ঋক্ষ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে নৈমিষ ক্ষেত্রে মহাদেব শূলী মহা যোগীরূপে অবতীর্ণ হন। (লি)। (৬)। বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশ দ্বাপরে ভার্গবংশীয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি নামে খ্যাত—বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। (৭) কুরু বংশীয় নরপতি অরিহের পত্নী সুদেবা হইতে ঋক্ষের জন্ম হয়। ঋক্ষ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে বিবাহ করেন। জ্বালার গর্ভে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুরথের বিদূরথ ও ঋক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। ঋক্ষের তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ। (অগ্নি)। (৯) মহর্ষি ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে, ইন্দ্রোত

তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋক্ষগ্রীব—অপদেবতাবিশেষ। (অথ)।

ঋক্ষরাজ—মেরু পর্ব্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্যসভা সংস্থাপিত ছিল। তিনি সর্ব্বদা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। একদা যোগাভ্যাস কালে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হয়। ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা সেই অশ্রু গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে এক বানরের উৎপত্তি হয়। এই বানরেরই নাম ঋক্ষরাজ। তিনি ব্রহ্মার আদেশে প্রতিদিন ফল ও পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিতেন। একদা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন, সরোবরের নির্ম্মল সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে অন্য বানর জ্ঞানে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সলিলে পতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই তীরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন যে, স্বীয় রূপ সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সুন্দরী রমণী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ রমণীমূর্ত্তি লাভ করিয়া সেই সরোবরের তীরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে ইন্দ্র সেই পথে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চিকুরে রেতঃপাত করেন, তাহাতেই বালির জন্ম হয়। ইহার পরে সূর্য্যও ঐ পথে গমন কালে তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার গ্রীবায় রেতঃ পাতিত করেন। ইহাতে সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি স্বীয় রূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি এই দুই পুত্র সমভিব্যাবহারে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত কিস্কিন্ধ্যা নগরীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, সুতরাং ঋক্ষরাজ বালি ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা উভয়ই। (রামা)।

ঋক্ষা—রাজা অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নামে চারি পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে অজমীঢ়ের চব্বিশ শত পুত্র জন্মে। (মহাভা) অজমীঢ় দেখ।

ঋক্ষেয়ু—নরপতি পুরুর পুত্র রুদ্রাশ্ব। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রুদ্রাশ্বের ঋক্ষেয়ু নামে পুত্র জন্মে। (মহাভা)।

ঋচ—পাণ্ডব বংশীয় সুনীলের পুত্র

ঋচ, ঋচের পুত্র নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র সুখাবল। (বিষ্ণু)।

ঋচৎক—মহর্ষি ঋচৎক একজন বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন। তাঁহার তনয় শর নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা তাঁহার পানের জন্য কূপের জল উচ্চে উঠাইয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋচী—কাম্পিল্য নগরের রাজা সমরের বংশধর নরপতি বিভ্রাজের পুত্র অনুহ, অনুহের পত্নী ঋচী হইতে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ঋচীক—(১) মহারাজা গাধীর সত্যবতী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় গাধি সেই কন্যাটিকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতা গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র লাভার্থে দুইটি পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "তোমার মাতাকে এই প্রথম চরু ভোজন করিতে কহিও, এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরু ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয় নিসূদন পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরু ভোজন করিলে এক শান্ত স্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া ঋচীক তপস্যার্থ প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে মহারাজ গাধি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া ঋচীকের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী মাতাকে হর্ষভরে চরুপ্রদানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সত্যবতীর মাতা ভ্রমবশতঃ স্বীয় কন্যার চরু নিজে ও নিজের চরু কন্যাকে প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ঋচীক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সত্যবতীর গর্ভদর্শনে এই চরু-বিপর্য্যয়-ঘটিত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়গুণান্বিত পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারবার প্রার্থনা করিলে, ঋচীক বলিলেন যে তোমার পৌত্র ক্ষত্রগুণান্বিত হইবে। তৎপরে যথাসময়ে গাধি-রাজমহিষী বিশ্বামিত্রকে ও সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয় গুণান্বিত ছিলেন। (মহাভা)।

(২) অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয় নামে ঋষি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেব হিমালয়-শিখরস্থিত

সিদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডি নামক পর্ব্বতে শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বাচঃশ্রবা, ঋচীক, শাবাস, ও দৃঢ়ব্রত নামক তপোনিরত মহাসত্ত্ব সম্পন্ন মহাদেবের চারি পুত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৩) বরাহ কল্পে দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে প্রজাপতি দেবদেব সত্য নামে ব্যাস হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব জগতের হিতকামনায় সুতার নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, ও ক্রতুমান নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহার যোগাবলম্বনে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করেন। (বায়ু)। (৪) ঋচীক ও সত্যবতীর চরুভক্ষণ-জনিত ঘটনাটি কালিকা পুরাণে নিম্নলিখিতরূপ আছে। ঋচীক ভৃগুর পুত্র। ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে ভ্রমণ করিতে করিতে কান্যকুব্জে গমন করেন। তথায় পুত্রাভিলাষে তপঃপরায়ণ মহারাজা গাধির নিকট তাঁহার গুণবতী কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। গাধিরাজ কৌলিক প্রথানুযায়ী এক সহস্র এককর্ণ কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট অশ্ব, শুল্কস্বরূপ পাইলে বিবাহ দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তদনুযায়ী ঋচীক বরুণদেবের আরাধনা করিয়া এক সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহা গাধিরাজকে প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহাত্মা ভৃগু পুত্রবধূকে দর্শনার্থ ঋচীক-আশ্রমে আগমন করিলেন। ঋচীক ও সত্যবতী তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ভৃগু পুত্রবধূ দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদনুসারে সত্যবতী আপনার জন্য বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্য অমিত বিক্রমশালী বীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু "ইহাই হইবে" বলিতে বলিতে ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত দেখিয়া যত্ন সহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটি চরু নিসৃত হইল। ভৃগু পুত্রবধূকে সেই দুইটি চরু দিয়া বলিলেন, "তোমার মা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চরু ভোজন করিবেন। আর তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরু ভক্ষণ করিবে। কিন্তু সত্যবতী ভ্রমক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রক্তবর্ণ চরু এবং তাঁহার মাতা শুক্লবর্ণ চরু ভোজন করিলেন। ভৃগু পুনর্ব্বার আগমন

করিয়া এই বৈপরীত্য অবগত হইলেন এবং সত্যবতীকে বলিলেন, তুমি চরু ভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ, তজ্জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে। সত্যবতী অতি বিষাদিত হইয়া পৌত্র যাহাতে ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হয়, ইহা প্রার্থনা করিলে ভৃগু তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। (কালিকা)। মেরু সাবর্ণি দেখ। (৫) জনৈক মহর্ষি। তিনি রাজা গাধির দুহিতা ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার শুনঃশেফ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অম্বরীষ শুনঃশেফকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (রামা)। অম্বরীষ দেখ। (৬) প্রথম মেরু সাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চগোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় নামে নয় পুত্র ছিল। (হরি)। (৭) ভৃগুর পুত্র ঋচীক সোমবংশীয় নরপতি গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। এই জমদগ্নিরই পুত্র পরশুরাম। (হরি)। (৮) ঋচীক গাধিকে এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। (ভাগ)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, ঋচীক তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। (৯) ঔর্ব্ব মুনির পুত্র ঋচীক। (মহাভা)। (১০) নরপতি ভরতের পুত্র ভুমন্যু। ভুমন্যুর পুত্র ঋচীক পুষ্করিণীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

ঋচেয়ু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুবাহুর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে দশার্ণেয়ু, কৃকনেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, ঋচেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, ধলেয়ু ও বনেয়ু নামে দশ পুত্র এবং রুদ্রা, শূদ্রা, ভদ্রা, মনদা, মলহা, খলদা, চলা, বলদা, সুরথা ও গোচপলা নাম্নী দশ কন্যা জন্মে। অত্রি বংশজাত প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকেই বিবাহ করেন। (হরি, মহাভা)। (২) পুরুবংশীয় নরপতি অহোবাদীর পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়ু, কৃশেয়ু, বিনতেয়ু, ঘৃতেয়ু, চিতেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু

ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু, কৃতেয়ু ও মতিনার নামে দশ পুত্র জন্মে। (অগ্নি)।

ঋজিশ্বা—(১) মহর্ষি বিদথীর তনয় ঋজিশ্বাকে ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। (২) জনৈক বৈদিক ঋষি। (ঋগ্)। অতিযাজ দেখ।

ঋজিশ্বান্—বৈদিক যুগে ঋজিশ্বান নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হন। সেই সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে তিনি প্রাণে মারা যাইতেন। ইন্দ্র তখন বঙগৃদ নামে শত্রুর শত নগর নষ্ট করেন। (ঋগ)।

ঋজীষ—ইন্দ্রের অন্যতম নাম। (ঋগ্)।

ঋজু, ঋজুদাস—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের স্ত্রী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্ত্তিমান, সুষেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র, ও সঙ্কর্ষণ নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভাগ)। (২) শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজুদাস, উদাপি ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। কংস ইঁহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (বিষ্ণু)। (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে, সুষেন, উদাপি, ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস ও কীর্ত্তিমান্ নামে সাত পুত্র জন্মে। ইঁহাদের সাতজনকেই কংস বিনাশ করেন। (কূর্ম্ম)।

ঋজ্রাশ্ব মহর্ষি বৃষাগীর তনয় ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভযমান, ও সুরাধা এই পাঁচজন, শত্রু কর্ত্তৃক তাঁহাদের গো অপহৃত হইলে তাঁহারা ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। রাজর্ষি ঋজ্রাশ্বের নিকট অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ বৃকী হইয়াছিল, তিনি একশত একজন পৌরজনের জন্য রক্ষিত মাংস সেই বৃকীকে দিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার পিতা বৃষাগী তাঁহাকে অন্ধ করেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া পুনঃ নেত্র প্রাপ্ত হন। (ঋগ্)।

ঋণজ্য—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ঋণজ্য, বেদবিভাগ, করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)।

ঋণঞ্জয়—বৈদিক যুগে ঋণঞ্জয় নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি বভ্রু তাঁহাকে দেবতারূপে স্তুতি করিয়া অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋত—(১) ধ্রুবের বংশে সর্ব্বতেজার পত্নী আকূতির গর্ভে মনুর জন্ম হয়। মনুর পত্নী নড্বলা হইতে পুরু, কুৎস, ঋত, দ্যুমান, সত্যবান,

ধৃত, ব্রত, শিরি, অগ্নিষ্টোম, অতি-রাত্র, প্রদ্যুম্ন ও উল্মুক নামক দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। আত্মা দেখ। (২) জনকবংশীয় ভূপতি বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের তনয় শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য। (ভাগ)। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অম্বরীষের পুত্র ঋত। ঋতের তনয় কৃত, সুধর্ম্মা ও পৃষিত এই তিন জন। (লি)। (৪) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম ঋতমনু। (মৎ)। (৫) জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোচ়, দৃঢ়েষুধি, ঋত, ঋতবন্ধু, ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)। অবক্ষি দেখ। (৬) সাবর্ণি মনুর সময়ে দেবতাদের সুতপ, অমিতাভ ও সুখনামে তিনটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, ভাস-কৃৎ, ধর্ম্ম, তেজ,রশ্মি, ঋতু, বিরাট্, অর্চ্চিষ্মান্, দ্যোতন্, ভানু, যশ, কীর্ত্তি, বুধ ও ধৃতি এই বিংশতি জন সুতপ দেবগণ। (বায়ু)।

ঋতজিৎ—(১) শীতকালে মাঘ ও ফাল্গুন দুই মাসে ত্বষ্টা ও জিষ্ণু—আদিত্য; জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র—মুনি; কম্বল ও অশ্বতর—সর্প; ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা—গন্ধর্ব্ব; তিলোত্তমা ও রম্ভা—অপ্সরা; ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ—গ্রামণী ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত—রাক্ষস; ইহারা সকলে আদিত্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই সপ্ত শ্রেণীর দ্বাদশ দেবতা স্থানাভিমানী। ইঁহারা আত্মতেজে সূর্য্যকে আপ্যা-য়িত করিয়া থাকেন। গ্রামণীগণ সূর্য্যের রথের রশ্মি ধারণ করেন। (বায়ু)। (২) কশ্যপ-পত্নী দিতি হইতে যে উনপঞ্চাশ মরুৎ জন্ম-গ্রহণ করেন ঋতজিৎ তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ু)।

ঋতঞ্জয়—যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে ঋতঞ্জয় এক-জন বেদবিভাজক, পুরাণপ্রকাশক, জ্ঞানপ্রদর্শক, শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। (লি)।

ঋতদেব—ঋগ্বেদে ঋতদেবের স্তোত্র আছে। সম্ভবতঃ ইহা ইন্দ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋতশব্দে ইন্দ্র আদিত্য সত্য বা যজ্ঞ বুঝায়। (ঋগ)।

ঋতধামা—(১) দ্বাদশ মনু রুদ্রের পুত্র সাবর্ণ। তিনি রুদ্রসাবর্ণি নামে খ্যাত। এই সাবর্ণ মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। (বিষ্ণু)। (২) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম ঋতধামা মনু। (মৎ)। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে ও কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা

ও জয় জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ঋতধ্বক্—কাশিরাজ দেবসেনের পত্নী মান্ধাতার কন্যা কেশিনী হইতে সুমন্ত্র, বসুদান, ঋতধ্বক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বংশবর্দ্ধক ও সৎশীল ছিলেন। (কালিকা)।

ঋতধ্বজ—(১) আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। এই দ্যুমান প্রর্ত্তিন, শক্রজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ, ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক প্রভৃতি। (ভাগ)। (২) কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন, এই প্রতর্দ্দন অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম ঋতধ্বজ হয়। (বিষ্ণু)। (৩) রঘুবংশে রিপুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার আত্মজ ঋতধ্বজ। এই ঋতধ্বজ সর্ব্বদা বিপ্র, অন্ধ, দীন ও অনাথ-বর্গের দুঃখমোচনে নিযুক্ত থাকিতেন। একদা পাতালকেতু দৈত্য গালব ঋষির আশ্রমে উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু তাঁহাকে একটি অশ্ব প্রদান করেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋতধ্বজকে প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে পাতালকেতু দৈত্য বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে নরপতি ঋতধ্বজ বিশ্বাবসু প্রদত্ত সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া দৈত্য পাতালকেতুকে পরাজয় করেন এবং মদালসার উদ্ধার সাধন করেন। পরে ঋতধ্বজ মদালসাকে বিবাহ করেন।(বাম)। (৪) ঋতধ্বজ নরপতিকর্ত্তৃক পাতাল-কেতু দৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃহত্যার প্রতি-শোধবাসনায়, যমুনাতটে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা ঋতধ্বজ পিতার আদেশে দৈত্যগণের উৎ-পীড়ন হইতে ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যপদেশে, দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া যমুনাতটে তালকেতু আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী তালকেতু ঋতধ্বজের নিকট যজ্ঞদক্ষিণা প্রদানে অসামর্থ্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠহার প্রার্থনা করিলেন। ঋতধ্বজ অম্লানবদনে সেই হার প্রদান করিলেন। তখন তালকেতু বরুণালয়ে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ গমন করিবার ভাণ করিয়া ঋতধ্বজকে তাঁহার আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান

করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋতধ্বজ সম্মত হইলে, তালকেতু তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ঋতধ্বজের পিতা রিপুজিৎ সমীপে আগমন পূর্ব্বক সেই হার প্রদান করিয়া, "ঋতধ্বজ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে," বলিলেন। রাজা রিপুজিৎ পুত্রের নিধন শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং মদালসা পতির মরণ সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তালকেতু আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋতধ্বজ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে আগমন করিয়া পত্নী মদালসার মৃত্যুতে অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। এদিকে ঋতধ্বজের সখা অশ্বতর নাগের পুত্রগণ এই বিবরণ তাঁহাদের পিতার নিকট বলিলেন। নাগরাজ অশ্বতর পুত্রের বন্ধুর এই বিপদবার্ত্তা শুনিয়া অতি মাত্র দুঃখিত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া বর লাভ করিয়া মদালসাকে পুনর্জীবিতা করেন। এবং স্বীয় গৃহে গোপনে রক্ষা করেন। পরে পুত্রদের দ্বারা ঋতধ্বজকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক মদালসাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। (মার্কণ্ডেয়)। অলর্ক দেখ। (৫) ঋতধ্বজ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাবালীকে, বানরযোনীপ্রাপ্ত বিশ্বকর্ম্মা শিশুকালে একটি বট-বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। পরে ইক্ষাকুতনয় রাজা শকুনি তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। পরে জাবালীর সহিত কন্দরমালী দৈত্যের কন্যা দেববতীর বিবাহ হয়। (বামন)।

ঋতবন্ধু—জম্বুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োছত, ঋত ও ঋতবন্ধু, ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ঋতবাক্—ঋতবাক্ ঋষি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে রেবতী নক্ষত্রে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া দুশ্চরিত্র হয়। সেই জন্য মহর্ষি ঋতবাক্ রেবতীকে শাপ দেন। রেবতী দ্রষ্টব্য। (মার্কণ্ডেয়)।

ঋতি—মনুবংশীয় নরপতি নক্তের স্ত্রী। তিনি রাজর্ষি গয়কে প্রসব করেন। (ভাগ)।

ঋতু—(১) হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অংশ ও ভগ—আদিত্য, কশ্যপ ও ঋতু—মুনি; মহাপদ্ম ও কর্কোটক—সর্প; চিত্রসেন ও ঊর্ণায়ু গন্ধর্ব্ব; উর্ব্বশী ও বিপ্রচিত্তি—অপ্সরা; তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমী—গ্রামণী; বিদ্যুৎ ও স্ফূর্য্য—রাক্ষস; ইঁহারা সকলে সূর্য্যরথে অবস্থান

কলিকাতা—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

করেন (বায়ু)। (২) সাবর্ণ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ ছিল। তন্মধ্যে ঋত, তপ, শুক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস ভাসকৃৎ, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, ঋতু, বিরাট, অর্চ্চিষ্মান্, দ্যোতন, ভানু, যশ, কীর্ত্তি, বুধ ও ধৃতি এই বিংশতি দেবতা সুতপাগণের অন্তর্গত। (বায়ু)। (৩) বরাহকল্পে ঋতু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। (স্কন্দ)। (৪) বৎসরের ঋতুসকলকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে অগ্নির নামও ঋতু দেখা যায়। (ঋগ)।

ঋতুজিৎ—জনক বংশীয় নরপতি অঞ্জনের পুত্র ঋতুজিৎ, ঋতুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু। (বিষ্ণু)। অঞ্জন দেখ।

ঋতুঞ্জয়—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ঋতুঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

ঋতুধাম—(১) অনাগত মনুদের মধ্যে ঋতধাম একজন। (পদ্ম-সৃ) (২) এক প্রকার অগ্নির নাম ঋতুধাম। এই সুজ্যোতি ঋতুধাম অগ্নি ঔদুম্বরীতে স্থাপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। (বায়ু)।

ঋতুধ্বজ—কালাগ্নি, মহান, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, উর্দ্ধকেশ, ঋতুধ্বজ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি, এই একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাট দেশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। একাদশ রুদ্র দেখ।

ঋতুপর্ণ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র আর্ত্তপর্ণী। এই ঋতুপর্ণ অক্ষখেলায় অতি নিপুণ ও বলবান ছিলেন। তিনি নলরাজার সখা ছিলেন। (হরি)। অযুতাজিৎ দেখ। (২) সগরবংশীয় রাজা অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি নলরাজার সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষহৃদয় শিক্ষা দিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। সর্ব্বকামের তনয় সুদাম। (ভাগ)। (৩) ঋতুপর্ণের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র সুদাস। (লি)। (৪) সগর বংশীয় অযুতাশ্বের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম। (বিষ্ণু)। (৫) ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস। (কূর্ম্ম)। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (মৎ)। (৭) অযুতাজিতের পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র অনুপর্ণ, অনুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (শিব)

(৮) শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। (অগ্নি)। (৯ ঋতুপর্ণের পুত্র সুদামা, সুধামা তনয় কল্মাষপাদ। (সৌর)।

ঋতুস্তুভ—প্রাচীন বৈদিক কালের একজন ঋষি। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়া সুখকর ও পুষ্টিকর অন্ন লাভ করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋতুস্থলা—পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা বিশ্বাচী, ঘৃতাচী উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা, এই দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চনা করেন। (কূর্ম্ম)। অনুম্লোচা দেখ।

ঋতুহারিকা—যমদুহিতা নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের ভার্য্যা ছিলেন। নির্ম্মাষ্টি হইতে দন্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি গর্ভহা ও শস্যহা নামে আট পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণী, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিণী, নাম্নী আট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল কন্যা লোকের অতিশয় অনিষ্টকারিণী। (মার্কণ্ডেয়)। অর্দ্ধহারী দেখ।

ঋতেয়ু—(১ যযাতি বংশীয় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ঋচেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে পিতৃবৎসল দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। (২) রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ঋতেয়ু ও ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। (বিষ্ণু)।

ঋথু—বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংকৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, আষ্টিষেন, ঋথু, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথিতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (বায়ু)। অজমীঢ় দেখ।

ঋদ্ধি—(১) কুবেরের পত্নী ঋদ্ধি একবার পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় স্বামী কুবেরকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মনু ঋদ্ধিকে প্রজাপতিরুচির হস্তে সমর্পণ করেন। ঋদ্ধি হইতে যজ্ঞ নামে পুত্র এবং দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ স্বীয় ভগিনী দক্ষিণাকে বিবাহ করেন।

(মার্ক)। (৩) দক্ষ প্রজাপতির ঋদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ঋদ্ধির গর্ভে সুখ জন্ম লাভ করেন (পদ্ম-সৃ)। (৪) লক্ষ্মীর অন্যনাম ঋদ্ধি (কৃর্ম)।

ঋভু—(১) দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগ করিলে, তাঁহার অনুচরেরা দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ করেন। তখন দক্ষের পুরোহিত ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, সেই অগ্নি হইতে ঋভু নামক দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া সতীর অনুচরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। (ভাগ) (২)। ব্রহ্মার পুত্র ঋভু, উর্দ্ধরেতা ছিলেন, কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার বংশ নাই। (ভাগ)। (৩) ব্রহ্মার সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পুত্র ঋভু, পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘকে অদ্বৈততত্ত্ব প্রদান করেন। ব্রহ্মা পুরাকালে ঋভুকে, ঋভু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয়ব্রত ভাগুরীকে বিষ্ণু-পুরাণ বলিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। (৪) ঋভু নামে এক শিবভক্ত যোগী ছিলেন। তিনি মহাদেবের নিকট অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। (শিব)। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মা আগে আপনার তুল্য মানস পুত্র সনন্দ, সনক, বিদ্বাংস সনাতন, ঋভু ও সনৎ-কুমারকে উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা সকলে যোগী, বীতরাগ এবং বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট থাকায়, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির জন্য অভিলাস করেন নাই। (শিব)। (৬) বরাহকল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা নামক ব্যাসের অধিকার কালে মহাদেব কঙ্ক নামে উৎপন্ন হইয়া লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ যোগচারী ও তপোরত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহা-দেবের সনক, সনন্দন, ঋভু, ও সনৎকুমার নামে শুদ্ধ বংশজাত মহাভাগ্যসম্পন্ন, রজোগুণহীন, দৃঢ়ব্রত পুত্র চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া অনন্তকাল তাহাতে অবস্থান করিবে। (ব্রহ্মাণ্ড)। (৭ রৈবত মন্বন্তরে ঋভু নামে ইন্দ্র ছিলেন। বৃহন্না)। (৮) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রুচি প্রজাপতির পত্নী অজিতার গর্ভে অজিত দেবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বিধি, মুনয, ক্ষেম, নন্দ, অবায়, প্রাণ, অপান, সুধামা, ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশজন অজিতার গর্ভজাত অজিত দেবগণ। (বায়ু)। (৯) গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যোজনত্রয় দূরে রোহিতাচলে বদ্রিনাথ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক

সরোবরের তীরে মহর্ষি ঋ এক পদে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিতেন। কৃষ্ণ ও রাধা তথা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। (গর্গ)। (১০) অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভূ ও বাজ। তাঁহারা নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্য্য লোকে বাস করিতেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল। এই ঋভুগণ পিতামাতাকে পুনঃ যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্বষ্টার শিষ্য ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। ও অশ্বিদ্বয়ের জন্য সুনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের বাহন বলবান হরি নামক অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একবার এক ঋষির একটি গাভী মরিয়া যায়, ঋষি গাভীর জন্য ঋভুগণের স্তুতি করেন। তাঁহারা ঋষির স্তবে তুষ্ট হইয়া একটি গাভী নির্ম্মাণ করিয়া মৃত গাভীর চর্ম্মের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া বৎসরে সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন (ঋগ)।

ঋভুক্ষা—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা (ঋগ)।

ঋভুগণ—অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভূ ও বাজ। তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। এবং ঋভুগণ নামে খ্যাত ছিলেন। ঋভু দ্রষ্টব্য।

ঋষঙ্গু—পৃথুদক তীর্থে মহর্ষি ঋষঙ্গু সিদ্ধিলাভ করেন। (বাম)।

ঋষভ—চাক্ষুষ মনন্তরে অদ্য, প্রসূত, ঋষভ, পৃথগভাব ও লেখ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন। (হবি)। অর্থ পতি দেখ ২। নারায়নের অষ্টম অবতার ঋষভ। অগ্নীধ্র মুনির অন্যতম পুত্র নাভি। নাভির পত্নী মেরুদেবী হইতে ঋষভের জন্ম হয়। এই অবতারে ধীর ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত বর্ম্ম অর্থাৎ পরম হংস সম্বন্ধীয় রীতিনীতি, শিক্ষা দেওয়া হয়। (ভাগ) ৩। আগ্নীধ্র মুনির পুত্র নাভি, নাভির পত্নী সুদেবীর গর্ভে ঋষভের জন্ম হয়। ঋষিগণ তাঁহাকে পরম হংস বলিতেন। (ভাগ)। বিষ্ণু, মনুবংশীয় নরপতি নাভির তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে শুক্ল মূর্ত্তি

ঋষভরূপে জন্মগ্রহন করেন। তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ না করায় তিনি যোগমায়া প্রভাবে বৃষ্টি আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা নাভি বয়প্রাপ্ত পুত্র হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যা মেরুদেবী সম ভিব্যহারে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নামে একটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে ঋষভের আত্ম-সদৃশগুণ সম্পন্ন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত, তাঁহারই নামে খ্যাত এই ভারতবর্ষের অধিপতি হন। অবশিষ্ট নিরানব্বই সংখ্যক পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ, ও কীকট এই নয় জন ভরতের অনুগত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, অপর, আবির্হোত্র, দ্রবীর, চমস, ও করাজন, এই নয় জন ধর্ম্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। ঋষভ স্বীয় পুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণাটক দেশে যাইয়া উপস্থিত হন। তৎপ্রদেশের কুটকাচলের অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তিনি সেই অগ্নিতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অবশিষ্ট একাশি পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। ৫। যযাতি বংশীয় নরপতি কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্। (ভাগ)। ৬। ইন্দ্রের ঔরসে ও পৌলোমার গর্ভে জয়ন্ত ঋষভ, ও মীরুষ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ৭। বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। ৮। দ্বিতীয় মন্বন্তরে স্বারোচিষ মনুর সময়ে উর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, উর্ব্বরীবান্, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু)। ৯। মগধ নরপতি বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র পুষ্পবান্, পুষ্পবানের পুত্র সত্যধৃত। (বিষ্ণু) ১০। যদু-বংশীয় যুধাজিতের ঋষভ ও ক্ষেত্রক নামে দুই পুত্র জন্মে। ঋষভের পুত্র শ্বফল্ক, শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর

প্রভৃতি। (অগ্নি)। ১১। কশ্যপ পত্নী দনু হইতে মনুষ্যধর্ম্মাবলম্বী দৈত্যদানব সংসর্গে উৎপন্ন ঋষভ, একাক্ষ, অরিষ্ট প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। ১২। ঋষভ নামে বৃষভানু গোপ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। (গর্গ)। ১৩। যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ ঋষভ ও চিত্র। ঋষভ কাশিরাজ নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন (পদ্ম-সৃ)। অমৃত দেখ। ১৪ ঋষভকূট পর্ব্বতে ঋষভ নামে এক দীর্ঘায়ু কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন। কোন সময়ে কতক গুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি রোষ পরবশ হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন, যেন ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া কথোপকথন করিবেক, তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে " বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দ করিও না।" তদবধি যে ব্যক্তি এস্থানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে। (মহাভা)।

ঋষি—(১) ব্রহ্মার মন হইতে রুচি, প্রাণ হইতে দক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, জিহ্বা হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অঙ্গিরস, কর্ণ হইতে অত্রি, উদান বায়ু হইতে পুলস্ত্য, ব্যাণ বায়ু হইতে পুলহ, সমান বায়ু হইতে বশিষ্ঠ, অপান বায়ু হইতে ক্রতু, এবং অভিমান হইতে নীল, লোহিত ও ভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। (২) প্রজাপতি পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে ঋষি নামক অন্যতম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ড)। অম্বরীষ, কর্দ্দম ও ক্ষমা দেখ।

ঋষিকা— ঋষিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণী নর্ম্মদাতীরে পার্থিব শিব আরাধনা পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলে, মূঢ় নামক দৈত্য তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঋষিকার শিবারাধনার ফলে মূঢ় দৈত্য পলায়ন করে। (শিব)।

ঋষিকুল্যা— মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা নাম্নী দুই স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে ঋষিকুল্যা হইতে উদ্গীথ এবং দেবকুল্যা হইতে প্রস্তাব জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ঋষিজ—অঙ্গিরা বংশীয় বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য, ঋষিজ ইঁহারা সকলেই গোত্র প্রবর্ত্তক। (মৎ)। অঙ্গিরা দেখ।

ঋষিগণ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে

আভাষক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, স্থাণুকর, কুম্ভবক্ত্র, লোহকজ্ঘ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রদান করিয়াছিলেন। (বামন)।

ঋজিশ্বান্—অঙ্গিরা বংশ সম্ভূত ঋষি ধান্ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎ)।

ঋষিদাস—বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে, শৌরী, কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ, নামে সাত পুত্র জন্মে। ইহাদের সকলকেই কংস বিনাশ করেন। (মৎ)।

ঋষিভ—(১) আঙ্গিরস অথর্ব্বনের অন্যতমা পত্নী পথ্যার গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বিষ্ণুর পুত্র সুধন্বা ও সুধন্বার পুত্র ঋষিভ, ঋষিভ হইতে রথকার দেবতা ও ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব হয়। (বায়ু) (২) মহর্ষি ঋষিভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। (ঋগ্)।

ঋষ্ট—গুর্জ্জর দেশের অধিপতি ঋষ্টকে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন। (গর্গ)।

ঋষ্টসেন—মহর্ষি ঋষ্টসেনের তনয় দেবাপি ও শান্তনু ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা নানা দেবতা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

ঋষ্যাস্ত—যমর কন্যা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী পুত্র জন্মে। এই ইলিনার পুত্র হইতে উপদানবী, ঋষ্যাস্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটি পুত্র প্রসব করেন। দুষ্মন্তের ঔরস এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মৎ)।

ঋষ্যশৃঙ্গ—(১) জনৈক মুনি। তিনি কাশ্যপের পৌত্র ও বিভাণ্ডকের পুত্র। অঙ্গ দেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বেশ্যার সাহায্যে স্বরাজ্যে আনয়ন করাইয়া যজ্ঞ করেন। তাহাতে অনাবৃষ্টি দূর হইলে রাজা লোমপাদ সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যা শান্তাকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। দশরথ ইহা শুনিতে পাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (রামা) (২) বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে অঙ্গ দেশের অধিপতি লোমপাদের বংশ বর্দ্ধন বীরবর চতুরঙ্গ নামক পুত্র জন্মে। একবার ঋষ্যশৃঙ্গ মন্ত্র বলে ইন্দ্রের

ঐরাবত হস্তীকে অঙ্গ দেশের অধিপতি হর্য্যঙ্গের বাহনের জন্য ভূতলে অবতারণ করাইয়াছিলেন। (হরি)। ৩) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ে ঋষ্য-শৃঙ্গ সপ্তর্ষিদের একজন ছিলেন। (ভাগ)। ৪) কোন সময়ে দীর্ঘ শ্মশ্রুজটাধারী ক্ষুৎপীড়িতাঙ্গ তীক্ষ্ণ নখ বিভাণ্ডক নামক মুনি নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দূর হইতে কোন তরুণী কামিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রেত স্খলন হয়। সেই রেত জলে পতিত হইলে দৈববশতঃ এক মৃগী তাহা পান করিয়াছিল, তাহাতে ঐ মৃগীর গর্ভে বিভাণ্ডকের এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সেই পুত্রকে লালন পালন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। তাঁহারই নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ। (শিব। (৫) ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক দৈত্য ছিল। তাহার পুত্র সুবাহু অতিশয় অত্যাচারী ছিল। (কালিকা)। ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের তনয় অলম্বুষ ও বক। (মহাভা)। বক, ও অলম্বুষ দেখ।

এক—সোমবংশীয় নরপতি রয়ের পুত্র এক। (ভাগ)।

একচক্র—(১) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, শকুনি, কেতু, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। দক্ষ দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে একবার একচক্রের সঙ্গে অন্যতম সাধ্য রণাজির যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রণাজি পরাজিত হন। (হরি)।

একচক্ররথ—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ—কাশী)।

একচূড়া—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবী, তীর্থনেমী, স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করিয়াছিলেন। দেবীতীর্থের ও এক অনুচরের নাম একচূড়া এবং তিনিও একচূড়াকে স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

একজট—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, একজট তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

একজটা—পার্ব্বতীর একটা নাম। (কালিকা)।

একত—(১) মহর্ষি একত একজন পরম জ্ঞানী ছিলেন। (বৃহদ্ধ)।

(২) বরুণের পুরোহিত দৃঢ়েযু, ঋতেযু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত এই মহর্ষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। (মহাভা)। (৩) দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে, একত, দ্বিত, ত্রিত নামে তিনজন পুরুষের সৃষ্টি করেন। (ঋগ্)।

একত্বচা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে একত্বচা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

একদংষ্ট্রা, একদন্ত—গনেশের অন্য নাম। (অগ্নি)

একদৃক্—অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মহাদেবের অন্যতম গণ একদৃক্ দৈত্য কালনেমীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (বাম)।

একদ্যু—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নোধার পুত্র একদ্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)

একপটলা, একপাটলা—হিমালয়ের পত্নী মেনকা অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী তিন কন্যা এবং মৈনাক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে একপটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ করেন। (হরি)। অপর্ণা দেখ।

একপর্ণা—(১) হিমালয় পত্নী মেনকা হইতে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা, নামে তিন কন্যা ও মৈনাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবাদিনী একপর্ণা যোগাচার্য্য অসিতদেবলের পত্নী ছিলেন। (হরি)। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা হইতে প্রথমে পার্ব্বতী তৎপরে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপের বৎসর ও অসিত নামে ব্রহ্মবাদী দুই পুত্র ছিলেন। অসিতের স্ত্রী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিল্য ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। (লি)। (৩)একপর্ণা হইতে অসিতের ব্রহ্মিষ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মে। (বায়ু)।

একপাৎ—ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিণী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার গর্ভে নিঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহির্ব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক, একাদশ রুদ্রকে উৎপন্ন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন

বলিয়া, রুদ্র নামে খ্যাত হন। (হরি) একাদশ রুদ্র দেখ

একপাদ—(১) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একপাদ প্রভৃতি একশত দানবের জন্ম হয়। (মহাভা)। (২) অজ একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ-রুদ্র। (মহাভা)। একাদশরুদ্র দেখ। (৩) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী একপাদ দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন। (স্কন্দ)।

একপিঙ্গল—ভগবান একপিঙ্গল মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান প্রধান যক্ষদিগের সহিত সর্ব্বভূত কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া কুবেরের রাজধানীতে বাস করেন। (বায়ু)।

একবক্ত্র কশ্যপ পত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, শম্বর, কপিশ, বামন, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, একবক্ত্র প্রভৃতি একশত দানব জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্ম-স্থ)।

একবাসসী—পার্ব্বতীর অন্য নাম। (ব্রহ্মাণ্ড)।

একবীর—অন্য নাম হৈহয়। একদা লক্ষ্মী অন্য মনস্ক ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। সেই অপরাধে বিষ্ণু তাঁহাকে 'তুমি মর্ত্ত্যলোকে অশ্বিনী (ঘোটকী) হইবে" বলিয়া শাপ দিলেন। কমলা শাপ শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া বিষ্ণুর পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন 'মত্তুল্য পুত্র প্রসবান্তে তুমি আমার সহিত মিলিত হইবে।" কমলা অশ্বিনীরূপে কালিন্দী ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে কমলাতে পুত্রোৎপাদনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। যথাকালে কমলা এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম হয় একবীর। তিনি হয়রূপী বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হৈহয়। যযাতি তনয় তুর্ব্বসু সেই একবীরকে অরণ্যে প্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। হৈহয় রভ্যরাজের কন্যা একাবলীকে বিবাহ করেন। একাবলীকে বিবাহের পূর্ব্বে দানব কালকেতু, হরণ করিয়াছিলেন। হৈহয় তাহাকে যুদ্ধে নিপাত করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন-

পূর্ব্বক বিবাহ করেন। একাবলী হইতে হৈহয়ের কৃতবীর্য্য নামে পুত্র জন্মে। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত। (দেবিভা)।

একবীরা—(১) ভগবতী পার্ব্বতী সহ্য পর্ব্বতে একবীরা নামে প্রসিদ্ধা। (পদ্ম-সৃ)। (২) দেবাসুর যুদ্ধে অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব যে সমুদয় মাতৃকা দেবীর সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে একবীরা একজন। মৎ)। (৩) একবীরা দেবী উত্তর দিকে অবস্থান করেন। তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিত। সেই ভূত এই দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই সমুদয় জগতের সংহার সাধন করেন। তিনি এই একবীরা দেবীর প্রভাবে লোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া পরে একাদশ যুগান্তে সেই ভস্মরাশির মধ্যে প্রকট মূর্ত্তি হন। (স্কন্দ)।

একল—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী কালিন্দী হইতে শ্রুতকর্ম্মা বীর, বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় কালে তাঁহারা তাঁহার সহচর ছিলেন। (গর্গ)।

একলব্য—(১) নিষদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। তিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য একবার দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একলব্য নীচ জাতীয় বলিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। একলব্য ইহাতে নিরস্ত না হইয়া বনে যাইয়া দ্রোণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করিয়া ইহাকে গুরু জ্ঞান করিয়া অস্ত্রচালনা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যেই ঐকান্তিক একাগ্রতায় ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিলেন। একদিন কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের আদেশে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীয় একটি কুকুর বনে ইতস্ততঃ মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের আশ্রম সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে। একলব্য এককালে সেই কুকুরের মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার শব্দ রহিত করেন। কুকুর এই অবস্থায় পাণ্ডবদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি কুকুরের মুখে বিদ্ধবাণ দেখিয়া প্রয়োগকর্ত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং

অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া বলিলেন—আপনি যে বলিয়াছিলেন আমাপেক্ষা আর কেহই ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি একলব্য আমার চেয়েও উৎকৃষ্টরূপে বাণ প্রয়োগ করিতে পারে। দ্রোণাচার্য্য ইহা শুনিয়া একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। একলব্য তাঁহাকে দেখিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমি নিষদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং আপনার শিষ্য। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য বলিলেন—গুরুকে আমার অদেয় কিছুই নাই। এখন আদেশ করুন, আমি কি করিব। দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণা প্রদান কর। একলব্য অম্লান বদনে তখন তাহাই করিলেন। গুরু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু একলব্য পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রপ্রয়োগে আর সমর্থ হইলেন না। অর্জ্জুন ইহাতে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। (মহাভা)। (২) নিবর্ত্ত হইতে অশ্মকীর গর্ভে যশস্বী অনাদৃষ্টি, শত্রুশক্রঘ্ন ও শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রাদ্ধদেবই নিষাদদিগের আদি-পুরুষরূপে উৎপন্ন এবং ইনিই নিষাদদিগের দ্বারা পরিপালিত মহাবীর্য্য একলব্য। (বায়ু)। (৩) যদু বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র দেবশ্রবা, দেবশ্রবার তনয় শত্রুঘ্ন (অন্য নাম একলব্য)। তিনি কোন কারণ বশতঃ বন মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় নিষাদগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। এবং সেইজন্য নৈষাদী নামে খ্যাত হন। (হরি)। (৪) জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে একলব্য জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। (হরি)। (৫) একলব্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

একম্রবাসিকাদেবী—প্রভাসস্থিত একম্রবাসিকা দেবীর অর্চ্চনা করিলে বহু পুণ্য হয়। (স্কন্দ-প্রভা)।

একশৃঙ্গা—সাধ্য সকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী

একশৃঙ্গা নাম্নী বিখ্যাতা এক কন্যা ছিলেন। তিনি সূর্য্য মরীচির ন্যায় প্রকাশমান লোক সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেন (হরি)।

একাক্ষ—(১) কশ্যপপত্নী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, বৃষপর্ব্বা, একাক্ষ প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু) দনু দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ অনন্ত, শঙ্কুপিষ্ট, নিকুম্ভ, মুকুন্দ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটী, চক্ষু, কিরীচি কলসোদর, সূচীবক্ত্র, কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত নামক পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরগণকে প্রদান করেন। (বাম) (৩) নরপতি পণ্ডপালের গৃহিত পুত্র মহৎ। মহতের ত্রিবর্ণের তনয় অহং। অহংএর কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞানপ্রদ মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ ও পঞ্চাক্ষ নামে পাঁচপুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়া উঠে পরে রাজা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। (বরা)। (৪) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে নিহত হন। (স্কন্দ)

একাক্ষী—মহাদেব অন্ধকাসুরের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য, স্বীয় দেহ হইতে একাক্ষী প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (মৎ)।

একাঙ্গী—একাঙ্গী নাম্নী গোপকন্যা দ্বাদশী ব্রত করিয়া বৎসর ত্রয় মধ্যে বিপুল ধনশালিনী হইয়াছিল। (স্কন্দ-বিষ্ণু)।

একাদশরুদ্র—(১) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি, সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাহার গর্ভে নিঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া একাদশ রুদ্র নামে অভিহিত হন। (হরি)। (২) দক্ষ কন্যা সুরভি কশ্যপ হইতে রুদ্রগণকে লাভ করেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক, তন্মধ্যে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও কপালী এই একাদশ রুদ্রই প্র·ান। (অগ্নি)। (৩) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে অঙ্গারক, সর্প, নিঋতি, সদসস্পতি, অজৈকপাদ, অহিবুধ্ন,

উগ্র কেতু, জয়, ভুবন, মৃত্যু ও কপাল নামে একাদশ রুদ্র এবং রোহিণী ও গান্ধারী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু) (৪) ব্রহ্মা কামদেবকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধ করিলে সেই ক্রোধ হইতে মহারুদ্রের আবির্ভাব হয় সেই মহারুদ্র জগত গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে একাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতেই একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইল (বৃহদ্ধ)। (৫ কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক শাসন, শাস্তা, শম্ভু, অন্ত্য ও ভব এই একাদশ রুদ্র সুরূপা হইতে জন্মেন। (স্কন্দ-মাহে)। (৬) অজ *একপাদ অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত,* পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশজন একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (মহাভা)।

একানংশকা—অন্যনাম অংশা(অংশা- দ্রষ্টব্য)।

একানংশা—মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা জপসাধনায় নিযুক্ত হইলে তাঁহার মস্তক হইতে এক কন্যার জন্ম হয়। তিনিই মোহিনী মায়া, সাবিত্রী, একানংশা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। (বায়ু)।

একনসা—পার্ব্বতীর অন্য নাম। (ব্রহ্মাণ্ড)।

একান্তরাঘব—সেতুবন্ধে একান্ত-রাঘব নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। (স্কন্দ)।

একাবলী—রভ্যরাজের কন্যা একাবলী নরপতি হৈহয়ের পত্নী ছিলেন। একাবলীর গর্ভে কৃতবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (দেবিভা)।

এতশ—বৈদিক যুগে স্বশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। এই স্বশ্ব নরপতির সহিত মহর্ষি এতশের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র এতশকে রক্ষা করেন। (ঋগ্)।

এনক—মহর্ষি এনক ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। (পদ্মস্থ)।

এবয়ামরুৎ—অত্রির তনয় এবয়ামরুৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)।

এরণ্ডী—রেবা নদীর উত্তর তীরে এরণ্ডি সঙ্গমে এরণ্ডীতীর্থ বর্ত্তমান। এখানে বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে বর্ত্তমান। (স্কন্দ-আব)।

এল—এল নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। (মহাভা)।

এলপত্র—পাতালের ভোগবতী নগর-বাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম (মহাভা)।

এলাপত্র—(১)দক্ষকন্যা ও কশ্যপ পত্নী

কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় এলাপত্র, শঙ্খ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) এলাপত্র শিবোপাসক ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) বাসুকী, কম্বলীল, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে সূর্য্যকে বহন করেন। (কূর্ম)। (৪) নাগরাজ এলাপত্রের পরামর্শে যে সমুদয় নাগ অসদুপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জনমেজয়ের সর্প-সত্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। (মহাভা)। কম্বলীল ও অশ্বতর দেখ।

এলামুখ—কশ্যপপত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় বাসুকি, ধনঞ্জয় তক্ষক, এলাপত্র ও এলামুখ প্রভৃতি সহস্র নাগের জন্ম হয়। (কূর্ম)

ঐক্ষাক—ঐক্ষ্বাক নামক এক রাজা দণ্ডকারণ্য মধ্যে ইন্দ্রলোক সদৃশ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের প্রিয়কন্যা সূর্য্যপ্রভাকে বশীভূত করিয়া অন্তের অজেয় হইলেও দণ্ডার্হ হইয়া শুক্রাচার্য্য কর্তৃক রাজা ও পুরের সহিত দগ্ধ হইয়া ছিলেন। (শিব)।

ঐক্ষাকী—(১) নরপতি সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষ্বাকী হইতে অজমীঢ়, সুমীঢ়, ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। (২) যদুবংশীয় পুরুদ্বানের পুত্র জন্তু। জন্তু হইতে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সাত্বত ও শূর জন্মগ্রহণ করেন। শূরের পত্নী ভোজা হইতে বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। (৩) অনাবৃষ্টির পত্নী ঐক্ষ্বাকী শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। (মৎ) [৪] যদুবংশীয় পুরুবানের পুত্র পুরুবহ। পুরুবহের পত্নী ঐক্ষ্বাকী হইতে সত্ত্ব এবং সত্ত্ব হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। [বায়ু]

ঐড়—এই ভূমণ্ডলে যে সকল রাজা যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐড়কে ইক্ষ্বাকু বংশের আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ঐড় হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ইক্ষ্বাকু বংশীয় একশত রাজা রাজত্ব করেন। [ব্রহ্মাণ্ড]।

ঐড়বিড়
ঐড়বিড়ি } —সগর বংশীয় মূলকর পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়। এই ঐড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ। [কল্কি] [ভাগ]।

ঐণহোত্র—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি শৌনক গোত্রীয় ছিলেন। [স্কন্দ]।

ঐতরেয়—(১) বিষ্ণুভক্তির বলে ঐতরেয় নামক ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়াছিলেন। (লি) (২) মহর্ষি মহীদাসের জননীর নাম ছিল ইতরা সেই জন্য তিনি ঐতরেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। (ছান্দো)।

ঐতশ—ভৃগু বংশীয় এতশ ঋষির তনয় মহর্ষি ঐতশ বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। অথর্ব্ববেদে তাঁহার রচিত অনেক মন্ত্র আছে। (অথ)।

ঐন্দ্রী—(১) অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প, ব্রহ্মা, ইহারা প্রত্যধি দেবতা। (মৎ) (২) কাশীতে ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণাংশে মহামাতঙ্গোপরি অধিষ্ঠিতা বজ্রহস্তা ঐন্দ্রিদেবী অবস্থিতা আছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদা সম্পদলাভ হইয়া থাকে। (স্কন্দ)।

ঐরাবত—১। কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় ঐরাবত, তক্ষক, মহাপদ্ম প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ২। ঐরাবত শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। ৩। বাসুকি, কম্বনীল, তক্ষক সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশনাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। (কূর্ম্ম)। ৩। ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন হইতে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ঐরাবত হস্তীর ও উদ্ভব হইয়াছিল। ইন্দ্র ঐরাবতকে স্বীয় বাহনরূপে গ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৪। ঐরাবতের পুত্র—অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম। ঐরাবতের পত্নীর নাম অভ্রমু। (বায়ু)। ৫। গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হইলে নন্দী ঐরাবতের মস্তক কর্ত্তনপূর্ব্বক গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করেন। (বৃহদ্ধ)। ৬। পাতাল নিবাসী ইরাবান্ নাগের পুত্র ঐরাবত ধৃতরাষ্ট্র নামেও খ্যাত ছিলেন। (অথ)।

ঐরাবতী—স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ঐরাবতী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চতুর্দ্দংষ্ট্রকে প্রদান করেন। (বাম)।

ঐরীভব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ইহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ। (মৎ)।

ঐল—১। মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব, ঐল ও পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ঐল জন্মগ্রহণ করিবার পরই সুদ্যুম্ন, মৃত্যুমুখে পতিত হন। (হরি) ২। মহর্ষি এলের তনয় ঐল পুরূরবা

নামে খ্যাত ছিলেন। (মহাভা)

ঐলপত্র—কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় তক্ষক, ঐলপত্র, ধনঞ্জয় প্রভৃতি সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)।

ঐলবিল—বিশ্রবা মুনির অন্য নাম। (লি)

ঐলবিলা—গোমাতা সুরভির চারি কন্যার অন্যতমা ঐলবিলা উত্তর দিক রক্ষা করিতেছেন। (মহাভা)।

ঐলিক—ভৃগু বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের সাধারণ প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্ন বান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। (মৎ)।

ঐশিজ—জনৈক ঋষি। আপ্যোজ দেখ। শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ উশনা, উতথ্য, বামদেব, আপোজ্য কর্দ্দম, ঐশিজ, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর, ইহারা জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষি বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ড)।

ওঘ—নরকাসুরের সেনাপতি মুর ও ওঘ অসুরদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণ সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

ওঘবতী—(১). মনুবংশীয় নরপতি প্রতীকের পুত্র ওঘবান, ওঘবানের কন্যা ওঘবতী। নরপতি সুদর্শন ওঘবতীকে বিবাহ করেন। (ভাগ) । (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ, দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে ওঘবতী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, সুপ্রসাদ, সুবেণু ও জিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

ওঘবান্—মনুবংশীয় নরপতি প্রতীকের পুত্র ওঘবান্, এই ওঘবানের কন্যা ওঘবতীকে নরপতি সুদর্শন বিবাহ করেন। কিন্তু এই ওঘবানের আবার ওঘবান নামে এক পুত্রও ছিল। (ভাগ)।

ওঘরথ—নরপতি ওঘবানের পুত্র ওঘরথ ও কন্যা ওঘবতী। নৃগ এই ওঘরথেরই পুত্র। (মহাভা)।

ওঙ্কারেশ্বর—(১) কাশীতে নন্দনকাননে ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ)। (২) নর্ম্মদা তটে ওঙ্কারেশ্বর ও মহাকাল শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। (স্কন্দ)।

ওড্র—যযাতিবংশীয় বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

ওবিকা—শঙ্করী নিজ শরীর হইতে ভট্টারিকা, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা প্রভৃতি কুলদেবতার উৎপাদন করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

ওষধি—বৈদিক ঋষিরা ওষধি সকলকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (ঋগ)।

ঔগজ—অঙ্গিরা বংশীয় ঔগজ, বেধস,

ভরদ্বাজ, বাস্কলি, গার্গ্য প্রভৃতি তেত্রিশ জন ঋষি মন্ত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। (বায়ু)।

ঔচেয়ু—যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কক্ষেয়ু, ঋচেয়ু, ঔচেয়ু, সনেয়ুক, ধৃতেয়ু, বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ও পুণ্যেয়ু নামে দশপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ঔচেয়ুর পত্নী তক্ষকাত্মজা জলনার গর্ভে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা *জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরী* মান্ধাতার জননী। (মৎ)।

ঔতথ্য—বৃহস্পতির পুত্র ঔতথ্য। তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তঋষির অন্যতম। (ব্রহ্মা)।

উৎকোচ—মর্য্যাদা পর্ব্বতের সান্নিধ্যে রাক্ষসদিগের এক নগর আছে। সেই পুরীর রাক্ষসেরা উৎকোচ নামে খ্যাত। (বায়ু)।

ঔত্তমি-মনু—১। তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি মনু ছিলেন। এই ঐত্তমি-মনুর সময় সুশান্তি নামে ইন্দ্র, দেবগণের রাজা হন এবং সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী দেবতা ছিলেন। বশিষ্ঠের সাতজন তনয় সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু, দিব্য প্রভৃতি ঔত্তমিমনুর পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে তুষিত সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু)। ২। ইষ, উর্জ্জ, তর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ ও সহ, এই দশজন ঔত্তমিমনুর পুত্র। তন্মধ্যে সহ অতিশয় উদার প্রকৃতি ও কীর্ত্তিশালী ছিলেন। এই মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা নামে ও সপ্তর্ষিগণ উর্জ্জা নামে খ্যাত ছিলেন। এবং কৌকুরুণ্ডি, দাণ্ড্য, শঙ্খ, শিব, প্রহবন, সিত, সস্মিত এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। ৩। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তানপাদের তনয় উত্তম। *এই উত্তমের পত্নী বহুলার* গর্ভে উত্তম মনুর জন্ম হয়। উত্তম মনুর সময়ে দেবতাদের পাঁচটীগণ ছিল। সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী। প্রত্যেক-গণে দ্বাদশটী দেবতা ছিল, সুশান্তি ইন্দ্র ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সপ্ত তনয় এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। অজ, পরশু ও দিব্য ঔত্তমিমনুর পুত্র ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়) ৪। ঔত্তমমনুর সময়ে সুধামান, দেব, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য দেবতা-দের এই পাঁচটী গণ ছিল। প্রত্যেকগণে দ্বাদশটী দেবতা ছিলেন। সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম,

ক্ষাম, ধৃতি, স্মৃতি, ঈশ, উর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান এই দ্বাদশটী দেবতা সুধামাগণ। সহস্রধার, বিশ্ব্যাতা, শতধার, বৃহৎ, বসু, বিশ্বপা, বিশ্বকর্ম্মা, মনস্বী, বিরাটযশা, জ্যোতি, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্ এই দ্বাদশ দেবতা দেবগণ। বসু, ধিষ্ণ, বিবস্ব, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতকর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান ইহারা প্রতর্কনগণ। হংসেশ্বর, অহিহা, প্রতর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, হব্যবাহ, হুতাশন, সুচিত্ত ও সুনয়, এই দ্বাদশজন শিবগণের অন্তর্গত। দিকৃপতি, বাকৃপতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, চর্চ্চোষা, মুহু বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশজন সত্যগণ। অজ, পরশু, দিব্য, নয়, দিব্যৌষধি, বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔবিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সবল ও শুচি এই চতুর্দ্দশ জন ঔত্তম মনুর পুত্র। তাঁহাদের দ্বারাই ক্ষত্রবংশ বিস্তৃতি লাভ করে। (বায়ু)।

ঔদার্য্য ঔদার্য্য, আয়ু, দনু, দক্ষ, দর্ভ, প্রাণ, হবিষ্মান্, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। (বায়ু)।

ঔপগব—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের এক প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

ঔপমন্যব—ঔপমন্যুর তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, কেকয়, নন্দন রাজর্ষি অশ্বপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (ছান্দ্যো)। অশ্বপতি দেখ।

ঔপমন্যু—ব্রহ্মা, গয়াসুর শরীরে যজ্ঞ করিবার জন্য বহু ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে ঔপমন্যু একজন (বায়ু)।

ঔদল—কুশিক গোত্রিয় মহর্ষি উদল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (স্কন্দ)।

ঔদুম্বরী—গন্ধর্ব্বরাজ পর্ব্বতের কন্যা ঔদুম্বরী। তিনি নারদ নামক গন্ধর্ব্বের শাপে ভূতলে দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নী সত্যভামার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে পিতামহ ব্রহ্মার বরে শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ)।

ঔপলোম—বশিষ্টবংশীয় ঔপলোম একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি, তাহাদের প্রবর একটি—বশিষ্ঠ। (মৎ)।

ঔপস্থল—বশিষ্ট বংশীয় ঔপস্থল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের প্রবর তিনটী—বশিষ্ট, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন। (মৎ)।

ঔপহার—বিশ্বামিত্র বংশীয় ঔপহার একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও

উদ্দাল এই তিনটী প্রবর। (মৎ)।

ঔপোদিতেয়—মহর্ষি ঔপদিতেয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ঋষি ছিলেন। (শতপ—ব্রা)।

ঔর্ণবাভ—বৈদিকযুগে প্রাচীনকালে দস্যু নামে একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। দস্যুর তনয় পিপ্রু, স্ববিন্দ, অনর্শনি, অহীশুব, ঔর্ণবাভ ও বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করিয়া ছিলেন। (ঋগ)। অহীশুব দেখ।

ঔর্ব্ব—(১) পূর্ব্বকালে বৈদিক যুগে *ঔর্ব্ব নামে এক মহর্ষি ছিলেন।* তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বশিষ্ঠ তনয় ঔর্ব্ব, কাশ্যপবংশীয় স্তম্ভ, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন এই কয়জন সপ্তর্ষি এবং তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। ঔর্ব্ব ঋষির পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। (হরি)। ইক্ষ্বাকু বংশীয় বাহু, শক, যবন, পারদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রমে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার স্ত্রী সগরকে প্রসব করেন। ঔর্ব্ব তাঁহার জাত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (হরি)। মহর্ষি ঔর্ব্ব ব্রহ্মার উরু হইতে জন্ম-গ্রহণ করেন বলিয়া, ঔর্ব্ব নামে খ্যাত হন, ঔর্ব্বের জানু হইতে কন্দলি নামে তাহার এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যাকে তিনি মহর্ষি দুর্ব্বাসার হস্তে সম্প্রদান করেন। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের স্ত্রী আরুষীর উরু ভেদ করিয়া ঔর্ব্বরে জন্ম হয়। আরুষী মনুর কন্যা ছিলেন। ঔর্ব্বের তনয় ঋচীক। (মহাভা)। (৪) অতি পূর্ব্ব-কালে কৃতবীর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার বংশীয়েরা ধনলোভে তাঁহাদের পুরোহিত ভৃগুবংশীয়-*দিগের অনেককে নিহত করেন।* ভার্গব পত্নীরা বিধবা হইয়া হিমালয়-প্রদেশে গমন করে সেখানেও কৃতবীর্য্য বংশীয়েরা গমন করিয়া সেই বিধবা ললনা দিগকে নিহত করিতে সমুদ্যত হন। ইতি মধ্যে এক বিধবা ভার্গব রমণীর উরু ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব নামে এক ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে রাজ পুত্র-দিগকে অন্ধ করেন, পরে মাতার অনুরোধে মুক্তি দেন। পরে তিনি সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে মনন করিয়া বহির্গত হন। কিন্তু পিতৃ পুরুষের অনুরোধে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অগ্নি তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সেই অগ্নিই বাড়বানল নামে খ্যাত হইয়াছে। (মহাভা)।

পূর্ব্বকালে দারুক নামে এক রাক্ষস ছিল। তাহার পত্নীর নাম ছিল দারুকা। তাঁহারা পার্ব্বতীর বর প্রভাবে লোকের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন করিত। মর্ম্ম পীড়িত লোক সকল মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রয় লইলে, তিনি রাক্ষস দারুককে সমুদ্রে তাড়াইয়া দেন। (শিব)। একবার দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়, সেই সময় হিরণ্যকশিপুর পরামর্শে মহর্ষি ঔর্ব্ব কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহার তপস্তায় জগত তাপিত হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিয়া দারপরিগ্রহার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষি ঔর্ব্ব হুতাশনে চরণ প্রবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি কুশ পত্র দ্বারা পুত্র প্রসবের অরণি সেই উরুতে মথিত করিলেন। সহসা সেই উরু ভেদ করিয়া এক অনল উত্থিত হইল। সেই ঔর্ব্ব অগ্নি পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। এবং তিনিই বাড়বাগ্নি নামে খ্যাত। (পদ্ম)।

ঔর্ব্বলোমশ—মহর্ষি ঔর্ব্বলোমশ এক জন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। (হরি)।

ঔলান—অগ্নি, ঔলান্ নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদের নিকট সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

ঔশন—উশনা ঋষির পুত্র ঔশন। ঔশন; স্বীয় পিতা উশনা কর্ত্তৃক বিবৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্র শৌনকাদি ঋষির নিকট বলিয়াছিলেন। এবং তাহাই উশনসংহিতা নামে খ্যাত হয়। (উশ)।

ঔশনস—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতিপদে বৃত হইলে ঔশনস তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রুদ্রকে প্রদান্ করেন। (বাম)।

ঔশিজ—১। বেধস, ভারদ্বাজ, অম্বরীষ, গার্গ্য, ঔশিজ, অজমীঢ়, ঋষভ প্রভৃতি অঙ্গিরার তেত্রিশজন পুত্র মন্ত্র প্রণেতা ছিলেন। (ব্রহ্মা)। ২। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবাম্বুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র ও সুবল এই তেরজন উত্তম মনুর পুত্র। (ব্রহ্মা)। উত্তম দেখ।

ঔষ—অগ্নিষ্ক দেখ।

ঔষজিতি—অঙ্গিরাবংশীয় ঔষজিতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী। (মৎ)।

ঔষধী—গায়ত্রীদেবী উত্তরকুরু প্রদেশে ঔষধীদেবী নামে পরিচিত। (পদ্ম)।

ক

ক—প্রজাপতির অন্যনাম "ক"। (মৎ)।

কংস—(১) জ্যামঘ বংশীয় নৃপতি আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুধনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান নামে নয় পুত্র এবং কংসা, কংসাবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা, নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। একদা নারদ স্বর্গলোক হইতে মথুরায় কংসভবনে আগমনপূর্ব্বক কংসকে বলিলেন,— *হে উগ্রসেননন্দন!* বৈকুণ্ঠে শুনিয়া আসিয়াছি যে বিষ্ণু তোমার বিনাশের নিমিত্ত তোমার ভগিণী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি সাবধান হও। ইহা শুনিয়া কংস তাঁহার অনুচরবর্গকে বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার করিতে আদেশ দেন, এবং অমাত্যবর্গকে দেবকীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করেন। (৩) কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র। একদা উগ্রসেন পত্নী রজস্বলা অবস্থায় কৌতূহলবশতঃ সুযামুন পর্ব্বত দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সৌভপতি দানব দ্রুমিলও তথায় গমন করেন। দ্রুমিল উগ্রসেনের রূপ ধরিয়া উগ্রসেনের পত্নীর সহিত উপগত হন। এবং সেই গর্ভেই কংস জন্মগ্রহণ করেন। কংস দেবকীর গর্ভজাত ছয়টী সন্তানকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করেন। সপ্তম গর্ভ রোহিনীর উদরে সংস্থাপিত হয়। অষ্টমগর্ভজাত কৃষ্ণকে বসুদেব,নন্দঘোষের সন্তান যোগমায়ার সহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া আনেন। কংস এই বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই। যোগমায়াকেই দেবকীর গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া বধ করিবার জন্য প্রস্তরে নিক্ষেপ করেন। প্রস্তরে পতিত হইয়া যোগমায়া আকাশপথে অন্তর্হিত হন। সেই সময়ে তিনি কংসকে বলিয়া যান "তোমাকে যে বধ করিবে, সে ব্রজে বর্দ্ধিত হইতেছে"। ইহাতে কংস খুব বিচলিত হন। কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেই বলরাম রোহিনীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কংস কৃষ্ণের জন্মের বিষয় অবগত হইয়া প্রথমে পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে ও তৎপরে প্রলম্ব, অরিষ্টকেশী প্রভৃতি দৈত্যগণকে শ্রীকৃষ্ণের বধের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহারা

সকলেই শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। পরে কংস তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মথুরায় আনয়ন করিতে অক্রূরকে প্রেরণ করেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্ব্বক প্রথমেই কংসের রজকের নিকট হইতে কংসের জন্য রঞ্জিত বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। পরে মালাকর হইতে মালা ও কুব্জা হইতে অনুলেপন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কংস এই সমুদয় শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহদ্বারে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে মহামাত্র হস্তীপকের সহিত স্থাপিত করেন। কংস এই আদেশও দিয়াছিলেন যে আবশ্যক বোধ করিলে সে যেন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতেও দ্বিধা না করে। কিন্তু তাহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ইহাতে কংস অতিশয় রুষ্ট হইয়া তাঁহার চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে তাঁহাদের সহিত মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত নিয়োগ করেন। কিন্তু এই মল্লদ্বয়ও শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া মল্লক্ষেত্রে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করেন। কংস মগধের রাজা জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামক কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। এবং বিবাহের পরেই স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। (হরি)। ৫। বিষ্ণুপুরাণ মতে উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান। বসুদেব ও দেবকীর বিবাহের পর কংস সারথী হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। ইহা শুনিয়া দেবকীকে হত্যা করিবার জন্য কংস খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকেই কংসকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে দেবকীর গর্ভজাত কীর্ত্তিমান, সুষেন, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদম ও ভদ্রদেহ নামক ছয় পুত্রকে কংস বধ করেন। ছয় পুত্র নিহত হইবার পর যোগনিদ্রা, দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করেন ও দেবকীর গর্ভ নষ্ট

হইয়াছে বলিয়া প্রচার করেন রোহিণী যথাসময়ে বলরামকে প্রসব করেন। তাহার কিছুকাল পরে ভাদ্রের শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন এবং সেই রাত্রিতেই নবমী তিথিতে নন্দ গোপের স্ত্রী যশোদা যোগ-নিদ্রাকে প্রসব করেন। বসুদেব কংসের ভয়ে সেই রাত্রিতেই যশোদার সন্তান যোগনিদ্রার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বদল করিয়া আনেন। কংস যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দেবকীর সন্তানদের বধ করিয়া কোনও ফল হয় নাই। তখন তিনি দেবকী ও বসুদেবকে কারামুক্ত করিয়া দেন। কিছুকাল পরে কংস নারদ মুখে অরিষ্ট, ধেনুক, প্রলম্ব প্রভৃতি দৈত্যের শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন বার্ত্তা, গোবর্দ্ধন ধারণ, কালিয়নাগ দমন, যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষের পতন, পূতনার বিনাশ প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া বিনাশ করিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরাজিত হন। (বিষ্ণু)। ৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে মায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। কংস একবার অতি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় পুরোহিত সত্যকের পরামর্শে ধনুর্ম্মখ নামক যজ্ঞে দীক্ষিত হন। এই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ আগমনপূর্ব্বক কংসকে বিনাশ করেন। ৭। মৎস্য পুরাণ মতে উগ্রসেনের নয় পুত্রের নাম কংস, নগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিদ। কন্যাগণের নাম কংসা, কংসাবতী, সুতন্তু, কঙ্কা ও রাষ্ট্রপালী। ৮। কংস বার্হদ্রথ রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহদেবা ও অনুজা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। (মহাভা)। উগ্রসেন দেখ।

কংসকার—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে কুম্ভকার, কংসকার প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (ব্রহ্মবৈ)।

কংসবতী—মথুরাপতি উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কাংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা নাম্নী পাঁচ কন্যা ছিল। (হরি)।

কংসা—উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা ও কংসের ভগিনী (বিষ্ণু)। অজভূ ও কংস দেখ।

কংসাবতী—উগ্রসেনের অন্যতমা

কন্যা। কংসের ভগিনী। (বিষ্ণু; হরি)। অজভূ ও কংস দেখ।

কংসারি—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। (হরি)।

কংসারেশ্বর—সরস্বতী তীরে মহর্ষি পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক কংসারেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। (স্কন্দ)।

ককন্ধ—বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে অট্টহাস নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। ককন্ধ, সমন্ত, বর্ব্বরী ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই ধ্যানশীল নিয়ত-নিয়মী ছিলেন। (লি)। অট্টহাস দেখ।

ককুৎস্থ—১। বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র, ইক্ষ্বাকুর পৌত্র, বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ। পুরাকালে দেবাসুর সমরে তিনি বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অসুরগণকে জয় করিয়া ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ইহার পুত্র অনেনা। অনেনার পুত্র পৃথু। (হরি)। অরিনাভ দেখ। ২। ঘৃতাচী অপ্সরা ইন্দ্র শাপে গোনাম্নী ককুৎস্থ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি তৃপ্তির অবসান অন্বেষণপূর্ব্বক চৈত্ররথ বনে তাঁহার সহিত বহুকাল বিহার করেন। (হরি)। ৩। কূর্ম্ম ও মৎস্য পুরাণ মতে ককুৎস্থের পুত্র সুযোধন। ৪। ইক্ষ্বাকুর তনয় শশাদ, শশাদের তনয় ককুৎস্থ এবং ককুৎস্থের তনয় অনেনা। (মহাভা)। ৫। মহারাজ রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য ভগীরথের পুত্র। ককুৎস্থের পুত্র প্রবৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খন, শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। (রামা)। ককুৎস্থের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস দেখ। (রামা)।

ককুদ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে ভানু, লম্বা, ককুদ প্রভৃতি দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ককুদের গর্ভে সঙ্কট উৎপন্ন হয়। (ভাগ)

ককুদা—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে, ভানু, লম্বা, ককুদা, ভূমি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা ও সংকল্পা, এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে ককুদার পুত্র শকট। শকটের পুত্র কীকট। (স্কন্দ)। দক্ষ দেখ।

ককুদ্বতী, ককুদ্মতী—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের স্ত্রী ককুদ্বতী। এই ককুদ্বতী প্রদ্যুম্নের মাতুল রুক্মীর কন্যা ছিলেন। (বিষ্ণু)।

ককুদ্মী—১। ইক্ষ্বাকু বংশীয়

রেবের পুত্র রৈবত, ককুদ্মী নামে খ্যাত ছিলেন। রৈবতের কন্যা রেবতী বলরামের পত্নী ছিলেন। (লি)। কন্যায় বিবাহ দিয়া রৈবত, তপস্যার্থ নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। (ভাগ)।

ককুপ—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। (স্কন্দ)। ধর্ম্ম দেখ।

কঙ্ক—যদু বংশীয় একজন রাজা। (মহাভা)।

কক্ষক—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র কক্ষক। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। (মহাভা)।

কক্ষসেন—রাজা কুরুর প্রপৌত্র, অবিক্ষিতের পৌত্র, পরীক্ষিতের পুত্র কক্ষসেন। তিনি বশিষ্টকে ধনদান করেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হয়। (মহাভা)। ২। মহর্ষি কক্ষসেনের পুত্র অভিপ্রতারী একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)

কক্ষীব—জনৈক নরপতি। তিনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (অজমীঢ় দেখ)।

কক্ষীবান্—দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ)। ২। উশিজের পুত্র বৃদ্ধ কক্ষীবান্‌কে ইন্দ্র বৃচয়া নাম্নী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। (ঋগ)। অমৃত দেখ। ৩। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ রাজর্ষি স্বনয়ের কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

কক্ষেয়ু—পুরুবংশীয় নৃপতি রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচী গর্ভে কক্ষেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র ও রুদ্রা প্রভৃতি দশকন্যা জন্মে। কক্ষেয়ুর সভানর, চাক্ষুষ ও পরামন্যু নামে তিন পুত্র জন্মে। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কালানল। (হরি, ভাগ)। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র পুরুর বংশে ধুন্দু হইতে বহুবিধ জন্মগ্রহণ করেন। বহুবিধের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহমবর্চ্চা। রহমবর্চ্চার পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের ঘৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ঔচেয়ু, ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, সনেয়ুক, ধৃতেয়ু, বিনেয়ু, স্থলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু, ও পুণ্যেয়ু নামে দশ পুত্র জন্মে। (মৎ)। ঔচেয়ু দেখ।

কঙ্ক—(১) যদুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেন হইতে কংস, কঙ্ক প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। (কংস দেখ)। এবং কংসা কংসাবতী প্রভৃতি পাঁচ কন্যাও জন্মে। (বিষ্ণু)। (২) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কঙ্ক, কংসের ভগিনী কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

(৩) মহারাজ যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ ভবনে কঙ্ক নামে আত্মগোপন করিয়া একবৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

কঙ্কন—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত স্থতার, মদন, স্থহোত্র, কঙ্কন, লোকাক্ষি নামে পাঁচজন মহাদেবের অবতার হইয়াছিলেন। (কূর্ম)। ২। শ্বেতকল্পীয় কলির আদিতে কঙ্কন নামে একজন যোগেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (স্কন্দ)।

কঙ্কনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। (মহাভা)।

কঙ্কনি—নাগ বিশেষ। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। (লি)।

কঙ্কনীল—বাস্থকী, কঙ্কনীল, তক্ষক প্রভৃতি দ্বাদশ জন নাগ পর্য্যায় ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। (বাস্থকী ও অশ্বতর দেখ) রসাতল নামক পাতাল স্থপর্ণ, বাস্থকী, প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। (কূর্ম)।

কঙ্কপক্ষী—ক্রোধের কন্যা স্থরমা হইতে কঙ্কপক্ষীর জন্ম হয়। (মহাভা)।

কঙ্কা—১। মথুরাধিপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা কঙ্কা। কংস ও অক্রুর দেখ। (হরি)। ২। যদু বংশীয় শূরের ঔরসে ও মারিষার গর্ভে বস্থদেব, কঙ্ক, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। এই কঙ্ক উগ্রসেনের কন্যা কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে। (ভাগ)।

কঙ্কালকেতু—কপালকেতু দানবের পুত্র। তিনি বিদ্যাধর কন্যা মদন গন্ধিনীকে হরণ করিয়া ছিলেন। (স্কন্দ)। গন্ধিনী দেখ।

কঙ্কালভৈরব—কাশীস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কঙ্কী—যদুবংশীয় নৃপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা কংস দেখ। কংস প্রভৃতি নয়জন ইঁহাদের ভ্রাতা ছিলেন। (বিষ্ণু)।

কঙ্কেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ- (স্কন্দ)।

কঙ্ক—বরাহকল্পের পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব কঙ্ক নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নামে, মহাভাগ, যোগশ্বর, দৃঢ়-ব্রত ও শুদ্ধযোনী স্বরূপ চারি শিষ্য ছিলেন। (লিঙ্গ)।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। এক সময়ে দেবতা ও

অসুরগণের মধ্যে রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য এক মন্ত্র জানিতেন, তাহার বলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত অসুরগণকে আবার পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতে পারিতেন। বৃহস্পতি ঐরূপ কোনও মন্ত্র জানিতেন না দেবতাদের অনুরোধে কচ ঐ বিদ্যা শিখিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শুক্রাচার্য্য ও তৎকন্যা দেবযানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অসুরেরা কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, শৃগাল কুক্কুরের আহার্য্যার্থ প্রদান করেন। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে কচকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে অসুরেরা আবার তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ চূর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে। এইবারও দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহার জীবন দান করেন। ইহার পর আরও একবার অসুরগণ তাঁহাকে বধ করে। এইবার তাহারা কচের অস্থিভস্ম সুরার সহিত মিশাইয়া শুক্রাচার্য্যকে পান করাইল। শুক্রাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়া উদরস্থ কচকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া, স্বয়ং মৃত হইয়া কচকে জীবন দান করেন। এইবার কচ জীবন লাভ করিয়া মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে শুক্রচার্য্যের জীবন দান করেন। অভিষ্ট বিদ্যালাভ হইলে, কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া আসিতে চাহিলে, দেবযানী কচকে স্বামীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও কচ দেবযানীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন যে, মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হইবে না। কচ ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলেন, যে-হেতু তুমি অন্যায়রূপে শাপ দিয়াছ, তজ্জন্য এই মন্ত্র আমার পক্ষে ফল-দায়িনী না হইলেও আমি যাহাকে শিক্ষা দিব তাহার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে, এবং আমি তোমাকে এই প্রতিশাপ দিতেছি কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান তোমাকে বিবাহ করিবে না। যযাতি ও দেবযানী দেখ। (মহাভা)।

কচ্ছপ—১। বিষ্ণুপুরাণ মতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শুনঃশেফ, মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও

হারীতক নামে সাত পুত্র জন্মে। ২। হরিবংশের মতে বিশ্বামিত্রের প্রধান চৌদ্দজন পুত্রের মধ্যে কচ্ছপ একজন। বিশ্বামিত্র ও অষ্টক দেখ।

কটকেশ্বর—হিমালয়ে গৌরী কটকেরশ্বর শিব স্থাপন করেন। (স্কন্দ)।

কটপুতনা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগীনীর অন্যতমা। (স্কন্দ)।

কঠ—মহর্ষি কঠ একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি ছিলেন। (হরি)।

কণাদ—কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা ঈশ্বর ভক্তিতে শিথিল-বিশ্বাস হইয়া মহর্ষি নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হন। তাপস শ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ তাঁহাদের সংশয় দূরীভূত করেন (কূর্ম্ম)।

কণাদেশ্বর—কাশীস্থিত এক শিব লিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহাভা)।

কণিত্র—মনুবংশীয় নৃপতি প্রজানির পুত্র। কণিত্রের পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয় আবিবিংশ। (বিষ্ণু)।

কণিষ্ঠগণ—চতুর্দ্দশমনু ভৌত্যমনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচী। চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কণিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে অগ্নিবাহু শুচী, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, মুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। উরু, গভীর, ব্রধ্ন প্রভৃতি মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। (বিষ্ণু)। সপ্তর্ষি দেখ।

কণীত—নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র কণীত, মহর্ষি অশ্বের পুত্র বশকে বহুধন দান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

[illegible]—ভজমান বংশীয় প্রতিক্ষেত্রের তনয় হৃদিক, হৃদিকের তনয় কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, দেবার্হ, নাভ, ভীষণ, মহাবল, অজাত, বলজাত, কণীয়ক ও করম্ভক এই দশজন। তন্মধ্যে দেবার্হের তনয় কম্বলবর্হিষ এবং কম্বলবর্হিষের তনয় অসমঞ্জা। (মৎ)। অজাত দেখ।

কণ্টকিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কণ্টকিনী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কণ্টেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ)।

কণ্ডক—শিবের অন্যতম অনুচর কণ্ডক। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি কোটি স্বীয় গণসহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কণ্ডরীক—মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ডরীক সাতজন্ম জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ নারায়ণের অনুগ্রহে যোগ সিদ্ধিলাভ করেন। (মহাভা)। পাঞ্চাল রাজ ব্রহ্মদত্তের বাভ্রব্য ও কণ্ডরীক মন্ত্রী ছিলেন। বাভ্রব্য কামশাস্ত্রের প্রণেতা এবং কণ্ডরীক ধর্ম্মাত্মাও বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (মৎ)।

কণ্ডু—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগে মহর্ষি কণ্বের পুত্র মহাভাগ, সত্যবাদী, অত্যন্ত অমর্ষশীল, দুর্দ্ধর্ষ নিয়মাবলম্বী, তপোধন কণ্ডু বাস করিতেন . সেই বনে তাঁহার দশম বর্ষীয় বালক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু ধর্ম্মাত্মা কণ্ডু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎবন দুষ্প্রবেশ্য, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি বর্জ্জিত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে! (রামা)। ২। মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ আদেশ পালনের জন্য গোহত্যা করিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ডু এই গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, "কৃতাঞ্জলি পুটে শত্রুও শরণাগত হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাকে রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। (রামা)। মহর্ষি কণ্ডু গোমতীর তীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। অবশেষে তিনি গর্ভাবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ তপস্যার্থে গমন করেন। এদিকে প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষদের উপর মোচন করেন। বৃক্ষদের রাজা সোম সেই নব প্রসূতা মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রচেতা নামক দশভ্রাতার সহিত পরিণিতা করেন। (বিষ্ণু, ভাগ)। ৩। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। (স্কন্দ)।

[ক]ণ্ডুতি—দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

[ক]ণ্ব—১। মহর্ষি কণ্বের পুত্র কণ্ডু। (রামা)। মহর্ষি কণ্ব পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে একবার অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)। ২। পুরু বংশীয় নরপতি প্রতিরথের পুত্র [ক]ণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, এই কণ্ব

হইতে কাণ্বায়ন গোত্রীয় দ্বিজগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কণ্ব, মৌদগল্য প্রভৃতি অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। কণ্বের কন্যা ঈলিনী। (হরি)। ৩। কণ্ব স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বাজসনী সংহিতা অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি কণ্ব, বিশ্বামিত্রের মেনকা গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলাকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। এবং দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভরতের জাত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। (ভাগ)। ৪। মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি দেবভূতির মন্ত্রী ছিলেন কণ্ব। এই কণ্ব স্বীয় প্রভুকে সংহারপূর্ব্বক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা কণ্ব বংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন। এবং মগধে তিন শত পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। কণ্বের পুত্র বসুদেব। (ভাগ)। ৫। পুরুবংশীয় নরপতি আজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব। (বিষ্ণু)। নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে কণ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। (মৎ)। ৬। পুরুবংশীয় নৃপতি প্রতিরথের (হরিবংশের মতে-অপ্রতিরথের) পুত্র। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই কণ্ব হইতেই দ্বিজগণ কাণ্বায়ণ গোত্র হন। কণ্বের ইলিনী নামে এক কন্যা ছিলেন। (বিষ্ণু, হরি)। ৭। ভরত বংশীয় নৃপতি হস্তির অন্যতম পুত্র অজমীঢ় তাঁহার নীলিনী, ভামিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে চারিপত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে কেশিনীর কণ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। বিষ্ণুপুরাণ মতে অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব ও বৃহদিষু। (মৎ)। ৮। কণ্ব ঋষি পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৯। কণ্ব নামক জনৈক মহর্ষি নরপতি দুর্জ্জয়ের গুরু ছিলেন। (কূর্ম্ম) ১০। যবক্রিত, রৈভ্য, অর্চ্চাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্ অঙ্গিরার পুত্র বর্গ ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সাতজন মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল, ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। (মহাভা)। ১১। মহর্ষি কশ্যপের পুত্র কণ্ব মুনি। (মহাভা)। ১২। মহর্ষি ঘোরের পুত্র কণ্ব। তিনি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। কণ্বের পুত্র মেধ্যাতিথি, মেধাতিথি ও প্রস্কন্ন। স্বীয় পিতার ন্যায় প্রস্কন্ন প্রভৃতিও

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেন। একবার অসুরগণ মহর্ষি কণ্বকে একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করেন। (ঋগ)। ১৩। অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ নৃসদের পুত্র কণ্ব, অগ্নি প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ১৪। যযাতি বংশীয় রন্তিনারের পৌত্র ও অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। অমৃত দেখ। ১৫। পূর্ব্বে শাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তনয় ত্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের তনয় কণ্ব অতিশয় মন্দমতি ছিলেন। অনেক পাপকর্ম্ম করিয়া অবশেষে সোমতীর্থে যাইয়া অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। (স্কন্দ)।

কত—বিশ্বামিত্রের অন্যতমপুত্র মহর্ষি কত ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন। (ঋগ)।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (হরি)।

কত্য—মহর্ষি কত্যের পুত্র কাত্যায়ণ কবন্ধী, মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্ম-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (ঋগ)।

কথক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহা-বল সম্পন্ন পর্ব্বতগণ, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাপতি প্রদান করিয়াছিলেন, কথক তাঁহাদের একজন ছিলেন। (মহাভা)।

কথাজব—বাষ্কল নামক ঋষি তিন খানা সংহিতা রচনা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)।

কদম্বমালা—শ্রীরাধিকার অন্যতমা সহচরী। (ব্রহ্মবৈ)।

কদ্রু, কদ্রূ—১। দক্ষ কন্যা ক্রোধ-বসার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে কদ্রু প্রভৃতি দশ কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে কদ্রু সর্পসকলকে প্রসব করেন। (রামা)। সুতরাং রামায়ণ মতে কদ্রু কশ্যপের কন্যা। ২। দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কশ্যপ, অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা এই ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অপরিমিত বলশালী অনেক মস্তক কাদ্রবেয় নাগগণ গরুড়ের বশীভূত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বাসুকী, তক্ষক, শেষ, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। (হরি)। ৩। দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার

মধ্যে বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী এই চারি জনকে তাক্ষ্য বিবাহ করেন। (ভাগ)। ৪। কদ্রুর কন্যা মনসা দেবী জরৎকারু মুনির পত্নী ছিলেন। তাঁহাদেরই পুত্র মহর্ষি আস্তীক। (ব্রহ্মবৈ)। ৫। একদা অদিতি স্বীয় স্বামী কশ্যপের অভিলাষিনী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন, কশ্যপ তাঁহার সপত্নী কদ্রুর সহিত বিহার করিতেছেন। ইহাতে কুপিত হইয়া তিনি কদ্রুকে 'মানব যোনীতে জন্ম গ্রহণ কর' বলিয়া, অভিশাপ দেন। কদ্রুও অদিতিকে প্রতিশাপ দিলেন। তদনুসারে কদ্রু রোহিনী এবং অদিতি দেবকী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৬। কদ্রু ও বিনতার প্রতি কশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছুক হইলে, কদ্রু সমান বলশালী সহস্র পুত্র ও বিনতা তাঁহাদের চেয়ে বলশালী দুই পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে যথাকালে কদ্রু সহস্র অণ্ড ও বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। কদ্রুর সহস্র অণ্ড হইতে নাগগণ, জন্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার একটী অণ্ড অকালেই ভগ্ন করিলেন। তাহা হইতে অসম্পন্ন অঙ্গ, অরুণ জন্ম গ্রহণ করেন। মাতার দোষে অঙ্গহীন হওয়ায় মাতার প্রতি ক্রোদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বিমাতা বিনতার দাসী হইবে' বলিয়া শাপ দেন এবং গরুড় তাঁহাকে শাপ মুক্ত করিবেন বলেন। একদিন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব কদ্রু বিনতার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তখন কদ্রু, বিনতাকে সেই অশ্বের কিরূপ বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন। ও বিনতা শ্বেতবর্ণ বলিলে, কদ্রু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ইহার পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ। এইরূপে বিতর্কের পর তাঁহারা পণ রাখিলেন যাঁহার কথা মিথ্যা হইবে, তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু তাঁহার পুত্রগণকে শিখাইয়া রাখিলেন যে, তাঁহারা যেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে লম্বমান থাকিয়া তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দেয়। তদনুসারে তাঁহারা তাহাই করিলেন। পর দিন কদ্রু ও বিনতা সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিলেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ সুতরাং বিনতা তাঁহার দাসী হইলেন। দীর্ঘকাল পরে গরুড় জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করেন (মহাভা—আদি)। ৭। দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি

দিতি, কদ্রু প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। (দক্ষ দেখ)। কদ্রুর গর্ভে অনেক বলশালী, বহু মস্তকবিশিষ্ট কাদ্রবেয় নাগগণ জন্ম গ্রহণ করেন। কাদ্রবেয়গণ গরুড়ের বশীভূত ছিলেন। (হরি,) বিষ্ণু)। ৮। এই কদ্রুর, গর্ভেই যাবতীয় তপস্বিনীর শ্রেষ্ঠা মহাতেজস্বিনী মনসাদেবী জন্ম গ্রহণ করেন। জরুৎকারু মুনি এই মনসা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। আস্তিক মুনি তঁহাদেরই সন্তান। (ব্রহ্মবৈ)। ৯। কদ্রুর সন্তানগণের মধ্যে নিম্নলিখিতেরা প্রধান ছিলেন। অনন্ত, বাসুকী, ধনঞ্জয়, কর্কোটক, তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শাঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মুখ, বল, গোক্ষ গোকামুখ, বিরূপ, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, মহানীল, মহাকর্ণ, বলাহক, কুহর, পুষ্প, দংষ্ট্র, সুমুখ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা, মনি, মহাশঙ্খ, শ্বেত, পতঞ্জলি, শুভানন, বাহুল, ফণিত ও নাগ। (বিষ্ণু, হরি, লিঙ্গ)। ১০। বরাহপুরাণ মতে অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক এই এই আট জন কদ্রুর তনয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে এই নাগগণকে দুগ্ধ দ্বারা তর্পন করে, নাগগণ তাহাদের মিত্র হইয়া উঠেন। ১১। ভাগবত মতে দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে বিনতা, কদ্রু পতঙ্গ ও যামিনী, এই চারিজনকে তার্ক্ষ্য ঋষি বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিতাড়িত কালিয়নাগ এই কদ্রুরই পুত্র। আপ্ত ও আপূ রণদেখ।

কনক—যদু বংশীয় নরপতি দুর্দ্দমের পুত্র কনক। কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতকর্ম্মা ও কৃতাগ্নি নামে কনকের লোক বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল। এই কৃতবীর্য্যের তনয় অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত ছিলেন। (হরি)। অন্ধক ও কৃতকর্ম্মা দেখ।

কনকধ্বজ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম কনকধ্বজ। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হয়েন। (মহাভা)।

কনকা—বহূদক তীর্থে নন্দ ভদ্রা নামে এক শিবভক্ত বণিক ছিল। তাহার সাধ্বী স্ত্রীর নাম কনকা। (স্কন্দ)।

কনকায়ু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কনকায়ু। (মহাভা)।

কনকাপীড়—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য,

বসু, রুদ্র, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, কনকাপীড় তাঁহাদের অন্য-তম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কনকাবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরীরূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়া-ছিলেন। কনকাবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কনবক—বৃষ্ণিবংশীয় দেবমীঢ়ূষের পুত্র শূর। শূর হইতে ভোজবংশীয়া মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশপুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা, ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। (হরি)। অনাধৃষ্টি দেখ।

কন্দরমালী—দৈত্য কন্দর মালীর কন্যার নাম দেববতী। তাঁহার সহিত মহর্ষি ঋতধ্বজের তনয় জাবালির বিবাহ হয়। (বাম)।

কন্দরা—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপাতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী-রূপে যে সকল মাতৃকাগণ গমন করিয়াছিলেন, কন্দরা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কন্দর্প—কামদেবের অন্য নাম। (কামদেব দেখ)।

কন্দলী—১। দক্ষের সাতটি কন্যার মধ্যে কন্দলী প্রভৃতি একাদশটিকে রুদ্রদেব বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈ) ২। ব্রহ্মার পৌত্রী ও উর্ব্বের কন্যা কন্দলী। তিনি ব্রহ্মার জানু হইতে উৎপন্না হন। মহর্ষি উর্ব্ব ইঁহাকে দুর্ব্বাসার করে সম্প্র-দান করেন। দুর্ব্বাসা তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে "ভস্ম হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া কন্দর জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)।

কন্দুক—রাজা দিবোদাসের রাজত্ব কালে বারানসী নগরীতে কন্দুক নামে এক নাপিত ছিল। নিকুম্ভ নামে মহাদেবের অনুচর একদিন রাত্রিকালে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহাদ্বারা স্বীয় মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পূজা প্রবর্ত্তন করেন। (হরি)।

কন্দুকেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (কন্দ-কাশী)।

কন্দেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কন্দেশ্বর শিবের পূজা করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায়। (স্কন্দ-প্রভা)।

কন্দর্প—কামদেবের অন্যনাম। কামদেব দেখ।

কন্থক—মহর্ষি কন্থক একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। (মৎ)।

কন্তাভর্ত্তা—দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কন্তাভর্ত্তা। (মহাভা)।

*কপ—এক সময়ে কপ নামক অসুর*গণ স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দেবগণ নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হন। কপগণ ধনী নামে একজন দূতকে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক যুদ্ধে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত না হইয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (মহাভা-অনু)।

কপট—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভে কুপট, কপট, শরভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা-আদি)।

কপর্দ্দিনী—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব অনেক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কপর্দ্দিনী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)।

কপর্দ্দী—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা কপর্দ্দী। তিনি বায়ুগণের জনক বলিয়াও কথিত। পুষ্যাকেও এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (ঋগ)। ২ দক্ষের কন্যা সুরভি, মহাদেবের প্রসাদে তপপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া কশ্যপ হইতে অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত এই একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি)। অপরাজিত ও অজৈকপাদ দেখ। ৩। মহাদেবের অন্যতম অনুচর। (স্কন্দ-কাশী)।

কপর্দ্দীশ—মহাদেবের অতি প্রিয় পাত্র কপর্দ্দীশ নামে এক গণনায়ক কাশীতে ভগবান পিত্রীশের উত্তর ভাগে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া ইহার সম্মুখে বিমলোদক নামক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডের জলস্পর্শে মনুষ্যের মালিন্য দূর হইয়া থাকে। (স্কন্দ)।।

কপর্দ্দেয়—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দঃ ও আদ্য এই তিনটি প্রবর। (মৎ)।

কপালকেতু—জনৈক দানব। তাঁহার পুত্রের নাম কঙ্কালকেতু (স্কন্দ-কাশী)।

কপালভরণ—জনৈক রাক্ষস। তাঁহার পুত্রের নাম দুর্ম্মেধা এবং অপর চারি অনুজের নাম মাংসপ্রিয়, মদ্যসেবী, ক্রূরদৃষ্টি ও ভয়াবহ। তাহার শবভক্ষ্য নামে এক মন্ত্রী ছিল। দুর্ম্মতি কপালভরণ ব্রহ্মার বরে অতিশয় বলীয়ান্ হইয়া ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে

সানুচর ও মন্ত্রীসহ নিধনপ্রাপ্ত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কপাল মাত্রিকা } মহিষাসুরের সৈন্ত বিনাশ
কপাল মাতৃকা } করিবার জন্ত শিবের কপাল হইতে কতকগুলি প্রচণ্ডা মহাবলা মাতৃকা আবিভূর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহারাই কপাল মাতৃকা নামে খ্যাত। (স্কন্দ-আব)।

কপালমোচন—কাশীতে কপালমোচন নামে এক কপাল ভৈরব আছেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কপালস্ফোটন—সুকণ্ঠ নামক বিদ্যাধর তনয় সুদর্শন মহর্ষি গালবের কন্তা কান্তিমতীকে অমর্য্যাদা করিলে, গালবের শাপে প্রথম মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পরে কপালস্ফোটন নামক বেতালত্ব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তিনি নরাস্থিভূষণ নামক বেতাল ভূপতির সেনাপতি হইয়াছিলেন। চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের হস্তে নরাস্থিভূষণ নিহত হইলে, কপালস্ফোটন তাঁহারই পদে অধিষ্ঠিত হন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কপালহস্তা—কাশীস্থিতা চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

কপালী—ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিণী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাতে নিঋতি, সর্প, অজ, একপাৎ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন, সেনানী ও কপালী নামক, একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। (হরি) ২। ব্রহ্মার সহিত বিবাদ করিয়া মহাদেব নখাগ্র দ্বারা তাঁহার একটি মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলেন এবং সেই ছিন্ন মুণ্ড তাঁহার হস্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য তিনি কপালী নামে খ্যাত হন। (বাম)। অজৈকপাদ, অপরাজিত ও ক্রাথ দেখ।

কপালীশ—শিবের অন্যতম অনুচর। কপালীশ সাত কোটিগণ সহ শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কপালীশা—পাতাল প্রদেশের একস্থানের নাম অণ্ডকটাহ। সেখানে একবীরা দেবী বিরাজমানা। তাঁহারই অন্য নাম কপালীশা। (স্কন্দ-মাহে)।

কাপালীশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে কপালীশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান।(স্কন্দ-প্রভা)।

পালেশী—বহূদক তীর্থে কপালেশী নামক মহাতীর্থ বর্ত্তমান। (স্কন্দ-মাহে)।

পি—তামস মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, কপি, অকপি, জল্প ও ধীমান্ সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সাধা

নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। ২। অরুণ, তত্ত্বদর্শী, বিত্তমান্, কপি, হব্যপ, যুক্ত, নিরুৎসুক, সত্য নির্ম্মোহ ও প্রকাশক এই দশজন রৈবত মনুর পুত্র ছিলেন। (মৎ)। ৩। মহর্ষি কপির গোত্রোৎপন্ন, শুনকের পুত্র শৌনক একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। (ছান্দো)। ৪। জনৈক ক্ষত্রোপেত নরপতি। তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (মহাভা)। আজমীঢ়, একাদশরুদ্র ও অকপী দেখ।

কপিঙ্গক—যুদ্ধশীল গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি কপিঙ্গক পর্ব্বতে বাস করিতেন। (বরা)।

কপিঞ্জল—১। বশিষ্ঠ হইতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যনাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। (লি)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর দণ্ড ও কপিঞ্জলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)। ৩। বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি কপিঞ্জল একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, ভিগীবসু, ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ৪। কপিঞ্জল ইন্দ্রের অন্যনাম। পক্ষী বিশেষেরও নাম কপিঞ্জল। গৃৎসমদ ঋষি তাহাকে ইন্দ্ররূপে স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ)। ৫। ব্যাসদেব জাবালির কন্যা বটিকাকে বিবাহ করেন। বটিকা হইতে ব্যাসের নামক পুত্র জন্মে। (স্কন্দ-নাগ)

কপিবান্, কপীবান্—তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি জহ্নু, কপীবান্, ধাতা ও অকপীবান্, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। কপি ও একাদশ রুদ্র দেখ।

কপিভূ—মহর্ষি কপিভূ একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের অঙ্গিরা, তিত্তিরি ও কপিভূ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। অঙ্গিরা দেখ।

কপিমুখ—কার্ষায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর নামক পরাশর বংশীয় এই পাঁচজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)।

কপিল—১। সগর সন্তানগণ পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া পৃথিবী বিদারণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমরা

সগর সন্তানগণের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়াছি। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—এই বসুন্ধরা মাধবের মহিষী। তিনিই ইহার একমাত্র অধিপতি। তিনিই কপিল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতত ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কোপানলে সেই সকল দুর্বৃত্তগণ দগ্ধীভূত হইবে। সগর সন্তানেরা কপিল সমীপে যজ্ঞীয় অশ্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞদ্বেষ্টা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ কপিলের নয়ন বিনির্গত অগ্নিই তাহা-দিগকে ভস্মীভূত করিল। (রামা-আদি)। ২। কশ্যপ হইতে দক্ষ-প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে কপিল প্রভৃতি শতপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। ৩। ভরত বংশীয় নরপতি বিতথ হইতে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ, ও কপিল নামে পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ৪। যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী তারা হইতে কপিল নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কপিল বনে গমন করিয়াছিলেন। (হরি)। ৫। কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজা পতির অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবের নামধেয় শঙ্খপাল, কপিল, প্রভৃতি শত শত নাগ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। দক্ষ দেখ। প্রসিদ্ধ সাংখ্য দর্শনকার নারায়ণের পঞ্চম অবতার কপিল। ৬। মহর্ষি কপিল, কর্দ্দম, প্রজাপতির ভার্য্যা দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নয়টী সহোদরা ভগিনীও ছিল। (ভাগ)। ৪। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কপিল অসুর পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। (ভাগ)। ৮। বরাহ কল্পের অষ্টম দ্বাপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব দধিবামনরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কল এই চারিজন দধিবামনের পুত্র। তাঁহাদের সমান যোগীও জ্ঞানী তৎকালে পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। (লি)। ৯। স্বায়-ম্ভুব মনুর পৌত্র, প্রিয়ব্রতের অন্য-তম পুত্র জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, বেণুমান্ দ্বৈরথ, লবন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র স্বীয় স্বীয় নামীয় বর্ষের অধি পতি ছিলেন। (লি)। ১০। পুরু-বংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল ক্ষত্রিয় হইলেও পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু)। ১১। মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান শিক্ষাদিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম) মহর্ষি কপিলের স্ত্রীর নাম ধৃতি। তাঁহাকে সকল স্থানে সকলেই পূজা করেন। (ব্রহ্মবৈ) ১২। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)। ১৩। বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নাম ছিল কপিল। (মহাভা)। ১৪। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা সকলেই নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। (মহাভা)। ১৫। পুষ্কর তীর্থে কপিল নামে এক মহাযক্ষ দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাঁহার স্ত্রীর নাম উলুখলমেখলা। সে সর্ব্বদা দুন্দুভি বাজাইয়া ভ্রমণ করে। (রাম)। ১৬। ভরত বংশীয় পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের পুত্র মদ্‌গল, জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কপিল। এই পঞ্চপুত্রাধিষ্ঠিত জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। (মৎ)। অশেষ দেখ। ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশা রোহিনী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামক পঞ্চ পাবকের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কপিলের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ। তিনি অন্যান্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন। তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ। কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ তাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনিই সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তক কপিল নামক অগ্নি। (মহাভা)। কর্দ্দম দেখ। কপিল রাজর্ষি—প্রভাসতীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়া একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কপিলেশ্বর নামে খ্যাত। (স্কন্দপ্রভা)।

পিলা—মহর্ষি বহুপুত্র দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কপিলা, প্রভৃতি দুইটীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণু)। দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, দিতি, কপিলা প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। এই কপিলা হইতে অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরাগণ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, গো, অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

(মহাভা)। ২। মহর্ষি আসুরির পত্নী কপিলা অতি দয়াবতী ছিলেন। আসুরি পঞ্চশিখ নামক ঋষিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার পত্নী কপিলা এই শিষ্য বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্তন-দান দ্বারা লালন পালন করিয়া ছিলেন। (মহাভা)। দক্ষ দেখ

কপিলাক্ষ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি কপিলাক্ষ কাত্যায়নীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় প্রাণ রক্ষা করেন। (বাম)।

কপিলাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ধুন্ধুমারের শত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র ব্যতীত অপর সকলেই ধুন্ধুরাক্ষস হস্তে নিহত হন। (হরি)।

কপিলেশ—
কপিলেশ্বর— } বহুদক তীর্থে কপিল মুনি বহুকাল তপস্যা করিয়া একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কপিলেশ্বর লিঙ্গ। (স্কন্দ মাহে)। কপিল রাজর্ষি দেখ।

কপিশ—দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, ..., শকুনি, অয়োমুখ, কপিশ, প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। (মৎ)।

কপিষ্ঠল—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি কপিষ্ঠল। তাঁহার আর্যের প্রবর বশিষ্ঠ। (মৎ)।

কপীতর—মহর্ষি কপীতর একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর—অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটী। (মৎ)।

কপীবান্—তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। (হরি)। সপ্তর্ষি ও কাব্য দেখ)

কপীশ্বর—হনুমানের অন্য নাম। (স্কন্দ, ব্রহ্ম)

কপোত—মহর্ষি কপোত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচণা করিয়াছেন। (ঋগ)। কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহঙ্গের জন্ম হয়, কপোত তন্মধ্যে একজন। (মহাভা)।

কপোতক—নাগরাজ বিশেষ। উত্তান পাদ দেখ।

কপোতবৃত্তীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গের নাম, (স্কন্দ-কাশী)।

কপোতরোমা—যযাতিবংশীয় বিলোমার পুত্র। কপোতরোমার পুত্র অন্ধ। অন্ধুর তনয় অন্ধক। অন্ধকের তনয় দুন্দুভি। (ভাগ)। (২) চন্দ্রবংশীশ নরপতি শূরের পুত্র কপোতরামা। কপোতরোমার তনয় বিলোমক। বিলোমকের পুত্র নল। এই নল তুম্বুরু সদৃশ *সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।(লি)।* (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা এবং কপোতরোমার পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র ভব, ভবের তনয় অভিজিৎ। (বিষ্ণু)। যদুবংশীয় কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় বিলোমক। (কূর্ম্ম)। সাত্বত বংশীয় কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণি হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে কপোতরোমা, এই কপোত রোমা হইতে তিত্তির তিত্তির হইতে সর্প এবং সর্প হইতে নল জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় তিত্তির এবং তিত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু। (হরি)। উশীনের তনয় বিখ্যাত শিবি, শিবির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতিতেজস্বী দেবর্ষিগণের আদরণীয় যশস্বী কপোতরোমা নামে এক পুত্র জন্মে। (মাহাভা)।

কপোতিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)।

কপোল—ত্রিপুরত্রয়ের অন্যতম কপোল ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা)।

কফল্কেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী)।

কবচ—কবচ হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাত ও কবচ নামধেয় তপস্যা সম্পন্ন মহানুভব দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মনিমতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। অর্জ্জুন ইহাদিগকে নিপাত করেন। (হরি)।

কবচী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কবচী। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

কবন্ধ—(১) দিতির পুত্র জনৈক রাক্ষস। তাহার পূর্ব্ব নাম দনু। (রামা)। এই রাক্ষস ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া বনবাসী তাপসদিগকে সর্ব্বদা বিত্রাসিত করিত। একদা মহর্ষি স্থূলশিরাকে ধর্ষিত ও কোপিত করিলে, তিনি "তোর এই লোক নিন্দিত রূপই থাকুক," এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। পরে সে অনেক অনুনয় করিলে, তিনি বলিলেন

"রাম কর্ত্তৃক ছিন্ন হস্ত ও দগ্ধ হইলে তুমি আবার দিব্যরূপ লাভ করিবে।" কবন্ধ একদা কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। দুর্ম্মতি রাক্ষস ইহাতে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রকেই ধর্ষিত করে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শত পর্ব্ব বজ্রদ্বারা তাহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। পরে ইন্দ্রকে অনেক অনুনয় করিলে তিনি তাহার জীবন ধারণের জন্য হস্তদ্বয় যোজন বিস্তৃত, মুখ সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা সম্পন্ন ও কুক্ষি মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার বাসস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হন। এবং কবন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রাম তাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বকীয় আত্ম পরিচয় প্রদান করে। এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দেয়। তৎপরে সে সুরলোকে গমন করে। (রামা)। (২) মহর্ষি জৈমিনীর অমিত দ্যুতি পুত্র সুমন্ত স্বীয়শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্যকে অধ্যয়ন করান। (বিষ্ণু)। (৩) বিরাধ ও কবন্ধ নামে ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী দুই রাক্ষস ছিল। তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে গন্ধর্ব্ব ছিল। শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হয়। দাশরথি রাম তাহাদিগকে সংহার করেন। (হরি)। বরাহকল্পে যে সমুদয় শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কবন্ধ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। (লি)। গন্ধর্ব্ব বিশ্বা-বসু ব্রহ্মশাপে কবন্ধ রাক্ষসে পরি-ণত হয় এবং রাম তাহাকে সংহার করিলে, দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করে। (মহাভা)।

কবন্ধক—মহাদেবের অন্যতম অনুচর কবন্ধক। (ব্রহ্মবৈ)।

কবন্ধি, কবন্ধী—মহর্ষি কত্যের পুত্র কাত্যায়ন কবন্ধী পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তিন ব্রহ্ম পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। (প্রশ্ন উ)।

কবরী—জনৈক মহর্ষি। তিনি পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা)।

কবষ—কবষ নামে একজন অনার্য্য দস্যু ছিল। ইন্দ্র তাহাকে জল

মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কবি—(১) অঙ্গিরার পুত্র কবি বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন। সেজন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্য করিয়া পুত্রক বলিয়া ডাকিতেন। (মনু সং)। মহর্ষি কবির তনয় উশনা (ভৃগু) ইন্দ্রের সহায় ছিলেন। (ঋগ)। (২) চাক্ষুষ প্রজাপতি হইতে অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীর গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই মনু হইতে প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা নড়লার (নড্বলার) গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, কবি তপস্বী, সত্যবান্, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু, নামে দশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। (হরি)। চাক্ষুষমনু দেখ। (৩) রৈবত মনুর ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র ছিল। (হরি)। কবির কন্যার নাম স্বধা। হিরণ্য গর্ভ হইতে স্বধার গর্ভে সোমগণ উৎপন্ন হয়। শূদ্রগণ তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। (হরি) বাগদুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খস্বম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাতজন ব্রাহ্মণ নাম ও কর্ম্ম দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য মুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্ব্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গ্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। একদা তাহারা সকলে গুরুর নিয়োগানুসারে তাঁহার বৎসবতী পয়স্বিনী গাভীকে বনে চরণার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় তাঁহারা সেই গাভীকে বধ করিয়া তাহার মাংস পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক গুরু গার্গ্যকে জ্ঞাপন করিলেন যে, গাভী শার্দূল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। বৎসটী জীবিত রহিয়াছে। গুরু তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক বৎসটীকে গ্রহণ করিলেন। এই গুরু প্রবঞ্চনা পাপে তাঁহারা প্রথমে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে নানা যোনী ভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ছিলেন। কবি তন্মধ্যে পাঞ্চিক নামক রাজার অমাত্য হইয়াছিলেন। (হরি)। মহর্ষি বেদব্যাস বেদ চারি অংশে বিভাগ করিলে পর মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনী ও

ঋণি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন সমস্ত অথর্ব্ববেদ এবং দারুণ স্বভাব সমস্ত মুনি অথর্ব্ববেদ ও ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন হন। (ভাগ)। মহর্ষি রুচির ঔরসেও আকূতির গর্ভে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন এই দ্বাদশটি পুত্র জন্মলাভ করেন। (ভাগ)। (৫) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র কবি, কবির, পুত্র উশনা। (ভাগ)। (৬) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতির গর্ভে নরপতি প্রিয় ব্রতের যে সকল পুত্র জন্মে কবি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি উদ্ধরেতা ছিলেন। (ভাগ)। (৭) মনু বংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন ে ভরতের অনুগত এবং কবি প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশীজন সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। মনুর (৮) ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষাকু, কবি, প্রভৃতি দশপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কবি বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া বন্ধুবান্ধব সহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিশোর বয়সেই পরম পুরুষের পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন। (ভাগ)। (৯)। যযাতি বংশীয় নরপতি দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ভাগ)। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক নামে দশ পুত্র জন্মে। (ভাগ)। (১০) বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্ম্মিক মুনি পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। (লি)। (১১) বৈবস্বত মন্বন্তরের অস্তকলি যুগে কবি নামে একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম)। (১২) বরুণ মূর্ত্তিধারী ভগবান মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কবি হইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন। (মহাভা)। (১৩) শ্রাদ্ধ ভাগার্হ বিশ্বদেবগণের

মধ্যে কবি অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)। (১৪) তামস মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎ)। (১৫) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্রয্যরুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (মৎ)। (১৬) প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি। (মহাভা-বন)। (১৭) প্রিয়-ব্রতসুত হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হিরণ্য-রোমার অন্যতম পুত্র কবি। (স্কন্দ-মাহে)। হিরণ্য রোমা দেখ।

কবিসত্তম—বরাহ কল্পে যে সকল ব্যাস ছিলেন কবিসত্তম তাঁহাদের। অন্যতম ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কব্য—একশ্রেণী পিতৃদেবতা। (ঋগ)।

কব্যবাহ—পিতৃগণ ও অনল দেখ।

কমঠ (১) কমঠ কাম্বোজ দেশের অধিপতি ছিলেন। (মহাভা)। (২) মহর্ষি হারীতের তনয় কমঠ, ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্যকে প্রশ্নোত্তর স্থলে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কমনীয়—মহাদেবের তনয় গণেশের এক নাম কমনীয়। (স্কন্দ-মাহে)।

কমল—কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য মহর্ষি সত্যকাম জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যকাম বহুকাল পরীক্ষায় পরে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ছান্দে)।

কমলা (১) লক্ষ্মীর অন্যনাম। (২) রাধিকার অন্যতম সখী কমলা। (ব্রহ্মবৈ)। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কমলা অন্যতমা ছিলেন। (মহা ভা)। (৪) ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় কমলারও উদ্ভব হয়। তিনি বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী হন। (ভাগ)। (৫) অনন্তা দেখ।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের পুত্র তারকাক্ষ, কমলাকক্ষ ও বিদ্যুন্মালী এই তিন জন ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তিনটীপুর লাভ করেন। মহাদেব তিনটী পুর ভেদ করিয়া তিন জনকেই বধ করেন। (মহাভা)। তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু, বিরোচন, প্রভৃতি দানবেরা হুতাশন ও বায়ুর ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করে। এবং জল দুর্গের আশ্রয় লইয়া দেবতা-

দের উপর অত্যাচার করিত (মৎ)।

কমলাক্ষী—(১) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কমলাক্ষী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। (২) প্রয়াগ তীর্থ স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী উর্দ্ধবেণী, কোটরা, শ্রীমতী, বাহু-পত্রিকা, পতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কমলাদেবী—লক্ষ্মীর অন্যনাম কমলা।

কমলাপতি—লক্ষ্মীর অন্য নাম কমলা। সেই জন্য লক্ষ্মীর স্বামী বিষ্ণুকে কমলাপতি নামে অভিহিত করা হয়। (মহাভা)।

কমলালয়া—(১) লক্ষ্মীর অন্য নাম। (২) পূর্ব্বকালে বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার স্ত্রীর নাম কমলালয়া ছিল। তাহাদের পুত্র বেদনাথ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়া বানরযোনীতে জন্মিয়া-ছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কমলোৎপল হস্তিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য দেবদেব মহাদেব বহু মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে সঙ্কনী, অশ্বত্থা বীজভাবা, অপরাজিতা, কল্যাণী, মধুদংষ্ট্রীও কমলোৎপল-হস্তিকা এই কয়জন মায়ানুচরী বলিয়া অভিহিতা হন। (মৎ)।

কম্পক—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে তমসা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর অদ্রি ও কম্পকে প্রদান করিয়া ছিলেন। (বাম)। অদ্রি দেখ।

কম্পন—(১) জনৈক রাক্ষস বীর। লঙ্কা সমরে তিনি বলি পুত্র অঙ্গদ হস্তে নিহত হন। (রামা-লঙ্কা)। (২) ইন্দ্রতুল্য মহাবল যবনজিৎ নরপতি কম্পন প্রভাবশালী ছিলেন। (মহাভা)।

কম্পনা—অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে তাঁহার রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন কম্পনা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কম্পনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কম্পনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কম্বল—(১) কশ্যপ হইতে তদীয় অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নামধেয় মহাপদ্ম, কম্বল প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অশ্বতর ও কঙ্কনীল দেখ। এই নাগেরা শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। বিতল নামক পাতাল প্রদেশ কম্বল

প্রভৃতি নাগের বাসস্থান ছিল বাসুকি, কঙ্কনীল, তক্ষক, সর্প পুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল, ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্য দেবকে বহন করেন। (কূর্ম্ম)। (২) পাতালের ভোগবতী নগরীর অধিবাসী ও সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম কম্বল ছিলেন। (মহাভা)।

কম্বলবর্হি, কম্বলবর্হিষ—(১) মহারাজ রাজর্ষি মরুত্ত হইতে কম্বলবর্হিষ, এবং কম্বলবর্হিষ হইতে শতপ্রসূতি, শত প্রসূতি হইতে রুক্মকবচ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। (২) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি সত্বানের পুত্র অন্ধক, অন্ধক হইতে কুকুর, ভজমান, শমি ও কম্বলবর্হিষ জন্মগ্রহণ করে। (হরি)। (৩) রাজর্ষি মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হিষ কম্বলবর্হিষের পুত্র দেববান্, দেববানের তনয় অসমৌজা, বীর ও নাসমৌজা। (হরি)। জ্যামঘ বংশীয় বভ্রুর কাক দুহিতা হইতে কুকুর, ভজমান, শমী ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)। যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম কম্বলবর্হিষ। কম্বলবর্হিষের পুত্র অসমঞ্জা। (মৎ)।

কম্বলশতকেশ্বর—কাশীস্থিত কম্বল শতকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, অর্চ্চনাকারীর বংশে গানদক্ষ ও শ্রী সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে। (স্কন্দ-কাশী)।

—দ্বারকাতীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক অন্যতম দ্বার পাল। (স্কন্দ-প্রভা)।

কম্বলেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ কাশী)।

কম্বু—প্রহ্লাদের বংশে কম্বু নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিব ভক্ত ছিলেন। কম্বুকেশ্বর তীর্থ তাহারই প্রতিষ্ঠিত (স্কন্দ-আব)।

কয়—একজন দৈত্য। ইহার অন্যনাম কাশার কাশার দেশ।

য়াধু—জম্ভাসুরের অন্যতমা কন্যা। তাঁহাকে হিরণ্যকশিপু বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে সংহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

কর—একজন নাগের নাম কর। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। (লি)। সূর্য্যের এক নাম কর। (স্কন্দ-কাশী)।

রক—বরাহ কল্পে যে সকল ব্যাস ছিলেন, করক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)।

রকর্ষ—শিশুপালের তনয় ধৃষ্টকেতু,

ধৃষ্টকেতুর অন্যতম ভ্রাতা করকর্ষ ও শরভ। (মহাভা)।

করজ—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে ক্রতু, দক্ষ বসু, সত্য,কালকাম,মুনি,করজ, মনুজ, বীজ, ও রোচমান নামক দশপুত্র জন্মে। তাঁহারা বিশ্বদেবগণ নামে খ্যাত। (মৎ)।

করঞ্জ—(১) ইন্দ্র, অতিথিগ্ব রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শক্রদ্বয়কে তেজস্বী কর্ত্তনীদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)। (২) কশ্যপপত্নী দনু হইতে করঞ্জ দানব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। (স্কন্দ-আব)। অতিথিগ্ব

করঞ্জ নিলয়া—পাদপ সমুদয়ের মাতাকে করঞ্জ নিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনুকম্পাপরতন্ত্রা সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা। এই নিমিত্ত পুত্রার্থীগণ করঞ্জ পাদপ অবলোকন করিলেই তাহাকে নমস্কার করেন। (মহাভা)।

করণ—ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্র-৮)।

করথ—মহর্ষি করথ একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ব্রহ্মা বেদসৃষ্টির পরে, আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। এবং তাহা ভাস্করদেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, করথ, কাশিরাজ, দিবোদাস, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল ও অগস্ত্য নামক ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা সকলেই-বেদবেদাঙ্গ বেত্তা ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি চিকিৎসাসংহিতা রচনা করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্র-১৬)।

করন্ধ—ইন্দ্র করন্ধ নামক অনার্য্য শক্রকে বধ করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

করন্ধম—তুর্ব্বসুর বংশীয় নরপতি ত্রৈসানুর পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। মরুত্তের কোন পুত্র ছিল না। সম্মতা নামে এক কন্যা ছিল। (হরি-হরি-১৮)। মনুবংশীয় নরপতি পরম ধার্ম্মিক খনিনেত্রের পুত্র করন্ধম, করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ। (ভাগ)। যযাতিবংশীয় ত্রিভানুর অপত্য করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। মরুত্ত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ভাগ)। মনুবংশীয় নরপতি অতিবিভূতির পুত্র করন্ধম। করন্ধম হইতে অবিক্ষি এবং অবিক্ষি হইতে মরুত্ত। মরুত্ত হইতে নরিষ্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। যদুবংশীয় নরপতি ত্রৈশাম্বের পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত। এই মরুত্ত, পুত্র না থাকায় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অবিক্ষিত ও অজিত দেখ। মহাত্মা খনীনেত্রের পুত্র সুবর্চ্চা (অন্য নাম করন্ধম)। প্রজারা তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাকে রাজা করেন। *তিনি প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন।* তিনি সত্যবাদী, পবিত্র, শমদমাদিগুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিলেও তাঁহার কোষ ও বাহন বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সুযোগে অধীনস্থ ভূপালগণ তাঁহাকে সাতিশয় পীড়ন আরম্ভ করেন। একদিন যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে মুখ মারুত্ত সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম সঞ্জাত হইল। তখন তিনি অনায়াসে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম করন্ধম হইল। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ (মহাভা-আশ্ব)। যযাতি বংশীয় গোভানু হইতে ত্রিসারী, ত্রিসারী হইতে করন্ধম, করন্ধম হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

করবীকেশ্বর—কাশীস্থিত করবীকেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। (স্কন্দ-কাশী)।

করবীর—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সমস্ত নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করবীর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম করবীর ছিলেন। (মহাভা)।

করভাজন—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও করভাজন প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ছিলেন। অবশিষ্ট একাশী জন মহাভাগবত ছিলেন। (ভাগ)।

করভেশ, করভেশ্বর—মহাকাল বনে মহাদেব একবার করভরূপ ধারণ করিয়া ছিলেন। দেবগণ জানিতে পারিলে মহাদেব তখন লিঙ্গরূপ

পরিগ্রহণ করিলেন এবং করভেশ বা করভেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। (স্কন্দ-আব)।

করন্ত—১। যদুবংশীয় নরপতি দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির তনয় করন্ত। করন্তের পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে তাঁহার নাম করম্ভি। ২। রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন এবং বহুবর্ষ পঞ্চনদ প্রদেশে জলে অবস্থানপূর্ব্বক্ পুত্র লাভার্থ তপস্যা করেন। যখন করম্ভ জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র গ্রাহরূপে তাহার চরণদ্বয় আকর্ষণপূর্ব্বক নিষ্ঠুররূপে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে রম্ভ মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়া কঠোর তপস্যার উদ্যোগ করিলে অগ্নি তাঁহাকে বর দেন। সেই বরের ফলে মহিষীর গর্ভে রম্ভের মহিষাসুর নামে পুত্র জন্মে। রম্ভ এক মহিষের আঘাতে গতায়ু হন। (বাম)।

করম্ভক (কনীয়ক)—অজ্ঞাত দেখ।

করম্ভা—রাজা অক্রোধনের স্ত্রী করম্ভা কলিঙ্গ দেশীয়া ছিলেন। তাহার গর্ভে দেবাতিথি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা-আদি)। অক্রোধন দেখ।

করম্ভি—১। অগস্ত্য বংশীয় মহর্ষি করম্ভি একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ২। যযাতি বংশীয় শকুনির পুত্র করম্ভি। করম্ভির পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু। (ভাগ)।

করাল—১। একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে নিহত হন। (রামা)। রাজর্ষি করাল জনক বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে মোক্ষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন। (মহা)। ৩। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে মাতৃকা জটাধরা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর, করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দংষ্ট্র, বিদ্যুৎজিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (রামা)। ৪। শিবানুচর করাল বহু সংখ্যক অনুচর সহ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে)। ৫। মহিষাসুরের অন্যতম স নোপতি

করালকে অম্বিকা দেবী মুষ্টি প্রহারে নিপাতিত করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

করালদন্ত—করালদন্ত নামে এক ঋষি ছিলেন। (মহাভা)।

করালবাক্—দুর্গ রাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী)।

করালাক্ষ—দেবাসুর সমরে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয়, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, করালাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। *(মহাভা)।*

করালিনী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব অনেকগুলি মাতৃকার সৃষ্টি করেন। করালিনী তাঁহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

করালী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত মহাদেব বহু মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে করালী অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

করীরাশী—মহর্ষি করীরাশী অত্রি-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের খিলিখিলি, অবিদ্য ও বিশ্বামিত্র এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল। (মৎ)।

করীষা—মহর্ষি করীষা অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও উদ্দাল এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

করুণ—একজন মহর্ষি। (স্কন্দ-মাহে)।

করুণেশ, করুণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ।

করুথাম—কুরুবংশীয় নৃপতি দুষ্মন্তের পুত্র করুথাম। করুথামের তনয় আক্রীড়। (হরি)।

করুষ্কক—যদুবংশীয় শূরের মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, করুষ্কক, বৎস-বালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথা, শ্রুত-দেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। অনাধৃষ্টি দেখ।

করূলতী—করূলতী ঋগ্বেদের অন্য-তম দেবতা। সায়নের মতে পূষারই অন্যনাম করূলতী, অর্থাৎ দন্তহীন। (ঋগ্)।

রুষ, করূষ—১। বৈবস্বত মনুর, পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু নাভাগ রিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র জন্মলাভ করিয়া-ছিল। তন্মধ্যে করূষ হইতে যুদ্ধে দুর্ম্মদ কারূষগণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। ২। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু,

করূষ প্রভৃতি দশপুত্র এবং ইলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। (কূর্ম্ম-পু-২০) ৩। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া অনপত্য করূষকে সুচন্দ্র নামে এক মহা-বলশালী পুত্র প্রদান করেন। (মৎ) বিভিন্ন পুরাণে মনুর পুত্র-সংখ্যা বিভিন্ন এবং নামও বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। অরিষ্ট ও ইলা দেখ।

করেণুমতী—শিশুপালের কন্যা করেণু-মতী হইতে পাণ্ডুপুত্র নকুলের নিরমিত্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)।

করোটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সমুদয় নাগ জন্মগ্রহণ করেন, করোটক তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

কর্কটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে তক্ষক, কম্বল, অনন্ত, কর্কটক, বাসুকী, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কর্কটক শিবোপাসক ছিলেন। (লি)।

কর্কটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুদামা, লোহমেখলা, বপুষ্মতী, রৌদ্রা, উলমুখাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, কর্কটিকা ও তুণ্ডাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কর্কটেশ্বর—পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নাম ছিল ভানুমতি। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি পূর্ব্বজন্মে অতিশয় মন্দমতি ছিলেন। সেইজন্য মৃত্যুর পরে নানাবিধ নরক ভোগের পর, মহাকাল বনে শিব সরোবরে কর্কট-জন্ম লাভ করেন। এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই জন্মে তিনি পুণ্যবান্ ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে রাজা হন। এবং সেই শিবলিঙ্গ কর্কটেশ্বর নামে খ্যাত হয়। (স্কন্দ-আব)।

কর্কন্ধু—অশ্বিদ্বয়, মহর্ষি কর্কন্ধুকে অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋগ)।

কর্কর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কর্কর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)। কদ্রু ও দক্ষ দেখ।

কর্কোটক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধারী এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। বাসুকী, কম্বনীল, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন।

রসাতল নামক পাতালপ্রদেশে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। (কূর্ম্ম)। কম্বলাশ্ব ও অশ্বতর দেখ। নিষধ-রাজ কলির শাপপ্রভাবে রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীসহ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় ভার্য্যা দময়ন্তীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে নারদ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত কর্কোটক নাগকে দাবানলে বেষ্টিত দেখিতে পান। নল তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন। প্রতিদানে কর্কোটক তাঁহাকে বসনযুগল *প্রদান এবং তাঁহারই পরামর্শে* ভূপতি নল ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে বাহক নামে সারথি হইয়া অবস্থান করেন। (মহাভা-বন)। সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগ-বতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কর্কোটক ছিলেন। (মহাভা)।

কর্কোটেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিব-লিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী)। স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কর্কোটেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বভয় ও দারিদ্র্য দোষ নষ্ট হয়। (স্কন্দ-আব)।

কর্ণ—রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী। কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ। একদিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তি-ভোজের অতিথি হন এবং কুন্তীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, তিনি যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, তাঁহারই দ্বারা তিনি সন্তান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই বর পরীক্ষা করি-বার জন্য তিনি একদিন সূর্য্যকে আরাধনা করেন। সূর্য্যের অনুগ্রহে তিনি গর্ভবতী হন। এই ঘটনা গোপন করিবার জন্য সদ্যজাত কর্ণকে তিনি এক সিন্ধুকে স্থাপন-পূর্ব্বক অশ্বনদীর জলে নিক্ষেপ করেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা অধিরথ সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে গৃহে আনয়ন-পূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার বসু অর্থাৎ কবচ কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছেন বলিয়া, ইহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তাহাই পাইতেন। একদা দেবরাজ অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ

শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন। ইন্দ্র কবচ গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে তাঁহাকে এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন—"বৎস! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এই এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে। যাঁহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে তাঁহার আর নিস্তার থাকিবে না। সে অবশ্য ইহাতে নিপাতিত হইবে বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিতিতলে তিনি কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে অভিহিত হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া অন্ধক বংশীয় রাজা অধিরথ-পুত্র কর্ণ ও অন্যান্য অনেক রাজকুমার তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন হইল। এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবেরা তাঁহাদের অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদানার্থ এক সভায় সম্মিলিত হইলেন। সকলের শেষে অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ সভাস্থলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমি বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি বিস্মিত হইও না।" কর্ণের বাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের আদেশ অনুসারে কর্ণ অর্জ্জুনের অনুরূপ অস্ত্র শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিলেন। দুর্য্যোধন অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উৎসাহিত করিলেন। তখন কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলে, অর্জ্জুনও প্রস্তুত হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া কুশলী, কৃপাচার্য্য কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণ কোন পরিচয় দিতে না পারিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কর্ণ রাজকুমার নহে বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব-

যুদ্ধে অযোগ্য বলিয়া, দুর্য্যোধন সভাস্থলেই কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল না। এই *ঘটনার পর হইতে কর্ণ ও* দুর্য্যোধনের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হইল। ইহার কিছুকাল পরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ একবার ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন। দ্রোণাচার্য্য কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হওয়ায় কর্ণ পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু পরশুরাম যখন জানিতে পারিলেন, যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, তখন তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় এই সকল অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না।

কর্ণ দুর্য্যোধনের বন্ধু হইয়া শকুনির ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদেরই কুপরামর্শে ও ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া বনে গমন করেন। একবার বনবাসকালে পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে অবস্থানের সময়ে কর্ণের ও শকুনির কুপরামর্শে দুর্য্যোধন সপরিবারে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্যাতিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বহস্তে বন্দী হন। পরে অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করেন। *ইহার কিছুকাল পরে কর্ণ* দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দুর্য্যোধনের জন্য প্রভূত ধন সংগ্রহ করেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া কর্ণ তাঁহার জীবিতকালে কুরুক্ষেত্র-সমরে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। ভীষ্মের মৃত্যুর পরে অস্ত্র ধারণ করেন। যে সপ্ত রথী অভিমন্যুকে বধ করেন কর্ণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। কুন্তী তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। দ্রোণাচার্য্যের পরে যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে কর্ণ সেনাপতি হন, কিন্তু সপ্তদশ দিবসে অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হন। (মহাভা)।

কর্ণজিহ্ব—মহর্ষি কর্ণজিহ্ব একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ। (মৎ)।

কর্ণধার—একজন দৈত্যপতি। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কর্ণপিশাচী—তন্ত্রে উল্লেখিত একটি দেবীর নাম। তাঁহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ, তিনি রক্তনয়না, খর্ব্বা, লম্বোদরী, রক্তজিহ্বিকা, উন্মুখী, শবহৃদয়-বিলাসিনী ও চঞ্চলা, অর্দ্ধরাত্রিকালে দগ্ধমীন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। (তন্ত্রসার)।

কর্ণপ্রাবরণা—১। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন কর্ণপ্রাবরণা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। ২। মুরু দৈত্যের কন্যা কামকটঙ্কটার সখী। (স্কন্দ-মাহে)।

কর্ণমোটী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কর্ণমোটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কর্ণশ্রবা—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতাঃ, কর্ণশ্রবা প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে নানাবিধ উপদেশাদিদ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন। (মহাভা)।

কর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিক্রম ও সন্নিভকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কর্ণাট—জনৈক অসুর। তাহাকে শ্যামলা দেবী বিনাশ করে। (স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৮)।

কর্ণিকা যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা আনক। আনকের স্ত্রী কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয়নামে দুই পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যোগিনীদিগকে নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। পরীস্থানের উত্তরদিকে যোগিনী কর্ণিকা দেবী অবস্থিত। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২)।

কর্ণিকার—কশ্যপপত্নী বিনতা গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র ও সৌদামণি নামে এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অরুণের পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু। কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেরুণ্ড ও রজ্জুবাল, এই পাঁচজন জটায়ুর পুত্র। (মৎ)।

কর্ণোৎপলা—আনর্ত্ত দেশের রাজা সত্যসন্ধের কন্যা। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। অবশেষে কামদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (স্কন্দ-নাগ-১২৫-১২৭)।

কর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটি

শিবলিঙ্গের নাম। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩)।

কর্ত্তা—১। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে কর্ত্তা একজন দেবতা। (মহা-ভা)। ২। সূর্য্যের এক নাম কর্ত্তা। (স্কন্দ-প্রভা-২৩৯)।

কর্ত্তৃণ—মহর্ষি কর্ত্তৃণ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব এই তিনটী। (মৎ)।

কর্দ্দম—১। জনৈক ঋষি। তিনি একজন প্রজাপতি ছিলেন। পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মারীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ প্রধান ছিলেন। (রামা-আর-১৪)। অত্রি ও অরিষ্টনেমী দেখ। ২। কর্দ্দম বাহ্লীক দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ইল মহাদেবের প্রভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। (ইল দেখ)। ঐ অবস্থায় বুধের ঔরসে ইলের গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। (রামা-উত্ত-১০০-০৩)। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা, রাজা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন এবং কর্দ্দমের পুত্র মহাত্মা শঙ্খপাদকে পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষিণদিকে দিকপালরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। (হরি)। ৪। প্রজাপতি কর্দ্দমের স্ত্রী দেবহূতির গর্ভে নারায়ণের অবতার সাংখ্য দর্শনকার ঋষি কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। কপিল দেখ। ৫। পুলহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ক্ষমার গর্ভে কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ৬। পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে কর্দ্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পীবরী নাম্নী এক কন্যাও ছিল। (লি)। ৭। প্রজাপতি ব্রহ্মার ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনি উদ্ভূত হন। তিনি মনুর অন্যতমা কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন। দেবহূতির গর্ভে মহাত্মা কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৮। কীর্ত্তিমানের পুত্র কর্দ্দম। তিনি অতি মহাতপা ছিলেন। কর্দ্দমের পুত্র অনঙ্গ প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন। (মহাভা)। ৯। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল সর্প জন্মগ্রহণ করেন, কর্দ্দম তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা-ভা)। ১০।

কর্দ্দমের স্ত্রী সিনীবালা। কর্দ্দম সস্ত্রীক সোমের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সিনীবালা সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল সোমের স্ত্রীরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মৎ)। ১১। মহর্ষি কর্দ্দমের স্ত্রী দেবহূতি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেবহূতির কলা, শ্রদ্ধা, অনুসূয়া, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি নামে নয় কন্যা জন্মে। পরে মহর্ষি কপিল জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ১২। পুলহ হইতে ক্ষমার গর্ভে অবরীবান, কর্দ্দম ও সহিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)। ক্ষমা ও অমৃত দেখ।

কর্পূরতিলকা—সমুদ্র মন্থনকালে অনেক অপ্সরার উৎপত্তি হয়। কর্পূরতিলকা তন্মধ্যে একজন ছিলেন। পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭,৪৭)।

কর্ম্মকার—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কর্ম্মকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি নয় পুত্রের জন্ম হয়। (ব্রহ্মবৈ)।

কর্ম্মজিৎ—জরাসন্ধ বংশীয় বৃহৎসেনের পুত্র কর্ম্মজিৎ, কর্ম্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়, সুতঞ্জয়ের তনয় বিপ্র, বিপ্রের তনয় শুচি। (ভাগ)।

কর্ম্মমোচী (দেবী)—কর্ম্মমোচী নাম্নী চণ্ডিকা দেবী প্রভাসে বিরাজমান আছেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৯)।

কর্ম্মলা—ভরদ্বাজ ও কুৎসশায় গোত্রের কুল দেবী। (স্কন্দ-ব্রহ্ম)।

কর্ম্মশ্রেষ্ঠ—মহর্ষি পুলহের পত্নী গতি হইতে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)।

কর্ষণ—জনৈক মুনি (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫)।

কলকন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কালিন্দী স্বীয় অনুচর কলকন্দকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কলকলেশ—প্রভাস ক্ষেত্রস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫)।

কলকলেশ্বর—কোনও সময়ে মহাবনে হর-গৌরীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হয়। সেইজন্য শঙ্কর এই স্থানে কলকলেশ্বর নামে সমুদ্ভূত হন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা ও এক রাত্রি উপবাস করিলে শতকুল উদ্ধার হয়। (স্কন্দ-আব-অব-৮)।

কলবতী—অলি দেখ।

কলশ, কলষ, কলস,—১। মহর্ষি কলষের পুত্র তুর। এই তুর ঋষি জনমেজয় রাজার অনেক যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন (ভাগ)। ২। যদুবংশে কলশ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসা মুনির শাপে ব্যাঘ্র হয়েন। পরে নন্দিনী ধেনুর অনুগ্রহে এক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া শাপমুক্ত হন। (স্কন্দ-নাগ-৪৯)।

কলশধ্বজ—অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়, তখন মহাদেবের অন্যতম অনুচর কলশ-ধ্বজ, অন্ধকাসুরের অনুচর রাহুকে প্রহারে রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। (বাম)।

কলশপোতক, কলসপোতক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, কলশপোতক প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। কদ্রু ও দক্ষ দেখ।

কলশীকণ্ঠ—মহর্ষি কলশীকণ্ঠ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। (মৎ)।

কলশেশ্বর—যদুবংশীয় কলশ নর-পতি কর্ত্তৃক স্থাপিত এক শিবমূর্ত্তি। (স্কন্দ-নাগ-৫১)।

কলশোদর, কলসোদর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলশোদর তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা-শল্য)। অনুজ দেখ।

কলস—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগর নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। (মহাভা)।

কলসেশ্বর—কাশীতে কলসেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন।(স্কন্দ-কাশী)।

কলহংস—তাম্রাদেবীর অন্যতমা কন্যা ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক্ জন্মগ্রহণ করে। (মহাভা)।

কলহপ্রিয়া—রুদ্র, দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কলা, কলহপ্রিয়া, প্রভৃতি একাদশটিকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। রুদ্র ও দক্ষ দেখ।

কলহা—সৌরাষ্ট্র দেশে ভিক্ষু নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কলহা অতিশয় কলহপ্রিয়া অপ্রিয়ভাষিণী ছিল। অবশেষে আত্মহত্যা করে। এই পাপে মৃত্যুর পর নানা কষ্ট ভোগ করিতে-ছিল, অবশেষে ধর্ম্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে কলহা মুক্তি

লাভ করে। (স্কন্দ-বিষ্ণু কার্ত্তি-১৪)

কলা—১। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মার কন্যা শতরূপা। এই মনু শতরূপাকে বিবাহ করেন। শতরূপার গর্ভে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনুসূয়া, কলা, প্রভৃতি নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কলা মহর্ষি মরীচির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কশ্যপ ও পূর্ণিমা। (ভাগ)। ২। দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা কলা। রুদ্র দক্ষের একাদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে কলা তাঁহাদের অন্যতমা। (ব্রহ্ম-বৈ)। ৩। রাবণানুজ বিভীষণের কন্যা কলা। সীতা অশোকবনে আবদ্ধা থাকিবার কালে কলার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, অবিন্ধ্য নামক এক ধার্ম্মিক রাক্ষস সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বারংবার বলিয়াছিল, রাবণ তাহার কথায় অবজ্ঞা করায়, সে বলিয়াছিল যে, রাম-হস্তে সমুদয় রাক্ষস নির্ম্মূল হইবে। (রামা-স্কন্দ-৩৭)। দক্ষ ও রুদ্র দেখ।

কলাধর—জনৈক বিদ্যাধর। মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শোণাচলে প্রাণ ত্যাগ করিয়া শোন শম্ভুর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। (স্কন্দ-মাহে)।

কলানিধি—সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অপ্সরাগণের অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী)

কলাবতী—১। দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে যে একাদশটিকে রুদ্র বিবাহ করেন, কলাবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ)। ২। কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কলাবতী স্বামী-দোষে বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি স্বামীর অনুমতি অনুসারে কশ্যপ-বংশীয় নরদমুনির নিকট গমন করেন। এই নরদ মুনির ঔরসে কলাবতীর গর্ভে নারদ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। নারদের জন্মের পূর্ব্বেই দ্রুমিল রাজ্য ধন সম্পত্তি সমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে কলাবতী কোনও ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় নারদের জন্ম হয়। নারদের বাল্যাবস্থায়ই কলাবতী প্রাণত্যাগ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৩।

কান্যকুব্জের রাজা ভলন্দনের যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কন্যা জন্মে দৈববাণী অনুসারে তিনি তাঁহার নাম কলাবতী রাখেন এবং স্বীয় মহিষী মালাবতীকে সেই কন্যা প্রদান করেন। কলাবতীকে সুরভানের পুত্র বৃষভানু বিবাহ করেন। কলাবতীর গর্ভে রাধিকা জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের অন্যতমা মানসকন্যা কলাবতী ব্রহ্মার বরে ভলন্দনের যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হন। (ব্রহ্মবৈ)। ৪। মথুরাপতি দাশার্হ, কাশী-রাজের কন্যা কলাবতীকে বিবাহ করেন। কলাবতীর পরামর্শে দাশার্হ শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-১)।

(৫) সমুদ্রমন্থন হইতে উৎপন্ন অপ্সরাদের অন্যতমা কলাবতী। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)। ৬। নরপতি *মলয়কেতুর পুত্রের নাম মাল্যকেতু।* মাল্যকেতুর পত্নী কলাবতী অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণা ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩:)। ৭। নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলীর প্রভাবতী ও কলাবতী নামে দুই সখী ছিল। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭৩)।

কলাম্পদ—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ, দেব-সেনাপতিপদে বৃত হইলে কুরুক্ষেত্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কলাম্পদকে প্রদান করেন। (বাম)।

কলি—১। মহর্ষি কলি ভার্য্যা লাভ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (২)মহর্ষি প্রগাথের অন্যতম পুত্র কলি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি জরাজীর্ণ হইলে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন। (ঋগ্)। ৩। ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে কলি নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা জন্মে। কলি (কলহ) স্বীয় ভগিনী দুরুক্তি-কেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের মৃত্যু নামে পুত্র ও ভীতি নাম্নী কন্যা জন্মে। (ভাগ)। ৪। রাজা পরিক্ষীৎ কলিকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, কলি তদীয় পদে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তিনি পরে কলিকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া-দেন। (ভাগ)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষের ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মুনির গর্ভে ভীম, চিত্ররথ, কলি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা)। অর্কপৃষ্ঠ ও কশ্যপ দেখ।

কলিকামুখ—দণ্ডক বনে অবস্থিত খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশজন রাক্ষস বীরের অন্যতম।

তিনি রাম হস্তে নিহত হন। (রামা-অরণ্য-২৩)।

কলিঙ্গ—১। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র কলিঙ্গ। বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও অন্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কলিঙ্গ স্বীয় নামীয় জনপদের অধিপতি ছিলেন। (হরিব)। ২। ভাগবত মতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, ও ওড্র নামে ছয় পুত্র জন্মে। ৩। সূর্য্যের অন্য নাম কলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পৃ-৯)।

কলিঙ্গ দানব—তিনি স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ দেখ।

কলিঙ্গেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫)।

কলিন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বতসকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কলিন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কলিপ্রিয়—১। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের অনুচর কলিপ্রিয় শৃঙ্গাঘাতে রণক্ষেত্রে অসংখ্য অনেক দানবকে তাড়িত করিয়াছিলেন। (বাম)। ২। কাশীস্থিত কলিপ্রিয় বিনায়ক, তীর্থবাসী দ্রোহকারীদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৫৭)।

কলূলা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ রৌদ্র মহালয় তীর্থ স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কলূলা, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কল্কলেশ্বর—মহাকাল বনে কল্কলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। (স্কন্দ-আবচতু-১৫)।

কল্কি, কল্কী—ভবগান্ বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কী অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় ম্লেচ্ছ ও দুরাত্মাগণের বিনাশ সাধন করিবেন। (বিষ্ণু)।

কল্প—১। নরপতি উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। ধ্রুব শিশুপালের কন্যা ভ্রমীকে বিবাহ করেন। ভ্রমী হইতে ধ্রুবের কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মে। (ভাগ)। ২। যদু বংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগ)। ৩। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির ব্যংস, কল্প, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি স্বসৃপ,

অঞ্জন, নরক, কালনাভ, রাজেন্দ্র, সরমান ও কালবীর্য্য নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় ও সৈংহিকেয় নামে খ্যাত। (মৎ)। কালনাভ ও অঞ্জন দেখ। ৪। মহর্ষি কল্প সিদ্ধপতি বিশ্বাবসুর এক কন্যাকে পালন করিয়াছিলেন। সেই কন্যাকে নেপাল-রাজ দুর্দ্দর্শ বিবাহ করেন। (স্কন্দ-আব-চতু-৭০)।

কল্পলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে কল্পলিঙ্গের পূজা করিলে এবং নিরাহারে ইহার প্রজাগরণ করিলে, সনাতন-লোক লব্ধ লইয়া থাকে। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৯)।

কল্পেশ্বর—সপ্তম মন্বন্তরের বরাহ কল্পে মহাদেব সর্ব্বলোক প্রকাশক ও কল্পেশ্বর রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে বৈবস্বত মনু ব্রহ্মার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু। (লি)।

কল্মাষপাদ—(১) রাজা প্রবৃদ্ধের অন্য নাম। ইনি ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপ হেতু রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে কল্মাষপাদ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শঙ্খন। শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। (রামা-আদি-৭০)। (২) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ১১০ স্বর্গে লিখা আছে যে, মনুবংশীয় নৃপতি রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র জন্মে। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খন। (৩) সগরবংশীয় নৃপতি সুদাসের পুত্র সৌদাস, কল্মাষপাদ ও মিত্রসহ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কল্মাষপাদের স্ত্রীর নাম মদয়ন্তী। কথিত আছে রাজা সুদাস একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া একটি রাক্ষস বধ করেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ লইবার মানসে রাজা সুদাসের আলয়ে পাচক ব্রাহ্মণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন বশিষ্ঠ ঋষি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পাচকরূপী রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস রন্ধন করিয়া আহারার্থ প্রদান করেন। বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া রাজাকে "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, ইহা রাজার জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, তখন ইহার ফলভোগ দ্বাদশ বৎসর মাত্র থাকিবে বলেন। এদিকে রাজাও বৃথা অভিশপ্ত হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে

বারণ করিলেন। রাজা সেই মন্ত্রপূত জল স্বীয় পাদে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অবধি তিনি কল্মাষপাদ (বিচিত্র বর্ণপাদ) নামে বিখ্যাত হইলেন। একদা রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ রাজা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরথরত এক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। ব্রাহ্মণী কুপিত হইয়া তখন তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, "তুমি স্ত্রী-সহবাস করিলেই নিহত হইবে।" শাপ মোচনান্তে তিনি আর স্ত্রী-সহবাস করেন নাই বলিয়া নিঃসন্তান হন। সেজন্য বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তীর গর্ভ বিধান করেন। রাজ-মহিষী দীর্ঘ-কাল গর্ভ ধারণ করিয়াও সন্তান প্রসব না করাতে বশিষ্ঠ ঋষি অশ্মদ্বারা গর্ভে আঘাত করিলে পর তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। সেইজন্য উক্ত পুত্র অশ্মক নামে খ্যাত হন। (ভাগ)। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যার অধিপতি কল্মাষ-পাদ একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শক্তি অগ্রে যাইতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সেজন্য রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। এই অপরাধে শক্তি তাঁহাকে রাক্ষস হইবি বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়া শক্তিকে ভক্ষণ করিল, এবং তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণকে নিহত করিল। এইরূপে বশিষ্ঠের শত পুত্র কল্মাষপাদ কর্ত্তৃক নিহত হইল। পরে বশিষ্ঠ মুনির অনুগ্রহেই তিনি শাপমুক্ত হন। অপুত্রক কল্মাষপাদের পত্নীতে বশিষ্ঠ অশ্মক নামক পুত্র উৎপাদন করেন। (মহাভা)। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। (মৎ-১২)। অনরণ্য ও ঋতুপর্ণ দেখ।

কল্যাণিনী—অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের অন্যতমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (মৎ)।

কল্যাণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কল্যাণী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা)। অশ্বথা দেখ। (২) দেবী

পার্ব্বতী রুদ্রকোটী তীর্থে কল্যাণী নামে বিখ্যাতা। (স্কন্দ-আব-বেরা-১৯৮)।

কণ্ড—চেদীবংশীয় রাজর্ষি কণ্ড শত উষ্ট্র ও শত সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। (ঋগ্)।

কশেরু, কসেরু—মহর্ষি কশেরু পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভার্থ জনকবংশীয় কেশীধ্বজ গমন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)।

কশ্যপ—১। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র মনু। (রামা-আদি-৭০)। ২। কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। (রামা-অযো-১১০)। ৩। পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ, ইঁহারা প্রজাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে কশ্যপ দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আটজনকে বিবাহ করেন। অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই ত্রয়োত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হন। দিতি দৈত্যগণকে, দনু অশ্বগ্রীব নামক এক পুত্র এবং কালকা নরক কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা ও কদ্রু এই দশ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন, কশ্যপ-পত্নী অনলার গর্ভে প্রশস্ত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষসকল জন্মগ্রহণ করে। (রামা-আর-১৪) মহর্ষি কশ্যপ উত্তর দিকে বাস করিতেন। লঙ্কা-সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। (রামা-উত্ত-১)। ৪। মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। (ঋগ্)। ৫। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরমা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা নাম্নী ত্রয়োদশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কশ্যপের দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দনু

হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, সঙ্কুশিরা, বিভু, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শত-হ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, গর্গশিরা, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবন, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, সুকেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময় কুপথ, হয়গ্রীব, বিসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার, শম্বর, শরভ, শল্য, বিপ্রচিত্তি, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচিকা ও গৃধ্রিকা নাম্নী ছয় কন্যা; বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড়; সুরসা হইতে অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সহস্র সর্প, কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নাগগণ, সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্র, গোগণ ও মহিষগণ, ইরা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, তৃণ জাতিসমুদয়, স্বসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরা সকল, অরিষ্টা হইতে মহাবলশালী গন্ধর্ব্বগণ, ক্রোধবশা হইতে সমুদয় দংষ্ট্রী, স্থলজজন্তু ও পক্ষিগণ, এবং অদিতি হইতে আদিত্যগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। ৫। পুরাকালে কশ্যপ স্বীয় শিষ্য বরুণের যজ্ঞীয় দুগ্ধদাত্রী গোসমুদয় হরণ করিয়া-ছিলেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নাম্নী দুই ভার্য্যা গোসকল প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন। বরুণ প্রতিকারার্থী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কশ্যপকে পৃথিবীতে বসুদেব রূপে এবং সুরভি ও অদিতিকে বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দেন। (হরি)। ৬। কশ্যপ স্বীয় পত্নী অদিতির পুণ্যক ব্রতের নিমিত্ত পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। অদিতি সৌভাগ্য-কামনায় সেই বৃক্ষে স্বীয় স্বামী কশ্যপকে বন্ধন-পূর্ব্বক নারদকে দান করেন। নারদ শুল্ক গ্রহণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (হরি)। ৭। অন্যত্র আছে,—দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা, কদ্রু এই দ্বাদশ কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি জন্মগ্রহণ করেন। মুনির গর্ভে অলম্বুষা,

মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী, প্রভৃতি অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা মৌনেয় অপ্সরা নামে খ্যাত। ইঁহার গর্ভজাত ভরণ্য ও বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিস্থলা, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী ইঁহারা বৈদিকী অপ্সরা নামে খ্যাত। (হরি)। ৮। মহর্ষি মরীচির ঔরসে, প্রজাপতি কর্দ্দমের কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। (ভাগ)। ৯। কশ্যপ দক্ষের অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি নাম্নী, ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ১০। কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার অন্যতমা, পুলোমা ও কালকা, নাম্নী দুই জনকে বিবাহ করেন। পুলোমার পৌলোম এবং কালকার কালকেয় নামে ষষ্টি সহস্র যুদ্ধকুশল সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন একাকী স্বর্গে গমনপূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞঘাতীদিগকে বিনাশ করেন। (ভাগ)। ১১। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত এই ছয়জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। (ভাগ)। ১২। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরসাদি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য। (ভাগ)। ১৩। বারাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব, ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারিপুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরম যোগী ছিলেন। (লি)। ১৪। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌমিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া গোত্রকর পুত্র উৎপাদনার্থ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মতেজ প্রভাবে তাঁহার অসিত ও বৎসর নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হয়। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব

ও রৈভ্য এবং অসিতের পত্নী এক-পর্ণার গর্ভজাত পুত্র শাণ্ডিল্য ও দেবল। ১৫। কশ্যপ, নারদ ও মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্মার পুত্র। (লি)। ১৬। কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। এই সুমতিকে সগর নৃপতি বিবাহ করেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের বরে সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু সকলেই কপিল-শাপে বিনষ্ট হয় (বিষ্ণু)। ১৭। কশ্যপ-পত্নী দিতি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানব-দিগের বিবাদে তাঁহার অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে, কশ্যপের আরাধনা করিয়া ইন্দ্র-বিনাশী এক সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন. ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া ছল-পূর্ব্বক দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সেই সন্তানকে সাত খণ্ডে ও পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত সাত খণ্ডে অর্থাৎ উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। এই উন-পঞ্চাশ খণ্ড হইতেই উনপঞ্চাশ মরুতের উৎপত্তি হয়। (বিষ্ণু)। ১৮। সপ্তম মন্বন্তরে শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। ১৯। বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতি-গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। (বিষ্ণু)। ২০। কশ্যপের অন্যতম পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বিরূপ। (ব্রহ্মবৈ)। ২১। কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্য মহাদেবের ভক্ত মালী ও সুমালীকে হনন করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব শূলের আঘাতে সূর্য্যকে অচেতন করেন পরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ২২। মহর্ষি কশ্যপ একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া শেষে তাহা কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন। (বরা)। ২৩। দক্ষযজ্ঞে কশ্যপ সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। (বাম). ২৪। মুর নামক দৈত্য কশ্যপের পুত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে পরে নিহত হয়। (বাম)। ২৫। মহর্ষি কশ্যপ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)। ২৬। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে উলুক, অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ

করেন। (স্কন্দ-কাশী-উক্ত-৫১)

কশ্যপাত্মজ—কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কশ্যপেশ্বর—প্রভাস-ক্ষেত্রে কশ্যপেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে ধনলাভ ও পুত্রলাভ হয়। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৩)।

কসেরু—নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় কসেরু। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯)।

কসেরুমান—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নরপতি কসেরুমানকে সংহার করিয়াছিলেন। (মহাভা বন-১২)।

কহোড়—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু ও কন্যার নাম সুজাতা। কহোড় নামে উদ্দালকের এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় কন্যা সুজাতাকে কহোড়ের সহিত বিবাহ দেন। সুজাতার গর্ভস্থিত সন্তান স্বীয় পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ক্রটি প্রদর্শন করেন। সেইজন্য কহোড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে" বলিয়া শাপ দেন। তদবধি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। মহর্ষি কহোড় জনক রাজার সভাস্থিত বন্দী নামক ঋষি কর্তৃক বিচারে পরাজিত হইয়া জলনিমগ্ন হন। অষ্টাবক্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ইহা জানিতে পারেন এবং বিচারে বন্দীকে *পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধার-সাধন করেন। পিতা সন্তুষ্ট হইয়া* তাঁহার শাপ মোচন করেন এবং অষ্টাবক্র সমঙ্গা নদীতে অবগাহন করিয়া অঙ্গের সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহাভা-বন)।

কাংসা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস প্রভৃতি নয় পুত্র এবং সুতনু, কাংসা, কংসবতী, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে সুতনু, (সুগাত্রী) অক্রূরের পত্নী ছিলেন। (হরি)।

কাকজঙ্ঘিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, কাকজঙ্ঘিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কাকতুণ্ড · দুর্গ রাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৭১)।

কাকতুণ্ডিকা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কাকপাদ—শিবের অন্যতম অনুচর কাকপাদ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে ত্রিশকোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কাকবর্ণ—মগধের শিশু নাগবংশীয়

নরপতি শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ। তিনি ছাব্বিশ বৎসর গিরিব্রজে রাজত্ব করেন। (মৎ)।

কাকিনী—পূর্ব্বে শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট অথর্ব্ব বেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা ষড়বিধ—শাকিণী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২০)।

কাকী—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক সকল জন্মে। (হরি)। তপ নামা বহ্নি হইতে সমুৎপন্ন, মাতৃগণ, শিবা ও অশিবা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বেমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদে এই মাতৃগণ হইতে মহাবলপরাক্রান্ত লোহিত নেত্র আটটী শিশু জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক নামে খ্যাত। (মহাভা-বন-২২৬)।

কাকুৎস্থ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সোমদত্তের পুত্র। (রামা-আদি-৪৭)।

কাকেয়স্থ—পরাশরবংশীয় কার্ষ্ণায়ণ, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাক্ষীবান্—বলিরাজার সহধর্ম্মিণী সুদেষ্ণা হইতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র এবং সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কাক্ষীবান্ নামে এক পুত্র জন্মে। কাক্ষীবান্ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কাক্ষীবানের বহু পুত্র জন্মে, তাঁহারা কৌষ্মাণ্ড ও গৌতম আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহর্ষি দীর্ঘতমাও সুরভির আঘ্রাণে চক্ষুষ্মান হইয়া গৌতম নামে বিখ্যাত হন। (মৎ)।

কাঞ্চন—একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য কাঞ্চন নামে খ্যাত ছিলেন। (লিঃ)। বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চনের পুত্র সুহোত্র। সোম-বংশীয় ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক, হোত্রকের পুত্র জহ্নু। (ভাগ)। অমাবসু দেখ।

কাঞ্চনপ্রভা—সোমবংশীয় নরপতি ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভা। কাঞ্চন-

প্রভার তনয় মহাবলশালী বিদ্বান্ সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কেশীনীর গর্ভে রাজর্ষি জহ্নুর জন্ম হয়। এই জহ্নুই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন (হরি)। বিষ্ণুপুরাণ মতে ভীমের পুত্রের নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চনষ্ঠীবী—সুবর্ণষ্ঠীবীর অন্য নাম। (সুবর্ণষ্ঠীবী দেখ)।

কাঞ্চনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে কাঞ্চনানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কনকেক্ষণকে প্রদান করেন। (বাম)।

কাঠ্য—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কাঠ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ডশয়—পরাশরবংশীয় কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈক্ষপ, ভৌমতাপল ও গোপালি এই পাঁচ জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি গৌরপরাশর সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাণ্ব—ভরতবংশীয় ভদ্রাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল। তাঁহার পুত্রগণ মৌদ্গল্য নামে অভিহিত ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি ছিলেন। কাণ্ব ও মুদ্গলগণ অঙ্গিরসের পক্ষভুক্ত ছিলেন। (মৎ)। কাণ্ব নামে এক মহর্ষি ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫)।

কাণ্বায়ন—ভরতবংশীয় নরপতি হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। এই অজমীঢ়ের চারি পত্নীর অন্যতমা কেশীনির গর্ভে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথির পুত্রেরা কাণ্বায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। (মৎ)। অজামীঢ় দেখ।

কাণ্বক্য—মহর্ষি কাণ্বক্য একজন বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। (ঋগ্)।

কাত্য—মহর্ষি কাত্য প্রভাসতীর্থে বাস করিতেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২)।

কাত্যায়ন—অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী। (রামা আদি-৭)। কত্য ঋষির পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন কবন্ধি মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। (প্রঃ উঃ)। মহর্ষি গৃৎসমদের শিষ্য কাত্যায়ন ঋষি বেদের অনুক্রমকার রচয়িতা। (ঋগ্)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কল্যাণী (বা কাত্যায়নী) এবং কনিষ্ঠা মৈত্রেয়ী। এই কাত্যায়নী হইতে

বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-১২৯-১৩০)।

কাত্যায়নী—মহিষাসুরের আক্রমণে বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাদের কুপিত বদন-মণ্ডল হইতে এক তেজ নির্গত হয়। সেই তেজরূপিনী কন্যা কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পরিবর্দ্ধিতা হন এবং কাত্যায়নের নাম অনুসারেই তাঁহার নাম কাত্যায়নী হয়। (বাম)। নবদুর্গার অন্যতমা দেবী কাত্যায়নী। তিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামে দুই পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কাত্যায়নী হইতে বেদসূত্রের প্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেন। (স্কন্দ-নাগ ১২৯-১৩০)।

কাত্যায়নেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫)।

কানিন, কানীন—বিষ্ণু মনুবংশীয় দেবদত্তের পুত্ররূপে অগ্নিবেশ্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহর্ষি অগ্নিবেশ্য, কানীন ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। (ভাগ)।

কান্ত—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কান্ত। (মহাভা)।

কান্তক—শিবের অন্যতম অনুচর কান্তক, শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে বহু কোটী গণপরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কান্তা—১। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ গোপীর অন্যতমা কান্তা ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮)। ২। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে কান্তা, জয়া প্রভৃতি দশটি রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯)।

কান্তি—সূর্য্যের কন্যার নাম কান্তি। কান্তির অন্য নাম সূর্য্যা। (ঋগ্)। সূর্য্যা দেখ।

কান্তিমতি, কান্তিমতী—১। বারাণসীর নরপতি সুপ্রতিকের অন্যতমা পত্নী কান্তিমতী সুদ্যুম্ন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। (বরা)। ২। নরপতি ভদ্রাশ্বের পত্নীর নাম কান্তিমতী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীতে পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রতের রাত্রিতে বিষ্ণুগৃহে প্রদীপ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যের ফলে তাঁহারা রাজা ও রাণী হইয়াছিলেন। (বরা)। ৩। পূর্ব্বকালে কাম্পিল্য নগরে বীরবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কান্তিমতী ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-মার্গ-১১)। ৪। শাকল

দেশে স্তম্ব নামে এক শ্রীবৎস বংশী বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কান্তিমতী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৮)

৫। মহর্ষি গালবের কান্তিমতী নামে এক কন্যা ছিলেন। (স্কন্দ-সেতু-৮)। ৬। সমুদ্রমন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, কান্তিমতী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯)।

কান্তিশালী—বিদ্যাধর কান্তিশালী, মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে ঘোটক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে শোণপর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করিয়া শোণ শম্ভুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২২)।

কাপট্ট—অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা। মিথ্যার ভ্রাতা কাপট্ট। (ব্রহ্মবৈ)।

কাপালী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)।

কাপালীকেশ্বরী—কপালেশ্বর শিবের শক্তি। (স্কন্দ-মহা-কুমা-৩৩)। কপালেশ্বর দেখ।

কাপিলেয়—মহর্ষি পঞ্চশিখকে তাঁহার গুরু আসুরীর পত্নী কপিলা স্তন্যদান দ্বারা পালন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পঞ্চশিখ কাপিলেয় নামেও অভিহিত হইতেন। (মহাভা-শান্তি-২১৮)।

কাপিষ্টল—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬)।

কাপেয়—মহর্ষি কাপেয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)।

কাবেরী—১। নরপতি যুবনাশ্বের কন্যার নাম কাবেরী। তিনি চন্দ্রবংশীয় নরপতি জহ্নুর পত্নী ছিলেন। কাবেরী হইতে জহ্নুর সুনহ নামে এক পুত্র জন্মে। সুনহের পুত্র অজক। (হরি)। আবার এই হরিবংশেরই অন্যত্র আছে, জহ্নুর পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব। জহ্নু ও অজপ দেখ। (২) কাবেরী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-আব-রেবা-২২)।

কাব্য—অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষাত্ত ও সৌম্য ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পিতৃলোক হইতে দেব ও দানব এবং দেবতা হইতেই এই চরাচর জগৎ আনুপূর্ব্বীক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। (মনু)। তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্, এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন।

(হরি)। কাব্য হইতে তৎপত্নী দেবীর গর্ভে ভুবন, ভাবন প্রভৃতি নামে ভার্গব বংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ু)। অন্য দেখ।

কাম, কামদেব—১। ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষের কন্যা সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্কল্পের তনয় কাম। (ভাগ)। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম জন্মগ্রহণ করেন। কামের পত্নী রতি হইতে যশ ও হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। (হরি)। অঙ্গদেশে কামদেবের আশ্রম ছিল। একদা মহাদেব ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। *কিছুকাল পরে তপোভঙ্গ হইলে* তিনি দেবগণের সহিত বিলাস-স্থলে গমন করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। সেইজন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গ স্খলিত ও ভস্মসাৎ হইয়া যায় এবং তদবধি তিনি অনঙ্গ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ স্খলিত হইয়াছিল সেই স্থান অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়। কামদেবের আশ্রমস্থিত-ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষপরম্পরা-ক্রমে কামদেবের শিষ্য ও নিষ্পাপ। (রামা)। ।বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের অনুরোধে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া ভস্মীভূত হন। পরে কামদেবের স্ত্রী রতির অনুরোধে মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন—"যে সময় ভৃগু মুনির শাপে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু বসুদেব তনয়রূপে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার যে পুত্র হইবে, তাঁহাকে তোমার পতি কামদেব বলিয়া জানিও।" রতি এই বর লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করিলেন। (লি)। রতি মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক শম্বরের মায়বতী নাম্নী পত্নীরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। *(হরি)। শম্বর শ্রীকৃষ্ণের পুত্র* প্রদ্যুম্নকে জন্মিবার পর ষষ্ঠদিনে অপহরণ-পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মৎস্য তাহাকে গ্রাস করে, সেই মৎস্য ধৃত হইয়া আবার শম্বরের নিকট আনীত হয়।শম্বরের স্ত্রী মায়াবতী তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রতিপালন করেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া শম্বরকে বিনাশ করেন এবং পরে মায়াবতীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (বিষ্ণু)। ২। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শ্রদ্ধার গর্ভে কামের জন্ম হয়।

কামের পুত্র হর্ষ ও দেবানন্দ। (কূর্ম্ম)। ৩। কামদেব ও রতিদেবী ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। রতিদেবী কামদেবেরই স্ত্রী। সতী দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাইতে তপস্যা করেন। মহাদেব একদা হিমালয়ের ভবন-সন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পার্ব্বতী ইহা জানিতে পারিয়া, প্রতিদিন তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য গমন করিতেন। ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া, কামদেবকে তথায় যাইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে বলেন। কামদেব বটবৃক্ষমূলে অবস্থিত মহাদেবের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কপালস্থিত নেত্রের অগ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্ম করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ৪। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সপ্ত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতে-ছেন। ইহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা)। একবার কামদেব ইন্দ্রের অনুরোধে ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। (বরা)। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কুসুমায়ুধ কামদেবের জন্ম হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জ্জরিত হইয়া, স্বীয় কন্যা শতরূপাতে উপগত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইবে বলিয়া কামদেবকে শাপ দেন। পরে কামদেবের কাতর প্রার্থনায় প্রীত হইয়া বলেন যে, বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও ভরতবংশের অবসানে মৎস্য রাজের পুত্র হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিবে। (মৎ)। ৫। অষ্ট-বসুর অন্যতম ধ্রুব হইতে কাম জন্মে। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১)। দক্ষের শতকন্যার মধ্যে রতি ও প্রীতি কামদেবের স্ত্রী ছিলেন। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯)।

কামকচঙ্কটা—মরুদৈত্যের কন্যা। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয় ঘটোৎকচ তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের বর্ব্বরীক নামে এক পুত্র জন্মে (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৯)।

কামগমগণ—একাদশ মনু ধর্ম্ম সাবর্ণি হইবেন। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ, নির্ম্মাণ-রতিগণ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা হইবেন। (বিষ্ণু)।

কামচর—মহর্ষি নারদের অন্য নাম কামচর। (বরা)।

কামচারী—দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কামচারী অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য-)।

কামজিৎ—দেবসেনাপতি স্কন্দের অন্য নাম কামজিৎ। (মহাভা-শল্য)।

কামঠক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে কামঠকের জন্ম হয়। কিন্তু তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট হন। (মহাভা-আদি)।

কামদ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম কামদ। (মহাভা-বন-২৩০)।

কামদন্তিকা—সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধন্বা। দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে শতধন্বার, ভিষক, সুদান্ত, বৈতরণ ও অধিদান্ত নামে চারিপুত্র এবং কামদন্তিকা ও কামদা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (হরি)।

কামদা—১। সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের অন্যতম তনয় শতধন্বা। শতধন্বার দেবর্ষি চ্যবনের প্রসাদে ভিষ, সুদান্ত, বৈতরণ ও অধিদান্ত নামে চারি পুত্র এবং কামদন্তিকা ও কামদা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। (হরি)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী যে সকল মাতৃকা ছিলেন, কামদা তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভা-শল্য-)।

কামধেনু - চক্রধারী হরির গাত্র হইতে বহু মাতৃকার সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে আকর্ণনী, সন্তটা, উত্তরমালিকা জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু, বালিকা ও পদ্মকরা এই অষ্টমাতৃকা রেবতীর অনুচরী বলিয়া বিখ্যাতা এবং সকলেই মহাবলা। (মৎ)। সমুদ্র মন্থন হইতে কামধেনুর উৎপত্তি হয়। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮)।

কামন্দক—মহর্ষি কামন্দক একজন প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ কামন্দক নীতিশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। (মহাভা-শান্তি-)।

কামপাবক—যিনি সকল লোকেই অবস্থিতি করেন, স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ নাই, লোকে তাঁহাকে কাম-পাবক বলে। দেবগণ তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে তাঁহাকে কামপাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (মহাভা-বন-২১৭)।

কামপ্রভ—কালেয় দৈত্যবংশীয় বলদর্পিত কামপ্রভ দানব ইন্দ্রহস্তে নিহত হন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কামপ্রমোদিনী—পূর্ব্বে দেবপদ্ম নামে এক মহামতি রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নী হইতে কামপ্রমোদিনী নামে এক কন্যা জন্মে। তাঁহাকে রাক্ষস সাম্বর হরণ করে। পরে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রমে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। মাণ্ডব্য ঋষি পরে কামপ্রমোদিনীকে বিবাহ করেন। (স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯-৭২)।

কামরূপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় শরীর হইতে যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কামরূপা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। (মৎ)।

কামলায়ন—কমল ঋষির পুত্র উপকোসলের অন্যনাম কামলায়ন। (ছান্দোগ্য)।

কামশাসন—কাঞ্চীতীর্থে মহাদেব কামশাসন নামে খ্যাত। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)।

কামলায়নিজ—মহর্ষি কামলায়নিজ একজন বিশ্বামিত্র বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও বঞ্জলী এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কামা—নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা চন্দ্রবংশীয় অজুতনারীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অক্রোধন নামে একপুত্র জন্মে। (মহাভা)। অক্রোধন দেখ।

কামাক্ষী—১। কাঞ্চীতীর্থে হিমালয়নন্দিনী পার্ব্বতী কামাক্ষী নামে ও মহাদেব কামশাসন নামে প্রসিদ্ধ। (স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-২)। ২। কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫)।

কামাখ্যা—দেবী কামাখ্যা কামরূপে অবস্থিত আছেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯)।

কামিনী—ভদ্রমতি নামক এক বিত্তহীন ব্রাহ্মণের অন্যতমা স্ত্রী। এই সাধ্বী স্ত্রীর পরামর্শেই ভদ্রমতি বেঙ্কটাচল তীর্থে গমন করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা দূর করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০)। ভদ্রমতি দেখ।

কামুকা—দেবী পার্ব্বতী গন্ধমাদনে কামুকা নামে প্রসিদ্ধা (স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮)।

কামেশ—সুবর্ণা নদীর তীরে দাশরথি রাম রামেশ ও কামেশ নামে দুই শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩১)।

কামেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৯৭)। কুঙ্কুম ও বিলেপন দ্বারা কামেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে কামগামী বিমানে স্বর্গে গমন করা যায়। (স্কন্দ-আব-অব-২৫)।

কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল—পুরুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। "এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ।" এই কথা পিতা হর্য্যশ্ব বলায়, তাঁহারা পাঞ্চাল নামে খ্যাত হন। (বিষ্ণু—৪র্থ-১৯)। যযাতি বংশীয় ভর্ম্মাশ্বের, মুদ্গল, যবনীর, বৃহদিশ্ব, কাম্পিল্ল ও সঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র "পাঞ্চাল" নামে খ্যাত ছিলেন। (ভাগ-৯স্ক-২১)।

কাম্বোজ—মহর্ষি কাম্বোজ একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কাম্য—প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। এই কাম্যা কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা নহেন। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। (হরি-হরি-২, ২৮)।

কায়নী—মহর্ষি কায়নী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ঔর্ব্বের ও মারুত এই দুইটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কায়ব্য—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও নিষাদীর গর্ভে কায়ব্যের জন্ম হয়। জ্ঞানবান্ ও হিতানুষ্ঠান-তৎপর কায়ব্য সাধুগণের মঙ্গলানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ করিয়া মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভা-শান্তি)।

কায়াবরোহণ—শ্বেত কল্পনীয় কলির আদিতে মহর্ষি কায়াবরোহণ একজন যুগাবতার ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০)।

কারাবরোহণেশ্বর-—মহাকালবনের দক্ষিণ দিকে মহাযোগী কায়াবরোহণেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬)।

কারকি—মহর্ষি কারকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯-অ)।

কারীরয়—মহর্ষি কারীরয় একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯)।

কারীষী—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (মহাভা-অনুশা)।

কারুক—ইক্ষাকুবংশীয় বিজয়ের

পুত্র বীর্য্যবান্ কারুক। কারুকের তনয় বৃক, বৃকের পুত্র বাহু। (কূর্ম্ম-পূ-২১)।

কারুকায়ন—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি কারুকায়ন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কারুষ—দক্ষিণা পথবাসী কারুষ নামক দানব শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। (হরি)।

কারুষগণ—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র করুষ। যুদ্ধদুর্ম্মত কারুষগণ এই কারুষেরই পুত্র। (হরি-হরি-১০)।

কারুষবৃদ্ধশর্ম্মা—যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতদেবাকে কারুষ-বৃদ্ধশর্ম্মা বিবাহ করেন। এই শ্রুতদেবার গর্ভে মহাসুর দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। (বিষ্ণু—৪র্থ-১৪)।

কারোটক—মহর্ষি কারোটক একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা উতথ্য ও উশিজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ ১৭৯ অ)।

কার্ত্ত—যদুবংশীয় নরপতি হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র,ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত। এই কার্ত্তের পুত্র সাহঞ্জ, সাহঞ্জের পুত্র মহিষ্মান্। (হরি-হরি-৩৩)।

কার্ত্তবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—তিনি হৈহয় দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একদা রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া উক্ত নগরীতে সসৈন্যে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন তখন নর্ম্মদা নদীতে জল-ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। অসহিষ্ণু রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া নর্ম্মদা পুলিনে উপস্থিত হন। নর্ম্মদার সলিল ও তৎ-নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বড়ই মনোহর ছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইয়া নর্ম্মদা-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অর্জ্জুন বাহু দ্বারা নর্ম্মদা-স্রোত রুদ্ধ করিয়া রমণীগণ সহ জলক্রীড়া করিতে-ছিলেন। রুদ্ধ জলপ্রবাহ তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইলে, রাবণের পূজোপকরণ সমুদয় ভাসিয়া গেল। তদ্দর্শনে এই জল-প্রবাহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাবণ শুক ও সারণকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের জলাবরোধের বিষয় সবিস্তার রাবণকে জ্ঞাপন করেন। রাবণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে

আক্রমণ করেন, কিন্তু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অর্জ্জুন বন্দী রাবণকে সঙ্গে করিয়া স্বপুরে আগমন করিলে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবগণের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্জ্জুন-সমীপে আগমন করেন। অর্জ্জুন পুলস্ত্যের অনুরোধে রাবণকে মুক্তি প্রদান করেন। (রামা-উত্তরা ৩৬-৩৮)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য, তাঁহার প্রকৃত নাম অর্জ্জুন। সেজন্য তিনি কার্ত্তবীর্য্য অথবা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত। তিনি হৈহয় নামক ক্ষত্রিয়গণের অধিপতি ছিলেন। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একদা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নর্ম্মদাতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। কার্ত্তবীর্য্য সেই সময়ে বহুরমণী সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে জলক্রিড়া করিতেছিলেন। তিনি বাহুদ্বারা নদীর স্রোতরোধ করাতে, তীরভূমি প্লাবিত হয়। সুতরাং রাবণের শিবিরে জল প্রবেশ করে। রাবণের ইহাতে ক্রোধের উদয় হয় এবং কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। কার্ত্তবীর্য্য ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। পরে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কার্ত্তবীর্য্য একবার মৃগয়া করিতে করিতে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি মহর্ষির কামধেনুকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া তাহাকে হরণ করেন। পরশুরাম সেই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ইহা অবগত হইয়া তাঁহার শাস্তি প্রদানার্থ কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য সসৈন্যে পরশুরামহস্তে নিহত হন। পরশুরাম কামধেনু পুনরানয়নপূর্ব্বক পিতৃহস্তে প্রদান করেন। (ভাগ—ম৯-১৫,১৬)। কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ, ও জয়ধ্বজ প্রধান ছিলেন। জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ (লি-৬৮)। রামায়ণ মতে রাবণ কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক বন্দী হইলে পুলস্ত্যের অনুরোধে মুক্তিলাভ করেন। কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া "সহস্রবাহু, অধর্ম্মাসেবা নিবারণ, ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী জয় ও ধর্ম্মদ্বারাই পৃথিবী প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয়, অখিল ভুবন পরিচিত পুরুষের হস্তে মরণ, এই কয়টি বর প্রাপ্ত হন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পালন করিয়া দশ সহস্র

যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা দান দ্বারা অন্য কোনও ভূপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। এই প্রকারে তিনি অব্যাহত আরোগ্য, বল, স্ত্রী, ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন।(বিষ্ণু-৪র্থ-২১)। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নি ঋষির পয়স্বিনী গাভী হরণে উদ্যত হইলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জমদগ্নি নিহত হন। ও তাঁহার স্ত্রী রেণুকা স্বামীর চিতায় আরোহণপূর্ব্বক সহমৃতা হন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সেই ক্রোধে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। (ব্রহ্মবৈ-গণে-৪০)। একবার সূর্য্য ব্রাহ্মণবেশে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় স্থাবর পদার্থ আহার্য্যরূপে প্রার্থনা করেন। কার্ত্তবীর্য্য দিতে অস্বীকার করিয়া প্রণত হইলেন। ইহাতে আদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অক্ষয় শর প্রদান করিলেন। এই শরের প্রভাবে তিনি গ্রাম, নগর, বন প্রভৃতি দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আপব ঋষি দীর্ঘকাল জলে তপস্যা করিয়া ব্রত সমাপনান্তে আসিয়া দেখিলেন, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার আশ্রম দগ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে শাপ দেন যে, তিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। (মৎ-৪৩,৪৪)। কার্ত্তবীর্য্য কর্কোটক স্বত নাগকে একবার পরাজিত করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। (মৎ—ঐ)।

কার্ত্তস্বন—একজন দানবপতি (স্কন্দ-কাশী-১৬)।

কার্ত্তস্বর—দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি কার্ত্তস্বর, মহাদেবের সহিত সমরে গণাধিপ নন্দীষেণ হস্তে নিহত হন। (বাম)।

কার্ত্তিক—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। কার্ত্তিকেয় দেখ।

কার্ত্তিকেয়—অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। গঙ্গা তাঁহাকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশবর্ত্তী কোনও স্থানে প্রসব করেন। দেবগণ নবজাত শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য কৃত্তিকাদি নক্ষত্র-গণকে নিয়োগ করেন। এইজন্য এই দেবশিশু কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হয়। (রামা-আদি)। কার্ত্তিকেয় মহাদেবের তেজে জন্ম-গ্রহণ করেন। পার্ব্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের তেজ

পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী ইহা ধারণে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে শরবনে নিক্ষেপ করেন। শরবনে পতিত মহাদেবের সেই তেজ একটি সুন্দর বালকরূপে পরিণত হয়। কৃত্তিকাগণ ইহাকে তদবস্থায় দেখিয়া লইয়া যান এবং স্তন্য দান দ্বারা পালন করেন। পার্ব্বতী দেবগণের নিকট সেই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন করেন। (ব্রহ্মবৈ)। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ তখন ব্রহ্মার উপদেশে অগ্নির শরণাপন্ন হন। অগ্নির তেজ ধারণ করিয়া ভাগীরথী গর্ভধারণ করেন, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল ধারণে অসমর্থ হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। সেই অগ্নিসম্ভূত তেজ হিমালয় হইতে গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত ও এক শর-বনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত ও বালকরূপে পরিণত হয়। সেই সময়ে কৃত্তিকাগণ সেই অদ্ভুত-দর্শন বালককে শরবনে নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে পালন করেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়, তেজ স্কন্ন (ক্ষরিত) হওয়াতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম স্কন্দ ও গুহাবাস-নিবন্ধন গুহ নাম হইয়াছে। (মহাভা-অনুশা)। কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম দেবসেনা। প্রকৃতির প্রধান অংশ-স্বরূপা দেব-সেনা মাতৃকাদিগের মধ্যে পূজ্যতমা ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়া-ছেন। (ব্রহ্মবৈ)। অগ্নিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজ হিমালয়ের অন্যতমা কন্যা কুটিলা ধারণ করেন। এবং যথাকালে পর্ব্বতের সানুদেশে শরবনে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রসব করিয়াই তিনি চলিয়া যান এবং সেই পুত্রকে কৃত্তিকাগণ প্রতিপালন করেন। তিনি কার্ত্তিকেয় নামে কৃত্তিকা-গণের, কুমার নামে কুটিলার, স্কন্দ নামে গৌরীর, গুহ নামে মহাদেবের, মহাসেন নামে হুতা-শনের পুত্র বলিয়া খ্যাত হন। (বাম)। একবার কার্ত্তিকেয় বাণের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হরি)। অষ্টবসুর অন্যতমা অগ্নির পত্নী ধারার গর্ভে কার্ত্তিকেয় (স্কন্দ) জন্মগ্রহণ করেন। কার্ত্তিকেয়ের পুত্র বিশাখা। (ভাগ)। মহাদেবের ঔরসে ও

স্বাহার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)। কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে তারকাসুরকে বধ করেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ চারণগণ তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্র ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। (মৎ)।

কার্ত্তিবয়—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি কার্ত্তিবয় তিনি কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব 'এই তিন আর্ষেয় প্রবর যুক্ত। (মৎ—১৭৯অ)।

কার্দ্দমায়নি—মহর্ষি কার্দ্দমায়নি এক জন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। ভৃগু, চ্যবন, আপ্লু-বান, আষ্টিষেন ও অরূপি এই পাঁচটি তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭৯অ)।

কার্ষ্ণায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কার্ষ্ণায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। কপিমুখ, কার্ষ্ণায়ন, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন কৃষ্ণ পরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ)।

কাল—ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র সংহারকর্ত্তা কাল। (মহাভা-আদি)। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা দিক-পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (মহাভা-অনুশা)। অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, এই ধ্রুবের পুত্র লোক-সংগ্রাহক কাল। দেবাসুর-যুদ্ধে কালের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র অনুহ্লাদ, এই অনুহ্লাদের পুত্র আয়ু, শিবি ও কাল। (হরি)। ভগবান রুদ্রের এক নাম কাল। (ভাগ) শিবের অন্যতম অনুচর কাল। এই কাল শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে, শত কোটীগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। (লি)। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, মস্তক ভীষণাকৃতি কাল প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈ)। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন এই তিনটি কালের স্ত্রী। (ঐ)। দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতির নাম কাল। দেবাসুর-সংগ্রামে তিনি ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন। (বাম)। দৈত্যপতি মহিষাসুরের কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, নল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন ও

সংবর্ত্তক নামে একাদশ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (বরা)। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্রসম্ভূত ভৈরব-বিশেষ। অসিত দেখ।

কালক—দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে নরক ও কালক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (রামা-আরণ্য-১৪) কালক নামে এক অসুর ছিলেন। (হরি)।

কালকণ্ঠ—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন কালকণ্ঠ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা)।

কালকবৃক্ষীয়—কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী মন্দমতি অমাত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় তৎপ্রতিবিধানে যত্নপর হইয়া একটি কাক পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দেন যে, এই কাক ত্রিকাল বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে স্বীয় সমীপে আনয়ন করেন। মহর্ষি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া অমাত্যদের অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার গোচর করেন। রাজা অনুসন্ধান ক্রমে সমুদয় সত্য জানিতে পারিয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়কে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং মহর্ষি এই সকল মন্দমতি লোককে দমন করেন। (মহাভা-শান্তি)।

কালকর্ণি—অপদেবতা বিশেষ। (স্কন্দ-কাশী-৫)।

কালকা—বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যার মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ কালকা ও পুলোমাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে কশ্যপের কালকেয় ও পৌলম নামে ষষ্টি সহস্র দানবপুত্র জন্মে। তাঁহারা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। (ভাগ)। হরিবংশ মতে কালকার নাম কালিকা। দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা কালকা, নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (রামা-আরণ্য ১৪)। বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভজাত ষষ্টি সহস্র পুত্র পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। (বিষ্ণু)। ঐ সকল দানব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। (মৎ)।

কালকাক্ষ—দেবাসুর-সংগ্রামে কার্ত্তি-

কেয় দেবাসেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কালকাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। (মহাভা-শল্য)। দেবাসুর যুদ্ধে কালকাক্ষ দানবকে বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিনষ্ট করেন। (মহাভা উদ্-১০৪)।

কালকাম—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ক্রতু, দক্ষ, *বসু, সত্য, কালকাম,* মুনি, করজ, মনুজ, বীজ ও রোচমান এই দশ জন বিশ্বদেব। (মৎ)।

কালকেয়—মহাত্মা কশ্যপ বৈশ্বানর দানবের চারিকন্যার মধ্যে কালকা ও পুলোমাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কশ্যপের কালকেয় ও পৌলোম নামে যষ্টি সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন তাঁহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। (ভাগ)। কালকেয় নামক দানবগণ অতিশয় দুর্জ্জয় ও বরলাভে অতিশয় তেজোদৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (রামা-লঙ্কা)।

কালকেয়গণ—এই দৈত্যগণ পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাস করিয়া বড়ই অত্যাচার করিত। অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (মহাভা)।

কালকেলী—একদা ব্রহ্মার বামনেত্র হইতে এক স্থূল অশ্রুকণা পতিত হয়। তাহা হইতে হারব নামক দানবের উৎপত্তি হয়। এই হারবের দক্ষিণনেত্র হইতে কালকেলী নামক ভয়ানক দানবের জন্ম হয়। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ে মহাদেবকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিরূপে মহাকাল বনে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দানবদ্বয়কে বিনাশ করেন। তদবধি *সেই লিঙ্গরূপী শিব* অভয়েশ্বর *নামে খ্যাত* হন। (স্কন্দ-আব-চতু-৪৮)।

কাল খঞ্জগণ—একজাতীয় দৈত্য। (মহাভা)।

কালগম—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে বিহঙ্গম, কালগম ও নির্ব্বাণ রুচি দেবতা ছিলেন। এবং বৈধৃত ইন্দ্র ছিলেন। (ভাগ)।

কালজ্জয়—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কাল সেন, মহামুখ, তালপত্র ও

কাল-জঙ্ঘকে প্রেরণ করেন। (বাম)।

কালদংষ্ট্র—তারক, কমলাক্ষ, কাল দংষ্ট্র, পরাবসু, বিরোচন, প্রভৃতি দানবেরা হুতাশনের ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করিল এবং জলদুর্গের আশ্রয়ে দেবতাদের উপর অত্যাচার করিত। (মৎ)।

কালনর,কালানর, কালানল—যযাতি বংশীয় সভানরের পুত্র কালনর। কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল। (ভাগ)। যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর পুত্র, সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু। তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়। (বিষ্ণু)। পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষেয়ুর অন্যতম পুত্র সভানর, এই সভানরের পুত্র কালানল, কালানলেব পুত্র সৃঞ্জয়। (হরি)।

[ক]ালনাথ—মহাদেবের অন্যনাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩১)।

[ক]ালনাভ—কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণাক্ষ্য নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জর্জ্জর, শকুনী, ভূতসন্তাপণ, মহানাভ ও কালনাভ এই বিদ্বান্ ও বলবান্ পাঁচপুত্র হিরণাক্ষ্যের তনয়। (হরি)। কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, মহাবল, মহাবাহু, প্রভৃতি শতপুত্র জন্মে। (হরি)। কশ্যপ ও দিতির কন্যা সিংহিকা আপন মাসীর অন্যতম পুত্র বিপ্রচিত্তিকে বিবাহ করেন। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার সৈংহিকেয় নামক রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। (হরি)।

কালনাশন—অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি কালনাশন শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বাম)।

কালনেমী—জনৈক অসুর, নারায়ণ-হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়। (রামা-উত্তরা-৬)। হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমী। কালনেমীর হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত। ইহারাই প্রথমে দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কংসহস্তে নিহত হয়। দেবাসুর যুদ্ধে কালনেমী কুবেরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুহস্তে নিহত হন। (হরি)। দানব কালনেমী ভূতলে

বাস করিতেন। (লি)। কালনেমী দৈত্যই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বিষ্ণু)। দেবাসুর-সংগ্রামে কালনেমী সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে বিনাশ করেন। (বরা)। দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন কালনেমী, তিনি মহাদেবের হস্তে নিহত হন। (বাম)। প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র কালনেমী। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১)। কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে দৈত্যপতি জলন্ধর বিবাহ করেন। (স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪)।

কালপথ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে কালপথ অন্যতম। (মহাভা-অনুশা)।

কালপর্ণী—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার নিমিত্ত, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কালপর্ণী তাহাদের অন্যতমা। (মৎ)।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কালবদন—অসুরবিশেষ। বামনাবতারে বিষ্ণু, কালবদন, করাল প্রভৃতি অসুরকে নির্যাতন করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়াছিলেন। (হরি)।

কালবক্ত্র—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। (স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯)।

কালবিগ্রহ—দৈতপতি কালবিগ্রহকে মহাদেব যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কালবিনায়ক—কাশীস্থিত কালবিনায়কের সেবা করিলে, মানুষের কালভীতি থাকে না। (স্কন্দ-কাশী-৫৭)।

কালপ্রভ—দৈত্যপতি কালপ্রভকে মহাদেব শূলাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। (স্কন্দ-নাগ-৩৪)।

কালভীতি—বারাণসী নগরে রুদ্র জপপরায়ণ মান্টী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী চটিকা কালভীতি নামক পুত্রকে প্রসব করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্তিপরায়ণ ছিলেন। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০)।

কালভৈরব—মহাদেবের অন্যতম গণ-কালভৈরব। দৈত্যপতি অন্ধক *পার্ব্বতীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, কালভৈরব তাঁহাকে শূল* দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। (কূর্ম্ম)। একবার ব্রহ্মা মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেইজন্য মহাদেব কালভৈরবকে তাঁহার দমনার্থ প্রেরণ করেন। কালভৈরব ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তকের একটি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। পরে মহাদেব যোগদ্বারা তাঁহাকে জীবিত

করেন। তদবধি ব্রহ্মার চারিটি মস্তক হইল। (কূর্ম্ম)।

কালমাধব—যে ব্যক্তি কাশীস্থিত কালমাধবকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে,তাহাকে কাল বা কলি কেহই আক্রমণ করিতে পারে না। (স্কন্দ-কাশী-৬১)।

কালযবন—মহামুনি গার্গ্য পুত্র-কামনায় দ্বাদশবর্ষ লৌহচূর্ণাহারী হইয়া সুদারুণ পরম দুশ্চর ঘোরতর তপস্যা দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া বর প্রদানে সমুদ্যত হইলে, মহাত্মা গার্গ্য যাদবগণের অবধ্য এক পুত্র প্রার্থনা করেন। শঙ্কর তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করেন। এই বরের ফলে, কালযবনের জন্ম হয়। (হরি)। আবার হরিবংশের অন্যত্র আছে, একদা গার্গ্যের শ্যালক *ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত শিশি-রায়ণ গার্গ্য নপুংসক কি না পরীক্ষা* করিয়াছিলেন। ইহাতে গার্গ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং পরে দ্বাদশ বৎসর অন্তে তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইলে, তিনি গোপিকা বেশধারিণী গোপালী নাম্নী অপ্-সরাতে এক পুত্র উৎপাদন করেন। গোপালীজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলে, সেই শিশু অপুত্রক যবন-রাজের অন্তঃপুরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালযবন নামে খ্যাত হন। এই কালযবন নারদের পরামর্শে মথুরা আক্রমণ করিলে, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশস্থলী দ্বারা-বতীতে পুরী নিবেশ করিলেন। (হরি)। কিন্তু এই বিবরণই হরিবংশের অন্যত্র একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিবর্গের অনুরোধে শাল্ব যবন-রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে মথুরা আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে কালযবন মথুরা আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই ইহা জানিতে পারিয়া দ্বারাবতী নগরে পলায়ন করেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে *মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ দেবগণ হইতে, "অকালে কেহ তাঁহাকে* জাগাইলেই ভস্মীভূত হইবে" এই বর লাভ করিয়া এক পর্ব্বত-গুহায় নিদ্রিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা অবগত হইয়া কালযবনের ভয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। কাল-যবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নিদ্রিত মুচুকুন্দ নরপতিকে

শ্রীকৃষ্ণভ্রমে পদাঘাতে জাগরিত করিয়া দেবগণের শাপে ভস্মীভূত হইলেন। এইরূপে কালযবন নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক উগ্রসেনকে কতক প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট দ্বারা দ্বারাবতী নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। (হরি)। মহর্ষি গার্গ্য যবনেশ্বরের পত্নীতে কালযবন নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু)

কালরাজ—কালের ন্যায় বিরাজমান বলিয়া কালভৈরবের এক নাম কালরাজ হইয়াছে। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১)।

কালরুদ্র—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-১)।

কালরূপ—মহাদেবের অন্য নাম। (স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩১)।

কালশিখ—মহর্ষি কালশিখ একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৭-অ)।

কালসেন—দেবাসুরযুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে যম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রমথ, উন্মাথ, কালসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজ্জ্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বাম)।

কালহস্তী—সুবর্ণমুখীর তীরে মহাদেব কালহস্তী নামে খ্যাত এবং তথায় তাঁহার শক্তির নাম ভৃঙ্গ মুখরালকা। (স্কন্দ-মাহে-সরু-২)।

কালহা—শিবের অন্যতম অনুচর কালহা। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে বহু কোটী গণ পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। (লি)।

কালা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা। (হরি)। পার্ব্বতী দেবী চন্দ্রভাগাতীর্থে কালা নামে বিখ্যাত (স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮)।

কালাক্ষ—ভীমনন্দন ঘটোৎকচের একজন সেনাপতি। (স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৯)।

কালাগ্নি—স্বায়ম্ভুবমনু প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ সন্তান উৎপাদনে অস্বীকার করিলে, ব্রহ্মা অতিশয় কুপিত হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে কালাগ্নি, মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, ঊর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি নামে একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে কালাগ্নি সকলের সংহারকর্ত্তা। নিদ্রা কালাগ্নি রুদ্রের স্ত্রী। (ব্রহ্ম-বৈ)।

কালায়নি—মহর্ষি বাস্কল তিনখানি সংহিতা রচনা করিয়া, কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তাঁহার

তিনজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। (বিষ্ণু)।

কালিক—দ্বারকাতীর্থের দক্ষিণদিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। (স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭)।

কালিকা—কালকা দেখ। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে অন্যতমা কালিকা ছিলেন। (মহাভা-শল্য)।

কালিকামুখ—রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে কালিকামুখ প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (রামা-উত্তরা-৫)।

কালিঙ্গী—নরপতি মতিনারের স্ত্রী সরস্বতী হইতে তংসুর জন্ম হয়। এই তংসুর স্ত্রী কালিঙ্গী ঈলিলকে প্রসব করেন। (মহাভা)।

কালিন্দী—মনুবংশীয় নৃপতি অসিতের অন্যতমা পত্নী কালিন্দী। রাজা অসিত যখন হিমালয়ে বাস করেন, তখন কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির প্রসাদে একটি পুত্র প্রসব করেন। কালিন্দীর সপত্নী গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। কালিন্দী চ্যবন মুনির বরে গরলের সহিত সেই পুত্র প্রসব করেন। নবজাত পুত্র গর অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সগর নামে খ্যাত হন। (অসিত ও সগর দেখ)। (রামা-আদি ৭০ এবং অযো-১০০)।

শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নীর মধ্যে কালিন্দী অন্যতমা ছিলেন। কালিন্দী হইতে অশ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই অপত্য নরপতি শ্রুত-সেনকে প্রদান করেন। (হরি) সূর্য্যের কন্যার নাম কালিন্দী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যমুনাগর্ভে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে অবস্থান ক, বহুকাল তপস্যা করিয়া-ছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। কিছু কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক জন্ম-গ্রহণ করেন। (ভাগ)। বিশ্ব-কর্ম্মার কন্যা সুবর্ণার গর্ভে ও সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর ও যম নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী, নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতিপদে

বৃত হইলে কালিন্দী নদী স্বীয় অনুচর কলকন্দকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)।

কালিয়—বাসুকীনাগের সেনাপতি কালিয়। একবার বাসুকী, তক্ষকের সহায়তার জন্য, ধন্বন্তরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কালিয়, দ্রোণ কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই পরাস্ত হন। (ব্রহ্মবৈ)। কালিয়, বিজয়, মধুমত্ত, কশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ এই দশ জন শ্রীরাম-চন্দ্রের গুপ্তচর ছিলেন। তাঁহাদেরই নিকট সীতা-সংক্রান্ত অপবাদ রাম শুনিতে পাইয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামা)।

কালী—দাসরাজের কন্যা ও শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর অন্যনাম কালী। (লি)। পূর্ব্বকালে অসুর বংশে *দারুক নামে এক* অসুর জন্মগ্রহণ করেন। সে তপস্যার বলে অদ্বিতীয় বিক্রমী হইয়া সকল দেব ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট সকল জ্ঞাপন করিলে, তিনি মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠস্থবিষে আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেব স্বীয় দেহে পার্ব্বতী বিষময়ী হইয়াছেন জানিয়া কপাল-নেত্র হইতে তাঁহাকে সৃজন করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শিবনেত্র হইতে উৎপন্না অগ্নিকল্পা কালকণ্ঠী কালীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। ঐ দেবীর শিবের ন্যায়ই ললাটে নয়ন হইল। তাঁহার ন্যায় হস্তে ত্রিশূল ও তাঁহারই ন্যায় হস্তে সর্প বলয়াদি হইল। এই কালী দেববিদ্বেষী দারুককে বিনাশ করিলেন। সেই কালীর তেজের আতিশয্য-প্রযুক্ত ক্রোধাগ্নিতে ত্রিভুবন কাতর হইল। ভূতভাবন শিব তাঁহার ক্রোধাগ্নি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেত-সঙ্কুল শ্মশানে স্তন্য পান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কালী সেই বালককে বক্ষে ধারণ করিয়া *স্তন্যদান* করিতে *লাগি*-লেন। বালক স্তন্যের সহিত তাঁহার ক্রোধ পান করিয়া ক্ষেত্রপালক নামে খ্যাত হন। ক্ষেত্রপালের আট মূর্ত্তি হয়। পরে বালক সেই সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ

করিলে স্বয়ং কালীও যোগিনী-গণ সহ তথায় নৃত্য করিয়াছিলেন (লিঃ)। কমললোচনা কালী প্রকৃতির প্রধান অংশ-স্বরূপা। তিনি শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপা। গুণে ও তেজে তাঁহারই সমান। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনাবশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন। (ব্রহ্মবৈ)। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীমের স্ত্রীর নাম কালী ছিল। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুন কেবল শ্যামবর্ণ ছিলেন। অপর সকলেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। ভীমের স্ত্রী কালী নীলোৎপল-বর্ণা ছিলেন। (মহাভা)। দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে, কালী নদী তাঁহার সাহায্যার্থে স্বীয় অনুচর অষ্টবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। (বাম)। কুরুবংশীয় কুমীর পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসুর গিরিকা, বৃহদ্রর্ণ, প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজুঃ, মৎস্য ও কালী নামে সাত পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। (মৎ)। সতী স্বয়ং পিতা দক্ষের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দক্ষ তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর প্রদর্শন না করিয়া শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, সেই জন্য সতী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। নারদমুখে এই কথা শুনার পর ক্রোধান্বিত শিবের নিঃশ্বাস মারুত হইতে কালী কোটী ভূত-পরিবৃতা হইয়া উৎপন্না হইলেন (স্কন্দ মাহে-কেদা-৩)

কালীয়—যমুনার নিকটবর্ত্তী কালিন্দী হ্রদে কালীয় নাগ বাস করিতেন। অনন্তনাগের আদেশে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে নাগগণ গরুড়ের পূজা করিতেন। একবার কালীয় নাগ গর্ব্বিত হইয়া পূজা ত করিলই না অধিকন্তু বলপূর্ব্বক অন্যের পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অন্যের নিষেধ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। এই উপলক্ষে গরুড়ের সহিত কালীয়ের যুদ্ধ হয়। কালীয় রণে পরাজিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গরুড় সৌভরীর শাপে কালিন্দী হ্রদে আসিত না, একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ-সহ কালিন্দী-তীরে গোচারণ করিতেছিলেন। গোগণ সেই হ্রদের বিষতুল্য জল পান করিয়া

মৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে জীবিত করিয়া যমুনা-তীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হ্রদ-মধ্যস্থ সর্প-ভবনে পতিত হইলেন। কালীয় নাগ তাঁহাকে সামান্য মানুষজ্ঞানে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া গেল। পরে রক্ত বমন করিয়া মরিবার উপক্রম হইল। তখন কালীয়ের স্ত্রী সুবলা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার প্রার্থনায় কালীয় জীবন লাভ করিয়া কালিন্দী হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমনক দ্বীপে পলায়ন করিলেন। (ব্রহ্ম-বৈ)। ভাগবতে এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন। কালীয় তাঁহাদের অন্যতম। (মহাভা)।

কালেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে যমালয়ে কালেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। (*স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭*)।

কালেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট প্রণত হইলে, কালভয় দূর হয়। (স্কন্দ-কাশী-পূ-৫৩)।

কালেহিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কালেহিকা অন্যতমা ছিলেন। (মহাভা-শল্য-৪৭)।

কাশ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুহোত্রের কাশ, লেশ, ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কাশের তনয় কাশিরাজ, কাশিরাজের তনয় দীর্ঘতমা। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮ম)। সুনহোত্রের পুত্র কাশ, শল ও গৃৎসমদ এই তিন জন। কাশের পুত্র কাশয়। (হরি-হরি-২৯)।

কাশয়—সোমবংশীয় নরপতি সুনহোত্রের অন্যতম পুত্র কাশ। কাশের পুত্র কাশয়। (হরি-হরি-২৯)।

কাশার—বাস্কলের পুত্রের প্রণীত বালিখিল্য নামে সংহিতা, বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার নামে কয়েক দৈত্য অধ্যয়ন করেন। (ভাগ-১২স্ক-৬)।

কাশিক—ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের কাশিক ও গৃৎসমতি নামে দুই পুত্র জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশেয় ও দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)

কাশিরাজ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি কাশের অন্যতম পুত্র কাশিরাজ। কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়। দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরী।

কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীকে যদু বংশীয় নরপতি শ্বফল্ক বিবাহ করেন। গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। কাশিরাজ তাঁহার বন্ধু পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে সাহায্য করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। (বিষ্ণু-৪র্থ-৮) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টি করিয়া পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্কর-দেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্কর-দেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করেন এবং উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, কাশিরাজ প্রভৃতি ষোড়শজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। কাশিরাজ চিকিৎসা কৌমুদী নামে এক অতি উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। (ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬)। কাশিরাজ করূষদেশাধিপতি পৌণ্ড্রকের বন্ধু ছিলেন। পৌণ্ড্রককে সাহায্য করিতে যাইয়া কাশিরাজ শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। কাশিরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃহন্তার শাস্তি দিতে যাইয়া স্বয়ং নিহত হন। (ভাগ ১০স্ক-৬৬)।

কাশী—পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীম। এই ভীমের অন্যতমা স্ত্রী কাশীর গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র জন্মে। (মৎ-৫০)। চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের তনয় কাশ্য, কুশ, ও গৃৎসমদ এই তিনজন। কাশ্যের পুত্র কাশী, কাশীর পুত্র রাষ্ট্র। (ভাগ-১৯স্ক-১৭)

কাশেয়—ভরত বংশীয় সুহোত্রের কাশিক ও গৃৎসমতী নামে দুই পুত্র জন্মে। কাশিকের পুত্র কাশেয় ও দীর্ঘতপা। (হরি-হরি-৩২)।

কাশ্য—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র কাশ্য, কুশ, ও গৃৎসমদ এই তিনজন। কাশ্যের পুত্র কাশী, কাশীর পুত্র রাষ্ট্র। (ভাগ-১৯স্ক-১৭)। যযাতি বংশীয় বিষদের পুত্র সেনজিৎ, সেনজিতের রুচিরাশ্ব দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস নামে চারি পুত্র জন্মে। (ভাগ-৯স্ক-২৯)। কাশ্যের কন্যা চন্দ্রবংশীয় নরপতি অন্ধকের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, শুচি, ভজমান ও কম্বলবর্হি নামে চারি পুত্র জন্মে। (লি-৬৯) কাশ্যের কন্যা যদুবংশীয় আহুকের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন (লি-৬৯)। সেনজিতের রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনু, ও বৎসহনু, নামে চারি পুত্র জন্মে। (বিষ্ণু-৪র্থ-১৯)। কাশ্য নামে এক মহর্ষি ছিলেন (মহাভা)।

কাশ্যপ—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী। (রামা-আদি-৭)। জনৈক মুনি ইঁহার পুত্র বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের

পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। (রামা-আদি-৯)। বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। (বিষ্ণু ৩য়-১)। কশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন। (কূর্ম্ম-৬-১১)। মহর্ষি কাশ্যপ বিষবিদ্যা চিকিৎসক ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর শাপে সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার চিকিৎ-সার্থ তিনি রাজ সমীপে যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক তাঁহাকে বহু অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করেন। (মহাভা-আদি)। (২) কাশ্যপ নামে এক মহর্ষি ছিলেন, (মহাভা-শান্তি-৪৭)।

কাশ্যপি—মহর্ষি কাশ্যপি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু বীতি, হব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ ১৯৫)।

কাশ্যপী—বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অজয়া নাম্নী নিরাপধারিনী তিন দেবীকে মস্তক দ্বারা প্রণামান্তে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তিলোদক মাসে মাসে দান করিলে পিতৃলোকেরা তৃপ্ত থাকেন। (বরা-১৯০)। অজয়া দেখ

কাশ্যপেয়—মহর্ষি কাশ্যপেয় একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (মৎ-১৯৯)।

কাশ্যা—কাশিরাজনন্দিনী কাশ্যা কুরু বংশীয় নরপতি জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার আর একটি নাম ছিল বপুষ্ঠমা। কাশ্যা হইতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মে। জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রী বপুষ্ঠমাকে সংযতা হইয়া থাকিতে বলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র গোপনে বপুষ্ঠমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করেন। ইহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। জনমেজয় স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে বিশ্বাবসুর পরামর্শে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করেন। (হরি-হরি-১৮৫,১৮৮)। কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে অলম্বুষা, মিশ্র-কেশী,পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরমা, প্রমাথিনী, কাশ্যা, শারদ্বতী নাম্নী মৌনেয় অপ্সরাগণ, বিশ্বাবসু ও ভরণ্য

কলিকাতা—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেস হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নামক গন্ধর্ব্বগণ; মেনকা, সহজন্যা পুঞ্জিকস্থলা, পর্ণিনী, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, প্রম্লোচা ও মনোবতী নাম্নী মৌনেয়ী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (৩) সুপার্শ্বের কন্যা কাশ্যার গর্ভে সাম্বের ঔরসে মহাবলশালী পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ ৪৭। শাম্ব দেখ।

কাষ্ঠকূট— শিবের অন্যতম অনুচর কাষ্ঠকূট শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটী কোটীগণে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

কাষ্ঠকোটী—শিবের অন্যতম গণ কাষ্ঠকোটী ৬৪ কোটী অনুচরসহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

কাষ্ঠা—দক্ষের ষষ্ঠী সংখ্যক কন্যার মধ্যে কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, প্রমোচা, ভূষণা ও শুকী এই একাদশটী রুদ্রের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। ভাগ ৬স্ক-৬; বৃহদ্ধ-মধ্য-২; বিষ্ণু-১ম৮; শ্রীমহাভা-৩। দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, কাষ্ঠা প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। বিশফ ভিন্ন সকল পশু কাষ্ঠার সন্তান। ভাগ-৬স্ক-৬। শ্রীমহাভা-৩। কাষ্ঠা হইতে অশ্বাদি পশু জন্ম গ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

কাষ্ঠাহারিণ—তিনি একজন কশ্যপ-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিন আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

কাসোরু—মহর্ষি কাসোরু একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, ঊশিজ ও উতথ্য এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কাহলবাদ্যধারী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

কিং—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কিং-পুরুষ—(১) মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কিং-পুরুষ। অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে কিম্পুরুষ প্রভৃতি নয় পুত্রের জন্ম হয়। আগ্নীধ্র তাঁহাকে হেমকূট বর্ষ দান করেন। বিষ্ণু-২য়-১। আগ্নীধ্র দেখ। (২) স্বারোচিষ মনুর পুত্র কিং পুরুষ, চৈত্র প্রভৃতি। বিষ্ণু-৩য়-১। স্বারোচিষ মনু দেখ। কিম্পুরুষ মরুর কন্যা, প্রতিরূপাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২।

কিংভয়—অঙ্গিরস বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫।

কিঙ্কন— অযুতাজিৎ দেখ।

কিঙ্কর—রাক্ষসাধম কিঙ্কর বিশ্বামিত্রের পরামর্শে রাজা কল্মাসপাদের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১৭৩।

কিঙ্কিনিক—দ্বারকা তীর্থের অন্যতম

দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

কিঙ্কিনিকণ—একটি মাতৃকা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

কিঞ্জল্ক—নরপতি ভগীরথের সারথি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২১।

কিন্দম—মহর্ষি কিন্দম মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় স্ত্রী সহ বিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজা পাণ্ডু মৃগভ্রমে তাহাকে নিহত করেন। এই অপরাধে মুনির শাপে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীসহ বিহার কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-আদি-১১৮।

কিন্নর—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্নর। কিন্নরের পুত্র সুবর্ণ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২; বায়ু-৯৯। (২) ধৃতরাষ্ট্র নাগের পুত্র কিন্নর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

কিন্নরাশ্ব—অযোধ্যাধিপতি সুনক্ষত্রের পুত্র কিন্নরাশ্ব, কিন্নরাশ্বের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ এই দুই জন। মৎ-২৭১।

কিম্পুনা—নদী বিশেষ। মহাভা-সভা-৯।

কিম্পুরুষ—কিং-পুরুষ দেখ।

কিরণেশ্বর—কাশীস্থিত কিরণেশ্বর লিঙ্গকে প্রণাম করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

কিরাত—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-৫৩।

কিরাতেশ্বর—মহাদেবের কিরাত নামক গণ, কাশীতে কেদারের দক্ষিণ দিকে ভক্তগণের অভয়প্রদ কিরাতেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৫।

কিরীটী—(১) দেবাসুর সমরে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ, পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, কিরীটী তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) পাণ্ডু পুত্র অর্জ্জুনের অন্য নাম কিরীটী। মহাভা-আদি-১৯০। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল অনুচরকে প্রদান করিয়াছিলেন কিরীটী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭।

কির্ম্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা। কির্ম্মীর কাম্যক বনে বাস করিত। পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ উক্ত বনে প্রবেশ করিলে, কির্ম্মীর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। ভীম এই দুরাত্মাকে বিনাশ করেন। মহাভা-বন-১১।

কিলাত—আকুলি ও কিলাত নামে অসুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মনুর একটি বৃষকে বধ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শতপথ ১ প্র-৪ ব্রা-১ অ। আকুলি দেখ।

কিশোর—তারকাময় সমরে কালনেমীর

অনুচর কিশোর, প্রভৃতি দানবেরা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হয় মৎ-১৭৭।

কীকট—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ককুদা হইতে শকট জন্মগ্রহণ করেন। শকটের তনয় কীকট। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪ (২) ঋষভের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৫স্ক-৪ ঋষভ দেখ। (৩) ধর্ম্মের পুত্র সঙ্কট, সঙ্কটের পুত্র কীকট। এই কীকট হইতে ভূবিবরের দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

কীকেশেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ স্ক-কাশী-পূ-১০০।

কীচক—কেকয় রাজের পুত্র কীচক অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার ভগিনী সুদেষ্ণাকে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট বিবাহ করেন। কীচক তৎপরে বিরাটের সেনাপতি হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বিরাটের রাজধানীতে ছদ্মবেশ দ্রৌপদীসহ বাস করিতেছিলেন। কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার শরণাপন্ন হন। একদিন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের নিকট হইতে মদ্য আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কীচক তখন তাঁহার সম্ভ্রম হানীর উপক্রম করিলে, দ্রৌপদী ভয়ে পলাইয়া বিরাটের সভাভবনে উপস্থিত হন। কীচক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সভাস্থলেই পদাঘাত করেন। বিরাট কীচকের শক্তিসামর্থে অতিমাত্র ভীত ছিলেন। ভীম ও যুধিষ্ঠির সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভীম তথনই কোন প্রতিবিধানে তৎপর হন; সেই ভয়ে কৌশলপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে বলেন। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন সুদেষ্ণা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কীচকের প্রাণবধে সঙ্কল্পান্বিত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীই ইহার প্রতিকার করিবেন। পরে গোপনে ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কীচককে নাট্যশালায় রাত্রিকালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। কীচক দ্রৌপদীর বাক্যে আশান্বিত হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির আশায় সুন্দর বেশ ভূষণে সজ্জিত হইয়া নাট্যশালায় গমন করিলেন। ভীম দ্রৌপদীর পরিবর্ত্তে তথায় শয়ন করিয়াছিলেন। কীচক দ্রৌপদী জ্ঞানে যেমন তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল, তেমনই ভীম তাঁহকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিলেন। পরদিন কীচকের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। উপকীচক নামক কীচকের ভ্রাতারা দ্রৌপদীর উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া

কীচকের মৃতদেহের সহিত দ্রৌপদীকে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করিবার জন্য লইয়া চলিল। ভীম অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং উপকীচকদিগকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রৌপদী স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ভীমও অন্য দ্বারদিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় কাজে মনোযোগী হইলেন। মহাভা-বিরাট-১৪-২৪।

কীটক—একজন রাজা। মহাভা-আদি-৬৭।

কীর্ত্তন—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৫।

কীর্ত্তি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী। হরি-হরি-২১৮। ধর্ম্ম দেখ। (২) মায়া বলে বামন রূপে অবতীর্ণ উরুক্রম দেবের পত্নীর নাম কীর্ত্তি। কীর্ত্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোকের জন্ম হয়। বৃহৎশ্লোকের পুত্র সৌভগ প্রভৃতি। ভাগ-৬ষ্ঠ-১৮। কীর্ত্তির তনয় যশঃ। মার্ক-৫০; কূর্ম্ম-পূ-৮। (৩) সোমবংশীয় নরপতি ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কীর্ত্তি, কীর্ত্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিষ্মান। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৪) জয়ন্তের স্ত্রী কীর্ত্তি অন্যান্য দেবপত্নীর সহিত সোমের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তি অন্যান্য দেবপত্নীর ন্যায় সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করিতে লাগিলেন। দেবতারা নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার অনুরোধে সোম সেই সকল দেবপত্নীকে পরিত্যাগ করেন। মৎ-২৩। (৫) শুকদেবের কন্যা ; পুরুবংশীয় নরপতি অনুহের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিষ্বকৃসেন জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) কীর্ত্তি নামে এক দানবপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২১। (৭) সুকর্ম্মের পত্নী কীর্ত্তি। ব্রহ্মবৈ প্র ১; বায়ু ১০; ব্রহ্মাণ্ড ৩১।

কীর্ত্তিদাতা—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

কীর্ত্তিবর্দ্ধন—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। স্বারোচিষ মনু দেখ।

কীর্ত্তিবাসেশ্বর—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

কীর্ত্তিমতি, কীর্ত্তিমতী— (১) কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব শুকদেবের পত্নী অরণী হইতে ভূরিশ্রবা, শম্ভু, প্রভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-উ-১৯। (২) দেবী পার্ব্বতী একাম্রকাননে কীর্ত্তিমতী নামে বিখ্যাতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। অরণি দেখ। শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতী নরপতি সাত্বগুহের পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্ত। বায়ু-৭০। আবার অন্যত্র আছে শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিমতী অনুহের পত্নী ছিলেন।

অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। বায়ু-৭৩। ভকদেব দেখ। সৌর-৩০।

ীর্ত্তিমন্ত—(১) স্বায়ম্ভুব মনু কঠোর তপস্যা করিয়া অবন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নী াভ করেন। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। মধ্যে ধর্ম্মের নন্দিনী সুনৃতা, উত্তানপাদ ইতে অপস্যতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত ধ্রুব নামে চারি পুত্র লাভ রেন। মৎ-৪। (২) মহর্ষি অঙ্গিরার ন্যতম পুত্র। বায়ু-২৮। স্মৃতি দেখ। াণ্ড-২৯।

র্ত্তিমান—(১) রাজা উত্তানপাদের ত্নী ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতা হইতে ব, আয়ুষ্মান, বসু ও কীর্ত্তিমান নামে রি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-র-২। (২) বসুদেবের পত্নী দেবকী তে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিমান প্রভৃতি রও সপ্ত সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। গ-৯স্ক-২৪। (৩) নারায়ণের মানস র বিরজা। তিনি পৃথিবীর আধিপত্য ভলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম বলম্বন করেন। বিরজার পুত্র র্ত্তিমানও বিষয় বাসনা শূন্য ছিলেন। র্ত্তিমানের তনয় মহাতপা কর্দ্দম। াভা-শান্তি-৫৯। (৪) শ্রাদ্ধভাগার্হ খদেবদিগের অন্যতম। মহাভা-নুশা-৯১। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃগের নয় মহাযশা সার্ব্বভৌম নরপতি র্ত্তিমান কাশীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে বৈশাখ মাসে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক ও আশী বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই প্রাতঃকালে স্নান করিতে হইত। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১১। (৬) ধেনুকা কীর্ত্তিমান হইতে বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বায়ু-২৮। ধেনুকা হইতে কীর্ত্তিমানের বরিষ্ঠ ও ধৃতিমান নামে দুই পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর; তিনি কংস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। অগ্নি-২৭৫। বসুদেব দেখ। (৭) সুধামা দেবগণের অনুগত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। বসুদেবের অন্যতম পুত্র ও বলরামের অনুজ সারণ; সারণের এক পুত্রের নামও কীর্ত্তিমান্ ছিল। বায়ু-৯৬।

কীর্ত্তিমালিনী—নরপতি চন্দ্রাঙ্গদের পত্নী সীমন্তিনীর গর্ভে কীর্ত্তিমালিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১১

কীর্ত্তিমুখ—মহাদেবের অন্যতমগণ। জালন্ধর দৈত্যের দূত রাহু যে সময়ে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময়ে উক্ত কীর্ত্তিমুখগণ মহাদেবের জটাজুট হইতে উৎপন্ন হন। পদ্ম-উত্ত-১০।

কীর্ত্তিরথ—জনক বংশীয় নরপতি প্রতিন্ধ-কের (বায়ু-প্রতিত্বক) পুত্র কীর্ত্তিরথ, কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। রামা-আদি-৭১; বায়ু-৮৯।

কীর্ত্তিরাজ—জনক বংশীয় নরপতি ধৃতির

পুত্র কীর্ত্তিরাজ, কীর্ত্তিরাজের তনয় রোমমান্, রোমমানের পুত্র স্বর্ণরোমা। বায়ু-৮৯।

কীর্ত্তিরাত—জনকবংশীয় নরপতি মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাতের তনয় মহারোমা এবং মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। রামা-আদি-৭১।

কীলহ—মহর্ষি লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কোহল। লাঙ্গলী ও কোহল দেখ।

কীশেশ্বর—নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ তীরে কীশেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৪।

কুকর্দ্দম—পিণ্ডারক পুরে কুকর্দ্দম নামে এক পাপিষ্ঠ রাজা ছিলেন। মৃত্যুর পরে তিনি প্রেত যোনী প্রাপ্ত হন। পরে স্বীয় গুরু মহর্ষি কহোড়ের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৯।

কুকুটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, কুকুটিকা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুকুদ—একজন শিবোপাসক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরুণ-৩।

কুকুদ্মিণী—ব্রহ্মা কুকুদ্মিণী গঙ্গা নামে সহ্যাদি পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। পদ্ম-উত্ত-১১১।

কুকুদ্মী—আনর্ত্ত দেশের কুশস্থলী নগরে রেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুকুদ্মী, রৈবত নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কন্যা রেবতীকে বসুদেব তনয় বলরাম বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

কুকুণ— সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

কুকুপাদ— পাতালের দ্বিতীয় তলে কুকুপাদ নামক দানবপতি বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

কুকুর—জ্যামঘবংশীয় সন্তানের অন্যতম পুত্র অন্ধক। অন্ধকের পত্নী ও দৃঢ়াশ্বের দুহিতা হইতে কুকুর, ভজমান, শনি, (বিষ্ণু পুরাণ মতে শুচী) ও কম্বলবর্হিষ নামে চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুকুরের পুত্র ধৃষ্ণু। হরি-হরি-৩৭। কুকুরের তনয় বহ্নি, বহ্নির পুত্র বিলোমা। ভাগ-৯স্ক-২৮। কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শূর। লি-৬৯। কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় কপোতরোমা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) বভ্রুর অন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র ধৃতি। মৎ-৪৪। কম্বলবর্হিষ ও অন্ধক দেখ। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

কুকুরাক্ষ—মহাবলশালী কুকুরাক্ষ দৈত্য-

পতি বলির একজন প্রধান সহায় ছিলেন। বাম-২৯।

কুক্কুট—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-৫৩।

কুক্কুটধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। বাম-৬৮।

কুক্কুটিকা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) সর্ব্বপাপবিমোচনা নদী। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ তিনি স্বীয় অনুচর সুষমা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা, খেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বয়বাসিনী, জলেশ্বরী ও কক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

কুক্কুটেশ্বর—কাশীস্থিত কুক্কুট অণ্ডাকৃতি কুক্কুটেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে আর কখনও গর্ভযন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উ ৫৩।

কুক্কুর—একজন ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

কুক্কুরী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার নিমিত্ত মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

কুক্ষি, কুক্ষী—(১) বৈরাজের পুত্র বীর। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। কাম্যা দেখ। (২) বলিরাজের শত পুত্রের অন্যতম কুক্ষি। হরি-হরি-৩। (৩) মহর্ষি পৌষ্পিঞ্জির উদীচ্য নামে খ্যাত অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে লোগাক্ষী, লাঙ্গলী, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষী নামে পাঁচ শিষ্য তাঁহার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া শত শত সংহিতা রচনা করেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট ও কুক্ষী নামে দুই কন্যা এবং আগ্নীধ্র, অগ্নীবাহু, বপুমান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান নামে দশ পুত্র জন্মে। কাম্যা দেখ। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) কুক্ষি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩৭ (৬) বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি, কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। রামা-অযো-১১০ ইক্ষ্বাকু দেখ। (৭) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র কুক্ষি। বায়ু-২৩। প্রিয়ব্রত দেখ।

কুক্ষিনামা—প্রজাপতি বীরণের তনয় রৈভ্য। রৈভ্যের পুত্র কুক্ষিনামা। তিনি স্বীয় পিতার নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। বীরণ দেখ। মহাভা-শান্তি-৩৪৯।

কুক্ষিভীম—বিরোচন পুত্র বলির শত

পুত্রের মধ্যে বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, চন্দ্রাংশুতপন, নিকুম্ভনাভ, কুক্ষিভীম, গুর্ব্বক্ষ ও বিভীষণ প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বাণ দেখ। মৎ-৬।

কুক্ষিমিত্র—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ।

কুক্ষী—কুক্ষি দেখ

কুচহরা—যে কন্যার বৈবাহিক বিধি সম্যক কৃত হয় নাই, অথবা কালের অপগম হইয়াছে, কুচহরা তাহার কুচদ্বয় হরণ করে। মার্ক-৫১। ঋতু হারিণী দেখ।

কুজম্ভ—(১) জনৈক মহাবলশালী দৈত্য। ইনি নরপতি বলি ও অন্ধকাসুরের প্রধান সহায় ছিলেন। মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের সমরে, কুজম্ভ নন্দীর মুষলাঘাতে নিহত হন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ইনি পরে আবার ইন্দ্র হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। বাম-২৯-৬৮-৬৯। (২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র জম্ভ, কুজম্ভ ও বিরোচন। হরি-হরি-২১৮। (৩) তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬। (৪) রসাতলে কুজম্ভ নামে এক দৈত্য বাস করিত। সে একদা বিদূরথের কন্যা মুদাবতীকে হরণ করে। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া বিদূরথের সুনীতি ও সুমতী নামক পুত্রদ্বয় রসাতলে কুজম্ভ হস্তে বন্দী হন। বিদূরথ মার্কণ্ডের মুনির পরামর্শে ধনুঃ-সাহস্রক নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া এক ধনু প্রাপ্ত হন। তাহাদ্বারা কুজম্ভকে বধ করিয়া পুত্র কন্যাদের উদ্ধার করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩।

কুজৃম্ভ—দানবপতি কুজৃম্ভ বিশ্বকর্ম্মার সুনন্দা নামক মূষল হরণ করিয়া অতিশয় বলশালী হন। একদা রাজা বিদূরথের কন্যা মুদাবতীকে (সৌনন্দা) উদ্যান ভ্রমণ কালে হরণ করেন। বিদূরথের বন্ধুর পুত্র বৎসপ্রী কুজৃম্ভকে বধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন ও বিবাহ করেন। মার্ক-১১৬। বৎসপ্রী দেখ।

কুঞ্জর—(১) বানর শ্রেষ্ঠ হনুমানের মাতামহ। তাঁহারই কন্যা অঞ্জনাকে বানরপতি কেশরী বিবাহ করেন। রামা-কিষ্কি-৬৬। (২) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে তিনি অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৬৩-৭০। (৪) গিরিসম শরীর ধারী চণ্ডপরাক্রম দৈত্য নায়ক কুঞ্জর তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৬।

কুণ্ডল—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,

সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুঞ্জল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুটর—কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

কুটিলা—হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। কুটিলা ব্রহ্মার শাপে জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোক প্লাবিত করিয়াছিলেন। বাম-৫১। মহাদেবের তেজ প্রথমে হুতাশন, পরে কুটিলা ধারণ করেন। যথাকালে কুটিলা গর্ভবতী হইয়া পর্ব্বতের ধারে শরবনে গর্ভমোচন করেন। নবজাত শিশু ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, ছয় জন কৃত্তিকা আসিয়া তাঁহাকে স্তন্যপান করাইয়াছিলেন। বাম-৪৭। অগ্নি দেখ।

কুটিলানন্দা—বিরোধিনীর অন্যতমা কন্যা। মার্ক-৫১। বিরোধিনী দেখ।

কুটুম্বিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, কুটুম্বিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুটুম্বেশ্বর—শিপ্রানদীর তীরে কুটুম্বেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান। কুটুম্বেশ্বর দর্শন করিলে কুটুম্ব বৃদ্ধি হয়। স্কন্দ-আব-চতু-১৪।

কুঠার—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম হয়। কুঠার রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কুঠারহস্ত—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুড়া—কুরণ্টক দেখ।

কুণাল—মৌর্য্যবংশীয় মগধপতি অশোকের পুত্র কুণাল ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। চন্দ্রগুপ্ত দেখ।

কুণি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। ইহারা সকলেই শৈনেয় নামে খ্যাত। লি-৬৯; কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক বেদশিরার পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ঊর্দ্ধরেতা ও সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) জনকবংশীয় নরপতি সত্যধ্বজের পুত্র কুণি, কুণির পুত্র অঞ্জন, অঞ্জনের পুত্র ঋতুজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৪) যযাতিবংশীয় জয়ের পুত্র কুণি, কুণির পুত্র যুগন্ধর। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় মীঢ়ুষের পত্নী ভোজা হইতে বসুদেব, কুণি, অনাধৃষ্টি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। মীঢ়ুষ দেখ। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার প্রভৃতি ২৮ জন যোগক্রমে যোগাচার্য্য ছিলেন। কুণি তাহাদের একজনের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়বীয় উত্ত-১০।

কুণিক—মহর্ষি কুণিক ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ও জ্ঞান যোগ সম্পন্ন ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

কুণিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা কুণিকা ছিলেন মহাভা-শল্য-৪৭।

কুণিগর্গ—মহর্ষি কুণিগর্গ প্রাচীনকালের একজন তপোবল সম্পন্ন মহাযশা ঋষি ছিলেন। তাঁহার এক ব্রহ্মবাদিনী কন্যা আজীবন অতি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে নারদের কথায় তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি গালবের পুত্র শৃঙ্গবাণকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি তাহার সহিত বাস করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। মহাভা-শল্য-৫৩।

কুণিবাহু—বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক এই বেদশিরার পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ঊর্দ্ধরেতা ও সাক্ষাৎ যোগ স্বরূপ ছিলেন। লি-২৪; বায়ু ২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুণিসঞ্জ—দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর মনুসুত, উত্তমোজা, কুণিসঞ্জ, শতানীক, বীর্য্যবাণ, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

কুণ্ড—(১) কুবেরের পত্নী ঈশ্বরী হইতে কুণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূজিত ও স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম কুণ্ডলেশ্বর লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-৪০-৪১। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

কুণ্ডক—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষুদ্রকের তনয় কুণ্ডক, কুণ্ডকের তনয় সুরথ, সুরথের পুত্র সুমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (২) কুণ্ডক নামে মহাদেবের একজন গণ বহু সংখ্যক অনুচর সহ মহাদেবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

কুণ্ডকর্ণ—মহর্ষি কুণ্ডকর্ণ একজন ব্রহ্ম-ভূয়িষ্ঠ যোগ পরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

কুণ্ডজ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম কুণ্ডজ। মহাভা-আদি ৬৭।

কুণ্ডজঠর—(১) মহর্ষি কুণ্ডজঠর রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা আদি ৫৩। (২) দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে কৃত্তিকাগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর হংসাস্য, কুণ্ড-জঠর, মুদগগ্রীব, হয়ানন ও কূর্ম্মগ্রীবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

কুণ্ডজিহ্বা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল

মাতৃগণের সৃষ্টি করেন কুণ্ডজিহ্বা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুণ্ডদ—ব্রহ্মার উপাসক দানব বিশেষ। পদ্ম-সৃ-১৮।

কুণ্ডধার—(১) কুণ্ডধার একটী দেবতা বিশেষ। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার উপাসনা করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৭১। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম ৮৯। (৩) কুণ্ডধার নাগরাজ বিশেষ।মহাভা-সভা-৯। (৪) কুণ্ডধার নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩।

কুণ্ডধারী—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুণ্ডধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। তাঁহার সহিত দৈত্যপতি বলির ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৮।

কুণ্ডপায়ী—কশ্যপের পুত্র বৎসর, বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব। মহর্ষি চ্যবনের কন্যা সুমেধা নৈধ্রুবের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতেই কুণ্ডপায়ী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯; বায়ু-৭০; সৌর-৩০।

কুণ্ডভেদী—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা আদি-৬৭, ভীষ্ম-৯৭।

কুণ্ডল—নাগরাজ কৌরবের কুলজাত কুণ্ডল নাগ মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি ৫৭।

কুণ্ডলা— বিন্ধ্যাবানের কন্যা কুণ্ডলা পুষ্কর মালীর পত্নী ছিলেন। মার্ক-২১।

কুণ্ডলী—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহগের জন্ম হয়। কুণ্ডলী তন্মধ্যে একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

কুণ্ডলেশ্বর—কুবের তনয় কুণ্ড কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-৪১। কণ্ড দেখ।

কুণ্ডাধার—নাগরাজ কুণ্ডাধার বরুণ দেবের সখা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

কুণ্ডারিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতিপদে বৃত হইলে, যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃকা তাহার অনুচরী ছিলেন, কুণ্ডারিকা তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুণ্ডিক—নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। এই জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র কুণ্ডিক। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত দেখ।

কুণ্ডিন—(১) মহর্ষি কুণ্ডিন একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন,

এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। মিত্রাবরুণের কুণ্ডিন নামক বিখ্যাত বংশধরগণও এক বংশ সম্ভূত বলিয়া সকলেই বশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। বায়ু-৭০।

কুণ্ডিল—জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম কুণ্ডিল। মহাভা-আদি-৯৪। অপরাজিত দেখ।

কুণ্ডেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭। মহাদেবের একটী কুণ্ড নামক গণ পার্ব্বতীর শাপে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া মহাকাল বনে একটী কামদায়ী শিবলিঙ্গকে অর্চ্চনা করিয়া গাণপত্য লাভ করেন এবং তদবধি উক্ত লিঙ্গ কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৪০।

কুণ্ডেশ্বরী— পুষ্করতীর্থের বায়ু কোণে কুণ্ডেশ্বরী দেবী বিরাজমানা। তাঁহার অর্চ্চনায় দরিদ্রতা দূর ও পাপনাশ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৬।

কুণ্ডোদর-(১) রাজা কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। জনমেজয়ের ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি নামে আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (২) বিচিত্র বীর্য্যের অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম কুণ্ডোদর, ইনিও ভীম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মহাদেবের অন্যতম গণ। তিনি মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে দেবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কুণ্ডোদর, কম্বল প্রভৃতি নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

কুণ্ডোধ্নীগাভী—একটি গাভীর নাম। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

কুতপ—মহর্ষি কুতপ ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

কুতি—জয়দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। জয়গণ দেখ।

কুতুণ্ড—কোকভিণ্ডি, কুতুণ্ড, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি ও সম্মিতি, এই সাত জন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কুৎস—(১) তিনি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবর। মৎ-১৯৫। অতিথিগ্ব দেখ। (২) ঋষি বিশেষ। রামা-উত্তরা-৭১-সর্গ। (৩) কুৎস একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি অঙ্গিরার পুত্র ও অনেক ঋক মন্ত্রের রচয়িতা। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহাকে রক্ষা করেন। ঋগ ১।৩৩।১৪।১৫। একবার কুৎস তাহার শত্রু শুষ্ণ অসুর কর্ত্তৃক কূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র কুৎসের

স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শুষ্ণকে নিধনপূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ঋগ ১।৬৩।৩ ১।১০৬।৬। কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে ইন্দ্র, যুবক রাজা তুর্ব্বযানের অধীন করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৫৩ ১০। আবার ঋগ্বেদেরই অন্যত্র আছে রাজর্ষি কুৎস কুরুর পুত্র। ঋগ ১৬।৯। কুৎস অর্জ্জুনের পুত্র। ঋগ ১।১১২।৩। সূর্য্য যখন এতশ ঋষিকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগ্রামী ও বায়ু সদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জ্জুন পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল ঋগ ৮।১।১১।

কুথন—খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কুথুমী—(১) মহর্ষি সুকর্ম্মা স্বীয় শিষ্য পৌষ্পিঞ্জি ও হিরণ্যনাভকে সহস্র প্রকার সামবেত সংহিতা অধ্যয়ন করান। লোকাক্ষী, কুথুমী, কুসীদি ও লাঙ্গলী এই চারি জন পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য ছিলেন তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের অনেক সংহিতা রচনা করেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। (২) বরাহকল্পের উনবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার যোগাচার্য্য জটামালী অবতীর্ণ হন। তাঁহার লোকাক্ষী, হিরণ্যনাভ কৌশল্য ও কুথুমী নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ যোগাচার্য্য ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-৭, ২৪। কুথুমীর পুত্র ঔরস, রসপাসর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি এই তিন জন। তাঁহারা কৌথুম নামে অভিহিত হন। তাঁহারা সকলেই সামগ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। পৌষ্পিঞ্জি দেখ।

কুনক—সূর্য্যবংশীয় শাক্য হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থ হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে কুনক, কুনক হইতে সুরথ, সুরথ হইতে সুমিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ-২৭১।

কুনটী—দেবাসুর যুদ্ধে যক্ষগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ।

কুনদীক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সমুদয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুনেত্র—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম কুনেত্র ছিলেন। লি-৭।

[কু]নেত্রক—একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-পূ ৫২; শিব-বায়ু-উত্ত-১০। কুনি দেখ। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

[কু]ন্ত—মহর্ষি কুন্ত একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

[কু]ন্তল—স্বাতিকর্ণ বংশীয় নরপতি কুন্তল

মগধে আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার পরে স্বাতিকর্ণ এক বৎসর, রিক্তবর্ণ পঁচিশ বৎসর, রাজত্ব করেন মৎ-২৭৩।

কুন্তলক—কেরল দেশের একজন রাজা। গর্গ-অশ্ব-৫২।

কুন্তলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

কুন্তি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ক্রাথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃত, বৃতের পুত্র রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় সাহঞ্জি, সাহঞ্জির পুত্র মতিষ্মান্। বিষ্ণু-৪র্থ ১১। যদুবংশীয় ক্রাথের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৩) বিদর্ভরাজের অন্যতম পুত্র ক্রথ, ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট। কুর্ম্ম-পূ ২৪। কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র সৃষ্ট। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩।

কুন্তিভোজ, কুন্তীভোজ-কুন্তিরাজ যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তিভোজ, কুন্তিভোজের পুত্র ধৃষ্ট, ও অনাধৃষ্ট। হরি-হরি-৩৪, ৩৬। যদুবংশীয় নরপতি শূর, কুন্তিভোজের আপন মামাত ভাই ছিলেন। রাজা শূর আপন কন্যা পৃথা কুন্তিভোজকে দান করেন। পৃথা, কুন্তিভোজ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাতা হন। মহাভা-আদি-৬৭, ১১১।

কুন্তী—যদুবংশীয় নরপতি দেবমীঢুসের পুত্র শূর, শূরের ভোজ বংশীয়া মহিষী নাম্নী পত্নী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ নামে দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। রাজা কুন্তিভোজ প্রার্থনা করিলে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে শূর তাঁহাকে পৃথাকে দান করেন। তদবধি তিনি কুন্তী নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-৩৪। নরপতি কুন্তিভোজ পৃথাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কুন্তী কন্যাবস্থায় ব্রাহ্মণ সেবায় ও অতিথি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজ গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং কুন্তীর সেবায় ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন "আমি তোমাকে এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহার প্রভাবে তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।" এই মন্ত্র দ্বারা কন্যাবস্থায় কুন্তী সূর্য্যকে আহ্বান করেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিয়া লোকলজ্জা ভয়ে তাহাকে জলে ভাসাইয়া দেন। এই পুত্রই মহাত্মা কর্ণ। জলে ভাসমান ভেলা হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া অধিরথ স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে প্রদান করেন। কর্ণ দেখ। পরে

কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলে মাল্য অর্পন করেন। পাণ্ডুর অভিপ্রায় অনুসারে কুন্তী ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠিরকে, বায়ু হইতে ভীমকে এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে লাভ করেন। মহাভা-আদি-১১১, ১১২, ১১৩। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকিয়া নানা সুখ দুঃখ ভোগ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পরে কুন্তী কিছুকাল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অবস্থান করিয়া, পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত বনে গমন করেন ও দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করেন। মহাভা-আশ্রম-৩৭।

কুন্তীশ্বর— পাণ্ডুরাজ পত্নী কুন্তীদেবী প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কুন্তীশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৪।

কুন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ বিধাতা স্বীয়গণ কুন্দ, মুকুন্দ, ও কুসুমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬।

কুন্দদন্ত—মহাদেবের অন্যতম গণ। ত্রিপুর বিনাশের সময় মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

কুন্দর—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কুন্দী—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন কুন্দী তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-৭।

কুপট—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু হইতে কুপট প্রভৃতির শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

কুপথ—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনু হইতে কুপথ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮; মহাভা-আদি-৬৭।

কুপন—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা মনুর গর্ভে কুপন প্রভৃতি এক শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৪১। (২) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৩; ২৩৬-২৩৭।

কুবল—মহর্ষি গালব, শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজকে শত্রু বিনাশার্থ কুবল নামে অশ্বপ্রদান করিয়াছিলেন। মার্ক-২০।

কুবলয়— (১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কুহূ নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুবলয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) যুবনাশ্বের তনয় শ্রাবস্তি, শ্রাবস্তির তনয় কুবলয়, কুবলয়ের, আত্মজ ধুন্ধুমারি। সৌর-৩০।

কুবলয়াপীড়— মথুরাধিপতি কংসের কুবলয়াপীড় নামে একটী প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। কংস এই হস্তীর দ্বারা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য হস্তিপক মহাপাত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপাত্র এই হস্তীদ্বারা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম পুর প্রবেশ করিতে চাহিলে, এই হস্তী শুণ্ড সঞ্চালন দ্বারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বধ করিয়া পুরে প্রবেশ করেন। হরি-হরি-৮৫।

কুবলয়াশ্ব—(১) কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি নিবন্ধন পৃথিবীতে কুবলয়াশ্ব নামে প্রথিত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (২) দ্যুমানের পুত্র অলর্ক। দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান প্রর্দ্দিন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে ও পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৩) মনুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব, তিনি মহর্ষি উতঙ্কের প্রীতি সাধনার্থ ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-৬। ধুন্ধুমার দেখ।

কুবলাশ্ব, কুবলয়াশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। তিনি পিতার আদেশে ধুন্ধু (অন্যনাম উজ্জানক) নামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। হরি-হরি-১১। কুবলাশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই তিন জন। লি-৬৫। মনু বংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজ প্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ পূর্ব্বক, উতঙ্ক নামক ঋষির অপকারী ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন। এইজন্য তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। তাঁহার দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব ব্যতীত অন্যান্য তনয়েরা সকলেই ধুন্ধু রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-২। ধুন্ধু রাক্ষস হস্তে তাঁহার দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব নামক পুত্র ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হন। ভাগ-৯স্ক-৬।

কুবলেশয়—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কুবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ কংসের যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিয়া কুবিন্দ নামে বৈশ্যের গৃহে নন্দ, বলদেব ও গোপবৃন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৭২।

কুবিন্দক—বিশ্বকর্ম্মার শাপে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী প্রয়াগে মদন নামক এক গোয়ালার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকর ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

কুবের—ইহার অপর নাম বৈশ্রবণ। তিনি পুলস্ত্যের পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। বিশ্রবার ঔরসে ভরদ্বাজ তনয়া বরবর্ণিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন—"বৎস তোমার তপস্যায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! তুমি

বর গ্রহণ কর। কুবের কহিলেন—ভগবন! আমি ধনরক্ষক হইতে বাসনা করি। পিতামহও সুরগণের সহিত প্রীত হইয়া কহিলেন—"আমি চতুর্থ লোকপাল সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইন্দ্র, যম, বরুণের ন্যায় তোমার লোকপাল পদ ঈপ্সিত, অতএব তুমি তাহা গ্রহণ কর। সূর্য্য-সন্নিভ, পুষ্পক নামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া ত্রিদশদিগের ক্ষমতা লাভ কর।" এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে কুবের স্বীয় পিতাকে কহিলেন—"আমি পিতামহের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার কোনও বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। হে ভগবন! যে স্থানে থাকিলে কোনও প্রাণীর পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই, আপনি আমার জন্য তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্থান অনুসন্ধান করুন।" তখন বিশ্রবা কহিলেন, "হে সত্তম, দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট পর্ব্বতশিখরে পুরন্দর-পুরির ন্যায় বিশাল লঙ্কা নগরী অবস্থিত। বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসগণের বাসার্থ ইহা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক, পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে কেহই তাঁহার অধীশ্বর নাই। তুমি সেই লঙ্কা নগরীতে যাইয়া বসতি কর।" পিতৃ নির্দ্দেশে কুবের তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রামা-উত্তরা-৩। কুবেরের পিতা বিশ্রবা মুনি সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে রাবণাদি জন্ম গ্রহণ করেন। বলদর্পিত রাবণ দেবতা ও ঋষিগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তাহাকে সুপরামর্শ দিবার জন্য কুবের একজন দূত পাঠান। তাহাতে রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দূতকে বধ করেন এবং মাতামহ সুমালীর পরামর্শে লঙ্কানগরী হইতে জ্যেষ্ঠ কুবেরকে তাড়াইয়া স্বয়ং তাহার অধীশ্বর হন। রামা-উত্তরা-১১। কুবেরের ঔরসে গন্ধমাদন নামক বানরের জন্ম হয়। রামা-আদি-৩৭। তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব কুবেরের শাপে বিরাধ নামক রাক্ষস হয়। বিরাধ দেখ। রামা-আরণ্য; ৪। কুবের লঙ্কা হইতে বিতাড়িত হইয়া হিমালয়ে অলকা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। (রামা) কুবের দেবাসুর যুদ্ধে অনুহ্রাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৪২। বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী ও বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে কুবের জন্ম গ্রহণ করেন। লি-৬৩। কুবের নামক দেবতা সমস্ত ধনের সম্যক প্রদাতা ও যাবতীয় ধনের অধ্যক্ষ। কূর্ম্ম-উ-৬। শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে এক পিঙ্গল বর্ণ মহাপুরুষ পিঙ্গল বর্ণ সহচরের সহিত

আবির্ভূত হন। যেহেতু গুহ্যদেশ হইতে ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, সেজন্য ইঁহারা গুহ্যক নামে খ্যাত হন। এই সকল গুহ্যকের মধ্যে সর্ব্বধনের অধিকারী ও গুহ্যকদিগের অধিপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের বাম পার্শ্ব হইতে কুবেরের স্ত্রী মনোরমা জন্ম গ্রহণ করেন। ঘৃতাচী হইতে কুবেরের কন্যা চিত্রা জন্ম গ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রাকৃ-৬১। কুবেরের স্ত্রী আহুতি। ব্রহ্মবৈ-প্রাকৃ-১। কুবেরের স্ত্রীর নাম ঋদ্ধি। মহাভা-অনুশা-১৪৮। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায় জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শর্করা বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি বিধান করেন এবং দেবগণের ধন ও ফল রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল কুবের। বরা-৩০। যক্ষপতি কুবের বিশ্রবার ঔরষে ও ইলবিলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক ২। ইলবিলা রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা ছিলেন। কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র নারদ শাপে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃষ্ণের স্পর্শে পরে মুক্ত হয়। ভাগ-১০স্ক-১০। ব্রহ্মা শিব পূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ধনাধিপ কুবের কাপালিক ছিলেন। কুবেরের শিষ্য অর্ণোদর জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বাম-৬। বিশ্রবণ হইতে বরবর্ণিনী বৈশ্রবণকে প্রসব করেন। বৈশ্রবণ অতিশয় কুৎসিৎ ছিলেন বলিয়া তাহার নাম কুবের হয়। কু অর্থ কুৎসিৎ, বের অর্থ শরীর। কুবের অর্থ কুৎসিৎ শরীর। কুবেরের স্ত্রী বৃদ্ধি এবং পুত্র নলকুবের। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ভদ্রা, মদিরা, বিত্তা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

কুবেরণী—মহর্ষি কুবেরণী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

কুবেরেশ—কুবের কর্ত্তৃক প্রতিষ্টিত শিবলিঙ্গ কুবেরেশ নামে খ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৩।

কুব্জা—(১) মথুরার রাজা কংসের কুব্জপৃষ্ঠা অনুলেপন বাহিকা কুব্জা নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রূরের সঙ্গে কংসের ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে অনুলেপন হস্তা কুব্জার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণ অনুলেপন প্রার্থনা করিলে, কুব্জা অতিশয় প্রণয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অনুলেপন প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুব্জার বক্রপৃষ্ঠ হস্তামর্ষণ পূর্ব্বক আরোগ্য করিয়া

দিলেন। হরি-হরি-৮৩। কুব্জা পূর্ব্বজন্মে শূর্পনখা ছিল, রামকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে জন্মান্তরে বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দেন। শূর্পনখা কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া রামরূপী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিল। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৭২। অতি বিকৃত-কায়া কুব্জা মথুরা প্রবেশ কালে কৃষ্ণের দেহে চন্দন লেপন করিয়া অতি সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণ তাহার সহিত এক রাত্র যাপন করেন। তাহাতে সে মুক্ত হইয়া গোলকধামে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রমুখী নাম্নী গোপিকা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৭২ ভাগ-১০স্ক-৪৮। (২) কাশীস্থিত চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা কুব্জা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

কুব্জেশ্বর কাশীস্থিত নলকুবেরেশ্বরের পশ্চিমে কুব্জেশ্বর লিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

কুব্জেশ্বরী—কাশীস্থিত একটী মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১।

কুম্ভিল—অপরাজিত দেখ।

কুমার— (১) অত্রির পুত্র কুমার একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৫।২।১। (২) অষ্টবসুর অন্যতম অনলের কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কুমার জন্মিয়া শরস্তম্বে পতিত ছিলেন। তখন কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতিপালিত হন। সে জন্য তিনি কার্ত্তিকেয় নামে কথিত হন। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাসতীর্থে সোমশর্ম্মা যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অক্ষপাদ, কুমার, উলুক ও বৎস নামে চারি শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪, ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোত্তর, মোদাকী ও মহাদ্রুম নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটী বর্ষ খ্যাত ছিল। কুমারের বর্ষের নাম কুমারবর্ষ। লি-৪৬। (৫) মহাত্মা গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অগ্নিকা, কম্বলা ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা, কুমার হইতে তিনটী বিক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্বগণ উৎপাদন করেন। বায়ু-৬৯।

কুমারক—কৌরব-নাগ-বংশীয় কুমারক নাগ মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কুমারনাথ— স্তম্ভতীর্থে কুমারনাথ মহাদেব আছেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬।

কুমারপাল—কুন্তীপাল দেখ।

কুমারিকা— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি শতশৃঙ্গের কন্যার নাম কুমারিকা ছিল। এই কন্যার মুখ ছাগীর ন্যায় ছিল। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মে এই কন্যা

ছাগী ছিল। লতাগুল্মে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। কালে মস্তকের নিম্নভাগ বিগলিত হইয়া মহীসাগর সঙ্গমে পতিত হয়। কিন্তু মস্তকটি লতাগুল্মেই আবদ্ধ থাকে। এইজন্য *সিংহলরাজ শতশৃঙ্গের* ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করার পরেও তাহার মস্তক ছাগীর ন্যায়ই ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুমারী ইহা জানিতে পারেন এবং পূর্ব্বস্থানে গমনপূর্ব্বক লতাগুল্মে আবদ্ধ মস্তকটি আহরণপূর্ব্বক মহীসাগর সঙ্গমতীর্থে নিক্ষেপ মাত্রেই মুখশ্রী অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত হয়। কুমারিকা বৃদ্ধ বয়সে মহাকাল নামক এক সিদ্ধ বৃদ্ধকে বিবাহ করেন। কারণ বিবাহ ব্যতীত স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

কুমারী—(১) নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম কুমারী ছিল। মহাভা-উদ্-১১৬। (২) দেবী পার্ব্বতী মায়াপুরীতে কুমারী নামে বিখ্যাত। স্কন্দ আব-রেবা-১৯৮। (৩) মহাদেব অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য, যেসকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৪) ভদ্রাকালীর অন্যনাম কুমারী। বায়ু-৯। (৫) অনশ্বার পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেনের স্ত্রী কুমারী প্রতিশ্রবাকে প্রসব করেন। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতাপ। মহাভা-আদি-৯৫।

কুমারীশ—মহীসাগর সঙ্গমে মহাদেব কুমারীশ নামে খ্যাত। নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের কন্যা কুমারিকা এই মহাদেব স্থাপন করেন। সেই জন্য তিনি কুমারীশ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

কুমারেশ্বর—কার্ত্তিকেয় বহু তপস্যা করিয়া একটী শিবলিঙ্গ প্রভাস ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাই কুমারেশ্বর বা কুমারেশ লিঙ্গ নামে খ্যাত। কারণ কার্ত্তিকেয়ের এক নাম কুমার। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৩

কুমুদ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শৈব্যা হইতে অঙ্গদ, কুমুদ ও রেবত নামে তিন পুত্র এবং শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৬০। (২) শিবের অন্যতম অনুচর কুমুদ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে, কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে দেব সেনাপতি- কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যেসকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুমুদ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের

নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুমুদ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। অম্বুজ দেখ। (৫) মহর্ষি পথ্যের অথর্ব্ববেদ

অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭। কুমুদাদি দেখ। (৬) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, যক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। বাম ৫৭। (৭) কিস্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। গোমতী তীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। রামা-লঙ্কা-২৬। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ তিনি বহু সহস্র বানর-সৈন্যসহ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩৩। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের দশ তনয়ের অন্যতম সবন। সবনের তনয় কুমুদ ও ধাতক। কুমুদ কৌমুদীখণ্ডের ও ধাতক ধাতকী খণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। বরা-৭৪।

কুমুদনাগ—নাগরাজ বাসুকির পুত্র কুমুদ নাগ। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৬।

কুমুদমালী—দেবাসুর সংগ্রামে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দীষেণ ও কুমুদমালী নামক চারিজনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

কুমুদা—বিমলা, অনন্তা, কুমুদা প্রভৃতি দেবীকে প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অর্চ্চনা করিলে, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়। মৎ-৬২। অনন্ত দেখ।

কুমুদাক্ষ—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুমুদাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (২) কুমুদাক্ষ নামে এক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরুণ-উ ৩।

কুমুদাদি—মহর্ষি কবন্ধ অথর্ব্ব বেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করান। জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক পথ্যের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৬; বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭; ভাগ-১২স্ক-৭ অধ্যায়ে কুমুদাদি স্থলে কুকুদ আছে।

কুমুদ্বতী—কিরাত দেশের রাজা বিমর্দ্দনের সাধ্বী স্ত্রী কুমুদ্বতী। স্ত্রীর উপদেশে তিনি সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-উ-৪।

কুমুদ্বান্—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

কুম্ভ—(১) বরাহকল্পে পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। কুম্ভ তাঁহার অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩; লি ২৪; ব্রহ্মা-২৩। মুণ্ডীশ্বর দেখ। (২) কুম্ভকর্ণের তনয় কুম্ভ ও নিকুম্ভ। লঙ্কা সমরে উভয়ে সুগ্রীবের হস্তে নিহত হয়েন। রামা-লঙ্কা-৫৯, ৭৬। (৩) প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাভা-আদি-৬৬।

কুম্ভক—(১) শিবের অন্যতম অনুচর কুম্ভক কোটি কোটি গণ সহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

লি-১০৩। (২) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জাত মাত্রেই এই বীর ক্ষুধিত হইয়া অসংখ্য প্রজাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন প্রজাগণ প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তুমি অদ্যাবধি মৃতকল্প হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিবে। রাবণ ইহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন,—কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রাভিভূত থাকিয়া একদিন জাগরিত হইবে এবং ঐদিন আহার করিবে। রামা-লঙ্কা-৬১। লঙ্কা সমরে রাবণ রাম হস্তে পরাজিত হইয়া, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকারে জাগরিত করেন। কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অগ্রজ সমীপে গমন করিলে, রাবণ তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বানর কর্ত্তৃক লঙ্কা আক্রমণের বিষয় বর্ণনা করিলেন। কুম্ভকর্ণ কতিপয় রাক্ষস বীরের নিধন ও রাবণের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে গমন করেন। প্রথমে তিনি অঙ্গদ, নীল ও হনুমানকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। সুগ্রীব তদ্দর্শনে যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হন। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া অচেতন করেন। এই অবস্থায় আবার তাঁহাকে অশ্বে স্থাপনপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সুগ্রীব দন্ত দ্বারা তাঁহার কর্ণ ও নাসা ছেদনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া, রাম সমীপে গমন করিলেন কুম্ভকর্ণ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্য মথিত করিতে করিতে, লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করিয়া রামের সম্মুখীন হইলেন। রাম ঘোরতর যুদ্ধের পর, প্রথমে ইহার হস্তদ্বয় ও পরে মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে যমসদনে প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-৬০-৬৭। বিশ্রবা মুনির ঔরসেও সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভকর্ণ বৈরোচন বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৯, ১২। পুষ্পোৎকটা নাম্নী রাক্ষসী হইতে বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২৭৩। কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও বিকুম্ভ। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৮।

কুম্ভকর্ণাস্য— মহাদেবের অবতার

মুণ্ডীশ্বরের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩; লি-২৪। মুণ্ডীশ্বর দেখ।

কুম্ভকর্ণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন। কুম্ভকর্ণী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কুম্ভকর্ণাস্য— বরাহকল্পের পঞ্চবিংশতি দ্বাপরে মহাদেব কোটিবর্ষ নগরে মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে ছগল, কুম্ভকর্ণাস্য, কুম্ভ ও প্রবাহুক নামে তাঁহার যোগপরায়ণ ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মা-২৩; বায়ু-২৩, লি-২৪। মুণ্ডীশ্বর দেখ।

কুম্ভকার—বিশ্বকর্ম্মার শাপে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচী প্রয়াগে মদন নামক এক গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপ কন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে কুম্ভকার প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

কুম্ভকেতু—শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র কুম্ভকেতু শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১-৬৩।

কুম্ভধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম গণ। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে কুম্ভধ্বজ বলিরাজ কর্তৃক পরাজিত হন। বাম-৬৮।

কুম্ভনাথ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত বহু পুত্রের একজন কুম্ভনাথ। বায়ু-৬৮।

কুম্ভনাভ—(১) বলির শত পুত্রের অন্যতম কুম্ভনাভ। হরি-হরি ৩। (২) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে কুম্ভনাভ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮।

কুম্ভবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ ঋষিগণ স্বীয় অনুচর স্থানুজঙ্ঘ, কুম্ভবক্ত্র, লোহজঙ্ঘ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

কুম্ভভেদী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কুম্ভভেদী। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১২৭।

কুম্ভস্বরু—গুহকদিগের পিতামহ যক্ষ রজতনাভ, অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রার গর্ভে মনিবর ও মনিভদ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মনিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পূর্ণভদ্র, হেমরথ, কুম্ভস্বরু, মনিমৎ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। দেবজনী দেখ। বায়ু-৬৯।

কুম্ভযোনী—(১) মহর্ষি অগস্ত্যের অন্যনাম।

ভাগ-১স্ক-১৯। (২) অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া বরুণের রেতঃ স্খলিত হয়। সেই রেতঃ তিনি এক কুম্ভে রক্ষা করেন, পরে মিত্রও সেই কুম্ভে রেতঃ রক্ষা করেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। কুম্ভে জন্ম বলিয়া অগস্ত্য কুম্ভযোনী নামেও অভিহিত হইতেন। রামা-উত্ত-১। কুম্ভযোনী নামে এক অপ্সরা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য ও সঙ্গীত করিত। মহাভা।

কুম্ভরেতাঃ—ভরদ্বাজ তনয় বীর নামক অনলের অন্যনাম কুম্ভরেতাঃ। মহাভা-বন-২১৭। বীর দেখ।

কুম্ভল—(১) বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার ছাগল, কুম্ভল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (২) একজন নাগরাজ। বায়ু-৫০।

কুম্ভশ্রবা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কুম্ভশ্রবা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুম্ভহনু—রাবণের প্রধান সেনাপতি। প্রহস্তের চারিজন অমাত্যের অন্যতম। তিনি প্রহস্তের সহিত লঙ্কা সমরে গমন করিয়া বানর দলপতি তারের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৫৮।

কুম্ভাণ্ড—(১) বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার ছাগল, কুম্ভল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (২) রাজা বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা, বাণরাজের কন্যা উষার সহচরী ছিলেন। কুম্ভাণ্ড বাণ রাজার সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক; ৬৪, ৬৫। বিষ্ণু-৫ম-৩২।

কুম্ভানক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভানক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুম্ভান্তক—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কুম্ভান্তক তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুম্ভি—পক্ষিরাজ গরুড় অরিষ্টনেমীর পুত্র। গরুড় হইতে সম্পাতি, সম্পাতি হইতে সুপার্শ্ব, সুপার্শ্ব হইতে কুম্ভি, কুম্ভি হইতে প্রলোলুপ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-২। গরুড় দেখ।

কুম্ভিকা—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের মধ্যে কুম্ভিকা

অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কুম্ভিনসী, কুম্ভীনসী—(১) রাক্ষস রাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভিনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা-৫ মতান্তরে রাক্ষসরাজ মাল্যবান কুম্ভিনসীর জন্মদাতা ও অনলা তাঁহার প্রসূতী। রামা-উত্তরা-৩০। মধুদৈত্য রাবণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অন্তঃপুর হইতে কুম্ভিনসীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। রামা-উত্তরা-৩০। মধুদৈত্যের ঔরসে কুম্ভিনসীর গর্ভে লবণাসুরের জন্ম হয়। রামা-উত্তরা-৭৪। মাল্যবান রাক্ষসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির চারিপত্নীব অন্যতমা পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র এবং কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, খর ও মহাপার্শ্ব নামে চারি পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (২) গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসী। তাঁহারই অনুরোধে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে অঙ্গারপর্ণের জীবনরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭০। (৩) বাণাসুরের ভগিনীর নাম কুম্ভীনসী ছিল। এই কুম্ভীনসী বাণের স্ত্রী অনৌপম্যাকে বড়ই জ্বালাতন করিত। অনৌপম্যা নারদ কথিত ব্রতানুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। মৎ-১৮৭।

কুম্ভিল—(১) বাণাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮। (২) দনায়ুষার অন্যতম তনয় বলি, বলির অন্যতম তনয় কুম্ভিল। বায়ু-৬৮।

কুম্ভীপাল—নরপতি কুম্ভীপাল ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যনাম কুমারপাল ছিল। কান্যকুব্জরাজ আমের স্ত্রী মামা হইতে রত্নগঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মে তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজা কুম্ভীপালের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৬

কুম্ভীশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৬৫।

কুম্ভেশ্বর—একদা মুনিগণ নানা তীর্থনীর আনয়নপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করেন। সেই নীর একস্থ হইয়া এক লিঙ্গ হয়। সেই লিঙ্গ কুম্ভেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা ৮৪।

কুম্ভোদর—(১)একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (২) মহাদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

কুম্ভ্য—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-৭।

কুযব—দনুর পুত্র, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, বর্চি, কুযব, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কুযব জলে অবস্থান

করিয়া পরের ধন অপহরণ করিত। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। ঋগ ১।১১।৭; ১।১০৪।৩ অর্ব্বুদ, দনু ও অশুষদেখ।

কুরঙ্গ—রাজর্ষি কুরঙ্গ স্বর্গলাভ আশায় বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং বহু ধন ও অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৪।১৯।

কুরণ্ঠক—কুরুজঙ্গল দেশে শ্রবণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে স্নান না করিয়া ভোজন করিত, এবং নির্জনে একাকী মিষ্ট ভোজন করিত। এই পাপে সে পরজন্মে গ্রাম্য বায়স হইয়া জন্মগ্রহন করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা কুরণ্ঠক অতিশয় গর্ব্বী ও নাস্তিক ছিল। এই পাপে সে কালসপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রবণের স্ত্রী কুড়া উভয় দোষে দূষী ছিল বলিয়া শিংশপা বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-উত্ত-২২।

কুরব—*সুপার্শ্ব* পর্ব্বতের উত্তর-শৃঙ্গে সনৎকুমারের কনিষ্ঠ, ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্র অবস্থান করেন। তাঁহারা কুরব নামে খ্যাত ছিলেন। বরা-৭৭।

কুরবগণ—কশ্যপের পত্নী তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগৃধ্রী, শুচী ও গৃধ্রিকা নামে ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ভাসী হইতে কুরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

কুরু (১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, সম্বরণের পুত্র কুরু। তিনি প্রয়াগ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমণীয় পুণ্যবান্ মানবগণ কর্তৃক নিষেবিত পবিত্র কুরুক্ষেত্র নগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তদ্বংশীয়েরা কৌরব নামে খ্যাত হন। কুরুর সুধন্বা সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র জন্মে। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। হরি-হরি-৩২। (২) রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের, অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমান নামে নয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুরু মেরুর কন্যা নারীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (৩) যযাতিবংশীয় নরপতি সম্বরণের ঔরসে ও সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর সুধনু, জহ্নু, পরীক্ষিৎ ও নিষধ নামে চারি পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২। সুধনুর পুত্র সুহোত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) যদুবংশীয় মধুর তনয় কুরু, কুরুর তনয় সুত্রামা ও অনু। অনুর পুত্র পুরুকুৎস। কূর্ম্ম-উ-২৪। (৫) সম্বরণের স্ত্রী তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়। কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয়। মহাভা-আদি-৯৪। কুরুর স্ত্রীর নাম শুভাঙ্গী, শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৬) সূর্য্যের কন্যা তপতী হইতে সম্বরণ রাজার পুত্র কুরুর জন্ম

হয়। সুদাম রাজার কন্যা সৌদামিনীকে কুরু বিবাহ করেন। তিনি সমন্তপঞ্চক তীর্থের নিকটবর্ত্তীস্থান কর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র ভূমির পত্তন করিয়াছিলেন। বাম ২২। সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর তনয় সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ, প্রজন ও অরিমর্দ্দন। মৎ-৫০। (৭) অতি প্রাচীন কালে কুরু নামে রাজা ছিলেন। রহুগণের তনয় মহর্ষি গৌতম তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। ঋগ-১।৮১।৩। (৮) কুরু নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

কুরুকল্বা—একটী দেবীর নাম তন্ত্র সার ৪৮৫ পৃঃ।

কুরুক্ষেত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কুরুক্ষেত্র তীর্থ তাঁহার সাহার্য্যার্থ স্বীয় অনুচর কলাম্পদকে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

কুরুগণ—অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশটী গণ আছে তন্মধ্যে কুরুগণ সোম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬৯।

কুরুবংশক—চন্দ্রবংশীয় নরপতি মধুর পুত্র কুরুবংশক, কুরুবংশক হইতে অনু, অনু হইতে পুরুত্বান, পুরুত্বান হইতে অংশু জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৮। ভাগ-৯স্ক-২৪।

কুরুবৎস—জ্যামঘবংশীয় নরপতি অনবরথের পুত্র কুরুবৎস। কুরুবৎস হইতে অনুরথ, অনুরথ হইতে পুরুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

কুরুবশ—বিদর্ভরাজবংশীয় দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবশ, কুরুবশের তনয় প্রতাপবান্ কুরুহোত্র। পদ্ম-সৃ-১৩১।

কুরুযান—রাজর্ষি কুরুযানের পুত্র পাকস্থামা কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি মেধ্যাতিথিকে বহুধন ও দশটী লোহিত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মেধ্যাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩।২১।

কুরুশ্রবণ—নরপতি ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ অতি দাতা ছিলেন। ঋগ ১০।৩৩।৪।

কুরুসুতি—কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি কুরুসুতি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৮।৭৬।১।

কুর্কুরী—কুর্কুরীতীর্থে মহাশক্তি কুর্কুরী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে সমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৫।

কুর্চ্চামুখ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম কুর্চ্চামুখ। মহাভা-অনুশা-৪।

কুর্ম্ম, কূর্ম্ম—(১) নারায়ণের একাদশ অবতার কূর্ম্ম। সুর ও অসুরগণ অমৃত লাভের নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতেছিলেন। ঐ পর্ব্বত নিরাধার প্রযুক্ত জলমগ্ন হইতেছিল। নারায়ন কূর্ম্মরূপে তাঁহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভাগ-১স্ক-৩। (২) মহর্ষি গৃৎসমদের পুত্র কূর্ম্ম একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ২।২৭।১, ২।২৮।১।

কুল—অযোধ্যাপতি রাম রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যে সকল গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। রামা-উ-৫৩।

কুলক—হিরণ্যকশিপুর আদেশে তক্ষক, কুলক, অন্ধক প্রভৃতি নাগেরা ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদকে দংশন করিয়া অকৃতকার্য্য হন। বিষ্ণু-১ম-১৭। কুলিশ দেখ।

কুলপতি—মহর্ষি কুলপতির নিকটে একদা এক শূদ্র উপস্থিত হইয়া তপস্যা ও যজ্ঞ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কুলপতি এই সকল কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯।

কুলসকুব—একজন দৈত্যপতি, তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

কুলহ—মহর্ষি কুলহ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

কুলিক—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্ম গ্রহন করেন কুলিক তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। কালিকা-৩৪; পদ্ম-সৃষ্টি-৩১; বরা-২৪।

কুলিতর—ইন্দ্র কুলিতরের তনয় দাস শম্বরকে একটা বড় পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ঋগ ৪।৩০।১৪।

কুলীরক—একটী নাগবংশ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৪।

কুলীশ—প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কুশদ্বীপের কুলীশ, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক নামক বর্ণচতুষ্টয় অগ্নিরূপী ভগবানকে আরাধনা করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

কুলেশী—একটী গোত্রমাতা অর্থাৎ কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

কুলোদ্বহ—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী সৌরী হইতে কুলোদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

কুল্যা—একটী দেবীর নাম। তন্ত্রসার ৪৮৫ পৃ।

কুল্মলবর্হিষ—মহর্ষি কুল্মলবর্হিষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ ১০।১২৬।১।

কুল্য—(১) মহর্ষি পৌষ্পঞ্জির অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৬। কুক্ষি দেখ। (২) জনাপীড়ের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৯।

কুশ—(১) পূর্ব্বকালে কুশ নামে সজ্জন প্রতিপালক মহাতপা এক ধার্ম্মিক

রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম বৈদর্ভী। এই বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজঃ ও বসুনামে আত্ম-সদৃশ চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি-৩২। (২) অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র। লোকাপবাদ ভয়ে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে বিসর্জ্জন দেন। সীতা যথাকালে এই মুনির আশ্রমেই কুশ ও লব নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মিকী বালকদ্বয়কে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন ও রামায়ণ রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে উহা গান করিতে শিক্ষা দেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সভায় বাল্মিকী বালকদ্বয় সহ উপস্থিত হন। তথায় কুশ ও লবের সংগীত শ্রবণে সকলে মোহিত হন। রামচন্দ্র স্বীয় পুত্রদিগকে চিনিতে পারিয়া সীতাকে আনয়ন করেন। সীতা অন্তর্হিতা হইলে রাম কুশকে কুশাবতী নগরীতে ও লবকে শ্রাবস্তী নগরে রাজত্ব করিতে আদেশ দেন। রামা-উত্তরা ১২০। কুশের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় নিষধ, নিষধের তনয় নল। হরি-হরি-১৫। (৩) কুরুবংশীয় চেদীদেশীয় নরপতি উপরিচরবসুর পত্নী গিরিকার গর্ভে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সত্তন নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি ৩২। (৪) সোমবংশীয় নরপতি বলাকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব ও মূর্ত্তিমান্ এই চারিজন। তন্মধ্যে কুশিকের পুত্র গাধি। হরি-হরি-২৭। (৫) অজক ও অমাবসু দেখ। অজকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্ব, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারিজন। তন্মধ্যে কুশাম্বের পুত্র গাধি ভাগ-৯স্ক-১৫। (৬) পুরূরবার বংশীয় সুহোত্রের অন্যতম পুত্র কুশ, কুশের পুত্র প্রতি, প্রতির তনয় সঞ্জয়। ভাগ-৯মস্ক-১৭। (৭) যযাতিবংশীয় বিদর্ভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ভোজ্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯মস্ক-২৪। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের দশ তনয়ের অন্যতম বপুষ্মান। বপুষ্মানের তনয় কুশ, বৈদ্যুত ও জীমূত এই তিন জন। ইহাদের রাজ্য স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। বরা-৭৪। (৯) বরাহ কল্পের দ্বাবিংশ দ্বাপরে লাঙ্গলী শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ লাঙ্গলী স্বরূপ মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলীর ভল্লবী, মধুপিঙ্গ কেতু ও কুশ নামে চারিজন ধার্ম্মিক পুত্র ছিল। লি-২৪। অমূর্ত্তরজঃ দেখ। (১০) মহর্ষি কুশ: একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (১১) ব্রহ্মার তনয় কুশ, কুশের তনয় কুশনাভ। শিব ধর্ম্ম

৪১।

কুশকন্ধর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি। শিব-বায়-উত্ত-১০।

কুশকেতু—বঙ্গদেশে কুশকেতু নামে এক ধাৰ্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় হেমকান্ত অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১০। হেমকান্ত দেখ।

কুশকেশ্বর প্রভাস তীর্থে কুশকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

কুশঙ্কু—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু স্বাতির পুত্র। নানা প্রকার দান ও যজ্ঞের ফলে কুশঙ্কু হইতে সকল কর্ম্মে তৎপর চিত্ররথ নামে এক পুত্র জন্মে। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু। লি-৬৮। (২) যদুবংশীয় ক্রোষ্ঠের তনয় বৃজিনীবান্, ...ানের তনয় স্বাতি, স্বাতির তনয় কুশঙ্কু। কুশঙ্কুর তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় রাজচক্রবর্ত্তী শশবিন্দু। পদ্ম-সৃ-১৩।

কুশধ্বজ—(১) মিথিলার রাজা হ্রস্বরোমনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সীরধ্বজ। একদা সাঙ্কশ্যার অধিপতি মহাবীর সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হন। সীরধ্বজ তদীয় রাজধানীতে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজকে স্থাপন করেন। সীরধ্বজের দুহিতা সীতার সহিত রামের ও ঊর্ম্মিলার সহি[ত] লক্ষ্মণের বিবাহ হইলে কুশধ্বজ স্বীয় কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ভরতের ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন। রামা আদি-৫৬-৭৩। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী; এই বেদবতীকে রাবণ অপমান করিলে, তিনি তাঁহাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কুশধ্বজকে শুম্ভদৈত্য নিশাকালে বধ করেন। রামা-উত্ত-১৭। (৩) জনকবংশীয় ভূপতি সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ এবং কন্যা সীতা ও ঊর্ম্মিলা। কুশধ্বজ হইতে ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মধ্বজ হইতে কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ। তিনি সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩)দক্ষ সাবর্ণিবংশীয় রাজা বৃষধ্বজের হংসধ্বজ নামে এক পুত্র জন্মে। এই হংসধ্বজ হইতে ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই পুত্র জন্মে। কুশধ্বজের পত্নী মালাবতী বেদবতী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-প্র-১৩, ১৪। অগ্নিবেশ্য দেখ। (৪) কাশীরাজ কুশধ্বজ অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। তিনি মহাদেবের দমনকোৎসব প্রবর্ত্তিত করেন। এই উৎসবে মহাদেবকে দোলায় আরোপিত করিয়া আন্দোলিত করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৯। (৫) ত্বষ্টার পুত্র কুশধ্বজকে

ইন্দ্র বিনাশ করেন। সেই জন্য প্রজাপতি ত্বষ্টা এক গাছি জটা উৎপাটন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে বৃত্রের উদ্ভব হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৩৫। বৃত্র দেখ। (৬) অগ্নিবেশ্ম মুনির শাপে তদীয় কন্যাপহারী কাশীরাজ তনয় কুশধ্বজ গৃধ্রযোনী প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৯।

কুশনাভ—(১) সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের রাণী বৈদর্ভীর গর্ভজাত পুত্র চতুষ্টয়ের অন্যতম। কুশনাভ মহোদয় নামক নগরী নির্ম্মাণ করেন। ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের শত কন্যা উৎপন্ন হয়। চুলী নামক তপস্বীর পত্নী সোমদার গর্ভজাত পুত্র ব্রহ্মদত্তের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। এই সকল কন্যার উপর সমীরণদেব অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির নন্দন বিশ্বামিত্র। সত্যবতী নামে বিশ্বামিত্রের এক ভগিনী ছিল। রামা-আদি ৩২, ৩৩। (২) সোমবংশীয় নরপতি বলকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব ও মূর্ত্তিমান্ এই চারি জন। হরি-হরি-২৭। ৩ অজকের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারি জন। তন্মধ্যে কুশাম্বুর তনয় গাধি। ভাগ ৯স্ক-১৫।

কুশরীর—(১) মহর্ষি কুশরীর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ন ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কুশরীর তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লিঙ্গ-৭, ২৪, বায়ু ২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বেদশিরা দেখ।

কুশল—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কুশল দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-২য় ৪। অন্ধকারক ও অর্থকারক দেখ। (২) মহর্ষি সারস্বতের অন্যতম শিষ্য। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রাপথ-৭। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-২য়-৪; মার্ক-৫৩; অগ্নি-১১৯; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; বায়ু-২৩; বরা-৭৪; কূর্ম্ম-পূ-৩৯।

কুশলীমুখ—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র বাস্কল। বাস্কলের পুত্র বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ু ও কুশলীমুখ এই চারি জন। বায়ু-৬৭, প্রহ্লাদ দেখ।

কুশ-স্বার্চ্চিক—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

[কু]শাগ্র—মগধের অধিপতি বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র। কুশাগ্রের আত্মজ বিখ্যাত বীর্য্যবান বৃষভ-পুষ্পবান্ বৃষভের আত্মজ। পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত। হরি-হরি-৩২। বৃহদ্রথের অন্যতম পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের অপত্য

ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যহিত। ভাগ-৯স্ক-২২। ঋষভের তনয় পুষ্পবান্। মৎ-৫০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; অগ্নি-২৭৮; বায়ু-৯৯।

কুশাবর্ত্ত—(১) ঋষভের অন্যতম পুত্র ছিলেন। ভাগ ৫স্ক-৪, ৬। ঋষভ দেখ। (২) মহর্ষি কুশাবর্ত্ত, নরপতি উদাবসুর পুরোহিত ছিলেন।

কুশাম্বু—(১) সজ্জন প্রতিপালক রাজা কুশের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বৈদর্ভী। তিনিই কৌশাম্বি নগর স্থাপন করেন। রামা-আদি-৩০। (২) কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম তনয়। বিষ্ণু ৪র্থ ১৯; মহাভা-আদি-৬৩। উপরিচর বসু ও কুশ দেখ। হরি-হরি-২৭।

কুশাম্বু—(১) অজকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ নামে চারি জন। তন্মধ্যে কুশাম্বুর তনয় গাধি। ভাগ-৯স্ক-১৫। কুশ দেখ। সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্য বর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

কুশাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি সহদেবের তনয়। রামা আদি-৪৭। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু ৪র্থ-২। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম পুত্র। কুশাশ্বের পুত্র গাধি। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। অজক, কুশ ও অমাবসু দেখ।

কুশি—দৈত্যপতি বলিরাজের শত পুত্রের অন্যতম কুশি। বায়ু-৬৭।

কুশিক—(১) ইহারই তনয় প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র। রামা-আদি-২১। (২) সোমবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম তনয়। কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্রাস বশতঃ তাঁহার তনয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎসের কন্যা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। গাধি তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্ববিৎ এই চারি জন এবং সত্যবতী নাম্নী তাঁহার এককন্যা ও ছিল। হরি-হরি-২৭। (৩) জহ্নুর অপত্য অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় কুশিক। হরি-হরি-৩২। (৪) সোমবংশীয় নরপতি খ্যাতির তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু জন্মে। কূর্ম্ম-পু-২৪। (৫) বলাকাশ্ব মুনির তনয় কুশিক। কুশিকের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার তনয়রূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে খ্যাত হন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা

সত্যবতী। মহাভা-অনুশা-৫২। (৭) কন্যাপুর নিবাসী কুশিক নামে এক রাজা ছিলেন। মথুরাপুরীতে নিত্যকাল তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান হইত। বরা-১৬২। (৮) বরাহকল্পের অষ্টবিংশ দ্বাপরে সুমেরু গুহায় নকুলিশ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গমিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার চারি তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি ২৪; শিব-বায়-উত্ত-১০; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৯) মহর্ষি ইষীরথের তনয় কুশিক। কুশিকের পুত্র গাথী। এই গাথী ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ ৩।১৯।১। (১০) অত্রিবংশীয় মহর্ষি কুশিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

কুশিকন্দর—মহর্ষি কুশিকন্দর একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ট যোগ পরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, কুশিকন্দর তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। শিব-বায়-উত্ত-১০। অট্টহাস, কবন্ধ দেখ।

কুশিদক—যদুপতি বসুদেবের প্রধানা মহিষী রোহিনী হইতে বলরাম, কুশিদক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৯৬।

কুশীতয়—(১) কপিঞ্জলী হইতে বশিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রতিম কুশীতয় নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। কপিঞ্জল ও উপমন্যু দেখ। (২) পৃথু নন্দিনী হইতে কুশীতয়ের বসু নামে এক তনয় জন্মে। বসুর তনয় উপমন্যু। বায়ু ৭০।

কুশীতি—তিনি মহর্ষি পৌষ্পঞ্জীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। কুথুমী দেখ।

কুশীদ—(১) প্রয়াগ প্রদেশে কুশীদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় রোচন অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১। রোচন দেখ। (২) মহর্ষি পৌষ্পঞ্জির অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৬। কুক্ষি দেখ।

কুশেশ্বর—রামের তনয় কুশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ কুশেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১০৪।

কুশোত্তর—প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় ভব্য, শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় জলদ, কুমার, কুশোত্তর প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে শাকদ্বীপ সপ্তধা বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে স্ব স্ব নামীয় বর্ষ প্রদান করেন। মার্ক-৫৩ ভব্য দেখ। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। কুমার দেখ।

কুশোত্তরথ—শাকদ্বীপের অধিপতি। অগ্নি-১১৯।

কুশোদকা—দেবী পার্ব্বতী কুশদ্বীপে কুশোদকা নামে বিখ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮। পদ্ম-সৃষ্টি-১৫।

কুষীতক—মহর্ষি কুষীতকের তনয় কৌষীতকি, আদিত্যকে (সূর্য্যকে) উপাসনা করিয়া তনয় লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো ১ম ৫খ।

কুষ্টি—মহর্ষি মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভজাত অন্যতম কন্যা। বায়ু ২৮। অপচিতি ও মরীচি দেখ।

কুষ্মাণ্ড—(১)কাশীতে কুষ্মাণ্ড নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭। (২) বানাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ আব রেবা ২৮। (৩) রক্তাসুরের অনুজ কুষ্মাণ্ড অসুরকে দেবী পার্ব্বতী শরাঘাতে নিহত করেন। সৌর-৪৯। (৪) কুষ্মাণ্ড নামে মহাদেবের এক গণ আছে। পদ্ম-উত্ত-১২।

কুষ্মাণ্ডক—(১) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কুষ্মাণ্ডক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫। কশ্যপ দেখ। দৈত্যপতি কুষ্মাণ্ডককে শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমীতে বধ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩১।

কুষ্মাণ্ডপতি—শিবের অন্যতম অনুচর। কুষ্মাণ্ডপতি দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৪

কুষ্মাণ্ডগণ—(১) বিশ্বদেবগণের অশ্রু হইতে কুষ্মাণ্ডগণের উৎপত্তি হয়। স্কন্দ নাগ-২০৬। (২) কুষ্মাণ্ডী হইতে কুষ্মাণ্ডগণের উদ্ভব হয়। বায়ু-৯৬।

কুষ্মাণ্ডী—কপিশা হইতে কুষ্মাণ্ডী ও কুষ্মাণ্ডী হইতে কুষ্মাণ্ডগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৬৯। কুষ্মাণ্ডগণ দেখ

কুষ্মাণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭

কুসীদকী—মহর্ষি কুসীদকী একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬

কুসীদি, কুসীদী—(১)কুসীদি পৌষ্পিঞ্জির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কুথুমী দেখ। বিষ্ণু-৩য়-৬। (২) মহর্ষি কন্বের তনয় কুসীদী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে অনেক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন ঋগ ৮।৮২।১

কুসুম—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ বিধাতা স্বীয়গণ কুন্দ, মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম ৫৭। কুন্দ দেখ। মহাভা-শল্য-৪৬।

কুসুমধন্বা—কামদেবের শর ফুলধনু নামে কথিত। সেইজন্য কামদেবের একনাম কুসুমধন্বা। স্কন্দ ব্রহ্ম সেতু-৫।

কুসুমমালী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কুসুমমালী

নামে এক মাতৃকা ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০।

কুসুমামোদিনী—হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর অন্যতমা মাতৃসখী। মৎ-১৫৬। তিনি মন্দর গিরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯।

কুসুমায়ুধ—কামদেবের অন্যনাম।

কুসুমোত্তর—মনুবংশীয় হব্যের অন্যতম তনয়। লি-৪৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। কুমার দেখ।

কুসুমোদ—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম ভব্য। শাক দ্বীপের অধিপতি ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুসুমোদ, মৌদাকী ও মহাদ্রুম নামে সাত তনয় জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় এক এক বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪।

কুসুমেশ—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কুসুমেশ মহাদেবের পূজা করে, সে শিবলোকে পূজিত হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৮। কামদেব কর্ত্তৃক কুসুমেশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫০।

কুসুমেশ্বর—মহাদেব বীরক নামক গণকে পার্ব্বতীকে পুত্ররূপে প্রদান করেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে কুসুমে সজ্জিত দেখিয়া তাঁহারই নাম কুসুমেশ্বর রাখিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৮।

কুসুম্ভ—দৈত্যপতি বলির অন্যতম তনয় বাণ, বাণের এক পুত্রের নাম কুসুম্ভ ছিল। কালিকা-৩৪।

কুস্তুম্বরু—যক্ষ বিশেষ। মহাভা-সভা-১০।

কুহক—(১) নাগ বিশেষ। ভাগ-৫স্ক-২৪। (২) বাণাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

কুহর—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নামধেয় কুহর, বলাহক প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (২) সুরসা ভুজঙ্গিনীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কুহর। মহাভা-উদ্-১০২; শিব ধর্ম্ম-৫৪; মহাভা-আদি-৬৭।

কুহূ—(১) অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১। এই চারি কন্যা ধাতার স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে কুহূ হইতে স্বায়ং, সিনীবালী হইতে দর্শ, রাকা হইতে প্রাতঃ ও অনুমতি হইতে পূর্ণমাস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, কুহূ নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুবলয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) ময়দানবের উপদানবী,

কুহূ ও মন্দোদরী নামে তিন কন্যা ছিল। মৎ ৬। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি হইতে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি কন্যা ও লব্ধাম্ভব নামে এক পুত্র জন্মে। লি-৫। (৪) অঙ্গিরার পত্নী শুভা হইতে ভানুমতী, রাকা, সিনীবালী, অর্চ্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মতিষ্মতী ও কুহূ নামে সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি দীপ্ত যজ্ঞ সমুদয়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত, যাহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, তিনি অঙ্গিরার কন্যা কুহূ। মহাভা-বন-২১৩। অঙ্গিরা দেখ। সিনীবালী, দ্যুতি, কুহূ, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী নামে এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞান্তে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি ২৫

কুহোলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উ ৬৫।

কূর্চ্চামুখ—বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় মহাভা অনুশা-৪।

কূট—(১) মথুরাধিপতি কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যে সকল মল্ল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কূট তাঁহাদের অন্যতম ছিল। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (২) কূট নামে একজন দানবপতি ছিলেন। রামা-উত্ত-২৪।

কূটমোহন—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম কূটমোহন। মহাভা-বন-২৩০।

কূটদন্ত—কাশীস্থিত লম্বোদর গণপতির পশ্চিমে ও দুর্গাবনারকের উত্তরে, দুর্গম উপসর্গের বিনাশক কূটদন্ত নামে গণেশ সর্ব্বদা ঐ ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

কূণিতাক্ষ—কাশীস্থিত কূণিতাক্ষ নামে গণেশ দুষ্টগণের কুদৃষ্টি হইতে মহাশ্মশান কাশীকে সতত রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

কূতি—ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পূর্ণমাস, আকৃতি, কূতি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও অধীতি দেখ।

কূপ—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কূপকর্ণ—রাজা বাণের অন্যতম অমাত্য কূপকর্ণ। তিনি স্বীয় প্রভু বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাঁহার হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক ৬২, ৬৩; গর্গ-গোলোক-১০।

কূপট—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, কূপট, প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। কালিকা-৩৪। দনু দেখ।

কূর্ম্ম—কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে কূর্ম্মের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫।

কূর্ম্মগ্রীব—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। কুণ্ডজঠর দেখ

কূর্ম্মপৃষ্ঠ—একজন দানবপতি। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭

কুলকর্ত্তা—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুলহারী—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শল্য-১৭।

কুহণ—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণকালে তিনি অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৬২-২৭০।

কৃকণ—(১) যদুবংশীয় ভজমানের বহু পুত্রের মধ্যে, নিমি, কৃকণ ও বিদূরথ প্রধান ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ২৪। (২) ভজমানের পত্নী সৃঞ্জয়ী হইতে ভাজ জন্মে। ভাজের অন্যতম তনয় কৃকণ। পদ্ম-সৃ-১৩।

কৃকণেয়ু—রৌদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩১। মহাভা-আদি-৯৪। ঋচেয়ু দেখ।

কৃণু—কৃণু নামে জনৈক মুনি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে তাঁহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইল এবং সেইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। এক নটীর গর্ভে বল্মীকের এক পুত্র জন্মে। এই বালকই বিখ্যাত বাল্মীকি মুনি। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১।

কৃত—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে কৃত অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯৫। (২)পুরুবংশীয় নরপতি সন্নতির পুত্র কৃত। তিনি মহাত্মা কৌশল্য হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক সাম সংহিতা সকল চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে উক্ত হইয়াছে। কৃত কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া প্রাচ্য সাম ও সামগ সকল কার্ত্তি নামে স্মৃত হয়। কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য। হরি-হরি-২৫। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী রোহিনীর গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ; দুর্ম্মদ, ধ্রুব, বিপুল ও কৃত নামে সাত পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪)ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় কৃত, সুধর্ম্মা ও পৃষিত। লি-৬৬। (৫) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম তনয় কৃত। বায়ু-৯৬। কৃতের পত্নী ও বসুদেবের অন্যতম ভগিনী শ্রুতদেবী হইতে সুগ্রীব জন্ম গ্রহণ করেন। মৎ ৪৬।

কৃতক—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী মদিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক ও শূর জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৯স্ক ২৪; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (২) কুরুবংশীয় চ্যবনের তনয় কৃতক, কৃতকের তনয় উপরিচরবসু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯

কৃতকর্ম্মা—যদুবংশীয় দুর্দ্দমের পুত্র কনক, কনকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৩।

কৃতকৃত্য—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতকেত—বৈবস্বত মনুর দশ তনয়ের অন্যতম ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর কৃতকেত, চিত্রনাথ ও রণধৃষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-১২।

কৃতক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা গণ্ডুষ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতক্ষণ নামক চারি তনয় তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। মহাভা-সভা-৪।

কৃতঘ্নপ্রেত—বৈদিশপুরে দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অতিশয় কৃতঘ্নতা করিত বলিয়া মৃত্যুর পরে কৃতঘ্ন নামক প্রেত হয়। স্কন্দ নাগ-১৮

কৃতচেতা—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতা কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন মহাভা-বন-২৬।

কৃতজাত—হৈহয়বংশীয় কনক বারানসীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কৃতবীর্য্য, কৃতজাত, কৃতবর্ম্ম, কার্ত্তিবীর্য্য নামে চারি তনয় ছিল। বায়ু-৯৪।

কৃতজিৎ—রথকৃত, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ গ্রামনী যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

কৃতজ্ঞ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা১৪৯।

কৃতঞ্জয়—(১) রঘুবংশীয় নরপতি বর্হির পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের তনয় সঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক ১২ (২) বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব গুহাবাসী নামে মহাতুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লি-২৪। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ দ্বাপরে মহর্ষি কৃতঞ্জয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্ম্মের পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় শাক্য। বিষ্ণু-৫ম-২২। (৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয় ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১। (৬) মগধের সূর্য্যবংশীয় নরপতি বৃহদ্রাজের তনয় কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় হইতে রণেজয়, রণেজয় হইতে সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ২৭১। (৭) বরাহ কল্পে যে সমুদয় ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, কৃতঞ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৪০।

কৃততেজ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে, দ্বৈতবনবাসী কৃততেজ, কৃতবাক্, প্রভৃতি ঋষিরা তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ক্লেশ অপনোদন করিতেন। মহাভা-বন-২৬।

কৃতদেব—শুনশেফ, মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক নামে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সাত তনয় ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ ৭, বায়ু-৯১।

কৃতদ্যুতি—রাজা চিত্রকেতু বহু পত্নী সত্বেও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা

পত্নী কৃতদ্যুতি মহর্ষি অঙ্গিরার যজ্ঞ স্থালির চরু ভক্ষণ করিয়া, একটী অতি রূপবান্ তনয় লাভ করেন। কিন্তু সপত্নীরা বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে নিহত করেন। ভাগ-৬স্ক-১৪, ১৭।

কৃতধর্ম্মা—হৈহয়বংশীয় নরপতি দুর্দ্দমের তনয় ধনক, ধনকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। কনক দেখ।

কৃতধ্বজ—জনকবংশীয় নরপতি ধর্ম্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। তন্মধ্যে কৃতধ্বজের তনয় কেশীধ্বজ ও মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য। ভাগ-৯স্ক ১৩।

কৃতনন্দন—মগধের কৈলকিল যবনবংশীয় অন্যতম নরপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

কৃতবাক্—দ্বৈতবনবাসী কৃতচেতা কৃতবাক্ প্রভৃতি ঋষিরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস কালে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহার ক্লেশ অপনোদন করিতেন। মহাভা-বন-২৬।

কৃতবর্ম্ম—হৈহয়বংশীয় বারানসীর অধিপতি কনকের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৪। কনক দেখ।

কৃতবর্ম্মা—(১) কুরুক্ষেত্র সমরে যদুবংশীয় হৃদিকের তনয় ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাস ক্ষেত্রে বাসুদেবের খড়্গা দ্বারা সাত্যকি তাঁহাকে নিহত করেন। মহাভা-মৌসল-৩। (২) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্ম্মদ ও ধনক নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধনকের অন্যতম পুত্র কৃতবর্ম্মা। অন্ধক দেখ। কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিনী গর্ভজাত কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৩, ১০স্ক, ৬১; সৌর-৩১; দেবী-৪স্ক-২২। চন্দ্রবংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতবর্ম্মা, কৃতাগ্নি ও কৃতৌজা। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৩) হৃদিকের তনয় কৃতবর্ম্মা, কৃতবর্ম্মার পুত্র দেবল, দেবলের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অজাত দেখ। (৪) ত্রিগর্ত্ত দেশের অধিপতি সূর্য্যবর্ম্মার ভ্রাতা কৃতবর্ম্মা। সূর্য্যবর্ম্মা দেখ। মহাভা-আশ্ব ৭৪। (৫) অযোধ্যাপতি কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতীকে নরপতি শতানীকের তনয় সহস্রানীক বিবাহ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫; গর্গ-গোল-৫; গর্গ-বিশ্ব-১১, ২০। সহস্রানীক দেখ।

কৃতবীর্য্য—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কনকের অন্যতম তনয় কৃতবীর্য্য অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছিলেন। তিনি মহর্ষি জমদগ্নিকে নিহত করেন। সেই জমদগ্নির তনয় পরশুরাম কৃতবীর্য্যের তনয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া ও হৈহয়বংশীয় অনেককে বধ করিয়া অবশেষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকেও বধ করেন। মহাভা-আদি-১৭৮। যদুবংশীয় ধনকের অন্যতম তনয়। ভাগ-৯স্ক-২৩; বিষ্ণু ৪র্থ-১১। অন্ধক দেখ। ত্রেতাযুগে:

হৈহয়রাজ কৃতবীর্য্য কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে ধরনীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কার্ত্তবীর্য্য নামক রাজ চক্রবর্ত্তী তনয় লাভ করিয়াছিলেন। বরা-৫০। ভৃগুবংশীয়েরা হৈহয়বংশীয় কৃতবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদ্বংশীয় রাজারা ভার্গবদের অনেক অর্থ আছে শুনিয়া তাঁহাদের নিকট অর্থপ্রার্থী হন কিন্তু তাঁহারা অর্থ, ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, দিতে অসমর্থ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। কার্ত্তবীর্য্যেরা ভূগর্ভ হইতে অর্থ উত্তোলন করিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ভার্গবদের অনেকে নিহত হন ও অবশিষ্টেরা হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে এক গর্ভবতী ভার্গববধূ ঔর্ব্ব ঋষিকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১৭৮, ১৭৯; হরি-হরি-৩৩। কৃতবর্ম্মা দেখ। (২) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। প্রবাহির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী দেখ।

কৃতবেগ—প্রাচীনকালের একজন রাজা। মহাভা-সভা-৮।

কৃতবোধ—তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃতবোধ পিতা, মাতা ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে বারানসী নগরীস্থ তুলাধার নামক এক ব্যাধের উপদেশে পুনঃ গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৃহদ্ধ-পূ-৩।

কৃতমনোরমা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭৪।

কৃতযজ্ঞ—কুরুবংশীয় নরপতি চ্যবনের পুত্র কৃতযজ্ঞ। কৃতযজ্ঞের তনয় উপরিচরবসু। এক মহান্ যজ্ঞ করিয়া, তিনি ইন্দ্রসম বিখ্যাত অন্তরীক্ষগামী উপরিচরবসুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৩২।

কৃতযশা— মহর্ষি কৃতযশা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ ৯।১০৮।১।

কৃতরথ—জনকবংশীয় নরপতি প্রতীপের পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের তনয় দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের তনয় বিশ্রুত। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় নরপতি প্রতিন্ধকের পুত্র কৃতরথ, কৃতরথের পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র বিবুধ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

কৃতলক্ষণ—সাত্বতবংশীয় বৃষ্ণির ভার্য্যা মাদ্রী ও গান্ধারী। তন্মধ্যে গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। মৎ ৪৫।

কৃতশর্ম্মা—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঐলবিলের পুত্র কৃতশর্ম্মা, কৃতশর্ম্মার পুত্র বিশ্বমহৎ, বিশ্বমহতের পুত্র দিলীপ। বায়ু-৮৮।

কৃতশ্রম— মহর্ষি কৃতশ্রম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

কৃতস্থলী—অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫

কৃতস্মর—প্রভাসে কৃতস্মর মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

কৃতা—পূর্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে বেদ বেদাঙ্গপারগ বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কৃতা প্রভৃতি ছয় পত্নী হইতে দুইশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২০। ভদ্রমতি দেখ।

কৃতাগম—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতাগ্নি—যদুবংশীয় কনকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৩, ২৭৫; বিষ্ণু, ৩য়, ৬, ৪র্থ, ১১; সৌর-৩১; পদ্ম-সৃষ্টি-১২; অগ্নি-২৭৫; ভাগ-৯স্ক-২৩।

কৃতান্ত—(১) চৈত্র, কবিকৃত, কৃতান্ত, বিভৃত, রবি, বৃহৎ, গুহ, নব ও শুভ এই নয় জন স্বারোচিষ মনুর পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি একাদশ রুদ্র হস্তে নিহত হন। বরা-৯৪। কাল দেখ।

কৃতান্তক—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দ্বাদশ আদিত্য হস্তে নিহত হন। বরা-৯৪। অতিকায় দেখ।

কৃতান্তঘাতি—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কৃতাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পুত্র কৃতাশ্ব ও অক্ষাশ্ব এবং কন্যা হৈমবতী। শিব-ধর্ম্ম-৬০।

কৃতি—(১)শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে কৃতি অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (২)জনকবংশীয় নরপতি বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্ম বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) নরপতি নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-১৭, ১৮। (৪) যযাতিবংশীয় বভ্রুর পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র উশিক, উশিক হইতে চেদী ও চৈদ্যাদি নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-৪৩। নরপতি কৃতির তনয় রুচিপর্ব্বা। কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চার হস্তে তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রো-২৬। (৫) জনকবংশীয় কৃতরথের পুত্র কৃতি। কৃতির পুত্র বিবুধ। বিষ্ণু ৪র্থ ৫। (৬) সামবেদ সংহিতা অধ্যয়নকারী হিরণ্যনাভের কৃতি নামক মহাবুদ্ধিমান একজন শিষ্য স্বীয় চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। এই সকল শিষ্যেরাও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩, ৬। (৭) সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয় কৃতি। মার্ক-৮০। রৈবত মনুর অন্যতম তনয়। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অব্যক্ত

দেখ। (৮)জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের পুত্র কৌশিক, লোমপাদ ও ক্রথ এই তিন জন। লোমপাদের পুত্র কৃতি অগ্নি-২৭৫। (৯) সামগ দিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদ কর্ত্তা মহর্ষি পৌষ্পঞ্জি ও কৃতি প্রধান ছিলেন ব্রহ্মাণ্ড-২৭। (১০) চাক্ষুস মনুর অন্যতম পুত্র কৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

কৃতিমান্— যযাতিবংশীয় নরপতি যবীনরের পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির অপত্য দৃঢ়নেমী। ভাগ৯-স্ক-২১।

কৃতিরাত— জনকবংশীয় নরপতি মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয় মহারোমা, মহারোমার তনয় স্বর্ণরোমা। ভাগ-৯স্ক-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

কৃতী—(১) যযাতিবংশীয় নরপতি সন্নতিমানের পুত্র কৃতী। কৃতী হিরণ্যনাভের নিকট যোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য সামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্ব্বক অধ্যাপন করেন। তাঁহার পুত্র উগ্রায়ুধ। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি চ্যবনের পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবসু। ভাগ-৯স্ক ২১।

কৃতেয়ু—(১) যযাতিবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম তনয় কৃতেয়ু। ভাগ-৯স্ক-২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; বায়ু ৯৯। ঋতেয়ু দেখ। (২) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম কৃতেয়ু। অগ্নি-২৭৮।

কৃতৌজা—হৈহয়বংশীয় কনকের অন্যতম পুত্র কৃতৌজা। ভাগ-৯স্ক-২৩। কনক দেখ। ৎম-৪৩; হরি-হরি-৩৩; অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-২১; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। ধনক, কনক ও কৃতবর্ম্মা দেখ।

কৃত্তিকা—(১) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের গর্ভে কোনও পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন নাই। কালিকা-২০; ভাগ-৬স্ক-৬। (২)অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনল হইতে কৃত্তিকা গর্ভে কার্ত্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৪। (৩)ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়জন কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮, ৯। এক সময়ে অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের গৃহে তাঁহাদের পত্নীগণকে দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃত্তিকা নাম্নী ছয় স্ত্রী শাপ হইতে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। পরে শ্বেতাচল পর্ব্বতের শিখর দেশে সুবর্ণময় কুণ্ডে কৃত্তিকাগণ রেতঃস্থাপন পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই ষট কৃত্তিকার পুত্র ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত।

শিব-ধর্ম্ম-১১; রামা-আদি-৩৭; সৌর-২৮; বাম-৫৭। দেবী বিশেষ। তন্ত্রসার-১৯১-পৃ।

কৃত্তিকাগণ—সপ্তর্ষিদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী এবং অবশিষ্ট ছয় ঋষির পত্নী কৃত্তিকাগণ ছিলেন। কৃত্তিকাগণ একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃকালে নদীতীরস্থ অগ্নি সেবন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নির তেজে তাঁহারা গর্ভবতী হন। পরে তাঁহারা সেই তেজ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন। এবং সেই তেজ মিলিত হইয়া কুমারের জন্ম হইল। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৭। কৃত্তিকাগণের গর্ভে কুমারের জন্ম হয় বলিয়া তিনি কার্ত্তিকেয় নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কুণ্ডজঠর দেখ।

কৃত্তিকাসুত—কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। সৌর-৬১।

কৃত্তিবাস—(১)মহাদেবের অন্যনাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (২) পঞ্চম সৃষ্টিকালে পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যেষ্ঠ, আর সোমনাথদেব কৃত্তিবাস নামে কথিত হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

কৃত্তিবাসলিঙ্গ—প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেব কৃত্তিবাস লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

কৃত্তিবাসাঃ— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

কৃত্তিবাসেশ্বর— বারাণসীস্থিত একটি শিবলিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশীপূ-৩৩।

কৃত্তী—পুলস্ত্য পুত্রগণের মানসী কন্যা , ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। এই পীবরী হইতে কৃষ্ণ, গৌর ও শম্ভু নামে তিন পুত্র এবং কৃত্তী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্চালপতি সাত্বত কৃত্তীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ব্রহ্মদত্ত। পদ্ম সৃষ্টি-৯।

কৃত্বী—(১) ব্যাস তনয় শুকদেবের ঔরসে ও বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র ও কৃত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্বী কাম্পিল্যদেশের অধিপতি অনুহকে বিবাহ করেন। ভাগ ৯স্ক ২১। কৃত্বীর গর্ভে রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। (২) শুকদেবের কন্যা কৃত্বী যযাতিবংশীয় নীপের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যোগী ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। অনুহ দেখ।

কৃত্যা—অপদেবতা বিশেষ। পৌণ্ড্রক বাসুদেব, তাঁহার বন্ধু কাশীরাজসহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, কাশীরাজ পুত্র মহাদেবের বরে অগ্নি হইতে এক কৃত্যার সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বধার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কৃত্যাকেও বধ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩৫।

ৎস্ন—ধ্রুবের বংশের মনুপত্নী নড্বলা

হইতেকৃৎস্ন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৪স্ক-১৩।

কৃপ—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের তনয় শিষ্ট। শিষ্টের পত্নী ও অগ্নির কন্যা সুচ্ছায়া হইতে কৃপ, ধৃক, রিপুঞ্জয় বৃত্র ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪। (২) মহর্ষি কৃপকে অনার্য্য দস্যু হস্ত হইতে ইন্দ্র, রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৩।১২। অশ্বত্থামা ও অপর দেখ।

কৃপণা—চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা কৃপণা ছিলেন। অগ্নি-৫২।

কৃপাচার্য্য—মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র কৃপ ও কন্যা কৃপী। গৌতম মুনির পুত্র মহর্ষি *শরদ্বান গৌতম নামেও খ্যাত ছিলেন।* শরদ্বান বেদ অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য জানপদী নাম্নী এক দেবকন্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পরে পিতা মাতা উভয়েই তাঁহাদিগকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। একদিন মহারাজ শান্তনুর কোনও সৈনিক পুরুষ নির্জ্জন বনে এই পুত্র কন্যাকে দেখিতে পাইয়া মহারাজের নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে প্রদান করেন। মহারাজ শান্তনু তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী হয়। কৃপাচার্য্য স্বীয় পিতা শরদ্বানের ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি কৌরবপক্ষে ছিলেন। কৌরবকুল সমূলে বিনষ্ট হইলে, তিনি জীবিত ছিলেন। পরে তিনিও পাণ্ডব পক্ষ আশ্রয় করিয়া পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩০; ভাগ-৯স্ক-২১। মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি কোনও অপ্সরাকে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ শরবনে পতিত হয়। তাহা হইতে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। পরে মহারাজ শান্তনু কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, এই পুত্র কন্যা কৃপ কৃপী নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি ৭, ৩২; বায়ু ৯৯; অগ্নি ২৭৮; বিষ্ণু ৪র্থ ১৯, ২১। আত্রেয় দেখ। সাবর্ণি মনুর সময়ে কৃপাচার্য্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ ৮স্ক-১৩।

কৃপাবতী—রাজর্ষি সুরথের পালিতা কন্যা কৃপাবতীকে নরপতি দিষ্টের পুত্র নাভাগ বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ভলন্দন। মার্ক-১১৫।

কৃপী—মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা। এই কন্যাকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন। এবং তাঁহার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়।

মহাভা-আদি-১৩০। কৃপাচার্য্য দেখ।

ক্রমি—(১) উশীনরের অন্যতম পত্নী ক্রমী হইতে ক্রমি জন্মগ্রহণ করেন। উশীনর দেখ। হরি-হরি-৩১; ভাগ-৯স্ক-২৩; বায়ু-৯৯। (২) পুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র ক্রমি, ক্রমির পুত্র উপরিচর বসু। মৎ-৫০। (৩)উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ, নৃগের স্ত্রী নরা হইতে নর ও ক্রমি জন্মে। ক্রমির পত্নী দশা হইতে সুব্রত এবং ক্রমির অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৭।

ক্রমিল—সাত্বতের অন্যতম পুত্র ভজমান। সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জরী ও বাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহ্যকা হইতে নিমি, ক্রমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। অজমীঢ়ের বংশে নরপতি বাহ্যাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্যাশ্ব হইতে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদীষু, যবীনর ও ক্রমিল নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাজা ছিলেন এবং পৃথিবী তলে পাঞ্চাল নামে খ্যাত হন। অগ্নি-২৭৮।

ক্রমিল—(১) সাত্বতের অন্যতম পুত্র ভজমান। সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে নিমি, ক্রমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (২)ভজমান দেখ। অজমীঢ়ের বংশীয় বাহ্যাশ্বের অন্যতম তনয় ক্রমিল। অগ্নি-২৭৮। বাহ্যাশ্ব দেখ।

ক্রমিলাশ্ব—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী ধূমিনির গর্ভে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও ক্রমিলাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চ ভ্রাতা স্বদেশ রক্ষার্থ সমর্থ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৩২।

ক্রমী—পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতম পত্নী ক্রমী হইতে ক্রমি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৩; বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। ক্রমি দেখ।

কৃশ—(১) শমিক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী। এই শৃঙ্গীর সখা মুনিপুত্র কৃশ। তিনি শৃঙ্গীকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তাহার পিতার গলে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪১; মহাভা-আদি-৪১। মহর্ষি কৃশ অতিশয় দীর্ঘকায় ও কৃশ ছিলেন। বোধ হয় সে জন্যই তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। রাজা বীরদ্যুম্ন পুত্র হারাইয়া অতিশয় শোকাকুল হইলে মহর্ষি কৃশ নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার শোকাপনোদন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১২৭, ১২৮। (২) যযাতি বংশীয় মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনরের পাঁচ পত্নীর অন্যতমা কৃশা হইতে কৃশ, জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (৩) ইন্দ্র, সম্বর্ত্ত ও কৃশের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে

রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৫৪।২।
কৃশা—যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতমা পত্নী কৃশা হইতে কৃশ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। উশীনর ও কৃশ দেখ।
কৃশাঙ্গী—গন্ধর্ব্ব কন্যা সুযশা প্রচেতার স্ত্রী ছিলেন। প্রচেতা হইতে সুযশা, লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা লাভ করেন। বিক্রমশালী মহাত্মা বিশাল এই চারি কন্যাকেই বিবাহ করেন। কৃশাঙ্গী হইতে কৃশাঙ্গের নামক যক্ষগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ।
কৃশাঙ্গেয়—কৃশাঙ্গী দেখ।
কৃশানু—(১) উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি কৃশানু নামে বিখ্যাত। মৎ৫০। সোমপালদিগের অন্যতম কৃশানুকে অশ্বিদ্বয় যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ১।১১২।২১। অজ্যারি দেখ।
কৃশাশ্ব—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে মহর্ষি কৃশাশ্ব অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুইটীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে দিব্য অস্ত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ১২। কশ্যপ ও অর্চ্চি দেখ। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র কৃশাশ্ব। দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে ধুমকেতু এবং ধীষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩)মনুবংশীয় নরপতি সংযমের অন্যতম পুত্র কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। ভাগ-৯স্ক ২। (৪) দেবর্ষি কৃশাশ্বের প্রহরণ নামক একটি পুত্র ছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৮। ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কৃশাশ্বের নৈধ্রুব নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব হইতে কৃশাশ্ব ও অরুণাশ্ব নামে দুই পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৬)মনুবংশীয় বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের তনয় সেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৭) মনুবংশীয় সহদেবের তনয় কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের তনয় সোমদত্ত। বিষ্ণু৪র্থ ১।
কৃশেয়ু—পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ।
কৃশোদর—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।
কৃষ—নাগরাজ ঐরাবতের কুলে কৃষের জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা আদি৫৭।
কৃষক—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।
কৃষি—মরীচির অন্যতমা কন্যা। লি-৫। অপচিতি দেখ।

কৃষীবল—একজন মহর্ষি। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৭।

কৃষ্টি—মরীচির অন্যতমা কন্যা। লি ৫। অপচিতি দেখ। কূর্ম্ম পূ ১৩।

কৃষ্ণ (১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (৩) রাজা হবির্দ্ধানের ও তৎপত্নী হবির্দ্ধানীর বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। অঙ্গ দেখ (৪) স্বনামখ্যাত রাজা পৃথুর প্রপৌত্র, অন্তর্দ্ধির পৌত্র, হবির্দ্ধানের পুত্র। হবির্দ্ধানের পত্নী, অগ্নির কন্যা ধীষণা, প্রাচীনবর্হি, কৃষ্ণ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র প্রবস করেন। হরি-হরি-২। ধীষণা দেখ। (৫) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরীর গর্ভে ও ব্যাসতনয় শুকদেবের ঔরসে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু, নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৬) মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা বলির ভ্রাতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ। ভাগ-১২স্ক-১। মগধের অন্ধবংশীয় নরপতি শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ। শিপ্রকের পরে কৃষ্ণই মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৭) বিশাল নগরের অধিপতি বিশাল গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণকে অবীচি নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরা ৭। (৮) মহর্ষি বহ্বৃচের পত্নী অহিংসা হইতে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নর নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিয়ত যোগাভ্যাসে রত ছিলেন। নর ও নারায়ণ জগতের হিত কামনার তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-৬। (৯) দেবার্হের পুত্র কম্বলবর্হিষ, কম্বলবর্হিষের পুত্র অসমঞ্জা, এই অসমঞ্জা হইতে তমোজা, সুদংষ্ট্র, সুনাভ ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (১০) যদুবংশীয় অসৌমজার পুত্র সমৌজা, এই সমৌজার পুত্র সুবংশ, সুদংশ ও কৃষ্ণ এই তিন জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১১) অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামে এক কৃষ্ণকায় অসুর ছিল। ইন্দ্র তাঁহার গর্ভবতী ভার্য্যা-দিগকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ ত্বক উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ঋগ

১।১০১।১; ১।১৩০।৮। (১২) মহর্ষি কৃষ্ণের তনয় বিশ্বকায়, বিশ্বকায়ের পুত্র বিষ্ণাপু। ঋগ ১।১১৬।২৩।

কৃষ্ণকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকেশ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কৃষ্ণজটাধর—দ্বারকাতীর্থের অগ্নিকোণ রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মশাপে যমুনা জলে মীনরূপে অবস্থান করিতেছিল। এই অদ্রিকা এক পুত্র ও কন্যা প্রসব করেন। ধীবরেরা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া দাসরাজকে প্রদান করে। রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া কন্যাটী ধীবরদিগকে প্রদান করেন। এই কন্যাও মৎস্যজীবী কর্ত্তৃক পালিত হইয়া প্রথমে মৎস্যগন্ধা নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ তাঁহার নাম সত্যবতী ছিল। সত্যবতী পিতৃ-শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিতেন। একদা পরাশর ঋষি যমুনা পার হইবার সময়ে সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হন। পরাশর হইতে সত্যবতী এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ ও দ্বীপে জন্ম বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরে বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। প্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। পুরাণাদিও তাঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হয়। মহাভা-আদি-৫৭, ৬৩।

কৃষ্ণপরাশর— পরাশরবংশীয় মহর্ষি কাঞ্চায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচ জন কৃষ্ণপরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ ২০১।

কৃষ্ণপিঙ্গলা—ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

কৃষ্ণবর্ণ—দ্বারকাতীর্থের অগ্নিকোণ রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

কৃষ্ণবর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কৃষ্ণবর্ত্মা—অগ্নির অন্য নাম কৃষ্ণবর্ত্মা। ঋগ। ২।৪।১

কৃষ্ণবেণী—কৃষ্ণবেণী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

কৃষ্ণলোচন—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কৃষ্ণসার— সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম কৃষ্ণসার ছিলেন।

কল্কি-১ম-৫। বৃহদ্রথ দেখ।

কৃষ্ণা—(১) দ্রৌপদীর অন্য নাম। তাঁহার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণা হইয়াছিল। মহাভা-আদি-১৬০। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কৃষ্ণা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

কৃষ্ণাতপ—একজন মহর্ষি। স্কন্দ মাহে-অরু উ-৩।

কৃষ্ণাত্রেয়—একজন মহর্ষি। হরি-হরি-১৬৬।

কৃষ্ণানুভৌতিক—একজন মহর্ষি। মহাভা-শান্তি-৪৭।

কৃষ্ণায়ন—মহর্ষি কৃষ্ণায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

কৃশ্ন—মহর্ষি কৃশ্ন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৭৯।১।

কেকয়—যযাতিবংশীয় উশীনরের চারি পুত্রের অন্যতম শিবি, শিবির তনয় বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই চারি জন। মৎ-৪৮। নরপতি কেকয়ের পুত্র বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি অশ্বপতি। ছান্দো-৫ম-১১শ খ, ২৪শ খ।

কেকরাক্ষ—শিবের অনুচর কেকরাক্ষ দশকোটীগণ সমভিব্যাহারে শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

ককরাক্ষী—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

কতকী—একবার ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণ, শিবলিঙ্গের সীমা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোভাগে ও ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বহুদূর আরোহণ করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে কেতকীর পরামর্শে নিবৃত হন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৩৪।

কতব—বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল। পৈল, ঋক সমূহ সংগ্রহ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়ের প্রত্যেককে এক একখানি অধ্যাপন করেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া মার্কণ্ডের মুনিকে, মার্কণ্ডের স্বীয় পুত্র সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত স্বীয় তনয় সত্যশ্রীকে অধ্যাপন করেন। সত্যশ্রীর শাকল্য রথীতর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে শাকপর্ণ রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করেন। কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামে রথীতরের চারিজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারী। বায়ু-৬০।

কেতু—(১) কৌরবপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম কেতু। মহাভা-আদি- ৬৩-৬৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে কেতু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৩) তামস মনুর দশ পুত্রের অন্যতম কেতু। ভাগ-৮স্ক-১। মহর্ষি কেতু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০-১৫৬।১। একজন দৈত্যপতির নামও কেতু ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-১৬।

কেতুগণ—স্বাধ্যায় প্রভাবে কেতুগণ দেবলোকে গমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৬।

কেতুধর্ম্মা—কুরুক্ষেত্র যদ্ধাবসানে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সূর্য্যাবর্ম্মা, তাঁহার ভ্রাতা কেতুধর্ম্মা ও অন্যতম বালকবীর ধৃতবর্ম্মা তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। কিন্তু অর্জ্জুন পরে তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্য প্রত্যর্পন করেন। মহাভা-অশ্বমে-৭৪।

কেতুবীর্য্য—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে কেতুবীর্য্য প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

কেতুভৃঙ্গ—সম্ভাব্য, পরহা, শুচি, বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত ইহারা চরিষ্ণব মনুর পুত্র। ইহাই পঞ্চম মন্বন্তর নামে খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

কেতুমত—যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতমা পত্নী পুণ্যজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। পুণ্যজনী দেখ।

কেতুমতি—নর্ম্মদা নাম্নী গন্ধর্বীর সুন্দরী, কেতুমতি ও বসুদা নাম্নী তিন কন্যাকে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন ভ্রাতা বিবাহ করেন। সুমালী হইতে কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত, কম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামে দশপুত্র এবং কুম্ভিনসী, কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা নাম্নী চারি কন্যা জন্মে। রামা-উত্ত-৫।

কেতুমান—(১) কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর তনয় কেতুমান কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৫২। (২) মনুবংশীয় শাল্মলীদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মানের সপ্ত পুত্রের অন্যতম। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। মার্ক-৫৩। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন কেতুমান তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৪) কেতুমান নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রমিতৌজা নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) পিতামহ ব্রহ্মা রজের পুত্র মহাত্মা কেতুমানকে পশ্চিম দিকে দিকপালরূপে অভিষিক্ত

করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৪। (৬) সর্ব্বরোগ বিনাশক কাশীরাজ ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র দিবোদাস। হরি-হরি-২৯। (৭) কাশীরাজ সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু। হরি-হরি-২৯। (৮) মনুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু নামে তিন পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-৬। (৯) দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে যখন সাস্থ নামে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস ছিলেন, তখন লোকহিতার্থ মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার দুন্দুভী, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। বায়ু-২৩; লি-২৪। (১০) বরাহকল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক, শিবাবতার যোগাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্লক্ষ দাক্ষায়নি, কেতুমান ও গৌতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিয়মী ও নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪। (১১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাচটী গণ ছিল, তন্মধ্যে কেতুমান প্রতর্দ্দনগণের দেবতাদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ।

কেতুমাল—আগ্নীধ্র দেখ।

কেতুমালী—(১) শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি কেতুমালী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২)বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব হিমালয়ের দেবদারু বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দাক্ষায়নি, কেতুমালী, বক ও প্লক্ষ নামে যোগাত্মা চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক দেখ।

কেতুমুখ— জলন্ধরাসুরের অন্যতম সেনাপতি। শিবের অনুচর শুভের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১২।

কেতুলিঙ্গ—কেতুগ্রহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাই কেতুলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৫১।

কেতুশৃঙ্গ—বরাহ কল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপৎ ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ, ও তপোধন এই চারিজন মুনির পুত্র। তাঁহারা যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩।

কেদার—(১) সত্যযুগে সপ্তদ্বীপের অধিপতি সত্যপরায়ন ধার্ম্মিক কেদার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্র বিশারদা বৃন্দা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১৭, ৮৬। (২)

কেদার নামে এক রুদ্র কেদার নামক স্থানে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

কেদারলিঙ্গ—রেবাতীর্থে কেদারলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা ১৮৩।

কেদারেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মৃত্যুলোকে কেদারেশ্বর ও অমরেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

কেবল—(১)মনুবংশীয় নরপতি নরের পুত্র কেবল, কেবলের পুত্রের নাম ধন্ধুমান। ভাগ-৯স্ক-২। (২) দ্বাদশজন শুক্র নামক দেবগণের অন্যতম কেবল, কেবলের ধন্ধুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-১। নর দেখ।

কেরমান—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় রাজা কেরমান উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

কেরল—(১)কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (২) পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত। মৎ-৪৮। (৩) কশ্যপবংশীয় মহর্ষি কেরল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯। (৪) রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম কেরল। গৌর-৪৯। (৫) জনাপীড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। জনাপীড় দেখ।

কৈরাতি—মহর্ষি কৈরাতি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উশিজ ও উতথ্য এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কেল—কেল নামে একজন পার্ব্বতীর পরম ভক্ত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেলীশ্বরী—অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য, শিব কেলিশ্বরী দেবীকে সৃজন করেন। শিব তাঁহারই সাহায্যে অন্ধককে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-১৪৯।

কলেশ্বরী—কেল নামক এক ভক্তের নামানুসারে পার্ব্বতী কেলেশ্বরী নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

কেশ—মহর্ষি কেশ ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৩৪।

কেশব—কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১৬।

কেশবাদিত্য—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

কেশযন্ত্রী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে কেশযন্ত্রী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কেশিনী—(১) কশ্যপের অন্যতমা কন্যা কেশিনী। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী কপিলার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। (২)বিদর্ভ রাজ দুহিতা কেশিনী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৪। (৩) সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্রের পত্নী কেশিনী। তাঁহার গর্ভে রাজর্ষি জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৭। আবার হরিবংশের অন্যত্র আছে, (৪) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী। জহ্নু এই কেশিনীর পুত্র। হরি-হরি-৩২। (৫) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৬) সগর রাজার অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-৮। (৭) ভরতবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির তনয়েরা কাণ্বায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৯-৫০। (৮) কেশিনী নামে নল রাজার পত্নী দময়ন্তীর এক পরিচারিকা ছিল। তাঁহারই সাহায্যে দীর্ঘ বনবাসের পর নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন হয়। মহাভা-বন-৭৪-৭৬। (৯) গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী ইহারা সকলেই পার্ব্বতীর সহচরী। দেবাসুর যুদ্ধে ইহারা পার্ব্বতীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। (১০) নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। (১১) সগরের জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী হইতে অসমঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। রামা-আদি-৩৮। (১২)কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খশার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৬৯। খশা দেখ।

কেশী—(১) জ্যোতির দেবতার নাম কেশী। তিনি অগ্নি, জল, দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। ঋগ-১০-১৩৬-১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, কেশী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) কংসের অনুচর কেশীদানব বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের অনুচর গোপগণের উপর অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। গোপগণের সহিত গো সকল হনন করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতে-ছিল। বহুস্থান নর কঙ্কালে পূর্ণ করিয়া

শ্মশানে পরিণত করিতেছিল। সন্ত্রাসিত জনমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ কেশীকে বধ করিয়া বৃন্দাবন নিরুপদ্রব করেন। হরি-হরি-৮০; অগ্নি-১২; দেবী-১৮। (৪) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে কেশী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) কেশীদানব প্রজাপতির দৈত্যসেনা নাম্নী কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। দৈত্যসেনার অপরা ভগিনী দেবসেনাকেও একবার কেশী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্র হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মহাভা-বন-২২১। (৬) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। কালিকা-৩৪।

কেশীধ্বজ— জনকবংশীয় নরপতি কৃতধ্বজের পুত্র কেশীধ্বজ। তিনি আত্ম বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। কেশীধ্বজের পুত্র ভানুমান। ভাগ-৯স্ক-১৩। কেশীধ্বজ স্বীয় খুল্লতাত পুত্র খাণ্ডিক্য জনককে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। খাণ্ডিক্য পুরোহিত, মন্ত্রীগণ ও অল্পমাত্র পরিজন লইয়া দুর্গম বনে আশ্রয় লয়েন। কেশীধ্বজ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা যোগে মগ্ন কেশীধ্বজের ধর্ম্মধেনু শার্দ্দূল কর্ত্তৃক হত হয়। এই পাপের প্রতিকারার্থ পুরোহিত কশেরুর নিকটে প্রথমে, ক্রমে শুনক ও খাণ্ডিক্যের নিকট গমন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৫, ৬, ৭।

কেশেশ্বর—সূর্য্যের এক নাম কেশেশ্বর। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

কেশীসূদন—কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশীসূদন আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৫ম-১২।

কেশী-হা—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

কেকয়, কৈকেয়—(১) নরপতি উশীনর, শিবির, বৃষদর্ভ, সুধীর, কৈকয় ও মদ্রপ নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহাবীর ছিলেন। হরি-হরি-৩১। (২) যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তিকে কৈকয়রাজ বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি কৈকেয়াখ্য পাঁচ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-

। কৈকয়রাজের দশ কন্যা যদুবংশীয় সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সত্রাজিতের একশত পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) শিবির তনয় পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক তাঁহাদের নামে চারি কল্যাণকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি-

শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। গর্গ-দ্বারকা-৮। কৈকয়রাজ মহিষী শ্রুতকীর্ত্তি হইতে সন্তর্দ্দণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

কৈকরসপ—মহর্ষি কৈকরসপ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-১৯৯।

কৈকশী, কৈকষী, কৈকসী— ইহার নামান্তর নিকষা। রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে তদীয় পত্নী কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভিনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা ৫। ইনি বিশ্রবা মুনির সহিত পরিণীতা হন। বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্তরা-৫; বায়ু-৯; সৌর-৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৭। রাক্ষসপতি মালীর কন্যা কৈকসী।

কৈকেয়ী—(১) অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী ও কেকয় রাজের কন্যা। তাঁহারই গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। কোনও সময়ে কৈকেয়ীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। দশরথ রামকে যুবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলে কৈকেয়ী স্বীয় পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে উক্ত দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া, একবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন রাম ইহা জানিতে পারিয়াই পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনবাসী হইলেন। ভরত মাতুলালয় হইতে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া, জননীকে যথেষ্ট তীরস্কার করেন। দশরথ রামের বনগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করেন। দশরথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে ভরত ও রামের প্রত্যানয়নার্থ বনে গমন করেন। কিন্তু রাম আর আসিলেন না। ভরত রামের পাদুকা আনয়নপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী অবশিষ্ট জীবন তপস্বিনী বেশেই যাপন করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে তিনি পরলোক গমন করেন। রামা। -কল্কি-৩স্ক-৩; বৃহদ্ধ-পূ-১৮, ১৯; অগ্নি-৫, ৬, ১০; সৌর-৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪। (২) পুরুবংশীয় নরপতি কিকুণ্ঠনের পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের বিশালা, কৈকেয়ী, গান্ধারী ও ঋক্ষা নামে চারি পত্নী ছিল। তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (৩) নরপতি সঞ্জয়ের পত্নী কৈকেয়ীর দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মে। এই কন্যা নারদ ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী-৬স্ক-২৬, ২৮।

কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু

ও কৈটভ নামে দুই দানবের উৎপত্তি হয়। তাহারা অতিশয় অত্যাচারী হইলে, নারায়ণ তাহাদিগকে বিনাশ করেন। পৃথিবী, মধু ও কৈটভের মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হয়। রামা-উত্তরা-৭২। কমলযোনী ব্রহ্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া যে পদ্মপত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তন্মধ্যে নারায়ণ নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল পতিত ছিল। তাহার এক বিন্দু জল মধুর ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট ছিল বলিয়া নারায়ণ বলিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধু নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক এবং অন্য বিন্দু হইতে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হউক। এই প্রকারে মধু ও কৈটভ উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাকে বেদ সৃষ্টি করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মা নারায়ণের গোচরে সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং গোপনে সে স্থান হইতে বেদ লইয়া প্রস্থান করেন ও পরে ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। মধু কৈটভ বেদ অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে নারায়ণকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং তাঁহাকেই বেদ অপহর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অবশেষে উভয়েই নারায়ণ হস্তে নিহত হয়। মহাভা-শান্তি-২২৭, ৩৪৮। সত্যযুগে তমোগুণের আধার মধু ও রজোগুণের আধার কৈটভ নামে দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা সেই সময়ে পুষ্কর তীর্থে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—তুমি কে এখানে থাকিয়া আমাদিগকে অবহেলা করিতেছ? এস, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। ব্রহ্মা আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—তোমরা যে বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন বর দিতেছি যে তোমরা আমারই বধ্য হইবে। যে স্থানে কেহ বধ হয় নাই, এমন স্থানে হত হইতে প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বধ করেন। হরি-হরি-৫২। জন্ম সম্বন্ধে হরি বংশের ৫২ অধ্যায়ে অন্যরূপ আছে। মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই পুরুষকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু কৈটভকে বিনাশ করেন। কূর্ম্ম-১০। মহর্ষি রৈভ্য মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনাশ করেন। বরা-১২৬।

কৈটভী—প্রকৃতির কলা স্বরূপা কৈটভী অন্যতমা দেবী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

কৈতব—দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম রাজা। মহাভা-আদি-১৮৬।

কৈতবেয়—নরপতি অংশুমানের তনয় কৈতবেয়। জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে মথুরা আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কৈতবেয় জরাসন্ধ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১।

কৈবল্য—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

কৈরাত—মহর্ষি কৈরাত একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

কৈরাতি—অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি কৈরাতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৈলাসক—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সহস্র তনয়ের অন্যতম কৈলাসক। মহাভা উদ্-১০২।

কৈশবীমূর্ত্তি—কাশীস্থিত শিবের কৈশবী মূর্ত্তির পূজা করিলে বাঞ্ছিত অর্থ লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

কৈশিক—বিদর্ভ দেশের রাজা কৈশিক। জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বভ্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৈশিকের তনয় ভিষ্মক, ভিষ্মকের তনয় রুক্মী। কুণ্ডি নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। হরি-হরি-৪১, ৯১।

কোক—দানবপতি শকুনির তনয় বৃকাসুর, বৃকাসুরের পুত্র কোক ও বিকোক। তাঁহারা কল্কির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিহত হন। কল্কি-৩য়-৬, ৭।

কোকনদ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ সরিৎ সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, কোকনদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ।

কোকনামা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে শ্বেততীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কোকনদ প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। উল্মুখাক্ষী দেখ।

কোকাবরাহ—কাশীতে বরাহেশ্বরের নিকটে কোকাবরাহ নামে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

কোকিল—শিবের অন্যতম অনুচর কোকিল, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি কোটি গণে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩-স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

কোকিলক—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল, সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোকিলক তাঁহাদের অন্যতম. ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

কোকিলভাষিণী—মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যে সকল অপ্সরাকে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কোকিলভাষিণী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবী-৪স্ক-৬।

কোকিলালাপা—(১) কাশীতে কোকিলালাপা নাম্নী এক অপ্সরা ছিল। সে ভক্তিভরে নৃত্য করিতে করিতে স্বশরীরে বীরেশ্বর লিঙ্গে লীন হইয়াছিল। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (২) পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

কোকিলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যেসকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কোকিলিনী—বিন্ধ্যদেশে দাম্ভিক নামক ব্যাধের কোকিলিনী নামে এক কন্যা ছিল। সে ঘোরতরা পাপিনী হইয়াও বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া মৃত্যুর পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল। বৃহন্না-১৮।

কোটবী—দেবী পার্ব্বতী কোটীতীর্থে কোটবী নামে বিখ্যাতা। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

কোটরক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসাভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম কোটরক ছিলেন। মহাভা-উদ-১০২।

কোটরা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কোটরা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে কুমার দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী কোটরা প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। ঊর্দ্ধ্ববেণী দেখ। (৩) কোটরা মাতৃকা বিশেষ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) বাণ নরপতির মাতার নামও কোটরা ছিল। অনিরুদ্ধকে বন্দী করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। একদিন বাণ যুদ্ধে খুব বিপন্ন হইলে, তাঁহার মাতা কোটরা নগ্না হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ কোটরাকে তদবস্থায় দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে বাণ স্ব নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ভাগ-১০স্ক-৬৩।

কোটরাক্ষী— কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা কোটরাক্ষী। স্কন্দ কাশী-পূ-৪৫।

কোটরী—(১) বানররাজ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে, দৈত্য কুলের কোটরী নাম্নী মায়াবিদ্যা নগ্নাবস্থায় আবির্ভূতা হইল। সেই নগ্না কন্যাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াও তাহাকে আর বধ করিলেন না। বিষ্ণু-৫ম-৩৩। (২) কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা কোটরী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

কোটিকাস্য—ত্রিগর্ত্তদেশের অধিপতি সুরতের তনয় কোটিকাস্য, একবার সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথের কুপরামর্শে তাঁহার সঙ্গে দ্রৌপদীকে হরণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁহাদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর কাম্যক বনে যাপন করিতে ছিলেন। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিত কালে দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক রথে আরোহণ করাইয়া হরণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমুদয় অবগত হইয়া, সকলেই জয়দ্রথের পশ্চদ্ধাবিত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল! কোটিকাস্য ভীম হস্তে নিহত হইলেন এবং জয়দ্রথ বন্দী হইলেন। মহাভা-বন-২৬-২৭০।

কোটিতীর্থেশ্বর—ব্রহ্মা কোটিতীর্থে কোটিতীর্থেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

কোটিমেধ—প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রহ্মা কোটি-মেধ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কোটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৫।

কোটিরা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কোটিরা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

কোটিশঙ্কর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয়লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কোটিশঙ্কর প্রভৃতি সিংহলে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

কোটীজিৎ—ভজমানের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। ভজমান দেখ।

কোটীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৬

কোটীশ্বরী— কোটিতীর্থে ঋষিগণ কোটীশ্বরী নাম্নী মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডাদেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৩।

কোট্টরী—বাণ রাজার রাজধানী শোনিতপুরের পুরদেবতা। তিনি বাণ রাজকে, অনিরুদ্ধের সহিত ঊষার বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১১৫।

কোড়োদরায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোড়োদরায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

কোণা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যেসকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। কোণা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কোপচয়—মহর্ষি কোপচয় একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কোপন—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

কোপবেগ—জনৈক ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪১।

কোবিদ—কুলিশ দেখ।

কোবিদারী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যেসকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কোবিদারী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

কোরকৃষ্ণ— বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কোরকৃষ্ণ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

কোল—(১) কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহাদের জনপদও তাঁহাদের নামেই খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) তুর্ব্বসুর বংশীয় গান্ধার হইতে গান্ধার, কেরল, চোল, পাণ্ড্য ও কোল এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নামে এক একটী জনপদ প্রসিদ্ধ আছে। অগ্নি-২৭৭। (৩) মরুত্তবংশীয় নরের পুত্র কোল, কোলের পুত্র বন্ধুমান। বায়ু-৮৬। কোল নামক দৈত্য রাজা কৌশারয়িকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কোলকে সংহার করিয়াছিলেন। গর্গ-মথুরা-২৪।

কোলম্বা—বহূদকতীর্থে কোলম্বা নামে সনাতনী মহাশক্তি আছেন। কোল অর্থাৎ শূকররূপী বিষ্ণু এই শক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে "কোলম্বা" নামে স্তব ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৭।

কোলাহল—(১) কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত ছিল। তাঁহার ঔরসে ও শুক্তিমতী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম হয়। এই গিরিকাকে রাজা উপরিচরবসু বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৩। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর অন্যতম পুত্র সভানর, সভানরের তনয় কোলাহল, কোলাহলের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। মৎ-৪৮। (৩) মহাদেবের সহিত জালন্ধর দৈত্যের যুদ্ধ সময়ে একবার জালন্ধরের অনুচর

কোলাহল, শিবের অনুচর মাল্যবানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১২। (৪) মহাদেবের এক অনুচরের নামও কোলাহল ছিল। পদ্ম-উত্ত-১৭।

কোলাহলনৃসিংহ—কাশীস্থিত কোলাহল নৃসিংহ নামক শিবলিঙ্গের নাম সঙ্কীর্ত্তন মাত্রে সমুদয় পাতক কোলাহল করে বলিয়া, সেই শিবলিঙ্গের নাম কোলাহল নৃসিংহ হইয়াছে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

কোশকার—মহর্ষি মুদ্গলের তনয় কোশকার মহর্ষি বাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রকে নিশাচর ঘটোদরের স্ত্রী শূর্পাক্ষী, পুত্র বদল করিয়া হরণ করে। পরে আবার ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু স্বীয় পুত্রকে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ধর্ম্মিষ্ঠা উভয়কেই পালন করেন এবং নিশাচরী জাতহারিণী শূর্পাক্ষীর পুত্রের নাম দিবাকর ও স্বীয় পুত্রের নাম নিশাকর রাখেন। বহু পূর্ব্বজন্মে নিশাকর বৃষাকপি নামক ব্রাহ্মণের পত্নী, মালার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা-প্রকার পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বহুনরক ভোগের পর ধর্ম্মিষ্ঠার পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বাম-৯১।

কোশল—কোশলদেশের অধিপতি। ইঁহারই কন্যা কৌশল্যা, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের প্রথমা মহিষী ছিলেন। রামা-আদি-১৩।

কোহল—রাজর্ষি ভগীরথ, কোহল ঋষিকে একলক্ষ সবৎসা গাভী দান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনু-শা-১৬৫। কোহল জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। মহর্ষি লাঙ্গলীর অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

কৌকভিণ্ডি—কুতুণ্ড, কৌকভিণ্ডি, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি ও সম্মিতি এই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কৌকুরুণ্ডী—উত্তম মন্বন্তরে কৌকুরুণ্ডী, দাল্ভ্য, শঙ্খ, শিব, প্রবহন, সিত ও সম্মিত এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯।

কৌকুলিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা কৌকুলিকা ছিলেন। মহভা-শল্য-৪৭।

কৌচকি—মহর্ষি কৌচকি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৌচহস্তিক—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌচহস্তিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান, চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি, এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌচাক্ষী—মহর্ষি কৌচাক্ষী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি।

তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর মৎ-১৯৫।

কৌঞ্চুক—দৈত্যপতি কৌঞ্চুক দানবরাজ কূর্ম্মপৃষ্ঠের সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-২০

কৌটিলি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌটিলি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌটিল্য—চাণক্য পণ্ডিতের অন্যনাম। তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; বায়ু-৯৯; ভাগ-১২স্ক-১। চাণক্য দেখ।

কৌনকুৎস— ঋষি বিশেষ। মহাভা-আদি-৮।

কৌনপ—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র কৌনপ। তিনি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

কৌণপাষণ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌণপাষণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।

কৌণ্ডিণ্য—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের কতিপয় পুত্র কৌণ্ডিণ্য নামে খ্যাত ছিলেন। লি-৬৩। (২) মহর্ষি কৌণ্ডিণ্য একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। হস্তীমতি নদীর তীরে মহর্ষি কৌণ্ডিণ্যের আশ্রম ছিল। একদা নদীর জলপ্লাবনে তাঁহার আশ্রম ভাসিয়া যায়, সেই জন্য তিনি নদীকে শাপ দেন যে তুমি জলহীন হইবে। তদবধি সেই নদী জলহীন হইয়াছে। পদ্ম-উত্ত-১৪৫।

কৌণ্ডিল্য—একজন মহর্ষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

কৌতুক—একজন বিদ্যাধরাধিপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

কৌতুজাতি— পরাশরবংশীয় মহর্ষি কৌতুজাতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। তিনি নীল পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। মৎ-২০১।

কৌৎস—(১) কৌৎস ঋষি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৪। রাজর্ষি ভগীরথ হংসী নাম্নী স্বীয় কন্যা কৌৎস ঋষিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (২) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি কৌৎস একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এ তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (৩) ভৃগুবংশীয় কৌৎস নামে একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্,

ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৪) বিশ্বামিত্রের শিষ্য কৌৎস একবার অযোধ্যাপতি রামের নিকট গুরুদক্ষিণার জন্য অর্থ প্রার্থনা করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৪। মহর্ষি কৌৎস পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৬।

কৌথুম—পুরাকালে মিথিলা নগরে কৌথুম নামে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বালক পুত্রও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-৫।

কৌথুমেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

কৌন্তেয়—কুন্তির তনয় যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন। মহাভা-শান্তি-২৪।

কৌবেরক—(১) কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌবেরক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (২) কুবেরের অন্যতম অনুচর। বায়ু-৪৭।

কৌবেরী—কুবেরের স্ত্রীর নাম কৌবেরী। দেবী-৫ম-২৮।

কৌমারী—(১) যোগেশ্বরী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, যমদণ্ডধারিণী. ঐন্দ্রী ও বারাহী এই অষ্ট মাতৃকা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বরা-২৭। (২) শুম্ভ নিশুম্ভ সমরে চণ্ডি হইতে ময়ুর বাহনে বিরাজিতা কৌমারী আবির্ভূতা হইলেন। বাম-৫৬। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, কৌমারী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৫) কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম কৌমারী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের যুদ্ধে তিনি ময়ূর আসনে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। দেবী-৫ম-২৮। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা কৌমারী। জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধে যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, শিবের আদেশে কৌমারী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, প্রভৃতি যোগিনীরা তাঁহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

কৌমুদী—সিংহলের অধিপতি বৃহদ্রথের মহিষীর নাম কৌমুদী ছিল। তাঁহাদের কন্যার নাম পদ্মাবতী। কালিকা-১ম-২১। বিষ্ণুযশা দেখ। কল্কি-১ম-২।

কৌরব—চন্দ্রবংশে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা কৌরব নামে খ্যাত। মহাভা-শান্তি-৩৫০। কুরু দেখ।

কৌরবেশ্বরী—নরপতি কুরু কৌরবেশ্বরী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে তিনি ভক্তকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫০।

কৌরব্যা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, কৌরব্য তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা আদি-৩৫। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি কৌরব্য একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম কৌরব্য। মহাভা-উদ্-১০২।

কৌরিষ্ট—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি কৌরিষ্ট একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৯।

কৌরুক্ষেত্রি—মহর্ষি কৌরুক্ষেত্রি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

কৌরুপতি—মহর্ষি কৌরুপতি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬

কৌরুষ্য—বরাহকল্পের অষ্টবিংশ দ্বাপরে সুমেরু গুহায় নকুলীশ একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ ও উর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি-২৪। কুশিক দেখ।

কৌর্ম্মী—কাশীতে মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে পাশপানি কৌর্ম্মী মহাশক্তি আছেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭০।

কৌলায়ন—বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি কৌলায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

কৌশল্য—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, কৌশল্য তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; কৌশিল্য দেখ। (২) মহর্ষি কৌশল্য একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য, উশিজ, এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (৩) মহর্ষি অশ্বলের পুত্র আশ্বলায়ন কৌশল্য মহর্ষি পিপ্পলাদের শিষ্য এবং ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রশ্ন উপনি। (৪) কৌশল্য নামে অগস্ত্য বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০২।

কৌশল্যা—(১) কোশলরাজ দুহিতা। তিনি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী ছিলেন। ইঁহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে তিনি দেহত্যাগ

করেন। রামা; অগ্নি-৫; শিব-জ্ঞান ৬২; পদ্ম-উত্ত ২৪২; বৃহদ্ধ-পূ-১৮ (২) রাজা পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৩)শান্তনু নন্দন বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রী অম্বালিকার অন্যনাম কৌশল্যা ছিল। মহাভা-আদি-১১৪। (৪) জ্যামঘ বংশীয় সত্বানের স্ত্রী কৌশল্যা হইতে ভজমান, দেবাবৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণি নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭; বায়ু-৯৬। (৫) যদুবংশীয় নরপতি সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে ভজমান, অন্ধক, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪; পদ্ম-সৃ-১৩। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নামও কৌশল্যা ছিল। মৎ ৪৭; অগ্নি-২৭৬।

কৌশাপী—ভৃগুবংশীয় কৌশাপী একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌশাবরি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত একজন রাজা। কংসের সখা কোল দৈত্য তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কোলকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গর্গ-মথুরা-২৪।

কৌশিক—(১)পূর্ব্বদিগবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিবেন। রামা-উত্তরা-১। (২) বসুদেবের অন্যতম পুত্র কৌশিক। বসুদেবের অনুজ বৎসবান্ অনপত্য ছিলেন বলিয়া, বসুদেব স্বীয় তনয় কৌশিককে তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। (৩) ইন্দ্র অদিতির গর্ভ হইতে জাত মাত্র কুশ দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিলেন। তদবধি সেই দেবেশ কৌশিক নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-২১৯। (৪) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (৫) লোমপাদের তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় বাহ্বৃতি। আবার বাহ্বৃতির তনয়ের নামও কৌশিক। হরি-হরি-৩৬। (৬) কুণ্ডী নগরের অধীশ্বর ভীষ্মক কৌশিকের তনয়। ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এবং কন্যা রুক্মিনী। হরি-হরি-১১৬। (৭) শ্রবিষ্ঠার পুত্র মহর্ষি কৌশিক ও পৈপ্পলাদি। শ্বেতকর্ণ মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলে, তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী মালিনীও তাঁহার অনুসরণ করেন। পথিমধ্যে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা শ্বেতকর্ণ সদ্যজাত শিশুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি কৌশিক শিশুকে আনয়নপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, এবং অজপার্শ্ব নাম প্রদান করেন। হরি-হরি-১৮৫। (৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক।

ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত, বৃতের তনয় রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (৯) চন্দ্রবংশীয় সধৃতির তনয় কৌশিক। কৌশিকের তনয় বিত্তান্বয়। লি-৬৮। (১০) কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিষ্ণু বিষয়ক গান করিয়া কালযাপন করিতেন। কলিঙ্গের রাজা স্বীয় প্রশংসাসূচক গান করিতে তাঁহাকে বলেন। কৌশিক ভয় পাইলেন যে, রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহা দ্বারা গান করাইবেন। সেজন্য তিনি জিহ্বাচ্ছেদনপূর্ব্বক কানে কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া বধির হইলেন। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দেন। তিনি মৃত্যুর পরে এই পুণ্যের ফলে বিষ্ণুর কৃপায় সশিষ্য সাধ্য নামক দেবগণ হইলেন। লি-উত্ত-১। (১১) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদ। তন্মধ্যে কৌশিকের তনয় চেদী, এই চেদী হইতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) বসুদেবের পত্নী বৈশালী হইতে কৌশিক নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (১৩) যোগী জৈগীষব্যের শিষ্য মহর্ষি কৌশিক ব্রহ্মবাদী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১, ৪৭। দক্ষযজ্ঞে মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী ধৃতির সহিত সদস্য পদে বৃ হইয়াছিলেন। বাম-২। (১৪) কুশিকের তনয় কৌশিক গাধি। কৌশিকের স্ত্রী হৈমবতী। মহাভা-সভা-৪ কৌশিক নামে এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ একদা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় এক বক তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। তিনি উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বক ভস্ম হইয়া গেল। ইহাতে কৌশিক অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। গৃহিনী তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহে শ্রান্ত স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক বিলম্বে ভিক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণ সমীপে আগমন করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে গৃহিণী বলিলেন, আমি বক নহি যে তুমি আমাকে দৃষ্টি মাত্র ভস্ম করিবে। কৌশিক ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন গৃহিণী তাঁহাকে মিথিলাবাসী ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট উপদেশ লাভার্থ গমন করিতে বলিলেন। তিনি তদনুসারে ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমনপূর্ব্বক নানা উপদেশ লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হন। মহাভা-বন ২০৪, ২১৪। (১৪) মহর্ষি কৌশিক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। ক্রথ দেখ।

(১৫) পুরাকালে কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় কুক্কুট মাংস আহার করিতেন। সেইজন্য কুক্কুটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে তিনি দিবাভাগে পুরুষ ও রাত্রিকালে কুক্কুট হইতেন। তাঁহারস্ত্রী বিশালার অনুরোধে মহাকাল বনে কুক্কুটেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া, এই শাপ হইতে তিনি মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-২১। (১৬) মহর্ষি কৌশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য কৌশিক ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ।

কৌশিকী—(১) উমাদেহ সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আজ্ঞায় যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। লি-৬৯। (২) গাধি নৃপতির কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতী পরে কৌশিকী নাম্নী নদী হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৭; বায়ু-৯১। কোশ হইতে উমার উৎপত্তি হয় বলিয়া তিনি কৌশিকী নামেও খ্যাত হন এবং বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪; বাম-২১; শিব-বায়ু-পূ ২১; ব্রহ্মাণ্ড-৯। (৩) পূর্ব্বে সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম কৌশিকী ও পুত্রের নাম অগ্নিশর্ম্মা ছিল। এই অগ্নিশর্ম্মাই পরে বাল্মীকি নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-অব-২৫। বাল্মীকি দেখ। (৪) কৌশিকী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৫) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নামও কৌশিকী ছিল। তাঁহা হইতে উপমন্যু, শঙ্কু, বজ্রাংশু ও ক্ষিপ্র নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৬০। নরপতি কাঞ্চনপ্রভের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পত্নী কৌশিকী হইতে জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯১। ভদ্রকালীর এক নাম কৌশিকী। বায়ু-৯

কৌশিকেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে কৌশিক, বিশ্বামিত্র, ও বশিষ্ঠ তনয়গণের হত্যা সাধন করিয়া এক শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। এই শিবলিঙ্গই কৌশিকেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৪।

কৌশিক্য—মহর্ষি পৌষ্পঞ্জির হিরণ্যনাভ ও কৌশিক্য নামে দুই শিষ্য ছিলেন। পৌষ্পঞ্জি তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদের পঞ্চশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। কৌশিক্য নিজেও পঞ্চশত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

কৌশিতক—মহর্ষি কৌশিতক গণতীর্থে শ্রীগণেশের অর্চনা করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৩৮।

কৌশিল্য—(১) মহর্ষি কৌশিল্য একজন যোগপরায়ন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) মহর্ষি সুশর্ম্মার অন্যতম শিষ্য। প্রাচ্য সামগগণ বীর্য্যবান্ মহর্ষি

কৌশিল্যের শিষ্য ছিলেন। কৌশিল্য চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা রচনা করিয়া বাড়, সহবীর্য্য, বাহন, পঞ্চম, তালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, আপতত্তভ, পৃষ্টঘ্ন, পরিকৃষ্ট, উলুখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরি সত্য, কাপীয়, কাণিক ও পরাশর নামক তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সামগ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। সুশর্ম্মা দেখ। (৩) শিবাবতার জটামালীর অন্যতম পুত্র কৌশিল্য। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। জটামালী দেখ।

কৌশেয়—পশ্চিম দিগ্‌বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১।

কৌষিক সাবর্ণ মন্বন্তরে কৌষিক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

কৌষিকী—পার্ব্বতীর শরীর কোষ হইতে অম্বিকাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনি কৌষিকী নামে অভিহিতা হন। মার্ক-৮৫।

কৌষীতক—মহর্ষি কৌষীতকের পুত্র প্রসিদ্ধ মর্ষি। বায়ু-উত্ত-১৪৩। মর্ষি দেখ। কৌষীতক সোমনাথ তীর্থে বহুকাল তপস্যা করিয়া সোমেশলিঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ শিব স্থাপন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৬১

কৌষীতকি—মহর্ষি কুষীতকের পুত্র কৌষীতকি আদিত্যকে (সূর্য্যকে) উপাসনা করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-১ম-৫।

কৌষ্টিকি—মহর্ষি কৌষ্টিকি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

কৌসি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি কৌসি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটি আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

কৌস্তভেশ্বর কাশীস্থিত কৌস্তভেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য কখনও রত্নরাশী শূন্য হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ক্রতু—(১) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী ও কশ্যপ ইহারা প্রজাপতি ছিলেন। রামা-অরণ্য-১৪। (২) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র ক্রতু, কর্দ্দম পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৩) ধ্রুবের বংশে উল্মুক হইতে অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৪) ক্রতু, বৈশ্বানর

দানবের চারি কন্যার অন্যতমা হয়শিরাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী জাম্ববতী হইতে সাম্ব, ক্রতু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৬) দক্ষের পত্নী প্রসূতির গর্ভজাতা কন্যা সন্নতি ক্রতুর পত্নী ছিলেন। সন্নতি হইতে ষষ্টি সহস্র বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৭) ক্রতু বরাহকল্পে বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক একজন ব্যাস ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে ক্রতু অপুত্রক ছিলেন। লি-৫,৭,৬৩। (৮) মনুবংশীয় নরপতি উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সমুনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭। (৯) ব্রহ্মার বাম নেত্র হইতে ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম ৭। (১০) ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজ্য, বসুদ, প্রভব, অব্যয় ও দক্ষ এই দ্বাদশ দেবতা ভৃগুর স্ত্রী দিব্যার গর্ভজাত। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (১১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। হরি-উপক্র ; মৎ-৩ ; বায়ু-৯, ২৫ ; লি-৫, বিষ্ণু-১ম, ৭। (১২) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র উরু, উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি হরি-২ ; মৎ-৪। [১৩] কাব্যের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। কাব্য ও অন্য দেখ। (১৪) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাঁচটি গণ ছিল, ক্রতু তন্মধ্যে প্রতর্দ্দনগণের দেবতাদের অন্যতম ছিলেন। উত্তম দেখ। (১৫) বিশ্বদেবগণের অন্যতম ক্রতু। মৎ-২০৩।

ক্রতুঞ্জয়—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে ক্রতুঞ্জয় ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন এবং মহাদেব তখন শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। পরশ্রবা, ঋচীক, শ্বাবশ্ব ও যতীশ্বর নামে শিখণ্ডীর বেদপারগ চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

ক্রতুমান্—মহাদেবের অবতার শিখণ্ডীর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড ২৩। ঋচীক দেখ। বরাহকল্পের দ্বিতীয় দ্বাপরে মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার দুন্দুভী, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতুমান নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

ক্রতুশুল্কা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, ক্রতুশুল্কা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। ক্রতুস্থলা কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে অলম্বুষা, ক্রতুস্থলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-২১৮।

ক্রতুস্থলী—(১) অপ্সরা ক্রতুস্থলী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিনায়কের রূপ ধারন পূর্ব্বক মহাদেবের সহিত ক্রিড়া করিয়া

ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৭। (২) অপ্সরার ক্রতুস্থলীর প্রণয়ী বসুরুচি ছিলেন। একদা যক্ষ বসুরুচির রূপ ধারণ করিয়া ক্রতুস্থলীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাতে নাভি নামে এক পুত্র জন্মে বায়ু-৬৯।

ক্রত্বীশ্বর—বরুণা নদীতীর ক্রত্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, প্রাজাপত্যলোকে বাস প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮

ক্রথ—(১) ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নরপতি ক্রথকে পরাস্ত করেন। মহাভা-সভা-২৯। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী শৈব্যার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ক্রথ। ক্রথ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রথের বংশে অংশুমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিপতি হিরণ্যরোমা নামেও খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬, ৯০, ১১৬। (৪) যযাতিবংশীয় বিদর্ভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী ভোজ্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ক্রথের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পুত্র ক্রথ ও কৌশিক। ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃত, বৃতের তনয় রণধৃষ্ট। লি-৬৮। (৭) যদুবংশীয় বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক রোমপাদ। তন্মধ্যে কৌশিকের পুত্র চেদী। এই চেদী হইতে চৈদ্যভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ক্রথক—একজন যদুবংশীয় নরপতি। সৌর-৩১।

ক্রথন—(১) হিরণ্যকশিপুর অনুগামী অন্যতম দৈত্যপতি। মৎ-১৬১। (২) বানর দলপতি ক্রথন, লঙ্কা সমরে রামের সহিত গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-২৬; অগ্নি-১০। (৩) নাগরাজ ক্রথন পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৪) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত জনৈক রাজপুত্র। কল্কি-১ম ৫। (৫) মহাদেবের এক নাম ক্রথন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৬) ক্রথননামে এক দানবপতি পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

ক্রপথ— জনৈক দানবপতি। পদ্ম-১৮।

ক্রব্যাৎ—যে অগ্নি জনগণের গৃহে থাকিয়া কামনিচয় সমাপন করেন তাঁহার নাম সহরক্ষ, এই সহরক্ষ অগ্নির পুত্র ক্রব্যাৎ।

ক্রব্যাৎ অগ্নি মৃত জনগণকে ভক্ষণ করেন। মৎ-৫১।

ক্রব্যাদ—বানাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

ক্রম—(১) বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনু-১৪৯। (২) ক্রম নামে মহাসুর ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্ব্বতের নামে বিখ্যাত হয়েন। তাঁহার কলেবর সুমেরু পর্ব্বত সদৃশ ছিল। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) নরপতি বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ক্রম ছিলেন। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ।

ক্রমক—বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি ক্রমক একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের খিলখিলি, অবিগু ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

ক্রমজিৎ—যদুবংশীয় ক্রমজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

ক্রমি—জ্যামঘবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা স্ত্রী বাহ্বকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭।

ক্রমিন—জ্যামঘবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৭। ক্রমি দেখ।

ক্রমুকা—সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী, স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রমুকা, বরবাসিনী প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

ক্রমেলকশিরোধর—দুর্গরাক্ষসের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১।

ক্রয়—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে গোতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ক্রাতপুত্র—মহাবীর ক্রাতপুত্র কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন। মহাভা-দ্রো-৪৬।

ক্রাথ—(১) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম তনয় ক্রাথ প্রভৃতি। মহাভা-আদি-৯৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) অন্যতম বানর দলপতি ক্রাথ, অগণ্য বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের পক্ষে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮১। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম ক্রাথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; কর্ণ-৫২। (৫) নরপতি ক্রাথ দুর্য্যোধনের পক্ষীয় একজন

সামন্তরাজ। তিনি কুলিন্দ কর্তৃক সমরে নিহত হন। মহাভা কর্ণ-৮৬।

ক্রাথেশ্বর—ব্রহ্মা শিবপূজার জন্য চারি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে মহর্ষি আপস্তম্ভ কালদমন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ছিলেন মহর্ষি ক্রাথেশ্বর। বাম-৬।

ক্রাপথ— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

ক্রামক—বিরূপ নামক রাক্ষসের পত্নী বিকচা হইতে হারক, ক্রামক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বিরূপ দেখ।

ক্রিবি—ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ঋগ ২।২২।২।

ক্রিয়া— (১) ধর্ম্ম দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি নাম্নী দশটিকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে ক্রিয়ার জন্ম হয়। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-২২। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রিয়া হইতে যোগ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) বিধাতা স্বীয় ভার্য্যা ক্রিয়া হইতে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নির উৎপাদন করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও সময় জন্মলাভ করেন। লি-৫। (৫) ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড ও নয়। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৬) উদ্যোগের পত্নী ক্রিয়া। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৭) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ১০। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩।

ক্রীড়— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

ক্রুদ্ধোদন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধোদন, ক্রুদ্ধোদনের পুত্র রাতুল, রাতুলের পুত্র প্রসেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

ক্রূর—(১) দৈত্যপতি মহিষাসুর, প্রঘস, বিঘস, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, বিদ্যুন্মালী, ক্রূর, পর্জ্জন্য ও সুমালী নামক বহুশ্রুত, বিক্রান্ত ও নীতি শাস্ত্রজ্ঞ আটজন মন্ত্রীর পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্র-সম্ভূত বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বরা-৯২, ৯৫। (২) মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। (৩) দৈত্যেন্দ্র ক্রূরের পাতাল প্রদেশে রাজধানী ছিল। বায়ু-৫০। (৪) বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে দানবপতি ক্রূর পবনদেব কর্তৃক পরাজিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

ক্রূরকর্ম্মা—একজন দৈত্যপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

ক্রূরদৃষ্টি—কপালাভরণ দৈত্যের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১১।

ক্রূরবুদ্ধি—ক্রূরাক্ষ ও ক্রূরবুদ্ধি নামক

রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদাসের যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন। ক্রূরাক্ষ সৌদাস হস্তে নিহত হন। ক্রূরবুদ্ধি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। স্কন্দ-নাগ-৫৩।

ক্রূরমর্দ্দন—সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। কল্কি-১ম-৫।

ক্রূরা—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা ষোড়শ গোপিনী ছিলেন। তাঁহাদের অন্যতমা ক্রূরা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা ১১৮।

ক্রূরাক্ষ -দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। ক্রূরাক্ষ ও ক্রূরবুদ্ধি নামক রাক্ষসদ্বয় রাজা সৌদাসের যজ্ঞ নষ্ট করিতে সচেষ্ট ছিল। ক্রূরাক্ষ সৌদাস হস্তে নিহত হন। ক্রূরবুদ্ধি পলায়ন করিয়া সে যাত্রা উদ্ধার পায়। স্কন্দ-নাগ-৫৩।

ক্রৌঞ্চ— ইন্দ্র প্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপর্ণি অধীত বেদকে বিভাগ করিয়া তিনখানি সংহিতা রচনা করেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও রচনা করেন। শাকপর্ণির শিষ্য ক্রৌঞ্চ, বেতালিক ও বানক তাঁহার রচিত সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪।

ক্রৌঞ্চী—দক্ষের কন্যা তাম্রার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ক্রৌঞ্চি প্রভৃতি লোক বিখ্যাতা পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চি উলূকদিগকে প্রসব করেন। রামা আরণ্য-১৪।

ক্রোধ—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও শত্রু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৬৫। (২) ক্রোধের কন্যা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সুরমা এই নয় জন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) লোভের পত্নী নিকৃতি হইতে হিংসা নাম্নী কন্যা ও ক্রোধ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রোধ স্বীয় ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কলি (কলহ) নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭। (৪) ভয়ের পত্নী মায়া হইতে মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মে। মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। বিষ্ণু-১ম ৭; মার্ক-৫০। (৫) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি ক্রোধ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫। অসিত দেখ। (৬) অসুর বিশেষ। হরি-হরি ৪১; বায়ু-১০।

ক্রোধন—(১) বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন হিংস্র, পিশুন, কবি, খস্বম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত জন ব্রাহ্মণ নামে ও কর্ম্মদ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্যমুনির শিষ্য ছিলেন। পিতা শাপ প্রদানপূর্ব্বক উদাসীন হইলে তাঁহারা গার্গ্যের গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা গুরুর

পয়স্বিনী গাভী ভক্ষণ করিয়াছিলেন হরি-হরি-২০, .২২ ; মৎ-২০ । কবি দেখ। (২) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭১ । (৩) দৈত্যপতি কুশের অন্যতম সেনাপতি স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০। (৪)মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা আশ্বমে ৮।

ক্রোধনা—(১)দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ক্রোধনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭ । (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২ ।

ক্রোধনায়ন— পরাশর বংশীয় মহর্ষি ক্রোধনায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। তিনি শ্যাম পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। মৎ ২০১।

ক্রোধনী:— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ক্রোধনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯

ক্রোধবৰ্দ্ধন—মহাশূর ক্রোধবৰ্দ্ধন ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ডাধার নামে বিখ্যাত নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭ ; হরি-হরি-৪১ ।

ক্রোধবশ—(১) রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। বানর সৈন্য তাঁহাকে সংহার করে। মহাভা-বন-২৮৩ ।

ক্রোধবশা—(১)কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক প্রভৃতি সর্পজাতি জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) ক্রোধবশা হইতে মায়াবী রাক্ষসগণ ও রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৩) ক্রোধবশা হইতে সমুদয় দংষ্ট্রী স্থলজ জন্তু ও পক্ষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩, ২১৮। কশ্যপ দেখ। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধবশা, মহাবল পিশাচদিগকে প্রসব করেন। বিষ্ণু ১ম ২১।

ক্রোধবিমোক্ষণ— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

ক্রোধশক্র—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধশক্র ও ক্রোধহন্তা নামে মহাবীর্য্যবান ও কালেয় নামে খ্যাত চারি পুত্র জন্মে। কালিকা-৩৪। ক্রোধহন্তা দেখ।

ক্রোধহন্তা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও শক্র জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৬৫। (২) হিরণ্য কশিপুর অন্যতম পুত্র কালনেমী। কালনেমীর অন্যতম পুত্র ক্রোধহন্তা। হরি-হরি-৫৭। কালনেমী দেখ। কালিকা-৩৪। ক্রোধশক্র দেখ। (৩) রাজর্ষি মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া দণ্ড নামে বিখ্যাত নরপতি হন। মহাভা-আদি-৬৭।

ক্রোধা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধা হইতে সর্ব্বভূত, পিশাচ, যক্ষ ও গুহ্যকগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-১৯৬ ; শিব-ধর্ম্ম-৫৪ ; মৎ ১৭১। অনায়ু ও দক্ষ দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে কুল্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১০৪ , শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৩) কশ্যপ পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিশা, দ্রংষ্ট্রা, নিশা, তিষ্ঠা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা এই দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯ ; কালিকা-৩৪ ; মহাভা-আদি-৬৫ ; স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৮।

ক্রোধিন—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি ক্রোধিন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র প্রমদি এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

ক্রোধী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ক্রোধী অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১।

ক্রোশনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ক্রোশনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ক্রোষ্টা—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু, যদুর তনয় ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টার তনয় বৃজিনীবান্। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (২) যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর অন্যতম পুত্র। অম্বিক দেখ। (৩) ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী হইতে অনমিত্র এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ ও দেবমীঢুস জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (৪) আবার অন্যত্র হরিবংশে আছে মহাবীর বৃজিনীবান্ ক্রোষ্টার পুত্র। স্বাহি বৃজিনীবানের পুত্র। এই স্বাহি যাজ্ঞিক ও সকলের বরিষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (৫) মহর্ষি ক্রোষ্টা একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। ও অনমিত্র দেখ

ক্রোষ্টাক্ষি— অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি ক্রোষ্টাক্ষি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্রোষ্টু—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু নামে চারি পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনবান্। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) যদু হইতে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ক্রোষ্টুর পুত্র বৃজিনীবান্, বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। অম্বিক দেখ। (৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। কার্ত্তবীর্য্য দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১১ ; অগ্নি-২৭৫।

ক্রৌঞ্চ—(১) মহাগিরি মৈনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ। এই পর্ব্বত প্রবর শুভ্র ও নানা রত্ন সমন্বিত। হরি-হরি-১৮। (২) পিতৃগণের মানস কন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পুত্র এবং উমা ও গঙ্গা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৪) ক্রৌঞ্চ নামক এক মহর্ষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩। (৫) পিতৃগণের অন্যতমা কন্যা মেনা হইতে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮৩।

ক্রৌঞ্চবলী— তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। শ্রীমহা-২২।

ক্রৌঞ্চা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃজন করেন, ক্রৌঞ্চা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ক্রৌঞ্চি, ক্রৌঞ্চী—(১) কাশীস্থিত চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (২) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। রামা-আরণ্য-১৪। তাম্রা দেখ। (৩) গরুড়ের অন্যতমা স্ত্রী ক্রৌঞ্চী হইতে বাধ্রীনসগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। গরুড় দেখ।

ক্রৌষ্টুকী—মহর্ষি ক্রৌষ্টুকী একজন পরম জ্ঞানী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক জটিল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মার্ক-৪৬, ১৩৭।

ক্লিন্নী—নরকপালধারিনী উৎপল হস্তা রক্তমূর্ত্তি শক্তি বিশেষ। তন্ত্রসার-১৮৫পৃ

ক্লিন্না—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তি ক্লিন্না দুর্গ অসুরের অনেক সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ক্ষতজিৎ—দিব্য পুরুষ বিশেষ। লি-৫৫।

ক্ষত্র—(১) যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ, ক্ষত্র ও বৃষ্ণ। মৎ-৪৫। (২) মহর্ষি ক্ষত্র একজন বৈদিক যুগের ঋষি। ঋগ-৫।৪৪।১০।

ক্ষত্রজিৎ—দৈত্যপতি কালনেমীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৭।

ক্ষত্রঞ্জয়— ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয়। মহাভা-দ্রোণ-১০।

ক্ষত্রদেব—(১) পাণ্ডব পক্ষীয় একজন রাজা। মহাভা-উদ-৫৬। (২) তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয় ছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-১০। (৩) ক্ষত্রদেব নামে শিখণ্ডীরও এক তনয় ছিল। মহাভা-দ্রোণ-২৩

ক্ষত্রধর্ম্ম—নরপতি মরুত্তের পুত্র অনপায়, অনপায়ের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্মের পুত্র প্রতিপক্ষ। বায়ু-৯৩। অনপায় দেখ।

ক্ষত্রধর্ম্মা— (১) সোমবংশীয় নরপতি

জগতসেনের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির তনয় ধর্ম্মাত্মা, মহাযশা ও ক্ষত্রধর্ম্মা। হরি-হরি-২৯। (২) চন্দ্রবংশীয় সংহতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৩) ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্যতম তনয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১০, ১২৫।

ক্ষত্রবৃদ্ধ—(১) সোমবংশীয় নরপতি আয়ুর পত্নী স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, (অন্যনাম-বৃদ্ধশর্ম্মা) রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুনহোত্র। হরি-হরি-২৮, ২৯। (২) ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র। ভাগ-৯স্ক-১৭। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। অনেনা দেখ।

ক্ষত্রবৃদ্ধি—রৌচ্য মনুর অপত্য চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃতি, সুনেত্র, সুতপা, ক্ষত্রবৃদ্ধি, নির্ভয় ও দৃঢ় এই দশ জন। হরি-হরি-৭।

ক্ষত্রশ্রী—প্রতর্দ্দনের পুত্র রাজা ক্ষত্রশ্রী, মহর্ষি ভরদ্বাজের যজমান ছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৮।

ক্ষত্রোপেক্ষ—যযাতি বংশীয় শফল্কের স্ত্রী গান্ধিনী হইতে ক্ষত্রোপেক্ষ প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। গান্দিনী দেখ।

ক্ষত্রৌজা—(১) মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রৌজা, ক্ষত্রৌজার পুত্র বিম্বসার, বিম্বসারের পুত্র অজাত শত্রু। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অজাতশত্রু দেখ। (২) মগধের শিশুনাগ বংশীয় অজাতশত্রুর তনয় ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে বিবিসার মগধে অষ্টবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

ক্ষপাবিশ্বকর—মহর্ষি ক্ষপাবিশ্বকর একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্ষম—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে ক্ষম, সুধামা দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষমা—(১) লক্ষী দেবীর প্রিয় সহচরী ক্ষমা। মহাভা-শান্তি-২২৮। (২) দক্ষ প্রজাপতির কীর্ত্তি, লক্ষী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্ষমা, মতি, লজ্জা, ও বসুনাম্নী দশ কন্যাকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। হরি-হরি-২১৮; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) ক্ষমা হইতে পুলহের ঔরসে কর্দ্দম বরীয়ান, ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র ও পীবরী নামে এক কন্যা জন্মে। লি-৫। (৪) যমের পত্নী ক্ষমা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৫) একবার শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা নাম্নী এক গোপিকার সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় রাধিকা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জাগরিত করেন। কৃষ্ণ সেই লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হন এবং ক্ষমা দেহত্যাগ করিয়া ক্ষমাগুণে পরিণত হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১১। (৬) পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা

মহাশক্তি ক্ষমা দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। দক্ষের শত কন্যার মধ্যে ক্ষমা প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (৭) দক্ষের কন্যা ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। (৮) পুলহের পত্নী ক্ষমা সহিষ্ণুকে প্রসব করেন। অগ্নি-২০। (৯) ক্ষমা হইতে পুলহ, কর্দ্দম, আসুরীয় ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র লাভ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫।

ক্ষমাবান্—অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষ হইতে দেবল জন্মগ্রহণ করেন। দেবলের তনয় ক্ষমাবান্ ও মনীষী। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ক্ষয়—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

ক্ষয়া—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

ক্ষর—বিষ্ণুর এক নাম। মহাভা-অনুশা-২২৮।

ক্ষান্তি—(১) লক্ষ্মীদেবীর অন্যতমা প্রিয় সহচরী ক্ষান্তি। মহাভা-শান্তি-২২৮। (২) সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী, স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অন্যতমা অনুচরী ক্ষান্তিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ক্ষাম—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। দ্বাদশজন দেবতা দ্বারা এক একটী গণ হয়। ক্ষাম সুধামা দেবগণের একজন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষিতি—(১)অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা প্রত্যধিদেবতা। মৎ-৯৩। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরের লেখ নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ।

ক্ষিতিকম্পন—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, ক্ষিতিকম্পন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ক্ষিতিকেশ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষিতিকেশ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ক্ষিপ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী কৌশিকী হইতে উপপন্ন, বজ্রাংশু, শঙ্কু ও ক্ষিপ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

ক্ষিপ্রপ্রসাদন—কাশীতে ক্ষিপ্রপ্রসাদন নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

ক্ষীর—মহর্ষি ক্ষীর একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা উশিজ ও উতথ্য এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ক্ষীরপানি—ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬।

ক্ষুত—কশ্যপের তনয় ভাস্বান, ভাস্বানের তনয় মনু, মনু ক্ষুৎকার করিবার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম সেই জন্য ক্ষুত রাখা হয়। মৃত্যুর কন্যা ভায়ার গর্ভে ক্ষুতের তনয় দুরাত্মা বেদনিন্দক বেনের জন্ম হয়। ক্ষুত পুত্র মুখ দেখিয়া বন গমন করেন। বাম-৪৭।

ক্ষুদ্রক—(১) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের পুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) ক্ষুদ্রকের তনয় কুন্তক, কুন্তকের তনয় সুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) যমের কন্যা শস্যহা হইতে ক্ষুদ্রক উৎপন্ন হইয়াছেন। সুবিধা পাইলেই তিনি শস্য বৃদ্ধির অন্তরায় উৎপাদন করেন। মার্ক ৫১। শস্যহা ও অঙ্গধুক দেখ।

ক্ষুদ্রভূক—মরীচির পত্নী ঊর্ণা হইতে স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক, পতঙ্গ ও ঘ্রান নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৮৫।

ক্ষুদ্রমানস—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১।

ক্ষুধা—ক্ষুধা ও পিপাসা লোভের স্ত্রী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। তিনি দেবতাগণের নিয়োগে দানবদল সংহার করেন। রামা-লঙ্কা-৯৫।

ক্ষুধি—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পীসাতাত ভগিনী, অবন্তিরাজ জয়সেনের স্ত্রী রাজাধিদেবীর গর্ভজাত কন্যা মিত্রবিন্দাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

ক্ষুপ—(১) পূর্ব্বকালে ক্ষুপ নরপতি ব্রহ্মার ক্ষুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অসুর বধার্থ ইন্দ্র-প্রেরিত হইয়া, ইন্দ্র হইতে বজ্র লাভ করেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। একবার ক্ষুপ ও তদীয় বন্ধু দধীচমুনির মধ্যে "ব্রাহ্মণ বড় না রাজা বড়" এই বিষয় নিয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। দধীচমুনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুপ নরপতির মস্তকে আঘাত করেন। ক্ষুপ সেজন্য তাঁহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। তদবস্থায় তিনি শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হন। শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে মন্ত্রবলে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যত্ব ও অদীনত্ব লাভ করেন এবং ক্ষুপ নরপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। কিন্তু ক্ষুপ এই অপমানের প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্ষুপ দধীচের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লি-৩৫, ৩৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি কনিত্রের পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয়

অবিবিংশ, অবিবিংশের তনয় বিবিংশ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অবিবিংশ ও খনিনেত্র দেখ। (৩) একবার ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত না হইয়া মস্তকে গর্ত্ত ধারণ করেন এবং তাহা হইতে প্রজাপতি ক্ষুপের জন্ম হয়। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব তাহাকে সমুদয় লোকের অধীপতি করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। (৪) বৈবস্বত মনু সত্যযুগে রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রসন্ধি, প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ, ক্ষুপের পুত্র ইক্ষ্বাকু। ক্ষুপ প্রজাপালন করিবার জন্য যে অসি পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই অসি ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৭; মার্ক-১১৮, ১১৯। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামা হইতে ভানু, ভীমরথ, রোহিত, ক্ষুপ, দীপ্তিমান্, তাম্রজাক্ষ ও জলান্তক নামে সাত পুত্র ও ভানু, ভীমনিকা, তাম্রপর্ণী ও জলান্ধমা, নাম্নী চারি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

ক্ষুভ্য—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ক্ষুভ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী প্রবর। মৎ-১৯৫।

ক্ষুরকর্ম্মী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গল দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা ক্ষুরকর্ম্মী। মহাভা-শল্য ৪৭।

ক্ষুলিক—মগধের পাণ্ডব বংশীয় নরপতি ক্ষুদ্রকের তনয় ক্ষুলিক, ক্ষুলিকের পুত্র সুরথ, সুরথের তনয় সুমিত্র। সুমিত্র মগধের পাণ্ডব বংশীয় শেষ নরপতি। বায়ু-৯৯।

ক্ষেত্রজ্ঞ—মগধের শিশুনাগবংশীয় চতুর্থ ভূপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রধর্ম্মার পুত্র ছিলেন। ক্ষেত্রজ্ঞের তনয় বিধিসার। ভাগ-১২স্ক-১।

ক্ষেত্রদূতী—প্রভাসক্ষেত্রে ক্ষেত্রদূতী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৬২।

ক্ষেত্রধর্ম্মা—একাদশ সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ১০০। আদর্শ দেখ।

ক্ষেত্রপতি—কৃষিকাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষেত্রপতি। বামদেব ইহার ঋষি। কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্তটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঋগ ৪।৫৭।১।

ক্ষেত্রপালক—ভূতভাবন শিব তাঁহার ক্রোধাগ্নি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেতসঙ্কুল শ্মশানে স্তন্য পান করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কালী সেই বালকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য দান করিতে লাগিলেন। বালক স্তন্যের সহিত তাঁহার ক্রোধ পান

করিয়া ক্ষেত্রপালক নামে খ্যাত হন। ক্ষেত্রপালের অষ্টমূর্ত্তি হয়। পরে বালক সেই স্থানে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, স্বয়ং কালী ও যোগিনীগণ সহ তথায় নৃত্য করিয়াছিলেন। লি-১০৬।

ক্ষেত্রপেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপেশ্বর মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সর্পভয় থাকে না। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮১।

ক্ষেম—(১)শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ক্ষেম অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) জরাসন্ধবংশীয় শুচির পুত্র ক্ষেম, ক্ষেম হইতে সুব্রত, সুব্রত হইতে ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মসূত্রের পুত্র সম, সমের পুত্র দ্যুমৎসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শান্তি হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭; বায়ু-১০; ব্রহ্মাণ্ড-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; মার্ক-৫০। (৪) ভরত বংশীয় উগ্রায়ুধের তনয় ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয়। মৎ-৪৯। (৫) উত্তম মন্বন্তরের দেবতা সত্যের একজন অনুচর। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ। (৬) পাণ্ডব পক্ষীয় নরপতি ক্ষেম কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-২১। (৭) দ্বাদশজন অজিত দেবগণের অন্যতম ক্ষেম। বায়ু-৬৭। (৮) মেধাতিথির অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১১৯। আনন্দ দেখ।

ক্ষেমক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষেমক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫। (২) রুদ্রের অনুচর ক্ষেমক রাক্ষস বারানসী পুরীকে জনশূন্য করিয়াছিল। অবশেষে বারানসীর অধিপতি অলর্ক তাহাকে বধ করেন। হরি-হরি-২৯। (৩) পাণ্ডব বংশীয় নরপতি দণ্ডপানির পুত্র নিমি, নিমির পুত্র ক্ষেমক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক দেবর্ষি গণ কর্ত্তৃক আদৃত পাণ্ডববংশ কলিযুগে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ছিল। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি প্লক্ষ দ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিখ, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই একটী বর্ষ খ্যাত আছে। লি-৪৬। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শতজিতের অন্যতম পুত্র বিশ্বজ্যোতি। বিশ্বজ্যোতি ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ক্ষেমক নামে এক মহাতেজস্বী পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৬) পাণ্ডব বংশীয় দণ্ডপানির পুত্র নিরামিত্র এবং নিরামিত্রের পুত্র ক্ষেমক। মৎ-১২। অলর্ক দেখ। (৭) প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির অন্যতম পুত্র ক্ষেমক। তিনি স্বীয় নামীয় ক্ষেমক বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪।

ক্ষেমকীর্ত্তি—মহাবীর ক্ষেমকীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকির হস্তে নিহত হন। মহাভা-শল্য-২১।

ক্ষেমঙ্কর—কুলিন্দাধিপতির তনয় ক্ষেমঙ্কর একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। দ্রৌপদী হরণ কালে তিনি জয়দ্রথের সঙ্গে ছিলেন এবং যুদ্ধে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২, ৬২, ৭০।

ক্ষেমঙ্করী—(১) দেবী ক্ষেমঙ্করী মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ কাশী-উ-৭২। (২) সৌরাষ্ট্র দেশের অধিপতি রৈবতকের পত্নী ক্ষেমঙ্করী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২৫। (৩) ক্ষেমঙ্করী আনর্ত্ত দেশের রাজা প্রভঞ্জনের পত্নী প্রিয়ংবদা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেমঙ্করী গর্ভে ক্ষেমজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-নাগ ১১৬।

ক্ষেমজিৎ—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমজিৎ চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমদর্শী—কোশলদেশের রাজা ক্ষেমদর্শী দুষ্ট মন্দমতি অমাত্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে ছিলেন। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় কৌশল ক্রমে তাঁহাকে মন্দমতি অমাত্যদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২।

ক্ষেমধন্বা—(১) রুদ্রমেরু সার্বর্ণির অন্যতম পুত্র ক্ষেমধন্বা ছিল। হরি-হরি-৭। (২) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনগু। হরি-হরি-১৫; বিষ্ণু-৪র্থ-৪; কল্কি-৩য়-৪; শিব-ধর্ম্ম-৬১; পদ্ম-সৃষ্টি-৮

ক্ষেমধর্ম্মা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় তৃতীয় ভূপতি ক্ষেমধর্ম্মা কাকবর্ণের পুত্র ও শিশুনাগের পৌত্র ছিলেন। ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। ভাগ-১২স্ক-১। ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র ক্ষত্রৌজা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ক্ষেমধামা—মগধের শিশুনাগ বংশীয় নরপতি ক্ষেমধামা ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎ-২৭২।

ক্ষেমাধি—জনক বংশীয় চিত্ররথের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের তনয় সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

ক্ষেমধূর্ত্তি—(১) নরপতি ক্ষেমধূর্ত্তি ও তাঁহার ভ্রাতা বৃহন্ত কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন মহাভা-দ্রোণ ২৬। (২) পরে কেকয়রাজ বৃহৎক্ষেত্র ক্ষেমধূর্ত্তিকে শানিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রোণ ১০৭। (৩) কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের পদাঘাতে গতায়ু হন। মহাভা কর্ণ-১৩।

ক্ষেমবর্ম্মা— মগধের শিশুনাগ বংশীয় রাজা শককর্ণ ষটত্রিংশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া গতায়ু হইলে ক্ষেমবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিংশবর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে অজাতশত্রু রাজা হন। বায়ু-৯৯।

ক্ষেমবান্—বিবিধাগ্নির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। অর্কের পত্নী ইষ্টি হইতে অভিমানী, রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরভি, বসুমান, নাদ, হর্য্যশ্ব, রুক্মবান্, প্রবর্গ্য ও ক্ষেমবান্ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫১।

ক্ষেমবাহ—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্ষেমবাহ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬।

ক্ষেমমূর্ত্তি—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের মধ্যে ক্ষেমমূর্ত্তি অন্যতম ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

ক্ষেমলা— কুশ, কুৎস, বৎস ও ভরদ্বাজ বংশীয়দের কুলদেবী, ক্ষেমলা, কমলা ও ধারভট্টারিকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

ক্ষেমা—(১) অপ্সরা ক্ষেমা অর্জ্জুনের জন্ম লাভের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩। (২) কশ্যপ হইতে তাঁহার অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভজাতা অন্যতমা মৌনেয় অপ্সরা। হরি-হরি-২১৮। মৌনেয় অপ্সরা দেখ। অপ্সরা ক্ষেমা অর্জ্জুনের জন্মের পরে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

ক্ষেমাদিত্য—প্রভাস ক্ষেত্রে ক্ষেমাদিত্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্বক্ষেমার্হ সিদ্ধিভাগী হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩১৬।

ক্ষেমাধি—জনকবংশীয় ভূপতি চিত্ররথের পুত্র ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধির তনয় সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

ক্ষেমানন্দদ্বয়—উত্তম মন্বন্তরে ক্ষেমানন্দদ্বয় অন্যতম যজ্ঞকারী দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

ক্ষেমারি—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমারি, ক্ষেমারির পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র মীনরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ অনেনা দেখ।

ক্ষেমাশ্ব—জনকবংশীয় নরপতি সঞ্জয়ের পুত্র ক্ষেমাশ্ব, ক্ষেমাশ্বের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

ক্ষেমি—নরপতি ক্ষেমি অতিশয় সমর নিপুণ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩।

ক্ষেমেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭৭।

ক্ষেম্য—(১) পুরুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের তনয় সুবীর, সুবীরের তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২)কাশীর ধার্ম্মিক নরপতি সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান। কেতুমানের তনয় সুকেতু। হরি-হরি-২৯। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি শুচির পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সুব্রত, সুব্রতের তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩।

ক্ষৈমী—পরাশর বংশীয় মহর্ষি ক্ষৈমী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্ত্রি ও বশিষ্ঠ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০৯।

ক্ষৌণী—পৃথিবীর অন্য নাম ক্ষৌণীদেবী। শ্রীমহাভা-৬৮।

ক্ষ্বেলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণকে সৃষ্টি করেন, ক্ষ্বেলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

খ

খখোল্কাদিত্য— কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬। দ্বাদশ আদিত্য দেখ।

খগ—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম খগ। মহাভা উদ-১৭২। সূর্য্যের এক নাম খগ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

খগণ—অযোধ্যাপতি রামের বংশধর রজনাভের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের তনয় হিরণ্যনাভ। কল্কি-৩য়-৪।

খগম—মহর্ষি খগমের শাপে সহস্র পাদমুনি ডুণ্ডুভ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১।

খগা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী খগা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়েন। মার্ক-১০৪।

খচারী— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম। মহাভা-বন-২৩০।

খঞ্জন—দ্বারকাতীর্থের ক্ষেত্রপাল খঞ্জন একজন পূজনীয় দেবতা। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

খঞ্জনক—খঞ্জনক নামে এক দৈত্য ছিল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৬, ২০।

খঞ্জরিট—খঞ্জরিট নামে এক পক্ষী সৌকর তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া এক সমৃদ্ধিশালী বৈশ্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বরা-১৩৮।

খটখেটি—একটী মাতৃকা। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি দেবসেনাপতি কার্ত্তিয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কু-৩০।

খট্বাঙ্গ, খট্টাঙ্গ—(১) সগরবংশীয় নরপতি বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ, দিলীপ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সম্রাট ছিলেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ করেন। দেবতারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে

চাহিলে, তিনি স্বীয় পরমায়ু কত জানিতে চান। দেবতারা তাঁহার পরমায়ু মুহূর্ত্ত মাত্র বলিলে, তিনি সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দিত মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। ভাগ-২স্ক-১; ৯স্ক-৯। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অংশুমানের পুত্র দিলীপ (অন্যনাম খট্বাঙ্গ) খট্বাঙ্গের তনয় ভগীরথ। হরি-হরি-১৫। (৩) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র হইতে ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি নানা অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মস্তক ভীষণাকৃতি খট্বাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৫। অসিত দেখ। (৪) বিশ্বমহতের স্ত্রী যশোদা হইতে খট্বাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭৩। (৫) ঐড়বিড়ের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কল্কি-৩য়-৩। বিশ্বসহ দেখ। বায়ু-৮৮। বিশ্বমহৎ দেখ।

খট্বাঙ্গেশ্বর—একবার কাশীতে স্কন্দদেব খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া খট্বাঙ্গেশ্বর লিঙ্গ তথায় আবির্ভূত হন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৯৭।

খড়্গা—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন খড়্গা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

খড়্গবাহু— গুর্জ্জর মণ্ডলের সৌরাষ্ট্র নগরীর রাজা। তিনি গীতার ষোড়শ অধ্যায় পাঠ দ্বারা মদমত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৯০।

খড়্গরোমা—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-৭। অশ্বমুখ দেখ।

খণ্ড—(১) দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র জম্ভ। জম্ভের জম্ভাস্থ, দক্ষ, শত-দুন্দুভি ও খণ্ড নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-৬৭। (২) দেবযক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ দেখ।

খণ্ডখণ্ডা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খণ্ডখণ্ডা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৭।

খণ্ডপরশু—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

খণ্ডপানি— পাণ্ডুবংশীয় অহীনরের পুত্র খণ্ডপানি, খণ্ডপানির তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় ক্ষেমকা। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। অহীনর দেখ।

খণ্ডশীলা—হাটকেশ্বর তীর্থে খণ্ডশীলা নামে এক দেবী আছেন। তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-নাগ-১৩৩।

খণ্ডেশ্বর—(১)ত্রেতাযুগে ভদ্রাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কান্তিমতী মহাকালবনে একশিবলিঙ্গের পূজা করিয়া তাঁহার অনেক জন্মাচরিত

খণ্ডব্রত সমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য উক্ত শিবলিঙ্গ খণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৩১।

খন—অসুর খন বিষ্ণুর বিরোধী ছিলেন। হরি-হরি-৪১।

খনিত্র—বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি প্রমিতির তনয় ক্ষনিত্র, ক্ষনিত্রের তনয় চাক্ষুষ, চাক্ষুষের অপত্য বিবিংশতি। ভাগ-৯স্ক-২।

খনিনেত্র, খনীনেত্র—(১) বৈবস্বত মনু বংশীয় ভূপতি বিবিংশতির তনয় রম্ভ, রম্ভের তনয় খনীনেত্র; খনীনেত্রের অপত্য করন্ধম। ভাগ-৯স্ক-২। (২) মনুবংশীয় বিবিংশের তনয় খনিনেত্র, খনিনেত্রের তনয় অতিবিভূতি, অতিবিভূতির তনয় করন্ধম। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অবিবিংশ দেখ।

খন্দবাহু— বলরামের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬।

খর—(১) লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের মাসীর তনয়। ইহার অপর ভ্রাতার নাম দূষণ। শূর্পনখার রক্ষার জন্য খর ও দূষণ রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতি হইয়া জনস্থানে বাস করিত। রামা-অযোধ্যা-১১৬। (২) শূর্পনখা লক্ষ্মণ কর্তৃক নাসা কর্ণ ছিন্ন হইয়া স্বীয় ভ্রাতা খরকে সমুদয় জ্ঞাপন করিলে তিনি ভগিনীর দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া প্রতিকার মানসে স্বীয় ভ্রাতা দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি সেনাপতিগণ সহ রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ দূষণ, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পুরুষ, কালিকামুখ, মেঘমালী, মহামালী, বরাশু, রুধিরাসন, স্থূলাক্ষ, মহাকপাল, প্রমাথি, ত্রিশিরা প্রমুখ সেনাপতিগণসহ নিহত হন। পরে খর স্বয়ং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রাম হস্তে নিহত হন। এই ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিবার জন্য একমাত্র জীবিত অকম্পন নামা বীর, লঙ্কায় গমন করেন এবং রাবণকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করেন। খরের পুত্র মকরাক্ষ লঙ্কা সমরে রামের বাণে যমালয়ের অতিথি হন। রামা-আরণ্য ১৯, ৩০; লঙ্কা-৭৮, ৭৯। (৩) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা পত্নী ও মাল্যবানের কন্যা পুষ্পোৎকটার মহোদর, মহাপার্শ্ব ও খর নামে তিন পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-১০। (৪) পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব নামে চারি পুত্র ও কুম্ভীনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পু ১৯। (৫) ব্রহ্মার পত্নী সুরভী হইতে নিঋতি, শম্ভু, খর, অপরাজিত মৃগব্যাধ, কপর্দ্দী, দহন, অহিব্রধ, কপোলী, পিঙ্গল ও সেনানী এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭২; বায়ু-৫০। (৬) রাক্ষসী রাকা হইতে মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে খর ও শূর্পনখা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২৭৩; অগ্নি-৭; শ্রীমহা ৩৮; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

খরকর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরকর্ণী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খরজঙ্ঘা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরজঙ্ঘা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খরবাক্—অত্রিবংশীয় মহর্ষি খরবাক্ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

খরমুখী—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা মহাশক্তি খরমুখী, দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

খররোমা—একজন নাগরাজ। শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

খরস্বন—দ্বারকা তীর্থের দক্ষিণদিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

খরী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে খরী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

খর্ব্ব—যযাতি বংশীয় নরপতি উশীনরের শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও খর্ব্ব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। উশীনর দেখ।

খর্ব্ববিনায়ক—কাশীতে খর্ব্ব বিনায়ক নামে একজন গণপতি আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৭।

খল—একজন রুদ্রদেব। অগ্নি-৮৫।

খলদা পুরুবংশীয় নরপতি সুবাহুর পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের স্ত্রী অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা স্ত্রী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

খলপাল—যযাতি বংশীয় বলির অন্যতম পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের তনয় খলপাল, খলপালের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

খলান—নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে খলা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা মহর্ষি প্রভাকের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭০। ভদ্রাশ্ব দেখ।

খলী—একবার দেবগণ মানস সরোবর তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। সেই সময়ে খলীনামক পর্ব্বতাকার দানব সকল সেই যজ্ঞের যাজ্ঞিকদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। বশিষ্ঠের শাপে দানবগণ বিনষ্ট হইল, এবং সেই স্থান অদ্যাপি খলিল নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মহাভা-অনুশা-১৫৫।

খলীনেত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিংশের পঞ্চদশ পুত্রের অন্যতম খলীনেত্র। খলীনেত্র তাহার ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া সমুদয় রাজ্য অধিকার করেন। প্রজারা এই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র

সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করেন। মহাভা আশ্বমে-৪।

থল্যায়ন—পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা নানা শ্রেনীতে বিভক্ত ছিলেন। মহর্ষি থল্যায়ন, বাঙ্কায়ন, তৈলেয়যুথপ, ও তাণ্ডি এই পাঁচজন ধূম্র পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

খসা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা খসা হইতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১-ম-২১। কশ্যপ ও দক্ষ দেখ। (২)বিলোহিত, বিকল, চতুর্ভুজ, চতুস্পাদ, দ্বিমূর্দ্ধা, দ্বিধাগতি, সর্ব্বাঙ্গকেশ, স্থূলাঙ্গ, তুঙ্গনাস, সহোদর, স্থূলশির্ষ, মহাহনু, মহাকর্ণ, মুঞ্জকেশ, মনোরথ, হস্ত্যোষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, অশ্বদংষ্ট্র, জটাক্ষ, রক্তজিহ্ব, স্থূলাস্য, দীর্ঘনাসিক, গুহ্যক, শিতিকর্ণ, মহানন্দ, মহামুখ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিপাদ, ত্রিহস্ত, কৃষ্ণলোচন, উর্দ্ধকেশ, হরিৎশ্মশ্রু, দৃঢ়, শিলাসংহন, হ্রস্বকায়, সুবাহু, মহাকায়, মহাবল, আকর্ণ, দারিতাস্য, লম্বভ্রূ, স্থূলনাসিক, স্থূলোষ্ঠ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, পিঙ্গল, জটিল, পিঙ্গলোদ্ধৃনয়ন, মহাকর্ণ, মহোরস্ক, কটীহীন, কৃশোদর, লোহিতগ্রীব, নখী, লালাবি, কুথন, ভীম, সুমালী, মধু, বিস্ফুর্জ্জিত, বিদ্যুজিহ্ব, মাতঙ্গ, ধূম্রিত, চন্দ্রার্ক, সুকর, বুধ্ন, কপিলোম, প্রহাসক, ক্রীড়, চক্রাক্ষ, পরশুনাভ, নিশাচর, ত্রিশিরা, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, রাক্ষস, যক্ষ, অকম্পন, দুর্ম্মুখ, শিলীমুখ প্রভৃতি এবং উৎকোচা, আলম্বা, নিশ্বতা, কৃষ্ণা, কপিলা, শিবা ও কেশিনী খসার এই সাত কন্যা। বায়ু-৬৯।

খসৃম—হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির সৈংহিকেয় নামধেয় রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, শুক, কাশনাভ, প্যেতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। পদ্ম-সৃষ্টি-৬; বিষ্ণু-১ম-২১। অঞ্জক ও কালনাভ দেখ।

খাণ্ডকি— জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩।

খাণ্ডব—মহর্ষি খাণ্ডব একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, ব্রধ্যশ্ব, ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

খাণ্ডিক্য—জনকবংশীয় ভূপতি মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। তিনি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। আপন পিতৃব্য পুত্র কেশীধ্বজের ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩।

খালিয়, খালীয়—মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬০; ব্রহ্মাণ্ড-৬৬। শাকল্য দেখ।

খিলিখিলি— বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি খিলিখিলি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর বিশ্বামিত্র, অবিদা ও খিলিখিলি। মৎ-১৯৮।

খুরকর্ত্তরীশ্বর—কাশীস্থিত খুরকর্ত্তরীশ্বর শিবলিঙ্গকে দর্শন করিলে গোলকধামে বাস হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

খেচর—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

খেটকরা—সর্ব্বপাপ বিমোচনা নদী বিশেষ। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী সুষমা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা, ক্ষেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেশ্বরী ও কুক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

খেটা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, খেটা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

খেল—বৈদিকযুগে খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্‌পলা। একবার অসুরদের সহিত যুদ্ধে বিশ্‌পলার একখানা পা একবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। খেলের পুরোহিত অগস্ত্যের স্তুতিতে অশ্বিদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্‌পলার লোহের পা প্রস্তুত করিয়া দেন। ঋগ-১।১১২।১।

খ্যাতি—(১)মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে খ্যাতি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ভৃগু খ্যাতিকে বিবাহ করেন। খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রী, বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। ভাগ-৮স্ক-১। (৩) দক্ষের পত্নী প্রসূতি হইতে শ্রদ্ধা, খ্যাতি প্রভৃতি চব্বিশটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) তামস মনুর অন্যতম পুত্রের নাম খ্যাতি। বিষ্ণু-১ম-৭। (৫) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র উরু। উরুর মহিষী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও শিব নামে ছয় পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম পূ-১৪। (৬) সোমবংশীয় নরপতি বৃজিনীবানের পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের তনয় চিত্ররথ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৭) পার্ব্বতীর এক নাম খ্যাতি। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী হইতে অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে তেজস্বী ছয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪।

খ্যাতেয়—পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রপোহয়, বাহ্নময়, খ্যাতেয়, কৌতুজাতি ও হর্য্যশ্বি এই পাঁচ জন নীল পরাশর শ্রেণীভুক্ত এবং পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-২০১।

গ

গগণপ্রিয়—অন্যতম অসুর গগণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। হরি-হরি-৪১

গগণমূর্দ্ধা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে গগণমূর্দ্ধা, কুম্ভনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৮। (২) অয়ঃশিরা, অয়ঃশঙ্কু, অশ্বশিরা, গগণমূর্দ্ধা ও বেগবান এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কেকয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৫, ৬৬। অয়ঃশঙ্কু দেখ।

গঙ্গা—(১) গিরিরাজ হিমালয় সুমেরুর কন্যা মেনাকে বিবাহ করেন। মেনার গর্ভে গঙ্গা ও উমা জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। গঙ্গা কার্ত্তিকেয়কে হিমালয় পার্শ্বে প্রসব করিয়া পরিত্যাগ করিলে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র তাঁহাকে স্তন্য দানাদি দ্বারা প্রতিপালন করেন। সেই জন্য তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হয়। রামা-আদি-৩৭। (২) একদা গঙ্গা সোমবংশীয় নরপতি জহ্নুকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিনী হন। কিন্তু জহ্নু তাহা ইচ্ছা না করায় গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত করেন। সুহোত্র তনয় রাজর্ষি জহ্নু কোপিত হইয়া তখন গঙ্গাকে পান করেন। মহর্ষিগণ অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করিয়া দিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত হইলেন। হরি-হরি-২৭। (৩) গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন এবং বিষ্ণুরই স্ত্রী। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা হরির এই তিন ভার্য্যা। এক সময়ে গঙ্গা বিষ্ণুর অভিলাষিনী হইয়া সহাস্য বদনে হরির মুখপানে পুনঃপুনঃ সকটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছিলেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ে গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়াছিলেন। সেই ভাব দেখিয়া লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইল। সেই জন্য সরস্বতী হরিকে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতে গঙ্গাও কুপিতা হইয়া সরস্বতীকে খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সরস্বতী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া, গঙ্গার চুল ধরিতে গেলেন। লক্ষ্মী উভয়কে নিরস্ত করিলেন বটে কিন্তু সরস্বতী গঙ্গাকে "নদীরূপে পরিণতা হও বলিয়া শাপ দিলেন।" গঙ্গাও তাহাকে "নদীরূপে পরিণতা হও" বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬। (৪) একদা গঙ্গা সকামা হইয়া কৃষ্ণ মুখ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের রূপপ্রভাবে মূর্চ্ছিত প্রায় হইতেছিলেন। এমন সময়ে রাধিকা তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদয় দর্শন করিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া বলিলেন —"প্রাণেশ! এই রমণী কে? যাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুমিও সকাম

হইতেছ। আমি গোলকে থাকিতেই তোমার এই দুর্বৃত্ততা হইয়াছে! তুমি বার বার এই অসদাচরণ করিতেছ, আর আমি প্রেমে সব ক্ষমা করিতেছি। হে লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলক হইতে দূর হও। তাহা না হইলে তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই। বিরজা, শোভা, প্রভা, শান্তি ও ক্ষমা নাম্নী গোপিকার সহিত তোমার লাম্পট্য ব্যবহারও আমি ক্ষমা করিয়াছি। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এই উক্তি শুনিয়া গঙ্গা সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন। রাধিকা গঙ্গাকে তখন গণ্ডূষে পান করিতে উদ্যত হইলেন। গঙ্গা ইহা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইলেন। এদিকে জলাভাবে সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ গঙ্গাকে তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে বহির্গত করিয়াছিলেন। তদবধি গঙ্গা বিষ্ণুপদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১২, ১৩।

গঙ্গাকেশব—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গঙ্গাদিত্য—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

গঙ্গাধর—মহাদেবের অন্যনাম। বায়ু-২৫।

গঙ্গাপুত্র—কার্ত্তিকেয়ের অন্যনাম। শিব-জ্ঞান-১৯।

গঙ্গেশ্বর— গঙ্গাদেবী কাশীর আনন্দ কাননে এই গঙ্গেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৯১। শাপগ্রস্তা গঙ্গা মহাকাল বনস্থিত এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া শাপমুক্তা হন। তদবধি সেই লিঙ্গ, গঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-আব-চতু-৪২।

গজ—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। ইনি কিস্কিন্ধ্যায় বাস করিতেন এবং বানরদিগের একজন দলপতি ছিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষনার্থ বহুসহস্র বানর সৈন্যসহ তিনি কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কিন্ধ্যা-২৯; লঙ্কা-২৩। (২) ব্রহ্মা গজনামক মেঘকে পূর্ব্বদিকে দশ সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৪। (৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রির অন্যতম গজ। সৌর-৪৯। সুগ্রীব সহচর জনৈক বানর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৯।

গজকর্ণ—(১) গজকর্ণ নামক একজন যক্ষ ছিল। মহাভা-সভা-১০। (২) সকলের মঙ্গলকারী গজকর্ণ গণেশ কাশীর পশ্চিম দিকে অবস্থান করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭। দানবেন্দ্র গজকর্ণ পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

গজবক্ত্র—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গজবক্ত্রা—পার্ব্বতীর শরীর সম্ভূতা

মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২।

গজবিনায়ক— কাশীস্থিত গজবিনায়ক গণেশের পূজা করিলে বহু সম্পত্তি এমন কি হস্তী পর্য্যন্ত লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৭।

গজরাজ—নরপতি গজরাজও তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সঙ্গতা অতিশয় ধার্ম্মিকা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-বস্ত্রা-১।

গজশিরা—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজশিরা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গজস্কন্ধ—রাবণের একজন চর। রামা-লঙ্কা-৬৪।

গজানন—(১)গণেশের অন্য নাম। পদ্ম-উত্ত-১০; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১। (২) শৈলসুতা উমা স্বীয় দেহমল হইতে পীনবক্ষ সুলক্ষণ চতুর্ভুজ গজাননকে সৃষ্টি করেন। তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত। বাম-৫৪। গণেশ দেখ।

গজাননা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গজাসুর—(১) দেবাসুর সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত গজাসুর একাদশ রুদ্রের অন্যতম কপিল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হয়। মৎ-১৫। (২) মহিষাসুরের অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৮।

গজেন্দ্রকর্ণ— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

গজোদর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গজোদর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মাহাভা-শল্য-৪৬।

গণ—(১) গণ নামে ক্রুদ্ধস্বভাব এক দানব ছিল। তাহা হইতে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মহর্ষিগণ একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ, ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

গণকর্ত্তাম—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

গণক্রীড়—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭ম।

গণনাথ—গণেশের অন্য নাম। স্কন্দ-নাগ-২১৪।

গণনায়ক—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গণনায়িকা ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

গণপতি—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১। মহাদেবেরও অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭। গণেশ দেখ।

গণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গণাধিপ—গণেশের অন্যনাম। অগ্নি-৭১।

গণাধ্যক্ষ মহাদেবের তনয় গণেশের এক নাম গণাধ্যক্ষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

গণাম্বিকা—সৃষ্টির ষষ্ঠকল্পে পার্ব্বতীদেবী গণাম্বিকা নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

গণিত—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে গণিত অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

গণেশ—মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার পরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে পার্ব্বতী অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুশারে তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পুত্রবর প্রাপ্ত হন এবং যথাকালে পার্ব্বতী হইতে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেবের এই পুত্রকে দেখিবার জন্য, সকল দেবতাই আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে শনিও আসিয়াছিলেন। শনি প্রথমে গণেশকে দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু মহাদেব ও পার্ব্বতীর নিতান্ত অনুরোধে গণেশের প্রতি যেই দৃষ্টিপাত করিলেন, তখনই তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইল। তদ্দর্শনে পার্ব্বতী রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। বিষ্ণু এই সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গণেশের মুণ্ড আহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বন মধ্যে শয়নে হস্তিনীর সহিত এক সুপ্ত গজেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মস্তক সুদর্শন চক্রে কর্ত্তন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক গণেশের স্কন্দে যোজনা করিলেন। কশ্যপের শাপে গণেশের মস্তক চ্ছেদ হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১২। একবার পরশুরাম শিব ও পার্ব্বতীর দর্শনাভিলাষী হইয়া কৈলাসে গমন করেন। সেই সময় শিব ও পার্ব্বতী গণেশকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া বিহার করিতেছিলেন; সুতরাং পরশুরামের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বার মোচন করিলেন না। এইজন্য ক্রুদ্ধ পরশুরামের সহিত গণেশের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে পরশুরাম পরশুর আঘাতে গণেশের একটী দন্ত ভগ্ন করিয়া দেন। তদবধি গণেশ একদন্ত নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৪৩। গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। একবার তুলসী গণেশকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু গণেশ অসম্মত হন। সেইজন্য তুলসী গণেশকে শাপ দেন যে "তুমি দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে"। গণেশও তাঁহাকে প্রতিশাপ দেন যে "তুমি অসুরাক্রান্তা হইবে"। তদবধি

তুলসী পত্র গণেশ পূজায় আর ব্যবহার্য্য নহে। ব্রহ্মবৈ। (৪) একদা মহাদেবের মনের মধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু আকাশের কোনও *মূর্ত্তি দেখিতেছিনা কেন ?* এই ভাবিয়া তিনি হাস্য করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে এক তেজস্বী কুমার তাঁহার চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন। ঐ কুমার রুদ্রদেবের সমুদয় গুণসম্পন্ন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব সদৃশ ছিলেন। তিনি আবির্ভূত হইবা মাত্র তাঁহার সৌন্দর্য্যে, অবয়বে ও রূপে দেবগণ মুগ্ধ হইলেন। উমাদেবীও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাদেব অতিমাত্র কুপিত হইয়া সেই কুমারকে শাপ দিলেন যে "তোমার মুখ হাতীর মুখের মত হওক, উদর লম্বিত হওক ও সর্প তোমার উপবীত হওক"। এই সময়ে মহাদেবের শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল এবং তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। তখন ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো! শূলপাণে! আপনার মুখ হইতে উৎপন্ন কুমার এই বিনায়ক গণের নেতা হউন। বিনায়কগণ তাঁহার অনুচর হউক এবং আকাশ মধ্যে অবস্থান করুক"। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহাদেব সেই মুখনিস্থত কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি আমার তনয় হইলে, তোমার নাম বিনায়ক, বিঘ্নকর, গজানন, ভবাত্মজ ও গণেশ হইল। এই বিনায়কগণ তোমার অনুচর হইল। তুমি সকলের আগে পূজা পাইবে"। তৎপর দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং দেবী গৌরী তাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগৃহীত করিলেন। বরা-২২, ২৩। (৫) শৈলসুতা উমা স্বীয় দেহমল হইতে পীনবক্ষ, সুলক্ষণ, চতুর্ভুজ ও গজাননকে সৃষ্টি করেন। তিনি বিনায়ক নামেও খ্যাত। বাম-৫৪।

গণেশ্বর—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯। ত্রিপুর বিনাশের জন্য গণাধ্যক্ষ গণেশ্বর মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫। (২) গণেশ্বর কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। কাশী-৯৭।

গণ্ড—দেবযক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথুরা-১২। দেবযক্ষ ও অখণ্ড দেখ।

গণ্ডকণ্ডু—গণ্ডকণ্ডু নামক কুবেরের এক যক্ষ অনুচর ছিল। মহাভা-সভা-১০।

গণ্ডকী—(১) বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া গণ্ডকী তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-১৪৪। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গণ্ডকী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গণ্ডপ্রান্তরতি—দুঃসহের অন্যতম পুত্র ও যমের দৌহিত্র। মার্ক-৫১। দুঃসহ দেখ।

গণ্ডা—পশুসখ নামক এক শূদ্রের স্ত্রীর নাম গণ্ডা ছিল। তাহারা উভয়ে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্ত ঋষিদের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-অনুশা-৯৩।

গণ্ডি—মহর্ষি মার্কণ্ড ও গণ্ডি, পুত্র, পৌত্র, শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

গণ্ডুষা—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার পুত্র শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্নের স্ত্রী গণ্ডুষা শত পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

গণ্ডূষ—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের পুত্র শূর, শূর হইতে ভোজ বংশীয়া মহিষীর গর্ভে গণ্ডূষ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ। বিষ্ণু ৪র্থ ১৪।

গতায়ু—পুরূরবার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯১। পুরূরবা ও অমাবসু দেখ।

গতি—মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে গতি জন্মগ্রহণ করেন। তাপস শ্রেষ্ঠ পুলহ গতিকে বিবাহ করেন। গতি হইতে কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৩স্ক-২৪।

গতিতালি দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন গতিতালী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬

গতিভাস—ধুন্ধু অসুর শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণায় শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্থ করেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বামনরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে ধুন্ধুর যজ্ঞস্থলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যজ্ঞার্থ সমাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিলে, তিনি এই বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন যে, প্রভাস নামক বরুণ গোত্রীয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। তিনি সেই গতিভাস। ধুন্ধু দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ধুন্ধু তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলে, তিনি বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ছলনা করেন। অবশেষে তাঁহাকে এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন। বাম-৭৮।

গতিসত্তম—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গদ—(১) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা সুনসা হইতে বৃকদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে, গদ জরাসন্ধ পক্ষীয় চেদিরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গদ দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের কন্যা চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রাবতী হইতে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী বৃহতী হইতে গদ নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৯১। (৩) শম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র গদ শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬০। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে চারুদেষ্ণ ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১ম-১৪। (৪) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিনী হইতে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-১। (৫) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নয়টী পুত্র জন্মে। ভাগ-৩স্ক-১। (৬)বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী ভদ্রা হইতে উপনিধি, গদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

গদবর্ম্মা—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৩। শূর দেখ।

গদাধর—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গদায়ন—কশ্যপবংশীয় মহর্ষি গদায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গদগদ—জনৈক বানর দলপতি। ইহার পুত্র জাম্বুবান ও ধুম্র। রামা-লঙ্কা-৩০।

গন্ধপদ্মনিধি—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

গন্ধানেশ্বর—(১) অবন্তী খণ্ডে গন্ধানেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

গন্ধ-(১)দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, মন্দাকিনী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গন্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) দেবাসুর সংগ্রামে ভদ্রবাহু, মহাবাহু, সুগন্ধ, গন্ধ, ভৌরিক, বল্লিক ও ভীম নামক সপ্ত অসুর সেনানী অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গতায়ু হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

গন্ধকালী—(১)পুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর স্ত্রী ও ব্যাসদেবের জননী সত্যবতীর এক নাম গন্ধকালী ছিল। হরি-হরি-৩০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬। (২) দেববালা বিশেষ। বরা-২১৪।

গন্ধবতী—রাজা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর অন্যনাম গন্ধবতী ছিল। মহাভা-আদি।

গন্ধবারা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

গন্ধবাহু—গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধবাহু নামে হরিভক্তি নিরত তপস্বী শ্রেষ্ঠ এক

গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। তাঁহার বসুদেব, সুহোত্র, সুপার্শ্ব ও সুদর্শন নামে পরম বৈষ্ণব চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দুর্ব্বাসার নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং দেহান্তে কৃষ্ণপারিষদ হইয়াছিলেন। অপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুহোত্র বকাসুররূপে, সুদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুপার্শ্ব কেশীরূপে, দানব যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

গন্ধমাদ— যযাতিবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। অক্রূর দেখ।

গন্ধমাদন—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষনার্থ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (২) বানর বিশেষ। কুবেরের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (৩) একজন রাক্ষসপতি। মহভা-সভা-১০। (৪) একজন বানর দলপতি। ভাগ-৯স্ক ১০; অগ্নি ১০।

গন্ধমোজ—যদুবংশীয় শ্বফল্কের স্ত্রী গান্দিনী হইতে, অক্রূর, গন্ধমোজ প্রভৃতি জন্মে। বিষ্ণু ৪র্থ-১৪।

গন্ধর্ব্ব—(১) আচার্য্য সায়ন গন্ধর্ব্ব অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী অপ্সরা কল্পিত হইয়াছে। ঋগ-৯।৮৩।৪; ১০।১০।৪। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় গন্ধর্ব্ব। স্কন্দমাহে-কুমা-৩৯। শতশৃঙ্গ দেখ। (৩) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯।

গন্ধর্ব্বগণ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা অরিষ্টা হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গন্ধর্ব্বগ্রহ—গন্ধর্ব্বের আবেশ বশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ। মহাভা-বন-২২৮।

গন্ধর্ব্বসেনা—ঘনবাহন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা গন্ধর্ব্বসেনা অতিশয় রূপবতী ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিলেন। সেইজন্য এক গণনায়কের শাপে তিনি কুষ্টরোগগ্রস্তা হন। পরে মহর্ষি গোশৃঙ্গের পরামর্শে প্রভাসস্থিত সোমেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। স্কন্দপ্রভা-প্রভা-২৪, ২৫।

গন্ধর্ব্বী—কশ্যপের কন্যা সুরভী, রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্ব্বীর গর্ভে অশ্ব সমুদয় জন্মলাভ করে। রামা-আরণ্য-১৪।

গন্ধার—যযাতিবংশীয় নরপতি শরদ্বানের পুত্র গন্ধার। এই গন্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ প্রখ্যাত। তাঁহার অধিকার ভুক্ত আরট্টদেশীয় অশ্ব সকল, অশ্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ। গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ঘৃত, ঘৃতের তনয় বিদুষ। মৎ-৪৮।

গন্ধিক—অংঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি গন্ধিক:

একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গবয়—(১) তিনি বৈবস্বতের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। রামা-লঙ্কা-৪, ২৬, ৬৩। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩৩। (২) পিতামহ ব্রহ্মা গবয় নামক মেঘকে দক্ষিণদিকে ষট সহস্র মেঘের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৪। (৩) মৃগরাজ গবয় মৃগমন্দার অপত্য। বায়ু-৬৯।

গবল্গণ—মহর্ষি গবল্গণের পুত্রের নাম সঞ্জয়। সঞ্জয় জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে রাজ্যের সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিতেন। ভাগ-১স্ক-১৩।

গবাক্ষ—বৈবস্বতের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম কিস্কিন্ধ্যা নিবাসী জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ তিনি কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩৩। অসিলোম দেখ।

গবিষ্ঠ—(১)হিরণ্যকশিপু দানবের অন্যতম অনুচর গবিষ্ঠ। মৎ-১৬১, ১৯২। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৩) আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম গবিষ্ঠ। মৎ-১৯৬। আঙ্গিরস দেবগণ ও আত্মা দেখ।

গবিষ্ঠির—(১) অত্রিবংশীয় মহর্ষি গবিষ্ঠির ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১।১। (২) তিনি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির, পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

গবেক্ষণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা চিত্রক হইতে গবেক্ষণ প্রভৃতি জন্মে। লিঙ্গ-৬৯। অরিষ্টনেমী দেখ।

গবেষণ—(১) যদুবংশীয় শ্বফল্কের ভ্রাতা চিত্রকের অন্যতম পুত্র। কূর্ম্ম পু-২৪। অশ্বগ্রীব দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী অশ্বিনী হইতে গবেষণ সুধর্ম্মা প্রভৃতি জন্মে। মৎ-৪৫। (৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পূর্ব্বজ সপ্ত পুত্র ব্যতীত মদন ও গবেষণ নামে আরও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গবেষণের পুত্র ভূরী ও ভূরীন্দ্রসেন। মৎ-৪৬। (৪) বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী শ্রুতদেবী হইতে গবেষণ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। বায়ু-৯৬।

গবেষ্ট—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনু হইতে গবেষ্ট প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩।

গবেষ্টি, গবেষ্ঠী—(১) প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র গবেষ্ঠী, গবেষ্ঠীর তনয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ। শুম্ভের তনয় ধমুক ও অসিলোম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১২। (২) গবেষ্ঠীর তনয়

শুম্ভ, নিশুম্ভ, বিশ্বকসেন। বায়ু-৬৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে গবেষ্ঠী প্রভৃতির জন্ম হয়। বায়ু-৬৮।

গভস্তনেমী—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৭৯।

গভস্তিমান্—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের তনয় গভস্তিমান্ প্রভৃতি। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। শতশৃঙ্গ দেখ।

গভস্তিমালী— সূর্য্যের একনাম। সৌর-৩৩।

গভস্তীশ— কাশীতে মার্কণ্ডেয় মুনি গভস্তীশ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পু-৩৩।

গভস্তীশ্বর— সূর্য্য যে শিবলিঙ্গকে পদ্মকান্তি গবস্তিমালী দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গভস্তীশ্বর। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৯।

গভাস্তিহস্ত— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গভিল—একজন মহর্ষি। তাঁহার প্রণীত গৃহ্যসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। স্কন্দ-আব-রেবা-৬০।

গভীর—উরু, গভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি ভৌত্য মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২; মার্ক-১০০।

গম্ভীর— চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির উরু, গম্ভীর, ব্রধ্ন, প্রভৃতি পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২ পুরূরবার বংশীয় রভসের পুত্র গম্ভীর। গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়, অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। ভাগ-৯স্ক-১৭।

গম্ভীরা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে প্রাদুর্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। মহিষাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের সংমিলিত দৃষ্টি হইতে ত্রিকলা নাম্নী দেবীর উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আবার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতে বহুকাল তপস্যা করেন। ইহাতে তাঁহার মন ক্ষুভিত হইলে কয়েকটী অনুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী কন্যার আবির্ভাব হয়। বৈষ্ণবী মন্দর পর্ব্বতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই কন্যাদের মধ্যে গম্ভীরা অন্যতমা ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

গয়—(১) যশস্বী গয়, গয়া প্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃপ্রীতির উদ্দেশ্যে গাথা গান করিয়াছিলেন। যেহেতু পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ এবং ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন, সেই হেতু তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে। রামা-অযোধ্যা-১০৭। (২) মনুবংশীয় নরপতি উরুর পত্নী আগ্নেয়ী হইতে অঙ্গ, সুমনস স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরস ও গয় নামে মহাপ্রভাবশালী ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৮; হরি-হরি-২। (৩)

ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের সুহোত্র সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২। (৪) নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ও অগ্নির কন্যা ধীষণা হইতে প্রাচীনবর্হিষ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামক ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৫) প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় এই নয় জন অপত্য ছিল। হরি-হরি-৭। (৬) মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয়, বিনতাশ্ব ও ঐল জন্মগ্রহণ করেন। গয়ের অধিকারে গয়াপুরী ছিল। হরি-হরি-১০। (৭) ধ্রুবের বংশীয় উল্মুকের পুত্র গয়। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৮) নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী হবির্দ্ধানী হইতে বর্হিষদ, শুক্র, কৃষ্ণ, সত্য, গয় ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৯) মনুবংশীয় নরপতি নক্তের পত্নী ধৃতি হইতে রাজর্ষি গয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণু "তৃপ্ত হইলাম" বলিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি, অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৫স্ক-১৫; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; অগ্নি-১০৭; বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (১০) অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হুতাশনের নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, অনবরত দান করিলেও তাঁহার ধনক্ষয় হইবে না। মহাভা-শান্তি-১৯, ২৩৪। (১১) হিমালয়ের নিকটস্থ মহামেঘ নামক স্থানে গয় নরপতি শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অসুর গণের অজেয় হইয়াছিলেন। বাম-৭৬। (১২) জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষনার্থ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (১৩) অত্রির অন্যতম পুত্র গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৯।১। (১৪) প্লুতির তনয় মহর্ষি গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবের আরাধনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৬৩।১; ৬৪-১। (১৫) প্রস্থান প্রদেশে গয় নামক এক মহাদৈত্য ছিল। তাঁহার অত্যাচারে লোক সকল অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হয়। পার্ব্বতী সেই অসুরকে বিনাশ করিলে, তৎপ্রদেশস্থ গয়ত্রাড় গ্রাম নিবাসী লোকেরা গয়ত্রাড়া নাম্নী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৫। (১৬) রাজা সত্যয়ের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। এই তিন জন ধার্ম্মিক নরপতি দক্ষিণাপথের অধিপতি

ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১। (১৭) সদ্যুম্নের তনয় উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১৮) জহ্নুর বংশীয় অজপের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র গয়, শীল ও কুশ এই তিন জন। বায়ু-৯১।

গয়ত্রাড়া—প্রস্থান প্রদেশে গয় নামক মহাদৈত্য অতিশয় অত্যাচারী ছিল। ভগবতী পার্ব্বতী দেবী তাঁহাকে বিনাশ করেন। সেই দেশের গয়ত্রাড় গ্রাম নিবাসী লোকেরা গয়ত্রাড়া নাম্নী ভগতীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চ্চনা প্রচলিত করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫।

গয়শির—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে গয়শির তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মকরাক্ষকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গয়াধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গয়াসুর—গয়াতীর্থে গদাধর পদাঘাতে গয়াসুরকে নিপাতিত করেন। স্কন্দ-আব-অব ৫৯। ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে শিলা স্থাপন করিয়া, সেই শিলার উপরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বায়ু-১০৫।

গরিষ্ঠ—ত্রিভুবন বিখ্যাত গরিষ্ঠ নামে মহাবল পরাক্রান্ত অসুর নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্রুমসেন নামে বিখ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

গরীষ্ঠ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গরীষ্ঠ প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫।

গরুড়—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহর্ষি কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা ছিলেন। তাম্রার লোক বিখ্যাত শুকী প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা জন্মে। শুকীর কন্যা নতা; নতা আবার বিনতা নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই বিনতারই অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র জন্মে। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনী এবং পুত্র জটায়ু ও সম্পাতি। রামা-লঙ্কা-৩৮। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নি-১৯; মহাভা-আদি-১৬। (৩)বৈরোচন দৈত্য একবার দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক, বিষ্ণু যখন সাগর সলিলে প্রসুপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার মুকুট হরণ করেন। গরুড় বৈরোচনকে পরাস্ত করিয়া সেই মুকুট পুনর্ব্বার আনয়ন করেন। হরি-হরি-৯৭। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধীষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (৫) তার্ক্ষের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী দক্ষের কন্যা বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণের জন্ম হয়। ভাগ-৬স্ক-৬। (৬) একবার গরুড় কালিন্দী হ্রদের একটী মৎস্য ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সৌভরী ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। গরুড় তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর গরুড়

এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া কোন ও প্রাণীর প্রাণসংহার করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। পূর্ব্বে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, গরুড়ের উদ্দেশে মাসে মাসে নাগগণ বনস্পতি মূলে বলি প্রদান করিবে। কালীয় নাগ বলি প্রদানে অসম্মত হইলে, গরুড় তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কালীয় নাগ ভয় পাইয়া কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পায়। ভাগ-১০স্ক-১৭। (৭) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র ও সৌমিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৮) মহাদেবের বরে গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬, ১৮, ৪৩। (৯)বায়ু গরুড় নামে বিখ্যাত হইয়া বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন। বরা-৩১। (১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গরুড় তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় তনয় ময়ূরকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (১১) পক্ষীরাজ গরুড় অরিষ্টনেমীর পুত্র। গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। মার্ক-২। (১২) গরুড়ের পত্নী ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শুকী, ধৃতরাষ্ট্রী ও ভদ্রা এই পাঁচজন ছিলেন। বায়ু-৬৯। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ, অনূরু, গরুড়, অরুণ ও আরুণি এই ছয় জনের জন্ম হয়। কালিকা-৩৪। একবার গরুড়ের সহিত কালীয় নাগের বিবাদ হয়। কালীয় গরুড়ের ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাকে যমুনাহ্রদে আশ্রয় লইতে বলেন। কারণ মহর্ষি সৌভরীর শাপে গরুড়ের যমুনাহ্রদে প্রবেশ নিষেধ ছিল। সুতরাং কালীয় যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গর্গ-বৃন্দা-১৪।

গরুড়কেশব—কাশীতে গরুড়কেশব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী উ-৫৮।

গরুত্মতী— দুর্গ অসুরের সহিত যুদ্ধে, মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি বহু দানব সৈন্য বধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী উ-৭২।

গরুত্মহৃদয়া—অন্ধকাসুরের সহিত সমরে বিষ্ণুর গাত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অজিতা, সুক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, বেশাশ্মদংশনা, নৃসিংহ ভৈরবা, বিল্বা, গরুত্মহৃদয়া ও জয়া এই অষ্ট মাতৃকা ভবমালিনীর অনুচরী বলিয়া বিদিতা। মৎ-১৭৯।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-শান্তি ৪৩।

গর্গ—(১)ভরতবংশীয় নরপতি বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি রাজর্ষি প্রস্তোক, দিবোদাস প্রভৃতির নিকট প্রচুর সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। ঋগ-৬।৪৭।২৪। (৩)

যযাতিবংশীয় মন্যুর তনয় বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ জন। তন্মধ্যে গর্গের তনয় শিনি; শিনির পুত্র গার্গ্য। ভাগ-৯স্ক-২১। মহর্ষি গর্গ যদুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন। তিনি অতি সংগোপনে, কংসের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নামাকরণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৮। গর্গ মুনির অক্রূর নামে এক পুত্র ছিল। এই অক্রূরকে জনমেজয় রাজা হত্যা করিয়াছিলেন। লি-৬৬। (৪) বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে নকুলীশ নামে একজন শিবাবতার সুমেরু গুহায় অবতীর্ণ হন। এই সময়ে কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে বেদপারগ, ঊর্দ্ধরেতা নকুলীশের চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (৫) বরাহ কল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। (৬) ভরতবংশীয় ভুবমন্যুর অন্যতম পুত্র গর্গ। গর্গের পুত্র বিদ্বান্ শিবি। শিবির বংশধরেরা শৈব্য ও গার্গ্য এই উভয় নামে খ্যাত। ইহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। মৎ-৪৯।

গর্গশিরা—কশ্যপ ঋষির অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গর্গশিরা বৃক, ইরা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

গর্গেশ্বর—কাশীস্থিত গর্গেশ্বর লিঙ্গ মহর্ষি গর্গ কর্তৃক স্থাপিত। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

গর্দ্দভ—বৃন্দাবনে ধেনুক ও গর্দ্দভ নামে দুই অসুর বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসিদ্ধ তালবন নিরুপদ্রব করেন। অগ্নি ১২।

গর্দ্দভাক্ষ—নরপতি বলির শত পুত্রের মধ্যে গর্দ্দভাক্ষ অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৩। বায়ু-৬৭।

গর্দ্দভি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম গর্দ্দভি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

গর্দ্দভী—অন্ধকাসুরের সহিত সমরে অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গর্দ্দভী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গর্দ্দভীমুখ—কশ্যপবংশীয় মহর্ষি গর্দ্দভীমুখ গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গর্ব্ব—দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী পুষ্টি হইতে গর্ব্ব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ ৪স্ক-১।

গর্ভ—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, এই তুর্ব্বসু হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে গোভানু, গোভানু হইতে ত্রিসারি ত্রিসারি হইতে করন্ধম, করন্ধম হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (২) বরাহ কল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গর্ভ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪।

গর্ভধারী—মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা অনুশা-১৭।

গর্ভভক্ষা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গর্ভশিরা— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে গর্ভশিরা, অয়োমুখ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। মৎ-৬।

গর্ভহা— দুঃসহের অন্যতম পুত্র ও যমের দৌহিত্র। গর্ভহার পুত্র নিম্ন ও কন্যা মোহিনী। মার্ক-৫১।

গহন— বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গহল— বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গাগ্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূমন্যুর চারি পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৯। ভূমন্যু দেখ।

গাঙ্গ—যক্ষপতি বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯; অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ।

গাঙ্গায়ন— দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মহর্ষি গাঙ্গায়ন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

গাঙ্গেয়—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁহার একনাম হয় গাঙ্গেয়। মহাভা-শান্তি-৫১। (২) একদা শঙ্কর পত্নী পার্ব্বতী গন্ধতৈলোদ্বর্ত্তন করিয়া মলাপসারনার্থ চূর্ণক (বেশম) দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করেন। পরে গাত্র হইতে সেই চূর্ণপিষ্ট দ্বারা একটী গজানন পুত্তল নির্ম্মান করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুত্তলটী জাহ্নবীতে পতিত হইয়া অবিলম্বে বৃহদাকার ধারণপূর্ব্বক যেন জগৎ আপূরণোদ্যত হইল। তখন দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে "পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করেন। গঙ্গাদেবী ও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করিলেন। তদবধি সেই গজানন গাঙ্গেয় নামে খ্যাত হয়েন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে গণাধিপত্য প্রদান করিলেন। মৎ-১৫৪। (৩) দাশরথি রাম ধর্ম্মারণ্যে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মহর্ষি গাঙ্গেয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৪। (৪) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম গাঙ্গেয়। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

গাঙ্গোদধী—মহর্ষি গাঙ্গোদধী একজন অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গাণ্ডীর—যযাতিবংশীয় বরুথের পুত্র গাণ্ডীর গাণ্ডীরের তনয় গান্ধার। অগ্নি-২৭৭।

গান্যাসন— মহর্ষি গান্যাসন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গাতু—অত্রির অপত্য মহর্ষি গাতু একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৩২।১।

গাত্র— মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-১ম-১০। অনঘ দেখ।

গাত্রগুপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৬০। লক্ষণা দেখ।

গাত্রবতী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী লক্ষ্মণা হইতে গাত্রগুপ্ত, গাত্রবান্ ও গাত্রবিন্দ নামে তিন তনয় এবং গাত্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। অপরাজিত দেখ।

গাত্রবান্— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। হরি হরি-১৬০। লক্ষ্মণা দেখ।

গাত্রবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। লক্ষ্মণা দেখ।

গাত্রা— উপমন্যুর সগোত্রদিগের গোত্র-দেবী গাত্রা এবং তাঁহাদের প্রবর বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

গাত্রোৎসর্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে গাত্রোৎসর্গ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। এই স্থানে ধীমান বলদেব ও অপরাপর মহাভাগ যাদবগণ প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৩।

গাথী—(১) মহর্ষি কুশিকের পুত্র গাথী ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৩।১৯।২১। (২) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গাথী একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মৎ-১৯৬।

গাধি, গাধী— (১) রাজা কুশের পুত্র ও কুশনাভের পৌত্র। এই গাধিরই তনয় বিশ্বামিত্র। গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যাও ছিল। মহর্ষি ঋচীকের সহিত সত্যবতীর বিবাহ হয়।রামা-আদি-৩৪। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশিকের ঔরসে ও নরপতি পুরুকুৎসের কন্যার গর্ভে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি তনয় এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (৩) সোমবংশীয় নরপতি কুশাম্বুর অপত্য গাধি। গাধির কন্যা সত্যবতী। মহর্ষি ঋচীক সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হইলে গাধি কন্যার শুল্ক স্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এইরূপ সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। ঋচীক বরুণদেবের স্তুতি করিয়া সহস্র অশ্ব লাভ করেন। এবং তাহা গাধিকে প্রদানপূর্ব্বক সত্যবতীকে বিবাহ করেন। মহভা-আদি-১৭৫। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্ব ইন্দ্র তুল্য পুত্রাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তপস্যা করেন। সেইজন্য স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল গাধি। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী। সত্য-বতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০।

গানচিত্তহরা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ কাশী-পূ ৪৭।

গান্ধর্ব্বী—একটী গন্ধর্ব্ব দুহিতা। বায়ু-৬৯।

গান্ধার—(১) কুরুবংশীয় নরপতি সেতুর পুত্র অঙ্গার, অঙ্গারের তনয় গান্ধার। এই গান্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশ খ্যাত হইয়াছে। হরি-হরি-৩২ (২) যযাতিবংশীয় সেতুর তনয় আরব্ধ,

আরব্ধের তনয় গান্ধার, গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত ছিল। ভাগ-৯স্ক ২৩। (৩) যযাতি বংশীয় সেতুর তনয় আরদ্বান্, আরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

গান্ধারকায়ণ—অগস্ত্য বংশীয় মহর্ষি গান্ধারকায়ণ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০২।

গান্ধারী—(১) যযাতির অন্যতম পুত্র যদু। যদুর অন্যতম পুত্র ক্রোষ্টা। এই ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী অনমিত্রকে এবং মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষকে প্রসব করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; হরি-হরি-৩৪। (২) গান্ধার দেশের অধিপতি সুবলের গান্ধারী নামে এক কন্যা ও শকুনি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হয়। গান্ধারীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে "শত পুত্রের জননী হও" বলিয়া বর প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি গর্ভধারণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল পরে এক মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তাহা হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতিও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১০। পতি অন্ধ ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিতেন তিনি পুত্রদিগকে বিবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বারবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পুত্রদের বিনাশ হইলে, তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সহিত বনে গমন করেন এবং তথায় দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভা। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সাত্বতের অন্যতম পুত্র বৃষ্ণির গান্ধারী ও মাদ্রী নাম্নী দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারীর গর্ভে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রীর গর্ভে দেবমীঢ় নামে এক পুত্র জন্মে। লি-৬৯। (৪) বৃষ্ণির স্ত্রী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনুমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন। মৎ-৪৪। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ও গান্ধারী ছিল। মৎ-৪৭; অগ্নি-২৭৬। (৬) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী গান্ধারী। মহাভা-আদি-৯৫। অজমীঢ় দেখ। (৭) গান্ধারী গৌরী প্রভৃতি পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। কেশিনী দেখ। (৮) অসোমজার অন্যতম পুত্র ধৃষ্ট। ধৃষ্টের গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল।

গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৫। (১০) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরভী হইতে রোহিনী ও গান্ধারী নামে দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-৬৬। (১১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৩৩।

গান্যাসন—মহর্ষি গান্যাসন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গাভী—মহর্ষি শবর গাভীকেই দেবীরূপে কল্পনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৬৯।১।

গামিনী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অলম্বুষা, গামিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪।

গায়ত্রী—(১) শ্বেতকল্পে মহাদেব হইতে শ্বেতবর্ণা গায়ত্রী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লি-২৩। (২) ব্রহ্মা একদা জপে নিরত ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ প্রাদুর্ভূত হইল। এই স্ত্রীরূপার্দ্ধ শতরূপা নামে বিখ্যাতা হইলেন। এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রাহ্মণী নামে প্রসিদ্ধা। একদা ব্রহ্মা শতরূপার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেইজন্য শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। মৎ-৩, ৪। (৩) ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতী। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা বাকের প্রতি আসক্ত হন। বাক ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া হরিণরূপ পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মাও হরিণরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করেন। মহাদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া বধ করেন। ইহাতে অতিমাত্র কাতর হইয়া গায়ত্রী ও সরস্বতী মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব ব্রহ্মাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। (৪) একদা প্রজাপতি দধীচি যজন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে গায়ত্রী দেবী তাঁহাকে কামনা করেন। তাহাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে স্নিগ্ধস্বরের সমুৎপত্তি হয়। বায়ু-২১। উনবিংশকল্পে বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হয়। দধীচি এই মনুর পুত্র। তিনি ত্রিদশাধিপতি হয়েন। গায়ত্রী এই ত্রিদশাধিপতি দধীচিকে কামনা করায়, তৎগর্ভে যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২০। (৫) বেদমাতা গায়ত্রী সর্ব্বপাপ নাশ করেন। বৃহন্না-৬। (৬) সরস্বতী ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পত্নী ও গায়ত্রী কনিষ্ঠা স্ত্রী। পদ্ম-উত্ত-১১। (৭) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, সৌপর্ণেয় পক্ষীগণ ও নানাদিকস্থিত হব্যবাহগণ বিনতা হইতে উৎপন্ন হন। বায়ু-৬৯। বিনতা দেখ। (৮) একবার ব্রহ্মা এক

যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া সমুদয় দেবগণকে আমন্ত্রণ করেন। যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইলে সাবিত্রী দেবীকে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন এবং তাঁহার সখীগণও আসেন নাই। সেই জন্য তিনি আসিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হই। স্বীয় পত্নী সাবিত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গায়ত্রী নাম্নী এক আভীর কন্যাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬-১৭। (৯) গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী ও পংক্তি এই সপ্ত ছন্দই সপ্তাশ্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে কুমা-৩৮। (১০) বেদজননী গায়ত্রী গান কর্ত্তাকে ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গায়ত্রীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৯৭।

গায়ন—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহার সহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, গায়ন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গায়ন্তী—মনুবংশীয় রাজর্ষি গয়ের পত্নী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি অবিরোধন, নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। অবিরোধন দেখ।

গার্গী—ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্যের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। উপনি।

গার্গীয়—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্গ্য—(১) পূর্ব্বদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। তাঁহার পিতার নাম অঙ্গিরা। তিনি লঙ্কা সমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া-ছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ স্বীয় পুরোহিত গার্গ্য দ্বারা রামকে গান্ধার দেশ জয় করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। তদনুসারে ভরত গান্ধার বিজয়ে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশ জয় করেন। রামা-উত্তরা-১১৩। (৩) সৌর্য্যের পুত্র সৌর্য্যায়নী গার্গ্য, মহর্ষি পিপ্পলাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। প্রশ্ন-উপনি। (৪) গার্গ্য মুনির কর্কশভাষী বালক পুত্রকে নরপতি

কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ বিনাশ করেন। তজ্জন্য পরীক্ষিৎ মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৩০। গার্গ্য যদুবংশীয়দের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার শ্যালক শিশিরায়ন ত্রিগর্ত্তরাজের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহার পুরুষত্ব আছে কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁর ক্রোধ উপশম হয়। গার্গ্যের ঔরসে ও গোপিকা বেশ ধারিনী গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে মহাবীর কালযবনের জন্ম হয়। গোপালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, অপুত্রক যবনরাজ অন্তঃপুরে তিনি প্রতিপালিত হন। হরি-হরি-৩৫। (৫) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্রের নামও গার্গ্য ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি শিনির তনয় গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৭) বাস্কল ঋষি তিনখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় শিষ্য কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজবকে অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪। (৮) পুরুবংশীয় নরপতি গার্গ্যের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৯) একদা মহর্ষি গার্গ্য স্বীয় শ্যালক কর্ত্তৃক যাদবগণ সমক্ষে নপুংসক বলিয়া উপহসিত হন। সেই জন্য তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া অভিলষিত বর লাভ করেন। অপুত্রক যবনরাজের পত্নীতে তিনি কালযবন নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৩। (১০) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্য একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গার্গ্যহরি— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গার্গ্যহরি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গার্গ্যায়ন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্গ্যায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্দ্দভি—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্দ্দভি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, আর্ষ্টিষেণ ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গার্হপত্য—অগ্নির তিন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০। অগ্নি দেখ। অগ্নি গৃহের [শরীরের] পতি হইয়া সর্ব্বস্থানে বিরাজমান থাকেন। সেই জন্য তাঁহার এক নাম গার্হপত্য। বরা-১৮।

গার্হায়ন—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গার্হায়ন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গাল—পূর্ব্বকালে গাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি বিষ্ণু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার পূজা করিতেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই মূর্ত্তি তথা হইতে গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নীলাচলে স্থাপন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-২৬।

গালকি—মহর্ষি বৈশম্পায়নের যজুর্ব্বেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বৈশম্পায়ন দেখ।

গালব—পূর্ব্বদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-১। তাঁহারই পরামর্শে মান্ধাতা ও রাবণের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা-উত্ত-২৬। সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল প্রভৃতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তদীয় ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তান সকলের ভরণ পোষণের জন্য গো-শতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। এই জন্য তিনি গালব নামে বিখ্যাত হন। হরি-হরি-১৩। বারানসীর রাজা প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস ও ভার্গ। ভার্গ হইতে ভৃগুভূমি জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুভূমির পুত্র অঙ্গিরা, অঙ্গিরার পুত্র গালব। হরি-হরি-২৯। মহাযশা যোগাচার্য্য গালব পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের সখা ছিলেন। হরি-হরি-২০। সাবর্ণি মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, আত্রেয়, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৌশিক, গালব ও কাশ্যপরুরু এই সাতজন ঋষি ছিলেন। হরি হরি-৭। বাভ্রব্য গোত্র সমুৎপন্ন মহর্ষি গালব নারায়ণ হইতে বর লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালব অধ্যয়ন সমাপনান্তে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক জননীমুখে স্বীয় জনকের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাদেবের বরে তাঁহার পিতা পুনর্জীবন লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-১৮। মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমদির অন্যতম শিষ্য বেদমিত্র। বেদমিত্র স্বীয় পঞ্চ শিষ্য মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশিরকে পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪। একবার দৈত্য পাতালকেতু মহর্ষি গালবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কিছু না করিয়া কেবল ঊর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বর্গ হইতে তাঁহাকে একটী অশ্ব প্রদান করিলেন। মহর্ষি গালব সেই অশ্ব নরপতি ঋতধ্বজকে প্রদান

করেন। ঋতধ্বজ সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া পাতালকেতুকে বিতাড়িত করেন। বাম-৫৯। সাবর্ণিমনুর সময়ে অশ্বত্থামা, শরদ্বান, কৌশিক, গালব, শতানন্দ, কশ্যপ ও পরশুরাম এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গালব একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। অশ্বত্থামা ও অষ্টক দেখ। মহর্ষি গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে যাইতে বলিলেন। কিন্তু গালব গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন— যদি নিতান্তই দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, শ্যামকবর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর। গালব বিশ্বামিত্রের বাক্যে অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় কিছুকাল যাপন করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর বাহন গরুড় তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। গরুড় তাঁহাকে প্রথমে কাশীশ্বর যযাতির নিকট লইয়া যান। যযাতি অশ্ব দিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় কন্যা মাধবীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন—আমার এই কন্যা চারিটী বংশকর পুত্র উৎপাদনে সমর্থ। ইহাকে অন্য কোন নরপতিকে পুত্র উৎপাদনার্থ প্রদান করিয়া তাঁহার শুল্কের বিনিময়ে অশ্ব গ্রহণ করুন। তদনুসারে গালব মাধবীকে লইয়া প্রথমে অযোধ্যাধিপতি হর্য্যাশ্বের নিকট গমন করেন। হর্য্যাশ্ব মাধবীতে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্কস্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করেন। এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করেন। গালব মাধবীকে লইয়া দ্বিতীয়বারে কাশীর রাজা দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন। দিবোদাস মাধবীতে প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্ক স্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করিলেন। এবং মাধবীকে গালব হস্তে প্রত্যর্পন করিলেন। গালব মাধবীকে লইয়া তৃতীয় বারে ভোজরাজের নিকট গমন করিলেন। ভোজরাজ উশীনর মাধবীতে শিবি নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়া কন্যার শুল্কস্বরূপ গালবকে দুই শত অশ্ব প্রদান করেন এবং মাধবীকে প্রত্যর্পন করিলেন। অবশেষে গালব গরুড়ের পরামর্শে এই ছয় শত অশ্ব ও মাধবী বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র মাধবীকে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাতে অষ্টক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া মাধবীকে গালব হস্তে প্রদান করিলেন।

তিনি মাধবীকে যযাতির নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১০৫—১১৯। পুরাকালে গালব নামে একজন বিষ্ণুপরায়ন মুনি দক্ষিণাব্ধির ধর্ম্ম পুষ্করিণীর তীরে অতি কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩১। মহর্ষি গালব সম্বাদিত্যের অর্চ্চনা করিয়া বটেশ্বর নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-৫৬। আপ্য দেখ। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র গালব। মহাভা-অনু-৪।

গালবি— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গালবি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গালবিদ্— অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গালবিদ্ একজন গোত্রপ্রর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গালবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৫।

গির—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৬। বলরাম দেখ।

গিরি—শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। ভাগ-১০স্ক-৪৯; বিষ্ণু ৪র্থ-১৩। অক্রূর দেখ।

গিরিক— বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

গিরিকা— (১) কুরুবংশীয় নরপতি উপরিচরের পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সত্তম, নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (২) কোলাহল নামক এক সচেতন পর্ব্বতের ঔরসে ও শক্তিমতী নদীর গর্ভে গিরিকার জন্ম হয়। চেদিরাজ্যের অধিপতি বসু (অন্যনাম উপরিচর বসু) তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) উপরিচর বসুর স্ত্রী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজু, মৎস্য ও কালী নামে সাত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। মৎ-৫০।

গিরিক্ষেত্র—যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। অবাহ দেখ।

গিরিক্ষিত—মহর্ষি গিরিক্ষিত একজন বৈদিককালের ঋষি ছিলেন। তাঁহারই বংশীয় রাজর্ষি পুরুকুৎস ছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।৮।

গিরিজা—হিমালয়ের কন্যা ও শিবের স্ত্রী পার্ব্বতীর অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২০।

গিরিধন্বা— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।
৮২নং ওয়েষ্ট কমাউট, ইনসিন।

গিরিনৃসিংহ—কাশীতে দেহলী বিনায়কের পূর্ব্বাংশে ভক্তজনের পাপ নাশন গিরিনৃসিংহ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ ৬১।

গিরিভদ্রা—পূর্ব্বে রথন্তরকল্পে অনমিত্র নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম গিরিভদ্রা ও পুত্রের নাম আনন্দ ছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩।

গিরিভানু—যদুবংশীয় গিরিভানুর স্ত্রী পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৩।

গিরিভেদী—দেবাসুর যুদ্ধে গিরিভেদী স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম গণ ছিলেন। তাঁহার হস্তে অনেক দানব সৈন্য নিহত হয়। বাম-৫৮।

গিরিরক্ষ—(১)যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম ভ্রাতা। বায়ু-৯৬। শ্বফল্ক দেখ। (২) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৯৬। অক্রূর দেখ।

গিরিরাজ—মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়ের অন্যনাম। শ্রীমহা ২২।

গিরিরাজনন্দিনী— মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যনাম। শ্রীমহা-২২।

গিরিশ—পিতামহ ব্রহ্মা শূলপানি, গিরিশ, মহাদেব, মাতৃগণ, ব্রতসমুদয়, মন্ত্রনিচয়, গোসকল, যক্ষ, রাক্ষস, পার্থিব, সমুদয়, সমস্তভূত, পিশাচ সকলের আধিপত্য কার্য্যে অভিষিক্ত করেন। হরি-হরি-৩।

গিরিসুতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী গিরিসুতা ছিলেন। বরা-৯২।

[গি]রীন্দ্র— হিমালয়ের অন্য নাম। শ্রীমহা-৬৯।

গীতকৃত—দ্বারকা তীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার ১৭।

গীতজ্ঞ— গন্ধর্ব্বদের মধ্যে গীতজ্ঞ নামে একজন ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

গীতপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ দায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গীতপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। একচূড়া দেখ। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩০ ; বাম-৫৭।

গীষ্পতি—বৃহস্পতির অন্যতম নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৮।

গুঙ্গু— মহর্ষি গৃৎসমদ, গুঙ্গু, রাকা, সিনীবালী, সরস্বতী, ইন্দ্রানী, ও বরুণানী দেবীকে একসঙ্গে স্তব করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য গুঙ্গুকে রাকা ও সিনীবালীর সহচরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ-২।৩২।৮।

গুড়াকেশ— গুড়াকেশ নামে এক কৃষ্ণভক্ত অসুর ছিল। তাঁহার মেদ হইতে তাম্র, রুধির হইতে স্বর্ণ, অস্থি সমূহ হইতে রৌপ্য, রঙ্গ, সীস, কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। বরা-১২৯।

গুণক—মথুরার অধিপতি কংসের গুণক নামে এক মালাকার ছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ কালে তাঁহার

নিকট হইতে মালা গ্রহণপূর্ব্বক এই বর দেন যে, মদাশ্রয়া লক্ষ্মী ধনরাশির সহিত সর্ব্বদা তোমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন। হরি-হরি-৮৩।

গুণকেশী— ইন্দ্রের সারথী ও মন্ত্রি মাতলির পত্নী সুধর্ম্মা গোমুখ নামে এক পুত্র ও গুণকেশী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই গুণকেশীকে ঐরাবত বংশীয় আর্য্যকের পৌত্র, চিকর নাগের পুত্র ও বামনের দৌহিত্র সুমুখ বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯, ১০৩।

গুণনিধি—(১) সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অপ্সরাদের অন্যতমা গুণনিধি ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (২) কাম্পিল্য দেশে যজ্ঞ-বিদ্যা-বিশারদ দীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় গুণনিধি অতিশয় মন্দ কর্ম্মাসক্ত ছিলেন, কিন্তু শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে উপবাস করিয়া মুক্ত হন এবং কলিঙ্গরাজ অরিন্দমের দম নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩

গুণবতী—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী দুইটী পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ এবং গুণবতীকে শ্রীকৃষ্ণের তনয় শাম্ব বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৫৩। (২) দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের গুণবতী নামে এক কন্যা ছিল। দেবশর্ম্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। একদা দেবশর্ম্মা ও চন্দ্র বনে কুশ কাষ্ঠ আহরণার্থ গমন করিয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হন। গুণবতী একাদশী ও কার্ত্তিক ব্রত পালন করিয়া যথাকালে প্রাণত্যাগ করেন। পরজন্মে সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৩। (৩) সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, গুণবতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৪) সিংহলরাজ চন্দ্রসেনের স্ত্রীর নাম গুণবতী ছিল। তাঁহা হইতে পরমা রূপবতী মন্দোদরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৫স্ক-১৭। মন্দোদরী দেখ। (৫) হাস্তিনপত্তনে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গুণবতী বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করেন। পদ্ম-উত্ত-২০০।

গুণমুখ্যা—গুণমুখ্যা নাম্নী অপ্সরা অর্জ্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

গুণাকর—(১) মহাদেবের অন্য নাম। মহভা-অনুশা-১৭। (২) উত্তরকুরু প্রদেশে নরপতি গুণাকর রাজত্ব করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে সমরে পরাজয় করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮।

গুণাবরা— অপ্সরা গুণাবরা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের জন্মকালে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল। মহাভা-আদি-১২৩।

গুপ্ত— বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুপ্তক— সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণকালে তিনি অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন ২৬২—৭০।

গুপ্তনেত্র— মহাদেবের একজন অনুচর। জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে তিনি মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৩।

গুপ্তলোমক—মহাদেবের একজন গণ। তিনি জালন্ধরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

গুপ্তেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে গুপ্তেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৩।

গুরু—(১) যযাতিবংশীয় নরপতি সংকৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। মহাভা-সভা-৭। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গুরু একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। (৩) মৎ-১৯৬। ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। মার্ক ১০০। অনুগ্রহ দেখ।

গুরুক্ষেপ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহৎক্ষণের পুত্র গুরুক্ষেপ, গুরুক্ষেপের তনয় বৎস, বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২।

গুরুধী—ভরতবংশীয় নরের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির পত্নী সৎকৃতি হইতে গুরুধী জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯।

গুরুভার— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে গুরুভার অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

গুরুমিত্র— সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্য-বর্গের অন্যতম গুরুমিত্র ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

গুর্ব্বক্ষ—বলির অন্যতম তনয় গুর্ব্বক্ষ। পদ্ম-সৃষ্টি-৬

গুল্ম—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

গুহ— (১) মহর্ষি গুহের নামানুসারে গুহতীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম গুহ। সৌর-৬১; বিষ্ণু-৫ম ৩৩; বাম ৫৭। (৩) একদা শিব স্বীয় পত্নী পার্ব্বতীকে দেখিয়া কোন এক বিশেষ কারণে তাঁহার শুক্র বহ্নি-মুখে নিক্ষেপ করেন। ঐ শুক্র বহ্নিবদন প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় দেবগণকে তাপিত করিল। পরে সেই শুক্রে দেবগণের অজীর্ণ হইল। অতঃপর তাঁহাদের জঠর সকল ভেদ করিয়া গঙ্গা সলিলে পতিত হইল। অনন্তর সেই স্থান হইতে শুক্র শরবনে উপনীত হইল। এই শরবনগত শুক্র হইতেই দিবাকরদ্যুতি গুহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং সপ্তদিবসীয় বালক অবস্থায়ই তিনি তারকাসুরকে নিহত করেন। মৎ-১৪৬। (৪) নিষাদ জাতীয় স্থপতি বিশারদ জনৈক বলবান্ নৃপতি। রাম বনে গমনকালে তাঁহার

আলয়ে অতিথি হন। রামা-অযোধ্যা-৫০। (৪) মহাদেব এক ব্যাধকে গুহ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শিব-জ্ঞান-৭৪।

গুহক—রাম বনবাসকালে মৎস্যজীবী গুহকের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পু-১৯।

গুহা— দক্ষের শত কন্যার মধ্যে সংসর্পা সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নাম্নী ছয় কন্যা বিশ্বদেবগণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

গুহাবাসী—গুহাবাসী একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। বরাহ কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব গুহাবাসী নামে মহাতুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উতথ্য, বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল নামে যোগবিৎ ব্রহ্মবাদী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

গুহ্য— বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গুহ্যক—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

গুহ্যকালী— ভগবতী শতাক্ষীর শরীর হইতে উৎপন্ন অন্যতমা মহাশক্তি। দেবী-৭স্ক-২৮।

গৃষ্টিম—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ।

গৃৎসমতি—ভরত বংশীয় নরপতি বিতথের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম সুহোত্র। এই সুহোত্রের তনয় কাশিক ও গৃৎসমতি। তন্মধ্যে গৃৎসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩২।

গৃৎসমদ— (১) মহর্ষি গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সমুদয় সূক্তের ঋষি। কথিত আছে যে, তিনি অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। পরে গৃৎসমদ নাম ধারণপূর্ব্বক ভৃগু শুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভিহিত হন। গৃৎসমদের অন্যতম্ শিষ্য কাত্যায়ন বেদের অনুক্রমণিকা রচনা করেন। ঋগ ২।১।১। (২) সোমবংশীয় নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে গৃৎসমদের তনয় শুনক। এই শুনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিলেন। হরি-হরি-২৯। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা বৃহস্পতি তুল্য মহর্ষি গৃৎসমদ একবার ইন্দ্রের সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে অশুদ্ধ বেদ পাঠকরিয়া চাক্ষুষ মনুর পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠের শাপে মৃগ হইয়া ছিলেন। পরে মহাদেবের বরে তিনি সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মহাভা-অনুশা-১৮। (৪) রাজা বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ দেখিতে অবিকল ইন্দ্রের ন্যায় রূপশালী ছিলেন। একদা দৈত্যগণ ইন্দ্র মনে করিয়া তাহাকে অতিশয় উৎপীড়ন করেন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৫) সোমবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের

কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে গৃৎসমদের তনয় শুনক, শুনকের তনয় শৌনক। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুহোত্রের কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা শৌনক ঋষি এই গৃৎসমদের তনয় ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৭) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গৃৎসমদ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু ও গৃৎসমদ দুইটী প্রবর। মৎ-১৯৫। (৮)অন্যতম মন্ত্রবাদী ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

গৃৎসমান—তিনি একজন মন্ত্রবাদী ঋষি। বায়ু-৫৯।

গৃধ্র—(১) তাম্রাদেবীর অন্যতমা কন্যা ভাসীর গর্ভে গৃধ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ। (৩) যমের দৌহিত্র শকুনি। শকুনির অন্যতম পুত্র গৃধ্র। মার্ক-৫১। অঙ্গ-ধুক্ দেখ।

গৃধ্রগণ—কশ্যপের অন্যতমা কন্যা গৃধিকা হইতে গৃধ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

গৃধ্রপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গৃধ্রপত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গৃধ্রবক্ত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিমলানদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গৃধ্রবক্ত্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

গৃধ্রমোজা—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৪। অক্রূর দেখ।

গৃধ্রাস্যা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

গৃধ্রিকা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা নাম্নী ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র সমুদয় জন্মে। হরি-হরি-৩। তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুচী জন্মগ্রহণ করেন। গৃধ্রিকা হইতে গৃধ্র, কপোত ও কপোত জাতীয়গণ প্রসূত হয়। লি-৬৩। বিষ্ণু-১ম, ১৫, ২১।

গৃহপতি—(১) মহর্ষি সহের পুত্র গৃহপতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১০৯।১। (২) গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিয়ত পূজিত হন। মহাভা-বন-২২০। (৩) পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার রমনীয় তীরে নর্ম্মপুর নামক নগরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বিশ্বানর নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল শুচিষ্মতী। বিশ্বানরের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং মহাদেব তাঁহার পত্নী হইতে গৃহপতি নামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ১০, ১১।

গৃহেষু—সাবর্ণ মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। সাবর্ণমনু দেখ।

গো—(১)সুকাল পিতৃগণের মানসী কন্যা গো, ব্যাস তনয় শুকদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (২) রাজা যযাতি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় গো নাম্নী কাকুৎস্থ কন্যাকে লাভ করেন। হরি-হরি-২৯ (৩) ক্রোধের দুহিতা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিনী, রোহিনীর কন্যা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) মহর্ষি গো অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে গো-তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (৫) বশিষ্টসুত পিতৃগণের মানস কন্যা গো। তিনি শুক্রের পত্নী এবং সাধ্যগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী ছিলেন। মৎ-১৫। অমর্ক দেখ। (৬) কশ্যপ কন্যা সুরভী, রোহিনী ও গন্ধর্ব্বী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। রোহিনীর গর্ভে গো সকল ও গন্ধর্ব্বীর গর্ভে অশ্ব সকল জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৭) পিতৃগণের মানসী কন্যা গো শুক্রাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৭৩। (৮) নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি। গো নাম্নী কাকুৎস্থের কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৯৩। (৯) সোমপ পিতৃগণের মানসী কন্যা। গো শুক্রের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে যণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরূত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৫।

গোকর্ণ—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষোড়শ কলিযুগে গোকর্ণ নামে মহাদেবের এক অবতার ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২। (২) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা পরম যোগী ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। (৩) মথুরাধামে বসুকর্ণ নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুশীলা। তাঁহারা গোকর্ণ তীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া পুত্র লাভ করেন, সেই জন্য পুত্রের নামও গোকর্ণ রাখেন। বরা-১৬৭—১৭৩। (৪) একজন যোগাচার্য্য। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৫) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৬) মথুরা পুরীতে গোকর্ণ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমকিঙ্কর ভুলক্রমে একজনের স্থলে অন্যজনকে যমালয়ে উপস্থিত করেন। যম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই

আর ফিরিয়া গেলেন না। তিনি যমের নিকট নরক বিবরণ শুনিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২৬। (৭) কুলাপত্তনে আত্ম-দেব নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধুন্ধুলী নামে তাঁহার এক অনপত্যা কলহপ্রিয়া স্ত্রী ছিল। সন্তান লাভের জন্য এক সাধুর নিকট হইতে একটী ফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্ত্রীকে তাহা প্রদান করেন। স্ত্রী নিজে সেই ফল ভক্ষণ না করিয়া এক গাভীকে ইহা খাইতে দেন। ইহাতে সেই গাভী একটী মানব শিশু প্রসব করেন। তাঁহার কর্ণ গরুর কর্ণের ন্যায় ছিল বলিয়া তাঁহার নাম গোকর্ণ হয়। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

গোকর্ণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোকর্ণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গোকর্ণিকা—অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, গোকর্ণিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গোকর্ণেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গোকামুখ—(১) কশ্যপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে গোকামুখ, গোক্ষ প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (২) মহাদেবের অন্যতম অনুচর। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৫। (৩) ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুরীষা তরুর পুত্রের নাম গোকামুখ। গোকামুখের তনয় বৃদ্ধশ্রবা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

গোক্ষ—কশ্যপের ঔরসে ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কদ্রুর গর্ভে গোকামুখ, গোক্ষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

গোখল্য—মাণ্ডুকেয় মুনির পুত্র শাকল্য। মহর্ষি শাকল্য স্বীয় পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন এবং নিজ শিষ্য, বাৎস্য, মুদ্গাল. শালীর, গোখল্য ও শিশিরকে শিক্ষা দেন। জাতুকর্ণ ও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

গোঘ্ন— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪।

গোচপলা—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা পত্নী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

গোণসা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী অন্যতমা কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোণর্দ্ধ— জরাসন্ধ, স্বীয় জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই সময়ে কাশ্মীর দেশের অধিপতি গোণর্দ্ধ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন। হরি-হরি-৯০।

গোণীপতি— অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি

গোণীপতি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

গোতম—(১)রহূগণের পুত্র মহর্ষি গোতম ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। একবার মহর্ষি গোতম পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন। মরুৎগণ দূরস্থ একটী কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ঋগ-১।৮৫।১০। মহর্ষি গোতম যখন মরুভূমিতে ছিলেন, তখন অশ্বিদ্বয় অন্যদেশের একটী কূপ উঠাইয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নান ও পানের সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচু করিয়া ও তলদেশ উচু করিয়া ধরিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।৯। (২) ব্রহ্মা, স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে এক সুন্দরী ভার্য্যার জন্মদান করেন। ব্রহ্মার আত্ম সদৃশী সেই ভার্য্যা হইতে প্রথমে প্রজাপতি, সাগর, সরিৎ, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীসম্ভব চার বেদের সৃষ্টি করেন। পরে বিশ্ব ও প্রজাপুঞ্জের পতিরূপ, বিশ্বেশ, ধর্ম্ম, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গোতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেন। হরি-হরি-১৯৫। (৩) অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ; গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ইঁহারা উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন এবং মহাত্মা কুবেরের গুরু ছিলেন। মহাভা-অনু-শা-১৫০। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

গোতমীপুত্র—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শিবস্বাতির তনয় গোতমীপুত্র। গোতমীপুত্রের তনয় পুলিমান, পুলিমানের তনয় সাতকর্ণি শিবশ্রী। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

গোত্রপা—একটী কুলদেবতা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

গোত্রভিদ্—ইন্দ্র বজ্র প্রহারে ভীত হইয়া স্বীয় বিমাতা দিতির গর্ভস্থ ভ্রাতাকে পাতিত ও ছিন্ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গোত্রভিদ্ নামে খ্যাত। বাম-৭১।

গোদ—গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। অশেষ ও বিক্রান্ত দেখ।

গোদাবরী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গোদাবরী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সিদ্ধযাত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) গোদাবরী নদী অগ্নির স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

গোধনবর—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রূর দেখ।

গোধা—মহর্ষি গোধা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৩৪।১।

গোনন্দ— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোনন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ বাহা নদী স্বীয় অনুচর গোনন্দ ও নন্দককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

গোনসা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, গোনসা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোপ—ক্রতু হইতে যে দ্বাদশ সোমপ তুষিত দেব জন্মগ্রহণ করেন, গোপ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

গোপজলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা গোপজলা মহর্ষি প্রভাকরের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

গোপতি—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনির গর্ভে গোপতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) নরপতি শিবির পুত্র গোপতি। পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিলে গোপতি গো সমুদ্রের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪৯। (৩) ভোজরাজ গোপতিকে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন। মহাভা-বন-১২। (৪) পাঞ্চাল দেশীয় নরপতি গোপতি। তাঁহার তনয় সিংহসেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৩। কশ্যপ, অগ্নিভুক্ ও অর্কপৃষ্ঠ দেখ।

গোপন— (১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, গোপন তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। (২) মহর্ষি গোপন অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, শ্যাবাশ্ব ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গোপবন— মহর্ষি গোপবন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৭৪।১।

গোপা—আগ্নীধ্রের তনয় রাজর্ষি ভদ্রাশ্ব ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোপা প্রভৃতি দশ কন্যার উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। অত্রি দেখ।

গোপাদিত্য—প্রভাসে গোপাদিত্য নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-১১৮।

গোপায়ন—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির অন্যতম শিষ্য গোপায়ন ছিলেন। বাম-৬।

গোপাল—শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮২।

গোপালা— অন্যতমা কল্যাণদায়িনী মাতৃকা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

গোপালি—পরাশর বংশোৎপন্ন গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন ঋষি গৌরপরাশর নামে খ্যাত। মৎ-২০১।

গোপালী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোপালী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কালযবন জন্মগ্রহণ করেন। অপ্সরা গোপালী, পুত্র জন্মিবা মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে কালযবন পরিবর্দ্ধিত হয়। হরি-হরি-৩৫। গার্গ্য দেখ।

গোপীগোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

গোপীশ্বর—গোপীগণ সন্তান লাভার্থ এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই গোপীশ্বর নামে বিখ্যাত। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-১২০।

গোপুচ্ছলা—ঘৃতাচীর গর্ভজাত রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের দশ কন্যার অন্যতমা গোপুচ্ছলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঘৃতাচী দেখ।

গোপেশ্বর—গোপ তীর্থে স্নান করিয়া গোপেশ্বরকে দর্শন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়। স্কন্দ-আব অব-৩১।

গোপেষ্ঠ—ব্রজে গোপেষ্ঠ নামে একজন বৃষভানু ছিলেন। গর্গ-গোলো-১৮।

গোপ্রেক্ষ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৩।

গোবর্দ্ধনধরজনার্দ্দন— চমৎকার পুরে গোবর্দ্ধনধরজনার্দ্দন বিদ্যমান আছেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রভূত গো-লাভ হয়। স্কন্দ-নাগ-৬০।

গোবাসন—নরপতি গোবাসনের কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ করেন। দেবিকার গর্ভে তাঁহার বৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

গোবিন্দ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম গোবিন্দ। মৎ-৪৫। ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ হইয়াছে। মহাভা-উদ্-৬৯। (২) গৌতম বংশীয় গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ভ্রম বশতঃ পুত্র হত্যা করিয়া রেবা নদীতে স্নান তর্পন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১০৩।

গোবিন্দস্বামী—যমুনা তটে গোবিন্দস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বিজয় দত্ত ও অশোক দত্ত নামে দুই শিবভক্ত পুত্র ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮। বিজয় দত্ত দেখ।

গোবৃষ— ব্রহ্মা, মহেশ্বরধ্বজ শ্রীমান গোবৃষকে চতুষ্পদ বাহন সমুদয়ের অধিপতি করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯।

গোব্রজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, গোব্রজ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গোভানু—(১) নরপতি যযাতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম তুর্ব্বসু। তুর্ব্বসুর তনয় বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈশানু। হরি-হরি-৩২; বায়ু-৯৯। (২) যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, তুর্ব্বসুর পুত্র গর্ভ, গর্ভের পুত্র গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি। মৎ-৪৮। (৩) গোভানুর পুত্র ত্রিশান্ধ। তিনি বীর ও অজেয় ছিলেন। বায়ু-৯৯।

গোভিল—(১) মহর্ষি গোভিল একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা গোভিল গৃহ্য-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা কাত্যায়ন সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন সং। (২) মহর্ষি গোভিল একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর মৎ-১৯৯। (৩) কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এক যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞে মহর্ষি গোভিল উদ্‌গাতা ছিলেন। দেবী-ভাগ-৩স্ক-১০। (৪) একবার মহর্ষি গভিল ব্রহ্মার যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৩। (৫) মহর্ষি গভিল প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৮।

গোভিলেশ্বর— কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

গোমতী—(১)মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি অরিন্দমের পুত্র গোমতী, গোমতীর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের তনয় মেদ। ভাগ-১২স্ক-১। (২) পবিত্রা গোমতী নদী বিশ্বভুক্‌ অগ্নির পত্নী। মহাভা-বন-২১৭। বিশ্বভুক্‌ দেখ। (৩) মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ভবানী ও গোমতী মহর্ষি আমুষ্যায়নের তনয় নারায়ণের পত্নী ছিলেন। নারায়ণ অকালে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহারা বিধবা হয়েন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৬। (৪)দেবীপার্ব্বতী গোমন্ত পর্ব্বতে গোমতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

গোমহিষদা--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোমহিষদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

গোমান—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র শম্ভু। শম্ভুর তনয় ধনুক, আসিলোমা, নাবল, গোমুখ, গবাক্ষ ও গোমান এই ছয় জন। বায়ু-৬৭।

গোময়ান— তিনি কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার বৎসর, কশ্যপ, নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

গোমায়ু—(১) কশ্যপ পত্নী সুরভী হইতে দংষ্ট্রী, গোমায়ু, কাক ও গোমহিষ প্রভৃতি জন্ম লাভ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২) একজন দেবগন্ধর্ব্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

গোমুখ—ইন্দ্রের সারথী ও মন্ত্রী মাতলীর পত্নী সুধর্ম্মা হইতে গোমুখ নামে এক পুত্র এবং গুণকেশী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা উদ-৯৭-১০৩। গোমুখ নামে এক শিবভক্ত ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-৩। গোমুখ নামে এক দানবপতি পাতালে বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

গোমেদ—মহর্ষি গোমেদ একজন অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গোরথ— বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি গোরথ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

গোলক—(১) দ্বারকা তীর্থের উত্তর দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১১৭। (২) মহর্ষি শাকল্যের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬; বায়ু-৬০। শাকল্য দেখ।

গোলক্ষ—প্রভাস ক্ষেত্রে গোলক্ষ নামক শিবলিঙ্গ মহর্ষি উদ্দালক কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৯।

গোলভ—১জনৈক দুর্দ্দান্ত গন্ধর্ব্ব। ইহার সহিত কলির পঞ্চদশ বৎসর যুদ্ধ হয়। ষোড়শবৎসরে বলিহস্তে গোলভ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। রামা-কিষ্কি-১৩। (২)প্রাচীন কালে গোলভ নামে এক রাজা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

গোলাঙ্গুল—ক্রোধের কন্যা হরীর গর্ভে বলশালী বানরগণ ও গোলাঙ্গুল বানরগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

গোলাপী—অপ্সরা গোলাপী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিত। মহাভা-বন-৪৩

গোশর্প—ইন্দ্র একবার মহর্ষি গোশর্পকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করিয়া ছিলেন। ঋগ-৮।৪৯।১।

গোশর্য্য— অশ্বিদ্বয় একবার অনার্য্য দস্যুদের আক্রমণ হইতে মহর্ষি কন্ব, মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ ৮।৮।২০।

গোশৃঙ্গ—মহর্ষি গোশৃঙ্গ হিমালয় পর্ব্বতের

বনমধ্যে বাস করিতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪১।

গোশ্রুতি—মহর্ষি সত্যকাম, জাবাল, ব্যাঘ্রপদ ঋষির তনয় বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিকে প্রাণবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ছান্দো-৫মঅ-২য়খ-৩।

গোষ্ঠ—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

গোষ্ঠায়ন—মহর্ষি গোষ্ঠায়ন ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গোস্তনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা গোস্তনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

গোহিত—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

গৌড়িনী—বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি গৌড়িনী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

গৌতম—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণমন্ত্রী। রামা-আদি-৭। (২) উত্তরদিক বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কাসমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৯। (৩) জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে অতিথি হন। রাজা অজ্ঞানিতভাবে তাঁহাকে মাংস মিশ্রিত অন্ন প্রদান করেন। তজ্জন্য গৌতম তাঁহাকে গৃধ্র হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন। রামা-উত্ত-৭২। (৫) গোতম মুনির পুত্র। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা, ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় গৌতম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অন্যের অদৃশ্য হইয়া, অনাহারে ভূমিতলে শয়ন করিয়া কাল কাটাইয়া ছিলেন। রামের দর্শনে ইনি শাপমুক্ত হন। গৌতমের পুত্র শতানন্দ রামা-আদি-৪৭, ৪৮। প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের জন্ম হয়। সাবর্ণিমনু গৌতমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯, ১০। দক্ষ যজ্ঞে মহর্ষি গৌতম অহল্যার সহিত সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। গৌতমের কন্যা জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। তাঁহারা সতীর অনুচরী ছিলেন। সতী, জয়ার মুখে দক্ষের যজ্ঞ বিবরণ ও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ না হইবার কথা শুনিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বাম-২, ৪, ৫। (৬) মহর্ষি উতথ্যের পুত্র গৌতম। মনু ৩।১৬। মহর্ষি গৌতম অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮৩।১। (৭) গৌতম ঋষি একজন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি। তাঁহার রচিত সংহিতার নাম গৌতমসংহিতা। গৌতম সং। (৮) বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও

জমদগ্নি, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন হরি-হরি-৭। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি সমাগত যমরাজকে কি উপায়ে পিতা মাতার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১২৯। (৯)মধ্যদেশে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দস্যু গৃহে অবস্থান নিবন্ধন, দস্যু ভাবাপন্ন হন। পরে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের উপদেশে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধর্ম্ম নামক এক বিহঙ্গের আলয়ে অতিথি হন এবং মাংস লোভে তাঁহাকেই বধ করেন। পরে সেই বিহঙ্গের বন্ধুগণ কর্ত্তৃক গৌতম নিহত হন। মহাভা-শান্তি-২৬৮। (১০) বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার পত্নী প্রদ্বেষী গৌতমকে প্রসব করেন। তিনি মাতার প্ররোচনায় স্বীয় পিতা দীর্ঘতমাকে ভেলায় বন্ধনপূর্ব্বক জলে ভাসাইয়া দেন। মহাভা-আদি-১০৪। (১১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে গৌতম একজন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (১২)গৌতম নামে একজন যোগাচার্য্য ও ছিলেন। (১৩)বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে আঙ্গিরস বংশে মহাদেব গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে গৌতমের পুত্ররূপে অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পরম যোগী ও সকল প্রকার যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪। (১৪) আবার বরাহ কল্পের বিংশতি দ্বাপরে গৌতম নামে আর একজন ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেব অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। গৌতম মুনির ক্রোধে ইন্দ্রের লিঙ্গ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। লি-২৯। (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরের বিংশ দ্বাপরে মহর্ষি গৌতম বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি নিমি একবার বশিষ্ঠ ঋষিকে উপেক্ষা করিয়া গৌতম মুনির দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৫ (১৬)মহর্ষি বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে এক পুত্র ও অহল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অহল্যা গৌতমের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। সত্যধৃতির স্ত্রী উর্ব্বশীর গর্ভে কৃপ নামে পুত্র ও কৃপী নাম্নী কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১৭)দণ্ডক অরণ্যে গৌতম নামে এক ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দেন যে তাঁহার আশ্রমসংলগ্ন স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মিবে। এই বর লাভের পর তিনি শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া উঠিলে ছেদন ও মধ্যাহ্নে অগ্নিতে পরিপক্ক করিয়া অভ্যাগত

অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তথায় অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তখন বনবাসী ঋষিগণ বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনাবৃষ্টি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌতমের আশ্রমে অতিসুখে কালযাপন করিলেন। পরে মারীচ নামক ঋষি গৌতমের পুত্র শাণ্ডিল্যের নিকট তদীয় পিতার নিকট বিদায় না লইয়া অন্যত্র গমন অনুচিত বলায়, সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বিদায় নেওয়া তেমন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু একটা ছল করিয়া যাওয়ার অভি-প্রায়ে তাঁহারা মায়া দ্বারা একটী গাভী সৃজন করিয়া গৌতমের আশ্রমে ছাড়িয়া দিলেন। গৌতম ইহা বুঝিতে পারিয়া মন্ত্রপুত সলিল ইহার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই গাভী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পতিত হইল। ঋষিগণকে গমনে উদ্যত দেখিয়া গৌতম তাঁহা-দিগকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনি গোহত্যা করিয়াছেন। অতএব আমরা এই স্থানে অবস্থান করিব না। তখন গৌতম তাঁহাদের নিকট প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা বলিলেন— গাভী মরে নাই মূচ্ছিত আছে। গঙ্গা সলিলস্পর্শে পুনঃ জ্ঞান সঞ্চার হইবে। গৌতম ইহার পরে হিমালয়ে বহুকাল তপস্যা করিয়া মহাদেবের বরে গঙ্গাকে স্বীয় আশ্রম সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক গাভীর চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে বিমান আরোহণে সপ্তর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া গৌতমের খুব প্রসংশা করিলেন। গৌতম তখন অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে শাপ প্রদান করেন যে, তাঁহারা বেদ বহিস্কৃত হইবেন। বরা-৭১। (১৮)গৌতম নামে একজন ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। বরা-১২১। মরীচির কন্যা সুরূপা মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন এবং সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ নামক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬। অজস্য, অঙ্গিরা ও অথর্ব্বা দেখ। (১৯) মহর্ষি কৌশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য গৌতম ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ। (২০) বরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে মহর্ষি সুরক্ষ ব্যাস হইয়াছিলেন এবং মহাদেব গৌতম নামে অঙ্গিরা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রি, উগ্রতপা, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক নামে তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ যোগাসক্ত চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩; লি ২৪।

গৌতমী—(১) পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী এক শান্তি পরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

তখন অর্জ্জুনক নামে এক ব্যাধ সেই সর্পকে বন্ধনপূর্ব্বক পুত্রহারা ব্রাহ্মণীর নিকট আনয়ন করে। তখন অর্জ্জুনক, ব্রাহ্মণী, মৃত্যু ও কাল এই চারিজনের মধ্যে কে অপরাধী এই তর্ক উপস্থিত হয়। পরে মীমাংসা হয় যে, এই বিষয়ে কেহই অপরাধী নহে। বালক স্বকর্ম্ম দোষেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৬৮। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে গৌতমী নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ক্রয় ও ক্রৌঞ্চকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা বাল্যকালে বিধবা হন। অর্ব্বুত অচলের অন্তর্গত নাগ তীর্থে স্নান করিয়া তীর্থ মাহাত্ম্যে গর্ভবতী হন। এই জন্য লোকলজ্জা ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, এক অশরীরী বাণী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। তীর্থ মাহাত্ম্যেই এইরূপ হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-৫।

গৌতমী পুত্র—মগধের স্বাতিকর্ণ বংশীয় শিবস্বাতির অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্বের পরে, গৌতমী পুত্র একবিংশতি বর্ষ এবং তাঁহার পুত্র পুলোমা অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

গৌতমেশ্বর—কোটি তীর্থে মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক গৌতমেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌপায়ন—(১) বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামে চারিজন ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। তাঁহারা চারিজন গৌপায়ন ও লৌপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ-৫।২৪।১। (২) বশিষ্ঠ বংশীয় মহর্ষি গৌপায়ন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

গৌর—(১) ব্যাস তনয় শুকদেবের অন্যতমা স্ত্রী ও বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী হইতে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র ও কৃত্বী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। শুকদেব হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। (৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব, শুকদেবের তনয় ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯।

গৌরগ্রীব—অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরগ্রীব একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৭।

গৌরজিন—অত্রি বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরজিন একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, শ্যাবাশ্ব ও

অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-৪১৭।

গৌর পরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন গৌর-পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-২০১।

গৌরপৃষ্ঠ—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

গৌরপ্রভ—শুকদেবের অন্যতম পুত্র। দেবীভা-১স্ক-১৯।

গৌরব— ব্যাসের তনয় শুকদেব, শুকদেবের তনয় গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ ও নীল এই চারিজন। শুকদেবের কন্যার নাম ভামিনী। শিব-ধর্ম্ম-১২১।

গৌরবীতি—অঙ্গিরা বংশোৎপন্ন মহর্ষি গৌরবীতি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, সঙ্কৃতি ও গৌরবীতি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-১৯৬।

গৌরমুখ— (১) ঋষি গৌরমুখ মহর্ষি শমীকের শিষ্য ছিলেন। ইহাদ্বারাই মহর্ষি শমীক স্বীয় তনয় শৃঙ্গীর শাপ বৃত্তান্ত নরপতি পরীক্ষিৎকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৪১। (২) মহর্ষি গৌরমুখ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া একটী মণি লাভ করিয়াছিলেন। সেই মণির সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। একদা বারণসীর রাজা দুর্জ্জয় তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন। মহর্ষি সেই মণির সাহায্যে প্রচুর ভোজ্য বস্তু উৎপাদন করিয়া রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সকল লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন। রাজা মণির প্রভাব দর্শনে তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু মহর্ষির নিকট পরাস্ত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। তিনি অরণ্যবাসী হইয়া বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর হইলেন। অবশেষে বিষ্ণুর নিকট বর লাভ করিয়া তাহাতে লীন হইলেন। বরা-১০—১২।

গৌরমুখী—একটী গাভীর নাম। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

গৌরশিরা—মহর্ষি গৌরশিরা একজন প্রাচীন রাজধর্ম্ম প্রণেতা ঋষি। মহাভা-শান্তি-৫৮।

গৌরাশ্ব— প্রাচীনকালের একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

গৌরিক—নরপতি যুবনাশ্বের পত্নী গৌরী হইতে গৌরিক নামে এক চক্রবর্ত্তী ভূপাল জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

গৌরিবীতি— শক্তি বংশীয় মহর্ষি গৌরবীতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৯।১।

গৌরী—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী হইতে মহীপতি যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। গৌরী স্বামী কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্তা হইয়া বহুদা নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন।

হরি-হরি-১২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের কন্যা গৌরী যুবনাশ্বের পত্নী ছিলেন। এই গৌরী মান্ধাতাকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩২। (৩) বরুণের স্ত্রীর নাম গৌরী। মহাভা-অনুশা-১৪৬। (৪) ব্রহ্মা স্বীয় শরীর হইতে গৌরীকে উৎপাদন করিয়া রুদ্রকে সমর্পন করেন। রুদ্র তপস্যার্থ জলে নিমগ্ন হইলে ব্রহ্মা গৌরীকে স্বীয় দেহে বিলীন করেন। পরে সেই গৌরীকে তিনি দক্ষকে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, জল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, পৃথিবী নানাবিধ শোভন বৃক্ষ রাশিতে ও মনুষ্যাদিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার কর্ণ কুহর হইতে বেতাল, ভূত, প্রেত, পূতনা প্রভৃতি সৃষ্ট হইল। সেই সময়ে দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। রুদ্র সেই বেতাল প্রভৃতির সাহায্যে দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং বিষ্ণু রুদ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের বিবাদ মিমাংসা করিয়া দেন। ব্রহ্মা রুদ্রকে গৌরী সম্প্রদান করিতে, দক্ষকে আদেশ করিলেন। দক্ষ রুদ্র হস্তে গৌরীকে সম্প্রদান করিলেন, রুদ্রও দক্ষের যজ্ঞ সম্পাদনের আদেশ দেন। ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এদিকে রুদ্র কর্ত্তৃক দক্ষ যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া গৌরী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া হিমালয়ে তপশ্চরণার্থ গমন করেন। তথায় বহুকাল তপস্যায় শীর্ণ কলেবর হইয়া স্বীয় শরীরাগ্নিদ্বারা দেহ ভস্মসাৎ করেন। এই গৌরীই হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উমা নামে অভিহিতা হইলেন। তিনি মহাদেবকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হয়েন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার নিকটে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করেন। উমা তাঁহাকে স্নানান্তে ফলাদি আহার করিতে বলিলনে। বৃদ্ধ গঙ্গা সলিলে স্নানার্থ প্রবেশ করিলে, এক মকর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উমা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে, তিনি যাঁহাকে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন, সেই মহাদেবই তাঁহার হস্তধারণ করিয়াছেন। এই বিষয় উমা স্বীয় পিতা হিমালয়কে জ্ঞাপন করিলেন এবং হিমালয় অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রকরে উমাকে সমর্পন করিলেন। বরা-১২২। (৫) পার্ব্বতীর অন্য নাম

গৌরী। হিরণ্যাক্ষ তনয় অন্ধক একদা মন্দর পর্ব্বত ভ্রমণ কালে শঙ্কর পত্নী গৌরীকে দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলে, প্রহ্লাদ অন্ধককে বিশেষরূপে বারণ করেন। কিন্তু অন্ধক তাঁহার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না। পরে গৌরী শতরূপা হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন করেন। বাম-৫৯। (৬) যযাতিবংশীয় রন্তিনারের স্ত্রী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয় ও ত্রিবন নামে দুই তনয় এবং গৌরী নাম্না এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মান্ধাতার জননী ছিলেন। মৎ-৪৯। অপ্রতিরথ ও অনন্ত দেখ। (৭) কেশিনী গৌরী প্রভৃতি পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। কেশিনী দেখ। (৮) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্ত্তা ও সুমালিকা বরুণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৯) পার্ব্বতীর এক নাম গৌরী। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ।

গৌরীশ্বর— যে নর, ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গৌরীশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬৯।

গ্রন্থিক—চতুর্থ পাণ্ডব নকুল বিরাট রাজ ভবনে গ্রন্থিক নামে পরিচিত হইয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। মহাভা-বিরাট-১২।

গ্রম্বিনী— সুজুনি, আপি, শ্রেণী, সুন্ধ, হৃদেচক্ষু, গ্রম্বিনী ও চরণ্যু এই সপ্ত অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিল। ঋগ-১০।৯৫।৬।

গ্রসন—(১) দেবাসুর সমরে মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি গ্রসনের সহিত যম-রাজের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। মৎ-১৫২। (২) গ্রসন তারকাসুরের সেনাপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-১৬।

গ্রহনাথ— সূর্য্যের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

গ্রহেশ্বর—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

গ্রাবদ্রাবা—সমুদ্র মন্থন হইতে, যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, গ্রাবদ্রাবা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

গ্রাবা-(১)গ্রাবা শব্দের অর্থ প্রস্তর। মহর্ষি বশিষ্ঠ, ছদ্মবেশী নিশাচর রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য প্রস্তরের স্তুতি করিয়া-ছিলেন। ঋগ-৭।১০৪।১৭। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা গ্রাবা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। গ্রাবার সন্তান শ্বাপদগণ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

গ্রাবাজিন— দ্বাদশজন শুক্র নামক দেব-গণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

গ্রামদ—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি গ্রামদ একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, বীতিহবা, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গ্রামনী—গন্ধর্ব্ব বিশেষ। তাঁহার কন্যা

দেববতীকে ব্রহ্মরূপ নামক রাক্ষস বিবাহ করে। রামা-কিষ্কি ৪১, উ-৪।

গ্রাম্যা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব বহু সংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। গ্রাম্যা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

গ্রাম্যায়নি— মহর্ষি গ্রাম্যায়নি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, আর্ষ্টিষেণ ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

গ্রাহক— যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

গ্লাব— মহর্ষি দণ্ডের পুত্র বক নামক ঋষির অন্যনাম গ্লাব। ছান্দো-১ম। বক দেখ।

ঘ

ঘটাশ্ব—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬৯।

ঘটেশ—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিনী। তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘটেশ। দেবীভাগ-৯স্ক-৯।

ঘটোৎকচ— (১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘট হাতীর মাথা, উৎকচ কেশশূন্য। তাঁহার মাথা হাতীর মাথার ন্যায় ও কেশশূন্য ছিল বলিয়া তিনি ঘটোৎকচ নামে খ্যাত হন। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি কৌরব পক্ষের অনেক সৈন্য ক্ষয় করিলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন কর্ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া অর্জ্জুন বধার্থ রক্ষিত ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৩-১৮৫। (২) ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের তনয় বক ও অলম্বুষ। অলম্বুষকে কুরুক্ষেত্র সমরে ঘটোৎকচ বধ করেন। মহাভা-দ্রোণ-১০৯। (৩) আবার মহাভারতের অন্যত্র আছে ঘটোৎকচকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সংহার করেন। ঘটোৎকচের তনয় অঞ্জনপর্ব্বা। মহাভা-দ্রোণ-১৫৬। মৎ-৫৫ অগ্নি-২৭৮।

ঘটোদর— গণশ্রেষ্ঠ ঘটোদর গণেশের সহায়ক অন্যতম গণ ছিলেন। বাম-৫৪। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম অনুচর ঘটোদর। মৎ-১৬৯।

ঘটোদরী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব বহুসংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ঘটোদরী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ঘণ্ট—(১) পূর্ব্বকালে বারাণসী ধামে বণিক্‌বংশ সম্ভূত শিবভক্ত ঘণ্ট নামে এক

ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অক্ষত বিল্বদল দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৮। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি একবার ব্রহ্মার দর্শন লালসায়, চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত স্বর্গে গমন করিয়া, তাঁহার আলয়ের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। নারদ ঋষি ইহাকে দেখিতে পাইয়া মহাদেবের নিকট আসিয়া খবর দেন। মহাদেব তাঁহার গণ ঘণ্ট অন্যের উপাসনা করিতেছেন জানিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি অচিরে ভূতলে পতিত হইবে। ভূতলে দেবদারু বনে পতিত ঘণ্ট একটী শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া শাপ মুক্ত হন এবং তদবধি সেই লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘণ্টক—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে বিনাশ করেন। সৌর-৪৯।

ঘণ্টাকর্ণ—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ ঘণ্টাকর্ণ, দৈত্য অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিষেণ ও কুমুদমালী নামক চারিজন গণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। মহাভা-শল্য-৪৬।

ঘণ্টাকর্ণী— অন্ধকাসুরের বধকালে বাণীশানুচারী পৃষ্ঠগামিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী, ঘণ্টাকর্ণী, সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিনী, শঙ্খিনী; লেখনী ও কামসঙ্কর্ষিনী এই অষ্টমাতৃকা হরির গাত্র হইতে সমুদ্ভূতা হন। মৎ-১৭৫।

ঘণ্টাকর্ণেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম অনুচর ঘণ্টাকর্ণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ ও একটী কূপ খনন করাইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ঘণ্টানাদ— কুবেরের অন্যতম মন্ত্রী। একবার দুর্ব্বাসা ঋষি কুবেরের নিকট নানাবিধ ধনরত্ন প্রার্থনা করেন; কিন্তু মন্ত্রী ঘণ্টানাদ অধিক দিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসার শাপে তিনি কুম্ভীর যোনীতে জন্মলাভ করেন। গর্গ-দ্বারকা-১০—১১।

ঘণ্টারবা— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন ঘণ্টারবা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ঘণ্টীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গের নাম। স্কন্দ-কাশী উ-৬৫।

ঘণ্টেশ—বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ও বসুধার গর্ভে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হয়। এই মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৯।

ঘণ্টেশ্বর—(১) উপেন্দ্রের স্ত্রী পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে প্রসব করেন। ব্রহ্ম-বৈ-

ব্রহ্ম-৯। (২) ঘণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ ছিল। তিনি মহাকাল বনে যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, তাহাই ঘণ্টেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৫৭।

ঘন—একজন রাক্ষস দলপতি। রামা-সুন্দ-৬।

ঘনদংষ্ট্রা—স্বর্গের একজন অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

ঘনদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ঘনদা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ঘনবাহ—গন্ধর্ব্বরাজ ঘনবাহের গন্ধর্ব্বসেনা নামে এক কন্যা ছিল। তাঁহাকে শিখণ্ডী শাপ দেন। মহর্ষি গোশৃঙ্গ তাঁহাকে সোমবার ব্রত ও সোমনাথের আরাধনার উপদেশ দেন। ঘনবাহ সোমেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন ও ঘনবাহেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনবাহন—কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে, নিষধ পর্ব্বতের উপরে স্বয়ম্প্রভা নামে এক পুরী আছে। তথায় ঘনবাহন নামে গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম গন্ধর্ব্বসেনা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪—২৫। গন্ধর্ব্বসেনা দেখ।

ঘনবাহেশ্বর—গন্ধর্ব্বরাজ ঘনবাহ সোমতীর্থে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম ঘনবাহেশ্বর। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৪।

ঘনস্বনা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, উদপানতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘনস্বনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

ঘনাহ্ব—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে হিমালয় তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ স্বর্ণমাল্য ও ঘনাহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ঘনোদরী—মতঙ্গ নামক এক ব্যাধের স্ত্রী। মতঙ্গ শিবরাত্রি দিনে বিল্ববৃক্ষে যাপন করিতে বাধ্য হয় এবং সেই বৃক্ষের শাখা ও পত্র ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে। সেই বৃক্ষমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল; তাঁহার মস্তকে বিল্বপত্র ও জল পতিত হয়। মতঙ্গ গৃহে আগমন না করায় তাহার স্ত্রীও সেই রাত্রিতে আহার করে নাই। তাহাদের অভুক্ত অন্ন এক কুক্কুর ভক্ষণ করে। এই পুণ্যের ফলে, তাহারা শিবলোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৩।

ঘর্ঘর—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-১২।

ঘরবাক্—দ্বারকা তীর্থের দক্ষিন দিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ঘর্ম্ম—প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম্ম নামক ঋষিত্রয় বিশ্বদেবের স্তব করিয়া ঋগ্বেদের কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮১।১।

ঘস—(১)দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) বরুণদেব স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে কার্ত্তিকেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

ঘস্মর—(১) দৈত্যপতি জলন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৫। (২) ঘস্মর একবার দৌতকার্য্যে ইন্দ্র সভায় গমন করিয়াছিলেন! কিন্তু যুদ্ধে মহাদেব হস্তে পরলোক গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৯৭, ১০২।

ঘুশ্মা—দক্ষিণ দিকে দেব নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার নিকটে ভরদ্বাজ বংশীয় সুধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুদেহা ছিল। সুদেহা অনপত্য ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার ঘুশ্মানাম্নী ভ্রাতৃষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার স্বামীর আবার বিবাহ দেন। যথাকালে ঘুশ্মা একটী পুত্র প্রসব করেন। সুদেহা হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সেই পুত্রকে বধ করেন। কিন্তু শিবভক্তি পরায়ণা ঘুশ্মা সেজন্য বিচলিতা না হইয়া, পূজার্চ্চনায় নিযুক্তা থাকেন। ইহাতে মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহার পুত্রকে জীবিত করিয়া দেন এবং তাঁহার পুণ্যের ফলে ও প্রার্থনায় সুদেহাও পাপ মুক্তা হন। ঘুশ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম ঘুশ্মেশ্বর। শিব-জ্ঞান-৫৮।

ঘুশ্মেশ, ঘুশ্মেশ্বর—ঘুশ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ঘুশ্মেশ্বর নামে খ্যাত। শিব-জ্ঞান-৫৮। ঘুশ্মা দেখ।

ঘুর্ণিকা—গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর পরিচারিকা ঘুর্ণিকা ছিল। মহাভা-আদি-৭৮। এই পরিচারিকাই দেবযানীর কূপে পতিত হওয়ার সংবাদ শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করে। মৎ-২৭।

ঘৃণি—মরীচির পত্নী ঊর্ণার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৮৫। ঊর্ণা দেখ।

ঘৃত—(১) যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয় ঘৃত, ঘৃতের তনয় দুদুহ, দুদুহের তনয় প্রচেতা। হরি হরি-৩২। (২) যযাতি বংশীয় শরদ্বানের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ঘৃত, ঘৃতের তনয় বিদুষ। মৎ-৪৮।

ঘৃতপ—এক শ্রেণীর দেবতা। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

ঘৃতপায়ী—একজন মহর্ষির নাম। মহাভা-শান্তি-১৬৬।

ঘৃতপৃষ্ঠ—বৈবস্বত মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের পত্নী বর্হিষ্মতী হইতে ঘৃতপৃষ্ঠের জন্ম হয়। তিনি পিতৃ নির্দ্দেশে ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি হন। ভাগ-৫স্ক-২। ঘৃতপৃষ্ঠের মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, আত্মা,

ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি নামে সাত পুত্র ছিল। তিনি স্বীয় পুত্রদের মধ্যে উক্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়া জগন্ময় হরির চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ পুরাণ মতে তাঁহার নাম ঘৃতপৃষ্ঠি।

ঘৃতস্থলা— পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯।

ঘৃতা—অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫।

ঘৃতাচী—(১) অপ্সরা বিশেষ। তাঁহার গর্ভে ও রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের ঔরসে শত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩। (২) ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৫। (৩) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১৬৬। (৪) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, অমরসা ও বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। ইহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী। লি-৬৩। (৫) মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ করেন। এই কপিঞ্জলই ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি নামে খ্যাত। লি-৬৩। (৬) অত্রির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে বহ্নি ও বেদ বেদাঙ্গ নিরত স্বস্ত্যাত্রেয় ঋষিগণ এবং কৃশাঙ্গের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে নৈধ্রুব জন্ম গ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৭) ঘৃতাচী, উর্ব্বশী প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে পরিতুষ্ট করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (৮) একবার বিশ্বকর্ম্মার শাপে, প্রয়াগে ঘৃতাচী, মদন নামক গোয়ালার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর শাপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করেন। এই ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে মালাকর, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, (তাঁতী) কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র জন্মে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৯) কুবেরের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (১০) ইন্দ্র কর্ত্তৃক শাপগ্রস্তা হইয়া ঘৃতাচী, কুকুৎস্থ, নরপতির গো নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোকে রাজা যযাতি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩০। (১১) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। ইহার সহিত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। বাম-৬২, ৬৫। (১২) বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। (১৩) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে ভদ্রা প্রভৃতি

দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০; বায়ু ৭০। (১৪) অন্যতমা বৈদিকী অপ্সরা। হরি-হরি-২১৮। কাশ্যা দেখ। (১৫) ঘৃতাচী একবার কালীরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৭। (১৬) এক বার ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের আলয়ে উপস্থিত মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে নৃত্য গীত দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৪৩। অন্য একবার হিরণ্যকশিপুর আলয়ে নৃত্য করিয়াছিল। মৎ-১৬১। (১৭) জালন্ধর দৈত্যের আলয়ে ঘৃতাচী নৃত্য করিত। পদ্ম-উত্ত-৮। (১৮) ঘৃতাচী ও বিশ্বাচী নামা অপ্সরাদ্বয় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করে। বায়ু-৫২। (১৯) একবার ইন্দ্র মহর্ষি ত্রিশিরার উগ্র তপশ্চর্য্যায় ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হয়। দেবীভাগ-৬স্ক-১। (২০) পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা স্বর্গীয় অপ্সরা। বায়ু-৬৯। (২১) একবার ঘৃতাচী অগস্ত্য শাপে রাক্ষসী দেহ প্রাপ্ত হয়। পরে কপিতীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্তা হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৯।

ঘৃতাশী—বিষ্ণুর অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

ঘৃতেয়ু— পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৮। ঋচেয়ু দেখ।

ঘোর—(১) অঙ্গিরা গোত্রিয় মহর্ষি ঘোরের পুত্র কণ্ব ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ঋগ-১।৩৬।১। (২) মহর্ষি অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল পুণ্যবান্ মহাত্মা দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫। (৩) একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২। (৪) ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতি ঘোরকে শক্তি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-৭৫। (৫) একজন রুদ্র। অগ্নি-৮৫।

ঘোরঘণ্ট— অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব ঘোরঘণ্ট নামক গণ-নায়ককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫১।

ঘোরতপা— মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

ঘোরদর্শন— একজন দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

ঘোরনাদ— অন্ধকাসুরকে বধ করিবার জন্য মহাদেব ঘোরনাদ নামক গণ-নায়ককে পাঠাইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৫১।

ঘোররূপী— (১) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

ঘোরাসুর—দেবাসুরের হালাহল নামক সমরে ঘোরাসুর নিহত হয়। মৎ-৪৫।

ঘোষ—ব্রহ্মার পুত্র মনু, দক্ষের অরুন্ধতী,

বসু, যামী, লম্বা, ভীমা, মরুদ্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা নাম্নী দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা ঘোষকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩। ধর্ম্ম, প্রজাপতি দক্ষের লম্বা প্রভৃতি দশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লম্বা হইতে ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২০৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে ঘোষ নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ঘোষতীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-আব-৭

ঘোষগণ— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লম্বা হইতে ঘোষগণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

ঘোষবসু— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি পুলিন্দকের পুত্র ঘোষবসু, ঘোষবসুর তনয় বজ্রমিত্র; বজ্রমিত্রের পুত্র ভাগবত। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

ঘোষা— কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা হওয়াতে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতৃগৃহেই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। পরে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া তিনি রোগমুক্তা হইয়া পতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুহস্তী। ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্রও রচনা করেন। ঋগ-১।১২০।৫; ১০।৩৯।৪০।

ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ— প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে লম্বা প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। লম্বা হইতে ঘোষধিষ্ঠাতাদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩।

ঘ্রাণস্রবা— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল তাঁহকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঘ্রাণস্রবা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

চ

চকোর— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি সুনন্দনের পুত্র চকোর, চকোরের পুত্র বটক। ভাগ-১২স্ক-১। মগধের স্বাতিকর্ণবংশীয় নরপতি চকোর ছয় মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

চকোরশতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণী—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি সুন্দরশাতকর্ণীর পুত্র চকোরশাতকর্ণী, চকোরশাতকর্ণীর পুত্র শিবস্বাতি, শিবস্বাতির পুত্র গৌতমীপুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

চকোরাক্ষী— সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চক্র—(১) কুরুদেশ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইলে পর, মহর্ষি চক্রের পুত্র উষস্তি দুর্গতি প্রাপ্ত

হন এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত যৌবনা স্ত্রীর সহিত তিনি তখন ইভ্য গ্রামে বাস করেন। ছান্দো-১মঅ-১০খ-১। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র চক্র, রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি-৫৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, ত্বষ্টা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অনুচক্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে ভানু, দীপ্তিমান্, ভ্রমরতেক্ষণ, তাম্র, চক্র ও জলন্ধম নামে সাত পুত্র এবং চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। (৫) একজন বানর সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

চক্রক—মহর্ষি চক্রক বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

চক্রতীর্থ— দেবাসুর সংগ্রামে কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, চক্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সুবক্রাক্ষকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চক্রধনুঃ—চক্রধনুঃ নামে মহর্ষি, সূর্য্য হইতে দক্ষিণদিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পরে সগরবংশ ধ্বংশকারী কপিল নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাভা-উদ্-১০৮।

চক্রধর—বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

চক্রধর্ম্মা— বিদ্যাধরদিগের অধিপতি চক্রধর্ম্মা, কুবেরের একজন অনুচর ছিলেন। মহাভা-সভা-১০।

চক্রধারী—বিষ্ণুর এক নাম। বৃহন্না-১১

চক্রনেমী— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চক্রনেমী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চক্রপাণি—বিষ্ণুর এক নাম। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-১৪। স্কন্দ-কাশী-উ ৫৮।

চক্রবর্ম্মা—দনায়ুধার পঞ্চ পুত্রের অন্যতম বলি, বলির পুত্র কুন্তিল ও চক্রবর্ম্মা। তাঁহারা উভয়েই মহাবীর্য্যশালী ও অপ্রতিমতেজা ছিলেন। বায়ু-৬৮। বলি দেখ।

চক্রবাক্— তাম্রা দেবীর অন্যতমা কন্যা ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে চক্রবাকের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৬।

চক্রমন্দ—একজন নাগরাজ। মহাভা-মৌষল-৪।

চক্রমালী— লঙ্কা সমরে নিহত অনেক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০।

চক্রযোধী—দানবপতি বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও তদীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, হিরণ্যকশিপুর আপন ভগিনী সিংহিকার গর্ভে চক্রযোধী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-২১।

চক্ররথ—মহর্ষি চক্ররথ পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রতে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণে-৬।

চক্রহৃদয়া— অন্ধকাসুরের রক্ত পান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন চক্রহৃদয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-২৭৯।

চক্রাক্ষ—কশ্যপ-স্ত্রী খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চক্রাক্ষী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চক্রাঙ্গী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কুমারের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চক্রী—মহর্ষি চক্রী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

চক্ষু—(১) মহর্ষি চক্ষু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের আরাধনা করিয়া অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-৯।১০৬।১। (২) ধর্ম্মের পত্নী বসুমতী হইতে অগ্নি, চক্ষু জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্বন্ত, চিত্ররশ্মি, নিযোধী, জয়োন, অভূতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত ও বৃহদ্ভূত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৩) চক্ষু হইতে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। ভাগ-৮স্ক-৫। (৪) যযাতি বংশীয় অনুর পুত্র সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিন জন ভাগ-৯স্ক-৫। (৫) পুরুবংশীয় নরপতি পুরুজানু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদীষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ইহারা পাঞ্চাল নামে খ্যাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি রিপুর পুত্র চক্ষু। চক্ষু বীরণ প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যক্ষগণ তাঁহার সাহায্যার্থ যে পঞ্চদশ স্বীয় অনুচরকে প্রদান করেন, চক্ষু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। অন্ধক দেখ। (৮) চক্ষু মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

চক্ষুশ্রবা—চক্ষুশ্রবা নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। বরা-১৪।

চচাগ্নী— ভরদ্বাজ ও কুৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা শীহোলিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের গোত্রদেবীর নাম চচাগ্নী ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

চঞ্চলা—বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর অন্য নাম। দেবীভাগ-৬স্ক-১৭।

চঞ্চু—রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয় ও সুদেব। হরি-

হরি-১৩। চঞ্চুর তনয় বিজয় ও বসুদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-৩

চঞ্চুল—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র চঞ্চুল। হরি-হরি-২৭।

চটিকা—পুরাকালে বারাণসী নগরীতে মাণ্টী নামে মহাযশস্বী রুদ্রজপ পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাদেবের বরে তাঁহার পত্নী চটীকা দীর্ঘকাল গর্ভ ধারণ করিয়া কালভীতি নামে এক পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

চটুলা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

চণ্ড—(১) মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজেশ, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড ও ধ্রুব এই একাদশ রুদ্র মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মৎ-১৫৩। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের চণ্ড ও মুণ্ড নামক অমাত্যদ্বয় তাঁহার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা মহিষাসুরকে কাত্যায়নীর রূপ-লাবণ্যের কথা বলিয়াছিল। বাম-১৯। ইহাতেই তুমুল যুদ্ধ হয় এবং চণ্ড ও মুণ্ড কৌশিকী হস্তে নিহত হয়। বাম-৫৫। (৩)দেবসেনাপতি স্কন্দের অন্যনাম চণ্ড। মহাভা-বন-২৩০। (৪) মহাদেবের অন্যতম অনুচর চণ্ড, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ কালে নিঋতি সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ মাহে কেদা-৪। (৫) রাজা বিদূরথের কন্যা ও বৎসপ্রীর মহিষী, মুদাবতী (সুনন্দা) হইতে চণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মাক-১১৭।

চণ্ডক—(১) একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) চণ্ডক নামে এক দুরাচার ক্ষৌরকার ছিল। পদ্ম উ-২০৯।

চণ্ডকপাল—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদাঘাত করেন। সেই গদাঘাতে মস্তক হইতে রুধির ধারা বহির্গত হইতে থাকে। সেই রুধির ধারা হইতে বিদ্যারাজ রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারিজন ললিতরাজ, বিঘ্নরাজ নামে চারিজন ভৈরবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাম-৭০।

চণ্ডকোপ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি, তিনি পার্ব্বতীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার শূলাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭।

চণ্ডকৌশিক—কাক্ষীবান্ গোতমের পুত্র মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী জরাসন্ধকে প্রসব করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৬, ১৭।

চণ্ডতাপন—মহাদেবের অন্যতম গণ। মহাদেবের অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে, চণ্ডতাপন দৈত্য অন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

চণ্ডতুণ্ডক—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে

চণ্ডতুণ্ডক একজন। মহাভা-উদ্-২০০।

চণ্ডনায়িকা—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩

চণ্ডবতী—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডবল— লঙ্কা সমরে কুম্ভকর্ণ, চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামক বানরদ্বয়কে গ্রাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৫।

চণ্ডবিক্রমা— কাশীস্থিতা অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

চণ্ডভার্গব— চ্যবন ঋষির বংশীয় মহর্ষি চণ্ডভার্গব, জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৪

চণ্ডমারী— শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত সমরে কৌশিকী দেবী তাঁহার মস্তক হইতে এক গাছি জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে চণ্ডমারী আবির্ভূতা হন। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বন্ধনপূর্ব্বক কৌশিকী হস্তে সমর্পন করেন। চণ্ডমারী নিহত চণ্ড মুণ্ডের মস্তকের মালা ধারণ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বাম-৫৫।

চণ্ডমুণ্ড— মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃ-৫।

চণ্ডমুণ্ডা—কাশীস্থিত একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

চণ্ডরূপা—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডশর্ম্মা—চমৎকার পুরে চণ্ডশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জল ভ্রমে সুরা পান করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং পরে গঙ্গা স্নান করিয়া পাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-৭০।

চণ্ডশিতা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ব্রহ্মযোনী-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চণ্ডশিতাকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চণ্ডশ্রী—মগধের কাম্বায়ন বংশীয় নরপতি বিজয়ের পুত্র চণ্ডশ্রী, দশ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে পুলোমা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩

চণ্ডহস্ত—রেবাতীর্থে অমরেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে চণ্ডহস্ত নামক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৯।

চণ্ডা—(১) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চণ্ডা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডাংশু—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চণ্ডাংশুতাপন— দুর্গাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১

চণ্ডাখ্য—মহাদেবের একটী গণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১

চণ্ডাশ্ব—মনুবংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের (অন্য নাম ধুন্ধুমার) চণ্ডাশ্ব, দৃঢ়াশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। লি-৬৫।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—চণ্ডমারী দেবীর অন্য নাম চণ্ডিকা ও চণ্ডী। বাম-৫৬; বায়ু-৯।

চণ্ডী—মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর-৪৯।

চণ্ডীশ—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। পদ্ম-উত্ত-১৩।

চণ্ডীশলিঙ্গ—প্রভাস ক্ষেত্রে চণ্ডীশলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-প্রভা-৪২।

চণ্ডেশ—(১) মহাদেবের অন্যতম অনুচর চণ্ডেশ। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে তিনি সূর্য্যদেবকে পরাস্ত করেন। ভাগ-৪স্ক-৫। (২) মহাদেবের অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে, চণ্ডেশ অন্ধক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

চণ্ডোগ্র—দেবী বিশেষ। কালিকা-৬৩।

চণ্ডোদরী— রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোকবনে আবদ্ধা সীতাকে রাবণের প্রতি অনুগামিনী করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিত। রামা-সুন্দ-২৪।

চণ্ডোনায়িকা— অন্যতমা যোগিনী। কালিকা-৬৩।

চতুরক্ষ—অববোধের অন্যতম পুত্র। বরা-৫২। অহং দেখ।

চতুরঙ্গ-অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদের, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রসাদে চতুরঙ্গ নামক এক পুত্র হয়। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্প। হরি-৩১। যযাতিবংশীয় সত্যরথের পুত্র দশরথ। দশরথের তনয় চতুরঙ্গ (অন্যনাম লোমপাদ) তনয়া শান্তা। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ মৎ-৪৮। লোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ। অগ্নি-২৭৭। যযাতি বংশীয় চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ। চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ। ৯স্ক-২৩। বায়ু-৯৯।

চতুর্ভুজ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চতুরশ্ব— চতুরশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

চতুর্থী— মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতমা কন্যা হবিষ্মতির অন্য নাম চতুর্থী। মহাভা-বন-২১৬। অঙ্গিরা ও হবিষ্মতী দেখ।

চতুর্দ্দন্ত— কাশীস্থিত একটী গণপতি। তাঁহার দর্শনে বিঘ্ন নাশ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ ৫৭।

চতুর্দ্দশী—ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে, প্রাগ্-জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর বল-পূর্ব্বক প্রমথিত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১২০।

চতুর্দ্দংষ্ট্র— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চতুর্দ্দংষ্ট্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। দেবাসুর সমরে ঐরাবতী নদী স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চতুর্দ্দংষ্ট্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। দেবাসুর সমরে স্কন্দের সাহায্যার্থ মাতৃকা জটাধরা স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ,

চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমা-প্যায়ন, উগ্র ও দেবযাজ্ঞীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম ৫৭।

চতুর্ব্বক্ত্র— শিবের অন্যতম অনুচর চতুর্ব্বক্ত্র শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে সপ্ততি কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৩।

চতুর্ভুজ—কশ্যপ পত্নী খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

চতুর্ম্মুখ—মহাদেবের অন্য নাম। একদা তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য যোগবলে মহাদেবের চারিদিকে চারিটী মুখ বহির্গত হইল। তিনি পূর্ব্ব মুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া, পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণীগণের সুখ সমৃদ্ধি সাধন ও দক্ষিণ মুখ দ্বারা প্রাণীগণকে সংহার করেন। মহাভা-অনুশা-১৪১। ব্রহ্মার এক নাম। দেবীভা-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৮।

চতুর্ম্মুখেশ্বর—কাশীস্থিত চতুর্ম্মুখ গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

চতুষ্কর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্কর্ণী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পথনিকেতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্পথ-নিকেতা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পথরতা--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চতুষ্পথরতা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চতুষ্পাদ—খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চত্বরবাসিনী--দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চত্বরবাসিনী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চন্দনানকদুন্দুভি— চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিলোমকের পুত্র নল। এই নল সঙ্গীতে তুম্বুরু সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চন্দনানকদুন্দুভি নামেও বিখ্যাত ছিলেন। নলের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় বসু। লি-৬৯।

চন্দনী— রাধিকার অন্যতমা সহচরী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

চন্দনোদকদুন্দুভি— (১) অন্ধক বং নরপতি ভরের অন্য নাম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি আনক-দুন্দুভির অন্য নাম চন্দনোদকদুন্দুভি। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

চন্দ্র—(১) ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র ও ওষধি দ্বিজগণের আধিপত্যে

অভিষেক করেন। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয়। সেই মদদোষ প্রযুক্ত তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ব্রহ্মা চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ বার বার যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পন করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষনিবন্ধন শুক্র চন্দ্রের সহায় হইলেন। ভগবান রুদ্র মহর্ষি বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার নিকট বিদ্যালাভ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি বৃহস্পতির সহায় হইলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া, জম্ভ ও কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিলেন। এদিকে সমুদয় দেব সৈন্য সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তারার নিমিত্ত সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া ইহার "তারকাময় সংগ্রাম" নাম হইল। এই প্রকারে দেবাসুর সংগ্রামে ক্ষুব্ধ হৃদয় অশেষ জগৎ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পন করেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরস জাত সন্তান তোমার ধারণ করা উচিত নহে। তুমি ইহা পরিত্যাগ কর। তারা বৃহস্পতির বাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকা স্তম্ভে পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র সমুৎপন্ন সেই পুত্র স্বীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজ অভিভব করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সন্দিহান ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুভগে, তুমি সত্য করিয়া বল, এই পুত্র কাহার?—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির। দেবগণ এই কথা বলিলে তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও তারা নিরুত্তর রহিলেন। তখন সেই কুমার তাঁহার মাতা তারাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন—অয়ি! দুষ্ট স্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীক লজ্জাবতি! তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে দিতেছি যে, আর কেহই তোমার ন্যায় মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন—বৎসে! এই পুত্র কাহার—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির? তখন তারা লজ্জা জড়িত ভাবে কহিলেন—চন্দ্রের। তখন ভগবান্ চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—হে বৎস!

সাধু, সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে। এই কারণে তোমার নাম বুধ হইল। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে মহাদেবের প্রধান গণ বীরভদ্র পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চন্দ্রকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৫। (৩) ক্ষীরোদ সমুদ্রে মহর্ষি অত্রির নেত্রমূল হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৪) চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে রোহিণীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন বলিয়া অন্যান্য কন্যারা চন্দ্রের বিরুদ্ধে পিতা দক্ষের নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ, জামাতা চন্দ্রের এবম্প্রকার ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই জন্য চন্দ্র ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হন। শিব তাঁহাকে মস্তকে স্থান প্রদান করেন এবং সেই হইতে শিবের নাম চন্দ্রশেখর হয়। চন্দ্র শিবের অনুগ্রহে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিলে, আবার রোহিণীর অন্যান্য ভগিনীরা দক্ষের নিকট পূর্ব্বরূপ অভিযোগ করিলেন। দক্ষ শিব সমীপে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু শিব চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু মধ্যস্থ হইয়া শিবকে চন্দ্রের অর্দ্ধ এবং দক্ষকে চন্দ্রের অর্দ্ধ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৫) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা একদিন স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং তাঁহার সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেও চন্দ্র তাঁহাকে হরণ করেন। এবং দীর্ঘকাল চন্দ্র সহবাসে থাকিয়া গর্ভবতী হন ও বুধকে প্রসব করেন। চন্দ্র, তারাকে যখন আক্রমণ করেন, তখন তারা চন্দ্রকে শাপ দেন যে,—তুমি রাহুগ্রস্ত, মেঘাচ্ছন্ন, পাপদৃশ্য, কলঙ্কী ও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবে। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৬) চন্দ্র দক্ষের কৃত্তিকাদি সাতাশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভে চন্দ্রের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই, কারণ দক্ষ শাপে তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাহুর সহিত চন্দ্রের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৮) মনুবংশীয় নরপতি বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। ভাগ-৯স্ক-৬। (৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নগ্নজিতীর গর্ভজাত দশপুত্রের অন্যতম চন্দ্র। ভাগ ১০স্ক-৬১। (১০) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী, অপ্সরা হইতে জলদা, ভদ্রা, অভদ্রা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও

বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই অত্রির পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে ভদ্রা হইতে চন্দ্রের জন্ম হয়। লি-৬৩। (১১) চন্দ্র নামে অসুর ভূতলে জন্মিয়া কাম্বোজ দেশে চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (১২) দক্ষযজ্ঞে চন্দ্র স্বীয় পত্নী রোহিণীর সহিত ধনাধিপতিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-২। (১৩) বলিরাজের অন্যতম পুত্র চন্দ্র। মৎ-৬। (১৪) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

চন্দ্রক— শিবের অন্যতম অনুচর চন্দ্রক, মহর্ষি উপমন্যুর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লি-১০৭।

চন্দ্রকলা— সমুদ্র মন্থন হইতে উদ্ভবা অন্যতমা অপ্সরা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চন্দ্রকান্তি— দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চন্দ্রকান্তি তাঁহারই অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। অমৃতা দেখ।

চন্দ্রকেতু— (১) সূর্য্যবংশীয় নরপতি রাজা দশরথের চারি পুত্রের অন্যতম লক্ষ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মণের তনয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। অশেষ দেখ। (২) অযোধ্যা-পতি মহারাজ দশরথের পৌত্র ও লক্ষ্মণের পুত্র। ইহার অপর ভ্রাতার নাম অঙ্গদ। চন্দ্রকেতু মল্লদেশে চন্দ্রকান্তি নাম্নী নগরী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। রামা-উত্ত-১১৫। (৩) বিক্রান্ত নামক বলশালী গন্ধর্ব্বের ঔরসে চন্দ্রকেতু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। (৪) মহাবীর চন্দ্রকেতু দুর্য্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে যুদ্ধ করিয়া অভিমন্যু হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৪৮।

চন্দ্রগিরি— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি তারা-পীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে ভানুচন্দ্র, ভানুচন্দ্র হইতে শ্রুতায়ু জন্ম-গ্রহণ করেন। লি-৬৬।

চন্দ্রগুপ্ত—শিশুনাগবংশীয় শেষ অধিপতি নন্দকে নিহত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য পণ্ডিতের সহায়তায় মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মৌর্য্যবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র বারিসার। মৌর্য্যবংশীয় দশজন ভূপতি এক শত সাইত্রিশ [১৩৭] বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার, বিন্দুসারের পুত্র অশোক এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহায়তায় মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্তের পর ভদ্রসার(ভাগ—বারিসার; বিষ্ণু—বিন্দু-সার) পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ভদ্রসারের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ষড়্বিংশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর

পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র কুনাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট বৎসর রাজত্ব করার পর গতায়ু হন। তৎপর কুনালের পুত্র বন্ধুপালিত আট বৎসর, বন্ধুপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর, তৎপুত্র দেববর্ম্মা সাত বৎসর, দেববর্ম্মার পুত্র শতধর আট বৎসর, তৎপুত্র বৃহদশ্ব সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশের শেষ রাজাকে বধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইতে মগধে শুঙ্গ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বায়ু-৯৯।

চন্দ্রচূড়— মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-অব ৪৫।

চন্দ্রতাপন— শিবের অন্যতম অনুচর চন্দ্রতাপন শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে সাত কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

চন্দ্রদত্ত—চন্দ্রদত্ত নামে এক কিন্নর ছিল। বরা-৮১।

চন্দ্রদমন— দৈত্যপতি অন্ধকের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৬।

চন্দ্রদেব— পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক ছিলেন। তিনি কর্ণের শরে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-৫০।

চন্দ্রক্রম— গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে চন্দ্রক্রম, হরিষেন প্রভৃতি নরমুখ কিন্নরগণের উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

চন্দ্রপর্ব্বত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রপর্ব্বত, চন্দ্রপর্ব্বতের তনয় ভানুরথ, ভানুরথের পুত্র শ্রুতায়ু। অগ্নি-২৭৩।

চন্দ্রপ্রভ— (১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী পরম রূপবতী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতীকে যদুবংশীয় গদ বিবাহ করেন। এই চন্দ্রবতীর গর্ভে চন্দ্রপ্রভ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৫১—৫৩। (২) যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

চন্দ্রপ্রভা—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। (২) পুরাকালে মথুরা দেশে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল। চন্দ্রপ্রভা। বরা-১৮০। চন্দ্রসেন দেখ। (৩) মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদনার্থ যে সকল অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন দেবীভা-৪র্থস্ক-৬।

চন্দ্রবতী—দৈত্যরাজ সুনাভের অন্যতম কন্যা ও যদুবংশীয় গদের স্ত্রী। চন্দ্রবতীর পুত্র চন্দ্রপ্রভ। হরি-হরি-১৫৩। সুনাভ ও চন্দ্রপ্রভা দেখ।

চন্দ্রবর্ম্মা—কাম্বোজ দেশের অধিপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

চন্দ্রবিমর্দ্দন—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। সিংহিকা দেখ।

চন্দ্রবীজ—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি ভাব্যের পুত্র চন্দ্রবীজ, চন্দ্রবীজের তনয় লোমধি। ভাগ-১২স্ক-১।

চন্দ্রভ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন চন্দ্রভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

চন্দ্রভাগা—দুর্গার এক নাম চন্দ্রভাগা। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক অন্বেষণে জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করায় রুক্মিণী অতিমাত্র চিন্তিতা হইয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৬।

চন্দ্রভানু—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী ও সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অবিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু নামে দশ পুত্র জন্মে ভাগ-১০স্ক-৬১। (২) চন্দ্রভানু শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান অনুচর ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩২। (৩) রাধিকার অন্যতম দ্বার রক্ষক চন্দ্রভানু। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

চন্দ্রভাস—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে পৃথূদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর চন্দ্রভাস প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

চন্দ্রমনস—বাণের পত্নী লোহিতী হইতে চন্দ্রমনস জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৭। লোহিতী দেখ।

চন্দ্রমর্দ্দন—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা সিংহিকা হইতে চন্দ্রমর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫।

চন্দ্রমসী—বৃহস্পতির ভার্য্যা মনস্বিনী চন্দ্রমসী হইতে পরম পবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২১৭।

চন্দ্রমা—(১) নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম চন্দ্রমা। হরি-হরি ৩। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনু হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) চন্দ্রের অন্য নাম চন্দ্রমা। তিনি প্রজাপতি দক্ষের রোহিণী প্রভৃতি সাতাইশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭।

চন্দ্রমুখী—কংসের মালা চন্দন বাহিকা কুব্জা, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া মুক্তিলাভ করেন এবং গোলকধামে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রমুখী নাম্নী গোপিকা হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৭২।

চন্দ্রমৌলী— (১) চন্দ্রমৌলী নামে একজন পরম শৈব বীরেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিয়া গান করিতে করিতে উক্ত লিঙ্গে লীন হইয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (২) চন্দ্রমৌলী মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

চন্দ্রলেখা— সমুদ্র মন্থন হইতে উৎপন্না অন্যতমা অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চন্দ্রশর্ম্মা— অবন্তী দেশের রাজা মেধাতিথির চন্দ্রশর্ম্মা নামে এক পুরোহিত ছিলেন। বরা-১৮৯।

চন্দ্রশীলা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চন্দ্রশীলা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

চন্দ্রশেখর— (১) মহাদেবের অন্য নাম। বরা-৮০। অলর্ক দেখ। (২) মহাদেব চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত হন। শিব সনৎ-২৮।

চন্দ্রশ্রী— মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী, চন্দ্রশ্রীর তনয় পুলোমচী। এই পুলোমচীই অন্ধ্র বংশীয় শেষ নরপতি। বিষ্ণু-৪র্থ ২৪।

চন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ মনুর নাম চন্দ্রসাবর্ণি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৪।

চন্দ্রসেন—মথুরা দেশের অধিপতি চন্দ্রসেন ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল। বরা-১৮০। বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেনের তনয় মহাতেজা চন্দ্রসেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে দ্রো[ণা]চার্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলে[ন]। মহাভা-দ্রো-২৩। এই চন্দ্রসেনই প[রে] অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহা[ভা-]দ্রো-১৫৬।

চন্দ্রসেনা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপ[ান] করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রসেনা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) ভুবন বিখ্যাতা রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হইয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-২১।

চন্দ্রহন্তা—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা সিংহিকা হইতে চন্দ্রহন্তার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৫৬। (৩) অসুর শ্রেষ্ঠ চন্দ্রহন্তা নরলোকে জন্মিয়া রাজর্ষি শুনক নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চন্দ্রহা—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

চন্দ্রহাস— কেরল দেশের রাজা। শিশু কালে পিতৃমাতৃ হীন হইয়া তিনি কুলিন্দ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। পরে কুণ্ডলপতির মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যাকে বিবাহ করেন। গর্গ-অশ্ব-৫২।

চন্দ্রহাস্য— সোমতীর্থে চন্দ্রহাস্য নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দ-আবরেবা-১৯০।

চন্দ্রাংশুতাপন—নরপতি বলির বহুপুত্রের অন্যতম চন্দ্রাংশুতাপন। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ।

চন্দ্রা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার স্ত্রীর নাম চন্দ্রা। দক্ষ যজ্ঞে তিনি স্বীয় ভার্য্যা চন্দ্রার সহিত মিষ্টান্ন ও পানীয় প্রস্তুত করনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাম-২। (২) দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা, সুন্দরী ও চন্দ্রা নামে তিন্ কন্যা ছিল। মৎ-৬।

চন্দ্রাত্রেয়—মুনি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬

চন্দ্রানন— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

চন্দ্রাপীড়—কাশীরাজ নন্দিনী কাশ্যা নরপতি জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড় জন্মগ্রহণ করেন। হার-হার-১১৫।

চন্দ্রাবতী— (১) কাশীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের দুহিতা চন্দ্রাবতী অষ্টমী ব্রত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পদ্ম-উ-৩১। (২) কংসের মিত্র শকুনির পত্নীর নাম চন্দ্রাবতী ছিল। গর্গ-মথুরা-১। (৩) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর নাম চন্দ্রাবতী স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৩৬।

চন্দ্রাবলী— চতুঃষষ্টী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

চন্দ্রাবলোক—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সহস্রাশ্বের তনয় শুভ ও চন্দ্রাবলোক চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারা পীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি। লি ৬৬; অগ্নি-২৭৩। (২) রঘুবংশীয় মহস্বানের পুত্র চন্দ্রাবলোক। চন্দ্রাবলোক হইতে তারাপীড়, তারাপীড় হইতে চন্দ্রগিরি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক, চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়। সৌর-৩০।

চন্দ্রার্ক— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

চন্দ্রাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮। কপিলাশ্ব দেখ।

চন্দ্রিকা— (১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চন্দ্রিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) সুপ্রভ নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা চন্দ্রিকা। পদ্ম উত্ত-১২৮। (৩) পার্ব্বতী দেবী হরিশ্চন্দ্র তীর্থে চন্দ্রিকা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৪) চন্দ্রিকা অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮। (৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ষোড়শ গোপিনীর অন্যতমা চন্দ্রিকা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮।

চন্দ্রেশ্বর— কাশীস্থিত চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ চন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ১৪।

চপট— কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

চপলেশ্বর—রেবা তীর্থে চপলেশ্বর মহাদেব বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৯।

চমৎকার— পূর্ব্বকালে চমৎকার নামক নরপতি বহুধন দান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৯।

চমৎকারীদেবী— সোমেশ্বর ক্ষেত্রে চমৎকারীদেবী বিদ্যমান আছেন। পুরাকালে নরপতি চমৎকার শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-৬৪।

চমস— নরপতি ঋষভের অন্যতম পুত্র। তিনি ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। ভাগ-৫মস্ক-৪। ঋষভ দেখ। ভাগ-১১স্ক-২।

চমূহর— একজন শ্রাদ্ধভাগার্হ দেবতা। মহাভা-অনুশা-৯১।

চম্প—(১) মনুবংশীয় নরপতি হরিতের পুত্র চম্প, চম্পের পুত্র সুদেব। চম্প, চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৮। (২) অঙ্গ দেশের অধিপতি পৃথুলাশ্বের পুত্র চম্প। চম্পের পুরী চম্পা, পূর্ব্বে মালিনী নামে খ্যাত ছিল। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ। হরি-হরি-৩১; মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

চম্পক— চম্পক নামে এক বিদ্যাধর ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মদনালসা ছিল। দেবীভাগ-৬স্ক-২০।

চম্পকবতী—ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চম্পকবতী ছিল। রাজার কোন অপত্য ছিল না। তিনি মাঘ মাসের পুত্রদা নাম্নী একাদশী ব্রত পালন করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত ৪১।

চম্পা—দক্ষ স্বীয় শত কন্যার মধ্যে সংসর্পা, সরমা, গুহা, শালা, চম্পা ও জ্যোৎস্না নাম্নী ছয় কন্যা বিশ্বদেবগণকে প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

চয়মান—চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি অনুকুল হইয়া ইন্দ্র বরশিখের পুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৭।৫। অভ্যবর্ত্তী দেখ।

চরক— (১) মহর্ষি বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য। তিনি গুরুর আদরণীয় ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া চরক নামে খ্যাত হন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) সংহিতাবাদী, সামায়নী, আরুণি ও আলম্বী প্রভৃতি দ্বিজগণ চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

চরকসোমশর্ম্মা— চরকসোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে ব্রহ্ম রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে চণ্ডাল হইতে প্রাপ্ত, বিষ্ণু সংগীতের ফলে উদ্ধার লাভ করে। বরা-১৩৯

চরগায়ু— দানব বিশেষ। মহাভা-আদি-৬৫

চরণ্যু—সুজূর্ণি, আপি, শ্রেণী, সুম্ন, হ্রদেচক্ষু গ্রন্থিনী ও চরণ্যু এই সাত অপ্সরা উর্ব্বশীর সহচরী ছিল। ঋগ-১০।৯৫।৬

চরন্ত—শলের পৌত্র ও আর্ষ্টিসেনের পুত্র। বায়ু-৯২।

চরিষ্ণু—সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। অবরীবান্ দেখ। বায়ু-১০০।

চর্চ্চিকা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, মহাদেবের কপালের স্বেদ জল হইতে শোণিত প্লুতা চর্চ্চিকাদেবীর উদ্ভব হয়। তিনি হিঙ্গুল পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করেন। বাম-৭০।

চর্ম্মমুণ্ডাদেবী—নাগর ক্ষেত্রে নরপতি নল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা চর্ম্মমুণ্ডাদেবী বিদ্যমান আছেন। স্কন্দ-নাগ-৫৪।

চর্ষণী— বরুণের পত্নী চর্ষণী হইতে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

চল—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬; মদিরা দেখ। ভাগবত মতে বল। উপনন্দ দেখ।

চলকুণ্ডলা—মহর্ষি চলকুণ্ডলা একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চলচ্ছিখা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলচ্ছিখা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চলজ্বালা— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চলজ্বালা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চলবন্ধু মহর্ষি চলবন্ধু একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১১।

চলা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ।

চলি—মহর্ষি চলি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চষট—মহর্ষি চষট একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর মৎ-২০০।

চাক্ষুষ—(১) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণির সময়ে, তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) মনুবংশীয় নরপতি খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ। চাক্ষুষের তনয় বিবিংশতি। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, চাক্ষুষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (৪) রিপুর পত্নী বৃহতী হইতে সর্ব্বতেজা চাক্ষুষ জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ অরণ্য প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ, মন্বন্তরপতি চাক্ষুষ মনু) জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৫) যযাতির চতুর্থ পুত্র অনু হইতে সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। অনু দেখ।

চাক্ষুষগণ—চতুর্দ্দশ মনু, ভৌত্যমনু নামে খ্যাত। এই সময়ে চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বাকাবৃদ্ধগণ দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু ৩য়-২।

চাক্ষুষমনু—(১) সুধর্ম্মা, শঙ্খপা, উক্থ,

অনুত্তম, বিশ্বাবসু, সুপর্ব্বা, বিষ্ণু, রুরু, ইহারা সকলেই চাক্ষুষ মনুর পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। (২) চাক্ষুষ মনুর সময়ে ভৃগুনভ, বিবস্বান্, সুধামা বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু এই কয়েকজন ঋষি ছিলেন এবং আদ্য, প্রসূত, ঋষভ, পৃথক্ভাব ও লেখ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) পুরু-বংশীয় নৃপতি কক্ষেয়ু হইতে সভানর চাক্ষুষ ও পরমন্থু নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১। (৪) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষের পত্নী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। প্রজাপতি বৈরাজের কন্যা ও চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান্, কবি, অগ্নিষ্টুত, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। (৫) চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রজাপতি চক্ষুর তনয় চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ ছিলেন। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার তনয় ছিলেন। এই সময়ে মন্ত্র, দ্যুম্ন, ইন্দ্র, আপি প্রভৃতি দেবতা হর্য্যস্মৎ, বিরক প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। এই সময়ে ভগবান বৈরাজ প্রজাপতির স্ত্রী দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (৬) চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিত নামে দ্বাদশ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (৭) ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন। এই সময়ে মনোযব বাসব হন এবং আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা হন। ইহাদের প্রত্যেক আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্, উত্তম মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, প্রভৃতি চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণ রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রিপুর পুত্র চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন চাক্ষুষ মনুর স্ত্রী ও বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন তপস্বী, সত্যবাক্, শুচী, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৯) চাক্ষুষ মনুর সময়ে মঙ্কি নামক এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তুষিতা নাম্নী এক অপ্সরাকে তাঁহার ব্রত নষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তুষিতা মহর্ষি মঙ্কি কর্তৃক শাপগ্রস্তা হন। মঙ্কির সপ্ত পুত্র এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। বাম ৭২

চাটুহাস—মহর্ষি চাটুহাস ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। বায়ু-১০৬।

চাণক্য—কৌটিল্যের অন্য নাম চাণক্য। তিনি মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের

উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; ভাগ-১২স্ক-১ ; বায়ু-৯৯। কৌটিল্য দেখ।

চাণূর—(১) কংসের একজন মল্ল, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৮৩। (২) যবনদের অধিপতি। মহাভা-সভা-৪।

চাতকি—মহর্ষি চাতকি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

চাতুর্ম্মাস্যযাগ—সবিতার অন্যতম পুত্র। ভাগ-৬স্ক-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

চান্দ্রমস—পুরাকালে কলিযুগে নরদেব মনুর বংশে বিষ্ণুর অংশে প্রমতি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশ বৎসর যাবৎ ধরণী পর্য্যটন করিয়া দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে যাবতীয় দুষ্ট মানবগণকে উৎ-সাধিত করেন। মৎ-১৪৪।

চান্দ্রমসি—মহর্ষি চান্দ্রমসি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চাপ—অসুর বিশেষ। লি-৫৫। অগ্নিগু ও চাপ দেবগণের শমিতা ঋগ-১।১।১২।২০।

চামর—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উ-১৯।

চামুণ্ডা—(১) মহিষাসুর দৈত্যের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আবার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন ত বিভক্ত হন। এই রৌদ্রী মূর্ত্তি রুরু দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বরা-৯৬। (২) মহিষাসুর সংগ্রামে চণ্ডমারীদেবী, মহিষাসুরের অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে বন্ধনপূর্ব্বক কৌশিকীহস্তে সমর্পণ করেন। চণ্ডমারী নিহত চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকের মালা পরিধান করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। বাম ৫৫। (৩) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, চামুণ্ডা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৪) নবদুর্গার অন্যতমা সহচরী চামুণ্ডা। দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকালে তিনি বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩।

চাম্পেয়—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম চাম্পেয়। মহাভা অনুশা-৪।

চারায়ন—চারায়ন নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার কন্যা ভবানী ও গোমতী, মহর্ষি আমুষ্যায়নের পুত্র নারায়ণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৬।

চারিত্র—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি চক্ষু, জ্যোতি, হবি, সাবিত্র, মিত্র,

অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরাজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিযোধী, জয়োন, অম্ভূতি, চারিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত ও বৃহন্তুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। চক্ষু ও অমর দেখ।

চারু—(১) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ পূর্ব্বক বিবাহ করেন। রুক্মিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু নামে দশ পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (২) রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, চারুগুপ্ত, সুচারু ভদ্রচারু, চারু, চারুবিন্দ ও সুষেণ নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-৫ম-২৮।

চারুক— একজন যদুবংশীয় বীর। যদুবংশ ধ্বংশ কালে তিনিও হত হন। বিষ্ণু-৫ম-৩৭। রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৪।

চারুকন্যা—দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চারুকন্যা তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

চারুকেশী—(১)মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি অবির্ভূতা হন। চারুকেশী তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুকেশী নাম্নী অপ্সরা, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চারুগর্ভ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, চারুভদ্র, চারুগর্ভ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুদংষ্ট্র, সুষেণ ও ক্রম নামে দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৩০।

চারুগুপ্ত—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ১৩০; ভাগ-১০স্ক ৬১; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; মৎ-৪৭; বিষ্ণু-৫ম ২৮। রুক্মিণী দেখ।

চারুচন্দ্র—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

চারুচিত্র—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চারুচিত্র। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৬।

চারুণী—মহেশভামিনী পার্ব্বতীর অন্যতমা [illegible]ী। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

চারুদেষ্ণ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী, সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার গর্ভে চারুদেষ্ণ ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১৩স্ক-৬১। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী

রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চরুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শঙ্খ নামে আট পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২৪; লি-৬৯। (৩) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫।

চারুদেহ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক ৬১; বিষ্ণু-৫ম-২৮।

চারুধর্ম্ম— নরপতি চারুধর্ম্মার পত্নী ললিতা দীপ দান করিয়া শত সপত্নীর উপর আধিপত্য লাভ করেন। অগ্নি-২০০।

চারুনাশা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, চারুনাশা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চারুপণ্য—পাটলী পুত্র নগরে পণ্ডমান নামে এক বৈশ্য ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সুপণ্য, পণ্যবান ও চারুপণ্য নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

চারুপদা—সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও চারুপদা নাম্নী দেবী মানস পর্ব্বতে বাস করিয়া লোকহিত কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। কালিকা-২৩।

চারুপাত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে বৃত হইলে মনোহরা নদী, তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর চারুপাত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চারুপাদ — যযাতিবংশীয় মনস্যুর পুত্র চারুপাদ। চারুপাদ হইতে সুদ্যু, সুদ্যু হইতে বহুগব জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

চারুবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চারুবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

চারুবর্ম্মা—যদুবংশীয় চারুবর্ম্মা অন্যান্য যাদবের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হন। বিষ্ণু ৫ম-৩৭।

চারুবাহু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুবিন্দ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৫ম-২৮; হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুবিন্ধ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। বায়ু ৯৫। রুক্মিণী দেখ।

চারুকেশ—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুকেশ। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ।

চারুভদ্র—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। রুক্মিণী দেখ।

চারুমতী—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা চারুমতীকে কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী বিবাহ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১ ; হরি-১৬০ ; পদ্ম সৃষ্টি-১৩। রুক্মিণী দেখ।

চারুমহী—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। বায়ু-৯৬। রুক্মিণী দেখ।

চারুমিত্র—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী মিত্রবিন্দা হইতে সুমিত্র ও চারুমিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

চারুমুখী—(১) দৈত্য মহিষাসুরের বধার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। চারুমুখী তাঁহার অন্যতমা সহচরী ছিলেন। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) চারুমুখী নাম্নী একটি গন্ধর্ব্ব দুহিতা ছিলেন। বায়ু-৬৯।

চারুযশা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুযশা। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ। মহাভা-অনুশা-১৪।

চারুশির্ষ—ইন্দ্রের প্রিয় সখা। তিনি আনুস্বায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৮।

চারুশ্রবা—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র চারুশ্রবা। লি-৬৯। রুক্মিণী দেখ।

চারুহাস—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী রুক্মিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩ ; মৎ-৪৭। রুক্মিণী দেখ।

চারুহাসিনী—মহর্ষি নর ও নারায়ণের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদনার্থ যে সকল অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, চারুহাসিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দেবীভাগ-৪র্থ-৬।

চারুহূতি—দেবহূতী ও চারুহূতি মহর্ষি পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া পতি সৌভাগ্য ব্রত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬।

চার্ব্বাক—সত্য যুগে বদরী তপোবনে বহুকাল তপস্যা করিয়া রাক্ষস চার্ব্বাক ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেন যে, কোনও প্রাণী হইতে তাহার ভয় থাকিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে মৃত্যু ঘটিবে। চার্ব্বাক দুর্য্যোধনের একজন পরম সখা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে তিনি যুধিষ্ঠির ও সমাগত ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া নিহত হন। মহাভা-শান্তি-৩৮।

চাষবক্ত্র—দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চাষবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। অশিক্ষক দেখ।

চিকিতায়ন—পূর্ব্বকালে শলাবতের পুত্র মহর্ষি শিলক, দল্‌ভবংশীয় চিকিতায়নের পুত্র মহর্ষি চৈকিতায়ন ও জীবনের পুত্র মহর্ষি প্রবাহন এই তিন ঋষি উদ্গীথ

বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। একবার শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন। ছান্দো-১মঅ-১২খ-১।

চিকুর—ঐরাবত নাগবংশীয় আর্য্যকের পুত্র চিকুর। চিকুর বিনতা নন্দন গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। চিকুরের তনয় সুমুখ। তিনি মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-১০৩। গুণকেশী ও মাতলি দেখ।

চিকিত্বান্—ক্রতুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। ক্রতু দেখ।

চিক্ষুর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি চিক্ষুর, দেবী কাত্যায়নীর সহিত সমরে নিহত হন। বাম-২০০; দেবীভা-৫ম-৩; মার্ক-৮২।

চিত্তকেতু—যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী, উগ্রসেনের কন্যা কংসা হইতে চিত্তকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

চিত্তজলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তজলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্তদর্শী—কৌশিকের সপ্ত পুত্রের অন্যতম। কৌশিক নন্দনেরা গুরু গার্গ্যের পয়স্বিনী গাভী বধ করিয়া, আহার করিয়া পাপে লিপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১০; হরি-হরি-২০, ২২; মৎ-২০; শিব-ধর্ম্ম ৬৩। কবি দেখ।

চিত্তহার্য্য—ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে ভানু, মনু, প্রাণ, রোষ, নীচ, বীর্য্যবান্, হংস, অয়ন, চিত্তহার্য্য, নারায়ণ, বিভু ও প্রভু এই দ্বাদশ সাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-২০৩। অয়ন দেখ।

চিত্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্তা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্তি—(১) মহর্ষি অথর্ব্বাণের স্ত্রীর নাম চিত্তি। তাঁহার গর্ভে তপোনিষ্ঠ দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। এই দধীচির অন্য নাম অশ্বশিরা। ভাগ-৪স্ক-১। (২) দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম; অনুমন্তা দেখ।

চিত্র—(১) রাজা চিত্র সরস্বতী নদী তীরে যজ্ঞকরিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে প্রভূতধন লাভ করিয়া সৌভরি ঋষি দুইটী ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।১৭। (২)বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্র, বিষ্ণুভক্তি ফলে মরনান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-উত্ত ১। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-আদি-৬৭। (৪) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র, চিত্রের তনয় অক্রূর। চিত্রের অন্য নাম জয়ন্ত। পদ্ম সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ।

চিত্রক—(১) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে চিত্রকের, পৃথু, বিপৃথু. অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সপার্শ্বক, গবেষ্টি, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মকৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৪। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সুমিত্রের পুত্র চিত্রক, চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুধামৃক, গবেষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বধর্ম্ম, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বাহুভূমি নামে একাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যা জন্মে। লি-৬৯। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রক। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৪) যদুবংশীয় পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের তনয় পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ এই ছয় জন। কূর্ম্ম-পু-২৪।

চিত্রকার—ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও গোপকন্যারূপী ঘৃতাচীর গর্ভে কর্ম্মকার চিত্রকার প্রভৃতির জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। ঘৃতাচী দেখ।

চিত্রকু—পুরূরবার বংশীয় শুচির পুত্র চিত্রকু। চিত্রকুর পুত্র শান্তরজা। ভাগ-৯স্ক-১৭।

চিত্রকেতু—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু, সুরুচি, বিরজা, মিত্র, উল্বন্, বসুভৃত্যান ও দ্যুমান্ নামে সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) পূর্ব্বকালে শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক বিখ্যাত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি বহু পত্নী স্বত্বেও নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্যুতি অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞ স্থলে চারু ভক্ষণ করিয়া এক রূপবান্ পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু স্বপত্নীরা বিদ্বেষ বশতঃ বিষ প্রয়োগে সেই শিশুকে নিহত করেন। রাজা চিত্রকেতু পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলে অঙ্গিরা ও নারদ ঋষি তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে রাজার শোক দূর হয়; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাঁহার একটু অহঙ্কারও জন্মে। একদা শিব স্বীয় স্ত্রী পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া সভায় বসিয়াছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে চিত্রকেতু তাঁহাকে উপহাস করেন। পার্ব্বতী সেই জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অসুর যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। তদনুসারে তিনি বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৪—১৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ দশরথের অন্যতম পুত্র লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের তনয় চিত্রকেতু। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) ঋক্ষরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। জাম্ববতী হইতে সুমিত্র,

পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিন, শাম্ব, বসুমান ও ক্রতু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্ব-২৬। (৬) মহাত্মা বিক্রান্তের বালেয় নামে খ্যাত অন্যতম পুত্র চিত্রকেতু। বায়ু-৬৯। বালেয় ও গন্ধর্ব্ব দেখ।

চিত্রগু—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতি (অন্য নাম সত্যা) হইতে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, বৃষ, আম, শঙ্কু, চিত্রগু, বেগবান্, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১।

চিত্রগুপ্ত— যমের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম চিত্রগুপ্ত। তাঁহার অধীনেই লোক নিযুক্ত থাকে। তাঁহারা পরলোক-বাসীকে কর্ম্মানুসারে শাস্তি দিয়া থাকে। বরা ১৯৮।

চিত্রগ্রীবা—কাশীস্থিতা চিত্রগ্রীবা দেবীকে প্রণাম করিলে মানব কখনও যম যন্ত্রণা ভোগ করে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

চিত্রঘণ্টা—কাশীস্থিতা চিত্রঘণ্টা দেবীকে পূজা করিলে, মানব বহু পাতকযুক্ত ও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও চিত্রগুপ্তের লিপির গোচর হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

চিত্রঘণ্টেশ্বরী—কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

চিত্রচাপ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রচাপ। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রদেব— (১) দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, চিত্রদেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মহানদী কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য স্বীয় অনুচর চিত্রদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রধর্ম্মা—নরপতি চিত্রধর্ম্মা কাম্বোজ দেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রনাথ—বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় কৃতকেত, রণধৃষ্ট ও চিত্রনাথ এই তিনজন। মৎ-১২।

চিত্রবতী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সুদেবার গর্ভে অবগাহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ভ, স্তম্ভবন, নামে সাত পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্রবর্ম্মা—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবর্ম্মা। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবর্হ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান্ বহু বিহঙ্গের জন্ম হয়। তন্মধ্যে চিত্রবর্হ অন্যতম। মহাভা-উদ-১০০।

চিত্রবান্—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবান্। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবাহু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবাহু। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি ৬৭।

চিত্রবেগিক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে চিত্রবেগিকের জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনিষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

চিত্রভানু— মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭।

চিত্রমহা—মহর্ষি চিত্রমহা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২২।১।

চিত্রমাল্য—(১) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্রমাল্য, বিষ্ণুভক্তির ফলে, মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-উ-১। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯।

চিত্রযোধী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্ররথ—(১) চিত্ররথ ও অর্ণ দুইজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। সরযুনদীর তীরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৪।৩০।১৮। (২) ইন্দ্রতুল্য বিদ্বান্ ও পরাক্রান্ত ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। নরপতি চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র লোমপাদ। হরি-হরি-৩১। (৩) যদুবংশীয় নরপতি উশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে পৃথুশ্রবা জন্মে। হরি-হরি-৩৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবা হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অবগাহ দেখ। (৫) ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (৬) মনুবংশীয় নরপতি গয়ের পত্নী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্ররথের ভার্য্যা ঊর্ণা সম্রাট নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৭) জনক বংশীয় ভূপতি সুপার্শ্ব হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধি হইতে সমরথ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পাণ্ডববংশীয় চিত্ররথ উগ্রের পুত্র। চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্ প্রদুর্ভূত হন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৯) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ রোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা ইক্ষ্বাকুবংশীয়

রাজা দশরথ তাহাকে শান্তা নাম্নী নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। হরিণী তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় রাজার আদেশ ক্রমে বরঙ্গনাগণ তপোবনে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমন মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। তিনি তৎপরে নিঃসন্তান রোমপাদের জন্য ইন্দ্রযাগ করিয়া পুত্রলাভ করেন। নিঃসন্তান দশরথও তাঁহার সাহায্যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু নানা দান ও যজ্ঞের ফলে, সকল কর্ম্মে নিপুণ চিত্ররথ নামে এক পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর অনগুক প্রভৃতি শতাধিক সহস্র পুত্র ছিল। ভাগ ৯স্ক-২৩; লি-৬৮। (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মুনি হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (১২) যযাতিবংশীয় ঋষদগুর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শূর, শূরের তনয় বসুদেব প্রভৃতি। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১৩) যদুবংশীয় রুষদ্রুর তনয় চিত্ররথ, চিত্রথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর দশ লক্ষ তনয়ের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই কয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার তনয় তম। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১৪) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ। চিত্ররথের তনয় দশরথ, অন্য নাম রোমপাদ, এই রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (১৫) পাণ্ডববংশীয় উষ্ণের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিরথ, শুচিরথের তনয় বৃষ্ণিমান্। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (১৬) সোমবংশীয় কুশিকের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু, শশবিন্দুর তনয় পৃথুযশা, পৃথুযশার তনয় পৃথুকর্ম্ম। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশ' কন্যাকে নারদ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মালাবতী উপবর্হনরূপী নারদের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৩। (১৮) চিত্ররথের অন্যতম কন্যাকে শনিদেব বিবাহ করেন। সেই কন্যারই শাপে শনির দৃষ্টি মাত্রই সকল বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এবং গণেশের ও মস্তক দেহচ্যুত হয়। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১১। (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, শিপ্রা নদী তাঁহার অনুচর চিত্ররথকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিল। বাম-৫৭। (২০) যদুবংশীয় রুসঙ্কু সুপুত্র ইচ্ছা করিয়া চিত্ররথ নামে এক কর্ম্মঠ পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মৎ-৪৪। (২১)

চিত্রবান্—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবান্। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রবাহু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম চিত্রবাহু। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি ৬৭।

চিত্রবেগিক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে চিত্রবেগিকের জন্ম হয়। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনিষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

চিত্রভানু— মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৭।

চিত্রমহা—মহর্ষি চিত্রমহা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২২।১।

চিত্রমাল্য—(১) বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের অন্যতম শিষ্য চিত্রমাল্য, বিষ্ণুভক্তির ফলে, মরণান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-উ-১। (২) সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

চিত্রযোধী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী যৌধিষ্ঠিরী হইতে যুধিষ্ঠির, চিত্রযোধী, কাপালী ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

চিত্ররথ—(১) চিত্ররথ ও অর্ণ দুইজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। সরযুনদীর তীরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিযাছিলেন। ঋগ-৪।৩০।১৮। (২) ইন্দ্রতুল্য বিদ্বান্ ও পরাক্রান্ত ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। নরপতি চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র লোমপাদ। হরি-হরি-৩১। (৩) যদুবংশীয় নরপতি উশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে পৃথুশ্রবা জন্মে। হরি-হরি-৩৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবা হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মে। হরি-হরি-১৬০। অবগাহ দেখ। (৫) ব্রহ্মা চিত্ররথকে গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (৬) মনুবংশীয় নরপতি গয়ের পত্নী গায়ন্তী হইতে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্ররথের ভার্য্যা ঊর্ণা সম্রাট নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (৭) জনক বংশীয় ভূপতি সুপার্শ্ব হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে ক্ষেমাধি, ক্ষেমাধি হইতে সমরথ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৮) পাণ্ডববংশীয় চিত্ররথ উপ্তের পুত্র। চিত্ররথ হইতে শুচিরথ, শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্ প্রাদুর্ভূত হন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৯) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ রোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখা ইক্ষাকুবংশীয়

রাজা দশরথ তাহাকে শান্তা নাম্নী নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। হরিণী তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় রাজার আদেশ ক্রমে বরাঙ্গনাগণ তপোবনে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহার আগমন মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। তিনি তৎপরে নিঃসন্তান রোমপাদের জন্য ইন্দ্রযাগ করিয়া পুত্রলাভ করেন। নিঃসন্তান দশরথও তাঁহার সাহায্যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। চিত্ররথের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশঙ্কু নানা দান ও যজ্ঞের ফলে, সকল কর্ম্মে নিপুণ চিত্ররথ নামে এক পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর অনগুক প্রভৃতি শতাধিক সহস্র পুত্র ছিল। ভাগ ৯স্ক-২৩; লি-৬৮। (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মুনি হইতে চিত্ররথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (১২) যযাতিবংশীয় ঋষদগুর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শূর, শূরের তনয় বসুদেব প্রভৃতি। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (১৩) যদুবংশীয় রুষদ্রুর তনয় চিত্ররথ, চিত্রথের তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দুর দশ লক্ষ তনয়ের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই কয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার তনয় তম। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১৪) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ। চিত্ররথের তনয় দশরথ, অন্য নাম রোমপাদ, এই রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (১৫) পাণ্ডববংশীয় উষ্ণের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিরথ, শুচিরথের তনয় বৃষ্ণিমান্। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (১৬) সোমবংশীয় কুশিকের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু, শশবিন্দুর তনয় পৃথুযশা, পৃথুযশার তনয় পৃথুকর্ম্ম। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশ' কন্যাকে নারদ বিবাহ করেন। তন্মধ্যে মালাবতী উপবর্হনরূপী নারদের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৩। (১৮) চিত্ররথের অন্যতম কন্যাকে শনিদেব বিবাহ করেন। সেই কন্যারই শাপে শনির দৃষ্টি মাত্রই সকল বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এবং গণেশের ও মস্তক দেহচ্যুত হয়। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১১। (১৯) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দদেব সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, শিপ্রা নদী তাঁহার অনুচর চিত্ররথকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিল। বাম-৫৭। (২০) যদুবংশীয় রুসঙ্কু সুপুত্র ইচ্ছা করিয়া চিত্ররথ নামে এক কর্ম্মঠ পুত্র লাভ করেন। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মৎ-৪৪। (২১)

পাণ্ডববংশীয় বিচক্ষুর আট পুত্রের মধ্যে ভূরি 'জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভূরির পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রথ, শুচিদ্রথের তনয় বৃষ্ণিমান্। মৎ-৫০। (২২) যযাতিবংশীয় ধর্ম্মরথ অতিশয় শ্রীমান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা দিবিরথের সহিত বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে সোমপান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ, তৎপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় চতুরঙ্গ, লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৮। (২৩) অযোধ্যাপতি দশরথের মন্ত্রী। রামা-অযো-৩২। (২৪) চিত্ররথ নামক বনের অধিপতি চিত্ররথ, মহাদেব ও প একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বৃত্র নামে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২৫) দশার্ণ দেশের রাজা চিত্ররথ পূর্ব্বজন্মে কপোত পক্ষী ছিলেন এবং যদৃচ্ছা ক্রমে শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পরজন্মে তিনি রাজা হন। রাজা হইয়াও পূর্ব্বস্মৃতি বশতঃ শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। স্কন্দ-নাগ-৬৪।

চিত্ররশ্মি—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুত্বতী হইতে রশ্মি প্রভৃতি মরুদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১; মরুদ্গণ দেখ। হরি-হরি-১৯৬।

চিত্ররূপিনী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, চিত্ররূপিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

চিত্ররেফ—মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। মেধাতিথি স্বীয় সপ্ত পুত্র মনোজ, পুরোজব, বেপমান, ধূম্রানিক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বধরকে শাকদ্বীপ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদান করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫মস্ক-২০;

চিত্রলেখা—(১) বাণ রাজার কন্যা উষার সহচরী চিত্রলেখা, বাণ রাজার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা ছিলেন। চিত্রলেখারই সাহায্যে অনিরুদ্ধকে উষা স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬২। (২) চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির সভায় নৃত্য করিত। মৎ-১৬১।

চিত্রশর্ম্মা— পুরাকালে চমৎকার পুরে বৎসবংশীয় চিত্র শর্ম্মা নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি হাটকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-নাগ-১০৭।

চিত্রসেন— (১) চিত্রসেন নামক একজন পাঞ্চাল বীর কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। মহাভা-কর্ণ-৪৯। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রসেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত

হন। মহাভা-দ্রো-১৩৭; মহাভা-আদি-৬৭। (৩) রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৪) কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৫) মগধের নরপতি জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি চিত্রসেন। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চিত্রসেন বিশেষরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। অবগাহ দেখ। হরি-হরি-১৬০। (৭) সম্বর অসুরের অন্যতম পুত্র চিত্রসেন, প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ১৬২। (৮) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অন্যতম পুত্র চিত্রসেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) একজন শিব উপাসক গন্ধর্ব্বের নামও চিত্রসেন ছিল। লি-৫৫। (১০) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর তনয় চিত্রসেন হইতে অর্জ্জুন নৃত্য গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই চিত্রসেনই দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ভ্রাতাসহ বন্ধনপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন এবং পরে অর্জ্জুনের অনুরোধে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৩৪, ২৫৫। (১১) মনুবংশীয় নরিষ্যন্তের পুত্র চিত্রসেন, চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ। ভাগ-৯স্ক-২।

চিত্রসেনা—(১) অন্যতমা অপ্সরার নাম চিত্রসেনা। হরি-হরি-২২৪। (২)দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে চিত্রসেনা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ রৌদ্র মহালয়া স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কলুল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

চিত্রা—(১) চিত্রা নাম্নী এক অপ্সরা ছিল। মহাভা-অনুশা ১৯। (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি কন্যার মধ্যে সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে চিত্রা অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৩) চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে। চৈত্রের পুত্র অধিরথ, অধিরথের পুত্র সুরথ। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৬১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র সবন, তাঁহার স্ত্রী সুবেদার সহিত আকাশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার রেত স্খলিত হইয়া নদীতে পতিত হয়। তাঁহার সেই রেত পান করিয়া চিত্রা, বিশালা, হরিতা ও অলিলীলা প্রভৃতি মুনি পত্নীরা সাতটী পুত্র প্রসব করেন। ইঁহারাই আদ্য মরুত নামে প্রথিত হইলেন। বাম-৭২। (৫) যদুবংশীয় রুক্মকবচের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি নামে পাঁচ তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জ্যামঘ, অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয় কর্ত্তৃক প্রব্রাজিত হন। তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম

পূর্ব্বক ঋষিমান্ গিরি অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করেন। তাঁহার স্ত্রী চিত্রা। কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া অপুত্রা চিত্রার হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র জন্মিলে, তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথা সময়ে চিত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। মৎ-৪৪। (৬) শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। হরি-হরি-১৬০। অবগাহ দেখ। (৭) বসুদেবের কন্যা। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ। (৮) মিত্র নামে কায়স্থের কন্যা। স্কন্দ-নাগ-১৩৯।

চিত্রাক্ষ—নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রাক্ষ। তিনি ভারত সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভাআদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৬।

চিত্রাঙ্গদ—(১) কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর পত্নী; দাসরাজের কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর পরলোক গমনের পর জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরেরর যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক দশার্ণদেশে উপস্থিত হইলে, তথাকার রাজা চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পরে চিত্রাঙ্গদ বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্বমে-৮৩। (৩) কলিঙ্গ দেশে চিত্রাঙ্গদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী রাজপুরে ছিল। মহাভা-শান্তি-৪। (৪) তাঁহার কন্যার স্বয়ম্বর সভায় বহু রাজা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্যে অন্যান্য ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া সেই কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে অপহরণ করেন। মহাভা-শান্তি-৪। (৫) মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে বালেয় গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত চিত্রাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। বালেয় ও গন্ধর্ব্ব দেখ।

চিত্রাঙ্গদা—(১) মনিপুর রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন বনবাসকালে ভ্রমণ করিতে করিতে মনিপুর রাজ্যে উপনীত হন। তথায় তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-২১৫। (২) চিত্রাঙ্গদা নামে এক অপ্সরা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (৩) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই রাজা সুরথকে বিবাহ করেন। এই জন্য বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে শাপ দেন যে, স্বামীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইবে। মহর্ষি

ঋতধ্বজ ইহা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে "বানর যোনী প্রাপ্ত হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে ঋষির অনুগ্রহে বিশ্বকর্ম্মা ও চিত্রাঙ্গদা উভয়েই শাপ মুক্ত হন এবং চিত্রাঙ্গদা স্বামীসহ মিলিত হন। বাম-৬২—৬৫।

চিত্রাঙ্গী—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। পার্ব্বতীর তপস্যাকালে, তিনি তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১।

চিত্রাদিত্য—মিত্র নামে এক কায়স্থের চিত্র নামে এক তনয় ও চিত্রা নামে এক কন্যা ছিল। এই চিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ চিত্রাদিত্য নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১৩৯

চিত্রাশ্ব—(১) চিত্রাশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২) শালদেশের রাজা দ্যুমৎসেনের তনয় সত্যবান বাল্যকালে অতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিলেন। তিনি মৃন্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে আকার অঙ্কিত করিতেন বলিয়া চিত্রাশ্ব নামেও অভিহিত হইতেন। মহাভা-বন-২৯২।

চিত্রায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম চিত্রায়ুধ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৩৬; মহাভা-আদি-৬৭।

চিত্রিতাঙ্গ— চিত্রিতাঙ্গ নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। বরা-২১৪।

চিত্রেশ্বর—চিত্রেশ্বর লিঙ্গের পূজন, দর্শন ও স্মরণে নর পরদারজনিত পাতক ও উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-১৪৩।

চিদি—(১) যদুবংশীয় বিদর্ভের অন্যতম তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চিদি। এই চিদি হইতে চৈদ্যগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৎ-৪৪। (২) বিদর্ভের অন্যতম তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চিদি। চিদি হইতে চৈদ্য নৃপতিগণ উৎপন্ন হন। অগ্নি-২৭৫।

চিন্তামণিবিনায়ক—কাশীতে চিন্তামণি-বিনায়ক নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭

চিবিলিক—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি লম্বোদরের তনয় চিবিলিক, চিবিলিকের তনয় মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতির তনয় দৃঢ়মান্। ভাগ-১২স্ক-১।

চিরকারী—অঙ্গিরার বংশে চিরকারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌতম। একবার গৌতম পত্নী, ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এই অপরাধে গৌতম ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় তনয় চিরকারীর প্রতি স্ত্রী বধের আদেশ প্রদান করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। পরে তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তনয়কে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দর্শনে স্ত্রী ও তনয় উভয়কে ক্ষমা করেন। মহাভা-শান্তি-২৬৬।

চিরান্তক—কশ্যপ স্ত্রী বিনতা হইতে যে সকল বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে চিরান্তক অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

চীরবাস্য—একজন বিখ্যাত নরপতি। মহাভা-আশ্বমে-৮১।

চুঞ্চুল—হিরণ্যাক্ষ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অঘমর্ষণ, উড়ুম্বর, অভিম্নাত, তারকায়ণ, চুঞ্চুল প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের তনয়। হরি-হরি-২৭।

চুমুরি—পূর্ব্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরেরা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া দভীতিকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।৯।

চূড়ামণি—অবন্তী ক্ষেত্রে কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমীতে চূড়ামণি লিঙ্গকে নমস্কার করিলে, নর বিজাতীয় যোনী প্রাপ্ত হয় না। স্কন্দ-আব-অব-২৫।

চূলী— জনৈক উর্দ্ধ্বরেতা সন্ন্যাসী। উর্ম্মিলা নাম্নী জনৈকা অপ্সরার কন্যা সোমদা, তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩।

চেকিতান— (১) জরাসন্ধের অন্যতম সেনাপতি চেকিতান। জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, চেকিতান তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯। (২) কেকয়-রাজ মহিষী শ্রুতকীর্ত্তি হইতে চেকিতান প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। অনুবিন্দ দেখ।

চেতনা— শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয় বরূত্রী। এই বরূত্রীর তনয় রঞ্জন, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্গিরা। তাঁহারা দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা যাগ-পূজাদি বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হন। প্রাণ ভয়ে তাঁহারা লুক্কায়িত হন। ইন্দ্র তাঁহাদের স্ত্রী চেতনাকে বহু ধন রত্ন দিয়া বশীভূত করেন ও তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে বধ করেন। বায়ু-৬৫।

চেতস— অন্যতম মরুত। বায়ু ৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

চেদি— (১) যদুবংশীয় নরপতি বাহ্বতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চেদি, এই চেদি হইতেই চৈদ্য বংশের উৎপত্তি। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতিবংশীয় নরপতি উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতি-গণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের অন্যতম পুত্র কৌশিক, কৌশিকের তনয় চেদি। এই চেদি হইতে চৈদ্যভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৪) চেদির তনয় অনেক ছিল। তন্মধ্যে দ্যুতিমান প্রধান

ছিলেন। দ্যুতিমানের তনয় বপুষ্মান্। কূর্ম্ম-পূ-৩৩

চেদিপ—যযাতিবংশীয় নরপতি বসু হইতে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চেদিপ চেদি দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

চৈকিতায়ন— মহর্ষি চিকিতায়নের তনয় চৈকিতায়ন উদ্গীথ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একবার শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং মহর্ষি প্রবাহন মধ্যস্থ ছিলেন। ছান্দো। চিকিতায়ন দেখ।

চৈত্র—(১) শিবের অন্যতম অনুচর চৈত্র, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (২) চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি স্বারোচিষ মনুর পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য় ১। (৩) তামস মন্বন্তরে জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৪) চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন। চিত্রা হইতে বুধের চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে। চৈত্রের তনয় অধিরথ, অধিরথের তনয় সুরথ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৮, ৬।

চৈত্ররথ— চন্দ্রবংশীয় নরপতি সম্বরণের পত্নী তপতী হইতে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর অবিক্ষিত, অবিষ্যন্ত চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় প্রভৃতি পাঁচ তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। চৈত্ররথ নামে একজন বিদ্যাধর ছিলেন। বরা-৫।

চৈত্ররথী— রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতী, চৈত্ররথী নামেও বিখ্যাতা ছিলেন। এই বিন্দুমতী হইতে পুত্র কুৎস ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিন্দুমতী অতিশয় পতি পরায়ণা ও নিজের অযুত সংখ্যক ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ভূলোকে তাঁহার তুল্য সৌন্দর্য্যশালিনী কেহই ছিলেন না। হরি-হরি-১২; শিব-ধর্ম্ম ৬০; বায়ু-৮৮।

চৈত্রা— যদুবংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম তনয় জ্যামঘ। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হন এবং নর্ম্মদা অতিক্রমপূর্ব্বক ঋক্ষিমান গিরি আশ্রয়পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া তিনি স্বীয় পত্নী চৈত্রাকে অর্পন করেন এবং পুত্র জন্মিলে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে বলেন। যথাকালে চৈত্রা, বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। এই বিদর্ভ উক্ত কন্যা হইতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন তনয় লাভ করেন। মৎ-৪৪।

চৈত্রাগ্নি— তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম চৈত্রাগ্নি ছিলেন। সৌর-৩২।

চৈত্রায়ন— মহর্ষি চৈত্রায়ন একজন অত্রি

বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন তাঁহার শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চিনানশ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

চৈত্রাসুর—চৈত্র নামে এক অসুর ছিল। ব্রহ্মার দেহ হইতে যে মায়া নির্গত হয়, তিনিই অষ্টভুজা গায়িত্রী হইয়া চৈত্রাসুরকে বধ করেন। বরা-৯৯।

চৈদ্য—(১) নরপতি চৈদ্যের যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে অঙ্গদেশীয় নরপতি বৃহন্মনা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ ও সতীর গর্ভে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (২) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সধৃতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চৈদ্য। লি-৬৮। চৈদ্যের পত্নী শ্রুতশ্রবা হইতে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬।

চৈদ্যবর— ভরতবংশীয় রাজর্ষি দিবোদাসের তনয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মিত্রয়ু, ইহা অপর নাম মৈত্রায়ন। এই মৈত্রায়নের তনয় মৈত্রেয়, মৈত্রেয়ের তনয় চৈদ্যবর, চৈদ্যবরের তনয় সুদাস। মৎ-৫০।

চৈল—মহর্ষি কুথুমির পুত্রদের অন্যতম শিষ্য চৈল ছিলেন। তিনি একখানি সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-৬৯; ব্রহ্মা-৬৭

চোদক—যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১। ও বিরোধিনী দেখ।

চোল· (১) কুরুবংশীয় নরপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি তনয় ছিল। তাঁহাদের সমৃদ্ধ জনপদের নামও পাণ্ড্য, কেবল, কোল ও চোল নামে খ্যাত ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি দুষ্মন্তের, তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ডীর, ডীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদ গুলিও পাণ্ড্য, চোল, কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৩) জনাপীড়ের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৯। জনাপীড় দেখ।

চোলরাজ—একজন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ রাজ চক্রবর্ত্তী। অনপত্য হেতু তিনি স্বীয় ভাগিনেয়কে রাজ্য দান করেন। সেই জন্য তদ্দেশে তদবধি ভাগিনেয় রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। পদ্ম-উত্ত-১০৮।

চৌক্ষী—মহর্ষি চৌক্ষী একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু ও গৃৎসমদ এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

চৌলি—মহর্ষি চৌলি একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর্ষেয় প্রবর বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

চ্যবন—(১) ভৃগুমুনির তনয় যমুনাতীরবাসী জনৈক ঋষি. ইহারই বরে মনুবংশীয় নৃপতি অসিতের স্ত্রী কালিন্দী গরলের সহিত একটী তনয় প্রসব করেন। রামা-আদি-৭০। অসিত দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত যমুনাতীরে

বাস কালীন লবণ রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম স্বীয় অনুজ শত্রুঘ্নকে লবণ বধার্থ প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন দুরাচার দৈত্যকে নিহত করিয়া তাঁহাদের আপদ শান্তি করেন। রামা-উত্ত-৭৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্ত, বৃহস্পতি, অত্রি ও চ্যবন এই সাতজন সপ্তর্ষি এবং তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন তনয় ছিল। কিন্তু দেবাপি মহর্ষি চ্যবনের কৃতক তনয় ছিলেন। ঋষি দেবাপি দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (৫) মহর্ষি চ্যবন নরপতি শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-১০। (৬) সাত্বত বংশীয় নরপতি হৃদিকের দ্বিতীয় তনয় শতধন্বা। চ্যবন মুনির প্রসাদে, ভিষক, বৈতরণ, সুদান্ত ও অবিদান্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নাম্নী দুই কন্যা প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-৩৮। (৭) কুক্কুর তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় কৃতযজ্ঞ, কৃতযজ্ঞের তনয় উপরিচর বসু। হরি-হরি-৩২। (৮) ধর্ম্মের স্ত্রী সুরভী হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর এবং বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৯) ভৃগুমুনির তনয় চ্যবন। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক রাক্ষস হরণ করিতেছিল, সেই সময়ে চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত (পতিত) হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চ্যবন হয়। তাঁহার স্ত্রী সুকন্যা মহর্ষি প্রমতিকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৫। (১০) মনুর কন্যা আরুষীকে চ্যবন বিবাহ করেন। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (১১) মহর্ষি দিবোদাসের তনয় মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় রাজা চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১২) রাজা কুক্কুর তনয় সুধনু, সুধনুর তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় কৃতক, কৃতকের তনয় উপরিচর বসু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১৩) মহর্ষি চ্যবনের কন্যা সুমেধা, নৈধ্রুব ঋষির ভার্য্যা ছিলেন। সুমেধা, কুণ্ডপায়ী তনয় সকল প্রসব করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু-১৯। (১৪) ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং ভাস্করদেবকে তাহা শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করিয়া, এই উভয় গ্রন্থ তিনি নিজ শিষ্য ধন্বন্তরী,

দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য এই ষোড়শজনকে শিক্ষা দেন। চ্যবন "জীবদান" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (১৫) একদা ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন নর্ম্মদা সলিলে অবতরণ করিলে, এক লোহিত বর্ণ সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি, 'হরি' স্মরণ করিবা মাত্র তাঁহার সমস্ত বিষ নষ্ট হয়। সর্প তাঁহাকে রসাতলে লইয়া যাইয়া পরিত্যাগ করে। তিনি তথা হইতে দানব পুরীতে গমন করেন এবং তথায় প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রহ্লাদের প্রশ্নে মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে তীর্থ বিবরণ বলিয়াছিলেন। বাম-৮। (১৬) মহর্ষি ভৃগুর তনয় চ্যবন ও আপ্নুবান্। ঔর্ব্ব আপ্নুবানের পুত্র। ঔর্ব্বের তনয় জমদগ্নি। মহাত্মা ভার্গবদিগের ঔর্ব্বই গোত্রপ্রবর্ত্তক। মৎ-১৯৫। (১৭) ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জীর্ণাঙ্গ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজর্ষি শর্য্যাতির কন্যা শার্য্যাতিকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি চ্যবন অশ্বিদ্বয়ের গ্রহণীয় হব্য গ্রহণ করিলে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে চ্যবন অতিশয় বিনয় করিয়া ইন্দ্রকে শান্ত করেন। ঋগ-১।১১৬।১০। (১৮) মনুবংশীয় বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ নরপতি শর্য্যাতির কমললোচনা কন্যা সুকন্যা। একদা রাজা শর্য্যাতি স্বীয় কন্যাসহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করেন। সুকন্যা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রমস্থিত এক স্থানে বল্মীক ছিদ্রমধ্যে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতি দেখিতে পাইয়া বালসুলভ চপলতা বশতঃ কণ্টক দ্বারা ঐ জ্যোতি বিদ্ধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। শর্য্যাতি ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সুকন্যা অজ্ঞতা বশতঃ চ্যবন মুনিরই চক্ষুতে আঘাত করিয়াছিলেন। নানা উপায়ে চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া শর্য্যাতি তাঁহারই সহিত সুকন্যার বিবাহ দিলেন। চ্যবন মুনি পরে স্বর্গ দৈত্য অশ্বিনীকুমারের বরে অতি সুস্থ দেহ, দিব্য অঙ্গ লাভ করিলেন। প্রতিদানে তিনি অশ্বিনীকুমারকে যজ্ঞের সোমরস পানের অধিকারী করেন। ইন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে পরাস্ত হইয়া উক্ত কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভাগ-৯স্ক-৩। (১৯) মুদ্গল বংশীয় মিত্রায়ুর তনয় চ্যবন। চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সহদেব। ভাগ-৯স্ক-২২। (২০) যযাতি বংশীয় নরপতি সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতি, কৃতি হইতে উপরিচর বসু, উপরিচর বসু

হইতে বৃহদ্রথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২০) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব ভক্ত ও সংযত পুরুষগণের ভক্তি প্রদানার্থ গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের পরম যোগী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। (২১) চ্যবনের তনয় দধীচ মুনি। লি-৩৫। (২২) চ্যবনের কন্যা ও নৈধ্রুব ঋষির পত্নী হইতে সুমেধা ও কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (২৩) বৈবস্বত মনুর তনয় পৃষধ্র স্বীয় গুরু চ্যবন মুনির গো হত্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য চ্যবনের শাপে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। লি-৬৬। (২৪) মহাত্মা ভৃগুর চ্যবন, বজ্রশির্ষ, শুচি, ঔর্দ্ধ, শুক্র, বিভু ও সবন নামে সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাত্মা দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫। (২৫) কুরুবংশীয় সুধন্বার তনয় পুণ্য, পুণ্যের তনয় চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃমি, কৃমির তনয় উপরিচর বসু,। মৎ ৫০। (২৬) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। (২৭) বরাহকল্পের ষোড়শ দ্বাপরে মহাদেব গোকর্ণ তীর্থে গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উশনা, কশ্যপ, চ্যবন ও বৃহস্পতি নামে গোকর্ণের যোগাত্মা চারি পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। গোকর্ণ দেখ।

চ্যবনার্ক—প্রভাস ক্ষেত্রে চ্যবনার্ক নামে সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭৯।

ছ

ছগল—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, মহর্ষি ছগল তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। লি-২৪। (২) মহর্ষি ছগল একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২ মুণ্ডীশ্বর দেখ।

ছত্রা—দেবী শঙ্করীয় স্বীয় শরীর জাত কতিপয় কুলদেবতার অন্যতম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

ছন্দন—মহর্ষি ছন্দন একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

ছন্দোগেয়—মহর্ষি ছন্দোগেয় একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার শ্যাবাশ্ব, অত্রি, অর্চ্চিনানশ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

ছল—রামের বংশে দর্শ নরপতির জন্ম হয়। দর্শের তনয় ছল, ছলের তনয় উকৃথ, উকৃথের তনয় বজ্রনাভ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

ছাগ—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ছাগল—বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলিকালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তাঁহার ছাগল, কুন্তল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে চারি তনয় জন্মে। লি-২৪।

ছাগলী—জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং মথুরা নগরী অবরোধ করে। নরপতি ছাগলী সেই যুদ্ধে জরাসন্ধের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১।

ছাগেশ্বর—কাশীস্থিত ছাগেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে লোকের সংসারে আসিয়া পাপী হইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উ-৫৩।

ছায়া—বিবস্বানের (সূর্য্যের) অন্যতমা স্ত্রী ছায়া দেবী। প্রথমে সূর্য্য ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞা স্বামীর রূপ বিবর্ণ দেখিয়া নিজ শরীর হইতে আর একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার নাম ছায়া। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব, যম ও যমুনা নাম্নী যমজ পুত্র কন্যা, এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা ছায়ার উপর স্বীয় সন্তানদের প্রতিপালন ও স্বামী শুশ্রূষার ভার অর্পণ পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়াকে তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছায়া দেখিতে সংজ্ঞারই অনুরূপা ছিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত স্বামী কর্ত্তৃক ধর্ষিত ও অভিশপ্তা না হন, সেই পর্য্যন্ত গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। একদা যম মাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। সেই জন্য ছায়া তাঁহাকে পদহীন হও বলিয়া শাপ দেন। যম তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সূর্য্যের শরণাপন্ন হন। বিবস্বান ছায়াকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ছায়া কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সেজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়ার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ছায়া তাঁহাকে সমুদয় বলেন। তখন সূর্য্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানার্থ গমন করেন। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের শনি ও সাবর্ণিমনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৫; ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। সংজ্ঞা দেখ। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র এবং তপতী ও বিষ্টি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৫-কূর্ম্ম-পু-২০-মৎ-১১।

ছিন্নমস্তা—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা শ্রীমহাভা-৮। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

জ

জগৎসেন—(১)সোমবংশীয় সহদেবের পুত্র নৃপতি নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন, জগৎসেনের তনয় সংকৃতি। হরি-হরি-২৯। (২) মগধদেশপতি জরাসন্ধের তনয় জগৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ পাণ্ডব পক্ষে কুরুক্ষেত্র সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১৮।

জগদ্‌গুরু— জগদ্‌গুরু নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭।

জগদ্ধাত্রী—(১) পার্ব্বতীর অন্য নাম। শ্রীমহাভা-৩। (২) দণ্ডের স্ত্রী জগদ্ধাত্রী। মহাভা-শান্তি-১২১।

জগন্নাথ—বিষ্ণুর এক নাম। বরা-২১১।

জগন্মাতা—শঙ্কর পত্নী পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর-৪৯।

জগৃহু—নরপতি অন্ত্যের পত্নী ও যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। অন্ত্য দেখ

জজ্ঝ—(১) লঙ্কা সমরে হত জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। রামা-লঙ্কা-৯০। (২) প্রাচীনকালে জজ্ঝ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

জজ্ঝাবন্ধু—একজন মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

জজ্ঝারি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম ছিলেন জজ্ঝারি। মহাভা-অনুশা-৪।

জটাক্ষ—খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ

জটাজুট—মহাদেবের এক নাম। স্কন্দ-নাগ-১।

জটাধর—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জটাধর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মহাদেবের অন্য নামও জধাধর। বাম-৫।

জটাধরা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে মাতৃকা জটাধর তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, মেঘনাদ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দশানন, সোমাপ্যায়ণ, উগ্র ও দেবযাজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

জটামালী—(১) বরাহকল্পের উনবিংশ দ্বাপরে জটামালী একজন শিবাবতার যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি কুথুমি নামে চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ, যোগাচার্য্য ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। লি ২৪; বায়ু-২৩, ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাদশ কলিযুগে জটামালী মহাদেবের অবতার ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

জটায়ু—(১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি কন্যার অন্যতমা তাম্রা, মহাত্মা কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা। কশ্যপের ঔরসে তাম্রার লোক বিখ্যাতা শুকী প্রভৃতি পঞ্চ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শুকীর কন্যা নতা, নতার তনয়া বিনতা। বিনতা, অরুণ ও গরুড় নামে দুই উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করেন। অরুণের ঔরসে ও তৎপত্নী শ্যেনীর গর্ভে জটায়ু ও তদ্‌ভ্রাতা সম্পাতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত জটায়ুর পরিচয় হয়। রাম জটায়ুকে পিতৃবন্ধু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং সীতাকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পঞ্চবটী বনে গমন করেন। রামা-আরণ্য-১৪; মহাভা-আদি-৬৬। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন জটায়ু তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হন। রাম সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে জটায়ুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার মুখে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বিষয় শুনিতে পান। জটায়ু রামকে উক্ত বিবরণ বলিয়াই প্রাণত্যাগ করেন। রামা-আরণ্য-৬৭, ৬৮। (২) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ নামে দুই তনয় এবং সৌদামনি নাম্নী এক কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে অরুণের তনয় সম্পাতি ও জটায়ু, জটায়ুর তনয় কর্ণিকার, শতগামী, সারস, ভেরণ্ডু ও রজ্জুবাল এই পাঁচ জন। মৎ-৬।

জটালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জটালিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জটাসুর— মহাবীর নরপতি জটাসুর রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। পাণ্ডবেরা যে সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে অর্জ্জুনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং পরে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করেন। ভীম পথিমধ্যে তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইয়া নিহত করেন। মহাভা-বন-১৫৬ জটাসুরের তনয় অলম্বল। তিনি ঘটোৎকচের প্রহারে নিহত হন মহাভা-দ্রো-১৭৫। অলম্বল দেখ।

জটিল— (১) একটী রুদ্রের নাম অগ্নি-৮৫। (২) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯।

জটিলা—ধর্ম্মপরায়ণা গৌতমবংশীয়া জটিলা নাম্নী এক কন্যা এক কালে সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭৫।

জটী— (১) জনৈক পাতালবাসী নাগ। রাবন হস্তে পরাজিত হন। রামা-লঙ্কা-৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমূহ

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। জটীনাগ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জটেশ্বর—ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অবন্তিধামে জটাশৃঙ্গে স্নান ও জটেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-আব অব-৩১।

জড়—জড় নামে এক ব্রাহ্মণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা লুণ্ঠনব্যপদেশে দূরদেশে গমন করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া একদা এক বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক গীতা পাঠ করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রেতযোনী প্রাপ্ত জড় সেই বৃক্ষ হইতে পাঠ শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৭৭; স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২।

জড়ভরত—মনুবংশীয় নৃপতি ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে ভরত সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পুত্র সুমতির হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক শালগ্রাম তীর্থে যোগাভ্যাসার্থ গমন করেন। এই ভরতের নামানুসারেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। সেই ভরত তপস্যার্থ শালগ্রাম তীর্থে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। একদা তিনি মহানদীতে স্নানান্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতে ছিলেন, এমন সময়ে বন মধ্য হইতে একটী আসন্ন প্রসবা হরিণী জলপানার্থ তথায় গমন করিল। জলপানান্তে সেই হরিণী এক সিংহের নাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া যেমন তীরে উঠিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিল, অমনি নদীতেই তাঁহার গর্ভপাত হইল। হরিণী নদীর উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ও প্রসব বেদনার কষ্টে তখনই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা ভরত সেই সদ্য প্রসূত হরিণ শিশুকে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে আনিয়া অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। যিনি তপস্যার্থ রাজ্য ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই শেষে এই হরিণ শিশুর প্রতি অতিশয় আসক্ত চিত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, এই হরিণকে স্মরণ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিলেন। এই পাপে তিনি পর জন্মে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ ছিল বলিয়া, তিনি শালগ্রাম তীর্থে গমন করেন। কালক্রমে সেই মৃগ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়াও তিনি নিতান্ত জড় বুদ্ধির ন্যায় অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জড়ভরত হইয়াছিল। লোকেরা আহার মাত্র প্রদান দ্বারা তাহাদ্বারা কর্ম্ম

সম্পাদন করিয়া লইত। একদা রাজা সৌবীরের অমাত্য তাঁহাকে রাজার শিবিকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। রাজা সৌবীর তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ শিবিকারোহণে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে সৌবীর শিবিকার অসমগতির কারণ অনুসন্ধান কালে ব্রাহ্মণরূপী জড়ভরতের পরিচয় লাভ করেন। রাজা তখন শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। জড়ভরত তখন তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। রাজা সৌবীর তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইলেন। এবং জড়ভরত এই জন্মেই জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিলেন। বিষ্ণু ২য়-১, ১৩, ১৪, ১৫।

জতৃণ—মহর্ষি জতৃণ একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরাঃ, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জন— কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট ঔপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল উপমন্যব, পুলুষের তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, শর্করাক্ষের পুত্র জনশার্করাক্ষ, অশ্বতরাশ্বের তনয় বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, অরুণের তনয় উদ্দালক আরুণির সহিত গমন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-১মঅ।

জনক—(১) জনকবংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমির তনয় মিথি, মিথির তনয় জনক। এই জনকের নামানুসারে এই বংশীয় সকলেই জনক নামে উক্ত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবসু, উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধন হইতে সুকেতু, সুকেতু হইতে দেবরাত, দেবরাত হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে মহাবীর, মহাবীর হইতে সুধৃতি, সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে মরু, মরু হইতে প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধক হইতে কীর্ত্তিরথ, কীর্ত্তিরথ হইতে দেবমীঢ়, দেবমীঢ় হইতে বিবুধ, বিবুধ হইতে মহীধ্রক, মহীধ্রক হইতে কীর্ত্তিরাত, কীর্ত্তিরাত হইতে মহারোমা, মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমা হইতে হ্রস্বরোমা জন্মগ্রহণ করেন। হ্রস্বরোমার সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই তনয় জন্মে। সীরধ্বজের কন্যা সীতাকে রাম ও উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ এবং কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। রামা-অযোধ্যা-ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি বশিষ্ঠ শাপে দেহত্যাগ করিলে ঋষিরা পুত্রের জন্য তাঁহার দেহ মন্থন করেন। মথিত মৃতদেহ হইতে একটী কুমারের জন্ম হইল। এই নিমি তনয়ের ঐরূপ জন্ম হেতু জনক নাম হয়। বৈদেহ ও মিথিল তাঁহার অপর নাম। তিনি মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ

করেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। জনকবংশীয় হ্রস্বরোমার তনয় সীরধ্বজ, একদা যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সীরের (লাঙ্গল পদ্ধতির) অগ্রভাগ হইতে সীতার জন্ম হয়। এই-রূপে সীর তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ হওয়ায় তাঁহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-১৩। ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি, বশিষ্ঠ মুনির শাপে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে, মুনিগণ অরাজকতার ভয়ে ভীত হইয়া অরণীতে মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে এক পুত্রের জন্ম হয়। মৃতদেহ হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম জনক হয়। ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া, তাঁহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থন দ্বারা জন্ম হয় বলিয়া, তাঁহার আর এক নাম হয় মিথি। জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় সুকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) মগধের প্রদ্যোতবংশীয় রাজা বিশাখ, যূপের তনয় জনক, জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয় শিশুনাগ হইতে শিশুনাগবংশ আরম্ভ হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৩) শম্বর অসুরের এক পুত্রের নাম জনক ছিল। এই জনক শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ৬২।

জনকা—দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও একজন রুদ্রের পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

জনঘণ্ট—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬২। তামসমনু দেখ।

জনদেব—মিথিলার অধিপতি জনদেব একজন জনকবংশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মতই জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি পঞ্চশিখ ভূপর্য্যটন করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলে জনদেব পঞ্চশিখের নিকট অনেক জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২১৮-১৯।

জনমেজয়—(১) নরপতি যযাতির অন্যতম তনয় পুরু। তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি পিতা যযাতি জরা সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য যযাতি তাঁহাকেই রাজ্য ভার প্রদান করেন। পুরুর কৌশল্যার গর্ভজাত তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের মাধবী গর্ভজাত তনয় প্রাচীন্বত। মৎ-৪, ৪৮। (২) পাণ্ডববংশীয় অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু, অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক, শতানীকের তনয় অধিসোমকৃষ্ণ। মৎ-৫০। (৩) যযাতিবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-৪৮। (৪ যযাতিবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ,

অঙ্গের তনয় কর্ণ। মৎ-৪৮। (৫) ভরত বংশীয় ভল্লাটের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়কে রক্ষা করিবার জন্য উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপ বংশ ধ্বংস করেন। মৎ-৪৯। (৬) পাণ্ডববংশীয় অভিমন্যু তনয় পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়া করিতে গিয়া, মৌনব্রতালম্বী শমীক মুনির গলে সর্প প্রদান করেন এবং সেই জন্য তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক "সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে, মৃত্যুমুখে পতিত হইবে" বলিয়া অভিশপ্ত হন। সেই শাপে অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজা জনমেজয় সেই জন্য সর্পকুল ধ্বংস করিবার জন্য সর্পসত্র আরম্ভ করেন। ক্রমে সর্প সকল সেখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। পরীক্ষিতের নিধনকারী তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু ইন্দ্রও প্রথমে তাহাকে আশ্রয় দিয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এদিকে বাসুকি স্বীয় ভাগিনেয় জরৎকারু মুনির তনয় আস্তিককে মাতামহ কুল রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। আস্তিক জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন জমমেজয় তাঁহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদানে' প্রতিশ্রুত হইলেন। আস্তিক তখন সর্প যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। জনমেজয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, সর্পকুল রক্ষা পাইল। জনমেজয়ের মাতার নাম মাদ্রী ছিল। জনমেজয় কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমাকে বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (৭) কুরুজাঙ্গলের রাজা কুরুর অবিক্ষিত, অবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৮) আবার কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের আট পুত্রের অন্যতম পরীক্ষিত, এই পরীক্ষিতের জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে সাত পুত্র ছিল। মৎ-৫০। (৯) ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি নামে আট পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (১০) পুরুবংশীয় নরপতি পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমজয়ের তনয় রাজর্ষি মহাশাল। হরি-হরি-৩১। (১১) কুরুর অন্যতম পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের এক স্ত্রী হইতে শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে মহারথ তিন পুত্র এবং অন্যতমা স্ত্রী মনিমতির গর্ভে সুরথ ও মতিমান্ নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩২। (১২) কুরুবংশীয় নরপতি অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। কাশীরাজ নন্দিনী কাশ্যা অন্যনাম বপুষ্টমা জমনজয়ের পত্নী ছিলেন, তাহা হইতে চন্দ্রাপীড় ও

সূর্য্যাপীড় নামে দুই পুত্র জন্মে জনমজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রী কান্তাকে সংযতা হইয়া থাকিতে বলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র গোপনে তাঁহার অপমান করেন। ইহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন হয় এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে বিশ্বাবসুর পরামর্শে স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮৫-১৮৮। (১৩) মনুবংশীয় নরপতি সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। ভাগ-৯স্ক-২। (১৪) যযাতিবংশীয় পুরুর তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় প্রচিন্বন্, প্রচিন্বনের তনয় প্রবীর। ভাগ-৯স্ক-২০। (১৫) অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (১৬) যযাতি বংশীয় সৃঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনার তনয় উশীনর ও তিতিক্ষু। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৭) নরপতি কুরুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়; এই জনমেজয় গর্গমুনির বালক তনয় অক্রূরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। লি-৬৬। (১৮) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। লি-৬৯। অক্রূর দেখ। (১৯) নরপতি জনমেজয় কুরুবংশীয়দের শেষ রাজা ছিলেন বরা-১৯৩। অক্রূর দেখ।

জনশ্রুতি— মহর্ষি জনশ্রুতির তনয় জানশ্রুতি একজন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল বহুদাতা ও বহুপাক্য (অতিথির জন্য বহু অন্ন পাককর্ত্তা) রাজা ছিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-১মখ-১।

জনার্দ্দন—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। তিনি জন নামক অসুরকে বধ করিয়া জনার্দ্দন নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-১৮৭। (২) জনার্দ্দন নামে বৃষ্ণিবংশীয় একজন রাজাও ছিলেন। মহাভা-আদি-১৬৭।

জনাপীড়— পুরুবংশীয় দুস্কতের তনয় শরূথ, শরূথের তনয় জনাপীড়। এই জনাপীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কুল্য নামে চারি তনয় ছিল। তাঁহাদের অধিষ্ঠিত জনপদও তাঁহাদের নামানুসারে খ্যাত ছিল। বায়ু-৯৯।

জন্নখণ্ড — তামস মনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মা-৬৮। অবক্ষি ও তামসমনু দেখ।

জন্তু— যদুবংশীয় পুরুদ্বানের তনয় জন্তু। জন্তুর পত্নী ঐক্ষাকী হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ, বৃষ্ণি প্রভৃতি বহু তনয় জন্মে। মৎ-৪৪। (২) ভরতবংশীয় রাজা সুদাসের তনয় অজমীঢ়, অজমীঢ়ের তনয় সোমক, সোমকের তনয় জন্তু। মৎ-৫০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি

সোমকের তনয় জন্তু, জন্তুর শত পুত্রের মধ্যে পৃষত কনিষ্ঠ ছিলেন। পৃষত হইতে দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-৩২। (৪) চ্যবনবংশীয় সোমকের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৃষত। পৃষতের তনয় দ্রুপদ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) রাবণের অন্যতম সেনাপতি জন্তু, বানর সৈন্যের হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩। (৬) মগধের নরপতি বৃহদ্রাথর বংশীয় সুধন্বার তনয় জন্তু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

জন্তুধনা— খণ্ড নামক পিশাচের কন্যা জন্তুধনা। জন্তু সকল ইহার ধন ও খাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। ইহার সর্ব্বাঙ্গে লোম। বায়ু-৬৯।

জন্তুবাহ— উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের কতকগুলি গণ ছিল। তন্মধ্যে শিবগণ অন্যতম। জন্তুবাহ শিবগণের অন্তর্গত দ্বাদশ দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬১।

জন্য— তামস মন্বন্তরে, জন্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

জপসিদ্ধি—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জপহারিণী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জপাতি— পরাশরবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষি কাঞ্চায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর এই পাঁচজন ঋষি কৃষ্ণপরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

জব— রাক্ষস বিশেষ। ইহারই তনয় বিরাধ সীতাকে হরণ করিয়া রাম হস্তে নিহত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শতহ্রদা। রামা-আরণ্য-২। বিরাধ দেখ।

জবন— দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, জবন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জবানেত্র— দৈত্যপতি দুর্গের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্ব্বতী করে নিহত হয়েন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জবালা—মহর্ষি সত্যকাম জাবালির মাতা। জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গর্ভে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট বিদ্যার্থীরূপে উপস্থিত হইলে, গৌতম তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সত্যকাম মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও গোত্র জানিতে পারিলেন না এবং না পারিবার কারণও গৌতমকে বলিলেন। মহর্ষি গৌতম তাঁহার সত্যবাদীতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-৪র্থখ-১,৫।

জবিন— ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জবিন একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের

ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জমদগ্নি--(১) উত্তর দিগ্বাসী মহর্ষি বিশেষ। তিনি লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (২) বরুণের তনয় মহর্ষি ভৃগু, ভৃগুর তনয় মহর্ষি জমদগ্নি, একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৩।৬২।১৮: ৯।৬৫।১। (৩) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ও আপ্নুবান্ এবং আপ্নুবানের তনয় ঔর্ব্ব, ঔর্ব্বের তনয় জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (৪)বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯। (৫) মহারাজ গাধীর সত্যবতী নাম্নী এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। তাঁহাকে মহর্ষি চ্যবনের তনয় ঋচীক এক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। সত্যবতীর পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঋচীক তাঁহাকে তনয় লাভার্থ এক বর প্রদান করেন। সত্যবতী এই বিবরণ তাঁহার মাতা গাধিরাজ মহিষীর নিকট বলিলেন, তাঁহার মাতাও জামাতার নিকট তনয় লাভার্থ বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সত্যবতী ঋচীকের নিকট মাতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋচীক দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—এই চরু তুমি স্নানান্তে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, অন্যচরু তোমার মাতা স্নানান্তে বটবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, ভক্ষণ করিলে, উভয়ে পুত্রলাভ করিবে। কিন্তু সত্যবতী মাতার অভিপ্রায় মত চরু পরিবর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন, এবং বৃক্ষও পরস্পর পরিবর্ত্তন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ঋচীক পত্নী জমদগ্নিকে এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করেন। মহর্ষি জমদগ্নি বেদ অধ্যয়নান্তে রাজা প্রসেনজিতেব কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় জন্মে। একদা রেণুকা স্নানার্থে গমন করিয়া রাজা চিত্ররথের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। রেণুকা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জমদগ্নি তাহা জানিতে পারিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পুত্রদিগকে, রেণুকাকে বধ করিবার আদেশ দেন। অন্য কোনও পুত্র এই নিষ্ঠুর আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম, পিতৃ আদেশ অলঙ্ঘণীয় মনে করিয়া মাকে হত্যা করেন। পরে পরশুরামের প্রার্থনায় জমদগ্নি রেণুকাকে জীবিত করেন। একদা রেণুকা জমদগ্নির সহিত খেলা করিতেছিলেন। জমদগ্নি শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং রেণুকা সেই শর তাঁহার নিকট আনিয়া দিতে

ছিলেন। রৌদ্রে বার বার গমনাগমন করাতে, রেণুকা রৌদ্র তাপে অতিশয় ক্লিষ্টা হন। সেই জন্য জমদগ্নি সূর্য্যকেই নিপাত করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্য তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া রেণুকার জন্য ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতে লোকে ছত্র ও পাদুকা দান প্রচলিত হইয়াছে। একদা অনুপ দেশের রাজা কার্ত্তবীর্য্য, জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হোমধেনু হরণ ও আশ্রমের বহু অনিষ্ট সাধন করেন। সেই সময়ে পরশুরাম আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আশ্রমে আসিলে, জমদগ্নি তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। পরশুরাম অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করেন। তাঁহার তনয়েরা পরশুরামের অনুপস্থিত কালে, অন্য এক দিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম বহু ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) ভাগবত মতে চরু পরিবর্ত্তনের ঘটনাটী অন্যরূপ। জমদগ্নি নরপতি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। নরপতি গাধির কন্যা সত্যবতীকে ভৃগু নন্দন ঋচীক বিবাহ করেন। যথাকালে সত্যবতী রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ তনয় প্রসব করেন। সত্যবতী, নরপতি চিত্ররথের সহিত ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, জমদগ্নি মাতৃ বধার্থ তনয়দিগকে আদেশ প্রদান করেন। অন্যান্য তনয়েরা এই আদেশ অমান্য করেন। কিন্তু পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করেন। পরে জমদগ্নির বরে সত্যবতী জীবন লাভ করেন এবং পরশুরাম মাতৃবধ জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। জমদগ্নির আশ্রম নষ্ট ও হোমধেনুকে কার্ত্তবীর্য্য হরণ করেন। সেই জন্য পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। অত্যল্পকাল পরেই কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজেরা, জমদগ্নিকে প্রহার করিয়া হত্যা করেন। সেই জন্য পরশুরাম একবিংশতি বার ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। মহাভা-বন ১১৪, ১৬; শান্তি-৪৯। (৭) শ্রাদ্ধদেব মনুর সময়ে জমদগ্নি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

জম্বুক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, জম্বুক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) জম্বুক নামে এক অসুর ছিল। মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। লি-৯২। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে ধূতপাপ নদী স্কন্দের সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর জম্বুককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। অশিক্ষক দেখ।

জম্বুকেশ—জম্বুক নামে এক অসুর ছিল। তাঁহাকে বধ করিয়া মহাদেবের নাম জম্বুকেশ হয়। লি-৯২।

জম্বুকেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জম্বুমালী—(১) প্রহস্তের পুত্র। হনুমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার অভিজ্ঞান লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে অশোক বন নষ্ট করেন। জম্বুমালী রাবণ কর্ত্তৃক হনুমান বধার্থ প্রেরিত হইয়া হনুমানের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৪। (২) জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কাসমরে হনুমান হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। রামা-সুন্দ-৪৩।

জম্ভ—(১) জনৈক অসুর। ইহারই পুত্র সুন্দসুকেতু যক্ষের কন্যা তারকাকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-২৫। (২) জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কায় অভিযান কালে ইনি বানর সৈন্যদিগকে সত্বর গমনে উৎসাহিত করিতেন। রামা-লঙ্কা-৪। (৩)তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি জম্ভ ছিলেন। মৎ-১৪৮। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের বিরোচন, জম্ভ ও কুজম্ভ নামে তিন তনয় ছিল। হরি-হরি-২১৮। (৫) হিরণ্যকশিপুর এক তনয়ের নামও জম্ভ ছিল। হরি-হরি-২১৮। (৬) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বৃষাকপি জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। জম্ভকে ইন্দ্র নিহত করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। জম্ভাসুরের কন্যা কয়াধুকে হিরণ্যকশিপু ও সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩

জম্ভক—তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি জম্ভক ছিলেন। মৎ-৪৮। বিতল নামক পাতাল প্রদেশে জম্ভক প্রভৃতি অসুরেরা বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩।

জয়—(১) মহর্ষি জয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮০।১। (২) ভরত বংশীয় পৃথুর তনয় ভদ্রাশ্ব। ভদ্রাশ্বের তনয় মুদ্গল, জয়, বৃহদিষু, যবনীর ও কপিল এই পাঁচ জন। এই পঞ্চ তনয়ের অধিষ্ঠিত জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। মৎ-৫। (৩) বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দুই দ্বারবান্ ছিল। তাহারা ব্রাহ্মণের শাপে কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৩স্ক-১৮। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম তনয় বৎসর। বৎসরের স্ত্রী সুবিথী হইতে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৫) জনক বংশীয় ভূপতি শ্রুতের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৬) উর্ব্বশী গর্ভে পুরূরবার

আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয় নামে ছয় তনয় জন্মে। তন্মধ্যে জয়ের তনয় অমিত। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৭) বিশ্বামিত্রের এক তনয়ের নামও জয় ছিল। ভাগ ৯স্ক-১৬। (৮) পুরুবংশীয় সঞ্জয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় হর্য্যবল, হর্য্যবলের তনয় সহদেব। ভাগ-৯স্ক ১৭। (৯) পুরূরবার বংশীয় সঙ্কৃতির পুত্র জয়। ভাগ ৯স্ক-১৭। (১০) যযাতি বংশীয় রাজা বিতথের তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য ও গর্গ এই পাঁচ জন। ভাগ-৯স্ক-২১। (১০) যযাতি বংশীয় বৃষধানের তনয় জয়, জয়ের তনয় কুনি, কুনির তনয় যুগন্ধর ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১)যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা আনকের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় উৎপন্ন হয়। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১২) শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা ছিলেন শ্রুতকীর্ত্তি, কেকয়পতির স্ত্রী। শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র সন্তর্দ্দন ও কন্যা ভদ্রা। সন্তর্দ্দন স্বীয় ভগিনী ভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন। ভদ্রা হইতে শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র বাম, য়ু ও সত্য নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। (১৩) জনক বংশীয় নরপতি সুশ্রুতের পুত্র জয়। ভাগ-১০স্ক-৬১। (১৪) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে বেদজ্ঞ দুই তনয় ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে একজন গ্রাহ ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৫। (১৫) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় এই চারি জনকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (১৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসী ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম জয় ছিলেন। মহাভা-উদ-১০২। (১৭) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত তনয়ের অন্যতম জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রো-১৩৫। (১৮) দ্রুপদ রাজের অন্যতম তনয় জয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

জয়দ—পুরুবংশীয় মনস্যুর তনয় জয়দ, জয়দের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুগবী। বায়ু-৯৯।

জয়দেব—(১) প্রাচীন কালে জয়দেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নরপতি খড়্গবাহুকে একটী হস্তী উপহার দিয়া ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৯১। (২) প্রতিষ্ঠান পুরে জয়দেব নামে এক শিবভক্ত নরপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১।

জয়দেবগণ—প্রজাকামী ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরে মুখ হইতে জয় নামক দেবগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্রময় শরীর সমন্বিত। সেই জয়দেবগণের নাম

দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, চিত্তি, বিচিত্তি, আকূতি, কূতি, বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞাত, মন ও যজ্ঞ ইহারা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। ব্রহ্মা দেবগণকে সৃজন করিতে দারপরিগ্রহ, অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু এই আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে সাতবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিত, স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত ও উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে সমুদ্ভুত হয়েন। বায়ু-৬৬।

জয়ৎসেন—(১) নরপতি সার্ব্বভৌমের স্ত্রী সুনন্দা হইতে জয়ৎসেনের জন্ম হয়। বিদর্ভরাজের কন্যা সুশ্রবাকে জয়ৎসেন বিবাহ করেন। সুশ্রবা হইতে অবাচীন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। অবাচীন দেখ। (২)বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস কালে চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের গুপ্ত নাম ছিল জয়ৎসেন। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়ৎসেনা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়ৎসেনা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৫৭।

জয়দ্বল—বিরাট নগরে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস যাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের গুপ্ত নাম জয়দ্বল ছিল। মহাভা-বিরাট-৫।

জয়দ্রথ—(১) যযাতিবংশীয় বৃহদ্ভানুর পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ। মৎ-৪৮। (২) ভরতবংশীয় বৃহদ্ধর্ম্মের তনয় বৃহদিষু, বৃহদিষুর তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় অশ্বজিৎ, অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। মৎ-৪৯। (৩)সিন্ধু দেশাধিপতি বৃদ্ধক্ষত্রের তনয় জয়দ্রথ। তিনি কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত একমাত্র কন্যা এবং দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে তিনি একবার দ্রৌপদীকে হরণ করেন। তখন পাণ্ডবেরা অনুপস্থিত ছিলেন। ভীমসেন প্রভৃতি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন ও জয়দ্রথকে বন্দী করিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুরোধে জয়দ্রথের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ব্যূহদ্বার রক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পরাস্ত করেন এবং অভিমন্যু সপ্তরথী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে নিহত হন। অর্জ্জুন সেই সময়ে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে তিনি অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—হয় সূর্য্য অস্ত

গমনের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না হয় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কৌরবেরা জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সব ব্যর্থ হইল। অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ এক বর পাইয়াছিলেন যে—যে কেহ তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, তাঁহারই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। সেই জন্য অর্জ্জুন জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক, সমন্তপঞ্চক তীর্থে অবস্থিত তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে স্থাপন করেন। বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড় হইতে তাহা পতিত হওয়ায়, তিনি মস্তক বিদীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। জয়দ্রথের পুত্র সুরথ। মহাভা-দ্রো-১৪৬, ১৫২। বৃদ্ধক্ষত্র দেখ। (৪) দক্ষমেরু সাবর্ণিমনু হইত মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা নামে দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৭। (৫) অঙ্গদেশের অধিপতি বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ। হরি-হরি-৩১। (৬)চৈদ্যের যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই কন্যাকে বৃহন্মনা বিবাহ করেন। তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৭)যযাতিবংশীয় বৃহৎকায়ের তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের পুত্র বিষদ, বিষদের পুত্র স্যেনজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২১। (৮) যযাতিবংশীয় বৃহন্মনার তনয় জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ধৃতি। ভাগ-৯স্ক-২৩।

জয়ধ্বজ— যদুবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম জয়ধ্বজ ছিলেন। তিনি অবন্তি দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারই তনয় মহাবল তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের বংশধরেরা তালজঙ্ঘ নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩; ভাগ-৯স্ক-২৩। জয়ধ্বজ কৃতাস্ত্র, ধার্ম্মিক, মনস্বী ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতারা শৈব ছিলেন। তিনি বিদেহ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পু ২২, ২৩। কার্ত্তবীর্য্য ও অগস্তি দেখ।

জয়ন্ত—(১) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আটজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। রামা-আদি-৭। (২) রাজা দশরথের অন্যতম দূত। তাঁহার মৃত্যুর পরে বশিষ্ঠের আদেশে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি কেকয় রাজ্যে গমন করেন। রামা-অযো-৬৮। (৩) ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, রাম বনবাসকালে, একদা ইনি কাকরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন। পরে রামের শরে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হয়।

রামা-সুন্দরা-৩৮। (৪) একদা মেঘনাদ ও জয়ন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে জয়ন্তের মাতামহ পুলোমা ভীত হইয়া স্বীয় দৌহিত্রীকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। রামা-উত্ত-৩৩। (৫) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা সুরভী হইতে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই একাদশ রুদ্র, জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫। ইন্দ্রের তনয় জয়ন্তের স্ত্রী কীর্ত্তি। সোমের রাজসূয় যজ্ঞে জয়ন্ত সস্ত্রীক গমন করিয়াছিলেন এবং কীর্ত্তি সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার স্ত্রীরূপে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়া ছিলেন। মৎ-২৩। (৬) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ। বৃষভের পত্নী ও কাশিরাজ নন্দিনী জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫। (৭) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত, ইহারা অষ্টবসু, বলিয়া খ্যাত। বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে ইহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৮) অংশ, ভগ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই কশ্যপ তনয়েরা, দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-১১৪। (৯) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয়। হরি-হরি-৩। (১০) বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি। ভাগ-২স্ক-১। (১১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মরুত্বতী হইতে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্দ্র বলা হয়। ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, ঋষভ, জয়ন্ত ও মীঢ়ুষ নামে তিন তনয় প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (১৩) অষ্টবসুর অন্যতম। অপরাজিত দেখ। মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্রের আটজন মন্ত্রীর অন্যতম। অকোপ দেখ। (১৪) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র। এই চিত্র জয়ন্ত নামেও খ্যাত ছিলেন। জয়ন্তের স্ত্রী জয়ন্তী হইতে যাগশীল, ধীর, শাস্ত্রজ্ঞ, অতিথিপ্রিয় পরম ধার্ম্মিক অক্রূর নামে এক তনয় জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

জয়ন্তিকা—চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা অগ্নি-৫২।

জয়ন্তী—(১) কাশীরাজ নন্দিনী জয়ন্তীকে যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় বৃষভ বিবাহ করেন। বৃষভ হইতে জয়ন্তী গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্তের তনয় অক্রূর। মৎ-৩৫। (২) ইন্দ্রের কন্যার নাম জয়ন্তী। শুক্রাচার্য্যের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ

করেন। মৎ-৪৭। (৩) মনুবংশীয় নরপতি নাভির তপস্যায় প্রীত হইয়া, বিষ্ণু, তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে শুক্লমূর্ত্তি, ঋষভরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র ঋষভের সহিত জয়ন্তী নাম্নী একটী কন্যার বিবাহ দেন। জয়ন্তী হইতে ঋষভের শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত স্বীয় নামীয় ভারতবর্ষের রাজা হন। ভাগ-৫স্ক-৪, ৫। (৪) মহেশ্বর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নেত্র সম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি অন্যতমা সহচরী জয়ন্তী ছিলেন। বরা ৯২। বৈষ্ণবী ও অপরাজিতা দেখ। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয় জয়ন্ত (অন্য নাম চিত্র) হইতে তাঁহার স্ত্রী জয়ন্তী অক্রূর নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। (৬) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, জয়ন্তী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯। (৭) চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

জয়প্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জয়প্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জয়রাত—কলিঙ্গরাজ তনয় ধ্রুব ও জয়রাত কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৫।

জয়শর্ম্মা—অবন্তী ক্ষেত্রে শিবশর্ম্মা নামে এক দ্বিজোত্তম ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র জয়শর্ম্মা অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। জয়শর্ম্মা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কমলা ব্রত মাহাত্ম্য শুনিতে পান। পরে তিনি স্বয়ং এই ব্রত আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-৬২।

জয়সেন—(১) পুরূরবা বংশীয় হীনের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির তনয় জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) যযাতি বংশীয় সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের তনয় রাধিক, রাধিকের তনয় অযুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৩) শূরের অন্যতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন জয়সেন এবং জয়সেনের ঔরসে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই তনয় ও মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক ২৪, ১০স্ক ৬১। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি অদীনের তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় সংহতি, সংহতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-৯।

জয়া—(১) কৃশাশ্ব নাম্নী জনৈক নরপতির পুত্রবধূ জয়া নামক পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ অস্ত্রগুলি বিশ্বামিত্রকে দান করা হয়। রামা-আদি-২১। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান

করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৩) লক্ষ্মীর অন্যতমা সহচরীর নাম জয়া ছিল। মহাভা-শান্তি-২২৮। (৪) পার্ব্বতীর সখী জয়া, বিজয়া প্রভৃতি ছিলেন। লি-১০২। (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রী দেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয় কৃত্তিকা যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৬) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার অন্যতমা সহচরী জয়া ছিলেন। বরা-৯২—৯৫। (৭) গৌতম পত্নী অহল্যা হইতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সতীর সহচরী ছিলেন। শঙ্কর পত্নী সতী জয়ার নিকটে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ ও শিব নিন্দা শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। বাম-৪। (৮) পার্ব্বতীর এক নাম জয়া। শিব-জ্ঞান ৬। (৯) বরাহগিরিতে সাবিত্রী দেবী জয়া নামে খ্যাত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

জয়াদিত্য—মহীসাগর তীর্থে জয়াদিত্য মহাদেব আছেন। জয়াদিত্যের দর্শন মাত্রেই মানব সকল প্রকার কল্যাণ-ভাজন হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৯।

জয়ানীক—দ্রুপদ রাজার অন্যতম তনয় জয়ানীক। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

জয়াবতী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা জয়াবতী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জয়োন—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুদ্বতীর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। মরুদ্বতী দেখ।

জর—মহর্ষি জয়ের তনয় বৃস ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২।১।

জরৎকর্ণ— মহর্ষি জরৎকর্ণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমরস নিষ্পীড়নের প্রস্তরের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋগ-১০।৭৬।১।

জরৎকারু—যাযাবর নামে এক ব্রতশীল ঋষি বংশে জরৎকারু মুনির জন্ম হয়। মহর্ষি জরৎকারু তপোনুষ্ঠান ও পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃ পুরুষগণ অধোমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। তিনি দার পরিগ্রহ না করায় তাঁহার পিতৃ লোকের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তখন তিনি স্বীয় নামীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া, কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নাগরাজ বাসুকি

ইহা জানিতে পারিয়া স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে মহর্ষি জরৎকারুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। জরৎকারু স্ত্রীর ভরণ পোষণে অসম্মত হইলে, বাসুকি তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা অকালে জরৎকারুর নিদ্রা ভঙ্গ করিলে, মুনি স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। গমনকালে স্ত্রীকে তাঁহার গর্ভে বংশধর সন্তান আছে (অস্তি) এই বলিয়াছিলেন। সেই জন্য জাত পুত্র আস্তিক নামে খ্যাত হইলেন। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে উপস্থিত হইয়া সর্পকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩, ১৫।

জরা—(১) মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই স্ত্রী অর্দ্ধদেহ বিশিষ্ট এক একটী সন্তান প্রসব করেন। এই অদ্ভুত সন্তান পথি পরিত্যক্ত হইলে, জরা নাম্নী কোনও রাক্ষসী তাহাদিগকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করেন। সেই জন্য উক্ত সন্তান জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন। জরা পরে তাঁহাকে রাজা বৃহদ্রথকে সমর্পণ করেন। মহাভা-সভা-১৬, ১৭; হরি-হরি-৩২। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে জরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাবলশালী বীর ছিলেন এবং নিষাদগণের রাজা হন। হরি-হরি-১৬০। (৩) জরা নামে এক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করেন। ভাগ-১১স্ক-৩০। (৪) মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১মস্ক-৭। (৫) প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু ও জরা। ব্রহ্মবৈ-ব্র-স্ক-১; বায়ু-১০। অসূয়া দেখ।

জরান্ধম— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬; সত্যভামা দেখ।

জরান্ধক— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। সত্যভামা দেখ।

জরাব্যাধ—জরা নামক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়াছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৭—৪১।

জরায়ু—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জরায়ু ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জরাসন্ধ—(১) মগধের নরপতি বৃহদ্রথের তনয় জরাসন্ধ বৃহদ্রথ কাশিরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি দীর্ঘকাল সন্তান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন রাজা শুনিতে পাইলেন, কাক্ষীবান্ গৌতমের তনয় মহাত্মা চণ্ডকৌশিক তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া দুই রাণীকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে

একটী আম্রফল বৃক্ষ হইতে তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল। মহর্ষি সেই ফলটী রাজাকে প্রদান করিয়া বলিলেন—ইহা সেবনে রাণীরা সন্তানবতী হইবেন। রাজা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাণীদিগকে সেই ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন। উভয় রাণী ফল অর্দ্ধাংশ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। যথাকালে তাঁহারা এক পদ এক হস্ত অর্দ্ধ মস্তক বিশিষ্ট এক একটী সন্তান প্রসব করিলেন। দাসী অদ্ভুত সন্তানকে রাণীদের আদেশে এক চতুষ্পথে স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিল। সেই সময়ে ঘটনাক্রমে জরা নাম্নী এক রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া গ্রহণ করিল এবং যদৃচ্ছাক্রমে সংযোগ করাতে এক অপূর্ব্ব দিব্য কুমাররূপে পরিণত হইল। জরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার করে সেই বালককে অর্পন করিল। জরা কর্ত্তৃক সন্ধিত (সংযোজিত) হইয়া বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল। যথাকালে রাজা বৃহদ্রথ পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। নরপতি জরাসন্ধ অল্পকাল মধ্যেই অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তী নাম্নী দুই কন্যাকে মথুরাধিপতি কংস বিবাহ করেন এবং জরাসন্ধেরই সহায়তায় পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া তিনি মথুরার রাজা হন। পরে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ হংস ও ডিম্বক নামক বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শ্রীকৃষ্ণ পলায়নপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি জরাসন্ধের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জাতক্রোধ ছিল। নরপতি যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে জরাসন্ধকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তদর্থে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন মগধে উপস্থিত হইয়া স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। প্রথমেই তাঁহারা নগরের উপকণ্ঠস্থিত তিনটী ভেরী বিনষ্ট করিলেন। নরপতি জরাসন্ধ ব্রাহ্মণবেশী তিন জনকেই অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিন রাত্রে জরাসন্ধের সহিত, তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ভীম হস্তে তিনি নিহত হন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার তনয় সহদেব মগধের রাজা হন। মহাভা-সভা-১৬—২৩। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতমের নামও জরাসন্ধ ছিল। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) মগধের অধিপতি উর্জ্জের তনয় সম্ভব, সম্ভবের তনয় জরাসন্ধ, জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের পুত্র উদাপি। হরি-হরি-১৭২।

জরিতা—(১) পক্ষী বিশেষ। অগ্নি সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র আছে। ঋগ-১০।১৪২।১। (২) তপঃস্বাধ্যায়

সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি মন্দপাল পুত্র কামনায় জরিতা নাম্নী এক শাঙ্গিকার গর্ভে জরিতারি, সারিস্থক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণক নামে চারি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রগণ অণ্ড মধ্যে থাকিতেই মহর্ষি মন্দপাল তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করেন। জরিতা সেই পুত্রগণকে খাণ্ডব বনে প্রতিপালন করিতে থাকেন। খাণ্ডব বন দহনকালে জরিতা পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান এবং পরে অগ্নির কৃপায় তাঁহারা রক্ষা পাইলে, মহর্ষি মন্দপাল ও জরিতা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪।

জরিতারি—মহর্ষি মন্দপালের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪। জরিতা দেখ।

জরুথ—অগ্নি জরুথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে বহির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮০।৩।

জর্জ্জুর—কশ্যপের স্ত্রী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ জন্মে। হিরণ্যাক্ষের জর্জ্জুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন মহানাভ ও কালনাভ নামে বিদ্বান্ ও বলবান্ পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

জর্জ্জুরাননা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা জর্জ্জুরাননা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জল—অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা প্রত্যধিদেবতা। মৎ ৯৩।

জলজ—শাকদ্বীপের অধিপতি হব্যের সপ্তপুত্রের অন্যতম জলজ। তিনি স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। হব্য দেখ।

জলজন্তু—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা তিমি হইতে জলজন্তু সকল উৎপন্ন হয়। ভাগ-৬স্ক-৬।

জলদ—(১) মহর্ষি জলদ একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি, অর্চ্চিনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭। (২) হব্যের অন্যতম পুত্র। লি-৪৬; হব্য দেখ। মার্ক-৫৩; বায়ু-৩৩; অগ্নি-১১৯; বিষ্ণু-২য়-৪।

জলদা—নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ভদ্রা, জলদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে তাঁহারা সকলেই প্রভাকর ঋষির পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

জলন্ধম—(১) দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, জলন্ধম তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে ভানু, রোহিত, দীপ্তিমান্, ভ্রমরতেক্ষণ,

তাম্র, চক্র ও জলন্ধম নামে সাত পুত্র এবং চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭।

জলন্ধর—(১) মহর্ষি জলন্ধর একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অসিত, দেবল, কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (২) পুরাকালে জলন্ধর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার ভয়ে, দেবগণ ত দূরের কথা, স্বয়ং বিষ্ণু পর্য্যন্ত অস্থির ছিলেন। জলন্ধর অবশেষে মহাদেবকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাদেব জলমধ্যে সুদর্শন চক্র স্থাপন করিয়া জলন্ধরকে তাহা উত্তোলন করিতে বলেন। তিনি সেই চক্র স্কন্ধে স্থাপন করিবা মাত্র, তাহার আঘাতে নিহত হন। লি-৯৭। (৩) সমুদ্রের তনয় জলন্ধর কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১৪।

জলপূর্ণা—অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮।

জলপ্রিয়— কাশীতে জলপ্রিয় মহাদেব অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

জলপ্রিয়া— সাবিত্রী দেবী শালগ্রাম ক্ষেত্রে মহাদেবী এবং শিবলিঙ্গ ক্ষেত্রে জলপ্রিয়া নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

জলসন্ধ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম জলসন্ধ। মহাভা-আদি-৬৭। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভী-৬৪। কৌরব পক্ষীয় মহাবীর জলসন্ধ কুরুক্ষেত্র সমরে সাত্যকী হস্তে নিহত হন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের তনয় নহেন। মহাভা-দ্রো-১১৫।

জলসন্ধি—মহর্ষি জলসন্ধি একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জলান্তক— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

জলান্ধমা— শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

জলেয়ু—(১) যযাতির অন্যতম তনয় পুরু, পুরুর তনয় রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, জলেয়ু, প্রভৃতি নামে দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-৩১। ঋচেয়ু দেখ। (২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু নামে পিতৃবৎসল দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২০।

জলেশী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

জলেশ্বর— বরুণদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৫০।

জলেশ্বরী— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত

হইলে, সর্ব্বপাপবিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী জলেশ্বরী প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। সর্ব্বপাপবিমোচনা দেখ।

জলেলা—যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ, দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী ছিলেন, জলেলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

জলোদ্ভব—ব্রহ্মার বরে জলোদ্ভব নামক অসুর অজেয় হইয়া ভূতলে অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করে। তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা এবং মহাদেব শূল দ্বারা তাঁহাকে বধ করেন। বাম-৮১।

জল্প—(১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের অন্যতম। মৎ-৯। কবি ও কপি দেখ। (২) জল্প নামে এক নরপতি ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

জল্পেশ্বর— নরপতি জল্প কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ জল্পেশ্বর নামে খ্যাত। এই মহাদেবকে দেখিবা মাত্র সর্ব্বপাপ উপশমিত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

জম্বেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জহ্ন— যযাতিবংশীয় নরপতি পুষ্পবানের পুত্র জহ্ন। ভাগ-৯স্ক-২২।

জহ্নু—(১) মুনি বিশেষ। ভগীরথ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন কালে, গঙ্গা তাঁহার আশ্রম প্লাবিত করেন। জহ্নুমুনি সেজন্য কুপিত হইয়া গঙ্গার সমুদয় জল পান করিয়াছিলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণদ্বারা বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নু কন্যা জাহ্নবী নামে খ্যাত হইলেন। রামা-আদি-৪৩। (২) অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নুর জন্ম হয়। তাহা হইতে কুশিক বংশ উদ্ভব হইয়াছে। জহ্নুর পুত্র অজ, অজের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) জহ্নু তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) অকপিবান্ দেখ। সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্রের ঔরসে ও তদীয় পত্নী কেশিনী হইতে জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি জহ্নু যখন সর্ব্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গা তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু জহ্নু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে গঙ্গা অতিমাত্র কুপিতা হইয়া তাঁহার আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া যান। জহ্নু ও ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে পান করেন। মহর্ষিগণ তখন সেই মহাভাগা গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করিয়া ছিলেন। তদবধি গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। কাবেরী সুনহকে প্রসব করেন। হরি হরি-২৭।

(৫) সোমবংশীয় নরপতি হোত্রকের তনয় জহ্নু। জহ্নু গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর তনয় পুরু, পুরুর তনয় বলাক। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অন্যতম জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুরথ, সুরথের তনয় বিদূরথ। ভাগ-৯স্ক-২২। (৭) সুহোত্রের তনয় জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুজহ্নু, সুজহ্নুর তনয় অজক। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (৮) মহর্ষি জহ্নু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি একবার অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া শোভনীয় বলযুক্ত ধন ও শোভনীয় অন্ন লইয়া জহ্নুর অপত্যদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।১৯। (৯) সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কাব্য, অকপীবান্, অজক ও অজপ দেখ।

জাগেশ্বর—শাণ্ডিল্য কর্তৃক স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১১।

জাজলি, জাজলী—(১)ঋষি জাজলি সমুদ্র-তটে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। সায়ং ও প্রাতঃকালে স্নান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, একাগ্র-চিত্তে বেদপাঠ, ভূমিশয্যায় শয়ন, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে সলিলে অবস্থান ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিতেন। এবং কাষ্ঠ ও স্তম্ভের ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই অবস্থায় তাহার জটা মধ্যে চটক পক্ষী অবস্থানপূর্ব্বক শাবক উৎপাদন করিয়াছিল। ইহতে তাঁহার মনে মনে অহঙ্কার হইয়াছিল যে, তাঁহার মত তপস্বী আর নাই। ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বারাণসীর বৈশ্য-কুলোদ্ভব একজন তাঁহার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি এই দৈববাণী শুনিয়া তাহার কাছে জ্ঞানও ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৬১-৬২। (২) অথর্ব্ববেদবিদ্ মহর্ষি সুমন্তর শিষ্য কবন্ধ, কবন্ধের শিষ্য পথ্য, পথ্যের শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাজলি। ভাগ-১২স্ক-৭; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-৬। (৩) শাণ্ডিল্য, জাজলী, কপিল, উপাসায়ক, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা বিষ্ণুভক্তিবর্দ্ধক শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বরা-১৪৮। (৪) আয়ুর্ব্বেদবেত্তা মহর্ষি জাজলি ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বেদাঙ্গসার নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬।

জাজ্জলী—মহর্ষি জাজ্জলী সমুদ্র তটে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং তাহাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ভাগ-৪র্থস্ক-৩০।

জাঠর—দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জাঠর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জাতবেদা— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৩৷২১৷৮।

জাতহারিণী—(১) চামুণ্ডা দেবীর অসংখ্য কিঙ্করী, জাতহারিণী নামে বিখ্যাতা। তাঁহারা আচার বিহীনা স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করে। বরা-৯৬। (২) যমের দৌহিত্রী ঋতুহারিণীর অন্যতমা কন্যা। সূতিকা গৃহে অগ্নি, জল, ধূপ, দীপ, শস্ত্র, মূষল, ভস্ম ও সর্ষপ না থাকিলে, জাতহারিণী তথায় প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ শিশুকে অপহরণ পূর্ব্বক সদ্যজাত অন্য শিশু তথায় রাখিয়া আসে। জাতহারিণীর পুত্র প্রচণ্ড। মার্ক-৫১। জাতহারিণী ও অর্দ্ধহারী দেখ।

জাতিস্মর—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা স্মৃতি হইতে জাতিস্মর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। স্মৃতি দেখ।

জাতুকর্ণ—(১) শাকল্য মুনির শিষ্য জাতুকর্ণ নিরুক্তের সহিত নিজ-সংহিতা, স্বীয় শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ নামক চারিজনকে শিক্ষা দেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশ দ্বাপরে মহর্ষি জাতুকর্ণ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের জাতুকর্ণ, বশিষ্ঠ ও অত্রি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। (৪) বিষ্ণু, মনুবংশীয় নরপতি দেবদত্তের পুত্ররূপে অগ্নিবেশ্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কানীন ও জাতুকর্ণ নামও ছিল। ভাগ-৯স্ক-২।

জাতুকর্ণেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জাতুকর্ণ্য—(১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহ কল্পে জাতুকর্ণ্য একজন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব সোমশর্ম্মা নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। লি-৭। (২) অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার পরাশর নন্দন বেদব্যাস ছিলেন। মহর্ষি জাতুকর্ণ্য তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। মৎ-৪৭। (৩) মহর্ষি জাতুকর্ণ্য বশিষ্ঠের পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১।

জানকি— যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া জানকি নামে বিখ্যাত রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

জানকী— জনক নন্দিনী সীতার অন্য নাম। রামায়ণ। সীতা দেখ।

জানন্তি— শমাদি গুণযুক্ত মহর্ষি জানন্তি বদরিকাশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার উপদেশে দেবমালি নামক এক ব্রাহ্মণ পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বৃহন্না-৩৩।

জানপদী— মহর্ষি শরদ্বানের (অন্য নাম গোতম) তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য, ইন্দ্র জানপদী নাম্নী এক দেব-

কন্যাকে প্রেরণ করেন। এই জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁহারা নরপতি শান্তনুকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কৃপ ও কৃপী নাম প্রাপ্ত হন। কৃপীকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-১৩০। কৃপ ও কৃপী দেখ।

জানশ্রুতি— জনশ্রুতির পুত্র রাজা জানশ্রুতি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-দানশীল, বহু-দাতা ও বহুপাক্য (অতিথির জন্য বহু অন্ন পাক কর্ত্তা) ছিলেন "সর্ব্বদিক হইতে লোকেরা আসিয়া আমার অন্ন ভক্ষণ করিবে", এই মনে করিয়া, তিনি চতুর্দ্দিকে বহু পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন এবং বহু ধন সহ ভার্য্যার্থে স্বীয় কন্যাকে মহর্ষি রৈক্কের করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো।

জানু—(১) অতি পূর্ব্বকালে জানু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক ৭৪। তামসমনু দেখ।

জাবাল, জাবালি—(১) জবালা নাম্নী মহিলার গর্ভজাত মহর্ষি সত্যকাম, স্বীয় গুরু গৌতম কর্ত্তৃক জাবালি নামে অবিহিত হইয়াছিলেন। ছান্দো-৪র্থঅ-৪র্থখ। (২) বিশ্বামিত্রবংশীয় মহর্ষি জাবাল একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) মহর্ষি জাবালি নামে ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি জাবাল ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রসারক নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৬) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র জাবালি। মহাভা অনুশা-৪। (৭) মহর্ষি ঋতধ্বজের পুত্র জাবালি। তিনি দৈত্যপতি কন্দর-মালীর কন্যা দেববতীকে বিবাহ করেন। বাম-৬২, ৬৫। (৮) মহর্ষি জাবালি নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। রামের বনবাস কালে, ভরত রামকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিলে, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং রামকে রাজ্য গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। রামা-অযো-১০৮, ৯। (৯) অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণমন্ত্রী। রামা-আদি-৭।

জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে জামদগ্ন্য জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু জামদগ্ন্য অবতারে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সংহার ও পৃথিবী একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করেন। পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া

করণ জন্য পাপ মোচনার্থ জামদগ্ন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া কশ্যপকে দক্ষিণা স্বরূপ পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। হরি-হরি ২৭, ৩৩। পরশুরাম দেখ

জামলজ্জা— পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

জামী—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী জামী হইতে নাগবীথী নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৮।

জাম্ববতী, জাম্বুবতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ছিল জাম্ববতী। তিনি ঋক্ষপতি জাম্বুবানের কন্যা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৪। (২) শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণির জন্য জাম্বুবানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। জাম্বুবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া এবং স্যমন্তক মণি প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। জাম্ববতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের সাম্ব, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দু মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র ও মিত্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৬০। (৩) জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান্ ও ক্রতু নামে দশ তনয় জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৫৬।

জাম্ববান্—যদুবংশীয় সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন পরিধানপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া সেই মণি আহরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন এবং স্যমন্তক মণি জাম্ববান্ হইতে গ্রহণ করিয়া সত্রাজিতকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৮।

জাম্বুনদ—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের অন্যতম তনয় জাম্বুনদ। মহাভা-আদি-৯৪।

জাম্বুবান্—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি ও সুগ্রীবের সখা। তিনি সীতার অন্বেষণার্থ বহু সহস্র বানরসৈন্যসহ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (২) তিনি বিষ্ণুর জৃম্ভন হইতে জন্মলাভ করেন বলিয়া জাম্বুবান্ নামে খ্যাত হন। রামা-আদি-১৭। (৩) জাম্বুবান্ ও ধূম্র গদ্গদের তনয়। রামা-লঙ্কা-৩০।

জারুথ্য—বসুদেবের পত্নী দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে সুষেণ, কীর্ত্তিমান্, ভদ্রসেন, জারুথ্য, বিষ্ণুদাসক ও ভদ্রদেহ নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত। কংস তাঁহাদিগকে বধ করেন। অগ্নি-২৭৫।

জারুধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জালকেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জালধি—মহর্ষি জালধি একজন ভৃগু-বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জালন্ধর—জালন্ধর নামে এক দৈত্য ছিল। মহাদেব তাহাকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১

জালপাদ— মহর্ষি জালপাদ একজন শিবভক্তিপরায়ণ ঋষি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

জালহাসিনী— শ্রীকৃষ্ণের জালহাসিনী নামে এক প্রধানা মহিষী ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫।

জালেশ্বর—নর্ম্মদাতীরে মহাপাতকনাশন জালেশ্বর মহাদেব আছেন। সৌর-৬৯।

জাল্মেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

জাস্ক—বেদের নিরুক্ত গ্রন্থ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) মহর্ষি জাস্কের প্রণীত। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

জাহুষ—রাজা জাহুষ চতুর্দ্দিকে শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় স্বকীয় সর্ব্বভেদকারী রথে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া রাত্রিযোগে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ঋগ-১।১১৬।২০।

জাহ্নবী—সাগরের পত্নীর নাম জাহ্নবী। মহাভা-উদ্-১১৬।

জিত—(১) জিত, জিৎ ও অজিত ইহারা স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। দেবগণের মধ্যে তিনটী গণ কথিত আছে। তন্মধ্যে ঐ সকল পুত্র তৃপ্তিমান্ গণ বলিয়া কথিত। বায়ু-৩১। (২) যদুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জিত। বায়ু-৯৪। যদু দেখ।

জিৎ—জিত দেখ।

জিতবতী— রাজা উশীনরের দুহিতা জিতবতী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তিনি বসুদের অন্যতম দ্যুর পত্নীর সখী ছিলেন। দ্যু, তাঁহার উত্তেজনায় জিতবতীর জন্য বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভিকে অপহরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। মহাভা-আদি-৯৯।

জিতব্রত-রাজা হবির্দ্ধানের পত্নী হবির্দ্ধানী হইতে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-২৪।

জিতাত্মা—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেব-দিগের মধ্যে জিতাত্মা অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের পুত্র জিতাত্মা। লি-৬৬।

জিতান্তক— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী

তাঁহাকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

জিতারি—নরপতি কুরুর অন্যতম পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় জিতারি। মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিৎ দেখ।

জিতেন্দ্রিয়—মহর্ষি জিতেন্দ্রিয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩।

জিন—সোম বংশীয় নরপতি যদুর সহস্র-জিৎ, ক্রোষ্টু, জিন, নীল ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ ২৪।

জিষ্ণু—(১) মধু ও কৈটভ নামক অসুর-দ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই পুরুষকে সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও জিষ্ণু কৈটবকে বধ করেন। কূ-পূ-১০। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ওঘবতী নদী স্বীয় অনুচর সুপ্রসাদ, সুবেনু ও জিষ্ণুকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) ভৌত্য মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। ভৌত্য মনু দেখ।

জিহ্মক— মহর্ষি জিহ্মক একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জীব—সূর্য্য, সোম, ভৌম, বুধ, জীব, সিত, শনি, রাহু ও কেতু এই সকল দেবতা লোকহিত সাধক গ্রহ বলিয়া কথিত হয়েন। মৎ-৯৩।

জীবনাশ্ব—(১) মহর্ষি জীবনাশ্ব একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব, জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) বরাহকল্পের চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শূলী নামে মহাযোগীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে শালিহোত্র, অগ্নিবেশ, জীবনাশ্ব ও শরদ্বসু, তাঁহার শিষ্য ছিলেন। লি-২৪।

জীবন্তী—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জীবন্তী একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জীবল—(১) অতি পূর্ব্বকালে শলাবতের তনয় শিলক, দল্‌ভবংশীয় চিকিতায়ন পুত্র চৈকিতায়ন ও জীবলের তনয় প্রবাহন, এই তিন জন ঋষি বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। শিলক ও চৈকিতায়নের মধ্যে বিচার হইয়াছিল এবং প্রবাহন মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। ছান্দো। (২) জীবল ও বার্ষ্ণেয় নামে ঋতুপর্ণরাজের দুই অনুচর ছিল। নল রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে বাহুক নামক সারথী-রূপে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহারা নলের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-বন-৬৭।

জীমূত—(১) যদুবংশীয় নরপতি ব্যোমার তনয় জীমূত। জীমূতের তনয় বৃহতী হইতে ভগীরথ জন্মে। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতি বংশীয় ব্যোমের তনয় জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শাল্মলীদ্বীপের অধীশ্বর বপুষ্মান হইতে হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ নামে ছয় পুত্র জন্মে। জীমূত তাঁহার স্বনামীয় জীমূতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। লি-৪৬; অগ্নি-১১৯। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ব্যাপ্তের পুত্র জীমূত এবং জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির তনয় ভীমরথ। লি-৬৮। (৫) যদুবংশীয় ব্যোমার তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বংশকৃতি, বংশকৃতির তনয় ভীমরথ। বিষ্ণু-৪র্থ ১২। (৫) বিরাট রাজভবনে ব্রহ্ম মহোৎসব সময়ে সমাগত জীমূত নামে এক বিখ্যাত মল্লকে, বল্লভ নামে অভিহিত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-১৩। (৭) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম জীমূত ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

জীমূতকেতু— মহাদেবের অন্য নাম জীমূতকেতু। একদা মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত মন্দর পর্ব্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সেই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। গৃহ নাই; সুতরাং বর্ষাপাতে কষ্ট পাইতে হইবে এই ভাবিয়া, পার্ব্বতী দুঃখ করিতেছিলেন। মহাদেব মেঘে অবস্থান করিলে, অম্বুধারা পার্ব্বতীর গাত্রস্পর্শ করিবে না মনে করিয়া, উন্নত ঘনখণ্ডে পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহাদেবের নাম হইল জীমূতকেতু। বাম-১।

জুহু—বৃহস্পতি স্বীয় স্ত্রী জুহুকে একবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দেবতাদের অনুরোধে, তিনি পুনঃ জুহুকে গ্রহণ করেন। ঋগ-১০।১০৯।১।

জূতি—মহর্ষি জূতি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু সম্বন্ধে কতিপয় ঋক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৩৬।১।

জৃম্ভ—রাবণের অনুচর অন্যতম রাক্ষস। বানর সৈন্য কর্ত্তৃক লঙ্কাসমরে বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

জৃম্ভক—ধর্ম্মারণ্যের সমীপে জৃম্ভক নামে এক যক্ষ বাস করিত। সে সর্ব্বদাই ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত। পরে দেবগণের প্রযত্নে যোগিনীগণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। স্কন্দ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

জৃম্ভন—(১)ইন্দ্র সাবর্ণি বংশীয় পুণ্ডরীকের তনয় জৃম্ভন। জৃম্ভনের তনয় শৃঙ্গী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (২) জনৈক রাক্ষস দলপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

জতা—(১) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়

মধুচ্ছন্দা, মধুচ্ছন্দার তনয় জেতা। মহর্ষি জেতা বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।১১।১। (২) সাবর্ণি মনুর সময়ে অমিতাভ নামে খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের অন্যতম। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

জৈগীষব্য—(১) জৈগীষব্য নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি আদিত্য তীর্থে অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এবং অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৫১। (২) হিমালয়ের স্ত্রী মেনকাগর্ভসম্ভূত কন্যা, উমাকে মহাদেব, পর্ণাকে মহর্ষি অসিতদেবল, একপাটলাকে মহর্ষি জৈগীষব্য বিবাহ করেন। হরি-হরি-১৮। (৩) মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে যযাতি বংশীয় নরপতি বিষক্সেন যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) বরাহ কল্পের সপ্তম দ্বাপরে জৈগীষব্য একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। এই সময়ে শতক্রতু ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। জৈগীষব্যের সারস্বত, মেঘবাহন, মেঘ ও সুবাহন নামে যোগমার্গাবলম্বী চারি তনয় ছিল। লি-২৪। (৫) শঙ্খ, মনোহর, কুষ্মণ্ড, কৌশিক, সুমনা ও বেদবাদ এই ছয়জন মহর্ষি জৈগীষব্যের শিষ্য ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৭। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম কলিযুগে জৈগীষব্য মহাদেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৭)মহর্ষি কপিল, জৈগীষব্য ও পঞ্চশিখ মুনিকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান প্রদান করেন। কূর্ম্ম-উ-১১। (৮) মহর্ষি কপিল ও জৈগীষব্যের উপদেশে নরপতি অশ্বশিরা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বরা-৪, ৫। (৯) হিমালয়ের কন্যা উমাকে মহাদেব, একপর্ণাকে সিত ও অপর্ণাকে জৈগীষব্য বিবাহ করেন। মৎ-১৮০। (১০) বরাহকল্পের সপ্তম দ্বাপরে মহাদেব জৈগীষব্য নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার সারস্বত, সুমেধা, বসুবাহু ও সুবাহন নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩।

জৈত্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম ভৃত্য। ভাগ-১০স্ক-৭১।

জৈত্যদ্রোণি—মহর্ষি জৈত্যদ্রোণি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

জৈবন্ত্যায়নী—মহর্ষি জৈবন্ত্যায়নী একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্ ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

জৈমনি—একজন ঋষির নাম জৈমনি ছিল। হরি-হরি-১৬৬।

জৈমিনি, জৈমিনী—(১) সুমন্ত, জৈমিনি,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও ব্যাসদেবের তনয় শুকদেব, এই পাঁচজন ব্যাসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি ৩১৯। (২) বেদব্যাস বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া মহর্ষি পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনীকে ও কবিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণকে পঞ্চমবেদ ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন করান। ভাগ-১২স্ক-৬। (৩) রঘু বংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভ জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১২।

(৪) জৈমিনীর পুত্র সুমন্তু, সুমন্তুর তনয় সুত্বান; জৈমিনী, পুত্র ও পৌত্রকে সামবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৫) ব্রহ্মার আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া পৈলকে ঋক্, বৈশম্পায়নকে যজু, জৈমিনীকে সাম এবং জৈমিনীর পুত্র সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শিক্ষা দেন। জৈমিনীও পরে পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুকর্ম্মাকে সাম বেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করান। সুমন্তু ও সুকর্ম্মা পরে ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্র প্রকার শাখায় বিভক্ত করেন। বিষ্ণু-৩য়-৪; ৬; ৪র্থ-৪। (৬) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ প্রচার কালে চারিজন শিষ্য করেন। তন্মধ্যে পৈল ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ, জৈমিনী সামবেদ, সুমন্তু অথর্ব্ববেদ অভ্যাস করেন। সমস্ত যজুর্ব্বেদের একশত একটী বিশেষ কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। জৈমিনী স্বীয় তনয় সুমন্তুকে এই সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুমন্তু স্বীয় পুত্র সুত্বাকে, সুত্বা তাঁহার পুত্র সুকর্ম্মাকে এই সকল যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বায়ু-৬০; ৬১। (৭) মহর্ষি জৈমিনী লাঙ্গলির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। লাঙ্গলি দেখ।

জৈহ্বলায়নি—মহর্ষি জৈহ্বলায়নি একজন অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্ত ঋষি ছিলেন। মৎ-১৯৬।

জৈহ্মন—মহর্ষি কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মন, ভৌমতাপন ও গোপালি এই পাঁচজন পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, গৌরপরাশর নামে খ্যাত। তাঁহাদের পরাশর শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২৭১।

জৈমূত—মহর্ষি জৈমূত উত্তর দিকে, হিমালয় প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি হিমালয়ে সুবর্ণখনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১১০।

জ্যাতি—যদুবংশীয় বিদর্ভের ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই শূর ও রণবিশারদ ছিলেন। লোমপাদের পুত্র মনু, মনুর তনয় জ্যাতি। মৎ-৪৪।

জ্ঞান—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মতি হইতে জ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। জ্ঞানের স্ত্রী

বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি এই তিন জন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। মহর্ষি জ্ঞান একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

জ্ঞানজা— দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে কশ্যপ সগোত্রদিগের কুলদেবতা জ্ঞানজা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ২১।

জ্ঞানপুত্র— একজন বটুক দেবতা। কালিকা-৬৩।

জ্ঞানশ্রুতি— গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান পুরীতে নরপতি জ্ঞানশ্রুতি বাস করিতেন। তিনি গীতা পাঠ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৮০।

জ্ঞানালম্বা— মরুত্বতী, বসু, জ্ঞানালম্বা, সতী, ভানুমতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককুপ, দক্ষের এই দশ কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব রেবা-১৯২। ধর্ম্ম-দেখ।

জ্বর—(১) অসুর কুল নিসূদন ত্রিপুরহর মহাদেব কর্ত্তৃক জ্বর সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাসুর বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য গরুড়ে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, হলধর, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আগমন করিলে, জ্বর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করে। হলধর জ্বর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। হরি-হরি-১৭৯। (২) মহাদেব বাণের রক্ষার্থ তিন পদ ও তিন মস্তক বিশিষ্ট জ্বরের সৃষ্টি করেন। এই জ্বরে বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অতিশয় কাতর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহপ্রবিষ্ট জ্বরকে বৈষ্ণব জ্বর শীঘ্রই দূরীভূত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শৈব জ্বরকে একবারেই মারিয়া ফেলিতেন, কেবল ব্রহ্মার প্রার্থনায় ক্ষমা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-৩৩।

জ্বলজিহ্ব— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জ্বলজিহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

জ্বলনা—(১)তক্ষকের কন্যা জ্বলনা রাজর্ষি ঋচেয়ুর ভার্য্যা ছিলেন। জ্বলনার গর্ভে নরপতি মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২। (২) নরপতি ভদ্রাশ্বের পুত্র ঔচেয়ু, ঔচেয়ুর পত্নী ও তক্ষকের কন্যা জ্বলনা হইতে রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। রন্তিনারের স্ত্রী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। মৎ-৪৯।

জ্বালমুখী— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্বালা—নাগরাজ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে ঋক্ষ বিবাহ করেন। জ্বালা হইতে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। মতিনারের

স্ত্রী সরস্বতী হইতে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

জালাক্লেশ— শিবের অন্যতম অনুচর জালাক্লেশ, দ্বাদশ কোটী অনুচর সহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

জালাজিহ্ব— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, জালাজিহ্ব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

জালামালীনরসিংহ— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

জালামুখী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জালামুখী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্যামঘ—(১)যদুবংশীয় নৃপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্মের সহায়তায় রাজা হন। কিন্তু রুক্মেষু ও পৃথুরুক্ম উভয়ে জ্যামঘকে প্রব্রাজিত করেন। প্রব্রাজিত অবস্থায় জ্যামঘ ব্রাহ্মণগণের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে তিনি ভিন্ন দেশ জয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে একাকী মৃত্তিকাবতী নগরীতে বাস করেন। পরে তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বত জয় করিয়া শুক্তিমতী নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। জ্যামঘের পত্নী অতি বলবতী ও পরমা সতী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শৈব্যা। রাজা অনপত্য হইলেও অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। একদা জ্যামঘ কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উপদানবী নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং স্বীয় পত্নী শৈব্যার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন— "এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে"। ইহার পরে উপদানবীর উগ্র তপস্যার ফলে, শৈব্যা যথাকালে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে রণবিশারদ বিদ্বান্ তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতিবংশীয় রুচকের পুরুজিৎ, রুক্ম, পৃথু, রুক্মেষু ও জ্যামঘ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। একদা জ্যামঘ ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী একটী কন্যাকে হরণ করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহাকে রথস্থ দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা ক্রুদ্ধা হইয়া; তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে? কাহাকে রথে করিয়া আনিতেছ? জ্যামঘ পত্নীর ভয়ে বলিয়া ফেলিলেন,— এ তোমার পুত্রবধূ। বাস্তবিক শৈব্যা নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং স্বামীর এবম্প্রকার বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, জ্যামঘ আবার বলিলেন,—হে রাজ্ঞি! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, ইনি তাঁহারই পত্নী হইবেন। যথাকালে রাণী বিদর্ভ নামে

একটী পুত্র প্রসব করেন এবং ভোজ্যা তাঁহারই পত্নী হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। যদুবংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম পুত্র জ্যামঘ, অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় কর্ত্তৃক তিনি প্রব্রাজিত হন। তিনি নর্ম্মদা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক ঋক্ষমান্ গিরি অধিকার করিয়া, তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চৈত্রা। তিনি কোনও যুদ্ধে একটী কন্যা লাভ করিয়া অপুত্রা চৈত্রার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার কথা বলেন। যথাকালে চৈত্রা বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভ সেই রাজকুমারীতে ক্রথ, কৈশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। মৎ-৪৪। চন্দ্র-বংশীয় নরপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জ্যামঘ। তিনি নর্ম্মদার দক্ষিণে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী শৈব্যা বহু তপস্যার পরে বৃদ্ধাবস্থায় বিদর্ভ, ক্রথ ও কৈশিক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। লি-৬৮।

জ্যেষ্ঠ—(১) মহর্ষি জ্যেষ্ঠ সামবেদ পারদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মা বর্হিষদ নামক মহর্ষি-গণকে সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহর্ষি জ্যেষ্ঠ তাঁহাদেরই নিকট সেই সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া-ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (২) উত্তম দেখ।

জ্যেষ্ঠা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃ-গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠা তাঁহা-দের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (২) চন্দ্র দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

জ্যেষ্ঠিলা— যে সকল নদী বরুণদেবকে উপাসনা করিত, জ্যেষ্ঠিলা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

জ্যেষ্ঠেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

জ্যোৎস্না—দক্ষের কন্যা ও বিশ্বদেবগণের অন্যতমা পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। চম্পা দেখ।

জ্যোৎস্নাকালী— বরুণের তনয় পুষ্কর সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৯৭।

জ্যোৎস্নামুখী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, জ্যোৎস্নামুখী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

জ্যোতি—(১) ব্রহ্মা হইতে মনু, মনু হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে অহ, অহ হইতে জ্যোতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (৩) ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। অয়োমূর্ত্তি দেখ। (৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালা প্রেস
৮২নং ওয়েষ্ট কমাউট ষ্ট্রীট।

পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্নি স্বীয় গণ জ্যোতি ও জলজিহ্বকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

জ্যোতিক—কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, জ্যোতিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা আদি-৩৫।

জ্যোতির্ধর্ম্মা—তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। তামস মনু দেখ।

জ্যোতির্দ্ধাম—চতুর্থ মন্বন্তবে তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্দ্ধাম প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ ৮স্ক-১ ; বিষ্ণু-৩য় ১।

জ্যোতিবীর্য্য—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। অতিকায় দেখ।

জ্যোতির্ম্মুখ—শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক বানরদলপতি সূর্য্যের অংশসম্ভূত। তাঁহারা লঙ্কা সমরে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০।

জ্যোতিষ্ক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

জ্যোতিষ্মতী—চাক্ষুষ মনুর যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে আনর্ত্তদেশের রেবত রাজার রেবতী নাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বলভদ্র-৩, ৪।

জ্যোতিষ্মান্—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর মহাবলসম্পন্ন দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। (২) প্রথম মেরু সাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান্, আঙ্গিরস, দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠ নন্দন সবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে জ্যোতিষ্মান্, আগ্নীধ্র প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করেন। লি-৪৬। (৪) জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ; বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৫) উত্তম মন্বন্তরে নিষধ রাজ্যে বপুষ্মান্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতিষ্মান্ স্বীয় স্ত্রী সুশ্রোণীর সহিত পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিয়া সপ্তর্ষির বরে সাতটী পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। বাম-৭২।

ঝ

ঝঞ্ঝকামর্দ্দন—দ্বারকা পুরীর বায়ু কোণ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

ঝিল্লী— যদুবংশীয় একজন বীর। তিনি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহে, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতির সহিত খাণ্ডব-প্রস্থে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-২২১।

ট

টঙ্কহস্ত— মহাদেবের অন্যতম গণ টঙ্কহস্ত, ত্রিপুর বিনাশের জন্য মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

টিট্টিভ— যে সকল দানব বরুণদেবের উপাসনা করিতেন, টিট্টিভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

ড

ডমরুকেশ্বর—শিপ্রা নদীর তীরে মহাদেব ডমরুকেশ্বর নামে অভিহিত হন। ভক্তিভরে তাঁহাকে দর্শন করিলে, নর ব্যাধি ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে। স্কন্দ-আব-অব-২০।

ডম্বর— দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, ধাতা, স্বীয় অনুচর কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আরম্বকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ডাকিনী— অপদেবতা বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩।

ডিণ্ডিক— এক মার্জ্জার ধর্ম্মের ভান করিয়া কতকগুলি মুষিকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, কৌশলে তাঁহাদের এক একটিকে প্রতিদিন আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ডিণ্ডিক নামক এক মুষিকের পরামর্শে এই মার্জ্জার বিতাড়িত হইয়াছিল। মহাভা-উদ্-১৫৮।

ডিণ্ডিমেশ্বর— রেবা ক্ষেত্রে একশালা নগরীতে মহাদেব একবার ডিণ্ডিম ধ্বনি করিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি তথায় ডিণ্ডিমেশ্বর নামে খ্যাত আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২১২।

ডিণ্ডী— ডিণ্ডী, কংসের প্রিয় সচিব ছিলেন। তিনি নন্দের ইন্দ্রপূজার সময়ে কৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-২১।

ডিম্ব— হুতাশন, ডিম্ব নামক দানবের আবাস-গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

ডিম্বক— দেবতুল্য তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক বীরদ্বয় জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধকালে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয়েরা তাঁহাদের বলবীর্য্যে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে হংস নামে অন্য একজন নরপতিকে বলদেব যুদ্ধে সংহার করেন। ডিম্বক লোক

মুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া, নাম সাদৃশ্য বশতঃ, স্বীয় বন্ধু মরিয়াছে মনে করিয়া, বন্ধুর দুঃখে যমুনা জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে হংস এই শোচনীয় ঘটনা অবগত হইয়া, তিনিও বন্ধু ডিম্বকের ন্যায় যমুনা জলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাভা-সভা-১৩।

ডীর— পৌরবের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় ডীর, ডীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮।

ডুণ্ডুভ— সহস্রপাদ নামে এক মুনি স্বীয় বাল্যসখা খগম মুনিকে তৃণ নির্ম্মিত সর্প দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে সেই খগম মুনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অনেকক্ষণ ছিলেন। পরে খগম সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহস্রপাদ মুনিকে অভিশাপ প্রদান করেন যে—তিনি যেন ডুণ্ডুভ সাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সহস্রপাদ মুনি খগমের ক্ষমতা অবগত ছিলেন; সুতরাং কাতরে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। খগম তখন বলিলেন,— মহর্ষি রুরুর দর্শন লাভে তুমি মুক্ত হইবে। পরে তাহাই হইয়াছিল। মহাভা-আদি-৯, ১১।

ঢ

ঢুণ্ট— ঢুণ্ট নামে মহাদেবের এক গণ, ইন্দ্রের শাপে মর্ত্তলোকে আসিতে বাধ্য হয়। পরে মহাকাল বনে এক শিব-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করে, এবং তদবধি সেই লিঙ্গ ঢুণ্টীশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৩।

ঢুণ্টীশ্বর— মহাকাল বনস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৩। ঢুণ্ট দেখ।

ঢুণ্ঢিরাজ— কাশীতে ঢুণ্ঢিরাজ নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১।

ঢুণ্ঢিরাজগজানন— তারকেশ্বর তীর্থের নিকটে ঢুণ্ঢিরাজগজানন নামে এক গণপতি আছেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

ঢৌণ্ঢেশগণপতি— কুকুরী তীর্থে ঢৌণ্ঢেশগণপতি অবস্থান করেন এবং সেই ক্ষেত্রকে সতত রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৫।

ত

তংসু—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি মতিনারের পত্নী সরস্বতী হইতে তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তংসুর পত্নী কালিঙ্গী হইতে

ঈলিন নামে এক. পুত্র জন্মে। তংসু সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫। (২) নরপতি মতিনারের তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহু নামে তিন পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। তংসু প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তংসু, কণ্ব নৃপতির ইলিনী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তংসুর তনয় রাজর্ষি সুরোধ। হরি-হরি-৩২। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি রন্তিনারের অন্যতম পুত্র তংসু। তংসুর তনয় ঐনিল। ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

তংসুরোধ— পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের অন্যতম পুত্র তংসুরোধ। তংসুরোধের তনয় দুষ্মন্ত, প্রবীর, সুমন্ত ও অনয়। দুষ্মন্তের স্ত্রী শকুন্তলা হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৭৮।

তকিবিন্দু— মহর্ষি তকিবিন্দু একজন অত্রিবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

তক্ষ—(১) মহারাজ দশরথের পৌত্র। ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত গান্ধার দেশ জয় করিয়া স্বীয় পুত্র তক্ষের নাম অনুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলের নাম অনুসারে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করেন। রামা-উত্ত-১১৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের ঔরসে ও দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে পুষ্করমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১১, ২৪।

তক্ষক— (১) রাবণ ইহাকে বশীভূত করেন। রামা-আরণ্য-৩৯। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে তক্ষক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করেন। মহভা-আদি-৬৫। (৪) নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডববন দহনকালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অশ্বসেন গৃহে ছিলেন। অশ্বসেন অনেক যুদ্ধের পর অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তক্ষকের স্ত্রী, পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে যাইয়া যুদ্ধে নিহত হন। মহাভা-আদি-২২৭। (৫) নাগরাজ তক্ষককে ব্রহ্মা সরীসৃপগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। তক্ষকের কন্যা জ্বলনাকে রাজর্ষি ঋচেয়ু বিবাহ করেন। জ্বলনা হইতে মতিনার নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩২, ২১৯। (৬) রঘুবংশীয় নরপতি প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তক্ষকের তনয় বৃহদ্বল, বৃহদ্বলের পুত্র বৃহদ্রণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৭) নাগপতি তক্ষক শিবোপাসক ছিলেন। লি-৫৫ (৮) বাসুকি, কঙ্কনীল, তক্ষক প্রভৃতি দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। কূর্ম্ম পু-৪৩। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ। (৯) পাতালের

ভোগবতী নগর বাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম তক্ষক ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

তক্ষি—মহর্ষি ত্রসদস্যুর অন্যতম পুত্র তক্ষিকে অশ্বিদ্বয় প্রভূত ধন দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।৭।

তড়িজ্জিহ্ব—একজন শিবভক্ত দৈত্য-পতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

তড়িৎপ্রভা—যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী ছিলেন, তড়িৎ-প্রভা তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

তণ্ডি, তণ্ডী—(১) মহাতপা ব্রহ্মযোগী তণ্ডী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনুশা-১৬। (২) ব্রহ্মনন্দন তণ্ডী শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তণ্ডীর নিকট নরপতি ত্রিধন্বা শিবের সহস্র নাম প্রাপ্ত হইয়া জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হন। লি-৬৫।

তণ্ডিপুত্র—মহর্ষি লোকাক্ষীর অন্যতম শিষ্য। বায়ু-৬১। লোকাক্ষী দেখ।

তত্ত্বদর্শী—(১) রৈবত মনু হইতে ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৭। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেব সাবর্ণির সময়ে নির্ম্মোক, তত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি হইবেন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য মনুর সময়ে নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা সপ্তর্ষি হইবেন। বিষ্ণু-৩য় ২। অবশ দেখ।

তত্ত্বলা—অজ নামক পিশাচের কন্যা ব্রহ্মধনা হইতে তত্ত্বলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু ৬৯।

তত্ত্বেশ—কাশীস্থিত তত্ত্বেশ লিঙ্গের পূজা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৮১।

তথোক্তি—দুঃসহের অন্যতম তনয়। তথোক্তির পুত্র কালজিহ্ব। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

তনয়—সোমবংশীয় অজকের তনয় কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ এই চারি জন। ভাগ-৯স্ক-১৪।

তনুজ—সুরভীর গর্ভজাত ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ১৯৬। সুরভী দেখ।

তনূর্জ্জ—ঔত্তমী মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। ঈশ দেখ।

তনূনপাৎ— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১।১৩।২।

তন্তি—(১) নন্দনের তনয় তন্তি ও তন্তিপাল। মৎ-৪৬। (২) পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষি তন্তি ধূম্র-পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তন্তিপাল—নন্দনের তনয় তন্তিপাল ও তন্তী। মৎ-৪৬। তন্তি দেখ।

তন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তন্তু ছিল। মহাভা-অনুশা-৪; বরা-১৭০।

তন্দ্রা—সুখের স্ত্রী প্রীতি ও তন্দ্রা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১।

তন্দ্রিজ— বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কনবকের তন্দ্রিজ ও তন্দ্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি ৩৪।

তন্দ্রিপাল, তন্দ্রীপাল—(১) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা কনবকের তন্দ্রিজ ও তন্দ্রিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩৪। (২) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব, বিরাট রাজভবনে তন্দ্রীপাল নামে গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বিরাট-১৩।

তন্বী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপ—তপ নামক অগ্নি হইতে বহু কন্যা উৎপন্ন হয়। তাঁহারা স্কন্দের প্রসাদে শিবা ও অশিবা নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈত্রিমা এই সাতটী শিশু মাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের গর্ভে বীরাষ্টক নামে খ্যাত, লোহিত নেত্র অতি ভয়ঙ্কর আটটী শিশু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-২২৫।

তপঃশুল্কা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

তপঃশূল—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম ৫৮। তামস মনু দেখ।

তপঃসিদ্ধি—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

তপতী—(১) ঋক্ষের তনয় নরপতি সম্বরণের স্ত্রী তপতী, তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫, ১৭১—৭৩। (২) বিবস্বানের অন্যতমা পত্নী ছায়া হইতে, শনৈশ্চর ও সাবর্ণি নামে দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সম্বরণ তপতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; বাম-২১, ২২।

তপন—(১) তপনের ঔরসে সুগ্রীবের জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (২) তপন নামে একজন রাক্ষসসেনাপতি ছিলেন। লঙ্কা সমরে অন্যতম বানর দলপতি গজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৪৩। (৩) পাঞ্চাল দেশীয় মহাবীর তপন, কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে কর্ণের শরে প্রাণত্যাগ

করেন। মহাভা-কর্ণ-৪৯। (৪) মহর্ষি তপন বেদস্পর্শের শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে তপন স্থানে ব্রহ্মবলি নাম দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-৩য়-৬।

তপস্বী—(১) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন সপ্তর্ষি হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-১ম-১৩। (২) চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২৭। চাক্ষুষ মনু দেখ। (৩) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। হরি-হরি-৭।

তপস্বাহা— দুর্ম্মুখ দানবের সহচর। দুর্ম্মুখের ন্যায় তিনিও বিষ্ণুর শরে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০।

তপস্য—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯; হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ।

তপা—সৌতির অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সৌতি দেখ।

তপোৎসুক— সুদরিদ্র নামক এক ব্রাহ্মণের চারিপুত্রের অন্যতম। মৎ-২১।

তপোদেব—তপোদেব নামে এক কৃতী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃতবোধ, পিতা মাতা ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তপস্যার্থ বনে গমন করেন; কিন্তু জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহই তপস্যার শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বুঝিতে পারেন। বৃহদ্ধ-পু-৩৭।

তপোদেষ্ণী— সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তপোদ্যুতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোদ্যোতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোধন—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে মহাদেব, মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই চারিজন, মুনির পুত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪। (২) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে, সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-২। (৩) তামস মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোধর্ম্ম—রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-১০০। রৌচ্য মনু দেখ।

তপোধৃতি—(১) দ্বাদশ মনু রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তপোধৃতি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ভৃগুর অন্যতম পুত্র তপোধৃতি, ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মমেরু সাবর্ণি দেখ।

তপোনিষ্ঠ—মহর্ষি দুর্ব্বাসার অন্যতম শিষ্য। স্কন্দ-বিষ্ণু বৈশা-১৪।

তপোভোগী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোমূর্ত্তি—(১) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির সময়ে বশিষ্ঠ পুত্র দ্যুতি, অত্রির তনয় সুতপা,

অঙ্গিরা নন্দন তপোমূর্ত্তি, কশ্যপ তনয় তপস্বী, পুলস্ত্য নন্দন তপোষণ, পুলহ পুত্র তপোরবি এবং ভৃগু নন্দন তপোধৃতি, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্র সাবর্ণির সময়ে তিনি এক জন ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-২।

তপোমূর্দ্ধা—মহর্ষি তপোমূর্দ্ধা একজন বৈদিক কালের ঋষি ছিলেন। তিনি বৃহস্পতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৮২।১।

তপোমূল—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোযোগী—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। তামস মনু দেখ।

তপোরতি—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। তামস মনু দেখ। মৎ-৯।

তপোরবি—পুলহ নন্দন তপোরবি ব্রহ্ম-মেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তপোরাশি—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোশন— তামসমনুর অন্যতম পুত্র হরি-হরি-৭। তামসমনু দেখ।

তপোষণ— পুলস্ত্যের নন্দন তপোষণ, ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি ৭।

তম—(১) নরপতি শ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ। মহাভা-অনুশা-৩০। (২) যদুবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র তম, তমের তনয় উশনা, উশনার তনয় শিতেয়ু। বিষ্ণু-১ম-৫। (৩) যদুবংশীয় বিলোমকের তনয় তম, তমের তনয় আনকদুন্দুভি। তম, তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সখা ছিলেন। কূর্ম্ম পূ ২৪।

তপ্ততপা— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তমপ্রচ্ছাদক— যমের দৌহিত্রী বিরোধিনীর অন্যতম তনয়। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও বিরোধিনী দেখ।

তমসা— দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, তমসা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর অত্রি ও কম্পকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

তমিস্রহা— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

তমীশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

তমোজা— যদুবংশীয় অসমঞ্জা হইতে তমোজা, সুদংষ্ট্র, সুনাভ ও কৃষ্ণ নামে চারি তনয় জন্মে। তন্মধ্যে তমোজা ব্যতীত সকলেই অপুত্রক ছিলেন। মৎ-৪৪।

তমোণ্ডকৃত— দেবাসুর যুদ্ধে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয়, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তমোণ্ডকৃত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তমোরি—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তমোনাশন— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তরক্ষু— যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে তরক্ষু এক-জন বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব আঙ্গিরস বংশে গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। লি-৭।

তরঙ্গভীরু— ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭। ভৌত্যমনু দেখ।

তরণি— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ ৯।

তরণ্ড— রাজর্ষি তরণ্ডের মহিষী শশীয়সী শ্যাবাশ্ব ঋষিকে অশ্ব, গো ও শত মেষাত্মক পশুযূথ দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৬১।৫।

তরণ্য— প্রবাহী, যজ্ঞক্ষেত্রে কতিপয় গায়নোত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম সত্বন, সত্বাত্মক, কলাপক, বীর্যবান্, কৃতবীর্য্য, ব্রহ্মচারী, সুপাণ্ডু, পণ, তরণ্য ও সুচন্দ্র। ইহারা দেব-গন্ধর্ব্ব বলিয়া খ্যাত। বায়ু-৬৮।

তরলা— চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তরস্বান্— ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭।

তরস্বী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শাম্ব, শাম্বের স্ত্রী কাম্যা হইতে তরস্বী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

তরিতায়ু—কুরুবংশীয় রুচি হইতে ভীম, ভীম হইতে তরিতায়ু, তরিতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

তরু— কুম্ভাসুরের অন্যতম সেনাপতি তরু, বরুণদেবের শরে গতায়ু হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

তরুণ—(১) যে সকল গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের সভায় ছিলেন, তরুণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৭। (২) তরুণ নামে অত্রি ঋষির এক পুত্র ছিল এবং বশিষ্ঠ ঋষিরও তরুণ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহারা উভয়েই রুদ্র মেরু সাবর্ণির সময়ে ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

তরুণক— নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে তরুণক প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজা জনমে-জয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হয়। মহাভা-আদি-৫৭।

তরূষ— সপ্তম মন্বন্তরে বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র বৈবস্বতমনু ছিলেন। তিনি শ্রাদ্ধদেব নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তরূষ, বৈবস্বতমনুর অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক-১৩।

তর্জ্জ— উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৫০।

তর্য্য— মহর্ষি তর্য্য বৈদিক কালের এক-জন ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।৪৪।১২।

তর্ষ— অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক। অর্কের

পত্নী বাসনা হইতে তর্ষ প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

তল— মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি হানেয়ের পুত্র তল, তলের পুত্র পুরীষভীরু। ভাগ-১২স্ক-১।

তলা— নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি প্রভাকরের অন্যতমা পত্নী। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

তাড়কা— সুকেতু নামক মহাবীর্য্যবান্ যক্ষের কন্যা তাড়কা। তাঁহার সহিত জম্ভ অসুরের পুত্র সুন্দের বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র মারীচ। তাড়কার স্বামী সুন্দ, মহর্ষি অগস্ত্যের হস্তে নিহত হইলে, সে স্বীয় পুত্র মারীচের সহিত অগস্ত্যের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। রামা-আদি-২৪, ২৭।

তাড়কায়ন— বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম তাড়কায়ন ছিল। মহাভা-অনুশা ৪।

তাড়াপীড়— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি চন্দ্রাবলোকের তনয় তাড়াপীড়, তাড়াপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির তনয় ভানুচন্দ্র। লি-৬৬।

তাণ্ডি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি তাণ্ডি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) মহর্ষি তাণ্ডি একজন ধূম্রপরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তাণ্ড্য—একজন ঋষির নাম তাণ্ড্য ছিল। মহাভা-সভা-৭। তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

তাপত্য—অর্জ্জুনের অন্যতম নাম তাপত্য ছিল। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের পূর্ব্ব পুরুষ, নরপতি সম্বরণের স্ত্রীর নাম ছিল তপতী। সেই জন্য অর্জ্জুন তাপত্য নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণ তাপত্য নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। মহাভা-আদি-১৭১।

তাপন— কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৮৬। দনু দেখ।

তাপনী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তাপী— ছায়া হইতে সূর্য্যের শনৈশ্চর নামে এক পুত্র ও তাপী নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। স্কন্দ-আব-অব-৫৬।

তামরসা— নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

তামস—মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতমা পত্নী হইতে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগ-৫স্ক-২। (২) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তামস তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭।

তামসমনু—(১)চতুর্থ মন্বন্তরে তামস নামে মনু ছিলেন। সেই সময়ে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপিবান্ ও অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ধন্বী ও পরন্তপ নামে তামসমনুর দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। তামস মন্বন্তরে সুরাব প্রভৃতি গণদেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু হর্য্যার গর্ভে, দেবগণের সহিত হরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫০। (২) তামসমনুর পুত্র দণ্ডধ্বজ পুত্রার্থী হইয়া স্বীয় শোনিত, মাংস প্রভৃতি অনলে আহুতি দেন। সেই অগ্নি হইতে সাতটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই তামস মন্বন্তরের মরুৎ। বাম-৭২। (৩) তামস মনুর অকল্মাষ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী নামে ধর্ম্মাচাররত, মনুবংশের গৌরব বর্দ্ধন দশ পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কপি, জল্প ও ধীমান্ সপ্তর্ষি ছিলেন এবং তাঁহারা সাধ্য নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৯। (৪) তামস মন্বন্তরে সুরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময়ে শিবি নরপতি শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। তৎকালে জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর সপ্তর্ষি ছিলেন। নর, খ্যাতি, শান্ত, হয়, জানুজঙ্গ প্রভৃতি তামসমনুর পুত্রেরা রাজা হন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৫) তামস চতুর্থ মনু ছিলেন। তাঁহার পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। সত্যক, হরি ও ধীর এই মন্বন্তরের দেবতা এবং ত্রিশিখ ইন্দ্র ছিলেন। জ্যোতির্দ্ধাম প্রভৃতি ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

তাম্ব— মহর্ষি তাম্ব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋগ-১০।৯৩।১।

তাম্র— (১) মূর দৈত্যের তনয় তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ এই সাতজন যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯ (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা হইতে তাম্র, চক্র, জলন্ধম প্রভৃতি সাত পুত্র এবং চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭। সত্যভামা দেখ।

তাম্রক— মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর শরে শমন সদনে গমন করেন। দেবীভা-১০স্ক-১২

তাম্রগুপ্ত— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী

রুক্মিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ ১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

তাম্রচূড়— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অরুণ তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় পুত্র তাম্রচূড়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

তাম্রচূড়া— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী, কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা তাম্রচূড়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

তাম্রজাক্ষ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রতপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের, রুক্মিণী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র তাম্রতপ্ত। ভাগ-১০স্ক-৬১।

তাম্রদ্বীপ— কলিকালে যাহার নামে নানাবিধ লোকমোহকর পাষণ্ডধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই ঋষভের পুত্র ভরত, ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের অন্যতম তনয় তাম্রদ্বীপ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯।

তাম্রপক্ষ— রোহিণী নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী ছিল। তাঁহার গর্ভে দীপ্তিমান্, তাম্রপক্ষ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। রোহিণী দেখ।

তাম্রপর্ণী— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৬০। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবক্ষ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। সত্যভামা দেখ।

তাম্রবরাহ—কাশীতে তাম্রবরাহ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাম্রদ্বীপ হইতে তিনি আগমন করিয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

তাম্রবর্ণা—নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা ও প্রভাকর ঋষির অন্যতমা স্ত্রী। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

তাম্রবিন্দ— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী হইতে তাম্রবিন্দ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২। নাগ্নজিতী দেখ।

তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের একজন রাজার নাম তাম্রলিপ্ত ছিল। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬; সভা-১৯।

তাম্রা—(১) দক্ষের ষষ্টী কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের অষ্ট পত্নীর একতরা। তাঁহার গর্ভে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী লোক বিখ্যাতা পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; রামা-আরণ্য-১৪। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কাকী হইতে কাক, শ্যেনী হইতে শ্যেন, ভাসী হইতে ভাস ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে

হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকী হইতে শুক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) কশ্যপ পত্নী তাম্রা হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচী ও গৃধ্রী নাম্নী ছয় কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-২১।

তাম্রায়ন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অশ্ব নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্যের অন্যতম। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। আপ্য দেখ।

তার—(১) কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (২) তার অসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সহস্র বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে বিষ্ণু পলায়ন করিয়াছিলেন। তারের পুত্র তারক অসুর কার্ত্তিকেয় হস্তে নিহত হন। লি-১০১। (৩) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে তার, সম্বর, কপিল, শঙ্কর, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৮।

তারক—(১) বানর বিশেষ। বৃহস্পতির ঔরসে তাহার জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে তারক প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২৪১। (৩) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে তারকাসুরের সহিত দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। সকল শোভার আধার, তলাতল নামক পাতাল প্রদেশে, বিরোচন, হিরণ্যাক্ষ, তারকাদি বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৪) নিম্নতল নামক পাতাল প্রদেশে, তারক, অগ্নিমুখ যবনেরা বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩। (৫) দৈত্যপতি তারক দশ অযুত সৈন্য পরিবৃত হইয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত নিহত করেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৬) তারক দৈত্যের পুত্র বিদ্যুন্মালী, কমলাক্ষ ও তারকাক্ষ, মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হন। লি-৭১। অগ্নিমুখ দেখ। (৭) কশ্যপের স্ত্রী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-২১।

তারকলোহিণ্য—একজন কৌশিকবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

তারকাক্ষ—তারক দানবের অন্যতম তনয়। লি-৭১। তারক দেখ।

তারকায়ন—বিশ্বামিত্রের অন্যতমা পত্নী শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। হিরণ্যাক্ষের তনয় যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষন, উড়ুম্বর, অভিক্ষাত, তারকায়ন ও চঞ্চুল ইহারা ছয়জন। হরি-হরি-২৭।

তারা—কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির স্ত্রী। তারার গর্ভে বালির, অঙ্গদ নামে

এক পুত্র জন্মে। রাম বালিকে বধ করিলে তারা, দেবর সুগ্রীবকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। (২) রামা-কিস্কি-১৫, ৩০। মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম তনয় বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পত্নীর নাম তারা। একবার সোমদেব তারাকে হরণ করেন। দেবগণ ও রাজর্ষিগণ বার বার অনুরোধ করিলেও চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন বৃহস্পতি মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। সোমদেব তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া, তাঁহার আলয়ে গর্ভমোচন করিতে নিষেধ করেন। তখন তারা ইষিকাস্তম্ভ মধ্যে জলন্ত পাবক সদৃশ একটী পুত্র প্রসব করেন। ইহা কাহার পুত্র এই বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তারা কোন উত্তর দিলেন না। পরে ব্রহ্মার প্রশ্নে, সেই বালক সোমের এইমাত্র বলিলেন। তখন সোমদেব সেই বালককে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম বুধ রাখিলেন। হরি-হরি-২৫; ভাগ-৯স্ক-১৪; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩, ৫৪। (৩) বসুদেবের অন্যতম পত্নী তারা হইতে কপিল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে চন্দ্র-তারা ঘটিত ব্যাপারটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। (৫) মহেশ্বরীর শরীর সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি তারা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭১। (৬) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

তারাগণ— দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে হরিতগণ, লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ দেবতাদের এই পঞ্চ গণ ছিল। বিষ্ণু-৩য়-২।

তারাক্ষ— পিঙ্গাক্ষ নামক এক শবর অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। তাঁহারই পিতৃব্য তারাক্ষ অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিল। সে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২।

তারাপীড়— রঘুবংশীয় চন্দ্রাবলোকের তনয় তারাপীড়, তারাপীড়ের তনয় চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি হইতে ভানুবিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২১।

তারাবতী— করবীর পুরের অধিপতি চন্দ্রশেখরের পত্নীর নাম তারাবতী ছিল। তিনি উপরিচর, দমন ও অলর্ক নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। কালিকা-৪৭, ৪৮।

তারিণী— একটী কুলদেবী। কৌশিক সগোত্রদিগের গোত্রদেবী তারিণী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯, ২১।

তারেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। ইঁহার অন্য নাম বৈদ্যনাথ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

তার্ক্ষ—(১) পক্ষী বিশেষ। মহর্ষি অরিষ্ট-নেমী তার্ক্ষ পক্ষী সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৭৮।১। (২)মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫ কশ্যপের পত্নী বিনতা হইতে তার্ক্ষ, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। মহর্ষি তার্ক্ষ, দক্ষের বিনতা কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ, কদ্রু হইতে নাগগণ, পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ এবং যামিনী হইতে শলভগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। রথকৃৎ, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন্, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, অরিষ্টনেমী, তার্ক্ষ, ক্রতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ গ্রামনী যথাক্রমে সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

তার্ক্ষ্য— মহর্ষি তৃক্ষুর তনয় তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমী, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।৮৯।৬। একদা মহর্ষি তার্ক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে মনুষ্যের শ্রেয় কি ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বহু উপদেশ লাভ করেন। মহাভা-বন-১৮৫।

তার্ক্ষ্যবাহন— সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

তালক— মহর্ষি কৌশল্যের সামবেদ অধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য তালক। বায়ু-৬১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

তানকৃৎ—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য, এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

তালকেতু— শিবের অন্যতম অনুচর তালকেতু, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্ঠি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

তালজঙ্গেশ্বরী—কাশীস্থিত আনন্দ বনে তালজঙ্গেশ্বী দেবী বিদ্যমান আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

তালজঙ্ঘ—(১) নরপতি বৎসের তনয় তালজঙ্ঘ ও হৈহয় (অন্য নাম বীতহব্য)। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৬০, ১৫৩। (২) অবন্তী দেশের অধিপতি যদুবংশীয় জয়ধ্বজের তনয় মহাবল তালজঙ্ঘ। এই তালজঙ্ঘের বংশধরেরা তালজঙ্ঘ নামেই খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (৩) নরপতি সগর তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) কার্ত্তবীর্য্যের তনয় জয়ধ্বজ, জয়ধ্বজের অন্যতম তনয় তালজঙ্ঘ। মহাবীর তালজঙ্ঘের শত পুত্রেরা তালজঙ্ঘ নামেই আখ্যাত হইতেন। তাঁহাদের ভোজ, বীতিহোত্র, শার্য্যাত, অবন্তি ও কুণ্ডিকের এই

পা টী বংশ বিখ্যাত। বীতিহোত্রের পুত্র অনর্ত্ত। মৎ-৪৩। কূর্ম্ম-পূ-২৩।

তালজঙ্ঘগণ— মহাবীর তালজঙ্ঘের পুত্রেরা তালজঙ্ঘগণ নামে খ্যাত ছিলেন। মৎ-৪৩।

তালজঙ্ঘী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা তালজঙ্ঘী। অগ্নি-৫২।

তালধ্বজ—একবার নারদ কোন তীর্থে অবগাহন করিয়া স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। পরে সেই অবস্থায় নরপতি তালধ্বজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে নারদ আবার বিষ্ণুর অনুগ্রহে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হন। দেবীভাগ-৬স্ক-২৮, ৩০।

তালপত্র—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, যম তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তালপত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ।

তালমেঘ—দানবপতি তালমেঘ অতিশয় বলশালী হইয়া দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯০।

তালহয়—যদুবংশীয় শতজিতের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। শতজিৎ দেখ।

তালেশী—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভুতা যে সকল মহাশক্তি দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

তিগ্ম—পাণ্ডুবংশীয় নরপতি মৃত্যুর তনয় তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় বসুদান। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

তিগ্মকেতু—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ধ্রুবের তনয় বৎসর। বৎসরের পত্নী সুবীথী হইতে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেত, ইষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩।

তিগ্মাত্মা—পাণ্ডব বংশীয় উর্ব্ব হইতে তিগ্মাত্মা, তিগ্মাত্মা হইতে বৃহদ্রথ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

তিতিক্ষা—ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা তিতিক্ষা হইতে ক্ষেম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

তিতিক্ষু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি মহা-মনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তিতিক্ষুর তনয় উশদ্রথ, উশদ্রথের তনয় ফেন। হরি-হরি-৩১। (২) তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ, রুষদ্রথের তনয় হোম, হোমের তনয় সুতপা। ভাগ-৯ম-২৩। (৩) তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, উষদ্রথের তনয় হেম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৪) যদুবংশীয় উশনার তনয় তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় মরুত্ত। মৎ-৪৪, ৪৮; বায়ু ৯৯।

তির্ত্তিরি, তিত্তিরী—(১) মহর্ষি তিত্তিরী বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক উদগীর্ণ বেদ পুনর্ব্বার তিত্তিরী পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্বেত। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে তিত্তিরি প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৩৫। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ। হরি-হরি-৩৭। (৪) মহর্ষি তিত্তিরি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তিত্তিরি ও কপিভু এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-৯৬। (৫) কপোতরোমার তনয় তিত্তিরি, তিত্তিরির পুত্র নর, নরের তনয় চন্দনদুন্দুভি। অগ্নি-২৭৫।

তিথি—মহর্ষি তিথি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বীতিহব্য, ভৃগু, বৈরস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৫।

তিন্দুক— তিন্দুক নামে এক নাপিত মথুরাপুরীতে দেহত্যাগ করিয়া, পরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লাভ করিয়াছিল। বরা-১৪৯।

তিমি— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা। তিমি, জলজন্তু সকলকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; শ্রীমহাভা-৭। পাণ্ডববংশীয় দুর্ব্বের তনয় তিমি, তিমির তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় শতানীক। ভাগ-৯স্ক-২২। পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি এই চারিজন দক্ষের কন্যা ও অরিষ্টনেমীর স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

তিমিধ্বজ— অপর নাম শম্বরাসুর। এই অসুর অতিশয় মায়াবী ও বলবান্ ছিলেন। ইহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাজা দশরথ ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে রণাহত হইয়া কাতর হইলে, রাণী কৈকেয়ী তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া, আরোগ্য করেন। তখন রাজা তাঁহাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী সেই দুই বর তখন গ্রহণ না করিয়া, পরে গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং রামের রাজ্যাভিষেক কালে তাহাই গ্রহণ করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। রামা-অযো-৯

তিমির— স্বারোচিষ মন্বন্তরের অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। অর্ব্বরীবান্ দেখ। সৌর-৭২।

তিরশ্চী— মহর্ষি তিরশ্চী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৫।১।

তিরিন্দির— যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দির, শর্য্যনা হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কণ্ব-

গোত্রীয় বৎস, তথায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিন্দির বহু ধন দান করেন। ঋগ-৮।৬।৪৬।

তির্য্যা— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরিভদ্রা, ইরাবতী, ভূতা, কপিশা, দংষ্ট্রা, নিশা, তির্য্যা, শ্বেতা, স্বরা ও সুরসা নাম্নী দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯।

তিলপর্ণ— মহাদেবের একজন গণের নাম তিলপর্ণ ছিল। স্কন্দ কাশী-উ-৫৩।

তিলপর্ণেশ্বর— কাশীস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

তিলপ্রভ— একজন স্বর্গের অপ্সরা। পদ্ম-উত্ত-৮।

তিলাদেশ্বর—রেবা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ, মহর্ষি জাবালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-রেবা-২২২।

তিলিরি— অভিজিৎ দেখ।

তিলোত্তমা— কশ্যপ পত্নী মুনী হইতে তিলোত্তমা প্রভৃতির জন্ম হয়। হরি-হরি-২১৮। তিলোত্তমা প্রভৃতি নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কপিলার গর্ভে তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। এক সময়ে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয় ব্রহ্মার বরে বলিয়ান্ হইয়া, ত্রিভুবন জয় করিতে বহির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদের অত্যাচারে দেব মানব সকলে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিল তিল করিয়া সমুদয় বস্তুর সার গ্রহণপূর্ব্বক তিলোত্তমা নাম্নী এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তিলোত্তমা, সুরামত্ত, সুন্দ ও উপসুন্দের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তিলোত্তমাকে লাভ করিবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। মহাভা-আদি-২০৮, ১২। তিলোত্তমা নাম্নী এক অতি রূপবতী ব্রাহ্মণ কন্যা বালবিধবা ছিলেন। সংসর্গ দোষে প্রথমে বিপথগামিনী হন। পরে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ মুক্ত হন। বরা-১৭৬। অনুম্লোচা দেখ। একবার তিলোত্তমা বলির পুত্র সাহসিকের সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ঋষি দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসার শাপে বাণের কন্যা ঊষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ ২২, ২৩।

ত্রিস্রোতসী— যে সমুদয় দেহধারী নদী বরুণদেবের উপাসনা করিতেন, ত্রিস্রোতসী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা ৯।

তীক্ষ্ণ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র— একজন শিবভক্ত দানবপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

তীক্ষ্ণবেগ— রাক্ষস সেনাপতি। তিনি

লঙ্কা সমরে প্রাণত্যাগ করেন। রামা-লঙ্কা-৯০।

তীব্রা— দক্ষের শত কন্যার অন্যতমা। তীব্রা প্রভৃতি দ্বাদশ কন্যা আদিত্যগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

তীব্রাংশ—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ কাশী-পূ-৯

তীর্ণক— মহর্ষি তীর্ণক ব্রহ্মার যজ্ঞে অন্যতম অধ্বর্য্যু ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

তীর্থনেমী—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, নাগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবী, তীর্থনেমী স্মিতাননা, গীতপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

তীর্থশুল্কা— সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

তীর্থসেনী— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা তীর্থসেনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

তুগ্র— রাজর্ষি তুগ্র দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার মানসে, আপন পুত্র ভুজ্যুকে সৈন্যসহ নৌকায় প্রেরণ করেন। নৌকা সমুদ্রে ভগ্ন হইলে, ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। অশ্বিদ্বয় ভুজ্যুকে সসৈন্যে নৌকায় আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে তাঁহার পিতা তুগ্রের আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দেন। পরে ইন্দ্র তুগ্রকে সংহার করেন। ঋগ-১।১১৬।১।

তুঙ্গগ্রীব— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যকারী অন্যতম গণ তুঙ্গগ্রীব, অনেক দানবকে নিহত করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

তুঙ্গনাশ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

তুজি— রাজা তুজি ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

তুণি— যদুবংশীয় নরপতি অসঙ্গের তনয় তুণি, তুণির পুত্র যুগন্ধর। ইহারা শৈনেয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

তুণ্ড— বানর দলপতি নল, লঙ্কা সমরে, তুণ্ড রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

তুণ্ডকের— যদুবংশীয় জয়ধ্বজের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। জয়ধ্বজ দেখ।

তুণ্ডকেশ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

তুণ্ডা— দেবাসুর যুদ্ধে শ্বেততীর্থ, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তুণ্ডা তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। কর্কটিকা দেখ।

তুণ্ডিরেক— যদুবংশীয় তালজঙ্ঘের শত পুত্রের অন্যতম তুণ্ডিরেক। বায়ু-৯৪।

তুন্দিল— এই নামে এক শিবানুচর ছিল। শিব-জ্ঞান-৩৭।

তুম্ব— যদুবংশীয় জনস্তম্বের তনয় তুম্ব ও তুম্ববান্। বায়ু-৯৬।

তুম্ববান্— যদুবংশীয় জনস্তম্বের তনয় তুম্ব ও তুম্ববান্। বায়ু-৯৬।

তুম্বরু—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কপিলা হইতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া নাম্নী ত্রয়োদশ কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু ও তুম্বরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত, গো ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য জন্মগ্রহণ করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু, তাম্রবর্ণ, সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। গন্ধর্ব্ব বিশেষ। কুবেরের শাপে বিরাধ রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আরণ্য-৪। বিরাধ দেখ। (২) তুম্বুরু নামে এক হরিভক্তি পরায়ণ ঋষি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীহরির গুণ গান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। লি-উত্ত-১। তুম্বরু ও সুবর্চ্চা প্রভৃতি দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক। কূর্ম্ম-পূ-৪১। উগ্রসেন দেখ।

তুম্বুরুসখা— তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের সখা ছিলেন বলিয়া, অন্ধকবংশীয় নরপতি তম তুম্বুরুসখা নামে বিখ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

তুর— মহর্ষি কলষের তনয় তুর ঋষি জনমেজয় রাজার পুরোহিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

তুরঙ্গ—যযাতিবংশীয় নরপতি রোমপাদের তনয় তুরঙ্গ, তুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

তুরঙ্গকধ্বজ— অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি তুরঙ্গকধ্বজ। তিনি মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে নন্দিসেনকে পরাস্ত করেন। বাম-৬৮।

তুরাষাট—ইন্দ্রের অন্য নাম তুরাষাট। ঋগ-৬।৩২।৫।

তুরীয়—অজিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১; ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অমৃতবান্ দেখ।

তুরুণ্ড—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৫। দনু দেখ।

তুর্ব্বণ—তুর্ব্বণ ও যাদ্ব নরপতি সুদাসের শত্রু ছিলেন। সেইজন্য সুদাসের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৯।৮।

তুর্ব্বযান—ইন্দ্র তুর্ব্বযান রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এই যুবক রাজার অধীন করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫৩।১০।

তুর্ব্বশ—(১) যজ্ঞশীল, দাতা, তুর্ব্বশ রাজাকে ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনার্থ সুদাস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া

দিয়াছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে সখা সখাকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮। ৬। (২) একবার ইন্দ্র, নর্য্য, তুর্ব্বশ ও যদু নামক রাজাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৫৪।৬১।

তুর্ব্বশু—মহর্ষি কণ্ব অগ্নিদেবের সহিত রাজর্ষি তুর্ব্বশুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩৬।১৮।

তুর্ব্বসু—(১) যযাতির অন্যতমা পত্নী দেবযানী হইতে যদু ও তুর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১৮০। (২) যযাতি স্বীয় রাজ্য বিভাগ করিয়া আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ তুর্ব্বসুকে প্রদান করেন। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু। হরি-হরি-৩০-৩২; কূর্ম্ম-পু-২২; বায়ু-৯৯। তুর্ব্বসুর তনয় গর্ভ, গর্ভের পুত্র গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিশারি। মৎ-২৪।

তুর্ব্বা—যদু ও তুর্ব্বানামে দুই জন, দাস জাতির রাজা ছিলেন। একবার তাঁহারা গাভী সমূহে পরিবৃত হইয়া অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে মনুর ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৬২।১০।

তুর্ব্বীতি—রাজা তুর্ব্বীতি প্রাচীন কালের একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহর্ষি কণ্ব একবার তাঁহাকে দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন। আর একবার ইন্দ্র তাঁহাকে জল মগ্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৬। ১৯।; ১।৬১।১১।

তুলসী—(১) প্রকৃতির অংশ স্বরূপা ও বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। তুলসী পূর্ব্বে গোলোকের গোপিকা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। এক সময়ে রাস মণ্ডলে গোবিন্দ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। এমন সময়ে রাধিকা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গোবিন্দকে অতিশয় ভৎর্সনা করিলেন এবং তুলসীকে "পাপীষ্ঠে! তুই মনুষ্য যোনীতে গমন কর" বলিয়া শাপ দিলেন। তখন গোবিন্দ তুলসীকে বলিলেন যে, ভারতে তপস্যা করিয়া তুলসী পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন। সেই শাপে তুলসী দক্ষ সাবর্ণি বংশীয় ধর্ম্মধ্বজ নরপতির ঔরসে ও তদীয় পত্নী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নরনারীগণ তাঁহার রূপের তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল বলিয়া, পুরাবিদ্‌গণ তাঁহার তুলসী নাম প্রদান করিলেন। তুলসী জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মার বরে তুলসী শঙ্খচূড়কে বিবাহ করেন। এই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে সুদাম নামে গোপ ছিল। রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্খচূড়

অত্যন্ত দেবদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার এই বর ছিল যে, তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব, নাশ ও অক্ষয় কবচ দূরীভূত না হইলে, তাঁহার মৃত্যু হইবে না। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার কবচ প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করেন এবং মহাদেবের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধকালে, শঙ্খচূরের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তুলসী পরে জানিতে পারিয়া বিলাপ করিলে শ্রীকৃষ্ণের বরে তিনি গণ্ডকী নদীতে পরিণত হইলেন। তাঁহার কেশ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। তুলসী একবার গনেশকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। গণেশ অসন্মত হইলে, তুলসী তাঁহাকে শাপ দেন। গণেশও তাঁহাকে "অসুরাক্রান্ত হইবে" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। সেই হইতে তুলসী গণপতি পূজায় অব্যবহার্য্য। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ ১২—২১। (২) কুশধ্বজ নামক কোনও রাজার সংসার বিরাগিনী, তপস্বিনী তুলসী ও বেদবতী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৪৬।

তুলাধার—বারাণসীস্থিত বৈশ্যকুলোদ্ভব তুলাধার খুব জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি জাজলি বহু তপস্যা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করেন। মহাভা-শান্তি-২৬১—২৬৩।

তুল্যার্চ্চি—মহর্ষি লাঙ্গলীর অন্যতম পরম ধার্ম্মিক পুত্র। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২২। লাঙ্গলী দেখ।

তুষিত— স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত, তুষিত প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

তুষিতদেবগণ— স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে মানসদেব তুষিত দেবগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৩য়-১; হরি-হরি-৭। চাক্ষুষমনুর সময়ে দ্বাদশ আদিত্য তুষিত দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬।

তুষিতা—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বেদশিরার পত্নী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার বিভু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে মানস-দেব তুষিতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (৩) স্বারোচিষ মনুর সময়ে বিষ্ণু, তুষিতার গর্ভে তুষিত দেবগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৪) চাক্ষুষ মনুর সময়ে মঙ্কি নামে এক তপস্বী ছিলেন। দেবগণকর্তৃক প্রেরিতা অপ্সরা তুষিতা, তাঁহার তপস্যা নষ্ট করিয়া শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। বাম-৭২।

তুষ্টি—(১) প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী তুষ্টি হইতে হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস ও মারীচ নামে

দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নামে চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী তুষ্টি হইতে সন্তোষ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪)মরীচির স্ত্রী সম্ভূতি, পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৫)ধর্ম্মের স্ত্রী তুষ্টি হইতে হর্ষ ও দর্প জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯। (৬) অনন্তদেবের স্ত্রী তুষ্টি। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১। (৭) ধাতার স্ত্রী তুষ্টি, ধাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সোমকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

তুষ্টিমান্‌— যদুবংশীয় উগ্রসেনের কংস, সুনাম ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান নামে নয় পুত্র ছিল। ভাগ ৯স্ক ২৪।

তুহর— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তুহর তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তুহার— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তুহার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

তুহুণ্ড—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে বিরূপাক্ষ, একচক্র, তুহুণ্ড প্রভৃতি বহু দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৩৫; হরি-হরি-৩০। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম তুহুণ্ড ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র মুক ও তুহুণ্ড। হরি-হরি-৩। (৪) অন্ধক দৈত্যপতির অন্যতম সেনাপতি তুহুণ্ড গণেশহস্তে নিহত হন। বাম-৬৬, ৬৮।

তূতুজি— ইন্দ্র, বেতসু, দশোনি, তূতুজি, তুগ্র ও ইভকে রাজা দোতনের নিকট, পুত্র যেমন মাতার নিকট প্রশান্তভাবে গমন করে, সেই ভাবে সর্ব্বদা গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরে বেতসুর সহিত তুগ্রকে ইন্দ্র সংহার করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪

তূলা— কশ্যপের স্ত্রী প্রধার গর্ভজাতা অন্যতমা অপ্সরা। কালিকা-৩৪। প্রধা দেখ

তৃক্ষ— মহর্ষি তৃক্ষের পুত্র অরিষ্টনেমী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ঋগ-১।৮৯।৬১।

তৃণক— একজন প্রাচীনকালের রাজার নাম তৃণক ছিল। মহাভা-সভা-৮।

তৃণকর্ণী— মহর্ষি তৃণকর্ণী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।

তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

তৃণপৎ— ষোড়শ জন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম। বায়ু-৬১। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ।

তৃণবিন্দু—(১) রাজর্ষি তৃণবিন্দু মেরু সন্নিধানে বাস করিতেন। তাঁহারই আশ্রমে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য দীর্ঘকাল তপস্যা করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। রামা-উত্তরা-২। (২) মনুবংশীয় নরপতি বুধের তনয় তৃণবিন্দু। অপ্সরা অলম্বুষা হইতে তৃণবিন্দুর বিশাল, শূণ্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলাকে বিশ্রবা মুনি বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। বরাহ কল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তখন মহাদেব মহাকায় ধার্ম্মিক মুনির পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৩) মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের তনয় তৃণবিন্দু। তিনি ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার ইলবিলা নাম্নী পরম রূপসী কন্যাকে মহর্ষি পুলস্ত্য বিবাহ করেন। পুলস্ত্যের স্ত্রী ইলবিলা হইতে বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে সোম শুষ্মায়ন ঋষির বংশধর তৃণবিন্দু বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৫) মনুবংশীয় নরপতি বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র তৃণবিন্দু, তৃণবিন্দুর তনয় বিশাল, অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলা নাম্নী এক কন্যাও তাঁহার ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৬) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া, একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে একজন গ্রাহ ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৪। মহর্ষি তৃণবিন্দু প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩৮। মহর্ষি তৃণবিন্দু প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি সুদ্যুম্নের শিবভক্তি দেখিয়া ও তাঁহার পূর্ব্বজন্ম ঘটিত বিবরণ শুনিয়া নর্ম্মদা তীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমের নাম জালেশ্বর। সৌর-৩, ৪।

তৃণবিশ্বেশ্বর— প্রভাস ক্ষেত্রে তৃণবিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-১৩৮।

তৃণসোমাঙ্গিরা— মহর্ষি তৃণসোমাঙ্গিরা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন এবং ধর্ম্মরাজ যমের পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

তৃণাবর্ত্ত— কংস স্বীয় ভৃত্য তৃণাবর্ত্তকে শ্রীকৃষ্ণের নিধনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৭।

তৃণায়ু— একজন গন্ধর্ব্ব। তিনি অন্যান্য

গন্ধর্ব্বের সহিত একবার বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

তৃতীয়া— যে সকল দেহধারিনী নদী বরুণদেবের আরাধনা করিতেন, তৃতীয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

তৃৎসু— ইন্দ্র, অসুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮।১৩।

তৃষ্ণা— ভয়ের পত্নী মায়া হইতে মৃত্যু জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

তেজ— তেজের স্ত্রী প্রভা ও দাহিকা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। স্বায়ম্ভুবমনু বংশীয় সুমতীর তনয় তেজ, তেজের তনয় সংস্রুত। বরা-৭৪।

তেজস্বী—ভৌত্যমনু হইতে তরঙ্গভীরু, বুধ্ন, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীর, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল নামে দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-৭। ভৌত্য-মনু দেখ।

তেজেয়ু—রাজা পুরুর অন্যতম তনয় রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে, ঋচেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪।

তেজোবতী—ময় দানবের পত্নীর নাম তেজোবতী। তাঁহারই গর্ভে মন্দোদরীর জন্ম হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-৩৫।

তৈজস—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র তৈজস, তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের তনয় পরমেষ্ঠী। কূর্ম্ম-পূ-৫০; বায়ু-৩৩।

তৈত্তিরী—(১) মহর্ষি তৈত্তিরী বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (২) যদুবংশীয় কপোতরোমার তনয় তৈত্তিরি, তৈত্তিরীর পুত্র সর্প, সর্পের পুত্র নল। মৎ-৪৪। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তৈত্তিরী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

তৈত্তিরীয়—এই নামে এক ঋষি ছিলেন। বরা-১৭০।

তৈলপ—মহর্ষি তৈলপ একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অত্রি, শ্যাবাশ্ব, অর্চ্চিনানশ এই তিনটী। মৎ-১৯৭।

তৈলেয়—মহর্ষি তৈলেয় একজন ধূম্র-পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

তোণ্ডমান— চন্দ্রবংশে নন্দিনী গর্ভে নরপতি সুধীরের তোণ্ডমান নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি পাণ্ড্য রাজের কন্যা মনোহারিনীকে বিবাহ করেন। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৯, ১০

তোশল—কংস শ্রীকৃষ্ণকে নিধন করিবার জন্য যে সকল মল্ল নিযুক্ত করিয়াছিলেন তোশল তাঁহাদের অন্যতম ছিল। সে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। ভাগ-১০স্ক-৪৪; হরি-হরি-৮৬।

তোষ—মহর্ষি রুচির ঔরসে ও আকূতির গর্ভে, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। যজ্ঞমূর্ত্তির দক্ষিণাগর্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তুষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচন এই দ্বাদশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

তোষল, তোষলক—কংসের অন্যতম মল্ল তোষল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়। হরি-হরি-৮৬; বিষ্ণু-৫ম-১৮।

তৌলেয়—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি তৌলের একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, সুবচ ও উতথ্য এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

ত্বকৃকৌশিকী— একবার মহাদেব পরিহাসচ্ছলে পার্ব্বতীকে "কালী" বলিয়া নিন্দা করেন। দেবী সেই জন্য স্বীয় ত্বক্, গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলেন। অনন্তর তিনি ত্বকৃকৌশিকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলবাসিনী হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-১৭।

ত্বরিতা— নবদুর্গার অন্যতমা। তিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীরভদ্রের সঙ্গে ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কেদা-৩।

ত্বষ্টা—(১) অন্যতম আদিত্য। ত্বষ্টা ও পূষা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-উত্তরা-৩২। (২) ত্বষ্টা নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার অন্য নাম বৃষয়। এই ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র হনন করেন। ঋগ-১।৯৩।৪। ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ইন্দ্র, ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-২।১১।১৯। ত্বষ্টা সেই জন্য ইন্দ্র-রহিত সোম আহরণ করিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন যে ত্বষ্টা তাঁহাকে সোম হইতে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই জন্য বলপূর্ব্বক কলসী হইতে সোমরস পান করিলেন। ত্বষ্টা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট সোমরস "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধিত হওক" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে বৃত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃত্রের নাম অহি এবং দনু ও দনায়ু দানবী কর্ত্তৃক সন্তানের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া দানব নাম প্রাপ্ত হয়। শতপথ ৫প্র ২ব্রা-৬অ-১, ৯। (৩) অগ্নির অন্য নামও ত্বষ্টা। এই নামে মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন। ঋগ-১।১৪২।১০। মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী অদিতি হইতে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ

করেন। হরি-হরি-৭২, ৯৬; মহাভা-আদি ৬৫। (৪) মহর্ষি ত্বষ্টা একবার নরপতি নহুষের আলয়ে অতিথি হন। রাজা তাঁহার জন্য গোবধ করিতে আদেশ দেন। ইহা শুনিয়া সমাগত কপিল ঋষি অতিমাত্র দুঃখিত হন। সেই সময়ে স্যুমরশ্মি নামক ঋষির সহিত কপিলের হিংসাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। মহাভা-শান্তি-২৬৮, ৭০। (৫) ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুর প্রমথিত করেন। হরি-হরি-১২০। (৬) মনুবংশীয় নরপতি ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা, বিরজ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। ভাগ ৫স্ক-১৫। অদিতির গর্ভজাত কশ্যপ তনয় ত্বষ্টা, দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। বিশ্বরূপ তাঁহাদের পুত্র। ভাগ-৬স্ক ৬। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই সংগ্রামে ত্বষ্টার সহিত শম্বর অসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮স্ক-১০। (৭) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অজৈকপাদ, ত্বষ্টা, অহিব্রধ্ন ও রুদ্র নামে চারি পুত্র ছিল। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৮) মনুবংশীয় নরপতি মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ, বিরাজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১৫। স্বায়ম্ভুবমনু বংশীয় শৌবনের তনয় ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজ, বিরজের পুত্র রজ। বিষ্ণু-২য়-১। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের তনয় বিরূপ এবং বিরূপের তনয় সুতপা। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-৫৩। দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ত্বষ্টা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয়গণ চক্র ও অনুচক্রকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (৯) শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয়। অমর্ক দেখ। ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুসার সন্তানগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য ব্রহ্মা, বৃত্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯। দেবাসুর যুদ্ধে ত্বষ্টা ময়দানব হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩৬, ২৩৭।

ত্বষ্টাধর—অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যের অন্যতম পুত্র ত্বষ্টাধর। তিনি সূর্য্যসম তেজস্বী ছিলেন। মহাভা আদি-৬৫।

ত্বষ্টীশ্বর—কাশীতে ত্বষ্টীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, সুবর্ণের সহিত ভূমি দানের ফল লাভ হয় এবং সর্ব্ব সিদ্ধি-লাভ হয়। স্কন্দ কাশী-উত্ত ৯৭।

ত্বাষ্ট্রী—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম সবিতা। সবিতার স্ত্রী ত্বাষ্ট্রী অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। মহাভা-আদি ৬৬। সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া হইতে তপতী ও ত্বাষ্ট্রী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম সৃষ্টি-৮।

ত্বষা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দ্বিধা হইতে কোটি কোটি যক্ষ ও রাক্ষস উৎপন্ন হয়। লি ৬৩। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। অপচিতি দেখ।

ত্বিষিমন্তগণ— অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবা; কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, গ্রাবাজিন, যুক্ত, নির্হয়ু, সাধন, বিশ্বদেবাশ্ব, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মুনিক, বিদেহগ, শ্রুতিশৃণ ও বৃহচ্ছুক্র ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্বিষিমন্তগণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বায়ু-৩১।

ত্বিষিমান্—গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাশ্ব, বিভু, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মুনিক, বিদেহক, শ্রুতিশৃণ ও বৃহৎশুক্র এই দ্বাদশ দেবতা ত্বিষিমান নামে খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

ত্যাজ্য— মহর্ষি ভৃগুর পত্নী দিব্যার গর্ভজাত দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

ত্রয়ী—সবিতার পত্নী পৃশ্নী হইতে ত্রয়ী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। অগ্নিহোত্র দেখ।

ত্রয্যারুণ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। হরি হরি-১২ ; কূর্ম্ম-পূ-২১। (২) সুধন্বার তনয় ত্রয্যারুণ; ত্রয্যারুণের তনয় সত্যব্রত (অন্য নাম ত্রিশঙ্কু) সত্যব্রতের পত্নী সত্যব্রতা হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ ৩; লি-৬৬। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে মহর্ষি ত্রয্যারুণ বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (৪) পুরুবংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। অমিতৌজা দেখ।

ত্রয্যারুণি—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা তিনজনই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) মহর্ষি কশ্যপ, ত্রয্যারুণি, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীত, এই ছয় জন ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৭। (৩) বরাহকল্পের পঞ্চদশ দ্বাপরে ত্রয্যারুণি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব বেদশিরা নামে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেদশির নামে তাঁহার এক পুত্রও উৎপন্ন হয়। লি-২৪। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে ত্রয্যারুণি ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১।

ত্ররুণি--অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্ররুণি। কল্কি-৩য়-৪। অভয়দ দেখ।

ত্রসদশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অনরণ্যের পুত্র ত্রসদশ্ব, ত্রসদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, গর্ভে হর্য্যশ্ব হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

ত্রসদস্যু—(১) গিরিক্ষিত গোত্রজাত মহর্ষি পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু একবার

অসুরগণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।১৩২।১। (২) ত্রসদস্যু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১। একবার তিনি মহর্ষি সম্বরণকে দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।৮। ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষি ও কুরুশ্রবণ। ঋগ-৮।২২। ৭; ১০।৩৩।৪ (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যুর পত্নী নর্ম্মদা হইতে সম্ভূত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২; কূর্ম্ম-পূ-২০; বিষ্ণু-৪র্থ৩। (৪) ত্রসদস্যুর মাতার নামও নর্ম্মদা ছিল। হরি-হরি-১৮। ত্রসদস্যুর তনয়ের নাম অনরণ্য। ভাগ-৯স্ক-৭। ত্রসদস্যুর তনয় সম্ভূতি, সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। লি-৬৫। (৫) একজন মন্ত্র প্রণেতা ঋষি। ব্রহ্মা-৬৫। অমৃত দেখ।

ত্রস্নু—রন্তিনারের স্ত্রী সরস্বতী, ত্রস্নু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। বায়ু-৯৯।

ত্রিকদ্রু—মহর্ষি ত্রিকদ্রুকে দেবগণ জ্ঞান সাধন যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৯২।২১।

ত্রিকলা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মিলিত দৃষ্টি হইতে যে কন্যার উৎপত্তি হয়, তাঁহার নাম ত্রিকলা। এই ত্রিকলা আবার তাঁহাদের আদেশে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রমূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। বরা-৯০। অমৃতা দেখ।

ত্রিজট—(১) গর্গ গোত্রীয় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি রামের বনগমনকালে অনেক গাভী লাভ করিয়াছিলেন। রামা-অযো-৩২। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিজটা—রাক্ষসী বিশেষ। রাবণ ইহাকে অশোক বনে আবদ্ধা সীতার পরিচর্য্যায় অন্যান্য রাক্ষসীগণের সহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে অতি দুর্লক্ষণ যুক্ত স্বপ্ন দর্শনে অতি মাত্র ভীতা হইয়া সকল রাক্ষসকেই সীতার প্রতি দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে বলে এবং সকলে তখন সীতার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নে ত্রিজটা দেখিতে পায় যে, লঙ্কার প্রায় সকল রাক্ষসই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতার সহিত রামের মিলন হইয়াছে। সুগ্রীব লঙ্কার রাজা হইয়াছেন। রামা-সুন্দরা-২৭।

ত্রিজটী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন। ত্রিজটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ ১৭৯।

ত্রিজগন্মাতা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের

অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিজাত—সাংকৃত্য ঋষির বংশে নিমি নামে এক দ্বিজ ছিলেন। নিমির পুত্র ত্রিজাত, তিনি ত্রিজাতেশ্বর নামে এক মহাদেব স্থাপন করেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫।

ত্রিজাতেশ্বর—ত্রিজাত দেখ।

ত্রিত—(১) আপ্তের তনয় ত্রিত, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সকল অপহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮। ৮। (২) বিভূবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্ট-রূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ ১০। ৪৬।৩। (৩) আপ্ত্য ঋষিদের একটী প্রাচীন দেবতার নাম ছিল ত্রৈতন। তিনি ত্রিত নামেও খ্যাত ছিলেন। দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ত্রিত জল পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পতিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কূপের আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিত তাহা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫২।৫। (৪) একবার অসুরেরা দীর্ঘতমা ঋষিকে নিম্ন মুখে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ত্রৈতন সেই সময়ে আততায়ী অসুরকে সংহার করেন। ঋগ-১।১৫৮।১। (৫) ত্রিত ঋষির নামানুসারে ত্রিততীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। মহর্ষি ত্রিত, দ্বিত, একত, উযঙ্গু প্রভৃতি ঋষিরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (৬) মহর্ষি ত্রিত বরুণের পুরোহিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

ত্রিদশবর্দ্ধক—বিশ্বকর্ম্মার অন্য নাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

ত্রিদশেশ্বর—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-রেবা ৬২।

ত্রিদেব—ভরত বংশীয় সাঙ্কৃতির অন্যতম তনয় ত্রিদেব। বায়ু-৯৯।

ত্রিধন্বা—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুধন্বার তনয় ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার তনয় ত্র্য্যারুণ। হরি-হরি-১২; কূর্ম্ম-পূ ২১। (২) মনুবংশীয় নরপতি বসুনন্দ হইতে শিবচিন্তা পরায়ণ ত্রিধন্বা জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিধন্বা ব্রহ্মানন্দ তণ্ডীর আদেশে শিবের সহস্র নাম জপ করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হন। ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্য্যারুণ, এবং ত্র্য্যারুণের তনয় সত্যব্রত (অন্য নাম ত্রিশঙ্কু)। লি-৬৫, ৬৬। (৩) মান্ধাতার বংশীয় নরপতি সুমনার পুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্য্যারুণ। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

ত্রিধামা—(১) যুগে যুগে অনেক ব্যাস

ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিধামা বেদ-বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭; বিষ্ণু-৩য়-৩। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরের দশম দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫১।

ত্রিনেত্র—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিনেত্রা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপদা—দেবাসুর সমরে: মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত ৭২।

ত্রিপাৎ— বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ নামক এক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন এবং বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই চারিজন মুনির তনয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিপাদ—(১) দৈত্যপতি ত্রিপাদ এক কোটী দানব সৈন্য পরিবৃত হইয়া, দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত শক্তি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিপিষ্টপেশ্বর— কাশীস্থিত একটী মহাদেব। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১।

ত্রিপুর—(১) একবার শিব, "আমি জগতে সংহারকর্ত্তা" এই মনে করিয়া অহঙ্কারের সহিত ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও শঙ্কর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। বরং ত্রিপুর রথসহ শঙ্করকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া ও শূল প্রদান করিয়া ত্রিপুরকে বিনাশ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩৬। (২) মহাদেব বিঘ্ন বিনাশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিপুরাসুরকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। বরা-১৩৬। ত্রিপুরাসুরের বিনাশ কালে মহাদেব বালক, বৃদ্ধ, রমণী সকলকেই বিনাশ করিয়া পাপ লিপ্ত হন এবং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বরা ১৩৬।

ত্রিপুরঘ্ন—মহাদেবের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

ত্রিপুরতাপিনী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর রীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি

মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপুরভৈরবী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিপুরসুন্দরী— পার্ব্বতীর অন্য নাম শতাক্ষী। দুর্গম নামক অসুরের সহিত দেবী শতাক্ষীর যুদ্ধ কালে, তাঁহার শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

ত্রিপুরা—দেবাসুর সমরে মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। দেবীভাগ-৭স্ক-২৮।

ত্রিপুরান্তক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সিংহলে ত্রিপুরান্তক, সিংহনাথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ত্রিপুরারি— মহাদেবের অন্য নাম। ভাগ-২স্ক-৭।

ত্রিপুরাসুর— মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে তিনি বালক, বৃদ্ধ, রমণী সকলকেই বিনাশ করিয়া পাপ লিপ্ত হন। অবশেষে বিষ্ণুর অনুগ্রহে পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। বরা-১৩৬। মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে একটী মাত্র শর দ্বারা দাহ করিয়াছিলেন।

ত্রিপূর্ব্ব—রাক্ষসপতি ত্রিপূর্ব্ব পৃথিবীতে শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ত্রিবক্ত্রা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবক্রা—অন্য নাম কুব্জা। ভাগ-১০স্ক-১২। কুব্জা দেখ।

ত্রিবন—যযাতি বংশীয় রন্তিনারের পত্নী মনস্বিনী হইতে অমূর্ত্তরয়া ও ত্রিবন নামে দুই পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরী মান্ধাতার জননী। মৎ-৪৯।

ত্রিবন্ধন—মনুবংশীয় নরপতি প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধনের পুত্রের নাম সত্যব্রত। তাঁহার অন্য নাম ত্রিশঙ্কু ছিল। এই ত্রিশঙ্কু-সত্যব্রতের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র। ভাগ-৯স্ক-৭।

ত্রিবর্গফলদায়িনী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবর্গা—দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি দেব-সেনাপতি কুমারকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রিবার—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বলবান বহু বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে ত্রিবার অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

ত্রিবিক্রম—(১) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-সুন্দরা-২১। (২) ধুন্ধু অসুর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মভবন অধিকার করিতে মনস্থ করেন। বিষ্ণু সেই জন্য বিরাট ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। বাম-৭৮; গতিভাস দেখ।

ত্রিবিষ্টপ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ভদ্রকালী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ত্রিবিষ্টপকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম-৫৭।

ত্রিবৃৎ—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে, ত্রিবৃৎ ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হন। লম্ব, লম্বকেশক, লম্বাক্ষ ও লম্বোদর নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

ত্রিবৃত্ত—যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে ত্রিবৃত্ত বেদ বিভাজক, পুরাণ প্রকাশক ও জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লিঙ্গ-২৩।

ত্রিবৃষা—বৈবস্বত মন্বন্তরের একাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ত্রিবৃষা বেদ বিভাগ করিয়া, বেদব্যাস নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৩।

ত্রিবৃষ্ণ—রাজা ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্ররুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১।

ত্রিব্রত—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে ত্রিব্রত নামা মুনি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গঙ্গা দ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর-যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪।

ত্রিভানু—যযাতি বংশীয় ভানুমানের তনয় ত্রিভানু, ত্রিভানুর তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় মরুত্ত। ভাগ-৯স্ক-২৩।

ত্রিভুবনকেশব— কাশীস্থিত ত্রিভুবন-কেশব মহাদেবের পূজা করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ত্রিমুখ—কাশীধামে ত্রিমুখ নামে এক গণপতি আছেন। তাঁহার একটী মুখ বানর মুখের ন্যায়, একটী মুখ সিংহ মুখের ন্যায় ও অন্যটী হস্তী মুখের ন্যায়। তিনি সতত কাশীর ভয় নিবারণ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

ত্রিমূর্ত্তি—বশিষ্ঠের ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে কপিঞ্জলের জন্ম হয়। এই

কপিঞ্জলেরই অন্য নাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্র-প্রমিতি। লি-৬৩।

ত্রিমূর্দ্ধা—অসুরগণ আয়সপাত্রে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তখন বৎস হইয়াছিলেন প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন। দোগ্ধা, ত্রিমূর্দ্ধা এবং দোহন বস্তু মায়া। উক্ত ত্রিমূর্দ্ধা হইতেই মায়া বিস্তার হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ত্রিয়ম্বক—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাচলে ত্রিয়ম্বক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

ত্রিলোকপাবন—মহর্ষি ত্রিলোকপাবন পূর্ব্বদিকে অবস্থান করেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

ত্রিলোকেশ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

ত্রিলোচন—মহাদেবের অন্য নাম। রামা-লঙ্কা-১১৯।

ত্রিলোচনা—পার্ব্বতীর অন্য নাম। পার্ব্বতী দেখ।

ত্রিশঙ্কু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্রিশঙ্কু যজ্ঞ সাধন করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, পুরোহিত বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ "ইহা অসম্ভব" বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ-পুত্রদের নিকট গমন করেন। তাঁহারাও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অন্য পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বলিলে, বশিষ্ঠ তনয়েরা তাঁহাকে "চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিশাপ দেন। তাঁহাদের শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, আত্মীয়, জ্ঞাতি, অমাত্য ও পৌর সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বিশ্বামিত্র সমীপে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া স্বীয় পুত্র দ্বারা সকল ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নামক ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—যে যজ্ঞের পুরোহিত ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞকর্ত্তা চণ্ডাল, সেই যজ্ঞে দেবগণ কি করিয়া আগমন করিবেন? ফলেও তাহাই হইল, দেবগণ সেই যজ্ঞে আসিলেন না। এই জন্য বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, এই শাপ দিলেন যে, "তাঁহারা ভস্মীভূত হইবে, সাতশত জন্ম শব-ভোজনে কাল কাটাইতে হইবে।" এদিকে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। স্বর্গের দেবগণ ও ইন্দ্র তাঁহাকে তথায় স্থান দিলেন না। ত্রিশঙ্কু স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন! বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। দেবগণ ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট

আগমন করিয়া, এই মীমাংসা করিলেন যে, ত্রিশঙ্কু শূন্যেই অবস্থান করিবেন এবং বিশ্বামিত্র আর স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন না। রামা-আদি-৫৭, ৬০। (২) পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব। রামা-আদি-৭০। (৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। এই সত্যব্রতের অন্য নাম ছিল ত্রিশঙ্কু। তিনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বিবাহের মন্ত্র সকলের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি বাল-সুলভ চপলতাবশতঃ পরের পরিণীতা বনিতাকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন। আর কামবশতঃ কোনও পুরবাসীজনের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ এই তিন অধর্ম্ম শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র সত্যব্রতকে চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে শাপ প্রদান করেন। এই জন্য তিনি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। বশিষ্ঠ তাহা জানিয়াও বারণ করেন নাই। শাপ প্রভাবে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতা ত্রয্যারুণ তপস্যার্থ বনে গমন করিয়া, দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্রদেব দ্বাদশ বৎসর বারি বর্ষণ করেন নাই। সেই সময়ের পূর্ব্বেই বিশ্বামিত্র স্বীয় রাজ্য পত্নীগণকে অর্পণ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্রের স্ত্রী, স্বীয় গর্ভজাত মধ্যম পুত্রের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট সন্তানদের ভরণ পোষণার্থ গো শতের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহাকে মোচন করিয়া প্রতিপালন করেন। বনচর মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকে হনন করিয়া তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। ত্রিশঙ্কু বিবিধ প্রকারে বিশ্বামিত্র পরিবারের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পিতার অভিপ্রায় অনুসারে ত্রিশঙ্কু দ্বাদশ বৎসর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পাপক্ষালন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একদা ত্রিশঙ্কু মাংস না থাকায় বশিষ্ঠের এক গাভীকে হনন করিয়া স্বয়ং কতক মাংস ভোজন করেন এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগকে অবশিষ্ট মাংস ভোজন করান। বিশ্বামিত্র তপস্যান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, ত্রিশঙ্কু কর্ত্তৃক পরিবার পোষণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং বর দিতে উদ্যত হন। ত্রিশঙ্কু স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার বর প্রার্থনা করেন। বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেকয়বংশীয়া সত্যরথা নাম্নী ত্রিশঙ্কুর ভার্য্যা হইতে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিত। হরি-হরি-১২, ১৩। (৪) মহর্ষি ত্রিশঙ্কু ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তৈত্তি। (৫) জনৈক রাজা। তাঁহার শ্রীমতী নাম্নী কন্যাকে নারায়ণ

বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৫। অমৃতা দেখ।

ত্রিশিখ—চতুর্থ মন্বন্তরে তামসমনুর সময়ে ত্রিশিখ ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১।

ত্রিশিরা—(১)তিনি জনস্থানে নিহত ত্রিশিরা নহেন, অন্যতম রাক্ষসবীর। রাবণের সঙ্গে লঙ্কা সমরে গমন করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৫৯। তিনি রাবণের পুত্র। লঙ্কা সমরে হনুমান হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা কন্যা রাকার গর্ভে ত্রিশিরা দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পূ-১৯। (৩) মহর্ষি ত্রিশিরা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নি ও ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০,৮।১। (৪) ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহর্ষি আপ্তের পুত্র ত্রিত, সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮।৮। (৫) মাল্যবান্ রাক্ষসের কনিষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির অন্যতমা স্ত্রী বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩। (৬) পূর্ব্বকালে দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপা ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ত্রিশিরা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ত্রিশিরা এক বদনে বেদাধ্যয়ন, দ্বিতীয় বদনে সুরাপান ও তৃতীয় বদনে সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত ছিলেন। এই ত্রিশিরা ইন্দ্রপদ লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ইন্দ্র কতিপয় অপ্সরা পাঠাইয়া, তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। পরে স্বয়ং বজ্রদ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন এবং এক সূত্রধর কুঠার দ্বারা তাঁহার মস্তকত্রয় ছেদন করেন। ত্রিশিরা যে মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন তাহা হইতে কপিঞ্জল, যেমুখ দ্বারা সুরাপান করিতেন, তাহা হইতে কলবিঙ্ক এবং যে মুখে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত ছিলেন, তাহা হইতে তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হইল। এদিকে নিরাপরাধ পুত্রের বিনাশে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ত্বষ্টা, অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বৃত্র নামক এক পুত্রের উৎপাদন করেন। মহাভা-উদ্-৮, ১৮। (৭) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে, দৈত্য ত্রিশিরার সহিত বরুণদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯।

ত্রিশীর্ষ—(১) ত্রিশীর্ষ নামে এক ঋষি ছিলেন। বরা-১৭০। (২) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫। (৩) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রিশূলপাণি— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ত্রিশৃঙ্গ— দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি মহিষরূপী মহাদেবের শৃঙ্গাঘাতে যমালয়ে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২

ত্রিশোক— মহর্ষি কণ্বের তনয় ত্রিশোক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।১১২।১। তিনি একবার অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত গো উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৪৬।২১, ২৪।

ত্রিশোকা— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃগণের সৃষ্টি করেন, ত্রিশোকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ত্রিসন্ধ্যা— সাবিত্রীদেবী কুজাম্রক তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

ত্রিসন্ধ্যেশ্বর— কাশীতে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহাদেব আছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যেশ্বর মহাদেবকে সন্দর্শন করেন, তিন বেদপাঠে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্যের অধিকারী হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ত্রিসানু— যযাতিবংশীয় বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রিসানু, ত্রিসানুর তনয় করন্ধম। বায়ু-৯৯।

ত্রিসারি— যযাতিবংশীয় গোভানুর তনয় ত্রিসারি, ত্রিসারির তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় ভরত। মৎ-৪৮।

ত্রিহস্ত— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ত্রীপূর্ব্ব— ত্রীপূর্ব্ব নামে রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭।

ত্রুটী— দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল কল্যাণদায়িনী মাতৃগণ, দেবসেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ত্রুটী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ত্রেতাগ্নি—রাজা পুরূরবা যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অপ্সরা ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বসীকে গন্ধর্ব্বলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৭৫।

ত্রৈতন—অন্য নাম ত্রিত। ত্রিত দেখ।

ত্রৈধন্ব— মান্ধাতার বংশে নরপতি হর্য্যশ্বের জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী দৃষদ্বতী হইতে রাজা বসুমত জন্মগ্রহণ করেন। বসুমতের তনয় ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বা হইতে ত্রৈধন্ব, ত্রৈধন্ব হইতে ত্রয্যারুণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৮।

ত্রৈপুরি—ত্রিপুরাসুরের তনয় ত্রৈপুরি, স্বীয় পিতার নিধনের পর সমরে অবতীর্ণ হন। তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে গণপতি হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪।

ত্রৈবলী—প্রাচীন কালে ত্রৈবলী নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

ত্রৈলোক্য বিজয়া— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

ত্রৈলোক্যমোহিনী—বিষ্ণুর দেহসম্ভূতা কল্যাণদায়িনী অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯

ত্রৈলোক্যসুন্দরী— দেবাসুর সমরে, মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা যে সকল মহাশক্তি, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭২।

ত্রৈশানি—যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসু, তুর্ব্বসুর অন্যতম তনয় বর্গ, (বিষ্ণু—বহ্নি) বর্গের তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈশানি, ত্রৈশানির পুত্র করন্ধম। অগ্নি-২৭৭।

ত্রৈশাম্ব—যদুবংশীয় গোভানুর তনয় ত্রৈশাম্ব, ত্রৈশাম্বের তনয় করন্ধম, করন্ধমের তনয় মরুত্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬।

ত্রৈশৃঙ্গায়ন—মহর্ষি ত্রৈশৃঙ্গায়ন একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

ত্রৈসানু—যযাতি বংশীয় তুর্ব্বসুর তনয় বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু, গোভানুর তনয় ত্রৈসানু, ত্রৈসানুর পুত্র করন্ধম। হরি-হরি-৩২। ত্রৈশানি দেখ।

ত্র্যক্ষ—নরপতি অববোধের অন্যতম তনয়। বরা-৫২।

ত্র্যক্ষ্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

ত্র্যম্বক—(১) মহাদেবের অন্য নাম। বরা-২১। ইঁহার সহিত অন্ধক নামক অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৪৩। (২) হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। বৈবস্বত মনুর সময়ে ইঁহারাই অষ্ট বসু ও দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইহাদিগকে দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। অজৈকপাদ দেখ। বিষ্ণু-১ম-১৫; মহাভা-অনুশা-১৫০।

ত্র্য্যারুণী—ভরত বংশীয় নরপতি উপক্ষয়ের স্ত্রী বিশাখা হইতে ত্র্য্যারুণী, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। কপি হইতে যে ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

ত্র্যরুণ—রাজা ত্রিবৃষ্ণের তনয় ত্র্যরুণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৭।১।

ত্র্যরুণী—যযাতি বংশীয় মনস্যুর তনয় অভয়দ, অভয়দের তনয় উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের তনয় ত্র্যরুণি, ত্র্যরুণির তনয় পুষ্করারুণি। কল্কি-৩য়-৪।

ত্র্যষণ—ভরত বংশীয় উরুক্ষয়ের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যষণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯।

দ

দংশ—সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিলেন। তিনি মহর্ষি ভৃগুর পত্নীকে হরণ করিয়া তৎকর্তৃক শাপগ্রস্ত হন। তৎপরে ভৃগুবংশীয় পরশুরাম তাঁহাকে শাপ মুক্ত করেন। মহাভা-শান্তি-৩।

দংষ্ট্রালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দক্ষ—(১) মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ষাট কন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা নাম্নী আট জনকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই তেত্রিশ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। দিতি হইতে দৈত্যগণ, দনু হইতে অশ্বগ্রীব, এবং কালকা হইতে নরক ও কালকা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। ক্রোধবশা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা ও কদ্রু নাম্নী দশ কন্যা জন্মে। মনু নাম্নী পত্নী হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অনলা বৃক্ষ সকলকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (২) দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষের স্ত্রী পঞ্চাশটী কন্যাকে প্রসব করেন। দক্ষের পুত্র ছিল না বলিয়া ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে তিনি পুত্রিকা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কন্যার মধ্যে দক্ষ, ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী ও চন্দ্রকে সাতাশটী প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) অদিতি দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই ত্রয়োদশ দক্ষদুহিতা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে অদিতি হইতে দ্বাদশ 'আদিত্য জন্মে। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে একজন দক্ষ ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত ছিলেন। এই প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া সোমের কন্যা মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচেতস দক্ষ প্রথমত মানসজাত সমুদয় সৃজন করেন। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশুপক্ষী ও সরীসৃপগণকে মনে মনেই সৃজন করিয়াছিলেন। এই মানস প্রজাগণ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত না

হওয়ায় দক্ষ, অবশেষে বীরণ প্রজাপতির কন্যা সুতপস্যাসমন্বিতা মহতী লোক-ধা. িণী অসিক্লীকে বিবাহ করেন। এই অসিক্লী হইতে প্রথমে দক্ষের পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। হর্য্যশ্ব প্রভৃতি দক্ষের এই পঞ্চ সহস্র পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র নারদের উপদেশে চতুর্দ্দিকে অনন্যনিরপেক্ষ হইয়া আত্ম দর্শনার্থ প্রয়ান করিলেন। তাঁহারা আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। সমাধি বলে কৈবল্য লাভ করিলেন। তাঁহারা অনুদ্দিষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার দক্ষ অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা ও নারদের পরামর্শে ভ্রাতাদের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ইহাতে দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দিলেন যে—"তুমি গর্ভবাস যন্ত্রনা অনুভব কর" পরে দক্ষ অসিক্লীতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, মুনি ও স্বসা এই ত্রয়োদশটী কশ্যপের পত্নী। রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটী চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষ অরিষ্টনেমীকে চারিটী, অঙ্গিরাকে দুইটী, কৃশাশ্বকে দুইটী ও বহুপুত্রকে দুইটী কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হরি হরি-৩, ৪। (৫) হরিবংশের অন্যত্র আছে, কশ্যপ দক্ষের দ্বাদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি ষোড়শটী কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের, স্বাহা অগ্নির, স্বধা পিতৃগণের ও সতী মহাদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১।

(৬) দক্ষ প্রথমে দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি ও খেচর, ভূচর, জলচর প্রজা সকলকে মনদ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক বিন্দগিরির সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া, সুদুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্লীকে বিবাহ করিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি অসিক্লীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার গর্ভে প্রথমে হর্য্যশ্ব নামক অযুত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। নারদের উপদেশে তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। দক্ষ পরে আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব (শবলাশ্ব) নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারাও ভ্রাতাদের ন্যায় নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। পরে দক্ষ অসিক্লীতে আবার ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ভানু,

লম্বা, ককুদ, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা ও সঙ্কল্পা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী, তেরটী মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, সাতাশটী চন্দ্রের পত্নী, অবশিষ্ট দশটীর মধ্যে স্বরূপা ও অপর একটী ভূতের পত্নী, স্বধা ও সতীকে অঙ্গিরা বিবাহ করেন, অর্চ্চি ও ধীষণাকে কৃশাশ্ব এবং বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনীকে তার্ক্ষ বিবাহ করেন। এইরূপে দক্ষবংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ভাগ-৬স্ক-৪, ৫।

(৭) যযাতিবংশীয় উশীনরের শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) ব্রহ্মা যোগবিদ্যা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। তন্মধ্যে দক্ষ, মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। দক্ষের শাপে নারদ ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। লি-৬৩। (৯) প্রজাপতি দক্ষ স্বায়ম্ভুব-মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বসু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে খ্যাতিকে ভৃগু, সতীকে ভব, সম্ভূতিকে মরীচি, স্মৃতিকে অঙ্গিরা, প্রীতিকে পুলস্ত্য, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নীতিকে ক্রতু, অনসূয়াকে অত্রি, ঊর্জ্জাকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহ্নি এবং স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। ইড়া দেখ। (১০) পূর্ব্বকালে কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয় স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমী এবং কশ্যপ প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টি (ষাট) কন্যার মধ্যে অদিতি প্রভৃতি আটটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন।

(১১) দক্ষপ্রজাপতি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন তাঁহার গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি, স্বধা, স্বাহা ও সতী নাম্নী ষোড়শ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সতী শিবের পত্নী ছিলেন। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় দক্ষ উপস্থিত হইলে, সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব আসন পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে দক্ষ কুপিত হইয়া "দেবতাদিগের যজন সময়ে এই দেবাধম ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞ ভাগ না পায়" এই বলিয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে শিবানুচর নন্দীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ ও তৎ মতাবলম্বী-দিগকে শাপ প্রদান করিলে, ভৃগুমুনিও আবার তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। শিব এই প্রকার পরস্পর শাপ প্রদানে বিরক্ত হইয়া, সেই স্থান

পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দক্ষ, রুদ্রসহ ব্রহ্মিষ্ঠদিগকে তিরস্কার করিয়া বৃহস্পতিসব নামে এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দক্ষের সমুদয় কন্যারাই জামাতৃগণ সহ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শিবের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, এমনকি স্বীয় কন্যাকে পর্য্যন্ত এই যজ্ঞের সংবাদও প্রেরণ করেন নাই। এদিকে সতী লোকমুখে এই বিষয় অবগত হইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে উৎসুক হইলেন। শিব প্রথমত তাঁহাকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করেন নাই। পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে গমনে সম্মতি প্রদান করেন। সতী, মদ প্রভৃতি রক্ষিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, বৃষবেন্দ্রে আরোহণ করিয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইলে, দক্ষ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় পিতা দক্ষকে শিব বিদ্বেষের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শিবানুচরেরা যজ্ঞস্থলে দক্ষের লোকদিগকে আক্রমণ করিলে, ভৃগুমুনির আহুতি হইতে উৎপন্ন, ঋভু নামক দেবগণ শিবানুচরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। তাহা শ্রবণে মহাদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া, স্বীয় মস্তক হইতে একটী জটা ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র নামক এক বীর প্রাদুর্ভূত হইল। বীরভদ্র শিবের আদেশে স্বীয় অনুচরগণ সহ দক্ষযজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞস্থালী ও লোকমর্দ্দন পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মস্তক ছেদন করেন। মণিমান ভৃগুকে বন্ধন করেন। চণ্ডেশ সূর্য্যদেবকে, নন্দীশ্বর ভবদেবকে শাস্তি প্রদান করেন। বীরভদ্র ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটন, ভগের চক্ষু উৎপাটন ও বলভদ্র পূষার দশন ভগ্ন করিয়া দেন। এই প্রকারে তাঁহারা দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিয়া সবিশেষ নিবেদন করিলেন, তিনি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ভবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ সংবরণার্থ প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। তদনন্তর দক্ষের মস্তকে একটী ছাগমুণ্ড, ভৃগুর শশ্রু ছাগশ্মশ্রু হইল। পূষার দন্ত পুনঃ সংযোজিত ও ভগ পুনরায় চক্ষু লাভ করিলেন। ভাগ-৯স্ক-১০। (১২) প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া প্রম্লোচার কন্যা রূপবতী মারিষাকে বিবাহ করেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য, দক্ষ মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১০। (১৩) অদিতির অন্যতম পুত্র দক্ষ। ঋগ-২।২৭।১। অংশ দেখ। দক্ষের কন্যা ইলা। ঋগ-৩।২৭।১০।

(১৪) প্রথমে ব্রহ্মা রুদ্রাদি তপোধনকে, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমারকে তদনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদকে সৃজন করেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও নারদকে মুক্তিপথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বরা-২। (১৫) ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত একদা দক্ষ, যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পৌরহিত্যে বৃত হন। ইতিমধ্যে রুদ্রদেব তপস্যার্থ জল-নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া, পৃথিবীকে নানাবিধ শোভন বৃক্ষে, বহুবিধ প্রাণী ও মনুষ্যাদিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নারায়ণ কর্ত্তৃক রুদ্র সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই কার্য্যে অন্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভূত-প্রেতাদি সহ যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ দক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিষ্ণু দেবগণের রক্ষার্থ রুদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা হরি ও হরকে এই যুদ্ধ হইতে বিরত করেন। পরে দেবগণ স্তব দ্বারা রুদ্রকে সন্তুষ্ট করিলে, রুদ্র দক্ষকে যজ্ঞ সম্পাদনে অনুমতি দেন। এদিকে ব্রহ্মা গৌরীকে পুত্রী করণার্থ দক্ষকে প্রদান করেন। দক্ষ গৌরীকে রুদ্র হস্তে প্রদান করেন। গৌরী পিতার যজ্ঞ ও পুরী বিনষ্ট হওয়ায় অতি দুঃখিত হইয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করেন। পরে স্বীয় শরীরাগ্নি দ্বারা স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়া, হিমালয় গৃহে উমা নামে জন্মগ্রহণ করেন। বরা-২১, ২২। (১৬) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতি নাম্নী কন্যা হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হন। সূর্য্যের অপর নাম বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (১৭) কূর্ম্ম পুরাণে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশের গল্পটী একটু পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। কূর্ম্ম-১৩—১৫। মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পৌলোমা দিব্যা হইতে অব্যয়, দক্ষ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ। (১৮) আঙ্গিরস দেবগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-১৯৫। আত্মা দেখ। (১৯) বিশ্বদেবগণের অন্যতম দক্ষ। মৎ-২০৩। বিশ্বদেবগণ দেখ। (২০) বৈরাজ মনুর কন্যা প্রসূতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রসূতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি নাম্নী ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী মহাদেবকে, খ্যাতি

ভৃগুকে, সম্ভূতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনুসূয়া অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে, ও স্বধা পিতৃগণকে বিবাহ করেন। বায়ু ১০।

দক্ষসাবর্ণি— বরুণ হইতে উৎপন্ন নবম মনু দক্ষসাবর্ণির ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি নামেও খ্যাত। ইহার সময়ে পুলহ-নন্দন হবিষ্মান্, ভার্গব সুকৃতি, অত্রি-নন্দন আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠপুত্র অষ্টম, পুলস্ত্যতনয় প্রমতি, কশ্যপপুত্র নাভাগ ও অঙ্গিরার পুত্র নভসসত্য, এই সাত ঋষি ছিলেন। মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, রীর্য্যবান্, শতানিক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা, এই দশজন দক্ষসাবর্ণির পুত্র। হরি-হরি-৭। দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম দেবতা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা আছেন। সেই সময়ে অদ্ভুত নামে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। সবল, দ্যুতিমান্, ভব্য, বসুমেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য সপ্তর্ষি ছিলেন। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি দক্ষসাবর্ণির পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

দক্ষসাবর্ণিমনু—তিনি দ্বিতীয় মেরুসাবর্ণি। তাঁহার সময়ে পুলহ তনয় হবিষ্মান্, ভার্গব সুকৃতি, অত্রিতনয় আপোমূর্ত্তি বশিষ্ঠনন্দন অষ্টম, পুলস্ত্যতনয় প্রমতি, কশ্যপতনয় নাভাগ, অঙ্গিরাতনয় নভস এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। মনুসুত, উত্তমৌজা, কুনিষঞ্জ, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চা এই দশ জন দক্ষসাবর্ণিমনুর পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-৭।

দক্ষা— দক্ষের কন্যা ও দ্বাদশ আদিত্যের একজনের স্ত্রী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দ্বাদশ দক্ষকন্যা দেখ।

দক্ষিণ— অগ্নির অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪০। অগ্নি দেখ। দেবীভা-৯স্ক-৪৩; স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

দক্ষিণা— মহর্ষি রুচির পুত্র সুযজ্ঞের ভার্য্যা, দক্ষিণা হইতে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার সুযম জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩। মহর্ষি রুচির ঔরসে ও তাঁহার ভার্য্যা আকূতির গর্ভে, যজ্ঞমূর্ত্তি নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণা স্বীয় অগ্রজ যজ্ঞমূর্ত্তিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের অপত্য, তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, স্বাহ, সুদেব, রোচন ও বিভু এই দ্বাদশ জন। ভাগ-৪স্ক-১। তাঁহারা যামদেব নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম পূ-৮। বায়ু-১০।

দক্ষিণাগ্নি— অগ্নি দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত

হইয়া দেবগণকে দক্ষিণাভাগী করেন বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণাগ্নি। বরা-১৮। অগ্নি দেখ।

দক্ষিণামূর্ত্তি— অন্যতমা দেবী। স্কন্দ-নাগ-৫৩।

দক্ষেশ্বর— দক্ষ কর্ত্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ দক্ষেশ্বর নামে খ্যাত। শিবকে অবজ্ঞা করাতে দক্ষ প্রজাপতির যে পাপ হয়, তাহা মোচনের জন্য দক্ষ বহুশত বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন। তাহাতে ভগবান দেবদেব ও উমা সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ প্রদান করেন। সৌর-৭; স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৭, ৮৯।

দণ্ড— নরপতি বিদণ্ডের তনয় দণ্ড দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, তাঁহার পিতার

আদি-১৮৬। (২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, দণ্ড ও অম্বরীষ নামে তিন তনয় ছিল। হরি-হরি-১০। (৩) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও সময়

অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে বিনয়, নয় ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিনজন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২। অখণ্ড দেখ

দণ্ডক— বৈবস্বত মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর শত তনয়ের অন্যতম দণ্ডক। ভাগ-৯স্ক-৬। অম্বরীষ দেখ।

দণ্ডকেতু— নরপতি দণ্ডকেতু কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩

দণ্ডকেরল— দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম তনয় রক্তাক্ষ। রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি দণ্ডকেরল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯।

দণ্ডগৌরী— অপ্সরা দণ্ডগৌরী ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিত। মহাভা-বন-৪৩।

দণ্ডধার— (১) মগধপতি দণ্ডধার কুরু-ক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-২৩। পরে অর্জ্জুনের শরে, তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৯। (২) পাঞ্চালবংশীয় দণ্ডধার কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের চক্র রক্ষক ছিলেন। কর্ণ শরে তিনি নিহত হন।

দণ্ডধারী— দণ্ডধারী নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭

দণ্ডনায়ক— পিঙ্গল ও দণ্ডনায়ক সূর্য্যের অনুচর। তাঁহারা সূর্য্যের আদেশে তাঁহার তনয় রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণে বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃত-কার্য্য হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

দণ্ডপাণি— (১) পাণ্ডববংশীয় মহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণির তনয় নিমি, নিমির তনয় ক্ষেমক। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি, দণ্ড-

পাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক। মৎ-৫০। (৩) যমের অন্য নাম দণ্ডপাণি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (৪) মেধাবীর তনয় দণ্ডপাণি দণ্ডপাণির তনয় নিরামিত্র, নিরামিত্রের তনয় ক্ষেমক। বায়ু-৯৯। (৫) কাশীতে দণ্ডপাণি নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪১। কাশীতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় দণ্ডপাণি, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতৃ হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শঙ্করের আরাধনা করিয়া এক কৃত্যা প্রাপ্ত হন। সেই কৃত্যাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র তাঁহার উপর নিক্ষেপ করেন। কৃত্যা ভয়ে রাজান্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সুদর্শন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কৃত্যা ও রাজা দণ্ডপাণিকে বধ করিয়া পুরী ভস্মীভূত করে। পদ্ম-উত্ত-২৫১।

দণ্ডবাহু— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দণ্ডবাহু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দণ্ডশর্ম্মা—সাত্বতবংশীয় বিদূরথের পুত্র রাজাধিদেব, এই রাজাধিদেব হইতে দত্ত, দণ্ডশর্ম্মা প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৮। অতিদত্ত দেখ।

দণ্ডশ্রী—মগধের সাতকর্ণী বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র দণ্ডশ্রী। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপশ্চাৎ রাজা পুলোবা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

দণ্ডহস্ত—কাশীতে গজবিনায়কের উত্তরে দণ্ডহস্ত গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দণ্ডহস্তা—কাশীস্থিত একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

দণ্ডাধার—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দণ্ডাধার। তিনি ভীমহস্তে, কুরুক্ষেত্র সমরে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দণ্ডাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধুন্ধুমারের (অন্য নাম কুবলয়াশ্ব) অন্যতম তনয়। কূর্ম্ম-পূ-২০। কুবলয়াশ্ব দেখ।

দণ্ডিকা—অরুণাচলে মুণ্ডী নামে যে মহাদেব আছেন, তাঁহার শক্তির নাম দণ্ডিকা। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২।

দণ্ডিমুণ্ড— মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর— বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দণ্ডিমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। ছাগল, কুণ্ডল, কুম্ভাণ্ড ও প্রবাহক নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

দণ্ডী—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দণ্ডী। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) সূর্য্যের দ্বারপাল। রাবণ সূর্য্যকে পরাভব করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-২৫।

দত্ত—(১) মহর্ষি অত্রির অন্যতম তনয় দত্ত। তিনি দত্তাত্রেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। এই দত্তের বর প্রভাবেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সপ্তদ্বীপ জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৩। (২) সাত্বত বংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা ছিল। হরি হরি-৩৮। (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে, ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ভ, দত্ত, প্রাণ, অত্রি, বৃহস্পতি ও চ্যবন এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অনুসূয়ার গর্ভে, দত্ত (অন্য নাম দত্তাত্রেয়) দুর্ব্বাসা ও সোমদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। দত্ত বিষ্ণুর অংশে, দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশে, সোম ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১।

দত্তশত্রু—সাত্বত বংশীয় নরপতি রাজাধি-দেবের অন্যতম পুত্র দত্তশত্রু। হরি-হরি-৭। অতিদত্ত দেখ।

দত্তাত্মা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে দত্তাত্মা অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

দত্তাত্রি—স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু ৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দত্তাত্রেয়—(১) বিষ্ণু দত্তাত্রেয় অবতারে যজ্ঞ ক্রিয়ার সহিত বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন করেন। তাঁহার সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য অসংকীর্ণীকৃত হয়। মহর্ষি দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বর দেন যে, “হে নৃপ! তোমার যে বাহুদ্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমার বর প্রভাবে সহস্র বাহু হইবে। তুমি সমুদয় বসুধা পালন করিবে এবং শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে।” বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (২) মহর্ষি অত্রির পত্নী অনুসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এবং অলর্ক ও প্রহ্লাদকে আত্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৩) মহর্ষি অত্রি পুত্র কামনা করিয়া, উপাসনা করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি পুত্ররূপে তোমাকে দত্ত হইলাম।” সেই জন্য তাঁহার পুত্র দত্তাত্রেয় নামে খ্যাত হন। ভাগ-২স্ক-৭।

দত্তাত্রেয়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

দত্তামিত্র—সুমিত্র নামে একজন যবনবীর ছিলেন। তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই সুমিত্রের অন্য নাম ছিল দত্তমিত্র। মহাভা-আদি-১৩৯।

দত্তোলী—(১)পুলস্ত্যের ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী প্রীতির গর্ভে দত্তোলী জন্মগ্রহণ করেন তিনি পূর্ব্বজন্মে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১০ (২) অগস্ত্যের অপর নাম। সপ্তর্ষিদের অন্যতম। অগস্ত্য ও সপ্তর্ষি দেখ। বায়ু পুরাণ মতে দত্তোলি। বায়ু-২৮।

দধিকল্পেশ্বর—কাশীস্থিত দধিকল্পেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানবের কল্পান্ত পর্য্যন্ত শিবলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দধিক্রা, দধিক্রাবা—অশ্বরূপী অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৩।২০।১।

দধিপঞ্চমুখ—ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিবার সময়ে, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-১০৬।

দধিবক্ত্র—একজন বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানর সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন। আগ্নি-১০।

দধিবর্ত্ত—কিস্কিন্ধ্যার অধিবাসী একজন বানর দলপতি। সুগ্রীবের আহ্বানে তিনি বহু বানর সৈন্যসহ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। রামা-কিস্কি-৩০।

দধিবামন—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে, বশিষ্ঠ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব দধিবামন নামে অবতীর্ণ হন। কপিল, পঞ্চশিখ, আসুরি ও বাস্কল নামে তাঁহার যোগী ও জ্ঞানী চারি পুত্র ছিল। লি ২৪।

দধিবাহ—বরাহকল্পে তিনি আটাশ জন শিবাবতার যোগাচার্য্যের অন্যতম ছিলেন। শিব বায়-১০।

দধিবাহন—(১) পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিলে, মহর্ষি গৌতম রাজা দধিবাহনের পৌত্রকে ভাগীরথী তীরে আনয়নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (২) দধিবাহন নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য ছিলেন। লি-৭। অঙ্গ ও অনপান দেখ। (৩) নরপতি বলির অন্যতম পুত্র অঙ্গ, অঙ্গের আত্মজ দধিবাহন, দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত রাজা ধর্ম্মরথ দিবিরথের আত্মজ। হরি-হরি-৩১; বায়ু-৯৯।

দধিমুখ—(১) সুগ্রীবের মাতুল। তিনি মধুবন রক্ষা করিতেন। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহারা মধুবন ধ্বংস করিয়া মধু পানে মত্ত হইয়াছিল। রামা-সুন্দ-৬১—৬৪। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে দধিমুখ, সুরামুখ প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

দধীচ, দধীচি— (১) অথর্ব্বা ঋষির তনয় দধীচি। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবগ্য বিদ্যা ও মধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, অন্যকে তিনি এই বিদ্যা শিখাইলে

তাঁহার শিরচ্ছেদ হইবে। অশ্বিদ্বয় তাহা শিখিতে অভিলাষী হইয়া দধীচির মস্তক কর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যত্র রাখিয়া, ছিন্ন স্কন্ধে অশ্ব মস্তক সংযোজনান্তর তাঁহার নিকট হইতে প্রবগ্য বিদ্যা (ঋক্ সাম ও যজু) ও মধু বিদ্যা (অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ) শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক চ্ছেদন করেন। কিন্তু অশ্বিদ্বয় তখনই অন্যত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক তাঁহার স্কন্ধে সংযোগ করিয়া দিলেন। ঋগ-১।১১৬।১। (২) মহর্ষি ভৃগুর পুত্র দধীচ জিতেন্দ্রিয় ও অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন তপোধন ছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়া, তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দধীচের রেতঃ সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। সরস্বতী নদী তাহা স্বীয় উদরে গ্রহণ করিয়া, যথাকালে সারস্বত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। কিছু কাল পরে দানবদের সহিত দেবতাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে অসুর বিনাশার্থ দধীচ স্বীয় অস্থি ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁহার এই আত্মত্যাগে দেবতাদের জয় হইল। ইন্দ্র সেই অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩৭; পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) অথর্ব্বন ঋষির ঔরসে ও তদীয় পত্নী চিত্তির গর্ভে মহর্ষি দধীচের জন্ম হয়। তিনি অতিশয় তপোনিষ্ঠ ছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) দধীচ চ্যবন মুনির পুত্র ছিলেন। ক্ষুপ নৃপতি তাঁহার সখা ছিলেন। একবার তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়, না রাজা বড়, এই বিষয় লইয়া খুব বিতর্ক উপস্থিত হয়। ক্ষুপ রাজের গর্ব্বিত বাক্যে দধীচ মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করেন। এই জন্য ক্ষুপরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেন। দধীচ তখন শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য তখন যোগবলে তাঁহাকে জীবিত করেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন। তদনুসারে দধীচ মহাদেবের আরাধনা করিয়া বজ্রাস্থিত্ব, অবধ্যতা ও অদীনতা লাভ করেন এবং পরে ক্ষুপ নৃপতির মস্তকে পদাঘাত করেন। তখন ক্ষুপ নরপতি তাঁহার বক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তিনি বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও দধীচ মুনির কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে ক্ষুপ নরপতি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইলেন। লি-৩৫, ৩৬। কোনও সময়ে চ্যবন মুনির পুত্র দধীচ মহাদেবের বরে বিষ্ণুকে সমরে পরাজিত

করিয়া, বিষ্ণুর সহিত লোকপালগণকে শাপ দেন—হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব দ্রব্যের সহিত মায়ায় শিবের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তদনুসারে দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে, সকলেই শিবানুচর বীরভদ্রের শরে নিহত হন। পরে শিবের অনুগ্রহে সকলেই জীবন লাভ করেন। লি-১০০। মহর্ষি দধীচির তনয় সুদর্শন মন্দ কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল দুষ্কলা। এই দুষ্কলা স্বামীর উপর অতিশয় আধিপত্য করিত। একবার শিবরাত্রির দিনে সুদর্শন অশুচি হইয়া, শিবারাধনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দধীচির বহু চেষ্টায় ও শিবারাধনায় তিনি পুনঃ সুস্থ হন। শিব জ্ঞান-৪৪। একবার মহর্ষি দধীচি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

দধীচীশ্বর— কাশীতে দধীচীশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে মানবগণের যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দধ্যঙ— মহর্ষি দধ্যঙ একজন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-১।৮০।১৬। অশ্বিনীকুমার দেখ।

দধ্যঞ্চ— দধীচ দেখ। দধীচ ঋষিই ভাগবতে দধ্যঞ্চ বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। ভাগ-৬স্ক-৯।

দনায়ু— দনুর স্ত্রী দনায়ু। ঋগ-১।১১।৭। তাঁহার অন্য নাম দানবী। বৃত্র অসুর তাঁহার পুত্র। শত-পথ-ব্রা। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

দনায়ুষা— কশ্যপ পত্নী দনায়ুষা হইতে অরুরু, বলিজন্ম, বিরক্ষ ও বিষ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৮।

দনু— (১) দনুর স্ত্রীর নাম দনায়ু। (অথবা দানবী)। তাঁহার তনয় বৃত্র। শত-পথ-ব্রা। দনুর তনয় নমুচি, বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, পিপ্র, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চ্চি, অর্ব্বুদ প্রভৃতি অসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। ঋগ-১।১১।৭। (২) প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে প্রথম, সম্বর, বিপ্রচিত্তি, মহাযশা, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানবন, অয়শিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগণমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, অশ্ব, স্বর্ভানু, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫; বায়ু-৬৯। অনুভানু দেখ। কশ্যপের স্ত্রী দিতি হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্খশির, বিরাধ, গবেষ্ট, দুন্দুভি, অয়োমুখ, কপিল, বামন,

মরীচি, মঘবান্, গর্গশিরা, বৃক, বিক্ষোভন, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, কালনাভ, মহাবাহু, তারক, বৈশ্বানর, বিদ্রাবণ, মহাসুর, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, সুকেশী, শঠ, বলক, মদ, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হয়গ্রীব, বৈসৃপ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমার ও শল্য প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৯৬। দক্ষ ও অনায়ু দেখ। কশ্যপ স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষয়, শম্ভু, বিষমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কুম্ভ, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, তুরণ্ড, সূক্ষ্ম, নহুষ, ঊর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র, অনুচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর ও নিশানাথ এই চল্লিশটী মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দিবাকর ও নিশাকর অদিতি পুত্র। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। কালিকা-৩৪।

দনুজেন্দ্রক্ষয়ঙ্কারী—দুর্গ অসুরের সাহিত যুদ্ধে দৈত্যসৈন্য বিনাশের জন্য পার্ব্বতীর শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির উৎপত্তি হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

দনুনাথ—অন্ধক অসুরের অন্য নাম। ৪৮।

দন্ত—অগস্ত্যের অন্য নাম। অগস্ত্য দেখ।

দন্তবক্র—(১) অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে সহদেব দিগ্বিজয় কালে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে, মহাবল দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৩) তিনি মগধপতি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯০। (৪) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। দন্তবক্রের তনয় সুবক্ত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৫) কলিঙ্গ দেশে দন্তবক্র নামে এক রাজা ছিলেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ কালে, বলরাম তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-৫। (৬) দিতি সুত দন্তবক্র ঋষি শাপগ্রস্ত হইয়া, করূষ বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে ও তদীয় পত্নী শ্রুতদেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দন্তশর্ম্মা—সাত্বতবংশীয় নরপতি রাজাধিদেবের অন্যতম পুত্র দন্তশর্ম্মা। হরি-হরি-৩৮।

দন্তসেন— পুরুবংশীয় ব্রহ্মদত্ত হইতে বিষ্বক্‌সেন, বিষ্বক্‌সেন হইতে দন্তসেন, দন্তসেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৩।

দন্তাকৃষ্টি— দুঃসহের অন্যতম পুত্র।

দন্তাকৃষ্টির কন্যা বিজয়া ও কলহা। মার্ক-৫

দন্দশূক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা ক্রোধবশা হইতে দন্দশূক প্রভৃতি সর্পজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাগ-৬স্ক-৬।

দন্দশূককরা—কাশীস্থিত একটি যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

দভীতি—মহর্ষি দভীতি একজন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরদের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। আর একবার চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ মহর্ষি দভীতির নগর অবরোধ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সমস্ত আয়ুধ দীপমান অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে দভীতিকে বহু সংখ্যক গো ও অশ্বরথ প্রদান করিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩; ২।১৫।৪।

দম—(১) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি মরুত্তের তনয় দম। দমের তনয় রাজবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধনের তনয় সুধৃতি। ভাগ-৯স্ক-২। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের তনয় দম, দমের তনয় রাজর্ষি তৃণবিন্দু। লি-৬৩। (৩) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে দম সুধামাগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ। (৪) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস। মৎ-১৯৫। (৫) ব্রহ্মর্ষি দমনের প্রসাদে, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ভীমের, দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মহাভা-বন-৫৩।

দমক—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বকের পুত্র দমক, দমকের পুত্র শর্য্যাতি, শর্য্যাতির পুত্র যুবনাশ্ব। সৌর-৩০।

দমঘোষ—চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে ও যদুবংশীয় শূরের অন্যতমা কন্যা শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষ মগধরাজ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন। দমঘোষের অন্য নাম সুনীথ। দমঘোষ স্বীয় তনয় শিশুপালকে জরাসন্ধের হস্তে সমর্পণ করেন। জরাসন্ধও তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। হরি-হরি-৩৪; ভাগ-৯স্ক-২৪।

দমন—(১) মহর্ষি দমন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।১৬।১। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীর গর্ভে রাম (বলরাম) শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (অন্য নাম সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫। (৩) হিরণ্যকশিপুর

অন্যতম পুত্র কালনেমী, কালনেমী হইতে হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ষড়গর্ভ নামে খ্যাত এবং তাঁহারা বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, কংস হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৫৭। (৪) ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০৬। (৫) দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তাঁহার বর প্রসাদে, বিদর্ভ দেশপতি ভীম, দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন। মহাভা-বন-৫৩। (৬) বিদর্ভ-পতি ভীমের অন্যতম পুত্র। মহাভা-বন-৫৩। (৭) মহর্ষি মরীচির কন্যা সুরূপা অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে দমন প্রভৃতি দশ আঙ্গিরস দেব-গণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৬।

দমনক—পূর্ব্বকালে দমনক নামে এক দৈত্য ছিল। সে সতত সমুদ্র জলে বিচরণ করিত। সে অতিশয় পরাক্রম-শালী ছিল এবং সর্ব্বদা লোকদিগকে সাতিশয় ক্লেশ দিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু মৎস্যাবতার মূর্ত্তিতে সাগর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু অন্বেষণান্তে সেই দৈত্যাধমকে সমুদ্র তীরে আকর্ষণ করিয়া মহীতলে সম্যক-রূপে পেষণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩৮।

দমনেশ্বর—কাশীতে দমনেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবায় বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দমবাহু—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয়, এই তিনটী। মৎ ১৯৬।

দময়ন্তী—বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক অপুত্রক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্র লাভার্থ ব্রহ্মর্ষি দমনের শরণাপন্ন হন তাঁহার বরে ভীমের দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা জন্মে। নিষধ দেশের রাজা বীরসেনের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নল দময়ন্তীকে বিবাহ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীর সহিত বহু বনবাসক্লেশ ভোগ করেন। মহাভা-বন-৫৩। নল দেখ।

দম্ভ—অধর্ম্মের পুত্র দম্ভ ও কন্যা মায়া। দম্ভ স্বীয় ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী এক কন্যা জন্মে লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক ৭

দম্ভন—মহাদেবের অন্যতম গণ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

দম্ভোলী—(১)পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দম্ভোলি বা দম্ভোলী জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৫২; অগ্নি-২০। প্রীতি ও

দম্ভোলি দধী। (২) মহর্ষি পুলহ সপ্তক তীর্থে স্নান করিয়া দম্ভোলি নামে এক পুত্র লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-২২২।

দম্ভোদ্ভব—দম্ভোদ্ভব নামে এক সম্রাট সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। এই গর্ব্বিত রাজা সকলকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেন। অবশেষে নর ও নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। অবশেষে তিনি নর ঋষির প্রেরিত ইষিকা হস্তে বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৯৫।

দয়া—প্রজাপতি দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা দয়া। দয়া অভয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

দরদ—(১) বাহ্লীক দেশে দরদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৪৩। (২) দরদ জরাসন্ধের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ মথুরা নগরী আক্রমণ করেন। সেই সময়ে দরদ রাজা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন; কিন্তু যুদ্ধে তিনি বলরাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৯৯।

দরি—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশজাত দরি নাগ জনমেজয় রাজার সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

দরিদ্রান্তক—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলদেব দেখ।

দরীমুখ—বানর দলপতি দরীমুখ, সুগ্রীবের আহ্বানে বহু সহস্র বানর সৈন্যের সহিত সীতার অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯।

দর্প—(১) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা উন্নতি ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। তিনি দর্পকে প্রসব করেন। ভাগ-৪স্ক-১; লি-৫। (২) ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মী হইতে দর্প জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭।

দর্ব্বা—যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর বংশীয় মহামনার অন্যতম তনয় উশীনর। উশীনরের অন্যতমা পত্নী দর্ব্বা হইতে সুব্রত নামে এক তনয় জন্মে। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ।

দর্ব্বী—পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দৃষদ্বতী ও দর্ব্বী নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দর্ব্বীর গর্ভে সুব্রত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১।

দর্ভ—প্রাচীন বৈদিক কালে দর্ভ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় রথবীতি, অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন।

অর্চনানার তনয় শ্যাবাশ্ব রাজর্ষি রথবীতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৬১।১ টীকা।

দর্ভক—মগধের প্রদ্যোত বংশীয় শেষ নরপতি নন্দিবর্দ্ধনকে সংহারপূর্ব্বক শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহা হইতেই শিশুনাগ বংশের আরম্ভ। এই বংশীয়েরা দশ জনে মগধে ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় ষষ্ঠ ভূপতি অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক। তিনি সপ্তম ভূপতি। তাঁহার পুত্র অজয়। ভাগ-১২স্ক-১। দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, উদয়াশ্বের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

দর্ভী—মহর্ষি দর্ভী পূর্ব্বকালে সরস্বতীরুণা সঙ্গম তীর্থে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-৮৩।

দর্শ—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে সি দর্শকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দর্শক—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে, মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে ভার্গব ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। দর্শকের বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ ও পাশনাশন নামে যোগপরায়ণ চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি-২৪।

দল—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিত, মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। দুঃশীলা সুশোভনা পিতৃশাপে, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। শল, মহর্ষি বামদেবের বামী নামে অশ্বদ্বয় কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করিয়া আর প্রত্যর্পণ করেন নাই। সেই জন্য তিনি রাক্ষস হস্তে নিহত হন। শলের মৃত্যুর পর দল রাজা হইলে অশ্ব প্রার্থনা করিলেও দল তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া, বামদেবকে বধ করিবার জন্য তিনি বাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বাণে দলের পুত্র শ্যেনজিৎ নিহত হইল। দল পুনর্ব্বার বাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত হইল। বাণ আর নিক্ষিপ্ত হইল না। পরে তিনি বামদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার আদেশে স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া শাপ মুক্ত হন। মহাভা-বন-১৯১। পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা দেখ। (২) রামের বংশীয় পারিপাত্রের তনয় দল, দলের পুত্র ছল, ছলের পুত্র উকৃথ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। রামের বংশীয় পারিপাত্রের তনয় দল, দলের তনয় বল, বলের তনয় ঔক্থ, ঔক্থের তনয় বজ্রনাভ। বায়ু-৮৮।

দল্‌ভ—মহর্ষি দল্‌ভের তনয় বক নামক ঋষি, প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে অবগত হইয়া, নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদ্‌গাতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদ্‌গীথ

গান করিয়াছিলেন। তিনি দাল্‌ভ্য, সৌ্যেয় ও গ্লাব নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ছান্দো।

দশগ্রীব—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯। বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ও চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে শিশুপাল, দশগ্রাব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী নামে বীর্য্যবান্, সর্ব্বশাস্ত্রকুশল পাঁচ তনয় জন্মে। হরি হরি-১১৬।

দশদ্যু—মহর্ষি দশদ্যু একজন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৩৩।১৪।

দশবক্ত্র—রাবণের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

দশবাহু— গণেশের গণ ভেদে বহু নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার দশভুজে যে সকল আয়ুধ আছে, ইহাদের নাম পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দন্ত, অক্ষমালা লাঙ্গল, মুষল, বরদ ও মোদকপূর্ণপাত্র। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১১।

দশব্রজ— মহর্ষি দশব্রজ একজন প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি ছিলেন। কণ্ব মেধাতিথি, বশ, দশব্রজ ও গোশর্য্যকে অশ্বিদ্বয় অনার্য্য দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৮।২০।

দশমহাবিদ্যা— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী এই দশ মহাবিদ্যা। শ্রীমহাভাগ-৮।

দশরথ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপতি অজের তনয় দশরথ। তিনি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তৎকালে অযোধ্যা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদ রাজাকে (অন্য নাম রোমপাদ) শান্তা প্রদান করিয়াছিলেন। লোমপাদের রাজ্যে একবার অনাবৃষ্টি হয়। তাহার প্রশমনার্থ বিভাণ্ডকের পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে তিনি আনয়ন করেন। সেই সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে বিবাহ করেন। এদিকে অপুত্রক রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করান। ইহার পরেই প্রধানা মহিষী কৌশল্যা রামকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। দশরথ তনয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া, তাড়কা রাক্ষসীর নিধনার্থ রাম ও লক্ষ্মণকে দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনি অতিশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সাহায্যে তাড়কা রাক্ষসীকে দমন করিয়া, মিথিলায় জনকের রাজ-

ধানীতে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রাজর্ষি জনক সীতার বিবাহের আয়োজন করিয়া, এইরূপ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন,—"যিনি হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবেন"। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতাকে বিবাহ করিলেন। জনকের ঊর্ম্মিলা নাম্নী কন্যাকে লক্ষ্মণ, তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা মাণ্ডবীকে ভরত ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন বিবাহ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে রাণী কৈকেয়ী দুইটী বর প্রার্থনা করিয়া, এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেকে অভিলাষিনী হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে রাম বনে গমন করিলে, ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সমস্ত অবগত হইলেন এবং কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। রামের বনে গমনের পরই দশরথ গতায়ু হইলেন। রামায়ণ। (২) সগরবংশীয় নরপতি বালিকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐড়বিড়ি। ভাগ-৯স্ক-৯। (৩) যযাতিবংশীয় নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় শকুনি, শকুনির তনয় করম্ভি, করম্ভির তনয় দেবরাত। ভাগ-৯স্ক-২৫। (৪) মগধের মৌর্য্যবংশীয় মহীপতি বৃহদ্রথের তনয় দশরথ। তিনিই মৌর্য্যবংশের শেষ অধিপতি। তাঁহার পিতা বৃহদ্রথের সেনাপতি, শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৫) রাজা বলির বংশীয় ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামেও খ্যাত ছিলেন। দশরথের কন্যা শান্তা ও পুত্র চতুরঙ্গ। বায়ু-৯৯। (৬) সগরবংশীয় মূলকের তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ইলিবিল, ইলিবিলের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় দিলীপ (অন্য নাম খট্টাঙ্গ)। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৭) জ্যামঘ বংশীয় রাজা নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভি। বিষ্ণু ৪র্থ-১২। (৮) যযাতি বংশীয় চিত্ররথের পুত্র দশরথ। এই দশরথের অন্য নাম রোমপাদ। দশরথের পুত্র তুরঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) মগধের মৌর্য্যবংশীয় সুযশার পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র সঙ্গত, সঙ্গতের তনয় শালিশুক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অযোধ্যাপতি দশরথ, জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বাদশী তিথিতে রামদ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। বরা-৪৫।

দশশিপ্র— রাজর্ষি দশশিপ্রের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দশা— যযাতিবংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। নৃগের অন্যতম পুত্র কৃমি, কৃমির অন্যতমা পত্নী দশা হইতে সুব্রত জন্মে। অগ্নি-২৭৭। কৃমি দেখ।

দশানন—(১) রাবণের অন্য নাম। রামা-অযো-১১২। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মাতৃকা জটাধরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, দশানন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭। জটাধর দেখ।

দশাবর—দানব বিশেষ। মহাভা-সভা-৯।

দশার্ণেয়ু— পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

দশার্হ —(১) যদুবংশীয় মহীপতি ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর নামে পরম ধার্ম্মিক শূর তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দশার্হের তনয় ব্যোমা, ব্যোমার তনয় জীমূত ছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যযাতি বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোম, ব্যোমের তনয় জীমূত। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্রবংশীয় ভূপতি নিধৃতির তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তের তনয় জীমূত, জীমূতের তনয় বিকৃতি। লি-৬৮। (৪) চন্দ্রবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র নিবৃত্তি, তৎপুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৫) যদুবংশীয় নাধৃতির তনয় দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমঃ, ব্যোমার পুত্র জীমূত। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

দশাশ্ব— প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পত্নী মাহিষ্মতীর গর্ভে, অতি সত্যবাদী ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি দশাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। দশাশ্বের পুত্র মদিরাশ্ব। মহাভা-অনুশা-২।

দশাশ্বমেধলিঙ্গ — ব্রহ্মা নরপতি দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাঁহাই দশাশ্বমেধলিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫২।

দশোনি—প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন অনার্য্য দলপতি। বেতসু, তূতুজি, দশোনি, তুগ্র ও ইভকে ইন্দ্রদেব রাজা দোতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায়, সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

দশোন্য—রাজর্ষি দশোন্যের প্রদত্ত সোম ইন্দ্রদেব পান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫২।২।

দস্যুমান— অগ্নির এক নাম। অশুচি নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিলে, দস্যু নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মহাভা-বন-২১৯।

দস্র—বৈদিক দেবতা। অশ্বিদ্বয়ের অন্য নাম দস্র। ঋগ-১।৩।৩। অশ্বিদ্বয় দেখ।

দহতি— দেবাসুর সংগ্রামে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহতি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দহদহা—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দহদহা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সর্ব্ব-পাপ বিমোচনা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ যে সকল অনুচরী প্রেরণ করিয়াছিলেন, দহদহা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

দহন—ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচি হইতে দহন প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৬, ১২৩। অজৈকপাদ দেখ।

দহনক— মহিষাসুরের একজন সেনা-পতি। দেবী দুর্গা তাঁহাকে মুষলাঘাতে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

দাকব্য— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

দাকায়ন— একজন বশিষ্ঠবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

দাক্ষপায়ন— মহর্ষি দাক্ষপায়ন একজন কশ্যপবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দাক্ষায়নি— বরাহ কল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন সেই সময়ে তাঁহার প্লক্ষ, দাক্ষা-য়নি, (লি-দার্ভায়নি) কেতুমালী, (শিব-কেতুমান) ও বক (লি-গৌতম) নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক দেখ।

দাক্ষায়নীশ্বর— কাশীতে দাক্ষায়নীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, মানব আর কখনই দুর্গতি লাভ করে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৭।

দাক্ষায়নী— দক্ষের কন্যা বলিয়া তাঁহার সকল কন্যাই দাক্ষায়নী নামে অভিহিতা হইলেও, দাক্ষায়নী নামে অদিতিই বিশেষভাবে অভিহিতা হইতেন। মহাভা-আদি-৬৪।

দাক্ষি— (১) অঙ্গিরাবংশীয় মহর্ষি দাক্ষি একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) অত্রি বংশেও দাক্ষি নামে এক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

দাণ্ড— মহর্ষি দাণ্ড রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

দাও—কশ্যপ নন্দন ত্রিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম দাতা। সাবর্ণ মন্বন্তরের প্রথম অবস্থায় তাঁহারাই দেবগণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ।

দাত্তোর্ণ— মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দাত্তোর্ণ ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র ও দৃষদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫।

দাত্যায়নি— দেবপন্ন নরপতির স্ত্রী। অনপত্যা দাত্যায়নী স্বামী সহ যজ্ঞ পুরুষের পূজা করিয়া, কামপ্রমোদিনী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৯। কামপ্রমোদিনী দেখ।

দান— কশ্যপ নন্দন প্রভৃতি শুক নামক দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেবগণ দেখ।

দানব—(১) দনু অসুরের স্ত্রী দনায়ু হইতে বৃত্র অসুর জন্মগ্রহণ করেন। এই বৃত্র অসুরের অন্য নাম দানব। শত-৫প্র-২ব্রা-৬অ-৯। (২) কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দানবন— মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, দানবন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫।

দানশুল্কা— সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দান্ত— বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দমনের বরে তিনি দম, দান্ত ও দমন নামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন। মহাভা-বন-৫৩।

দান্তা— এক অপ্সরার নাম ছিল দান্তা। একবার কুবেরের আলয়ে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়া, তিনি মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯।

দামোদর—সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম দামোদর। মহাভা-শান্তি-৩৪১।

দামোষ্ণীশ— মহর্ষি দামোষ্ণীশ, রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

দাম্ভিক— বিন্ধ্য পর্ব্বতে দাম্ভিক নামে এক ব্যাধ ছিল। তাঁহার কন্যা কোকিলিনী বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া মুক্তি লাভ করে। বৃহন্না-১৮।

দারভট্টারিকা— দেবী শঙ্করী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের কুলদেবতা দারভট্টারিকা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১।

দারিতাস্য— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দারুক—(১) শ্রীকৃষ্ণের সারথির নাম ছিল দারুক, রথের নাম মেঘবপু এবং রথে গরুড় কেতনধ্বজ ছিল। মহাভা-সভা-৪৪। (২) বরাহ কল্পের একবিংশতি দ্বাপরে দারুক নামে একজন শিবাবতার যোগাচার্য্য অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্লক্ষ, দার্ভায়ণি, কেতুমান ও গৌতম নামে চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা নিয়মী ও নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী ছিলেন। লি-২৪; শিব-বায়-১০। (৩) পূর্ব্বকালে দারুক নামে এক অসুর, তপস্যার বলে অতিশয় প্রবল হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার ও অনেক ব্রাহ্মণকে বধ করেন। দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেবের নেত্র হইতে উৎপন্না কালী দেবী তাঁহাকে বধ করেন। লি-১০৬। (৪) ভার্গববংশীয় দেবশর্ম্মার পুত্র দারুক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম পালনান্তর যতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে দারুকতীর্থ হইয়াছে। স্কন্দ-আব-রেবা-৩০। (৫) দারুক নামে এক রাক্ষস ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম দারুকা ছিল। তাঁহারা খুব অত্যাচারী ছিলেন। দেবগণ তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দারুক অনুচরাদি সহ পাতালে প্রবেশ করেন এবং সেখানেও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রপীড়িত সুপ্রিয় প্রভৃতি বৈশ্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দারুককে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, দারুকা পার্ব্বতীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। পরে মীমাংসা হইল যে, এই যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য চলিবে। শিব-জ্ঞান-৫৬।

দারুকা— দারুক রাক্ষসের পত্নী। দারুক দেখ।

দারুকেশ্বর—কাশীতে দারুকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ কাশী-উত্ত-৭০।

দারুণ—(১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। দারুণ তন্মধ্যে একজন। মহাভা-উদ্-১০০। (২) ব্রহ্মা গয়াসুরের মস্তকে যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী হইয়া, যে সকল পুরোহিতের সৃষ্টি করেন, দারুণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-১০৬।

দারুসঞ্জীবনী—সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দার্ব্বায়নি— তিনি একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

দার্ভায়নি—বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে শিবাবতার যোগাচার্য্য দারুক নামে অবতীর্ণ হন। প্লক্ষ, দার্ভায়নি, কেতুমান ও গৌতম নামে তাঁহার নিয়মী নৈষ্ঠিক ব্রতাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। দারুক ও দাক্ষায়নি দেখ। শিব-বায়-উত্ত-১০।

দালকি— মহর্ষি রথীতর তিনখানি

সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় শিষ্য কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০। কেতব দেখ।

দাল্‌ভ্য—মহর্ষি দল্‌ভের পুত্র বকের অন্যনাম দাল্‌ভ্য। মৈত্রেয় ও গ্লাব নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। ছান্দো-১মঅ-১২খ-১।

দাশার্হ—জ্যামঘ বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ, বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন। দাশার্হের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

দাসক—জ্যামঘ বংশীয় রাজা ভজমানের অন্যতমা পত্নী উপবাহ্যকা হইতে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতজিৎ ও দাসক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। অয়ুতাজিৎ দেখ।

দাহ—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্যদেব তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর দাহ প্রভৃতিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। অতিদাহন দেখ।

দিক্—রুদ্রের এক নাম ভীম। এই ভীমের স্ত্রী দিক হইতে স্বর্গ নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৮; কূর্ম্ম-পূ-১০।

দিকপতি—(১) উত্তম মন্বন্তরের দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে, দেবসাবর্ণির সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দিকপাল—ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা দিকপাল নামে কথিত হন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

দিকপুঞ্জ—আকাশের পত্নীর নাম। স্বর্গ তাঁহার পুত্র। বায়ু-২৭।

দিগ্‌গজ—কশ্যপের কন্যা শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজগণ জন্মগ্রহণ করেন।

দিতি—(১) বেদে অদিতি ও দিতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর, শুক্ল যজুর্ব্বেদে অদিতি অর্থে পুণ্যাত্মা ও দিতি অর্থে নাস্তিকাদি পাপাত্মা করিয়াছেন। (২) কিন্তু পুরাণাদিতে অন্যরূপ আছে। মহর্ষি কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন। দিতি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) দিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবাসুর যুদ্ধে পুত্রাদি হত হইলে, দিতি কশ্যপের নিকট ইন্দ্র বধে

সমর্থ এক পুত্রবর প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত বর প্রদান করিলে, তিনি অচিরে গর্ভ ধারণ করিলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া, দিতির দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া, তাঁহার উদরে প্রবেশপূর্ব্বক উদরস্থ সন্তানকে প্রথমে সপ্ত খণ্ডে, পরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। এই কর্ত্তিত সন্তানেরা রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে "মা রোদী" "রোদন করিও না," এই বলিয়া বারণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা মরুৎ নামে খ্যাত হন। সেই মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহায় হইলেন। হরি-হরি-৩।

দিন—উত্তম মন্বন্তরে দিন, প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দিবঞ্জয়—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদারধীর পত্নী ভদ্রা হইতে দিবঞ্জয় উৎপন্ন হন। দিবঞ্জয়ের পুত্র রিপু, রিপুর তনয় চাক্ষুষ। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দিবস্পতি—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির সময়ে তিনি ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২; বিষ্ণু-৩য়-২।

দিবাকর— (১) সূর্য্যের এক নাম দিবাকর। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি একাকী বলির বাণ প্রভৃতি শত পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (২) রঘুবংশীয় মহীপতি ভানুর পুত্র দিবাকর, দিবাকরের পুত্র সহদেব, সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) জনৈক রাক্ষস। ইনি সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। কূর্ম্ম-পু-৪১। অপ দেখ।

দিবাচর—রাক্ষসেরা চারি গণে বিভক্ত। দিবাচর তাঁহাদের অন্যতম গণ। বায়ু-৭০।

দিবাবষ্টাশ্ব—কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দিবিজাত—অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত, পুরূরবার অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৪।

দিবিরথ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভরতের পুত্র ভূমন্যু, ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবি, সুজয় ও ঋচীক নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (২) রাজা দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় সংহার কালে, এই দিবিরথের পুত্র, মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৩) যযাতি বংশীয় খলপালের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ, ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ। ভাগ-৯স্ক ২৩। অঙ্গ দেখ। (৪) রাজা বলির অন্যতম তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয় দধিবাহন (অন্য নাম অনপান) দধি-

বাহনের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। বায়ু-৯৯। (৫) যযাতি বংশীয় পারের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

দিবোদাস—(১) অতি প্রাচীন কালে দিবোদাস নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি অতিশয় অতিথি বৎসল ছিলেন। শম্বর অসুরকে হনন কালে জলে প্রবিষ্ট রাজর্ষি দিবোদাসকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১। (২) ইন্দ্র রাজা দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি (৯৯) পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন। ঋগ-২।১৯।৬। (৩) কাশীর রাজা হর্য্যশ্বের তনয় সুদেব, সুদেবের তনয় দিবোদাস। হর্য্যশ্ব ও তৎপুত্র সুদেব উভয়েই বীতহব্যের (হৈহয়) পুত্রদের সঙ্গে সংগ্রামে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পরে দিবোদাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীত-হব্যের পুত্রেরা পুনর্ব্বার বারাণসী আক্রমণ করিয়া দিবোদাসকে পরাজিত এবং তাঁহার পুত্রদিগকে বধ করেন। দিবোদাস অনন্যোপায় হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হইলেন। ভরদ্বাজ মুনির বরে তিনি প্রতর্দ্দন নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। এই প্রতর্দ্দন বীতহব্যের শত পুত্রকে বধ করেন। বীতহব্য প্রতর্দ্দনের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক ভৃগুমুনির শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারই বরে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৩০। (৪) কাশীর রাজা ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের অপত্য দিবোদাস। মহাদেবের অনুচর নিকুম্ভ কাশীতে সম্পূজিত হইতেন। নিকুম্ভের প্রসাদে কাশীর জনসাধারণ যথেষ্ট ধন রত্ন ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিত। রাজা দিবোদাসের জ্যেষ্ঠা মহিষী সুযশা, পুত্র কামনায় নিকুম্ভের অর্চ্চনা করিয়া বিফল মনোরথ হন। সেই জন্য ক্রোধে রাজা দিবোদাস নিকুম্ভের স্থান নষ্ট করেন। তখন নিকুম্ভ শাপ দেন যে, "অকস্মাৎ এই পুরী নষ্ট হইবে।" এই সময়ে রুদ্রের অনুচর, ক্ষেমক নামক রাক্ষস কাশীনগরী ধ্বংশ করেন। বারাণসী নষ্ট হইলে, দিবোদাস গোমতী তীরে রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বে যদু-বংশীয় মহীষ্মতের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। রাজা দিবোদাস তাঁহার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া, বারাণসী অধিকার করেন। ভদ্রশ্রেণ্যের অন্যতম তনয় দুর্দ্দম বালক ছিলেন বলিয়া, দিবোদাস তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই। দুর্দ্দম, হৈহয় নরপতির পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং পরে দিবোদাস কর্ত্তৃক গৃহীত রাজ্য পুনঃ অধিকার করেন। দিবোদাসের অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৯। (৫)

কৌশিক বংশীয় নরপতি বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে রাজর্ষি দিবোদাস ও অহল্যা নামক যমজ পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। নরপতি দিবোদাসের তনয় ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। এই মিত্রয়ু হইতে মৈত্রয়নী শাখা ও মৈত্রেয়গণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরি-হরি-৩২। (৬) আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশীয় ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় দ্যুমান। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৭) যযাতি বংশীয়, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত মুদ্গলের দিবোদাস ও অহল্যা নামে এক তনয় ও এক কন্যা জন্মে। অহল্যাকে গৌতম ঋষি বিবাহ করেন। সতানন্দ তাঁহাদের পুত্র। দিবোদাসের তনয় মিতায়ু, মিতায়ুর তনয় চ্যবন। ভাগ-৯স্ক-২১, ২২। (৮) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয় দিবোদাস। মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীতে প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া, গালবকে দুই শত অশ্বকন্যা শুল্ক প্রদান করেন, এবং মাধবীকে প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা-উদ্-১১৬। মাধবী দেখ। (৯) ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান, কেতুমানের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন (বৎস)। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (১০) পুরু-বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় মুদ্গল। এই মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৌদ্গল্য নামে খ্যাত হন। মুদ্গলের তনয় বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের তনয় দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের তনয় মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর তনয় রাজা চ্যবন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১১) মহর্ষি দিবোদাস একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (১২) আয়ুর্ব্বেদবেত্তা ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য দিবোদাস। তিনি: চিকিৎসা দর্শন নামে একখানি সংহিতা রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬।

দিবোদাসেশ্বর— নরপতি রিপুঞ্জয় কাশীতে দিবোদাসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবের পূজার্চ্চনা করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

দিবৌকা— চাক্ষুষ মন্বন্তরে দিবৌকা নামে, দেবতাদের একটী গণ ছিল। মৎ-৯।

দিবৌষধি—উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তম দেখ।

দিব্য—(১) মহর্ষি দিব্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি দক্ষিণা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০৭।১। (২) যযাতিবংশীয় সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ নামে সাত পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরূরবার ঊর্ব্বশী

অপ্সরার গর্ভে আয়ু, মায়ু, অমায়ু, শ্রুতায়ু, [illegible]ায়ু, শতায়ু ও দিব্য নামে গন্ধর্ব্ব লোকে বিখ্যাত শিবভক্ত সাত পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৪) উত্তম মনুর নয় পুত্রের অন্যতম ও ক্ষত্রগণের নেতা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম মনু দেখ।

দিব্যকর্ম্মকৃৎ— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে দিব্যকর্ম্মকৃৎ অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১।

দিব্যজায়ু— নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। পুরূরবা দেখ।

দিব্যবাহন— ব্রজের একজন বৃষভানু। গর্গ-গোল-১৮।

দিব্যসানু— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দিব্যসানু। মহাভা-অনুশা-৯১।

দিব্যা— পুলোমার কন্যা দিব্যা মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ছিলেন। দিব্যা হইতে দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৯৫। ভৃগু দেখ।

দিব্যৌষধি— উত্তমমনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তমমনু দেখ।

দিলীপ—(১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দুলিদুহের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ। হরি-হরি-১৫। (২) রাজর্ষি বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বমহৎ, এই বিশ্বমহতের পত্নী আঙ্গিরস পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদার গর্ভে, রাজর্ষি দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। এই দিলীপ ভূপতির বাজিমেধ যজ্ঞে মহর্ষিগণ হর্ষান্বিত হইয়া, গাথা সকল গান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৩) যযাতিবংশীয় ঋক্ষের তনয় দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের তনয় দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। ভাগ-৯স্ক-২২। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বিশ্বসহের তনয় দিলীপ, তিনি খট্টাঙ্গ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি জ্ঞান প্রভাবে লোকত্রয় ও অগ্নিত্রয় জয় করিয়াছিলেন। দিলীপের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু। লি-৬৬। (৫) নরপতি ইলবিলের তনয় দিলীপ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। তিনি সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন। মহাভা-দ্রো-৬১। (৬) সগরবংশীয় অংশুমানের তনয় দিলীপ। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ ভগীরথ, গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। রামা-আরণ্য-৪২।

দিশাচক্ষু— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান বিহগের জন্ম হয়। তন্মধ্যে দিশাচক্ষু একজন। মহাভা-উদ্-১০০

দিষ্ট— বৈবস্বতমনুর দশ পুত্রের অন্যতম দিষ্ট ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। অজবাহন দেখ। দিষ্টের তনয় নাভাগ। ভাগ-৯স্ক-৩।

দীক্ষা—(১) ভগবান রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রীর নাম দীক্ষা ছিল। ভাগ-৩স্ক-১২। (২) রুদ্রের এক নাম ছিল উগ্র। এই উগ্রের

স্ত্রী দীক্ষা হইতে সন্তান নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম-পূ-১০।

দীধর— দ্বাদশজন ধামদেবের অন্যতম। বায়ু-৩১।

দীধিগণ— স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ অজত্ব হেতু অজিত দেবগণ নামে খ্যাত। অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশজন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দীধিগণ প্রভৃতি দ্বাদশজন "দেব" নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

দীপক— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগের জন্ম হয়। দীপক তাঁহাদেরই অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

দীপ্তকীর্ত্তি— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তকীর্ত্তি। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দীপ্তকেতু। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি দেখ।

দীপ্তবর্ণ— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তবর্ণ। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তরোমা— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দীপ্তরোমা। মহাভা-অনুশা-৯১।

দীপ্তশক্তি— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম দীপ্তশক্তি। মহাভা-বন-২৩০।

দীপ্তাত্মা— শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি চৌষট্টি কোটি অনুচর সহ শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

দীপ্তাস্য—শিবের অন্যতম অনুচর দীপ্তাস্য, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি-কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

দীপ্তি— (১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম দীপ্তি। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) সাবর্ণিমনুর সময়ে অমিতাভ নামে খ্যাত বিংশতি সংখ্যক দেবতাদের অন্যতম। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

দীপ্তিকেতু— নবম মনু দক্ষসাবর্ণির ভূতকেতু, দীপ্তিকেতু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ ৮স্ক-১৩।

দীপ্তিমান্— সাবর্ণ মন্বন্তরে অত্রিবংশীয় দীপ্তিমান্ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। বায়ু-১০০।

দীপ্তিমেধা— রৈবত মন্বন্তরে সুমেধা নামে দেবগণ ছিলেন। দীপ্তিমেধা সেই দেবগণের অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

দীপ্তেশ— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনায় ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়, এবং ইহকাল ও পরকালের অন্ধকার দূরীভূত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

দীপ্রতেজা— মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত অন্যতম সেনাপতি। বরা-১১। সুপ্রভ দেখ।

দীর্ঘ— নরপতি দিলীপের পুত্র দীর্ঘ; দীর্ঘের তনয় রঘু, রঘুর তনয় অজ। স্কন্দ প্রভা-প্রভা-৫৮।

দীর্ঘকেশী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল

মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দীর্ঘকেশী তাঁহাদে অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯

দীর্ঘগ্রীব— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনিও পার্ব্বতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দীর্ঘজঙ্ঘ— কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দীর্ঘজিহ্ব— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, দীর্ঘজিহ্ব তাঁহাদের অন্যতম ছিল। মহাভা-আদি-৬৫।

দীর্ঘজিহ্বা— (১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দীর্ঘজিহ্বা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দীর্ঘজিহ্বা নাম্নী রাক্ষসীকে দেবরাজ ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৯০।

দীর্ঘতপা— (১) সোমবংশীয় মহীপতি কাশের তনয় দীর্ঘতপা। কাশীরাজ দীর্ঘতপা, পুত্র কামনায় অব্জদেবের আরাধনা করেন। অব্জদেব সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে চাহিলে, রাজা দীর্ঘতপা তাঁহাকেই পুত্ররূপে পাইতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অব্জদেব ধন্বন্তরী নামে, তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরীর পুত্র কেতুমান্। হরি-হরি-২৯। (২) ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-১৬৬। (৩) অঙ্গিরস তনয় অঙ্গিরা, যেমন, দীর্ঘতপা প্রভৃতি মন্ত্র প্রণেতা মহর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। (৪) মহর্ষি দীর্ঘতপা মন্দারক আশ্রমে বাস করিয়া, অতি তীব্র তপস্যা করিতেন। দীর্ঘকাল তীব্র তপস্যার জন্য তিনি এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার পুত্র ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫২।

দীর্ঘতমা— (১) মহর্ষি উচথ্যের তনয় দীর্ঘতমা, কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। দীর্ঘতমার পত্নী উশিজ হইতে কক্ষিবান্ ও দীর্ঘশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ-১।১৪০।১, ১।১১২।১। মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র উতথ্য। উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার জন্ম হয়। তিনি বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তাঁহার ঔরসে গৌতম প্রভৃতি কতিপয় তনয় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গো-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না। সেজন্য তিনি নিয়ম করেন যে,—"স্ত্রীলোকেরা অতঃপর স্বামীর সম্পূর্ণরূপে অনুগতা থাকিবেন"। ইহাতে প্রদ্বেষী অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রদের সাহায্যে, তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক ভেলায়

স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন। নরপতি বলি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় স্ত্রী সুদেষ্ণাতে সন্তান উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুদেষ্ণা প্রথমে সেই অন্ধমুনির নিকট না যাইয়া তাঁহার ধাত্রেয়ীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সেই ধাত্রেয়ীর গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় জনপদের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১০৪; ভাগ-৯স্ক-২৩। বায়ু পুরাণে এই গল্পটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে আছে। বায়ু-৯৯। মমতা দেখ। গুরুর শাপে মহর্ষি দীর্ঘতমা অন্ধ হইয়াছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে চক্ষুষ্মান হন। হরি-হরি-২৫৫। (২) পুরূরবার বংশীয় রাষ্ট্রের তনয় দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার তনয় ধন্বন্তরী, ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান। ভাগ-৯স্ক-১৭

দীর্ঘদশন— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। পার্ব্বতী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দীর্ঘনখ— প্রভাসক্ষেত্রের পূর্ব্ব দ্বারে জয়ন্তের রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘনখ দানব নিযুক্ত ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

দীর্ঘনাসিক— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

দীর্ঘনীথ— অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দীর্ঘনীথ নামে এক ঋষি ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অনার্য্য দস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫০।১।

দীর্ঘনেত্র— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘনেত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১২৭।

দীর্ঘপ্রজ্ঞ— বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে ভূপতি হন। মহাভা-আদি-৬৫।

দীর্ঘবাহু—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘবাহু। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) সগরবংশীয় নরপতি খট্টাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় মহাযশস্বী রঘু। ভাগ-৯স্ক-১০। অজ ও অজপাল দেখ। লি-৬৬। (৩) সূর্য্যবংশীয় অজের পুত্র দীর্ঘবাহু দীর্ঘবাহুর পুত্র অজপাল, অজপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। অগ্নি-২৭৩।

দীর্ঘযজ্ঞ— অযোধ্যা নগরে দীর্ঘযজ্ঞ নামে এক রাজা ছিলেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯।

দীর্ঘলোচন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দীর্ঘলোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দীর্ঘশ্রবা— দীর্ঘতমা ঋষির পত্নী উশিজ হইতে কক্ষীবান্ ও বণিক্ দীর্ঘশ্রবা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। অনাবৃষ্টিতে কষ্ট না হয়, সেজন্য দীর্ঘশ্রবা, বাণিজ্য করিতেন। স্তুতি করিয়া একবার তিনি অশ্বিদ্বয় হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ-৯।১১২।১।

দীর্ঘাস্য— একজন নাগপতি। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

দীর্ঘায়ু— শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর এবং তাঁহাদের তনয় নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-৯৩।

দুঃখ— নরকের পত্নী বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-৭; বায়ু-১০। অনৃত দেখ।

দুঃশল— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃশল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুঃশলা— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভে শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুরথ। মহাভা-আদি-১১৭।

দুঃশাসন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃশাসন। তিনি জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের অতিশয় অনুগত ছিলেন। শকুনি ও কর্ণের ন্যায় তিনিও সর্ব্বদা দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রনা দিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে, দুর্যোধনের পরামর্শে তিনিই দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনয়ন করিতে গমন করেন এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করেন এবং দুর্যোধনের ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তি প্রভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়া, এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে সপ্তদশ দিবসে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়া রক্তপান করত নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-কর্ণ-৮৪।

দুঃশীম— মহর্ষি দুঃশীম একজন অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি কতিপয় ঋকমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৯৩।১৪।

দুঃশীল— দুঃশীল নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরুর ধন অপহরণ করিয়া প্রথমে খুব ধনশালী হয়। পরে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, নিবেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত ধন সেই দেবকার্য্যে

উৎসর্গ করেন এবং এই পুণ্যের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। স্কন্দ-নাগ-২৭৫।

দুঃসহ— (১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুঃসহ। ভারত সমরে তিনি ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) সমুদ্র মন্থনকালে অলক্ষ্মী, লক্ষ্মীর পূর্ব্বে উদ্ভূতা হন। এই অলক্ষ্মীকে বিপ্রর্ষি দুঃসহ বিবাহ করেন। লি-উত্ত-৬। (৩) যম তনয়া নির্ম্মাষ্টির পতি। শকুনি প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্র। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

দুঃসহা— লক্ষ্মীর এক নাম। মহাভা-শান্তি ২২৫।

দুঃস্বভাব— বল্বল অসুরের অন্যতম সেনাপতি। গর্গ-অশ্বমেধ-৩২—৩৫।

দুগ্ধাব্ধি— জলন্ধর দৈত্যের পিতৃব্য। ইন্দ্র মন্দর পর্ব্বতের সাহায্যে ইহাকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেজন্য জলন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫।

দুহ্যু— যযাতির অন্যতম পুত্র অসুরবংশীয় ঘৃতের তনয় দুদ্রুহ, দুদ্রুহের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার তনয় সুচেতা। হরি-হরি-৩২।

দুন্দুভ—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ দুন্দুভ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে আট কোটি অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৩। (২) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি, তিনি পার্ব্বতী হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দুন্দুভি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা ক্রৌঞ্চদ্বীপে স্ব স্ব নামীয় এক একটী দেশের অধিপতি ছিলেন। লি-৪৬। (২) শিবের অন্যতম অনুচর দুন্দুভি, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে আট কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে যখন সাত্ত নামে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস ছিলেন, তখন লোক-হিতার্থ মহাদেব সুতার নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে তাঁহার দুন্দুভি, শতরূপ, সটীক ও কেতুমান নামে চারিজন শিষ্য যোগ ও ধ্যান প্রচার করেন। লি-২৪।

দুন্দুভিনিস্বন—প্রভাস ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পুরীর দক্ষিণদিক রক্ষক, একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

দুন্দুভিরব— দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। পার্ব্বতী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

দুবস্যু—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দুবস্যু নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০০।১।

দুর্মর্ষণ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দুর্মর্ষণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুরতিক্রম—(১) বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। এবং সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ব্রত চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। (২) একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-পূ-৫; বায়ু-২৩। সুহোত্রী দেখ।

দুরাচারা—দক্ষিণাপথে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে হরিহরপুর নামে এক নগর আছে। তথায় হরিদীক্ষিত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দুরাচারা ছিল। এই কুলটা বহু পাপ ভোগের পর চণ্ডাল যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। পরে বসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠ শ্রবণ করিয়া চণ্ডাল দেহ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যদেহ লাভ করে। পদ্ম-উত্ত-২৮৭।

দুরাধন—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুরাধন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুরিতক্ষয়—যযাতি বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় দুরিতক্ষয়। দুরিতক্ষয়ের কবি, ত্রয্যারুণি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১।

দুরুক্তি—ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে কলি নামে এক পুত্র ও দুরুক্তি নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দুরুক্তি স্বীয় সহোদর কলিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের মৃত্যু নামক পুত্র ও ভীতি নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭।

দুরোণ— স্বারোচিষ মন্বন্তরে দুরোণ তুষিত দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দুর্গ—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভূমি হইতে দুর্গ ও স্বর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (২) কাশীর দক্ষিণ ভাগে দুর্গ নামক গণেশ আছেন। তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় বহু পুণ্য হয়। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৫৭। (৩) রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুর তপস্যার বলে অতিশয় বলবান্ হইয়া, দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, মহাদেবের আদেশে পার্ব্বতী তাঁহাকে বধ করিয়া দুর্গা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭০, ৭১।

দুর্গকুটবিশ্বেশ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। ইহার অর্চ্চনা করিলে এক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ৩৪৯।

দুর্গম—যযাতি বংশীয় ধৃতের পুত্র দুর্গম। দুর্গমের পুত্র প্রচেতা, এই প্রচেতার এক শত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের

উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭।

দুর্গহ—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে দুর্গহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুবৎস, অনার্য্য দস্যু কর্ত্তৃক বন্দী হইলে, তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া, পুত্র লাভের জন্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্ঞীকে ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিতে বলেন। তদনন্তর রাজমহিষী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যু নামক পুত্রকে প্রাপ্ত হন। ঋগ-৪।৪২।৮।

দুর্গা— (১) মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণের ক্রোধ হইতে তখন এক নারী মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তাঁহারই নাম দুর্গা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (২) রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ অসুরকে বধ করিয়া, পার্ব্বতী দুর্গা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০, ৭১। (৩) ব্রহ্মার মুখ হইতে শঙ্কর পত্নী দুর্গার জন্ম হয়। বায়ু-৯। অপর্ণা দেখ। পার্ব্বতীর অন্য নাম। সৌর ৪৯।

দুর্গাদিত্য—প্রভাস ক্ষেত্রে দুর্গাদিত্য নামক সর্ব্বপাপ নাশন এক দেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২২।

দুর্জ্জয়—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করেন, দুর্জ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ। (২) পূর্ব্বকালে শরদণ্ডায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শরদণ্ডায়নী স্বামীর আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাভা আদি-১২০। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্রের অন্যতম কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তনয় দুর্জ্জয়। লি ৬৮। অনন্ত ও অগ্নিদত্ত দেখ।

দুর্জ্জয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

দুর্জ্জেয়—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্জ্জেয় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) তালজঙ্ঘের শত পুত্রের অন্যতম বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের তনয় আনর্ত্ত, আনর্ত্তের তনয় দুর্জ্জেয়। মৎ ৪৩।

দুর্দ্দম—(১) যদুবংশীয় নরপতি ভদ্রশ্রেণ্যের অন্যতম পুত্র দুর্দ্দম। রাজা দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া, বারাণসী নগরী অধিকার করেন। কিন্তু একান্ত বালক বলিয়া দুর্দ্দমকে ছাড়িয়া দেন। দুর্দ্দম হৈহয় রাজের পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহারই

সহায় তা অপহৃত পিতৃরাজ্য বারাণসী নগরী পুনঃ অধিকার করেন। হরি-হরি-২৯। (২) দুর্দ্দমের তনয় কনক, কনকের তনয় কৃতবীর্য্য; কৃতৌজা, কৃতাগ্নি ও কৃতবর্ম্মা এই চারিজন। হরি-হরি-৩৩। (৩) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বলরাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৫। (৪) যদুবংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র ধনক, ধনকের তনয় কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতৌজা ও কৃতবর্ম্মা। লি-৬৮।

দুর্দ্দমন—পাণ্ডব বংশীয় শতানিকের পুত্র দুর্দ্দমন, দুর্দ্দমনের তনয় মহীনর মহীনরের তনয় দণ্ডপানি, দণ্ডপানির তনয় নিমি। ভাগ-৯স্ক-২২।

দুর্দ্দর— বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার তপোধন দৃঢ়ব্রত চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪।

দুর্দ্ধর—শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি দুর্দ্ধর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-১৬২।

দুর্দ্ধর—(১) শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন দুর্দ্ধর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম ছিলেন দুর্দ্ধর। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; দ্রোণ-১৩৫। (৩) হনুমান সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন নষ্ট করেন। সেই সময়ে তাঁহার দমনার্থ রাবণ স্বীয় সেনাপতি দুর্দ্ধর প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমান তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। রামা-সুন্দ-৪৬।

দুর্দ্ধর্ষ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে রাম হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯, ৪৩। (৩) নেপাল দেশে দুর্দ্ধর্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় স্ত্রী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই দুর্দ্ধর্ষেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৭০।

দুর্দ্ধর্ষেশ্বর—নেপাল রাজ দুর্দ্ধর্ষ শিপ্রা নদীর তীরে এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই মহাদেব তাঁহার নাম অনুসারে দুর্দ্ধর্ষেশ্বর শিব নামে খ্যাত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৭০। দুর্দ্ধর্ষ দেখ।

দুর্ধর—রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-সুন্দ-৪৫।

দুর্নিরীক্ষ—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী পূ-৯।

দুর্ব্বাক্ষী—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের পত্নী দুর্ব্বাক্ষী, তক্ষ ও পুষ্করমাল নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দুর্ব্বারণ—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি একবার দৌত্যকার্য্যে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫।

দুর্ব্বাসা—(১) মহাদেবের আদেশে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার রাজা শ্বেতকীর যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি ভানুর কন্যা ভানুমতি রৈবত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে করিতে দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলেন। সে-জন্য ভানুমতি দুর্ব্বাসার শাপে নিকুম্ভ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। হরি-হরি ১৪৭। (৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অনুসূয়ার গর্ভে দত্ত (দত্তাত্রেয়) দুর্ব্বাসা ও সোম জন্মগ্রহণ করেন। দত্ত বিষ্ণুর অংশে, দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশে ও সোম ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন হন। বিষ্ণু-১ম-১০; ভাগ-৪স্ক-১। (৪) একবার দুর্ব্বাসা রাজা অম্বরীষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, এক কৃত্যা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নারায়ণ প্রেরিত চক্র সেই কৃত্যা বিনাশপূর্ব্বক সাকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াও অম্বরীষের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, আত্ম-রক্ষা করেন। ভাগ-৯স্ক ৪, ৫। অম্বরীষ দেখ। (৫) মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও বিদ্যাধরীর হস্তে একটী সন্তানক পুষ্পের মালা দেখিতে পান। দুর্ব্বাসার প্রার্থনায় সেই বিদ্যাধরী উক্ত মালা দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন। দুর্ব্বাসা উক্ত মালা গলে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগণ সহ ইন্দ্রকে ঐরাবত হস্তিতে আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মালা স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহা গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করিলেন। ঐরাবত ইহা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পদদলিত করিল। দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া, "শ্রী ভ্রষ্ট হও" বলিয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করেন। ইন্দ্র এই অনর্থপাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষ্ণুর মন্ত্রণায় সমুদ্র মন্থন করেন। বিষ্ণু-১ম-৯। (৬) একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা নরপতি কুন্তিভোজের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কুন্তিভোজের কন্যা পৃথা (অন্য নাম কুন্তী) তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত

হইয়াছি না। দুর্ব্বাসা তাঁহার আচরণে অতিমাত্র প্রীত হইয়া, তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্রের বলে তিনি যাহাকে আহ্বান করিবেন, তিনিই উপস্থিত হইবেন। কুন্তী হইতে এই মন্ত্রের বলে কর্ণ, যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-১১১। (৭) মহর্ষি দুর্ব্বাসা একবার দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবদের বনবাস কালে, তাঁহাদের আশ্রমে অসময়ে অতিথি হন। দ্রোপদীর আহারান্তে কেহ অতিথি হইলে, পাণ্ডবদের পক্ষে আহার্য্য প্রদান অসম্ভব হইত। ইহা দুর্য্যোধন অবগত ছিলেন। সেই জন্যই দুর্য্যোধন অসময়ে দুর্ব্বাসাকে প্রেরণ করেন। দুর্ব্বাসা আহার না পাইলে তাঁহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়া বিপন্ন করিবেন, ইহাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। মহর্ষিকে স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসিতে বলিলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা বিপন্ন দেখিয়া দ্রোপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রোপদীর পাকস্থলী হইতে বিন্দু মাত্র শাককণা গ্রহণপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া উদ্গার করিবা মাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা তিরোহিত হইল। দুর্ব্বাসা লজ্জায় যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। শিব-জ্ঞান-৬৩।

দুর্ব্বাসাদিত্য— প্রভাস ক্ষেত্রে মহর্ষি দুর্ব্বাসা, আদিত্যের উপাসনায় ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য আদিত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি আদিত্য সেই স্থানে দুর্ব্বাসাদিত্য নামে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৬।

দুর্ব্বাসেশ্বর—মহর্ষি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক পূজিত কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৫।

দুর্ব্বিনীত—দুর্ব্বিনীত নামে এক ব্রাহ্মণ ঘোরতর পাপে পাপী ছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ সাগরে রামধনুষ্কোটী তীর্থে স্নান করিয়া, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৪।

দুর্ব্বিমোচন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্ব্বিমোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ব্বিরোচন— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম ছিলেন দুর্ব্বিরোচন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ব্বিসহ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্ব্বিসহ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্ভগা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দুর্ভগা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দুর্ভিক্ষ—রক্তাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। সৌর-৪৯। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

দুর্মুখ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মুখ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুর্মদ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মদ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) যযাতি বংশীয় ভদ্রসেনের তনয় দুর্মদ ও ধনক। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বলদেব, দুর্মদ প্রভৃতি এবং পৌরবী হইতে ভদ্র, ভূত, দুর্মদ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। অন্ধক দেখ। (৪) যযাতির অন্যতম পুত্র দ্রুহ্য। এই দ্রুহ্যের বংশীয় ধৃতির পুত্র দুর্মদ, দুর্মদের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার শত পুত্র ছিল। বায়ু-৯৯।

দুর্মম—যযাতি বংশীয় ধৃতের পুত্র দুর্মম। দুর্মমের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার শত পুত্র উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছ হইয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩।

দুর্মর্ষণ—(১) যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা সৃঞ্জয়ের পত্নী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ্ণি ও দুর্মর্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রোণ-১৩৫।

দুর্মিত্র—(১) কুৎসের পুত্র মহর্ষি দুর্মিত্র ও সুমিত্র ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১০৫।১। (২) মগধের অধিপতি পুষ্পমিত্র। এই ক্ষত্রিয় রাজা কিলকিলা নগরীর অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্পমিত্রের তনয় দুর্মিত্র। ভাগ-১২স্ক-১।

দুর্মুখ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুর্মুখ। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি ভীম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; মহাভা-দ্রোণ-১৩৪। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয়, দুর্মুখ, সুমুখ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। (৩) বরাহকল্পের চতুর্থ দ্বাপরে মহাদেব সুহোত্র নামে অবতীর্ণ হন। এবং সুমুখ, দুর্মুখ, দুর্দর ও দুরতিক্রম নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই তপোধন দৃঢ়ব্রত ছিলেন। লি-২৪ ; বায়ু-২৩। সুহোত্রী

দেখ। (৪) রাবণের অন্যতম সেনাপতি ও মা ্যবান্ রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। (৫) হনূমান লঙ্কা দগ্ধ করিলে, সেনাপতি দুর্ম্মুখ রাবণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী সমুদয় বানর নিপাত করিতে পারিবেন। রামা-লঙ্কা-৮। (৬) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৭) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি, দেবী কাত্যায়নী তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। বাম-২০। (৮) জনৈক মহাত্মা। তিনি গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-২।

দুর্যোধন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুদুর্জ্জয়ের পুত্র দুর্যোধন। তিনি ধার্ম্মিক সংগ্রামনিপুণ ও অসাধারণ বলশালী ছিলেন। দেবনদী নর্ম্মদা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই নর্ম্মদার গর্ভে তাঁহার সুদর্শনা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-২। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী শত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে দুর্যোধন সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। দুর্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতা দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল প্রভৃতি অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে ইঁহারা ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু কেহই ভীমের সমকক্ষ ছিলেন না। ইহাতে পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের বিদ্বেষ ভাব জন্মে। একদিন জলক্রীড়া করিতে যাইয়া, দুর্যোধন ভীমকে বিষ মিশ্রিত মোদক প্রদান করেন। কিন্তু ভীম ইহা হইতে রক্ষা পান। ইতিমধ্যে ভীষ্মদেব পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। পাণ্ডব, কৌরব, কর্ণ প্রভৃতি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানেও অর্জ্জুনের অধিকতর কৃতকার্য্যতায় দুর্যোধনের মনে হিংসার উদয় হয়। পরে অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জ্জুনের সাফল্যে দুর্যোধন আরও বিষণ্ণ হন। এই ঘটনার এক বৎসর পরেই ধৃতরাষ্ট্র ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার পরে পাণ্ডবেরা যবনরাজ সৌবিরকে রণস্থলে সংহার করেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডুও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তাহার পরে পাণ্ডবেরা নানাদেশ জয় করিয়া কুরুরাজকে প্রচুর ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে একটুকু বিষণ্ণ হইলেন। এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও পাণ্ডবদিগের উন্নতিতে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তায় তৎপর ছিলেন। অনন্তর শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও

কর্ণ দুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রজ্ঞা চক্ষু বিদুর ইহা বুঝিতে পারিলেন। এবং তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কিছুদিন ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া, তাঁহারা পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পাঞ্চালপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া, দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, ইহা কেহই মনে করেন নাই। গুপ্তচরেরা আসিয়া খবর দিল যে, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং তাঁহারাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও বাহিরে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদুরকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনয়ন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডব-প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে বলিলেন। তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া তথায় গমন করিলেন। খাণ্ডব প্রস্থে যুধিষ্ঠিরাদি আসার কিছুকাল পরে, যুধিষ্ঠির এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। এবং খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনাদির হিংসা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধনের অধিকারী হইতে তাঁহারা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া পরাস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখিয়া একে একে রাজ্য ধন সম্পদ সমস্ত হারাইলেন। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, কিন্তু তাহাতেও হারিলেন। দুর্য্যোধনেরা দ্রৌপদীকে রাজ সভায় আনিয়া যথেষ্ট অপমান করিলেন। অবশেষে এই স্থির হইল যে, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিবেন। এই ঘটনা দ্বারা উভয় পক্ষের মনোমালিন্য আরও বর্দ্ধিত হইল। পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে যাপন করিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট গৃহে অবস্থান কালে ভীম, বিরাটের সেনাপতি কীচককে বধ করেন। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন বিরাটের গোধন হরণ করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন

প্রকাশ পাইল যে, পাণ্ডবেরা বিরাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। মৎস্য দেশাধিপতি বিরাট ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন। পরে তিনি স্বীয় কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ সম্পাদন করেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পাঞ্চালপতি দ্রুপদের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, আর এই বিবাহে বিরাটের সহায়তা লাভ করিলেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব রাজ্য প্রার্থনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিতেও সম্মত হইলেন না। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। এই যুদ্ধে ভীম হস্তে দুর্য্যোধনের সকল ভ্রাতা নিহত হইলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন পলায়ন করিয়া, পূর্ব্বদিকস্থ হ্রদে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু ভীম সেখানে গমন করিয়া তাঁহার উরু ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। পাপমতি দুর্য্যোধন এইরূপে স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন। দুর্য্যোধনের স্ত্রীর নাম চিত্রাঙ্গদা। ভানুমতি নামেও তাঁহার এক স্ত্রী ছিল; দুর্য্যোধনের পুত্রের নাম লক্ষণ ও কন্যার নাম লক্ষণা ছিল। লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বিবাহ করেন। মহাভারত।

দুলিদুহ— ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অনমিত্রের তনয় দুলিদুহ। তিনি অতিশয় বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের তনয় রঘু। হরি-হরি-১৫। অজ দেখ।

দুষ্কর্ণ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্কর্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুষ্কল্লা— দধীচ মুনির পুত্র সুদর্শনের স্ত্রী দুষ্কল্লা অতিশয় মন্দস্বভাবা ছিল। শিব-জ্ঞান-৪৪। দধীচি দেখ।

দুষ্কৃত— তুর্ব্বসুর বংশীয় করন্ধমের পুত্র মরুত্ত, অনপত্য অবস্থায় রাজা হইয়াছিলেন। পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্কৃতকে তাঁহার পুত্ররূপে কল্পনা করেন। বায়ু-৯৯।

দুষ্প্রহর্ষ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রহর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুষ্মন্ত— পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদি পুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ঈলিন ও মাতার নাম রথন্তরী ছিল। তিনি একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় মহর্ষি কণ্বের পালিতা ন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ । এবং পরে তাঁহাকে গান্ধর্ব্বমতে বাহ করেন। রাজচক্রবর্ত্তী ভরত হারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শকুন্তলা দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৬৯—৭৪। (২) নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতম পুত্র দুষ্মন্ত। তিনি নীলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে হয়গ্রীব প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই হয়গ্রীবের কন্যা উপদানবী হইতে দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৪) দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় মহীপতি মরুত্ত অপুত্রক ছিলেন। তিনি দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এইরূপে যযাতির পুত্র তুর্ব্বসুর বংশ কৌরব কুলে প্রবিষ্ট হইল। দুষ্মন্তের তনয় করুথাম ও করুথামের তনয় আক্রীড়। হরি-হরি-৩২। (৫) যযাতিবংশীয় নরপতি রেভির পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের শকুন্তলা গর্ভজাত তনয় ভরত। ভাগ-৯স্ক-২০। (৬) মরুত্তের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ। অগ্নি-২৭৭।

দুষ্পন্ন— পাটলীপুত্র নগরে পশুমান নামে এক ধাৰ্ম্মিক বৈশ্য ছিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দুষ্পন্ন অতিশয় মন্দ স্বভাবের ছিল। সে নগরের শিশুদিগকে জলনিমগ্ন করিয়া হত্যা করিত। অবশেষে রাজপুরুষেরা তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। সে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে কতকগুলি তাপস বালককে দেখিতে পায় এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু পরে নিজেও জলনিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পরে পিশাচ হইয়া সে বহুকাল অতিকষ্টে সেই অরণ্যে যাপন করে। এমন সময়ে একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুতীক্ষ্ণ মুনি তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া গন্ধমাদন তীর্থে তাহার মুক্তি কামনা করিয়া স্নান করিবা মাত্র সে মুক্ত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

দুষ্প্রধর্ষ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রধর্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; কর্ণ-৫২।

দুষ্প্রধর্ষণ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দুষ্প্রধর্ষণ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দুহদ্রুহা— দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের তনয় ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ মুরু দৈত্যের কন্যা কামকটঙ্কটাকে বিবাহ করেন। কামকটঙ্কটা হইতে বর্ব্বরীক জন্মগ্রহণ করেন। দুহদ্রুহা নাম্নী রাক্ষসী, বর্ব্বরীক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৩।

দুহিতা— সহ নামক অগ্নির রূপবতী পত্নী দুহিতা হইতে অদ্ভুত নামক

পাবে রক্তজন্ম হয়। মহাভা-বন-২২০।

দূতী— অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, দূতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

দূর্ব্ব— পাণ্ডববংশীয় নৃপঞ্জয়ের পুত্র দূর্ব্ব, দূর্ব্বের তনয় তিমি, তিমির পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় সুদাস। ভাগ-৯স্ক-২২।

দূষণ— মাল্যবান্ রাক্ষসের কনিষ্ঠা কন্যা ও বিশ্রবা মুনির চারি পত্নীর অন্যতমা বলাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও মালিকা জন্মে। লি-৬৩। খর ও দূষণ উভয়েই রাবণের মাসীপুত্র। তাঁহারা জনস্থানে বাস করিতেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদের ভগিনী শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিলে, তাহার প্রতিকারার্থ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু একে একে সকলেই রামহস্তে পরাজিত ও নিহত হন। রামা-আরণ্য-১৯, ৩০। খর দেখ।

দৃগঞ্চলেঙ্গিতজ্ঞা— পার্ব্বতীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

দৃঢ়— (১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দৃঢ়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭।

দৃঢ়কর্ম্মা— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়কর্ম্মা। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়কেশ— কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি বিশালরাজের কন্যাকে হরণ করিতে চেষ্টা করেন। এমন সময়ে নরপতি করন্ধমের তনয় অবীক্ষিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন এবং সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। মার্ক-১২৬।

দৃঢ়ক্ষেত্র— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়ক্ষেত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়চ্যুত— মহর্ষি অগস্ত্যের অন্যতম পুত্র দৃঢ়চ্যুত, একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্রের রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।২৫।১। দৃঢ়চ্যুতের পুত্র ইধ্মবাহ। ঋগ-৯।২৫।৩। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা দেখ।

দৃঢ়ধনু— পুরুবংশীয় নরপতি সেনজিতের অন্যতম পুত্র দৃঢ়ধনু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। সেনজিত দেখ।

দৃঢ়ধন্বা— (১) নরপতি দৃঢ়ধন্বা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) পূর্ব্বকালে দৃঢ়ধন্বা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা উৎপলাবতী মহর্ষি সুতপার শাপে মৃগীরূপ প্রাপ্ত হইয়া

ছিলেন। মার্ক-৭৪। উৎপলাবতী দেখ। (৩) কাঞ্চীপুরাধিপতি নরপতি দৃঢ়ধন্বার কন্যা বিশালাক্ষী, কলিঙ্গরাজ সুবাহুর পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব চতু-৬৯।

দৃঢ়নেত্র— মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। রামা-আদি-৫৭।

দৃঢ়নেমী— পুরুবংশীয় নরপতি সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুধর্ম্ম, সুধর্ম্মের পুত্র সার্ব্বভৌম। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমী, দৃঢ়নেমীর তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের তনয় সুমতি। ভাগ-৯স্ক-২১; বিষ্ণু ৪র্থ-১৯।

দৃঢ়ব্য— উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য উর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও অগস্ত্য এই সকল মহর্ষিরা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত এবং দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

দৃঢ়ব্রত— (১) বরাহ কল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে, হিমালয়ের শিখণ্ডী নামক চূড়ায়, মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে দৃঢ়ব্রত (লি-যতীশ্বর) তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। শিখণ্ডী দেখ। (২) চরিষ্ণুবমনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

দৃঢ়মতি—দৃঢ়মতি নামে এক শূদ্র ছিলেন। তিনি সুমতিনামক এক ব্রাহ্মণের নিকট নিখিল বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৯। সুমতি দেখ।

দৃঢ়মন্যু— মহর্ষি বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

দৃঢ়মান— মগধের শূদ্রবংশীয় রাজা মেঘস্বাতির তনয় দৃঢ়মান, দৃঢ়মানের তনয় অনিষ্টকর্ম্মা। ভাগ-১২স্ক-১।

দৃঢ়রথ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়রথ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ। হরি-হরি-৩১। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নবরথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথ হইতে শকুনি, শকুনি হইতে করম্ভ, করম্ভ হইতে দেবরাত জন্মে। লি-৬৮। (৪) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দ্রথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের তনয় জনমেজয়। বায়ু-৯৯

দৃঢ়রুচি— প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশদ্বীপ হয়। হিরণ্যরেতার বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্র ও দেব নামে সাত পুত্র ছিল। এই দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দৃঢ়সন্ধ— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়সন্ধ

তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমহস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়সেন— (১) নরপতি দৃঢ়সেন কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া, দ্রোণাচার্য্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২১। (২) মগধের জরাসন্ধবংশীয় নরপতি সুশ্রমের পুত্র দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেনের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র সুবল। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৩) মগধের বৃহদ্রথবংশীয় নরপতি দৃঢ়সেন ৫৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে সুমতি ৩৩ বৎসর রাজ্য পালন করেন। বায়ু-৯৯।

দৃঢ়স্যু— মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা হইতে দৃঢ়স্যু নামে এক পুত্র জন্মে। ইধ্মবাহ নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন। মহাভা-বন-৯৬।

দৃঢ়হনু— যযাতিবংশীয় নরপতি বিষদের পুত্র শ্যেনজিতের, রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস নামে চারি পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-২১।

দৃঢ়হস্ত— কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম দৃঢ়হস্ত। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়ায়ু—(১) নরপতি পুরূরবা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু, ধীমান্‌, বনায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু ও অমাবসু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫; মৎ-২৪। অশ্বায়ু দেখ। (২) রুদ্রমেরু সাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ। অগ্নি-২৭৪। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। পুরূরবা দেখ।

দৃঢ়ায়ুধ—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম দৃঢ়ায়ুধ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

দৃঢ়াশুগ—তিনি, সিংহল রাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যবর্গের অন্যতম ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

দৃঢ়াশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুবলাশ্বের (অন্য নাম ধুন্ধুমার) শত পুত্রের সকলেই ধুন্ধু রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কেবল দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব জীবিত ছিলেন। দৃঢ়াশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। ভাগ-৯স্ক ৬; অগ্নি-২৭৩; শিব-ধর্ম্ম-৬০; হরি-হরি-১২। (২) নরপতি দৃঢ়াশ্বের তনয় বার্য্যাশ্ব, বার্য্যাশ্বের তনয় নিকুম্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) দৃঢ়াশ্বের পুত্র প্রমোদ তৎপুত্র হর্য্যশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪) পুলহ ঋষি সন্তান উৎপাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়াশ্বকে পুত্রত্বে বরণ করেন। সেই জন্য পুলহ সন্তানগণ অগস্ত্য বংশসম্ভূত বলিয়া উক্ত হয়। মৎ-২০২।

দৃঢ়েয়ু—বরুণদেবের পুরোহিত দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও মহর্ষি অত্রির পুত্র স্বারস্বত। তাঁহারা পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা অনুশা-১৫০।

দৃঢ়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দৃঢ়েষু—মহর্ষি দৃঢ়েষু বরুণদেবের অন্যতম পুরোহিত। মহাভা-অনুশা-১৫০। ঋতেয়ু দেখ।

দৃঢ়োষ্কর্ত—তামস মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। অবক্ষি দেখ।

দৃভীক—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে দৃভীক নামে এক অসুর ছিল। ইন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ ২।১৪।৩।

দৃমিচণ্ড—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

দৃমিচণ্ডেশ্বর— কাশীস্থিত দৃমিচণ্ডেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে, পাপভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

দৃষদ্বত—রাজা দৃষদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে চন্দ্রবংশীয় নরপতি প্রাচীম্বানের তনয় সংযাতি বিবাহ করেন। সংযাতির তনয় অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫।

দৃশদ্বতী—(১) হিমালয়ের কন্যা ত্রিলোক বিখ্যাতা দৃশদ্বতী, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রসেনজিৎ জন্মগ্রহণ করেন হরি-হরি-১২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমী, নবা, দর্বা ও দৃশদ্বতী নাম্নী পাঁচ পত্নী ছিল। তন্মধ্যে দৃশদ্বতীর গর্ভে ঔশীনর শিবি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৩) বিশ্বামিত্রের এক পত্নীর নাম ছিল দৃষদ্বতী। তিনি অষ্টককে প্রসব করেন। অষ্টকের পুত্র লৌহি। হরি-হরি-২৭। (৪) কাশীর রাজা দিবোদাসের এক পত্নীর নাম ছিল দৃশদ্বতী। তিনি রাজর্ষি প্রতর্দ্দনের জননী। প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস ও ভাগ। হরি-হরি-২৯। (৫) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোর্ণ ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র এবং দৃশদ্বতা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (৬) মনুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্বের পত্নী দৃশদ্বতী বসুমনাকে প্রসব করেন। বসুমনার পুত্র ত্রিধন্বা। লি-৬৫। (৭) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর বংশীয় মহামনার অন্যতম পুত্র উশীনর। উশীনরের অন্যতমা পত্নী দৃশদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯। উশীনর দেখ।

দৃষ্টশর্ম্মা—যদুবংশীয় শফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। অবাহ ও শফল্ক দেখ।

দৃষ্টি—(১) যযাতি বংশীয় ভজমানের পত্নী, নিম্নোচি, কিঙ্কণ ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র প্রসব করেন এবং অন্য

শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) মহর্ষি মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস ও মরীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫।

দেব—(১) দেব নামে একজন দানব ছিল। তাঁহার পুত্র অপান্তরতমা ঋষি বেদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। হরি-হরি-২৫৫। যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে দেব একজন পুরাণ প্রকাশক, বেদ বিভাজক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম দেব ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দেবঅস্ত্র—দক্ষপ্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে কৃশাশ্ব বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের তনয় দেবপ্রহরণ ও দেবঅস্ত্র। বিষ্ণু-১ম-১৫।

দেবঋতঞ্জয়—বরাহকল্পের একজন ব্যাস। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০।

দেবক—(১) অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মান্যমান নামে এক অসুর ছিল। তাহার পুত্র দেবককে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।১৮।২০। (২) মহীপতি দেবকের পরমা সুন্দরী যুবতী পারশবী বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরের স্ব-সদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১১৪। (৩) যদুবংশীয় অভিজিতের তনয় আহুক, আহুকের পত্নী, কাশীরাজ নন্দিনী হইতে দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র এবং দেবকী, শান্তিদেবী, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুদেবী নাম্নী সাত কন্যা ছিল। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (৪) পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী পৌরবীর গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) যযাতি বংশীয় পুনর্ব্বসুর তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যা জন্মে। এই সাত কন্যা বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবকী—(১) মহীপতি দেবকের সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী নাম্নী

অন্যতমা ছিলেন। তন্মধ্যে দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৭। (২) দেবকীর গর্ভে কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র, সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবকুল্যা—(১) মহর্ষি মরীচির ঔরসে ও কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা কলার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পূর্ণিমা হইতে বিশ্বগ ও বিরজ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভূমার ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা নামে দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে ঋষিকুল্যা উদ্গীথকে ও দেবকুল্যা প্রস্তাবকে প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবকূট— পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত দেবযক্ষ নামক যক্ষের অন্যতম পুত্র। গর্গ-মথু-১২। অথণ্ড দেখ।

দেবক্ষত্র, দেবক্ষেত্র—(১) যদুবংশীয় রাজা দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় মহাযশস্বী মধু, মধুর পুত্র মরুবসা। ভাগ-৯স্ক-২৪; হরি-হরি-৩৬। (২) জ্যামঘবংশীয় করম্ভের তনয় দেবরাত, দেবরাতের আত্মজ দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের পুত্র মধু। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩) চৈদ্যবংশীয় শকুন্তির পুত্র করম্ভ, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র দেবক্ষত্র, তৎপুত্র মধু। অগ্নি-২৭৫।

দেবগুহ্য— অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণিমনুর সময়ে বিষ্ণুদেব গুহ্যের পত্নী সরস্বতী হইতে সার্ব্বভৌম নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

দেবগ্রহ— মনুষ্যগণ নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে। মহাভা-বন-২২৮।

দেবজনী— যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। তিনি অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রা হইতে তাঁহার মণিবর ও মণিভদ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পূর্ণভদ্র, হৈমরথ, মণিমৎ, নন্দিবর্দ্ধন, কুস্তুম্বুরু, পিশঙ্গাভ, স্থূলকর্ণ, মহাজয়, শ্বেত, বিপুল, পুষ্পবান, ভয়াবহ, পদ্মবর্ণ, সুনেত্র, যক্ষ, বাল, বক, কুমুদ, ক্ষেমক, বর্দ্ধমণি, দম, পদ্মনাথ, বরাঙ্গ, সুবীর, বিজয়, কৃতি, পূর্ণমাস, হিরণ্যাক্ষ ও সুরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ

দেবজাতি— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবজান— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের কশ্যপ বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবতাজিৎ—স্বায়ম্ভুবমনুবংশীয় নরপতি সুমতির স্ত্রী বৃদ্ধসেনা হইতে দেবতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাজিতের স্ত্রী আসুরী হইতে দেবদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবজিহ্ব—অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডেয় ও মৌদ্‌গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবদত্ত—(১) মনুবংশীয় রাজা উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত। বিষ্ণু অগ্নিবেশ্য নামে দেবদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত মহর্ষি অগ্নিবেশ্য, কানিন ও জাতুকর্ণ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২। জাতুকর্ণ ও অগ্নিবেশ্য দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় দেবদত্ত ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া অপ্সরা প্রম্লোচাকে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য প্রেরণ করেন। দেবদত্ত প্রম্লোচার রূপে মোহিত হন। তাঁহার ঔরসে ও প্রম্লোচার গর্ভে রুরু নামে এক কন্যা জন্মে। পরে দেবদত্ত আবার দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। বরা-১৪৬। (৩) কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক অনপত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ মহর্ষি গোভিলকে উদ্‌গাতা নিযুক্ত করেন। কিন্তু স্বরভঙ্গ হেতু, তাঁহার মন্ত্র বিশুদ্ধ হইতেছিল না। সেজন্য গোভিলকে তিনি তিরস্কার করেন। গোভিল সেই জন্য তাঁহাকে শাপ দেন যে, তাঁহার পুত্র মূর্খ ও কাণ্ডাকাণ্ড বর্জ্জিত হইবে। দেবদত্তের কাতর প্রার্থনায়, তিনি প্রীত হইয়া "মূর্খ পুত্রই পরে জ্ঞানী হইবে" এই কথা বলেন। দেবীভা-৩য়স্ক-১০। (৪) দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের পত্নী অন্যায় কার্য্য করিয়াও রুদ্রশির্ষ তীর্থ মাহাত্ম্যে পাপলিপ্ত হইত না। স্কন্দ-নাগ ৭৮। (৫) যদুবংশীয় দেবরাতের পুত্র দেবদত্ত, দেবদত্তের পুত্র মধু,। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

দেবদর্শ—মহর্ষি সুমন্ত স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করান। কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৬। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে দেবদর্শের নাম বেদস্পর্শ। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

দেবদাস—দেবদাস নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম উত্তমা ও পুত্রের নাম অঙ্গদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র হস্তে সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। পদ্ম-উত্ত-২১৬।

দেবদেব—দেবকের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। দেবক দেখ মহাদেবের অন্য নাম। শ্রীমহাভাগ-৬।

দেবদ্যুতি—দেবদ্যুতি নামে এক ব্রাহ্মণ সরস্বতী তীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা করিতেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সুমিত্র নামে এক পুত্র প্রদান করেন। পদ্ম-উত্ত-১২৮।

দেবদ্যুম্ন—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় দেবতাজিতের পত্নী আসুরী হইতে দেবদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতি হইতে পরমেষ্ঠী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

দেবন—নরপতি দেবক্ষত্রের পুত্র দেবন, দেবনের পুত্র মধু, মধুর পুত্র মনু প্রভৃতি। বায়ু-৯৫।

দেবনক্ষত্র—যদুবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র পুরবস। মৎ-৪৪।

দেবনাম—মনুবংশীয় নরপতি হিরণ্যরেতার সপ্ত পুত্রের অন্যতম। হিরণ্যরেতা স্বীয় অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দেবনায়ক— গোলকের নবনন্দনের অন্যতম। গর্গ গোলক-১৮।

দেবপতি— মহর্ষি দেবপতি একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

দেবপ্রভা— দশরথের পত্নী কৌশল্যা, বসুদেবের পত্নী দেবকী এবং হরিব্রতের ভার্য্যা দেবপ্রভা, এই তিন নারী তিন জন্মে যথাক্রমে শার্ঙ্গপানির মাতা হইয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪২।

দেবপ্রস্থ— ব্রজের একজন গোপ। গর্গ-বৃন্দাবন-১১।

দেবপ্রহরণ— (১) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে কৃশাশ্ব দুইটীকে বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের তনয় দেবপ্রহরণ ও দেবঅস্ত্র। বিষ্ণু-১ম-১৫। (২) মহর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেবপ্রহরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বায়ু-৬৬।

দেবপ্রিয়— পূর্ব্বকালে শিপ্রানদী তীরস্থ অবন্তী নগরে বেদপ্রিয় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দেবপ্রিয়, প্রিয়মেধ, সুবৃত ও সুব্রত নামে বেদোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা ও শিবপূজাপরায়ণ চারি পুত্র ছিলেন। রত্নমাল পর্ব্বতে সেই সময়ে দূষণ নামে এক মহাসুর ছিলেন। তিনি অবন্তীনগর আক্রমণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় মহাদেব মহাকালেশ্বর নামে তথায় এক গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া দূষণকে বিনাশ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৬।

দেববতী—(১)গ্রামনী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতী, বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫। (২) দৈত্য

কন্দরমালীর কন্যার নাম দেববতী। ম: র্ষি [illegible]তধ্বজের পুত্র জাবালি তাঁহাকে বিবাহ করেন। বাম-৬২—৬৫।

দেববৎ— রুদ্রসাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৫০। রুদ্রসাবর্ণিমনু দেখ।

দেববর্ণিনী—(১) বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী বিশ্রবামুনির অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৭০; লি-৬৩। (২) ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে মহর্ষি বিশ্রবণ বিবাহ করেন। তাঁহা হইতে বৈশ্রবণ কুবের উৎপন্ন হন। রামা-উত্ত-৩; সৌর-৩০।

দেববর্দ্ধন— যদুবংশীয় দেবকের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেববর্ম্মা— মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি ইন্দ্রপালিতের পর, দেববর্ম্মা মগধে সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

দেববর্হ— মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম। যজ্ঞবাহু স্বীয় অধিকৃত শাল্মলীদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্তপুত্রকে এক এক বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

দেববর্হি— শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি যজ্ঞবাহুর অন্যতম পুত্র। তিনি শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

দেববান্— (১) অতি প্রাচীনকালে দেববান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় পিজবন, পিজবনের তনয় প্রসিদ্ধ নরপতি সুদাস। ঋগ-৭।১৮।২২। (২) যদুবংশীয় আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান্ উপদেব, সদেব ও দেবরক্ষিত নামে চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭; মৎ-৪৪। (৩) কম্বলবর্হিষের অন্যতম পুত্র দেববান্, দেববানের তনয় অসমৌজা, বীর ও নাসমৌজা এই তিনজন। হরি-হরি-৩৮। (৪) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দেববান্। বিষ্ণু-৩য়-২; ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫)যযাতিবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র অক্রূর, অক্রূরের তনয় দেববান্ ও উপদেব। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) যদুবংশীয় দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত কন্যা ছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবক দেখ।

দেববায়ু— ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি দেখ।

দেববাহু— (১) রৈবতমনুর সময়ে দেববাহু সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (২) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোলী নামে এক পুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। পুলস্ত্য দেখ।

দেবব্রত— পুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই নাম পরে

ভীষ্ম হয়। ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৯৫। কাশ্মীরদেশে দেবব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা মালিনী যবনদেশবাসী সত্যশীলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-বৈশাখ-২৪।

দেবভাগ—(১) যদুবংশীয় শূরের তনয় দেবভাগ, দেবভাগের পুত্র যশস্বী উদ্ধব। হরি-হরি-৩৪। (২) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবভাগের পত্নী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী কংসার গর্ভে চিত্তকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবভুজ— উত্তমমনুকে বৎস করিয়া সর্ব্বোত্তম দেবভুজ, পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ শস্য দোহন করেন। বায়ু-৬৩।

দেবভূতি— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি ভাগবতের তনয় দেবভূতি। তিনিই এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার মন্ত্রী কন্ব তাঁহাকে সংহার করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কন্ব হইতে কন্ববংশ আরম্ভ হয়। ভাগ-১২স্ক-১। দেবভূতির অমাত্য কন্ববংশীয় বসুদেব, বাসনাসক্ত দেবভূতিকে হনন করিয়া, স্বয়ং মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

দেবভূমি— মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি মহাভাগের পুত্র দেবভূমি, দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের তিনিই মগধের শেষ নরপতি। মৎ-১৭২।

দেবমত— মহর্ষি দেবমতকে দেবর্ষি নারদ জীবের জন্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-২৪।

দেবমতি— অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহু ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবমানি— পূর্ব্বকালে রৈবতদেশে দেবমানি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নানা অব্রাহ্মণোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন। অবশেষে জানন্তি নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। বৃহন্না-৩৩।

দেবমিত্র— দেবমিত্র মাণ্ডুকেয় মুনির শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু মাণ্ডুকেয়ের নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজ শিষ্য সৌভরী প্রভৃতিকে শিক্ষা প্রদান করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

দেবমিত্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা দেবমিত্রা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য রৌদ্রমহালয় স্বীয় অনুচর সুনক্ষত্র, কমূল, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল, দেবমিত্রা ও চিত্রসেনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

দেবমীঢ়— (১) জনকবংশীয় নরপতি

কৃতরথের অপত্য দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের অপ[illegible] বিশ্রুত, বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (২) যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি। ভাগ ৯স্ক-২৪। হৃদিক দেখ।

দেবমীঢ়ুষ— যদুবংশীয় নরপতি ক্রোষ্টার অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে দেবমীঢ়ুষ ও যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ুষের পত্নী অশ্মকী, শূরকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৪, ৩৮। যদুবংশীয় মহীপতি কৃতবর্ম্মার তনয় দেবমীঢ়ুষ, শতধনু প্রভৃতি। এই দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব প্রভৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শূর দেখ। যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতমা পত্নী মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৭; বায়ু-৯৬।

দেবযক্ষ—অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে অতি প্রসিদ্ধ এক যক্ষ ছিলেন। তিনি পরম জ্ঞানী ও শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার গন্দ, দন্ত, দেবকূট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অনন্ত পৃথু নামে আট পুত্র ছিল। তাঁহারা একদা শিবপূজার জন্য মানস সরোবর হইতে পদ্ম পুষ্প আহরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, সেই সকল পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই আঘ্রাত উচ্ছিষ্ট পুষ্প প্রদান জনিত পাপে তাঁহারা তিন জন্ম অসুর যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-মথুরা-১২।

দেবযাজী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দেবযাজী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭।

দেবযান—মহর্ষি দেবযান একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৯।

দেবযানী—অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী। তিনি প্রিয়ব্রতের কন্যা উর্জ্জস্বতীর গর্ভে জন্মেন। পূর্ব্বে বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা বার বার পরাজিত হন। অসুরেরা হত হইলে শুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র বলে তাঁহাদিগকে জীবিত করিতেন। তাহা দেখিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট উক্ত মন্ত্র শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। শুক্রাচার্য্য কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নানা প্রকারে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেব-

যানীর জন্য কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। দেবযানী কচের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কচকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কচ প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য দেবযানী তাহাকে শাপ দেন এবং কচও "কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে বিবাহ করিবে না" বলিয়া তাঁহাকে শাপ দেন। দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর প্রিয় সখী ছিলেন। একদা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা জলে নামিয়া জল ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্রদেব সেই স্থান দিয়া যাইবার কালে কৌতুক পরবশ হইয়া তীরস্থিত তাঁহাদের বস্ত্র একত্রিত করিয়া দিয়া গেলেন। শর্ম্মিষ্ঠা জল হইতে উঠিয়া, না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। ইহাতে দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠার বিবাদ হয়। শর্ম্মিষ্ঠা অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করেন। এমন সময়ে রাজা যযাতি তাহাকে কূপে পতিত দেখিয়া কূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য্য দেবযানীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠার আচরণ অবগত হইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বৃষপর্ব্বার আলয় পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বৃষপর্ব্বা ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাকে দেবযানীর সন্তোষ সাধনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই স্থির হইল যে, শর্ম্মিষ্ঠা এক সহস্র দাসী সহ দেবযানীর দাসীর কার্য্য করিবে। ইহার কিছুদিন পরে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা সহ কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহীপতি যযাতি মৃগয়ার্থ কানন ভ্রমণে পিপাসার্ত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। এবং দেবযানী ও যযাতি উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া বিবাহে প্রথমে অসম্মত হন। পরে এই বিবাহে শুক্রাচার্য্যের সম্মতি আছে জানিয়া দেবযানীকে বিবাহ করেন। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতি ভবনে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু যযাতি উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৭৬—৮৫। যযাতি দেখ।

দেবরক্ষিত—যদুবংশীয় আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান্, উপদেব, দেবরক্ষিত ও সুদেব নামে চারি পুত্র এবং দেবকী প্রভৃতি সাত কন্যা জন্মে। সেই সাত কন্যাই বসুদেবের পত্নী ছিলেন। এবং জ্যেষ্ঠা দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭।

দেবরক্ষিতা—যদুবংশীয় দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। বসুদেব দেখ। দেবরক্ষিতা হইতে বসুদেবের গদ প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪।

দেবরঞ্জিতা—যদুবংশীয় আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। তন্মধ্যে দেবকের অন্যতম পুত্র দেবরঞ্জিতা। বায়ু-৯৬।

দেবরথ— বিদর্ভবংশীয় করম্ভকের পুত্র দেবরথ, দেবরথের পুত্র দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্রের তনয় দেবন। বায়ু-৯৫।

দেবরাজ— ইন্দ্রের অন্য নাম। রামা-সুন্দ-১১।

দেবরাজেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। দেবরাজ ইন্দ্র এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। যে মানব সমাহিত মনে উক্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১৭।

দেবরাত— (১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত। রাজর্ষি জনক ইঁহারই বংশধর। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময়ে মহাদেব একটী ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আক্রমণ করেন। দেবতারা ভয় পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার ক্রোধের উপশম হয়। তিনি তখন সেই ধনু দেবতাদিগকে প্রদান করেন। দেবতারা সেই ধনু নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতাকে লাভ করেন। রামা-আদি-৬৬। (২) জনকবংশীয় সুকেতুর পুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র মহাবীর। রামা-আদি-৭১। (৩) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি ভরতের তনয় দেবরাত ও দেবশ্রবা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থনদ্বারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৩।২৩।২। (৪) দেবরাতের তনয় সুগুপ্ত। ঋগ-৪।১৫।৪। (৫) জনকবংশীয় নরপতি দেবরাতের যজ্ঞে বৈশম্পায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বিবাদ উপস্থিত হয়। বৈশম্পায়ন ছিলেন যাজ্ঞবল্কের মাতুল। যজ্ঞের দক্ষিণা লইয়া বিবাদ ছিল। পরে যাজ্ঞবল্ক্য মাতুলকে অর্দ্ধ দক্ষিণা দিতে সম্মত হন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (৬) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও দেবরাত ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৭) দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্র ছিল। দেবরাতের পূর্ব্বনাম ছিল শুনঃশেফ। নরপতি হরিদশ্বের যজ্ঞে তিনি পশুরূপে নিয়োজিত হন। দেবগণ পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রকে তাঁহার পুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনঃশেফ দেবরাত নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-২৭। (৮)

যদুবংশীয় নরপতি করম্ভের তনয় দেবরাত, দেবরাতের তনয় দেবক্ষত্র (অগ্নি-দেবক্ষেত্র)। দেবক্ষত্রের তনয় মধু। হরি-হরি-৩৬; লি-৬৮; অগ্নি-২৭৫। (৯) জনকবংশীয় সুকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য্য। ভাগ-৯স্ক-১৩। করম্ভির তনয় দেবরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১০) বিশ্বামিত্রবংশীয় দেবরাত একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

দেবরাতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি দেবরাতের তনয় দেবরাতি। (অন্য নাম দেবক্ষত্র) দেবরাতির তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮।

দেবরারি—মহর্ষি দেবরারি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবর্ষভ—ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা ভানুর গর্ভে দেবর্ষভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দেবল—(১) কশ্যপ গোত্রোৎপন্ন অসিত ও দেবল ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সোমদেবের অর্চ্চনা করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৫।১। (২) দেবল একজন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৭০। (৩) ব্রহ্মার তনয় মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির তনয়, অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যুষ, প্রত্যুষের তনয় দেবল। মহাভা-আদি-৬৬। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যুষের তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও তপস্বী এবং কন্যা সন্নতি। হরি-হরি-৩। সন্নতিকে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্ত বিবাহ করেন। হরি-হরি-২৭। (৫) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল দেবল। হরি-হরি-২৭। (৬) কৃশাশ্ব, দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ধীষণা হইতে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে মহাদেব ধার্ম্মিক মুনি পুত্র শ্বেত নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি নামে চারিজন শিষ্য ছিল। লি-২৪। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যুষ, প্রত্যুষের অন্যতম তনয় দেবল। দেবলের পুত্র ক্ষমাবান্ ও মনীষী। বিষ্ণু-১ম-১৫; মৎ-৫; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮। (৯) কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত। আদিত্যের পত্নী একপর্ণা হইতে মহাতপা যোগাচার্য্য দেবল ও সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্ শুচি শ্রীমান শাণ্ডিল্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-১৯। (১০) যদুবংশীয় কৃতব্রহ্মার

তনয় দেবল, দেবলের তনয় শূর, শূরের তনয় বসুদেব। কূর্ম্ম-২৪। (১১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম তনয় অসিত। অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে শাণ্ডিল্য ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (১২) মপুবংশীয় নরপতি সংযম হইতে কৃশাশ্ব ও দেবল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২। (১৩) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী অপদেবী, বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র প্রসব করেন মৎ-৪৬। (১৪) কশ্যপ বংশীয় দেবল একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের কশ্যপ, দেবল্ ও অসিত এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯। (১৫) বরাহকল্পে যে সমুদয় যোগাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন, দেবল তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০। (১৬) কশ্যপের ব্রহ্মবাদী ছয় জন পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—কাশ্যপ, বৎসর, রৈভ্য, বিভ্রম, অসিত ও দেবল। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫। (১৭) মহর্ষি কশ্যপের তনয় অসিত, এই অসিতের পত্নী একপর্ণা হইতে দেবল মুনির জন্ম হয়। দেবল শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য। সৌর-৩০।

দেবলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী মহাপুণ্যদ শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দেবশর্ম্মা—(১) মহীপতি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বেদজ্ঞ মহর্ষি দেবশর্ম্মা অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (২) পূর্ব্বকালে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রুচি ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপবতী রুচির প্রতি অভিলাষী হইলে দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুল তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন। মহাভা-অনুশা-৪০—৪৩। (৩) মগধরাজ জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় উদাপী। উদাপীর পুত্র দেবশর্ম্মা। হরি-হরি-৩২। (৪) পুরাকালে দেবশর্ম্মা নামে এক তপঃ-প্রদীপ্ত মুনি ছিলেন। তাঁহার পত্নীকে ইন্দ্র কামনা করায় তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপের ফলে ইন্দ্র কৃষ্ণ হস্তে পরাজিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণে সমর্থ হন। হরি-হরি-১২৯। (৫) মহর্ষি রথীথর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় শিষ্য কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০। কেতব দেখ।

দেবশিরা—ভৃগুর অন্যতম পুত্র ধাতা। ধাতার তনয় প্রাণ, প্রাণের তনয় দেবশিরা ও রাজবান্ এই দুই জন। বিষ্ণু-১ম-১০।

দেবশ্রব—বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের দেবশ্রবা, দেবরাত ও বিশ্বামিত্র এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।

দেবশ্রবা—(১) অতি পুরাকালে মহর্ষি ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৩।২৩।২। (২) বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল দেবশ্রবা। হরি-হরি-২৭। (৩) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা দেবশ্রবা। হরি-হরি-৩৩। (৪) দেবশ্রবার তনয় একলব্য [অন্য নাম শত্রুঘ্ন]। কোন কারণে বন মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ায় একলব্য নিষাদগণ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হন। এজন্য তিনি নৈষাদী বলিয়া বিখ্যাত হন। হরি-হরি-৩৪। (৫) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে দেবশ্রবা, বসুদেব প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবশ্রবার স্ত্রী ও কংসের অন্যতমা ভগিনী কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৬) দেবশ্রবা, বিশ্বামিত্র বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আদ্য ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

দেবশ্রী— রৈবতমনুর সময়ে দেবশ্রী সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

দেবশ্রুত— ব্যাসনন্দন শুকদেবের ঔরসে ও তৎপত্নী পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারি পুত্র এবং কীর্ত্তি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিভ্রাজতনয় অনূহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দেবীভা-১স্ক-১৯।

দেবশ্রেষ্ঠ—(১) দ্বাদশমনু রুদ্রসাবর্ণির অন্যতম তনয় দেবশ্রেষ্ঠ। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণির দশ পুত্রের অন্যতম দেবশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু-৩য়-২। অদূর দেখ। হরি-হরি-৭। (৩) ব্রহ্মমেরু-সাবর্ণি দেখ। তৃতীয় সাবর্ণিমনুর দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০।

দেবস্পতি— মালবদেশে দেবস্পতি নামে এক ধনবান্, নীতিনিষ্ঠ গোপ ছিলেন। তাঁহার এক সহস্র পত্নী ছিল। তীর্থ-ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া ইহার শোভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া, তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। দেবাঙ্গনাগণের অংশসম্ভূতা তাঁহার কন্যাগণ মাঘব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন। গর্গ-মাধু-১৩।

দেবসদ— বরাহকল্পের চতুর্দ্দশ দ্বাপরে মহাদেব আঙ্গিরসবংশে গৌতম নামে অবতীর্ণ হন। অত্রি, দেবসদ, শ্রবণ ও শ্রবিষ্টক নামে তাঁহার সকল প্রকার যোগে পারদর্শী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

দেবসম্ভূতি—বৈরাজমুনির ভার্য্যার নাম ছিল দেবসম্ভূতি। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্, বৈরাজের ঔরসে ও দেব-সম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে অবতীর্ণ হন। ভাগ-৮স্ক-৫।

দেবসাধ্য—স্বারোচিষ মন্বন্তরের সোমপ ঋতুসুতগণের অন্যতম দেবসাধ্য ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

দেবসাবর্ণিমনু—(১) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ছিল। ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) রুদ্রসাবর্ণির তনয় দেবসাবর্ণি, দেবসাবর্ণির তনয় ইন্দ্রসাবর্ণি, তৎপুত্র বৃষধ্বজ। দেবীভা-৯স্ক-১৫

দেবসুব্রত— যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণের অন্যতম দেবসুব্রত। সৌর-৩১।

দেবসেন— রুরুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে বাহুর জন্ম হয়। বাহুর চারি পুত্রের অন্যতম সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমুদ। কুমুদের মহাবলশালী পুত্র দেবসেন। তিনি যৌবনাশ্ব মান্ধাতার কন্যা কেশিনীর পাণি পীড়ন করেন। দেবসেন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, দেবসেন বর চাহিলেন, —যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন আমার বংশীয়েরা কাশীর অধিপতি হইবে এবং আপনিও তাবৎকাল আমার বংশীয়দের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন। তাহার ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে তাহাদের সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী নামে সাত পুত্র জন্মে। পুত্রদের উপর রাজ্য ভার দিয়া, তাঁহারা বিদ্যাধর লোকে গমন করেন। কালিকা-৮৯।

দেবসেনা—(১) প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। দৈত্যসেনা কেশীদানবের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া, কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কেশী একদিন মানস সরোবরে ভ্রমণ কালে দেবসেনাকে আক্রমণ করেন। দেবসেনা কেশীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং কেশী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে ইন্দ্র আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। পরে এই দেবসেনাকে কার্ত্তিকেয় বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২১—৩০। (২) ষষ্ঠীদেবীর অন্য নাম। তিনি কার্ত্তিকেয়ের পত্নী এবং সমস্ত জগতের শিশুদের পালন কর্ত্রী। দেবীভা-৯স্ক-১। (৩) প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশ স্বরূপা বলিয়া, কার্ত্তিকেয়ের পত্নীর এক নাম ষষ্ঠী। তিনি দেবসেনা নামেও বিখ্যাতা। দেবীভা-৯স্ক-৪৬।

দেবস্থান—(১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, মহর্ষি দেবস্থান নানা প্রকার উপদেশ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১, ২০, ২১। (২) মহাত্মা ভীষ্মের শরশয্যায় দেহত্যাগ কালে যে সকল মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪৭।

দেবস্থানি—মহর্ষি দেবস্থানি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

দেবহন্তা—যজ্ঞবিঘ্নকারী পঞ্চদশ দেবতার অন্যতম দেবহন্তা। তাঁহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করেন। মহাভা-বন-২১৮।

দেবহব্য—মহর্ষি দেবহব্য একজন দেবর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৭।

দেবহূতি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও প্রজাপতি কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি হইতে বিষ্ণুর অবতার প্রসিদ্ধ কপিল ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নয়টী ভগিনীও ছিল। তাঁহাদের নাম কলা, অনুসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, অরুন্ধতী, খ্যাতি ও শান্তি। ভাগ-২স্ক-৭। কর্দ্দম ঋষির স্ত্রী। ভাগ-৩স্ক-১২। (২) উর্ব্বশী দেবহূতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুরূরবাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২। (৩) রাজা তৃণবিন্দুর কন্যার নাম ছিল দেবহূতি। কর্দ্দম মুনির দৃষ্টি মাত্রেই তাহাতে জয়, বিজয় নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। কর্দ্দমের অন্য পত্নীর গর্ভে সাংখ্যাচার্য্য কপিলের জন্ম হয়। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৪) মনুর মধ্যমা কন্যা ও কর্দ্দমের পত্নী। শ্রীমহাভা-৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মে। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

দেবহোত্র—(১) মহর্ষি দেবহোত্র রাজা উপরিচরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেব সার্বণির সময়ে বিষ্ণু দেবহোত্রের পত্নী বৃহতী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) রথানীকের পুত্র যুতায়ু, যুতায়ুর তনয় দেবাতিথি, দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, তৎপুত্র দিলীপ। কল্কি-৩য়-৪।

দেবাতিথি—(১) অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি কণ্বের অন্যতম পুত্র দেবাতিথি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৪।২০। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা অক্রোধনের কলিঙ্গ দেশীয়া পত্নী করম্ভা দেবাতিথি নামে এক পুত্র প্রসব করেন। দেবাতিথি বিদেহ দেশীয়া মর্য্যাদা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং তাঁহার গর্ভে অরিহ জন্মগ্রহণ করেন মহাভা-আদি-৯৫। (৩) দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ্য, ঋক্ষ্যের তনয় দিলীপ। ভাগ-৯স্ক-২২।

দেবাধিপ—নিকুম্ভ নামে দানবপতি ভূতলে জন্মিয়া দেবাধিপ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

দেবানন্দ—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা শ্রদ্ধা হইতে কাম, জন্ম-

গ্রহণ করেন। কামের পুত্র হর্ষ ও দেবা॰ ন্দ। কূর্ম্ম-পূ-৮।

দেবানীক—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশীয় ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধন্বা। হরি-হরি ১৫। দেবানীকের তনয় হীন, হীনের তনয় পারিযাত্র। ভাগ-৯স্ক-২। (২) ধর্ম্মসাবর্ণির অন্যতম তনয় দেবানীক। (৩) বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র দেবানীক। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ।

দেবানুজ— উত্তমমনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমমনু দেখ।

দেবান্ত— লঙ্কা সমরে রামের হস্তে যে সকল রাক্ষসসেনাপতি নিহত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অগ্নি-১০।

দেবান্তক— রাবণের পুত্র দেবান্তক লঙ্কা সমরে হনুমান হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লঙ্কা ৭০।

দেবাপি—(১) মহর্ষি ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ও শান্তনু ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা নানা দেবতা সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।৯৮।১। (২) চন্দ্রবংশে ধৃতরাষ্ট্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নহেন। এই ধৃতরাষ্ট্রের পিতার নাম ছিল জনমেজয় এবং তাঁহারই দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ছিলেন প্রতীপ। প্রতীপের তনয় দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪, ৯৫। দেবাপি, দেবগণের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি মহাত্মা চ্যবনের কৃতক পুত্র ও অতিশয় প্রিয় ছিলেন। হরি-হরি-৩২। (৩) প্রতীপের অন্যতম পুত্র দেবাপি বেদ বিরোধী পাষণ্ড মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রাজ্য লাভে অসমর্থ হন। দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক কলাপ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। অশ্মকারী দেখ। দেবাপি প্রদীপের তনয়। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইয়াও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। মধ্যম বাহ্লীক পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমৃদ্ধিশালী মাতুলবংশ আশ্রয় করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শান্তনু রাজা হন। মহাভা-উদ্-১৩৭।

দেবাবৃধ—(১) প্রাচীনকালের একজন রাজার নাম দেবাবৃধ ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণ শলাকা সংযুক্ত ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। (২) জ্যামঘবংশীয় সত্বানের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ। বিধিবৎ যজ্ঞকর্ত্তা রাজা দেবাবৃধ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভার্থ পর্ণাশানদীর তীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। পর্ণাশানদী স্বয়ং কুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার

সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। পর্ণাশার গর্ভে দেবাবৃধের বভ্রু নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। দেবাবৃধ ও বভ্রু হইতে ষট্‌ষষ্টাধিক সপ্তসহস্র (৭০৬৬) পুরুষ যুদ্ধে মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি-হরি-৩৭। (৩) যযাতিবংশীয় সাত্বতের সপ্তপুত্রের অন্যতম দেবাবৃধ, তৎপুত্র বভ্রু। বভ্রু মুনিদের শ্রেষ্ঠ ও দেবাবৃধ দেবতার সমান ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪) যদুবংশীয় নরপতি সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা, অন্ধক, ভজমান, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। কঠোর তপস্যার ফলে দেবাবৃধ বভ্রু নামে এক ধার্ম্মিক রূপগুণ সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানরত পুত্র লাভ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। চন্দ্রবংশীয় দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র (অন্য নাম দেবরাতি), দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় কুরুবংশক। লি-৬৮।

দেবায়ত— স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবায়ত তুষিত দেবগণের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

দেবার্হ—যদুবংশীয় ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের অন্যতম পুত্র দেবার্হ, তৎপুত্র কম্বলবর্হি। অগ্নি-২৭৫।

দেবাষ্টক—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু ৪র্থ-৭।

দেবিকা— গোবাসন রাজার কন্যা দেবিকাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বরে লাভ করেন। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের বৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫।

দেবী— লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা দেবী ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

দেবীদ্বার— বেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা অগ্নির অন্য নাম দেবীদ্বার। ঋগ-১।১৩।৬।

দেবেন্দ্র— ইন্দ্রের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

দেবেশ— বিষ্ণুর অন্য নাম। বৃহন্না ২।

দেয়— বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম দেয়। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

দেহ— বিংশতি সংখ্যক অমিতাভ দেবগণের অন্যতম দেহ। বায়ু-১০০। অমিতাভ দেখ।

দেহালিবিনায়ক— কাশীতে প্রবেশকালে দেহালিবিনায়ককে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ঘৃতাক্ত সিন্দুরদ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিলে, তিনি ভক্তদিগকে মহা মহা উপসর্গের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৭।

দৈত্য— উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম দৈত্য। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

দৈত্যদ্বীপ— কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। মহাভা-উদ্‌-১০০।

দৈত্যতাপিনী—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

দৈত্যসেনা— প্রজাপতির কন্যা দৈত সেনা ও দেবসেনা। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য মানস সরোবরে সমাগত হইতেন। সেই সময় কেশী দানবও তথায় আসিতেন। দৈত্যসেনা কেশী দানবের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া, কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২২।

দৈত্যহনী— ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

দৈত্যহা— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দৈত্যান্তক— শিবের অন্যতম অনুচর দৈত্যান্তক শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটি গণ পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

দোতন—অতি পুরাকালে দোতন নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বেতসু, দশোনি, তুতুজি, তুগ্র ও ইভ নামে কতিপয় অনার্য্য রাজাও ছিলেন। ইন্দ্র এই সকল অনার্য্য রাজাকে নরপতি দোতনের নিকট, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৪।

দোষ— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে দোষ জন্মগ্রহণ করেন। দোষের পত্নী শর্ব্বরী শিশুমারকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দোষা— স্বায়ম্ভুবমনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের অন্যতম তনয় পুষ্পার্ণ। পুষ্পার্ণের দোষা ও প্রভা নাম্নী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে দোষা হইতে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামে তিন পুত্র এবং প্রভা হইতে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও স্বায়ং নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩।

দৌহ্দ— দানবপতি দৌহ্দ, রাজা বলির খুব অনুগত ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

দ্বাদশঅপ্সরা— ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, রম্ভা ও তিলোত্তমা এই দ্বাদশঅপ্সরা নৃত্যগীতদ্বারা সূর্যকে পরিতুষ্ট করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

দ্বাদশআদিত্য—(১) ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, অংশ, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ-আদিত্য। লি-৫৫, ৬৩। (২) ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, অংশ, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশআদিত্য। বিষ্ণু-১ম-১৫; বাম-২। তাঁহারা কশ্যপ পত্নী অদিতির পুত্র বলিয়া আদিত্য নামেও খ্যাত। কাশীতে লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্য এই দ্বাদশআদিত্য, বর্ত্তমান

থাকিয়া সর্ব্বদা কাশীকে রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

দ্বাদশগন্ধর্ব্ব— তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হূহূ, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বর্চ্চাবসু, চিত্রসেন, ঊর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র, ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দ্বাদশগন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১।

দ্বাদশগ্রামিণী, দ্বাদশগ্রামণী— রথকৃৎ, রথৌজা, রথচিত্র, সুবাহু, রথস্বন্, বরুণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ, অরিষ্ট-নেমী, কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ, এই দ্বাদশ গ্রামণী সূর্য্যের রশ্মি সংযম করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অরিষ্টনেমী দেখ।

দ্বাদশদক্ষকন্যা— প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমৃতা, তীব্রা, দক্ষা, অরুণা, বিদ্যা, ধারা, পালা ও বর্চ্চসী এই দ্বাদশদক্ষকন্যা দ্বাদশ আদিত্যের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

দ্বাদশনাগগণ— বাসুকী, তক্ষক, কঙ্কনীল, সর্পপুঙ্গব, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশনাগ ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবকে বহন করেন। বিতল নামক পাতাল প্রদেশে ইহারা সকলে বাস করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১

দ্বাদশভূজ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশভুজ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬

দ্বাদশযামদেব— স্বায়ম্ভুবমনুর ত্রয়ত্রিংশৎ সংখক পুত্র ছন্দোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে যদু, যযাতি, দীধর, স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশজন যামদেবগণ বলিয়া কথিত। বায়ু-৩১; মৎ-৯; হরি-হরি-৭।

দ্বাদশসাধ্যগণ— মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব ও বিভু ইঁহারা দ্বাদশ সাধ্যগণ নামে পরিচিত। বায়ু-৬৬।

দ্বাদশাক্ষ— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশাক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

দ্বাদশাত্মা— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

দ্বাপর— দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২।

দ্বারকেশ, দ্বারকেশ্বর— দ্বারকায় গমন করিয়া দ্বারকেশ কৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনায় অশেষ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-৩৫।

দ্বারবতী— যদুবংশীয় সত্যজিতের

অং তম্মৃ তনয় ভঙ্গকার। ভঙ্গকারের পত্নী দ্বারবতী তিনটী রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৬'।

দ্বারবত্যা— লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা দ্বারবত্যা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

দ্বারবাসিনী— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকর্তৃক ধর্ম্মারণ্যে গোত্ররক্ষিনী বহু শক্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বারবাসিনী অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্মারণ্য-১৬

দ্বারবিনায়ক—কাশীস্থিত দ্বারবিনায়ক গণেশ মহাদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দ্বারভট্টারিকা— মাণ্ডব্য সগোত্রদিগের গোত্রদেবী দ্বারভট্টারিকা। তাঁহাদের ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্মা-২১।

দ্বারেশ্বর— কাশীস্থিত কহোলেশ্বর শিবলিঙ্গের সম্মুখে দ্বারেশ্বরলিঙ্গ ও দ্বারেশ্বরী মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

দ্বারেশ্বরী— দ্বারেশ্বর দেখ।

দ্বিক্— একজন কুলাষ্টক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

দ্বিচক্র— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

দ্বিজ— দৈত্যপতি মহিষাসুরের তনয় রক্তাক্ষ। এই রক্তাক্ষের অন্যতম সেনাপতি দ্বিজ ছিলেন। তাঁহাকে দেবী পার্ব্বতী বিনাশ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮।

— পুরুবংশীয় নরপতি হস্তী কর্তৃক হস্তিনাপুরী নির্ম্মিত হয়। এই হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিজামীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে পরম ধাম্মিক তিন পুত্র জন্মে। এই দ্বিজামীঢ় বা দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্। বায়ু ৯৯। হরি-হরি-২০।

দ্বিজিহ্ব— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

দ্বিত— মহর্ষি অত্রির পুত্র দ্বিত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১৮।১। উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির তনয় ভগবান্ সারস্বত এই মহাত্মা মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

দ্বিতুণ্ড— কাশীস্থিত দ্বিতুণ্ড নামক গণপতিকে দর্শনমাত্রে নর সর্ব্বতোমুখী শ্রী প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

দ্বিধাগতি— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯ খসা দেখ।

দ্বিবিদ—(১) সহদেব দিগ্বিজয় কালে কিস্কিন্ধ্যা নগরীর অধিপতি দ্বিবিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। কিন্তু যুদ্ধে দ্বিবিদই জয়লাভ করেন। অবশেষে

দ্বিবিদ স্ব-ইচ্ছায় সহদেবকে ধন রত্ন দিয়া স্বদেশ হইতে বিদায় দান করেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) দ্বিবিধ নামক এক অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৭৭। (৩) মৈন্দ নামক বানর দলপতির ভ্রাতা দ্বিবিধ সুগ্রীবের মন্ত্রী ও নরকাসুরের বন্ধু ছিলেন। নরকাসুরের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিবিদ গোকুলের গ্রাম নগরাদি অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করেন। একদিন বলরাম মদ্য পানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন। সেজন্য বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। ভাগ-১০স্ক-৬৭; বিষ্ণু-৫ম-৩৬।

দ্বিবিলক—মগধের অন্ধ বংশীয় লম্বোদরের পুত্র দ্বিবিলক, দ্বিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান। বিষ্ণু-৪র্থ২৪।

দ্বিমীঢ়—(১) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীর ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-২০। (২) মহীপতি সহোত্রের তনয় বৃহৎ, বৃহতের তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন। হরি-হরি-৩২। (৩) হস্তীর অন্যতম পুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের তনয় যবীনর, যবীনরের তনয় কৃতিমান্। ভাগ-৯স্ক-২১। দ্বিজামীঢ় দেখ।

দ্বিমূর্দ্ধ—সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে দ্বিমূর্দ্ধ অসুর পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০।

দ্বিমূর্দ্ধা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভে দ্বিমূর্দ্ধা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; মৎ-৬; বিষ্ণু-১ম-২১; ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (৩) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দৈত্যপতি দ্বিমূর্দ্ধার সহিত পবনদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। বাম-৬৯।

দ্বিরদপাবন—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, দ্বিরদপাবন তীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রোণ্ডিসিণ্ডি ও পোষভেণ্ডীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

দ্বিরষ্টমূর্দ্ধা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

দ্বিষ—একজন কুলাষ্টক ঋষি। স্কন্দ-নাগ-২০৬।

দ্বীপি—কশ্যপের পত্নীক্রোধার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা শার্দ্দূলী হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৬।

দ্বৈপায়ন—(১) মহর্ষি ব্যাসদেবের অন্য নাম দ্বৈপায়ন। তিনি যমুনার কোনও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, দ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হন। মহাভা-আদি-৬৩; বরা-১৭৫; মৎ-২০১। (২) বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে পরাশর

নন্দন ব্যাস দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেবের ষষ্টাংশভূত শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব হইতে, বাসুদেব নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। (৩) বরাহকল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণু, পরাশর মুনির ঔরসে দ্বৈপায়ন নামে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩।

দ্বৈরথ—স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার উদ্ভিদ, বেণুমান, দ্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক একটী বর্ষ আছে। লি-৪৬; অগ্নি-১১৯।

দ্ব্যক্ষ—নরপতি পশুপালের গৃহীত পুত্র মহৎ, মহতের (ত্রিবর্ণের) পুত্র অহং। তাঁহার কন্যা অববোধ হইতে বিজ্ঞান-প্রদ মনোহর একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ, পঞ্চাক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ প্রথমে দস্যু হইয়া উঠিল। পরে রাজা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। বরা-৫২।

দ্ব্যাক্ষেয়—মহর্ষি দ্ব্যাক্ষেয় অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

দ্যাবা-পৃথিবী—ঋগ্বেদে দ্যৌ ও পৃথিবীকে দ্যাবা-পৃথিবী বলিয়া অনেক স্থলে স্তুতি করা হইয়াছে। ঋগ-৭।৫৩।১।

দ্যু—অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন দ্যু। তিনি স্ত্রীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভীকে হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন। এবং রাজা শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে দেবব্রত ও ও পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। শান্তনু ও ভীষ্ম দ্রষ্টব্য। মহাভা-আদি-৯৯।

দ্যুতান—মরুৎগণের পুত্র মহর্ষি দ্যুতান ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৬।১।

দ্যুতি—(১) সুতপা নামক দেবগণের অন্যতম দ্যুতি। বায়ু-১০০। সুতপা দেখ। (২) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম দ্যুতি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। রুদ্রসাবর্ণি মনু দেখ। (৩) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮। তামস মনু দেখ। (৪) বশিষ্ঠের তনয় দ্যুতি। রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) সিনীবালী, দ্যুতি, কুহু, পুষ্টি, প্রভা প্রভৃতি দেবগণ, যজ্ঞান্তে সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৫। দ্যুতি বিভাবসুর পত্নী ছিলেন। অগ্নি-২৭৪।

দ্যুতিমৎ—যক্ষপতি মনিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মনিভদ্র দেখ।

দ্যুতিমন্ত—ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রীদেবী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ

করেন। তন্মধ্যে বিধাতার পত্নী আয়তি হইতে পাণ্ডু ও ধাতার পত্নী নিয়তি হইতে মৃকণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডু পত্নী পুণ্ডরীকার গর্ভে দ্যুতিমান্ জন্মগ্রহণ করেন। দ্যুতিমানের পুত্র দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান্। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

দ্যুতিমান—(১) শাল্যদেশের অধিপতি মদিরাশ্বের তনয় দ্যুতিমান মহর্ষি ঋচীককে পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-২৫৩। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম দ্যুতিমান। হরি-হরি-৭। (৩) প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান, আঙ্গিরস দ্যুতিমান, বশিষ্ঠনন্দনসবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি হরি-৭। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৪) দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে দ্যুতিমান অন্যতম ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে দ্যুতিমান, আগ্নীধ্র, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি হন। লি-৪৬। (৬) দ্যুতিমান হইতে কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (৭) যদুবংশীয় চেদির পুত্র দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র বপুষ্মান, বপুষ্মানের পুত্র বৃহন্মেধা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৮) দ্যুতিমানের পুত্র সুবীর। মহাভা-অনুশা-২।

দ্যুমৎসেন—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। দৈববশে তিনি চক্ষুহীন হন। শত্রুরা তাঁহার সেই অবস্থায়, তাঁহার রাজ্য হরণ করেন। তিনি স্ত্রী শৈব্যা ও বালক পুত্র সত্যবানের সহিত অরণ্য আশ্রয় করেন। অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ করেন। সত্যবান অকালে গতায়ু হইলে সাবিত্রী যমরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন, এবং দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করত পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহাভা-বন-২৯১-৯৭। সাবিত্রী দেখ।

দ্যুমান—(১) আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। দ্যুমানের তনয় অলর্ক প্রভৃতি। এই দ্যুমান প্রতর্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭। (২) সৌভপতি শাল্বের অমাত্য দ্যুমান। শাল্ব যখন দ্বারকা আক্রমণ করেন তখন তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৭৬। (৩) বশিষ্ঠ পত্নী ঊর্জ্জা হইতে চিত্রকেতু ও দ্যুমান প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) ধ্রুবের বংশীয় মনুর স্ত্রী নড্বলা হইতে দ্যুমান প্রভৃতি জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩।

দ্যুমৎসেন—মগধের জরাসন্ধ বংশীয় সমের তনয় দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের তনয় সুমতি, সুমতির তনয় সুবল। ভাগ-৯স্ক-২২।

দ্যুম্ন— মহর্ষি অত্রির অন্যতম পুত্র দ্যুম্ন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।২৩।১।

দ্যুম্নিক—মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম তনয় দ্যুম্নিক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৭।১।

দ্যুম্নী— শিনির বংশীয় যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, অসঙ্গের তনয় দ্যুম্নী, দ্যুম্নীর তনয় যুগন্ধর। মৎ-৪৫।

দ্যৌ—(১) প্রাচীন আর্য্যদের আকাশ দেবতা দ্যৌ। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতা মাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে দ্যাবা-পৃথিবী এই যুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋক্-১।২২।১৩। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে সূর্য্য ব্রহ্মার দক্ষিণলোচন হইতে প্রাদুর্ভূত হন। সূর্য্যের পত্নী দ্যৌ ও নিক্ষুভা। তাঁহারা ত্বষ্টার কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

দ্রংষ্ট—একজন রাক্ষস সেনাপতি, তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য কর্তৃক নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯০।

দ্রব—বরাহ কল্পের ষষ্ঠ দ্বাপরে মহাদেব লোকাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে সুধামা, বিরাজ, শঙ্খপা ও দ্রব নামে তাঁহার যোগপরায়ণ চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মাণ্ড ২৩।

দ্রবন্তী—জ্যামঘ বংশীয় কুরুবশের পুত্র পুরুহোত্র। বিদর্ভরাজ নন্দিনী দ্রবন্তী হইতে পুরুহোত্রের অংশু নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

দ্রবরস—হৈহয় বংশীয় দেবক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় দ্রবরস, দ্রবরসের পুত্র পুরুহুত, তৎপুত্র জন্তু। অগ্নি-২৭৫।

দ্রবিক—একজন গন্ধর্ব্ব রাজ। তাঁহার কন্যা অংশুমতি ধর্ম্মগুপের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত ২৭। অংশুমালী দেখ।

দ্রবিড়— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও দ্রবিড় প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত ছিলেন। অবশিষ্ট একাশি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪।

দ্রবিড়া—নরপতি তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়া, দ্রবিড়ার পুত্র বিশ্রবা। বায়ু-৮৬।

দ্রবিণ, দ্রবীণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর, ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মহাভা-আদি-৬৬; মৎ-৫। (২) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধুম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু তাঁহাকে উত্তর

দিকের আধিপত্য প্রদান করেন। ভাগ-৪স্ক-২২। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, দ্রবিণ, বসুমান ও ক্রতু নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ ৪স্ক-২২। (৪) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। ধরের পত্নী মনোরমা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, শিশির রমণ ও প্রাণ নামে পঞ্চ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৫; হরি-হরি-৩।

দ্রবিণক—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা, বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি, প্রভৃতি অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্নির স্ত্রী ধারা হইতে স্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

দ্রবিণোদা— অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১।১৫।৯।

দ্রব্বী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের স্ত্রী দ্রব্বী বিরোচনকে প্রসব করেন। বিরোচনের তনয় প্রসিদ্ধ বলি। ভাগ-৬স্ক-১৮।

দ্রাক্ষারামেশ্বর— দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৭।

দ্রাবিড়— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

দ্রুঘু—অতি প্রাচীন কালে-বৈদিক যুগে দ্রুঘু নামে একজন অনার্য্য দলপতি ছিলেন। কণ্বের পুত্র প্রগাথ, অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা দ্রুঘু, অনু, তুর্ব্বশু ও যদুর নিকট গমন না করিয়া আমার নিকট গমন কর। ঋগ-৮।১০।৫।

দ্রুতিমান—অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-১১৪২।৩।

দ্রুপদ—পাঞ্চাল দেশের অধিপতি পৃষতের পুত্র দ্রুপদ। নরপতি পৃষত ভরদ্বাজ মুনির সখা ছিলেন। দ্রুপদ বাল্যকালে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে সখ্যতাও জন্মে। কালক্রমে পৃষৎ পরলোক গমন করিলে, দ্রুপদ রাজা হন। এদিকে ভরদ্বাজের পরলোক গমনের পর দ্রোণাচার্য্য পিতার আশ্রমে থাকিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপিকে বিবাহ করিলেন। কৃপির গর্ভে অশ্বত্থামা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র লাভের পর, একদিন সখা দ্রুপদের ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'রাজন্! আমি তোমার সখা।" দ্রুপদ তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে

দ্রোণ কুরু, পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া গুরু দক্ষিণা স্ব ়প অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করাইয়া, তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এইরূপে দ্রোণ সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। দ্রুপদ বিষন্ন মনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ সম্পন্ন মাকন্দী নগরী ও কাম্পিল্য পুরী শাসন করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উত্তর তীরস্থ জনপদ দ্রোণাচার্য্যের রহিল। তাঁহার রাজধানী হইল অহিচ্ছত্রা নগরী। দ্রুপদও ইহা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি দ্বারা দ্রোণের নিধনকারী এক পুত্রের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। তাহা হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র ও কৃষ্ণা নাম্নী কন্যার উদ্ভব হইল। এই কৃষ্ণাই পরে দ্রৌপদী ও যাজ্ঞসেনী নামে খ্যাত হন। দ্রুপদের অন্য নাম যজ্ঞসেন ছিল। তাঁহার শিখণ্ডী নামে অন্য এক পুত্রও ছিল। দ্রৌপদীকে পাণ্ডবেরা বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রুপদ দ্রোণ হস্তে নিহত হন। এবং দ্রোণ পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে নিহত হন। মহাভারত। দ্রোণাচার্য্য ও দ্রৌপদী দেখ।

ম—(১) কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভজাত শিবি নামক পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুম নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৭। তিনি কিম্পুরুষের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৬। জরাসন্ধের পক্ষ হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। (২) এই দ্রুমের নিকট ভীষ্মকের তনয় রুক্মী অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১১৬। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন, দ্রুম প্রভৃতি দশ পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

দ্রুমসেন—কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষীয় মহাবীর দ্রুমসেন দ্রুপদ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৭১।

মদ—মহর্ষি দ্রুমদ, মৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভপূর্ব্বক বেদবিদাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

দ্রুমিল—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শত পুত্রের অন্যতম দ্রুমিল। তিনি দিগম্বর ও আত্ম বিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

দ্রুহ—ধর্ম্মকন্যা সুনৃতা নরপতি উত্তানপাদের পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে দ্রুহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬২। সুনৃতা দেখ।

!—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে দ্রুত, কবশ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্য নামে কতিপয় অনার্য্য দলপতি ছিল। ইন্দ্র তাহা

দিগকে আনুপূর্ব্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন ঋগ-৭।১৮।১২।

দ্রুহ্য—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। দ্রুহ্য ও অনু যযাতির জরা গ্রহণে অস্বীকৃত হন। মহাভা-আদি-৮০। (২) পুরু-বংশীয় নরপতি মতিনারের পুত্রের নামও দ্রুহ্য ছিল। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যকে পূর্ব্বদিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। দ্রুহ্যর তনয় বভ্রু ও সেতু, সেতুর তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। (৪) দ্রুহ্যর তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরব্ধ, আরব্ধের তনয় গান্ধার। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৫) দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র সেতু, সেতুর তনয় আরদ্বান্। বিষ্ণু-৪র্থ-২৬।

দ্রোণ— (১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বস্ত ও বিভাবসু নামে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দ্রোণের পত্নী অভিমতী হইতে হর্ষ, শোক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) মহর্ষি মন্দপাল নামে এক তপপরায়ণ বেদপারগ ঋষি ছিলেন। তিনি জরিতা নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে জরিতারি, সারিসৃক্ক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণ নামে চারি তনয় উৎপাদন করেন। খাণ্ডববন দহনকালে অগ্নি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। মহাভা-আদি-২২৯-৩৪। মহর্ষি দ্রোণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

দ্রোণাচার্য্য— মহর্ষি ভরদ্বাজের ঘৃতাচী অপ্সরা দর্শনে রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ, তিনি এক দ্রোণে (কলসীতে) রক্ষা করেন এবং তাহা হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রোণ হইতে জন্ম বলিয়া তিনি দ্রোণ নামেই খ্যাত হন। মহর্ষি অগ্নিবেশ্য ভরদ্বাজের শিষ্য ছিলেন। ভরদ্বাজ এক সময়ে তাঁহাকে এক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়াছিলেন এক্ষণে অগ্নিবেশ সেই অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে দিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে বেদবেদাঙ্গ সমস্ত অধ্যয়ন করিলেন। পৃষত নামে নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহার দ্রুপদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিছুকাল পরে পৃষত পরলোক গমন করিলে, মহাবাহু দ্রুপদ সমুদয় উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা দ্রোণ পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। ধর্ম্মপরায়ণা কৃপী অশ্বত্থামাকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-১৩০। এই সময়ে মহাত্মা জমদগ্নি নন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরশু-রাম তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্রোণ এই সমুদয় লাভ করিয়া পরম প্রীত মনে প্রিয়সখা দ্রুপদ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"রাজন্! আমি তোমার সখা"! দ্রুপদ ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার মত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতির সহিত তোমার মত শ্রীহীন নির্ধন লোকের কিছুতেই বন্ধুত্ব হইতে পারেনা"। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের এই কটুক্তি শ্রবণে অতিমাত্র মর্ম্মপীড়িত হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং হস্তিনানগরে স্বীয় শ্যালক কৃপাচার্য্যভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার জন্য সুরম্য বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অস্ত্র শিক্ষার্থ সকলে সমবেত হইলে দ্রোণ বলিলেন,—"শিক্ষা সমাপনান্তে আমার এক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে"। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনাদি সকলেই নীরব রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন বলিলেন—"যতই কষ্টকর হওক আমি, আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব"। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। কিছুকাল পরে অস্ত্রশস্ত্রে সকলেই কৃতবিদ্য হইলেন। তাঁহাদের শিক্ষার পরীক্ষাও হইয়া গেল। তখন দ্রোণ ছাত্রদিগকে বলিলেন,—"তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর। ইহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা হইবে"। এই কথা শুনিয়া কৌরব পাণ্ডব সকলেই যুদ্ধার্থ গমন করিলেন, কিন্তু অন্য সকলেই পরাস্ত হইলেন। কেবল অর্জ্জুন সর্ব্বশেষে কঠোর যুদ্ধে দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার সচিবকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণকে উপহার দিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে হৃতসর্ব্বস্ব, ভগ্নদর্প ও বশতাপন্ন দেখিয়া কহিলেন,—"আমরা ব্রাহ্মণ, তোমার প্রাণনাশ করিব না। কিন্তু সমুদয় রাজ্য ফিরাইয়া দিব না। ভাগীরথীর দক্ষিণকূল তোমার, উত্তরকূল আমার রহিল"। এইভাবে দ্রুপদের সহিত সখ্য স্থাপিত হইল। পরে ভারত যুদ্ধে দ্রোণ হস্তেই দ্রুপদ নিহত হন এবং দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। ভারত যুদ্ধে দ্রোণ পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়া সমরশায়ী

হন। সেই সময় তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর ছিল। মহাভা-দ্রো-১৯৩।

দ্রোণেশ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ পূজার ফলে দ্রোণাচার্য্য পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

দ্রোহণ—বলবান্ যোগমায়িক দ্রোহণ নামে এক অসুর রসাতলে অবস্থান করিতেন। তিনি একবার সসৈন্যে কুশস্থলী নগরী আক্রমণ করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে কপাল পাতিত করিয়া সংহার করেন। স্কন্দ-আব-অব-৬।

দ্রোণায়ন—মহর্ষি দ্রোণায়ন একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, বধ্রশ্ব ও দিবোদাস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

দ্রৌণি— দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামার অন্যনাম। মহাভা।

দ্রৌপদাদিত্য— কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৭।

দ্রৌপদী—পাঞ্চাল দেশে পৃষত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই পুত্র দ্রুপদ। দ্রুপদের আর এক নাম ছিল যজ্ঞসেন। এই দ্রুপদের সহিত ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণাচার্য্যের বাল্যকালে খুব প্রণয় ছিল। দ্রুপদ পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হইয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার বাল্যবন্ধু দ্রোণাচার্য্যকে "তুমি আমার বন্ধু নও, রাজার সহিত দরিদ্রের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে" ইত্যাদি গর্ব্বিত বাক্যে অপমানিত করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। পাণ্ডবদের সাহায্যে তিনি দ্রুপদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রুপদ সেই অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা দ্রোণঘাতি পুত্র লাভার্থ এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও কৃষ্ণা নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন। কৃষ্ণাই দ্রৌপদী ও যাজ্ঞসেনী নামে সাধারণতঃ অভিহিতা হইতেন। এই দ্রৌপদী যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার পিতা দ্রুপদ তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। আকাশে একটী ঘূর্ণায়মান চক্রমধ্যে একটী কৃত্রিম মৎস্য স্থাপন করিলেন। এবং কুণ্ড মধ্যস্থ জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চক্র মধ্যস্থ মৎস্য বিদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া প্রচার করিলেন। যিনি এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। নানা দেশ হইতে রাজকুমারেরা আসিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া মাতার আদেশে দ্রৌপদীকে বিবাহ

করেন। মহাভা-আদি-১৬৭—১৯২। পাণ্ডবেরা খাণ্ডব প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানিক ও সহদেব হইতে শ্রুতসেন নামক পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাণ্ডবদের উন্নতি দর্শনে অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারাইলেন। দুর্য্যোধনেরা সেই সময়ে দ্রৌপদীর যথেষ্ট অপমান করেন। সভামধ্যে পাষণ্ড ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে অকৃতকার্য্য হন। মহাভা-সভা-৬৬। অবশেষে পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদী বনে গমন করেন। এবং তাঁহাদের সঙ্গে বনবাস ক্লেশ সহ্য করেন। এই সময়ে একদিন দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিতির সুযোগে দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক নূতন পথে প্রস্থান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পথে ভীমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ভীম দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়া জয়দ্রথকে বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মহাভা-বন-২৬৭। ইহার পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহাদের অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত হইল। বিরাট রাজ ভবনে সকলেই ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিরাটের শ্যালক কীচক একদিন দ্রৌপদীর অপমান করিলে, ভীম তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মহাভা-বিরাট-১৪—২৪। বনবাস অন্তে আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে দ্রৌণি অশ্বত্থামা একদিন পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেই নিদ্রিত অবস্থায় সংহার করেন। মহাভা-সৌপ্তিক-৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে কিছুকাল দ্রৌপদী সুখে যাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানে গমন করেন, তখন তিনিও তাঁহাদের সঙ্গিনী হন। কিন্তু হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রথমেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-স্বর্গ।

ধ

ধন—প্রভাস ক্ষেত্রে এক শিবভক্ত ধন নামক বণিক বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৪৮।

ধনক—(১) যযাতিবংশীয় ভদ্রসেনের দুর্ম্মদ ও ধনক নামে দুই তনয় ছিল। তন্মধ্যে ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা নামে চারি তনয় জন্মিয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেন্তের তনয় দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের তনয় ধনক তৎপুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা। বিষ্ণু ৪র্থ ১১।

ধনকপিবান্—পুলহের পত্নী ক্ষমার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮। পুলহ দেখ।

ধনঞ্জয়—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৯। (২) পাণ্ডুর তনয় অর্জ্জুনের অন্যনাম ধনঞ্জয়। মহাভা। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরের ষোড়শ দ্বাপরে মহর্ষি ধনঞ্জয় বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) কুমারী, নাগরাজ ধনঞ্জয়ের পত্নী ছিলেন। মহাভা-উদ্-১১৬। অশ্বতর দেখ। (৫) বিশ্বামিত্র বংশীয় মহর্ষি ধনঞ্জয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আস্ত ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮। (৬) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আস্ত ও মাধুচ্ছন্দস এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৮।

ধনদ—কুবেরের অন্যনাম। আবার ধনদ নামে কুবেরের অনুচর এক যক্ষও ছিলেন। মহাভা-সভা-৯।

ধনধর্ম্মা—নাগরাজ শেষের বংশীয় একজন রাজা। তিনি বিদেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

ধনপতি—কুবেরের অন্যনাম। মৎ-১৪০।

ধনপাল—চন্দ্রবংশীয় নরপতি দ্যুতিমানের রাজত্ব কালে ভদ্রাবতী পুরীতে ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করিত। এই ধার্ম্মিক বৈশ্য স্থানে স্থানে প্রপা, কূপ, মঠ, আরাম, তড়াগ ও গৃহ নির্ম্মাণাদি দ্বারা তাহার ধনের যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৯।

ধনা— দক্ষের ভদ্রা, মদিরা, বিস্তা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চকন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধনাধিপ—এক বৈশ্যের নাম। এই মন্দ কর্ম্মান্বিত বৈশ্য মৃত্যুর পরে অসি নামক নরকে পতিত হয়। কিন্তু বনে পতিত তাঁহার মৃতদেহ এক শৃগাল ভক্ষণ করিয়া জল পানার্থ জাহ্নবী সলিলে গমন করে। সলিল পানমাত্র সেই বৈশ্য শিবদেহ ধারণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিল। শ্রীমহা-৭৪।

ধনাধ্যক্ষ— একজন শিবের গণ। তিনি আবন্ত্য তীর্থের পশ্চিম দ্বার রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮১।

ধনাবহ—শিবের অন্যতম অনুচর ধনাবহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে কোটি গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

ধনায়ু— পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪।

ধনিষ্ঠা— চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা। মহাভা-বন-২২৮।

ধনী—কপ নামক অসুরগণের অন্যতম দূত। মহাভা-অনুশা-১৫৭।

ধনুক— হিরণ্যকশিপুর বংশীয় শম্ভুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৭। শম্ভু দেখ।

ধনুর্গ্রহ — কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম ধনুর্গ্রহ। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; মহাভা-কর্ণ-৫২।

ধনুর্ব্বক্ত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধনুর্ব্বক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধনুষ—কুরুবংশীয় সত্যধৃতির তনয় ধনুষ, ধনুষের তনয় সর্ব্ব, সর্ব্বের তনয় সম্ভব, সম্ভবের তনয় বৃহদ্রথ। এই বৃহদ্রথের অন্যনাম জরাসন্ধ। মৎ-৫০।

ধনুষাক্ষ— মহর্ষি বালধির দুরাশয় নামক তনয় মেধাবীর জীবন, পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিত। মেধাবী একদা মহাতেজা ধনুষাক্ষের অবমাননা করিলে, তিনি বিশালবিষাণ মহিষ দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করেন। তাহাতেই মেধাবীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মহাভা-বন-১৩৭। বালধি দেখ।

ধনুষাখ্য— মহর্ষি ধনুষাখ্য মহীপতি উপরিচর রাজার যজ্ঞে অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭।

ধনুসাহস্রক—অবন্তী দেশে বিদূরথ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা মুদাবতীকে কুজম্ভ নামক এক রাক্ষস হরণ করেন। তিনি ধনুসাহস্রক নামক এক শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া একটী ধনু প্রাপ্ত হন। তাহারই সাহায্যে মুদাবতীকে উদ্ধার করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৩। কুজম্ভ দেখ।

ধনেয়ু—কুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ধনেয়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

ধনেশ্বর—(১) মহিষাসুর নর্ম্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতী নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরে কার্ত্তিক মাসে ধনেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ বাণিজ্য করিতে আসেন। সেই সময়ে কার্ত্তিক-ব্রতী বহু লোক তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত কার্ত্তিক মাস পূজা, অর্চ্চনা বেদপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে যাপন করেন। ধনেশ্বরও তাঁহাদের অনুকরণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে যমকিঙ্করেরা তাঁহাকে কুম্ভীপাক নরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ধনেশ্বর নরকে প্রবেশ করিবা মাত্র নরকের অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া যমরাজ বিস্মিত

হইলেন। পরে নারদ মুখে কার্ত্তিক মাস ব্রতপালন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে যক্ষ লোকে প্রেরণ করিলেন। সেখানে তিনি কুবেরের অনুচর হইয়া, ধনযক্ষ নামে অভিহিত হইলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২৯। (২) ধনেশ্বর কুবেরের এক নাম।

ধনেশ্বরশবর—শূলভেদ তীর্থে ধনেশ্বরশবর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মফুল ও বিল্বফল দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৫৬ ; ৫৭।

ধন্বন্তরী—(১) সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরী অমৃত পূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে আবির্ভূত হন। মহাভা-আদি-১৮। (২) পুরাকালে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরী সর্ব্বতোভাবে শ্রী সম্পন্ন হইয়া অমৃত কলস হইতে উৎপন্ন হন। তিনি কার্য্য সিদ্ধি সম্পন্ন বিষ্ণুকে ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন মাত্র দণ্ডায়মান হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যখন জল হইতে জন্মিয়াছ, তখন অব্জদেব নামে খ্যাত হইবে। এই জন্য ধন্বন্তরী অব্জদেব নামে খ্যাত হন। অব্জদেব সেই সময়ে বিষ্ণুকে বলিলেন—হে প্রভু, আমি আপনার পুত্র হইলাম। অতএব লোকে আমার যজ্ঞ ভাগ ও স্থান বিধান করুন। তখন বিষ্ণু বলিলেন—পূর্ব্বে যাজ্ঞিক দেবগণ যজ্ঞভাগ বিভাগ করিয়াছেন, মহর্ষিগণ দেবগণের প্রতি হবনীয় দ্রব্য সমুদয় বিনিয়োগ করিয়াছেন। এখন আমি তোমাকে কোনরূপ অবৈদিক ক্ষুদ্র দ্রব্য দান করিতে পারিব না। হে পুত্র, তুমি দেবগণের পশ্চাৎ জন্মিয়াছ; অতএব যজ্ঞ ভাগ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় জন্মে লোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভস্থ অবস্থাতেই তোমার অনিমাদি সিদ্ধি হইবে। আর সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করিবে। দ্বিজগণ চরুমন্ত্র, ব্রত ও জল দ্বারা তোমায় পূজা করিবেন। তুমি অষ্টবিধ অঙ্গ সমন্বিত আয়ুর্ব্বেদ বিধান করিবে। দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিবে। এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ আগত হইল। সোম বংশীয় নরপতি দীর্ঘতপার প্রার্থনা অনুসারে অব্জদেব তাঁহার পুত্ররূপে ধন্বন্তরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বরোগ বিনাশক কাশীরাজ নামে খ্যাত হইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, ভিষক্‌গণের ক্রিয়াকে অষ্ট প্রকারে বিভাগ করিয়া শিষ্য গণকে প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ। হরি-হরি-২৯ ; ভাগ-৮স্ক-৮। (৩) ধন্বন্তরী বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার। তিনি দেবগণের জন্য অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৪) পুরুরবার বংশীয় দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরী,

ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান, কেতুমানের তনয় ভীমরথ। এই ধন্বন্তরী আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক, যজ্ঞ ভাগ ভোগী বসুদেবের অংশ, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৫) কাশীরাজের তনয় দীর্ঘতমা, তৎপুত্র ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরীর দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্য ধর্ম্ম ছিলনা। তিনি সকল জন্মেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি নারায়ণের বরে আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। ধন্বন্তরীর তনয় কেতুমান। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৬) ভাস্কর-দেবের অন্যতম শিষ্য। তিনি ভাস্করদেব হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। এবং চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। ভাস্কর দেখ।

ধন্বী— তামসমনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। অকল্মষ ও তামসমনু দেখ।

ধন্য—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধন্য মহর্ষি সম্বরণকে কতকগুলি দীপ্তিমান্ কর্ম্মক্ষম অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৩৩।১। (২) নরপতি উত্তানপাদের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের তনয় শ্লিষ্টি, শম্ভু ও ধন্য (অন্য নাম ভব্য) এই তিনজন। হরি-হরি-৩০

ধন্যা— (১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র সমুদ্ভূতা বৈষ্ণবীমূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) ভদ্রা, মদিরা, বিন্তা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী দক্ষের পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (৩) স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তান-পাদের পুত্র ধ্রুব। মনুর কন্যা ধন্যা ধ্রুবের পত্নী ছিলেন। ধন্যা শিষ্ট নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মৎ-৪।

ধমধমা— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা ধমধমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ধমনী— হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় হ্লাদ। হ্লাদের ভার্য্যা ধমনী হইতে বাতাপি ও ইল্বল জন্মগ্রহণ করেন। এই বাতাপিই অগস্ত্যকর্ত্তৃক নিহত হন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

ধমিত— মহর্ষি ধমিত অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ধর—(১) ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের তনয় দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মহাভা-আদি-৬৬। ধরের অন্যতমা পত্নী মনোহরা হইতে শিশির,

প্রাণ ও রমণ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। দেবাসুর যুদ্ধে ধর, নমুচি দৈত্যের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। হরি-হরি-২৩। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসু হইতে আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রত্যূষ নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ধরণী— (১) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণী অনেক সন্তানের জননী ছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) ধরণী পৃথিবীর অন্য নাম। ধরণীকে বরাহরূপী বিষ্ণু উদ্ধার করেন। বরা-১।

ধরণীবরাহ— মহাদেব কাশীতে ধরণীবরাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রয়াগেশ্বরের নিকটে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

ধরা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম দ্রোণের স্ত্রীর নাম ধরা ছিল। দ্রোণ ও ধরা গোকুলে নন্দ ও যশোদারূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮। (২) বিষ্ণুর অন্যতমা স্ত্রী। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৩০।

ধরাপাল— বৈদিশ নগরে ধরাপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে শিবের গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবের অন্য নারীর সংযোগের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া জম্বুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাকে বেতসী ও বেত্রবতী সঙ্গমে স্নানান্তে শাপমুক্ত হইবেন বলেন। পদ্ম-উত্ত-২৮।

ধর্ম্ম—(১) সর্ব্বলোক সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নর কলেবর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হন। তাঁহার শম, কাম ও হর্ষ নামে তিন পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৬। (২) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশ কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি নাম্নী দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। মহাভা-শান্তি-২০৭। (৩) ধর্ম্ম যজ্ঞ করিয়া, একটী কন্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাম সুনৃতা। রাজা উত্তানপাদের সঙ্গে সুনৃতার বিবাহ হয়। এবং তাহার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (৪) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা নাম্নী দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী হইতে পৃথিবীর ওষধী

সমূহ, বসু হইতে বসুগণ, যামী হইতে নাগবীথী, লম্বা হইতে ঘোষ নামক দেবগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মরুত্বতী হইতে মরুদ্‌গণ, সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্পগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ; সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ ও বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৫) যযাতির অন্যতম পুত্র অনু, অনুর পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় দ্রুহ্য। হরি-হরি-৩২। (৬) ব্রহ্মা পূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও মরুদ্বতী নাম্নী বরিষ্ঠা পঞ্চ কন্যাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনি পঞ্চ কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মী হইতে কাম, সাধ্যা হইতে সাধ্য, বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, মরুদ্বতী হইতে অগ্নি, চক্ষু, হবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শরবৃষ্টি, সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্বাবসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিবোধি, জয়োন, অদ্ভুতি, বরিত্র, বহুপন্নগ, বৃহন্ত, বৃহদ্ভুত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এবং সরসা হইতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিরৃতিবসু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৭) ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী মূর্ত্তি হইতে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার ছিলেন এবং সুদুস্বর তপস্যা করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৯৬। (৮) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৯) দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে লম্বা, ককুদ, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, সঙ্কল্পা ও ভানুকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ভানু হইতে দেবর্ষভ, লম্বা হইতে বিদ্যোত, ককুদ হইতে সঙ্কট, যামী হইতে স্বর্গ, বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বান্ ও জয়ন্ত, মুহূর্ত্তা হইতে মৌহূর্ত্তিক দেবগণ, সঙ্কল্পা হইতে সঙ্কল্প এবং বসু হইতে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (১০) ভগবান্ পুরুষোত্তম উত্তম মন্বন্তরে ধর্ম্মের ভার্য্যা সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রতগণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যসেন নামে আখ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) যযাতি বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের তনয় প্রচেতা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১২) যযাতি বংশীয় হৈহয়ের তনয়ের নামও ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মের তনয় নেত্র, নেত্রের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সোহঞ্জি। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৩) যযাতি বংশীয় পৃথুশ্রবার তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় উশনা, উশনার তনয় রুচক। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৪) ব্রহ্মার তনয় ধর্ম্ম, দক্ষের শ্রদ্ধা, ধৃতি, লক্ষ্মী, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিকে বিবাহ

করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও ও সময়, বুদ্ধিতে অপ্রমাদ ও বোধ জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (১৫) একদা ধর্ম্ম সুদর্শন মুনির আশ্রমে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার স্ত্রীর সহিত সহবাস প্রার্থনা করেন। সুদর্শন পত্নী অতিথির প্রীত্যর্থে সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে সুদর্শন স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্ত্রীর এবম্প্রকার ব্যবহার দর্শনে রুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্ম তাঁহার অতিথি পরায়ণতার পরকাষ্ঠা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৃত্যু বিজয়ী বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। লি-২৯। (১৬) বরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল শিবাবতার প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (১৭) ধর্ম্ম দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটীকে বিবাহ করেন। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে, লক্ষ্মী (বলা) দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ড নয় ও বিনয়কে, বুদ্ধি বোধকে, লজ্জা বিনয়কে, বপু ব্যবসায়কে, শান্তি ক্ষেমকে, সিদ্ধি সুখকে ও কীর্ত্তি যশকে প্রসব করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (১৮) যযাতি বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্দম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। ধর্ম্মের কন্যা সন্ত্যা বৃহস্পতির পুত্র সংযুর পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৭। সংযু দেখ। (১৯) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি সুব্রতের পুত্র ধর্ম্ম। তৎপুত্র সুশ্রম, সুশ্রমের পুত্র দৃঢ়সেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (২০) মগধের কৈলকিল যবন ভূপতি রামচন্দ্রের পুত্র ধর্ম্ম। তৎপুত্র বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুবিনন্দি, নন্দিযশা ও শিশকপ্রবচারী এই পাঁচ জন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকুতি প্রজাপতি রুচির পত্নী ছিলেন। এবং প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের পত্নী ছিলেন। প্রসূতি হইতে দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। ধর্ম্মের পত্নী শ্রদ্ধা হইতে, কাম, লক্ষ্মী হইতে দর্প, ধৃতি হইতে নিয়ম, তুষ্টি হইতে সন্তোষ, পুষ্টি হইতে লাভ, মেধা হইতে শ্রুত, ক্রিয়া হইতে নয়, দণ্ড ও সময় এই তিন জন, বুদ্ধি হইতে বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শান্তি হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সুখ এবং কীর্ত্তি হইতে যশ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০। অক্রূরের অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। (২২) যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্যু। দ্রুহ্যুর বংশীয় গান্ধারের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র দুর্ম্মদ। বায়ু-৯৯।

ধর্ম্মকীর্ত্তি—বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি ধর্ম্মকীর্ত্তি দক্ষযজ্ঞের যুদ্ধে বীরভদ্রের

হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাম-৪।

ধর্ম্মকেতু—(১) কাশীরাজ সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আবর্ত্ত। হরি-হরি-২৯। (২) ধন্বন্তরী বংশীয় নিকেতনের তনয় ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় ধৃষ্টকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭।

ধর্ম্মগুপ্ত—বিদর্ভ দেশের রাজা ধর্ম্মগুপ্ত হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা মহাদেবে ভক্তিমতী অংশুমতী তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহাদেবের বরে ও স্বীয় শশুর দ্রবিকের সাহায্যে তিনি পুনঃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৭।

ধর্ম্মঘ্ন—একজন দানবপতি। পদ্ম সৃষ্টি-১৩।

ধর্ম্মজালিক—বৈদিশ নগরে তিনি একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু অতিশয় মন্দ কর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পরে কীট যোনীতে জন্মলাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

ধর্ম্মতন্ত্র—নরপতি হৈহয়ের অন্যতম পুত্র ধর্ম্মতন্ত্র। তৎপুত্র কীর্ত্তি, তৎপুত্র সংজ্ঞেয়। বায়ু-৯৪।

ধর্ম্মদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধর্ম্মদত্ত—পুরাকালে ধর্ম্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক মাসে আমলকী ও তুলসী দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিয়া ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-১২।

ধর্ম্মদৃষ্টি—অক্রূরের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। অক্রূর দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

ধর্ম্মধৃক— যদুবংশীয় ভূপতি শফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা ধর্ম্মধৃক। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্রূর দেখ। হরি-হরি-৩৪।

ধর্ম্মধ্বজ—(১) জনক বংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ধর্ম্মধ্বজ মিথিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। একদা সুলভা নাম্নী এক অসাধারণ বিদ্যাবতী, পৃথিবী পর্য্যটনকারিণী রমণী তাঁহার রাজ সভায় সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩২০। (২) ধর্ম্মধ্বজ কুশধ্বজের তনয়। ধর্ম্মধ্বজের তনয় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ, কৃতধ্বজের তনয় কেশীধ্বজ এবং মিতধ্বজের তনয় খাণ্ডিক্য। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধর্ম্মনারায়ণ— বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে ধর্ম্মনারায়ণ ব্যাস নামে খ্যাত

ছিলেন। তখন মহাদেব গন্ধমাদন পর্ব্বতে বালি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। লি-২৪; বায়ু-২৩।

ধর্ম্মনেত্র—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর তনয় অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, এই ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম তনয় ধর্ম্মনেত্র। মহাভা-আদি-৯৪। (২) যদুবংশীয় হৈহয়ের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের তনয় কার্ত্ত, কার্ত্তের তনয় সাহঞ্জ। হরি-হরি-৩৩; মৎ-৪৩; অগ্নি-২৭৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্র হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে ধার্ম্মিক ও মহিমান্ জন্মে। লি-৬৮; সৌর-৩১। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহঞ্জি। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৫) সোমবংশীয় নরপতি ধর্ম্মের তনয় ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের তনয় কীর্ত্তি, কীর্ত্তির তনয় সঞ্জিত। কূর্ম্ম-পূ-২২।

ধর্ম্মন্তক—একজন দানবপতি। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২০

ধর্ম্মপতি—লাক্ষদেশের অধিপতি ধর্ম্মপতিকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

ধর্ম্মপাত—(১) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-আদি-৭; পদ্ম-উত্ত-২৪৩। (২) একজন প্রাচীন কালের রাজা। শিব-ধর্ম্ম-২৪।

ধর্ম্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৮। মহাভারত।

ধর্ম্মবতী—ধর্ম্মের পত্নী ধর্ম্মবতী হইতে ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা জন্মে। মহর্ষি মরীচি তাহাকে বিবাহ করেন। অগ্নি-১১৪।

ধর্ম্মবর্ণ—আনর্ত্ত দেশে ধর্ম্মবর্ণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২২।

ধর্ম্মবর্ম্মা—(১) সৌরাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যখন তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দৈববাণীতে একটী শ্লোক প্রাপ্ত হন। ইহা রাজ্যস্থ কেহ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মহর্ষি নারদ তাহাকে ইহার অর্থ বলিয়া দেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪। (২) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবিৎ—অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্না হইতে ধর্ম্মবিৎ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৫।

ধর্ম্মবৃদ্ধ—যযাতি বংশীয় শফল্কের পত্নী গান্দিনী হইতে অক্রূর, অসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪

ধর্ম্মব্যাধ—মিথিলা দেশে ধর্ম্মব্যাধ নামে একজন মাংস বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার নিকট কৌশিক নামে এক

ব্রাহ্মণ তনয় উপদেশ লাভ করেন। এই ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যানটী নানা সদুপদেশে পরিপূর্ণ। মহাভা-বন-২০৪-২১৪। কৌশিক দেখ।

ধর্ম্মব্রতা—(১) ধর্ম্মের স্ত্রী ধর্ম্মবতী, ধর্ম্মব্রতা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। এই ধর্ম্মব্রতাকে ব্রহ্মার তনয় মরীচি বিবাহ করেন। একদিন মরীচি ধর্ম্মব্রতাকে পদসংবাহন করিতে বলিলেন। ধর্ম্মব্রতা স্বামীর পদসেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামীর ও গুরু এই বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মার অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন। এই জন্যই মরীচি কুপিত হইয়া বলিলেন—যেহেতু আমার আদেশ অমান্য করিয়াছ, সেইজন্য তুমি শিলারূপে পরিণত হইবে। ধর্ম্মব্রতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—যেহেতু আপনি অকারণে আমাকে শাপ দিয়াছেন, সেইজন্য ভগবান্ শঙ্কর আপনাকে শাপ দিবেন। অগ্নি-১১৪। (২) পূর্ব্বকালে নিখিল বিজ্ঞানে পারদর্শী ধর্ম্ম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী বিশ্বরূপা ধর্ম্মব্রতা নামে এক পরম রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। বিপ্রধর্ম্ম কন্যার উপযুক্ত বর প্রাপ্ত না হইয়া, তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। কন্যা বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় ব্রহ্মনন্দন মরীচি ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্ম উপযুক্ত পাত্র বোধে মরীচির করে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বায়ু-১০৭।

ধর্ম্মভৃত—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৬৯। অক্রূর দেখ। (২) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৩) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪।

ধর্ম্মমূর্ত্তি—পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি এক বেশ্যার ভৃত্য স্বর্ণকার ছিলেন। একটী সুবর্ণময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, বেশ্যাকে দান করিয়া, তিনি সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে রাজা হইলেন। আর সেই বেশ্যা অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণা ছিলেন বলিয়া এই জন্মে ধর্ম্মমূর্ত্তি রাজার স্ত্রী ভানুমতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২১।

ধর্ম্মরত—সগরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৮। সগর দেখ

ধর্ম্মরথ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অন্যতম তনয় ধর্ম্মরথ। মহর্ষি কপিলের শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই বিনষ্ট হইলে কেবল সুকেতু, বর্হকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন এই চারিজন জীবিত ছিলেন। হরি-হরি-১৪। (২) পুরু-

বংশীয় মহীপতি দধিবাহনের তনয় দিবিরথ। দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন। ধর্ম্মরথের তনয় চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। (৩) যযাতি বংশীয় পারের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের তনয় ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

ধর্ম্মরশ্মি— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ধর্ম্মরাজ— যমের অন্য নাম। মহাভা-আদি-৯।

ধর্ম্মশর্ম্মা— মহর্ষি রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়া, স্বীয় শিষ্য কেতব, দাল্‌ভি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা নামক চারিজনকে অধ্যাপন করেন। বায়ু-৬০।

ধর্ম্মশীল— বিষ্ণুর অন্যতম দূত। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-২৫।

ধর্ম্মসার্ব্বর্ণি— একাদশমনু ধর্ম্মসাবর্ণি। সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহার দশ পুত্র ছিল। এই মন্বন্তরে ধর্ম্মসেতু আর্য্যকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। এই সময়ে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণ মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশজন করিয়া দেবতা। এই মন্বন্তরে নিশ্বর অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ এই সাতজন সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা, দেবানীয় প্রভৃতি ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২।

ধর্ম্মসখ— পূর্ব্বকালে ধর্ম্মসখ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পত্নী সত্বেও তিনি অনপত্য ছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধকালে এক পুত্র জন্মে। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হনুমৎ কুণ্ডে স্নান সমাপণপূর্ব্বক এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, একশত ভার্য্যাতে একশত পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১৩।

ধর্ম্মসার—জনৈক ব্রাহ্মণ। তাঁহার কন্যাকে বোধ মুনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কল্কি-২য়-৪।

ধর্ম্মসূত্র—মগধের জরাসন্ধবংশীয় সুব্রতের তনয় ধর্ম্মসূত্র; ধর্ম্মসূত্রের তনয় সম, সমের তনয় দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের তনয় সুমতি। ভাগ-৯স্ক-২২।

ধর্ম্মসেতু— (১) একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্ম-সাবর্ণির সময়ে বিষ্ণু, আর্য্যকের পত্নী বৈধৃতা হইতে ধর্ম্মসেতু নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন। ভাগ ৮স্ক-১৩। (২) মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

ধর্ম্মসেন— ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার অন্যতম পুত্র। মৎ-১১। যমরাজের সভাসদ অন্যতম নরপতি। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

ধর্ম্মাত্মা— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম ধর্ম্মাত্মা। মহাভা-বন ২৩০।

ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রকাশক— সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

ধর্ম্মারণ্য—মহর্ষি ধর্ম্মারণ্য গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যবাসী পদ্মনাভ নাগের নিকট ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৬২।

ধর্ম্মিষ্ঠা— মহর্ষি মুদ্গলের পুত্র কোশকার, মহর্ষি ব্যাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম নিশাকর। বাম-৯১। কোশকার দেখ।

ধর্ম্মী— ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্রাজের পুত্র ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। নরপতি অমিত্রজিতের পুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়। বায়ু-৯৯।

ধর্ম্মেয়ু— চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুর অন্যতম পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের পত্নী, অপ্সরা মিশ্রকেশী হইতে ধর্ম্মেয়ু সন্নতেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। বায়ু-৯৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ। ভাগ-৯স্ক-২০। যযাতিবংশীয় ভদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

ধর্ম্মেশ্বর— কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৮।

ধাতক— নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র বীতিহোত্র পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর অর্থাৎ পদ্ম ছিল বলিয়া, ইহার নাম পুষ্কর দ্বীপ হয়। বীতিহোত্র এই দ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় তনয় রমণক ও ধাতককে প্রদান করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-২০। স্কন্দ-কাশী-কুমা-৩৭।

ধাতকী—স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের তনয় সবন। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি সবন হইতে মহাবীর ও ধাতকি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের নামে মহাবীর বর্ষ এবং ধাতকির নামে ধাতকি খণ্ড খ্যাত ছিল। লি-৪৬। ভব্যের পুত্র ধাতকি ও মহাবীর। বিষ্ণু-২য়-৪। মার্ক ৫৩।

ধাতা—(১) ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা ধাতা। ঋগ-১০।১৮।১। (২) কশ্যপ পত্নী অদিতির গর্ভে যে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন, ধাতা তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) মহর্ষি ঋচিকের বহু পুত্রের মধ্যে ধাতা ও বিধাতা অন্যতম। এবং এই ধাতা ও বিধাতার ভগিনী লক্ষ্মী। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্, অকপীবান্, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধাতা মেরুর

কন্যা আয়তিকে বিবাহ করেন। আয়তির গর্ভে মৃকণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১; মার্ক-৫২। (৬) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতার কুহু, সিনিবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কুহু স্বায়ংকে সিনীবালী দর্শকে, রাকা প্রাতঃকে ও অনুমতি পূর্ণমাসকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৭) ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ধাতার স্ত্রী মেরুর কন্যা আয়তি প্রাণকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম ৮।

ধাতেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

ধাত্রী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা ধাত্রী। কালিকা-৬৩।

ধান্য—মনুবংশীয় ধ্রুবের অন্যতম তনয় ধান্য। শিব-ধর্ম্ম ৫২।

ধান্যদা—একটী মাতৃকার নাম। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩০।

ধান্যবাসা—একটী মাতৃকার নাম। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

ধান্যমালিনী—রাবণের স্ত্রী ধান্যমালিনী হইতে অতিকায় জন্মগ্রহণ করেন। রামা-সুন্দ-২২।

ধাত্রেয়—মহর্ষি ধাত্রেয় একজন অত্রি-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি বামরথ্য ও পৌত্র এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

ধান্যায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ্য ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

ধারভট্টারিকা—ভরদ্বাজ সগোত্রদিগের গোত্রমাতা কর্ম্মলা, ক্ষেমলা, ধারভট্টা-রিকা এই তিন জন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৯।

ধাবান্— স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। স্বারোচিষমনু দেখ।

ধাম— তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

ধারণ— চন্দ্রবংশীয় নরপতি ধারণ, স্বীয় দুর্ব্যবহারে বংশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩। পাতালের ভোগবতীনগর বাসী সুরসা ভোজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম ধারণ ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

ধারণী— বর্হিষদ পিতৃগণের মানসীকন্যা ধারণী, সুমেরুর পত্নী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩১।

ধারপালা— দক্ষের কন্যা ধারপালা সূর্য্যের দ্বাদশ পত্নীর অন্যতমা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধারশান্তি— ভরদ্বাজবংশীয় সগোত্রদের গোত্রমাতা ধারশান্তি। তাঁহাদের অঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ৩৯

ধারা— (১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও

দক্ষের কন্যা বসু হইতে দ্রোণ, অর্ক, অগ্নি প্রভৃতি অষ্টবসু, জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্নির স্ত্রী ধারা, স্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতিকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) দক্ষের ধারা নাম্নী কন্যা রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধারাপাল— বৈদিশনগরের অধিপতি ধারাপাল পূর্ব্বজন্মে শিবের অনুচর ছিল। শিবের অন্য রমণী সহবাসে সাহায্য করায়, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া জম্বুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পার্ব্বতীর শরণ লইলে, তাঁহার অনুগ্রহে বিতস্তা ও বেত্রবতী সঙ্গমে স্নান করিয়া মুক্ত হন। শিব-ধর্ম্ম-২৩

ধারিণী— দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা স্বধার গর্ভে ও পিতৃগণের ঔরসে বয়না ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পারগামিণী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। ধারিণী পর্ব্বত-রাজ সুমেরুর পত্নী ছিলেন। লি-৬

ধার্ম্মিকা— জয়া, বিজয়া, জনকা, মধুস্পন্দ্যা, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, কান্ত, সুভদ্রা, ধার্ম্মিকা ও শুভা নাম্নী দক্ষের দশ কন্যা রুদ্রগণের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

ধার্ষ্টক— ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধৃষ্টর ধার্ষ্টক ও রণধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি-১০। বায়ু-৮৮।

ধিয়াস্ত— যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

ধিষণা— বাগেদবীর অন্য নাম ধিষণা। ঋগ-১।২২।১০। মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের পত্নী ধিষণা হইতে প্রাচীন-বর্হি, শুক্র, গয়, ব্রজ, কৃষ্ণ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৪।

ধিষ্ণ— প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। প্রতর্দ্দনগণ দেখ।

ধী— রুদ্রদেবের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ধী ছিল। ভাগ-৩স্ক-১২।

ধীমান্— নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫। মনুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের তনয় ধীমান্, ধীমানের পুত্র মহান্ত, মহান্তের তনয় মনস্যু। বিষ্ণু-২য়-১। তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ধীমান্ ছিলেন মৎ-৯। অকপী দেখ। বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র ধীমান্, তৎপুত্র মহান্। বায়ু-৩৩।

ধীর— ধীর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রম্ভা, পুত্রের নাম কৌশিক, কন্যার নাম বিজয়া ও বৃষের নাম ধনদম্বিল। কৌশিক ও বিজয়া একদা বনে গোচারণ করিতেছিল। এমন সময়ে চোরে তাঁহাদের গরু অপহরণ করে। তাঁহারা বুধাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গরু প্রাপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি-১৮৪।

ধীরোষ্ণী— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

ধীষণা—(১)অগ্নির কন্যা ধীষণা, মনুবংশীয় নরপতি হবির্দ্ধানের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) কৃশাশ্ব, দক্ষের কন্যা অর্চ্চি ও ধীষণাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চি হইতে ধূমকেতু এবং ধীষণা হইতে বেদশিরা, দেবল, বয়ুনও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধুনি— অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে চুমুরি ও ধুনি নামে কতিপয় অসুর ছিল। একবার তাঁহারা দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করিয়া দভীতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৫।৯। (৩) যদুবংশীয় সাত্যকীর অন্য নাম যুযুধান। সাত্যকীর তনয় ধুনি, ধুনির পুত্র যুগন্ধর। অগ্নি-২৭৫। (৪) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৬। বিশ্বা দেখ।

ধুন্ধু—(১) মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু, তাহার আর একটী নাম ছিল উজ্জানক। হরি-হরি-১১। ধুন্ধুমার দেখ। ধুন্ধু, নরপতি কুবলয়াশ্বের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯স্ক-৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি হরিতের পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও সুতেজা। লি-৬৬। ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও বাসুদেব। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৩) কশ্যপ পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র অরুরু। অরুরুর পুত্র মহাসুর ধুন্ধু। এই ধুন্ধুকে মহর্ষি উতঙ্গের কথানুসারে নরপতি কুবলাশ্ব বধ করেন। বায়ু-৬৮। ধুন্ধুমার দেখ। (৪) অঙ্গদেশের অধিপতি জয়দের পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর পুত্র বহুগবী, বহুগবীর তনয় সঞ্জাতি। বায়ু-৯৯।

ধুন্ধুকারী— আত্মদেবের স্ত্রী ধুন্ধুলীর পালিত পুত্র। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

ধুন্ধুমান— বৈবস্বতমনুবংশীয় নরপতি কেবলের তনয় ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান্। ভাগ-৯স্ক-৯।

ধুন্ধুমার—(১)মহারাজ ধুন্ধুমার গিরিব্রজ-পুরে বহুকাল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়াও গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৬। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বৃহদশ্বের তনয় কুবলাশ্ব, এই কুবলাশ্ব, ধুন্ধু (অন্য নাম উজ্জামক) নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন। রাজা বৃহদশ্ব কুবলাশ্বের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলে, বিপ্রর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলেন যে, তাঁহার আশ্রমের সমীপে মধুরাক্ষসের তনয় ধুন্ধু, অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। রাজা বৃহদশ্ব, ধুন্ধুর দমনার্থ কুবলাশ্বকে প্রেরণ

করেন। কুবলাশ্বও তাঁহার শত পুত্র মহর্ষি উতঙ্কের সহিত সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া, ধুন্ধুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঘোরতর যুদ্ধে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই তিন পুত্র ব্যতীত সকলেই ধুন্ধুরাক্ষস হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। অবশেষে কুবলাশ্ব তাহাকে সবলে আক্রমণ করিয়া বধ করেন। হরি-হরি-১১; মহাভা-বন-২০১, ২।

ধুন্ধুমারি— কুবলয়ের পুত্র। ধুন্ধুমারির দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন পুত্র ছিল। সৌর-৩০; স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩৩।

ধুন্ধুমারীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

ধুন্ধুমুক— ত্রেতাযুগে ধুন্ধুমুক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার একটী দুর্ব্বিনীত পুত্র জন্মে। সে কোনও শূদ্রা স্ত্রীতে আসক্ত ছিল। সে তাহাকে বধ করিলে, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে বধ করে। ধুন্ধুমুক শিবমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরয় হইতে উদ্ধার করেন। লি-উত্ত-৮।

ধুন্ধুলী— আত্মদেবের স্ত্রী। পদ্ম-উত্ত-১৯৬।

ধুতপাপা— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধুতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

ধুম— মহর্ষি ধুম পরাশরবংশীয় ছিলেন। লি-৬৩।

ধূমকেতু— স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি ভরতের অন্যতমা স্ত্রী ও বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনী হইতে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূমকেতু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৫স্ক-৭। কৃশাশ্ব, দক্ষের অর্চ্চি ও ধীষণা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেতু এবং ধীষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন ও মনু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধূমতিমির— মহাদেবের একটী গণ। পদ্ম-উত্ত-১৩।

ধূমবতী— মেরুর কন্যা আয়তি ধাতার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রাণের জন্ম হয়। প্রাণের স্ত্রী ধূমবতী দ্যুতিমান্ ও অজরা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন ইহাদের পুত্রপৌত্র অনেক জন্মিয়াছিল। মার্ক-৫২

ধূম্রবর্ণ—নাগরাজ ধূম্রবর্ণের পাঁচ কন্যাকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় যদু বিবাহ করেন। হরি-হরি-৯৩

ধূম্রশিখা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধূম্রশিখা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

ধূমাবতী—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। বৃহদ্ধ-মধ্য-৬; শ্রীমহাভাগ-৮, ১৮।

ধূমিনী—(১)চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা স্ত্রী ধূমিনী হইতে ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ।

মহাভা-আদি-৯৪। (২) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের পত্নী ধূমিনী হইতে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর তনয় বৃহদ্ধনু। হরি-হরি-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে তিন পত্নী ছিল। তন্মধ্যে ধূমিনী পুত্রাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া, অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ধূম্রবর্ণ সুদর্শন ঋক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। ঋক্ষের তনয় সম্বরণ, সম্বরণের তনয় বিখ্যাত কুরু। অগ্নি-২৭৮; হরি-হরি-৩২। (৪) ভরত বংশীয় হস্তীর অন্যতম পুত্র অজমীঢ়। অজমীঢ়ের নীলিনী, ভূমিনী, ধূমিনী ও কেশিনী নামে চারি পত্নী ছিল। তন্মধ্যে ধূমিনী হইতে যবীনর জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

ধূমোর্ণা—(১)মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রীর নাম ধূমোর্ণা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৪৩। (২) আবার যমের পত্নীর নামও ধূমোর্ণা ছিল। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

ধূম্র—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধূম্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) বানের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে দানবপতি ধূম্রের গৃহদাহ হইয়াছিল। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮। (৩) বানর দলপতি জাম্ববানের ভ্রাতা। তিনি লঙ্কা সমরে বহু রাক্ষস নিধন করেন। রামা-লঙ্কা-৩০। (৪) মহাদেবের এক নাম ধূম্র। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

ধূম্রকেতু—(১) বৈবস্বত মনুবংশীয় রাজা বুধের তনয় তৃণবিন্দু। অপ্সরা অলম্বুষা হইতে তৃণবিন্দুর ঔরসে বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু নামে তিন পুত্র ও ইলবিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই ইলবিলা বিশ্রবা মুনির পত্নী ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-৯। (২) মহাদেবের এক অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (৩) শাণ্ডিল্য পুত্র ধূম্রকেতু নামক তেজস্বী অগ্নিকে শ্রাদ্ধকালে প্রথম দান করিবে। বরা-১৯০।

ধূম্রকেশ—(১) রাজা পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। পৃথু তাঁহাকে দক্ষিণদিকের আধিপত্য প্রদান করেন। ভাগ-৪স্ক-২২। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে ধূম্রকেশ প্রভৃতি একষষ্টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

ধূম্রনিশ্বাস—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

ধূম্রনিশ্বাসা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

ধূম্রপরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি খল্যায়ন, বার্ষ্ণায়ন,

তৈলেয়, বুথপ ও তণ্ডি এই পাঁচ জন ঋষি ধূম্রপরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

ধূম্রপাদ— মহাদেবের এক অনুচর। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

ধূম্রবর্ণ--গণেশের এক নাম। অগ্নি-৭১।

ধূম্ররাক্ষস—সৃষ্টি কার্য্যে রত ব্রহ্মার তমোভাবাবেশকালে মহাবল ধূম্রপ্রমুখ সূর্য্যদ্বেষী রাক্ষসগণের জন্ম হয়। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১৬।

ধূম্রলোচন- দানবপতি শুম্ভের অন্যতম সেনাপতি। দেবী কৌশিকীর সহিত যুদ্ধকালে শুম্ভ দেবী কৌশিকীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। কিন্তু ধূম্রলোচন সদন বলে কৌশিকী কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হন। বাম-৫৫।

ধূম্রা—(১) ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রা হইতে অষ্টবসুর অন্যতম ধর ও ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, ধূম্রা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

ধূম্রাক্ষ—(১) মনুবংশীয় রাজা হেমচন্দ্রের তনয় ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের তনয় সংযম। সংযমের তনয় দেবল ও কৃশাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-২। (২) শিবের এক অনুচরের নামও ধূম্রাক্ষ ছিল। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। রাক্ষসপতি সুমালীর অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। সুমালী দেখ। রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন বিফল হইয়াছে শুনিয়া, রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। এবং বানর সৈন্য বিনাশের জন্য ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ করিলেন। তিনি চতুরঙ্গ সেনাসহ অগ্রসর হইয়া, বহু বানর সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক অবশেষে হনুমান হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন। রামা-লঙ্কা-৫১—৫২। (৩) দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী পার্ব্বতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি সমরাঙ্গনে শয়ন করেন। দেবীভাগ-১০স্ক-১২ রক্তাসুরের অন্যতম সেনাপতি সৌর-৪৯

ধূম্রানিক—প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় মেধাতিথি। মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম ধূম্রানিক স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭; ভাগ-৫স্ক-২০। মেধাতিথি দেখ

ধূম্রাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব, ধূম্রাশ্বের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের তনয় সহদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১; বায়ু-৮৬।

ধূম্রিত—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

ধূর্জটী—মহাদেবের অন্য নাম। রামা-আদি-৪৩।

ধূর্ত্তক—নাগরাজ কৌরবের কুলজাত ধূর্ত্তক নামক নাগ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

ধৃত—(১) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের তনয় ধৃত, ধৃতের তনয় দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের তনয় প্রচেতা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) ধৃতের তনয় দুর্গম। বিষ্ণু-৪র্থ ১৭। দুর্গম দেখ। (৩) রৌচ্য-মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্য মনু দেখ। (৪) মনুর পত্নী নড্বলার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ভাগ-৪র্থস্ক-১৩।

ধৃতক—নরপতি হরিশ্চন্দ্রের বংশে রুরুক নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধৃতক, ধৃতকের তনয় বাহু। এই বাহু অত্যন্ত অধার্ম্মিক ও ব্যসনী ছিলেন। বায়ু-৮৮।

ধৃতকেতু—দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

ধৃতদেবা—যদুবংশীয় দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামে চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৫।

ধৃতপাদ—কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। কদ্রু দেখ।

ধৃতপাপা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ধৃতপাপা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মহারাবকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম-৫৭।

ধৃতবর্ম্মা—(১) ত্রিগর্ত্তদেশীয় একজন বীর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। মহাভা-আশ্বমে-৭৪। (২) উত্তম মন্বন্তরে প্রতর্দ্দন দেবগণের অনুগ অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

ধৃতব্রত—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার তনয় অধিরথ। হরি-হরি-৩১; বায়ু ৯৯। (২) ভগবান্ রুদ্রের অন্য নাম ধৃতব্রত। ভাগ-৩স্ক-১২। (৩) যযাতির বংশীয় বিরূপের পত্নী সম্ভূতি হইতে ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় অধিরথ। ভাগ-৯স্ক-২৩।

[ধৃ]তব্রতা—শুকদেবের অন্যতমা কন্যা। কূর্ম্ম-পূ-১৯। কীর্ত্তিমতী দেখ।

ধৃতরাষ্ট্র—(১) গঙ্গার চলিয়া যাওয়ার পর কুরুরাজ শান্তনু, দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। এই সত্যবতী হইতে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গাঙ্গেয় ভীষ্ম, কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-

ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যও বিবাহের পরে দীর্ঘায়ু হন নাই। ক্ষয়রোগে তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াই গতায়ু হন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না বলিয়া, কুরুকুল নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কায় সত্যবতী অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। প্রথমে তিনি ভীষ্মকে বিধবা ভ্রাতৃবধূতে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। ভীষ্ম অস্বীকার করিলে, সত্যবতী স্বীয় কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও এক দাসী গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-১০১—১০৯। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম হইতে অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। গান্ধারী হইতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সকলের বড় ছিলেন বলিয়া, কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠিরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা দিন দিন উন্নতি করিতেছেন দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে একটু হিংসার উদ্রেক হইল। দুর্য্যোধন ও তাঁহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই দেখিতে পারিতেন না। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবেন। কিন্তু বিদুরের বুদ্ধি পরামর্শে দুর্য্যোধন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রথমটা তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু পরে দ্রৌপদীর বিবাহের পরে, যখন সকল কথা প্রকাশ পাইল, তখন মনে মনে খুব দুঃখিত হইলেও প্রকাশ্যে খুব আনন্দই প্রকাশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়া, অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডব প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অতিশয় বিমর্ষ হইয়া, পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। শকুনি, কর্ণ, প্রভৃতির কুপরামর্শে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মত করাইয়া, দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। এই পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন সম্পত্তি হারাইলেন। দ্রৌপদী অতিশয় অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইলেন। অবশেষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস থাকিতে বাধ্য হইলেন।

বনবাসান্তে রাজ্য প্রার্থনা করিলে, দুর্য্যোধন প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সঞ্জয় প্রতিদিন এই যুদ্ধের বিবরণ অন্ধরাজকে শ্রবণ করাইতেন। অবশেষে এই যুদ্ধে কৌরবকুল সবান্ধবে ধ্বংস হইল। ধৃতরাষ্ট্র কিছুকাল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন এবং দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভারত। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অকপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শলেশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর তনয় অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কণ্ডিল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, প্রতীপ, অপরাজিত, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব্বদের এক রাজা ছিলেন। রাজা মরুত্ত সংবর্ত্তকে তাঁহার বিখ্যাত যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, বৃহস্পতি অতিশয় দুঃখিত হন। ইন্দ্র বৃহস্পতির অনুরোধে মরুত্ত রাজার নিকট গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্বমে-৯—১১। (৫) নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। হরি-হরি-৩। (৬) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মহাকর্ণ প্রভৃতি বহু নাগের জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। অশ্বতর দেখ। (৭) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৮) ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ।

ধৃতরাষ্ট্রী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী তাম্রা দেবী হইতে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী নাম্নী পাঁচ কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬; রামা-আরণ্য-১৪।

ধৃতা—ধৃতা নামে এক অপ্সরা ছিল। রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ধৃতা, কক্ষেয়ু, ঔচেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯।

ধৃতি—(১) প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশটী কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) ধৃতি নামে লক্ষ্মীর অন্যতমা

সহচরী ছিলেন।, মহাভা-শান্তি-২২৮। (৩) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে ধৃতি অন্যতম ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১। (৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির অপত্য ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যকর্ম্মা। বায়ু-৯৯। (৫) মহাদেবের অন্যতমা স্ত্রীর নাম ধৃতি। ভাগ-৩স্ক-১২। (৬) জনক বংশীয় রাজা বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যজ্ঞের পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় উশনা, উশনার তনয় সিতেয়ু, সিতেয়ুর পুত্র মরুত্ত। লি-৬৮। (৮) কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বণ, ধৃতি প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪; লি-৪৬। (৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি-মনুর সময়ে ধৃতি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (১০) জনক বংশীয় ক্ষেমাশ্বের তনয় ধৃতি। ধৃতির তনয় বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের তনয় কৃতি। ইনি জনক বংশের শেষ অধিপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (১১) যদুবংশীয় মহীপতি রোমপাদের তনয় বভ্রু, তৎপুত্র ধৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (১২) ধর্ম্মের পত্নী ধৃতি হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পু-৮; বায়ু-১০। (১৩) যযাতির অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যু, দ্রুহ্যুর বংশীয় ধর্ম্মের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় দুর্ম্মদ। বায়ু-৯৯। (১৪) যযাতি বংশীয় বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্ম্মা। ভাগ-৯স্ক-২৩। সম্ভূতি দেখ। (১৫) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন. ধৃতি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (১৬) যযাতি বংশীয় বিজয়ের পত্নী সম্ভূতি ধৃতিকে প্রসব করেন। ধৃতির তনয় ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সৎকর্ম্মা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (১৭) সাত্বত বংশীয় কুকুরের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। মৎ-৪৪। (১৮) হৈহয় বংশীয় ধৃষ্ণুর তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি-২৭৫।

ধৃতিমন্ত—অঙ্গিরার তনয় কীর্ত্তিমান্। কীর্ত্তিমানের স্ত্রী ধেনুকা, বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধৃতিমান্—(১) পুরুবংশীয় নরপতি যবীনরের তনয় ধৃতিমান্। ধৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় প্রতাপবান্ দৃঢ়নেমী। হরি-হরি-২০; মৎ-৪৯। (৩) রৌচ্য মনুর সময়ে, ধৃতিমান্ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; হরি-হরি-৭। (৩) রৈবত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ। (৪) সাবর্ণি-

মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (৫) নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪। (৬) কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মান্, ধৃতিমান্ প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে কুশদ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। মার্ক-৫৩।

ধৃতী—মহর্ষি কৌশিক স্বীয় পত্নী ধৃতীর সহিত দক্ষ যজ্ঞে সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাম-২।

ধৃতেয়ু—(১) পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম ধৃতেয়ু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

ধৃষ্ট—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট ছিলেন। মৎ-১২ ; মহাভা-আদি-৭৫। (২) যদুবংশীয় নরপতি কুন্তির ধৃষ্ট ও অনাধৃষ্ট নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ধৃষ্টের তনয় আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর। দশার্হের তনয় ব্যাস। মৎ-৪৪ ; হরি-হরি-৩৬। (৩) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা ভার্য্যা ও সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। (৪) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের তনয় পরম ধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু, যমবাল ও রণধৃষ্ট, এই তিন জন। লি-৬৬। (৫) চন্দ্রবংশীয় নরপতি সহস্রবাহুর শত পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ট। লি-৬৮। (৬) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি কুকুরের তনয় ধৃষ্ট। ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৭) হৈহয় বংশীয় কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র নিধৃতি, নিধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি ২৭৫। (৮) যদুবংশীয় অসমৌজার পুত্র সুদংষ্ট্র, সুবাস ও ধৃষ্ট এই তিন জন। তন্মধ্যে ধৃষ্টের প্রথমা পত্নী গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টের অনমিত্র, নিমি ও দেবমীঢ়ুষ নামে আরও তিন পুত্র ছিলেন। অগ্নি-২৭৫।

ধৃষ্টক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি উৎকলের ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ড নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-১০।

ধৃষ্টকীর্ত্তি—পাঞ্চালপতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

ধৃষ্টকেতু—পাঞ্চালপতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

ধৃষ্টকেতু—(১) চেদি রাজ্যের অধীশ্বর দমঘোষ ছিলেন। শক্তিমতি নগরে তাহার রাজধানী ছিল। দমঘোষের তনয় শিশুপাল, এবং এই শিশুপালের তনয় ধৃষ্টকেতু ও কন্যা করেণুমতি। করেণুমতি চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহাভা-আশ্রমবা-২৫। (২) কুরুক্ষেত্র সমরে ধৃষ্টকেতু

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার তনয় বীরধন্বাকে বিনাশ করেন। মহাভা-দ্রো-২০৭। এবং স্বয়ং দ্রোণ শরে নিহত হন। মহাভা দ্রো-১২৫। (৩) জনক বংশীয় নরপতি সত্যধৃতির তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৪) কাশীরাজ সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র, বৈনহোত্রের তনয় ভার্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। (৫) পাঞ্চালপতি দ্রুপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) ধন্বন্তরী বংশীয় ধর্ম্মকেতুর তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় সুকুমার। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৭) কেকয় বংশীয় ধৃষ্টকেতু, বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—(১) পাঞ্চাল নরপতি দ্রুপদ, দ্রোণান্তক পুত্র লাভার্থ যাজ ও উপযাজ নামক ব্রহ্মর্ষিদ্বয় দ্বারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের যজ্ঞবেদী হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা জন্মগ্রহণ করেন। ভারত যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে দ্রোণ নিধন প্রাপ্ত হন। অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-৩২। (৩) পাঞ্চালপতি পুরুযশার অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১৫। পুরুযশা দেখ।

অক্রূরের অন্যতম তনয়। লি ৬৯। অক্রূর দেখ।

ধৃষ্টবুদ্ধি—(১) কেরলপতি কুন্তলকের মন্ত্রী। গর্গ-অশ্ব-৫২। (২) ভদ্রাবতী-পুরে দ্যুতিমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধনপাল নামে এক বৈশ্য ছিল। তাঁহার পঞ্চ পুত্রের অন্যতম ধৃষ্টবুদ্ধি। পদ্ম-উত্ত-৪৯। ধনপাল দেখ।

ধৃষ্টমান্—সাত্বত বংশীয় অক্রূরের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ।

ধৃষ্টি—(১) যদুবংশীয় কুন্তির তনয় ধৃষ্টি। ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির তনয় দশার্হ। কূর্ম্ম-পূ-২৩। (২) অযোধ্যা-পতি দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। রামা-আদি-৭। (৩) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৭স্ক-১। (৪) যদুবংশীয় উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২৪। উগ্রসেন দেখ।

ধৃষ্টোক্ত—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ। হরি-হরি-৩৩।

ধৃষ্ণ—সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম ধৃষ্ণ। তিনি কৃতাস্ত্র, ধার্ম্মিক ও মনস্বী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২২।

ধৃষ্ণু—(১) বরুণ মূর্ত্তিধারী মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্না হইয়াছিলেন। ভগবান্ কবিহইতে কাব্য, ধৃষ্ণু, শুক্রাচার্য্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন

হইয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৮৫। (২) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অন্ধকের তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা। হরি-হরি-৩৭।। (৩) হৈহয় বংশীয় বভ্রুর অন্যতম তনয় কুকুর, কুকুরের তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র ধৃতি, ধৃতির তনয় কপোতরোমা। অগ্নি-২৭৫। (১) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র ধার্ষ্ণক ও রণধৃষ্ট। হরি-হরি-১০।

ধেনুক—(১) বৃন্দাবনের উত্তরে গোবর্দ্ধন গিরির সন্নিকটে যমুনাতীরে একটী সুন্দর তালবন ছিল। একদিন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ফল ভক্ষণের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভরূপধারী ধেনুক নামক দারুণ স্বভাব দৈত্য সুমহৎ খরযুথে পরিবৃত হইয়া তথায় বাস করিত ও সেই বনরক্ষা করিত। কৃষ্ণ ও বলরামকে ফল পারিতে দেখিয়া, সেই দৈত্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। অবশেষে বলরামের অস্ত্রাঘাতে ধেনুক নিহত হইল। বিষ্ণু-৫ম-৮। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

ধেনুকা—অঙ্গিরার অন্যতম তনয় কীর্ত্তিমান্। কীর্ত্তিমানের পত্নী ধেনুকা, বরিষ্ঠ ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

ধেনুমতি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি দেবদ্যুম্নের স্ত্রী ধেনুমতি হইতে পরমেষ্ঠী জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৭স্ক-৭।

ধেনুমান্—জ্যোতিষ্মানের পুত্র ও কুশদ্বীপের অন্যতম ভূপতি। অগ্নি-১১৯।

ধেনুহর—যদুবংশীয় বিখ্যাত সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, হয় ও ধেনুহয় নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র ছিল। বায়ু-৯৪।

ধৈবশস্য—স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচার সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম পারাবত ও ছন্দোজ। এই গণের প্রত্যেকটীতে বারটী করিয়া, চব্বিশটী দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে ধৈবশস্য তুষিত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

ধৈর্য্য—জ্যোতিষ্মানের তনয় উদ্ভিজ, ধেনুমান্, দ্বৈরথ, লম্বন, ধৈর্য্য, কপিল ও প্রভাকর, ইঁহারা কুশদ্বীপের রাজা ছিলেন। অগ্নি-১১৯।

ধৌতপাপেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। ইঁহাকে অর্চ্চনা করিলে সর্পভয় দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

ধৌতমূলক—চীন বংশীয় একজন রাজা। তাহার দুর্ব্যবহার ও অবিমৃশ্যকারিতাবশে তাহার বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। মহাভা-উদ্-৭৩।

ধৌতেশ্বরী—ভৃগু তীর্থের সমীপে অবস্থিত ধৌতপাপ তীর্থে দুর্গা ধৌতেশ্বরী নামে

নামে অভিহিতা আছেন। এই দেবীর অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত, হওয়া যায়। স্কন্দ-আব-রেবা ১৮৪

ধৌমূণি—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রীর নাম ছিল ধৌমূণি। তিনি নর্ম্মদা তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১১।

ধৌম্য—(১) মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ধৌম্য। উৎকোচক তীর্থে তাঁহার সহিত পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হয়। অর্জ্জুনের প্রার্থনায় তিনি পাণ্ডবদের পৌরহিত্যে ব্রতী হন। মহাভা-আদি-১৮৩। (২) উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রি তনয় ভগবান্ সারস্বত, এই মহাত্মা মহর্ষিগণ পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা শান্তি-২০৮। (৩) সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধৌম্য ও উপমন্যু। মহাভা-অনুশা-১৪। (৪) যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় উপস্থিত মহর্ষি-গণের অন্যতম। মহাভা-সভা-৪। (৫) পশ্চিমদিক বাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তিনি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১। (৬) উপমন্যু ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল ধৌম্য। সৌর-৩৬; শিব-বায়ু-পূ-৩০। (৮) ভীষ্মের শরশয্যায় মৃত্যুকালে, ধৌম্য মুনি উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। (৯) পিতৃ আদেশে কল্কিদেব কৃপ, রাম, ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কল্কি-৩য়-১৬। (১০) কৌরব ও যদুবংশীয়দের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ধৌম্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২০। (১১) ধৌম্য, ভৃগু, পুলহ প্রভৃতি ঋষিরা হরির আদেশে লোকদিগকে জ্ঞানোপদেশ দান করিবার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভাগ-৬স্ক-১৫। (১২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধৌম্যকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪১।

ধৌম্র—একজন মহর্ষি ভীষ্মের শর শয্যায় মৃত্যুকালে, অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

ধ্বজ—অঙ্গ দেশের অধিপতি জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র অঙ্গ হইতে কর্ণের উৎপত্তি হয়। কর্ণের পুত্র শূরসেন, শূরসেনে রতনয় ধ্বজ। বায়ু-৯৯।

ধ্বজগ্রীব—(১)লঙ্কাবাসী জনৈক রাক্ষস। রামা-সুন্দ-৬। (২) হনুমান্ লঙ্কা দাহ কালে, তাহার গৃহ ভস্মীভূত করিয়া-ছিলেন। রামা-সুন্দ-৫৪।

ধ্বজবতী— মহর্ষি হরিমেধার কন্যা ধ্বজবতী দিবাকরের শাসনে আকাশে অবস্থান করিতেছেন। মহাভা-উদ্-১০৯।

ধ্বনি, ধ্বনী—(১) অষ্টবসুর অন্যতম আপ হইতে বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত ও ধ্বনি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১; সৌর-২৮। (২) শঙ্খোদ্ধারে সাবিত্রী দেবী ধ্বনি নামে প্রতিষ্ঠাতা আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

ধ্বমন্তি—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে ধ্বমন্তি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একবার অসুরেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩।

ধ্বস্র—মহর্ষি কশ্যপের এক পুত্রের নাম অবৎসর ছিল। রাজা ধ্বস্র তাঁহাকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৯।৫৮।৩।

ধ্বান্ত—চাক্ষুষ মন্বন্তরের মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭।

ধ্যানকাষ্ঠ—ভৃগুবংশীয় জনৈক ঋষি। একদা সোমবংশীয় রাজা ধর্ম্মগুপ্ত মৃগয়া করিতে বনে আগমন করিয়া, সিংহ ভয়ে রাত্রিকালে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করেন। সেই বৃক্ষে ঋক্ষরূপী কামধর ধ্যানকাষ্ঠও ছিলেন। পর্য্যায়-ক্রমে উভয়ে বিনিদ্র থাকিয়া উভয়ে উভয়কে রক্ষা করিবেন এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু বৃক্ষতলস্থিত সিংহের অনুরোধে রাজা ঋক্ষকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করেন। ছদ্মবেশী ঋষি ইহাতে কুপিত হইয়া, উন্মত্ত পাগল হইবে বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৩।

ধ্যানজপ্য—কৌশিক বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

ধ্রুব—(১) মহর্ষি ধ্রুব ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। রাজা সম্বন্ধে তিনি কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-।১০।১৭১। (২)নরপতি নহুষের অন্যতম পুত্রের নাম ধ্রুব ছিল। মহাভা-আদি-৭৫। (৩) ব্রহ্মার তনয় মনু, মনুর তনয় প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ধূম্রার গর্ভে ধর ও ধ্রুবের জন্ম হয়। সংহার কর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৪) নরপতি উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুব পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে পাইবার জন্য দেব পরিমাণে তিন সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি প্রজা-পতি ও বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুরোভাগে, ভূমণ্ডের তুলনা শূন্য এক অচল স্থানে তাঁহাকে

স্থাপন করেন। ধ্রুবের তনয় শম্ভু ও ধন্য (মতান্তরে ভব্য) এই তিন জন। হরি-হরি-২। (৫) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভি, অরুণ, মরুত, বিশ্বাসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (৬, স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপার গর্ভে, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মেগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদ, সুনীতি ও সুরুচা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সুনীতি হইতে ধ্রুব ও সুরুচী হইতে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সুরুচির প্রতি অধিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেন। একদা ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে অধিরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা সুরুচির ভয়ে তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন—বৎস! তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমার গর্ভে না জন্মিয়া সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ। তুমি যাইয়া শ্রীহরির আরাধনা কর, যেন পুনর্ব্বার আমার গর্ভে জন্মিতে পার। নতুবা তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না। বিমাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব রোদন করিতে লাগিল; তবু রাজা উত্তানপাদ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা সুনীতি অন্যলোক মুখে তাহার ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া, অতিশয় বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস, তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন যে, ভগবানের আরাধনা ব্যতীত তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। অতএব তুমি তাঁহারই আরাধনা কর। ইহা শুনিয়া ধ্রুব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, নারদ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পরে ধ্রুবকে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া যমুনা তটে মধুবনে যাইয়া আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব তথায় দীর্ঘকাল ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। এদিকে নারদ উত্তানপাদ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ধ্রুবের অনাদর জনিত দুঃখে ম্রিয়মান ছিলেন। নারদ তাঁহাকে সান্তনা দিয়া কহিলেন, আপনার পুত্র পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবে। ভগবান্ ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মৃত্যুর পরে ধ্রুব লোকে স্থান প্রদান করিবেন বলিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করিতেও আদেশ করিলেন। তদনুসারে ধ্রুব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলে রাজা উত্তানপাদ, সুনীতি, সুরুচি ও

অপর পুত্র উত্তম সহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অবশেষে ধ্রুবকে প্রাপ্ত যৌবন দেখিয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক রাজা উত্তানপাদ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ধ্রুব, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম যক্ষ হস্তে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের শাস্তি প্রদানার্থ অলকা পুরিতে গমন করিলেন। এবং সময়ে তাঁহাদের অনেককে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে ধ্রুবের পিতামহ মনু তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি আর যুদ্ধ না করিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হন। কুবের ধ্রুবকে বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। "ভগবানে যেন অচলা ভক্তি থাকে" ধ্রুব এই বর প্রার্থনা করিলেন। কুবের "তথাস্তু" বলিয়া স্বপুরে গমন করিলেন। ধ্রুবও নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বীয় পুত্র বৎসরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তপস্যায় প্রীত ভগবান্ তাঁহাকে লইবার জন্য রথ প্রেরণ করিলেন। ধ্রুব, নন্দ ও সুনন্দের সহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ধ্রুব শিশুমার তনয়া ভ্রমীর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ধ্রুবের অপরা পত্নী বায়ুর কন্যা ইলার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। ধ্রুব স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার পুত্র উৎকল সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং উৎকলের কনিষ্ঠ বৎসর রাজ্য লাভ করেন। ভাগ-৪স্ক-১০; বিষ্ণু-১ম-১১—১৩। (৮) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা বসুর গর্ভে অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণী হইতে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৯) যযাতি বংশীয় ঋতেয়ুর তনয় রন্তিনার, রন্তিনারের তনয় সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। তন্মধ্যে অপ্রতিরথের তনয় কণ্ব। ভাগ-৯স্ক-২০। (১০) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী হইতে বিপুল, সারণ, বলদেব, গদ, দুর্ম্মদ, ধ্রুব, কৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় মেধাতিথি প্লক্ষ দ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার শান্ত, ভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামেই এক একটী বর্ষ খ্যাতি আছে। লি-৪৬; ব্রহ্মা-৩৪; বিষ্ণু-২য়-৪। (১২) কলিঙ্গরাজ তনয় ধ্রুব ও জয়রাত

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৫। (১৩) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় লোক সংহার-কর্ত্তা ভগবান্ কাল। বিষ্ণু-১ম-১৫; লি-৬৩। (১৪) রাজর্ষি রন্তিনারের অন্যতম পুত্র ধ্রুব। বায়ু-৯৯। রন্তিনার দেখ। (১৫) ধর্ম্ম হইতে স্বরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবহু উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-১৯৬। (১৬) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু। ধ্রুবের পুত্র কাল। হরি-হরি-৩। উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্ম কন্যা সুনীতি হইতে ধ্রুবের জন্ম হয়। পুষ্টি ও ধান্য ধ্রুবের পুত্র। অবন্তীবালা মূচ্ছার গর্ভে রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃষতেজা নামে ধ্রুবের পাঁচ পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (১৭) অয়জ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল,প্রত্যূষ প্রভাস ইহারা অষ্টবসু। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। উত্তানপাদ তনয় ধ্রুবের শিষ্টি, ভব্য ও শম্ভু নামে তিন পুত্র ছিল। অগ্নি-১৮। (১৮) শান্ত, ভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেম ও ধ্রুব মেধাতিথির এই সপ্ত পুত্র সপ্তখণ্ডে বিভক্ত প্লক্ষদ্বীপের স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। অগ্নি-১১৯। (১৯) উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের চারি পুত্র সৃষ্টি, ধন্য, হর্য্য ও শম্ভু। সৌ-২৭। (২০) ঋষি বিশেষ। ভীষ্মের শর শয্যায় মৃত্যু কালে তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৮১; মহাভা-অনু-২৬। (২১) চাক্ষুষ মন্বন্তরের মরুদ্-গণের অন্যতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৬৭। (২২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-৯১। (২৩) রন্তির ঔরসে ও তৎপত্নী সরস্বতীর গর্ভে তাঁহা-দের ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। (২৪) শুক নামক বিংশতি দেবতার অন্যতম ধ্রুব ছিলেন। বায়ু-১০০। (২৫) কুশের বংশীয় হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের তনয় ধ্রুব, ধ্রুবের তনয় স্যন্দন। কল্কি-৩য়-৪। (২৬) ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবচতুষ্টয়ের মধ্যে ধ্রুব তাঁহার দ্বিতীয় সৃষ্টি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪০। (২৭) অষ্টবসুর অন্যতম ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্র ভগবান্ কাম। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৯। (২৮) আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইহারা অষ্টবসু। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮; মহাভা-অনুশা-১৫০। (২৯) কৃষ্ণের এক নাম। মহাভা-শান্তি-৪৩।

ধ্রুবক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র, মহাবল, সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধ্রুবক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ধ্রুবরত্না—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে ধ্রুবরত্ন অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ধ্রুবসন্ধি—কোশল দেশের রাজা পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। মনোরমা ও লীলাবতী নামে তাঁহার পরম রূপ লাবণ্যবতী দুই মহিষী ছিল। জ্যেষ্ঠা মহিষী সুদর্শন এবং কনিষ্ঠা লীলাবতী শত্রুজিৎ নামে পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ সুদর্শন অপেক্ষা কনিষ্ঠ শত্রুজিৎ সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিশেষতঃ প্রিয়-ভাষিতার জন্য শত্রুজিৎ সকলেরই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা ধ্রুবসন্ধি বনে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মাতামহের সাহায্যে কনিষ্ঠ শত্রুজিৎ পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। দেবী-ভাগ-৩স্ক ১৪। (২) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুসন্ধির পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেন-জিৎ এই দুই জন। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র রিপুসূদন যশস্বী ভরত, ভরতের পুত্র অসিত। রামা-আদি-৭০; রামা-অযো-১১০। (৩) রঘুবংশীয় মহীপতি পুষ্পের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির তনয় সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) রামের বংশীয় হিরণ্যনাভ মহযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য ছিলেন। এই হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৫) বশিষ্ঠপুত্র পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন। বায়ু-৮৮।

ধ্রুবেশ্বর—(১)কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। কেদারেশ্বর লিঙ্গের পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। এই লিঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী ধ্রুবকুণ্ডে তর্পণ করিলে পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭। (২) পাশুপতেশ্বর লিঙ্গের উত্তর দিকে অবস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩০।

ন

নকবান্—যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম নকবান্। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

নকুল—(১) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের জন্মের পরে অশ্বিনী-কুমারের বরে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী হইতে তাঁহার শতানীক নামে এক পুত্র জন্মে নকুল করেণুমতীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রীর মৃত্যুর পরে নকুল ও সহদেব কুন্তী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। মহাভা-আদি-৬৭; মৎ-৪৬; দেবীভাগ-২য়-৬; অগ্নি-১৩; বায়ু-৯৬,৯৯; শ্রীমহাভা-৪৯; বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; গর্গ-গোলক-৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; স্কন্দ-আব-রেবা-১৫০। (২)

ইক্ষ্বাকু বংশীয় অশ্মকের পত্নী উৎকলার গর্ভে নকুল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরশুরামের ভয়ে অরণ্যে পলায়ন করেন। নকুলের পুত্র শতরথ। কূর্ম্ম-পূ-২১। ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য নকুল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈদ্যক সর্ব্বস্ব নামে এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৪) মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। মৎ-৪৬।

নকুলী—বরাহ কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহাদেব কায়ারোহণ তীর্থে নকুলী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে কুশিক গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্য নামে তাঁহার ধার্ম্মিক চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। নকুলীশ দেখ।

নকুলীশ, নকুলেশ, নকুলেশ্বর— বরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে সুমেরুগুহায়, শিবাবতার যোগাচার্য্য নকুলীশ অবতীর্ণ হন। কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য নামে তাঁহার বেদপারগ উর্দ্ধরেতা চারি পুত্র ছিল। লি-২৪।

নকুলীশ্বর— শিবের অন্যতম অনুচর নকুলীশ্বর, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্টি কোটী অনুচর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ কলিযুগে নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চারিটী প্রধান শিষ্য ছিল। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

নক্ত—(১) নক্ত অর্থাৎ রাত্রি প্রাচীন দেবতা। নক্তও ঊষা নামে কখনও কখনও অগ্নিকে আহ্বান করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচিত হইয়াছে। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা পৃথুসেনের পত্নী আকূতি হইতে নক্ত জন্মগ্রহণ করেন। নক্তের পত্নী দ্রুতি রাজর্ষি গয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

নক্ষত্রকল্প—মহর্ষি শান্তিকল্প, নক্ষত্রকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রভৃতি অথর্ব্ববেদের আচার্য্য ছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৭।

নক্ষত্রেশ্বর—দক্ষ কন্যাগণ বরণা নদীর তীরে নক্ষত্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৫।

নখবান্— মগধের বৃষ বংশীয় একজন নরপতি, তিনি বিদেশে রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

নখী—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম নখী ছিল। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

নগ—একজন শিবানুচর। তিনি ৬৪ কোটী অনুচর সহ,শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

নগ্ন—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈঋত দিক্ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নগ্নজিৎ—(১) সোম বংশীয় নরপতি অমাবসুর ভীম ও নগ্নজিৎ নামে দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি-২৭। (২) নগ্নজিৎ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরি-হরি-৯০। (৩) কোশল দেশের রাজা নগ্নজিৎ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার কন্যা সত্যাকে (অন্য নাম নাগ্নজিতী-) শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই বিবাহে এই রূপ পণ ছিল যে, যিনি সাতটী বৃষকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। তিনিই নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। (৪) অগ্নির স্ত্রী স্বাহা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর জন্মে নগ্নজিৎ রাজার কন্যা নাগ্নজিতী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বলিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-৪৩।

নগ্নহূ—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ বিবিধ মন্ত্র প্রণয়ন করেন। বায়ু-৫৯।

নগ্রহ—তিনি একজন ঋষিক। ঋষিকগণ সত্যবলে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মন্ত্র প্রণেতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

নচিকেতা— মহর্ষি নচিকেতা গৌতম বংশীয় বাজশ্রবার পুত্র। একদা বাজশ্রবা ক্রুদ্ধ হইয়া পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে যমের বাড়ী পাঠাইবেন বলেন। এই সত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে যম বাড়ীতে ছিলেন না। সেজন্য তিনি তিন রাত্র তথায় অবস্থান করিয়া যমের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন। যমরাজ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তিনি তিন রাত্র উপবাসে আছেন জানিতে পারিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহার ক্রোধ উপশমনার্থ তাঁহাকে তিনটী বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। নচিকেতা তদনুসারে প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতা বাজশ্রবা যেন তাঁহার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য, তাঁহার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ হন। যম তাঁহার এই প্রার্থণা পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর দিতে উদ্যত হইলে, নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় বরে তিনি মৃত্যুর পর, পরলোকে আত্মার অবস্থান সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। কিন্তু যম তাঁহাকে ধন রত্নাদির প্রলোভন দেখাইয়া এই বিষয় হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি যমের নিকট পরলোক তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (কঠো)। কঠোপনিষদের যম নচিকেতার উপাখ্যান অতি উৎকৃষ্ট। মহাভারতে ইহা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। নাচিকেত দেখ। মহাভা-অনুশা-৭১।

নড়ায়ন—একজন ভৃগু বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নড্বলা, নড়লা, নদ্বলা—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় চক্ষুর (অন্য নাম সর্ব্বতেজা) পত্নী আকৃতির গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয় তিনি স্বীয় পত্নী নড্বলার গর্ভে পুরু, কুৎস, ঋত, দ্যুমান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক নামে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (২) চাক্ষুষ, মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণীতে মনু নামে এক পুত্র উৎপন্ন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলা মনুর পত্নী ছিলেন। নড্বলা হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (৩) মনুর ঔরসে ও প্রজাপতির কন্যা নদ্বলার গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩।

নতা—শুকীর কন্যা নতা, এবং নতার কন্যা বিনতা। রামা-আরণ্য-১৪।

নদ—দৈত্যপতি বল্বলের উর্দ্ধকেশ, নদ, সিংহ ও কুশাশ্ব নামে চারি জন মন্ত্রী ছিলেন। বল্বল যাদবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিলে, প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বল্বল নিহত হইলে, নদ প্রভৃতি মন্ত্রীগণ যুদ্ধে গমন করেন এবং সেই যুদ্ধে নদ নিহত হন। গর্গ-অশ্ব-৩০।

নদন্ত—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অ-উ-৩।

নদী—ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দেখা যায় নদী সকল ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছেন। আবার দশম মণ্ডলে সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি নদীর স্তব করিয়া ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৩।৩৩।১; ১০।৭৫।১।

নদীন—সোম বংশীয় হর্য্যশ্বের পৌত্র ও সহদেবের পুত্র নদীন। নদীনের পুত্র জগৎসেন। হরি-হরি-২৯।

নন্দ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নন্দ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধ্য রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বিষ্ণুর এক অনুচরের নাম নন্দ ছিল। ভাগ-৪স্ক-৭। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী মদিরা হইতে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; ভাগ-৯স্ক-২৪; বায়ু-৯৬। (৫) মগধের শিশুনাগ বংশীয় দশম ভূপতি মহানন্দের শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র নন্দ। তাঁহার অন্য নাম মহাপদ্ম। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার আট পুত্র চানক্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক নিহত হইলে, মৌর্য্যবংশীয়

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৬) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম সখা নন্দ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা ছিল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবা মাত্র কংস ভয়ে ঝটিকাপূর্ণ অন্ধকার রজনীতে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সদ্যজাতা কন্যা, যোগমায়াকে আনয়নপূর্ব্বক দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়া দেন। কংস দেবকীর সন্তান ভ্রমে যোগমায়াকেই প্রস্তরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, যোগমায়া হস্তস্খলিত হইয়া আকাশ পথে অদৃশ্য হন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়েই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৮। (৭) যদুপতি বসুদেবের সখা নন্দ পূর্ব্ব জন্মে দ্রোণ নামে তপোধন ও তাঁহার স্ত্রী যশোদা পূর্ব্ব জন্মে ধরা নামে খ্যাতা ছিলেন। তাঁহারা মহর্ষি গৌতমের আশ্রম সমীপে সুপ্রভা নদীতীরে কৃষ্ণ দর্শনার্থ বহুকাল তপস্যা করিয়া বিফলকাম হন। পরে মনোদুঃখে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, এই দৈববাণী হয় যে, তোমরা জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৯। (৮) বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা ও শূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। (৯) দ্বাদশ অজিত দেবগণের অন্যতম নন্দ। বায়ু-৬৭। (১০) বৃন্দাবনের এক গোপ। তিনি বসুদেবের সখা ছিলেন। তাঁহারই আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হন। শ্রীমহাভাগ-৫০, ৫১, ৫২। (১১) মহাপদ্মের পর মগধে নন্দ একশত বৎসর রাজত্ব করেন। কৌটিল্যের চক্রান্তে তিনি চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তিনিই নন্দবংশের শেষ রাজা। বায়ু-৯৯। (১২) বৃন্দাবনে নন্দ নামে এক ব্যাঘ্র ছিল। সে খুব ধার্ম্মিক ও গোপগণের হিতে নিরত ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (১৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ভূমি হইতে স্বর্গ ও দুর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে। স্বর্গের পুত্র নন্দ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (১৪) সোমবংশীয় নরপতি নন্দের পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত। নন্দ পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১৩। (১৫) যমের অষ্টসংখ্যক দূতের অন্যতম নন্দ। স্কন্দ-নাগ-২২৬। (১৬) নন্দ নামে একজন নাগরাজ ছিলেন। তিনি জাতুচ্ছ নামক মহাগিরিতে বাস করিতেন। বরা-৮১। (১৭) মহারাজ নন্দ মানস-সরোবরে যাইয়া, তত্রস্থ ব্রহ্মোদ্ভব নামক এক পদ্ম দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু পদ্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইল না; অধিকন্তু স্বয়ং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে প্রভাস তীর্থে মাহেশ্বরী তীরে নন্দাদিত্য নামে এক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০৬।

নন্দক—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নন্দক। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম নন্দক ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২। (৪) শ্বেত দেবের অন্যতম শিষ্য। বায়ু-২২। সনন্দ দেখ। (৫) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী বৃকদেবী হইতে অবগাহ ও নন্দক নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। (৬) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বাহা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ গোনন্দ ও নন্দককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নন্দকী—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৪৯।

নন্দগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম নন্দ-গোপাল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৭।

নন্দন—(১) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। (২) শ্বেতদেবের অন্যতম শিষ্য নন্দন। বায়ু-২২। সনন্দ দেখ। (৩) অযোধ্যাপতি দশরথের একজন দূত। মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে নন্দন ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য, কেকয় রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। রামা-অযো-৬৮। (৪) নন্দনের পুত্রের নাম তণ্ডি ও তণ্ডিপাল। মৎ-৪৬। (৫) হিরণ্যকশিপুর তনয় নন্দন। তিনি মহাদেবের বরে বলীয়ান্ হইয়া, ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২। (৬) একদা ব্রহ্মা শ্বেতলোহিতকল্পে সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যান পরায়ণ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত মাল্য, শ্বেত উষ্ণীষধারী কুমাররূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া, হাস্য করিয়াছিলেন। হাস্য মাত্রই তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দন ও নন্দন নামক শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২১। (৭) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, নন্দন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

নন্দভদ্র—নন্দভদ্র নামক ধার্ম্মিক বণিক স্বীয় পত্নী কনকার সহিত কপীলেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৫।

নন্দা—(১) ধর্ম্মের অন্যতম তনয় হর্ষ। হর্ষের স্ত্রী নন্দা। মহাভা-আদি-৬৬।

(২) ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা ও বরক্রীড়া নামে দশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। (৩) ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র কাম, কামের স্ত্রী নন্দা হর্ষকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৪) নাগরাজ কপোতকের কন্যা নন্দা। মার্ক-৭১। (৫) সাবিত্রী দেবী হিমালয়ে নন্দা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৬) ব্রহ্মার দেহ সমদ্ভূতা মায়া নন্দা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহিষাসুরকে বধ করেন। বরা-৯৯।

নন্দাগণ—নন্দ, সুভদ্রা, সুরভি, সুশীলা ও সুমলা, ইঁহারা গোমাতা নামে খ্যাত। নন্দাগণ বলিলে এই পঞ্চ গাভীকেই বুঝায়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২।

নন্দায়নীয়—মহর্ষি রথিতরের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। রথিতর দেখ।

নন্দি—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী যামী হইতে স্বর্গ এবং স্বর্গ হইতে নন্দি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

নন্দিকেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম অনুচর। মৎ-১৮১।

নন্দিনী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে নন্দিনী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দেবিকাতটে সাবিত্রী দেবী নন্দিনী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রভাস তীর্থে তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচরী নন্দিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৪) নরপতি সুবীরের পত্নী নন্দিনী হইতে তোণ্ড নামে এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৯। (৫) নরপতি কলস অজ্ঞানত মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে, মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য দুর্ব্বাসা তাঁহাকে "ব্যাঘ্র হইবে" বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজা দুর্ব্বাসার শরণাপন্ন হইলে বলিলেন— যখন নন্দিনী গাভী তোমাকে বাণ লিঙ্গ দর্শন করাইবে, তখন তুমি ঋণ মুক্ত হইবে। স্কন্দ-নাগর-৪৯। (৬) মহর্ষি বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনী সুরভিকে, অষ্টবসুর অন্যতম দ্যু, স্ত্রীর প্ররোচনায় হরণ করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৯। (৭) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নন্দিনী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৮) বিদর্ভরাজকুমারী নন্দিনী হইতে বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মার্ক-১১৯। (৯) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম নন্দিনী

ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি মন্দ ছিল স্কন্দ-নাগ-৪৫।

নন্দিবর্দ্ধন—(১) ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয় নিমি, নিমির তনয় জনক, জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু। বিষ্ণু-৪র্থ৫। (২) মগধের প্রদ্যোত বংশীয় নরপতি জনকের তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের তনয় শিশুনাগ হইতে শিশুনাগ বংশ আরম্ভ হয়। এই শিশুনাগ বংশে উদয়াশ্বের তনয় নন্দিবর্দ্ধন নামে অপর এক নন্দিবর্দ্ধন ছিলেন। এই নন্দিবর্দ্ধনের তনয় মহানন্দি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

নন্দী—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা যামী হইতে স্বর্গ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গের তনয় নন্দী। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) পূর্ব্বে অবন্তীপুরে নন্দী নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তিনি অতিশয় ভক্তির সহিত শিবের আরাধনা করিয়া, শিবের পার্ষদ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৫। (৩) মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে নন্দী নামে এক অযোনী সম্ভব পুত্র লাভ করেন। নন্দী দীর্ঘকাল মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহাদেবের গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হন। মহাদেব স্বয়ং মরুদ্‌গণের সুযশা নাম্নী কন্যার সহিত নন্দীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। কূর্ম্ম-উত্ত-৪১।

নন্দীযশা—(১) মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় অন্যতম ভূপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) মগধের অঙ্গ বংশীয় রাজা নন্দনের পর, নরপতি মধুনন্দি রাজা হইয়াছিলেন। এই মধুনন্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিযশা। এই নন্দিযশার বংশে দৌহিত্র, শিশুক ও প্রবীর নামে তিন জন রাজা হইয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

নন্দীশ, নন্দীশ্বর—শিবের অন্যতম অনুচর নন্দীশ্বর। বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে দক্ষ শিবের প্রতি শাপ প্রদান করিলে, নন্দীশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষকে ও তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২৯।

নন্দীষেণ— স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ মহাদেব স্বীয় গণ ঘণ্টাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দীষেণ ও কুমুদমালীকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

নন্দীসেন—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নন্দীসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুমমালীকে প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

প্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম নপ্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৯১।

নব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতমা পত্নী নবা হইতে নব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩১; মৎ-৪৮; বায়ু-৯৯। (২) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র নব। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নবগ্রহ—সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু ইহারা নবগ্রহ বলিয়া কথিত। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯।

নবতন্তু—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৪।

নবদুর্গা—(১)কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দ্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী এই নয় জন নবদুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে, তাঁহারা বীরভদ্রের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩১। (২) গুপ্তক্ষেত্রে দেবী পার্ব্বতী নবদুর্গা নামে অবস্থিতা আছেন। তাঁহার অর্চ্চনাতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬১।

নববাস্ত্ব—নববাস্ত্ব নামে অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে এক রাজর্ষি ছিলেন। ইন্দ্র নববাস্ত্বকে বধ করিয়া, ক্ষমতাশালা পিতা উশনার নিকট তাঁহার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২০।১১।

নবব্রহ্মা—পুলস্ত্য, ভৃগু, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ শাস্ত্রে ইহারা নবব্রহ্মা বলিয়া নিরূপিত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩।

নবরথ—(১) যদুবংশীয় নরপতি বৃহতির তনয় ভগীরথ, ভগীরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দশরথ, তৎপুত্র শকুনি। হরি-হরি-২৭৫। (২) যদুবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; ভাগ-৯স্ক-২৪। (৩) চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ, নবরথের তনয় দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভ, করম্ভের তনয় দেবরাত। লি-৬৮। (৪) যদুবংশীয় ভীমরথের তনয় নবরথ। নবরথ অতিশয় দানশীল সত্যনিষ্ঠ বীর ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া করিতে যাইয়া, দুর্য্যোধন নামক এক রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। এবং তাহার ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে এক দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি সেই মন্দিরস্থিতা সরস্বতী দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে সেই রাক্ষসও তথায় উপস্থিত হয়। এমন সময় এক ভূত তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই রাক্ষসকে বিনাশ করত তাঁহাকে নির্ভয় করেন। নবরথের তনয় দশরথ, তৎপুত্র শকুনি। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৫) ভীমরথের তনয় রথবর, রথবরের তনয় নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, দশরথের তনয় একাদশরথ। বায়ু-৯৫।

নবা—(১) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বী ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে নবার গর্ভে নব নামে এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩১; বায়ু-৯৯। উশীনরের ভৃশা, কৃশা, নবা, দর্শা ও দৃষদ্বতী নামে পাঁচ পত্নী ছিল।

এই সকল পত্নীর বৃদ্ধ বয়সে রাজার অনেক পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে নবার গর্ভে, নব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৪৮।

নবাবাস্ত্ব—মহর্ষি কণ্ব দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত নবাবাস্ত্ব রাজর্ষিকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩৬।১৮।

নভঃ, নভ—(১) বৈদিক যুগে নভঃ একজন দেবতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সহিত এক সঙ্গে স্তুত হইয়াছেন। ঋগ-২।৩৬। ১। (২) রামের তনয় কুশ, কুশের তনয় অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, এই নলের তনয় নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক ও পৌত্র ক্ষেমধন্বা। পদ্ম-সৃষ্টি-৮; কল্কি-৩য়-৪; হরি-হরি-১৫; অগ্নি-২৭৩। (৩) নলের পুত্র নভঃ, নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক। সৌর ৩০। (৪) কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ ১৯৯। (৫) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র ও সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সিংহিকা আপন স্বামী দনুর পুত্র বিপ্রচিত্তিকে বিবাহ করেন। বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামধেয় রাহু, শল্য, নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, সাঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (৬) স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতি, আপোমূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভঃ ও ঊর্জ্জ নামে নব পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭; শিব-ধর্ম্ম-৫৮। (৭) ঔত্তমী মনুর ঈশ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও ও নভ নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৮) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু, নভঃ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু এই কয়জন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৯) অষ্টবিধ অগ্নির চতুর্থের নাম নভঃ। যজ্ঞীয় চতুর্থ বেদিকা তাঁহার স্থান। বায়ু-২৯। (১০) স্বারোচিষ মনুর নভঃ, নভস্য, ভাবন ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন নামে দেব প্রতিম চারি পুত্র ছিল। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

নভঃ প্রভেদন—পুরাকালে বৈদিক যুগে মহর্ষি নভঃ প্রভেদন নামে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১১৩।১।

নভগ, নাভাগ—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নভগ। ভাগ-৮স্ক-১৩; বিষ্ণু-৩য়-১। বৈবস্বত মনু দেখ। (২) গুরুকুলে বাস করাতে নভগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া, পিতৃধন বিভাগ কালে তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার ভাগে কিছুই রাখেন নাই। তিনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ভ্রাতারা পিতাকেই

তাঁহার ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনু বলিলেন—তোমার ভ্রাতাদের বিশ্বাস করিও না। আমি তোমার জন্য ধন রাখিয়াছি। আঙ্গিরস মুনিগণকে তুমি যাইয়া দুইটী বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধীয় সূক্ত পাঠ করাও, তাহা হইলে যজ্ঞান্তে স্বর্গ গমন কালে, তাঁহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন সমুদয় তোমাকে প্রদান করিবেন। তদনুসারে যজ্ঞান্তে তিনি ধন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ উত্তর দিক হইতে আগমন করিয়া, তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—এই ধন আমার, এই সম্বন্ধে তুমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার? নভগ স্বীয় পিতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—কৃষ্ণকায় পুরুষ রুদ্রই এই ধনের প্রকৃত অধিকারী। নভগ শ্রবণ মাত্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। রুদ্র পিতা পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, নভগকে সমুদয় ধন ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই নভগের পুত্র নাভাগ, নাভাগের তনয় অম্বরীষ। ভাগ-৯স্ক-৪। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নাভাগ ছিলেন। মার্ক-৭৯; মহাভা-আদি-৬৫; হরি-হরি-১০। (৪) সগর বংশীয় ভগীরথের তনয় শ্রুত, শ্রুতের তনয় নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। হরি-হরি-১৫। (৫) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র দিষ্ট, দিষ্টের পুত্র নাভাগ। এই নাভাগ কর্ম্মবশে বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। নাভাগের তনয় ভলন্দন। ভাগ-৯স্ক-২। (৬) মনুবংশীয় নভগের তনয় নাভাগ। এই নাভাগের পুত্র অম্বরীষ। ভাগ-৯স্ক-৪। (৭) দশম মনু ব্রহ্ম-সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম নাভাগ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৮) সগর বংশীয় রাজা ভগীরথের তনয় শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শ্রুতের তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় সিন্ধু-দ্বীপ। কূর্ম্ম-পূ-২১। (১০) কুকুদ্মী রৈবতের অন্যতম ভ্রাতা নভাগ, নভাগের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১১) যযাতির তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় অজ, অজের তনয় দশরথ। রামা-আদি-৭০। (১২) নহুষের তনয় নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ ও সুব্রত। তন্মধ্যে অজের পুত্র দশরথ। রামা-অযো-১১০। (১৩) দক্ষমেরুসাবর্ণির সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। দক্ষ-মেরুসাবর্ণি দেখ।

নভস—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮।

নভগসত্য—দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর সময়ে হবিষ্মান্, সুকৃতি, আপোমূর্ত্তি, অষ্টম, প্রমতি, নাভাগ ও অঙ্গিরার তনয় নভগসত্য। এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

নভস্বতী—রাজা পৃথুর অন্যতম তনয় অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের অন্যতমা পত্নী নভস্বতী হইতে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪।

নভস্বান্—প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরের রাজা নরকাসুরের অন্যতম অমাত্য মুর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুরকে নিধন করিলে, তাহার তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও বরুণ নামে সপ্ত পুত্র নরকাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯।

নভস্থ—(১) বৈদিক যুগে নভস্থ অন্যতম দেবতা ছিলেন। মিত্রাবরুণের সঙ্গে এক সঙ্গে তিনি স্তুত হইয়াছেন। ঋগ-২।৩৬।১। (২) স্বারোচিষ মনুর হবিধ্র, নভস্থ, নভ প্রভৃতি নয় পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৩) ঔত্তমী মনুরও নভ, নভস্থ, ঈশ, ইর্জ্জ প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭।

নভা—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুশের তনয় অতিথি, অতিথি হইতে নিষধ, নিষধ হইতে নল, নল হইতে নভা. নভা হইতে পুণ্ডরীক জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৬।

নভোদ— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম নভোদ। মহাভা-অনু-৯১।

নমর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী কাত্যায়নীর হস্তে নিহত হন। বাম-২০।

নমী—অতি পুরাকালে মহর্ষি সয়ের পুত্র নমী একজন ঋষি ছিলেন। ইন্দ্র মহর্ষি নমীর হিতার্থ নমুচি অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ ১।৫৩।৭; ৬।২০।৬।

নমুচি—অতি পুরাকালে, বৈদিক যুগে দনু নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার পুত্র নমুচি। বৃত্র, শুষ্ণ, পিপ্রু, শম্বর, ঔরণ, কুযব, বর্চী, অর্ব্বুদ প্রভৃতি ইন্দ্র হস্তে নিহত হয়। ঋগ-১।১১।৭। (২) কশ্যপ পত্নী দনু হইতে নমুচি প্রভৃতি চল্লিশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি ৬৫। (৩) ইন্দ্র হস্তে তিনি নিহত হন। মহাভা-আদি-৫০। (৪) নমুচি নামে এক ঋষি ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র "কাহারও অপকার করিব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও নমুচির শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৫৪। (৫) হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী ছিলেন। সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামের রাহু, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শুক্র, পোরণ ও বজ্রনাভ নামে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; মৎ-৬। (৬) দেবাসুর-যুদ্ধে নমুচি ধর নামক বসুর

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। হরি-হরি-১৯৯। (৭) নমুচি ঋষি, স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৮) বৃত্রাসুরের সহচর অন্যতম অসুর। ভাগ-৬স্ক-১০। (৯) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে অমৃতের জন্য যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে নমুচির সহিত অপরাজিতের যুদ্ধ হয়, কিন্তু নমুচি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। ভাগ-৮স্ক-১০। (১০) নমুচি অসুর বিশেষ। বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করেন। রামা-উত্ত-৬।

নয়—(১) ধর্ম্ম দক্ষের শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, ধৃতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়া হইতে নয়, বিনয় ও দণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭; ব্রহ্মাণ্ড-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বায়ু-১০। ধর্ম্ম দেখ। বায়ু পুরাণ মতে বিনয় স্থানে সময় আছে। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় নয়। বায়ু-৯১। (৩) রৌচ্যমনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্যমনু দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্র বিরাট। বরা-৭৪। (৫) মনু বংশীয় নক্তের পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্র বিরাট। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (৬) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নর—(১) অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নর নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।৩৫।১। (২) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৩) চতুর্থ মনু তামসের অন্যতম পুত্র ছিলেন নর। ভাগ-৮স্ক-১। তামস মনু দেখ। (৪) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুধৃতির তনয় নর, নরের তনয় কেবল। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) যযাতি বংশীয় নরপতি বিতথের পুত্র মন্যু, মন্যুর বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। নরের তনয় সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির তনয় গুরু ও রন্তিদেব। ভাগ-৯স্ক-২১। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের তনয় মহাবীর্য্য। বিষ্ণু-২য়-১। (৭) তামস মনুর অন্যতম পুত্র নর। মার্ক-৭৪; বিষ্ণু-৩য়-১। (৮) যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম তনয় নর। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৯) পুরুবংশীয় নরপতি ভবমন্যুর অন্যতম তনয় নর। এই নরের পুত্র সঙ্কৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (১০) উশীনরের অন্যতম তনয় নৃগ, নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (১১) শ্বেত মুনি হইতে নর ঋষির উদ্ভব হয়। বায়ু-২২। (১২) নররূপী দেব হইতে জল সম্ভূত, এই নিমিত্ত জলকে নারায়ণ বলে। শিব-ধর্ম্ম-৫১। (১৩) মহর্ষি ধর্ম্ম হইতে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্মে। দেবী-৪স্ক-৫।

নরক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নরক প্রভৃতি দানবের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির সিংহিকা গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামধেয় পুত্রগণের অন্যতম নরক। হরি-হরি-৩। (৩) নরকাসুর প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভূমি। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময় নরক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিলেন। একবার নরক কসেরু নামক স্থানে গমন করিয়া, ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশীকে বলপূর্ব্বক প্রমথিত করেন। বলশালী নরক, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও অপ্সরাগণের সাতটী গণের মধ্যে যে সকল কন্যা ছিল, তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণী আনীত হইয়াছিল। নরক অলকায় মুরদৈত্যের রাজ্য সমীপস্থ মণি পর্ব্বতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। একবার নরকাসুর কুণ্ডলের জন্য অদিতিকেও ধর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হয়গ্রীব, নিসুন্দ, পঞ্চনদ ও মুরু নামে অতি যুদ্ধ বিশারদ চারিজন দ্বারপাল ছিল। ইন্দ্র অদিতির অপমানে ব্যথিত হইয়া, নরকাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিবার জন্য ত্বরায় প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি সেনাপতি মুর অসুরকে, পরে ক্রমে নিসুন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চনদকে বিনাশ করিয়া, নরককে আক্রমণ করেন। সেনাপতিদের নিধনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নরক শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রদীপ্ত চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডে ছেদন করিলেন। নরকের নিধনের পর তাঁহার পিতা ভূমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া, অদিতিকে প্রদান করিলেন। এবং ভূমিকে নরকের পুত্রদের প্রতিপালনের ভার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকের ধনাগার হইতে প্রচুর ধন গ্রহণপূর্ব্বক নরকের ষোড়শ সহস্র পত্নীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬০। নরকের পুত্র ভগদত্তকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভাগ-৩স্ক-৩। (৪) অনৃতের পত্নী নিকৃতি হইতে ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভয় মায়াকে ও নরক বেদনাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। (৫) নরকাসুর তপঃ ও স্বাধ্যায় প্রভাবে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রপদ অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু হস্তদ্বারা নরকের চেতনা হরণ করিলে, নরক ধরাতলে পতিত হইলেন। মহাভা-বন-

১৪১। (৬) দানবপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয়

হইতে অনৃত নামক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী কন্যা জন্মে। নিকৃতি স্বীয় ভ্রাতা অনৃতকে বিবাহ করেন।

বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। বায়ু-১০; মার্ক-৫০। (৮) দক্ষের কন্যা কালকার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে

দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯।

বিষ্ণুর ৪র্থ অবতার। এবং তাঁহারা ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভাগ-১ম-৩। মহর্ষি নরনারায়ণ অতিশয় তত্ত্বান্বেষী ও জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে কণাদ প্রভৃতি ঋষির সংশয়বাদ দূর হয়। কূর্ম্ম-উ-৬।

নরবর্ম্মা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পাঞ্চাল দেশে নরবর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা

একটী নৈবেদ্য রাখিয়াছিল। সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবার জন্য গৃধিনী

হইয়াছেন। সৌর-৪৮।

নরবাহন—(১) গন্ধর্ব্ব সুবাহুর পত্নী চীমতি হইতে সুষেণ, বেন, সুগ্রীব

অন্যতমা পত্নী করেণুমতী হইতে নরামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২।

নরসিংহ—নারায়ণের চতুর্দ্দশ অবতার।

৩; মহাভা-শান্তি-৩৪০; অগ্নি-২৭৬; বরা-২১১।

নরহরি—পাঞ্চাল দেশে নরহরি নামে এক পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুসংসর্গে মিলিত হইয়া নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিতেন। তিনি একবার তীর্থযাত্রিদের সহিত মিলিত হইয়া

অযোধ্যায় গমন করেন। তথায় পাপ-মোচন-তীর্থে অবগাহন করিয়া পাপ-মুক্ত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-২।

নরা—যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। নৃগের অন্যতমা পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭।

নরাদিত্য—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩২।

নরান্ত—রাক্ষসপতি নরান্ত লঙ্কা সমরে বিভীষণ শরে নিহত হইয়াছিলেন। অগ্নি-১০।

নরান্তক—(১) প্রহস্ত লঙ্কাপতি রাবণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামে চারিজন প্রধান অনুচর ছিলেন। নরান্তক বানর দলপতি দ্বিবিদের হস্তে প্রাণ হারাণ। রামা-লঙ্কা-৫৭। (২) রাবণের এক পুত্রের নাম নরান্তক ছিল। তিনি কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পরে যুদ্ধে গমন করেন এবং অঙ্গদ হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৬৯। (৩) দানবপতি বিরোচনের অন্যতম পুত্র কালনেমী, কালনেমীর পুত্র নরান্তক, ব্রহ্মজিৎ, ক্ষত্রজিৎ ও দেবান্তক। বায়ু-৬৭। (৪) যমের একজন কিঙ্কর। স্কন্দ-আব-অব-২৭।

নরাশংস—অগ্নির এক নাম নরাশংস। ঋগ-১-১৩।২.

নরাস্থিভূষণ— একজন বেতালপতি। কপালস্ফুটন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

নরিষ্যন্ত—(১) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম নরিষ্যন্ত। মহাভা-আদি-৭৫। বৈবস্বত মনু দেখ। নরিষ্যন্তের পুত্র দম ও জিতাত্মা। দমের পুত্র তৃণবিন্দু। লি-৬৩; ৬৬। নরিষ্যন্ত হইতে শক সমুদয় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১০। (২) মনুবংশীয় নরপতি মরুত্তের পুত্র নরিষ্যন্ত, নরিষান্তের তনয় দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৩) নরিষ্যন্তের পত্নী ও বভ্রুর দুহিতা ইন্দ্রসেনা হইতে দম জন্মগ্রহণ করেন। দশার্ণপতি চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনা দমের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১৩৩।

নর্ত্তক—প্রভাস ক্ষেত্রের নৈঋত দিকের রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নর্ম্মদা—(১) নর্ম্মদার সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুদা নামে তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে সুন্দরীকে রাক্ষস মাল্যবান্ কেতুমতীকে মাল্যবানের ভ্রাতা সুমালী এবং বসুদাকে মালী বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-৫। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রসদস্যুর পত্নী নর্ম্মদা হইতে সম্ভূত জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১২। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৩) পিতৃগণের মানসী কন্যা ও নরপতি পুরুকুৎসের পত্নী নর্ম্মদা হইতে ত্রসদস্যু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-

হরি-১৮ ; বায়ু-৭৩ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৯। (৪) উরগগণের ভগিনী নর্ম্মদাকে মান্ধাতার অন্যতম পুত্র পুরুকুৎস বিবাহ করেন। নর্ম্মদা স্বীয় স্বামীকে রসাতলে আনয়ন করেন। এবং ত্রসদস্যু নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-৭। (৫) নাগকুলের রক্ষার জন্য নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস নাগকুলের ধন ও আধিপত্য হরণকারী মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব দিগকে বিনাশ করিয়া নাগ কুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (৬) ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে যে মানসী লোক বিরাজিত, ঐ লোকের মানসী কন্যা নর্ম্মদা। মৎ-১৫। (৭) স্কন্দ দেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ নর্ম্মদা নদী স্বীয় অনুচর রণোৎকটকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

নর্ম্মদেশ্বর—কাশীস্থিত নর্ম্মদেশ্বর মহাদেবকে দর্শন ও মহাদান প্রদান করিলে মানব লক্ষ্মীবিহীন হয় না। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৬১।

নর্য্য—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র শত্রু হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ-১।৫৪।৬১।

নল—(১) অযোধ্যাপতি রামের বংশধর নিষধ, নিষধের তনয় নল, নলের তনয় নভ, নভের তনয় পুণ্ডরীক। হরি-হরি-১৫। (২) নরপতি বীরসেনের পুত্র নল। হরি-হরি-১৫ ; লি-৬৬। (৩) যযাতির অন্যতম তনয় যদু, যদুর তনয় সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু এই চারিজন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিলোমকের তনয় নল, নলের তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় বসু। এই নল সঙ্গীতে তুম্বুরু সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন। এবং চন্দনানক দুন্দুভি নামেও খ্যাত ছিলেন। লি-৬৯। (৫) যদুবংশীয় কৌশিকের পুত্র সুমন্ত, তৎপুত্র নল। কূর্ম্ম-পূ-৩৩। (৬) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বানরদলপতি নল, সুগ্রীবের আহ্বানে সীতার অন্বেষণার্থ বহুসহস্র বানর সৈন্য সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাসমরে প্রতর্পণ নামক রাক্ষসপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা ৪০। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল। সেতুবন্ধন করিবার জন্য সমুদ্র, তাঁহাকে রাম হস্তে প্রদান করেন। তাঁহারই কৌশলে সমুদ্র বন্ধন সম্পন্ন হয়। রামা-লঙ্কা-২২। (৭) নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক মহীপাল ছিলেন। তাঁহার নল নামে এক পরম ধার্ম্মিক তনয় ছিল। তিনি স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করকর্ত্তৃক দ্যূতে পরাজিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিনী দময়ন্তী সহ বনবাসী হইয়াছিলেন। একদা নল স্বীয় উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী রাজহংসকে দেখিয়া

তাঁহাকে ধরেন। সেই হংস তখন মনুষ্য বাক্যে তাঁহাকে বলিল—আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার সহিত বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিব। নলহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই হংস সহচরগণ সহ বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হইল। সেই হংস সহচরগণ সহ রাজধানীর সরোবরে বিচরণ করিতেছিল। এমন সময়ে দময়ন্তী সেই স্থানে সখীগণ সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই হংস সকল দেখিয়া সখীগণ সহ ধরিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনি যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সে মনুষ্য বাক্যে তাঁহাকে বলিল—আপনি আমাকে ধরিবেন না। আপনার সহিত নিষধরাজ নলের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিব। এই বলিয়া নলের খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। দময়ন্তী নলের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এদিকে কন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করাতে বিদর্ভরাজ ভীম দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণও স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিলেন। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতেই নলের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সুতরাং স্বয়ম্বর সভায়ও সকলকে উপেক্ষা করিয়া নলের গলেই মাল্য সমর্পণ করিলেন। দেবগণ ইহাতে দুঃখিত হইলেন। প্রস্থান কালে পথে কলি ও দ্বাপরের সহিত দেবগণের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণমুখে স্বয়ম্বর সংবাদ অবগত হইয়া কলি নলের প্রতি জাতক্রোধ হন। দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া দময়ন্তী একজন মানুষকে বরণ করিয়াছে, এই তাঁহার অপরাধ। ইহার কিছু কাল পরে কলি, নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। নলের ভ্রাতা পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। কলির কুপরামর্শে পুষ্কর নলকে বার বার অক্ষক্রীড়ায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নল অবশেষে তাঁহার সহিত পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পণে রাজ্যধন সমুদয় হারাইয়া বনবাসী হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দময়ন্তী ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিদর্ভ রাজ্যে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বনে এক দিন খুব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নল কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পক্ষী সকল সেই বস্ত্র লইয়া আকাশ পথে চলিয়া গেল। নল বিবস্ত্র হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে এক মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ

করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। এবং অল্প কাল মধ্যেই উভয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে নল জাগরিত হইয়া বস্ত্র খণ্ডকে ছিন্ন করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তী জাগরিত হইয়া নলকে দেখিতে না পাইয়া, অতিশয় অস্থির হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে সেই বনের নানা স্থানে নলকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিনি এক অজগর সর্পের সন্মুখে পতিত হইলেন। সেই সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইত্যবসরে তাঁহার ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া, এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইল এবং এক শাণিত অস্ত্রে সেই সর্পকে নিপাত করিল। ব্যাধ তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিল। কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রতি মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দময়ন্তীর শাপে সে গতায়ু হইল। সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা অরণ্য ভ্রমণান্তে অবশেষে এক বণিক দলের সঙ্গে কিছুদিন গমন করিলেন। তৎপরে তিনি চেদিরাজ সুবাহুর আলয়ে রাজকুমারী সুনন্দার সখী রূপে অবস্থান করিতে গাগিলেন। এদিকে নরপতি নল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখিত মনে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই অরণ্যে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় কে যেন "রক্ষাকর" "রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে শুনিতে পাইলেন। নল তথায় উপস্থিত হইয়া কর্কোটক নাগকে সেই দাবদাহ হইতে উদ্ধার করেন। তাহাতে কর্কোটকের সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে। নল তাঁহারই পরামর্শে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজা ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্ববিদ্যা ও নল ঋতুপর্ণের নিকট অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করেন। এই স্থানে তিনি বাহুক নামক ছদ্ম নামে অভিহিত হইতেন। এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম, নল ও দময়ন্তীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরই, তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদেব নামক এক ব্রাহ্মণ বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া চেদিরাজ সুবাহুর ভবনে অবশেষে দময়ন্তীর সহিত দেখা করেন। রাজমাতা, সুদেবমুখে দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপন ভগিনীর কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তদবধি দময়ন্তী আপন মাসীর যথেষ্ট স্নেহ লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে তিনি বিদর্ভরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বিদর্ভরাজ নলের অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। অবশেষে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া খবর

দিলেন যে, নল ঋতুপর্ণ রাজভবনে আছেন। তখন দময়ন্তী বুদ্ধিপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণকে ঋতুপর্ণ রাজ্যে প্রেরণ করিয়া, দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হইবেন এই সংবাদ প্রদান করেন। ঋতুপর্ণ এই সংবাদ পাইয়া পরদিন সারথী বাহুকের সহিত বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিবাহের কোনও আয়োজন উদ্যোগ না দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দময়ন্তী স্বীয় বিশ্বস্তা পরিচারিকা দ্বারা সারথী বাহুকই যে নরপতি নল, এই পরিচয় পিতা ভীমসেনকে জ্ঞাপন করিলেন। ভীমসেন নলের দর্শনে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন হইল। মাসাধিক শ্বশুরালয়ে যাপন করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ নল স্বরাজ্যে গমন করিলেন। পুষ্করকে দৌত্যে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য লাভ করিলেন। মহাভা-বন-৫২ ৭৯।

নলকুবর, নলকুবের, নলকূবর—(১) যক্ষ রাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর। কৌবের তীর্থে তপস্যা করিয়া মহাত্মা কুবের তাঁহার পুত্র নলকুবেরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৮। (২) কুবেরের তনয় নলকূবর ও মণিগ্রীব ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অতি অনাচারী হইয়াছিলেন। একদা তাঁহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া, যুবতী রমণীগণ সহ হিমালয়ের সন্নিধানে গঙ্গায় উলঙ্গ হইয়া, বিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে নারদ সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। রমণীগণ নারদকে দেখিবামাত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য নারদ তাঁহাদিগকে "বৃক্ষরূপে পরিণত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁহাদের মুক্তি হয়। ভাগ-১০স্ক-১০। (৩) নলকুবেরের পত্নী রম্ভাকে লঙ্কাপতি রাবণ বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করেন। সেইজন্য নলকুবের রাবণকে শাপ দেন যে—অদ্যাবধি কোনও অকামা যুবতীকে আক্রমণ করিলেই তোমার মস্তক সপ্তধা চূর্ণীকৃত হইবে। রামা-উত্ত-৩১। (৪) কুবেরের পত্নী ঋ[illegible] হইতে নল কুবের জন্মগ্রহণ ক[illegible]। বায়ু-৭০। (৫) একদা কুবেরের তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীব মন্দাকিনী তীরস্থ নন্দন বনে গমন করেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদের সম্মুখে গান করিতেছিল। সেই সময়ে ধনমত্ত ও সুরামত্ত যুবকদ্বয় নগ্ন হইয়া বিচরণ করিতেছিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি দেবল এই বলিয়া শাপ দেন যে—তোমরা শত বৎসর বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাক। দ্বাপরের অবসানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইবে। গর্গ-গোল-১৯। (৬) নলকুবর গন্ধমাদন পর্ব্বতে লক্ষ্মী তীর্থে স্নান করিবা মাত্র

বরাপ্সরা রম্ভাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২১। (৭) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে অভীষ্ট তৃতীয়া ব্রত পালন করিয়া, কুবের পত্নী নলকুবর নামে এক পুত্র লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। (৮) কুবেরের পত্নী বৃদ্ধি নলকুবেরকে প্রসব করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

নলকুবরলিঙ্গ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

নলদা—নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতমা কন্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ভদ্রাশ্ব দেখ।

নলনাভ—এক জন গন্ধর্ব্বপতি। তাঁহার পুত্র ইন্দীবর। ইন্দীবরের কন্যার নাম মনোরমা। মার্ক-৬৩।

নলিন—বিশ্বোপরিচর নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী গিরিকা হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাথল্য, নলিন ও মৎস্যকাল নামে সাত পুত্র জন্মে।

নলিনী—নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নলিনী হইতে নীল নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করে। বায়ু-৯৯; ভাগ-৯স্ক-২১।

নহুষ—(১) পুরূরবার পৌত্র ও আয়ুর পুত্র নহুষ, অহঙ্কারের জন্য স্বর্গচ্যুত ও বিনষ্ট হন। মনু-৭, ৪০—৪২। অগ্নি তাহার সেনাপতি ছিলেন। ঋগ-১।৩১। ১১। অগ্নি প্রজাগণকে বল দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া নহুষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।৬।৬; (২) পুরূরবার অন্যতর পুত্র আয়ু, আয়ুর পত্নী স্বর্ভানবীর গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজিঙ্গয় ও অনেবস নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সত্যপরাক্রম নহুষ ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ, পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে পালন করিতেন। তিনি দস্যুদিগকে এইরূপ ভাবে শাসিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজ প্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকেও পরাভব করিয়া ঋষিদিগকে ইন্দ্রত্ব উপভোগ করাইতেন। তাঁহার যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া, চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। মহাভা-আদি-৩৫, ৭৫। (৩) স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা হইতে আয়ুর নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি, অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৮। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামধেয় বামন, নহুষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৫) সুধন্বা নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা হইতে নরপতি নহুষের যযাতি নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৮। (৭)

নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিরতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগ-৯স্ক-১৭—১৯। (৮) পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি আয়তি, অন্ধক ও বিজাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। লি-৬৬। (৯) আয়ুর তনয় নহুষ অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। একদিন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার শিবিকা বহনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে নহুষের পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করে। সেজন্য অগস্ত্য তাঁহাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন। শাপ প্রাপ্ত নহুষ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলে, তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাঁহাদ্বারাই তোমার মুক্তি হইবে। বনবাস কালে একদা সর্পরূপী নহুষ কর্ত্তৃক ভীম আক্রান্ত হন। যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্নের উত্তর দিয়া, ভীম ও রাজা নহুষকে মুক্ত করেন। মহাভা-বন-১৭৫—১৮০। (১০) ত্বষ্টার তনয় ত্রিশিরা ও বৃত্রকে সংহার করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র স্বকৃত পাপে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্ত্তী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া, বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রের অভাবে পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরম ধার্ম্মিক নরপতি নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষ ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়া ইন্দ্রের পত্নী শচীর প্রতি অভিলাষী হইলেন। শচী বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহুষকে বলিলেন যে, যদি নহুষ সপ্তর্ষিগণ বাহিত যানে আরোহণ করিয়া আগমন করেন। তবেই তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। তদনুসারে নহুষ অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণকে শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিলেন। এবং শিবিকা বহন কালে তাঁহার পদ অগস্ত্যের অঙ্গ স্পর্শ করায়, অগস্ত্য তাঁহাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দেন। মহাভা-উদ্-১০—১৬। নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিজতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (১২) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ। রামা-আদি-৭০। (১৩) নহুষের পুত্র নাভাগ। রামা-অযো-১১০। (১৪) বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া, ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আয়ুর তনয় নরপতি নহুষ শত সহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৭৬। (১৫)চন্দ্রবংশীয় নরপতি আয়ুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম নহুষ। স্বধা নাম্নী পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা নরপতি নহুষের পত্নী ছিলেন। বিরজা

হইতে যতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘযাতি নামে সাত পুত্র জন্মে। মৎ-১৫, ২৪। (১৬) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র নহুষ। শিব জ্ঞান-৬২। পুরূরবার তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি। কল্কি-৩য়-৪। (১৭) পুরূরবার তনয় আয়ু, আয়ুর পুত্র রস্তিনার, রস্তিনারের তনয় বিয়তি, বিয়তির তনয় কৃতি, কৃতির তনয় নহুষ, নহুষের তনয় যযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

নাক—মহর্ষি মুদ্গলের তনয় মৌদ্গল্য নাক অতিশয় জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁহার মতে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই অনুষ্ঠেয়। তৈত্তি-১।৯। বরুণের পত্নী সামুদ্রী দেবী সুনা দেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুর সুন্দরী নাম্নী একটী কন্যা জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা তনয়া হিংসা কলির ভার্য্যা ছিলেন। কলির প্রথমা ভার্য্যা নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৮৪।

নাকচর—সপ্ত পিতৃগণের অন্যতম নাকচর। মহাভা-সভা-১১।

নাকুরয়—কশ্যপ বংশীয় মহর্ষি নাকুরয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

নাকুলি—মহর্ষি নাকুলি একজন ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, জমদগ্নি ও ঔর্ব্ব এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নাগ—কশ্যপের কন্যা সুরসা নাগদিগকে প্রসব করেন। রামা-অরণ্য-১৪। (২) ঋষভের তনয় ভরত, ভরতের তনয় শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের আট পুত্রের অন্যতম নাগ। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৯। (৩) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা কদ্রুর গর্ভে বলবান্ অমিত তেজস্বী বহুমস্তক বিশিষ্ট গরুড়ের অনুগত সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫।

নাগগণ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে নাগগণ তাহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয় ও পরাজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) তার্ক্ষ্য দক্ষের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামী নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কদ্রু হইতে নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬ষ্ঠ-৬।

নাগচণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-১৯।

নাগচূড়—নাগরাজের অন্যনাম নাগচূড়। স্কন্দ-আব-চতু-৮৪।

নাগজিহ্ব—স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে পৃথুদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব, চন্দ্রভাস, পাণিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাষবক্ত্র ও জম্বুককে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নাগতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, নাগতীর্থ তঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর মাধবী, তীর্থনেমী, স্মিতানন, গীতাপ্রিয়া ও একচূড়াকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নাগদত্ত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম নাগদত্ত তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭ ; দ্রো-৫৭।

নাগবীথী— ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা যামীর গর্ভে নাগবীথীর জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-১৫ ; কূর্ম্ম-১৬ ; মৎ-২০৩ ; হরি-হরি-৩।

নাগরেশ্বর—চণ্ডশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ সরস্বতী তীরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহাই নাগরেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দ-নাগ-১৬৪।

নাগাশী—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নাগাশী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। না। মহাভা-উদ্-১০০।

নাগেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নাগেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা করিলে সর্প ভয় থাকে না। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৩।

নাগ্নজিতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী হইতে ভদ্রকার ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র ও ভদ্রবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (২) কোশল রাজ ধার্ম্মিক নগ্নজিতের কন্যার নাম নাগ্নজিতী (অন্যনাম সত্যা) ছিল। নগ্নজিত পণ রাখিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি আমার রক্ষিত সপ্ত বৃষের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। রক্ষিত সপ্তবৃষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আমশঙ্কু, বসু ও কুন্তি নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০-৫৮। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী বৃক, বৃকজিৎ, বৃকশ্ব, মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে পাঁচ পুত্র এবং বৃজিনা নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। বায়ু ৯৬। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতী হইতে বিন্দ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। বিষ্ণু ৫ম—৩২।

নাচিক—বিশ্বামিত্রের বহুপুত্রের অন্যতম নাচিক ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নাচিকেত—মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্ম্মিত সভাগৃহে যখন প্রবেশ করেন, তখন মহর্ষি নাচিকেত প্রভৃতি ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। মহর্ষি উদ্দালকের তনয় নাচিকেত অতিশয় সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কোন কারণে উদ্দালক ক্রুদ্ধ হইয়া নাচিকেতকে "যমের বাড়ী যাও" বলিয়া গালি দেন। তদনুসারে পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি যমের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত

হন। যম তাঁহার সত্যবাদিতায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন। এবং তাঁহার পিতার নিকট পুন প্রেরণ করেন। নাচিকেত যমের বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাগত ঋষিদের নিকট নরক ইত্যাদির বর্ণনা করেন। বরা-১৯৩-২০৫। নচিকেতা দেখ। মহাভা-অনুশা-৭১, ৭২।

নাড়ায়ণ—অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি নাড়ায়ণ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা আজমীঢ় ও কঠ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

নাড়ীজঙ্ঘ—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দাক্ষায়নীর গর্ভে রাজধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অন্য নাম ছিল নাড়ীজঙ্ঘ। এবং তিনি বকবিহঙ্গ ছিলেন। গৌতম নামে কোনও ব্রাহ্মণ, নাড়ীজঙ্ঘের সহায়তায় নাড়ীজঙ্ঘের বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট প্রচুর অর্থলাভ করেন। অকৃতজ্ঞ গৌতম সেই উপকারী নাড়ীজঙ্ঘকেই শেষে মারিয়া ফেলেন। বিরূপাক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া, সেই নরাধম গৌতমকে বধ করেন। মহাভা শান্তি-১৬৯-৭৩।

নাথ—বিকুণ্ঠ নামক দেবগণের অন্যতম নাথ ছিলেন। বায়ু-৬২। বিকুণ্ঠ দেখ।

নাদ— চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভৃগু, সুধামা, বিরজা, সহিষ্ণু, নাদ, বিবস্বান্ ও অতিনামা সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯।

নাদিক—এই নামে একজন রুদ্র আছেন। এবং তাঁহার নামানুসারে একটী তীর্থ স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। অগ্নি-৮৫।

নাদেশ্বর—কাশীস্থিত নাদেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩২।

নাধৃতি—যদুবংশীয় ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোমা। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

নাবল— প্রহ্লাদের তনয় বিরোচন, বিরোচনের তনয় শম্ভু, শম্ভুর অন্যতম পুত্র নাবল। বায়ু-৬৭। শম্ভু দেখ।

নাভ—ভগীরথের তনয় শ্রুত, তৎপুত্র নাভ, নাভের তনয় সিন্ধুদ্বীপ। ভাগ-৯স্ক-৯; কল্কি-৩স্ক-৩। (২) বৈবস্বত মনুর অন্যতম তনয় নাভ। বিষ্ণু-৩য়-১; বায়ু-৬৪। বৈবস্বতমনু দেখ।

নাভগ—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। মার্ক-৭৯। বৈবস্বত মনু দেখ।

নাভনেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৭১। বৈবস্বত মনু দেখ।

নাভক— কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি নাভক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৮।৩৯।১।

নাভাগ—বৈবস্বত মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা জাতি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন তাঁহারা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতেন। বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট এই দশ জন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ

হইলেন। মহাভা-আদি-৭৫। নভগ দেখ।

নাভাগারিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। নাভাগ দেখ।

নাভানেদিষ্ট—সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট একজন প্রাচীন কালের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় তাঁহাকে বিষয়ের ভাগ না দিয়া রুদ্রের স্তব করিতে বলেন। তদনুসারে তিনি রুদ্রের স্তব করিতে উদ্যত হইয়া অঙ্গিরাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপনীত হন। সেই সময় হোতারা অনেক মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই সকল মন্ত্র বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন। ঋগ-১০।৬১।১, ১৮।

নাভি, নাভী—(১) স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় আগ্নীধ্রের পুত্র নাভী। তিনি পূর্ব্বে চিত্তির গর্ভে জন্ম লাভ করেন। নাভীর পত্নী মেরু দেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১স্ক-৩। ২স্ক-৭; ১১স্ক-২। মার্ক-৫৩। (২) ঋষভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নাভী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক স্বীয় পত্নী মেরুদেবীর সহিত বদরিকা-আশ্রমে গমন করেন ও তথায় পরলোক প্রাপ্ত হন। ভাগ-৫স্ক-২। (৩) নাভি হিমালয়ের দক্ষিণ দিকস্থ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণু-২য়-১। (৪) নাভির স্ত্রী মেরুদেবী ঋষভকে প্রসব করেন। ঋষভের তনয় ভরত। বরা-৭৪। শিব-জ্ঞান-৪৭। অগ্নি-১০৭। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪; বায়ু-৩৩; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

নাভিকেতু—জনৈক ঋষি। পদ্ম-উত্ত-১৩৫।

নাভিগুপ্ত—নরপতি প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ভ ছিল বলিয়া ইহার নাম কুশ-দ্বীপ হয়। হিরণ্যরেতার বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্র ও দেব নামে সাত পুত্র ছিল। এই দ্বীপকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি সপ্ত পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

নায়কি—মহর্ষি নায়কি একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

নারদ—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি নারদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১৩।১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনির গর্ভে অর্কপর্ণ, কলি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) নারদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ের নাম ছিল পর্ব্বত। তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজা সৃঞ্জয়ের আলয়ে

অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন যাঁহার মনে যে ভাব উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে। রাজা সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান কালে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা সুকুমারী তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। নারদ তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু ভাগিনেয় পর্ব্বত ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে,—"তুমি আমার নিকট মনোভাব গোপন করিয়াছ, অতএব এই কন্যাকে তুমি বিবাহ করিলে, এই কন্যা ও অপরে তোমাকে বানর মুখো দেখিবে"। নারদও প্রতিশাপ দেন যে,—তুমি তপস্যানিরত হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পরে উভয়ে উভয়ের শাপ প্রতিসংহার করেন। মহাভা-শান্তি-৩০। (৪) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম নারদ ছিল। মহাভা-অনুশা-৪। (৫) ব্রহ্মার তনয় নারদ। দক্ষপ্রজাপতি, বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীতে প্রথমত হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই দেবর্ষি নারদের পরামর্শে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। এই সকল পুত্র সন্ন্যাসী হইলে, দক্ষ আবার অসিক্লীতে সবলাশ্ব প্রভৃতি এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারাও নারদের পরামর্শে সন্ন্যাসী হইয়া গেলে, দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন যে, "তুমি বিনষ্ট হও, গর্ভ বাস যন্ত্রণা ভোগ কর"। দক্ষ কশ্যপকে এক কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে নারদ আবার জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৬) শ্রীমদ্-ভাগবত মতে নারদ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। (৭) তিনি পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণব তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৮) কোনও বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা সেই ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যাতেই নারদকে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা দয়া করিয়া নারদকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। তাঁহার পঞ্চ বৎসর বয়ক্রম কালে, সর্পাঘাতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পরে কিছুকাল দেশ ভ্রমণে যাপন করিয়া, তিনি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন, এবং সিদ্ধিলাভ করেন। ভাগ-১স্ক-৬। (৯) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম নারদ। ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদের জন্ম হয়। ভাগ-৩স্ক-১২। (১০) পূর্ব্ব জন্মে নারদ উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। এক সময়ে দেবতাদের যজ্ঞে হরি গাথা গান করিবার জন্য বিশ্বস্রষ্টাগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করেন। সেই স্থানে নারদ স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,

উপস্থিত হন। তদ্দর্শনে বিশ্বস্রষ্টাগণ কুপিত হইয়া, "শূদ্র যোনীতে জন্মগ্রহণ করিবে" বলিয়া অভিশাপ দেন। সেই-জন্য তিনি দাসী গর্ভে জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৫। (১১) ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ, নারদের কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। লি-৬৩। (১২) একদা নারদ ও পর্ব্বত মুনি পরম ধার্ম্মিক রাজা অম্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরূপ সুন্দরী কন্যা শ্রীমতীকে দেখিয়া উভয়েই সমকালে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহা-দিগকে বলিলেন, কন্যা স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করিবে তিনি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। নারদও তখনই বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্ব্বত মুনির মুখ বানরের মুখের মত হয় এবং পর্ব্বত মুনি প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় নারদের মুখ যেন গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের মত হয়। বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন। যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় উভয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাদের বিকৃত মুখ দেখিয়া কাহাকেও বরণ করিলেন না। এদিকে বিষ্ণু দিব্য পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী তাঁহাকেই বরণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে নারদ পর্ব্বত মুনি ইহা অম্বরীষের চাতুরী মনে করিয়া, তাঁহাকে শাপ দেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের ইহাতে কিছুই হইল না। লি-উ-৫। (১২) নারদের পত্নীর নাম সত্যবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। বশিষ্ঠ নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। অরুন্ধতীর পুত্র শক্তি। মৎ-২০১। নারদের শাপে কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব বৃক্ষরূপে পরিণত হন। ভাগ-১০স্ক ১৭। নারদ উর্দ্ধরেতা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বংশ নাই। ভাগ-৪স্ক-৭। (১৩) নারদ নামে একজন শিবভক্ত গন্ধর্ব্ব ছিলেন। লি-৫৫। নার-দের নিকট রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াই বাল্মিকী রামায়ন রচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামা-আদি-১। তিনি রামের বন গমন কালে উপস্থিত ছিলেন। রামা-অযো ১১২। (১৪) ষোল জন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম নারদ ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় গন্ধর্ব্ব দেখ। ব্রহ্মার মানস পুত্রদের মধ্যে নারদ অন্যতম। মৎ-৩। পর্ব্বত ও নারদ মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। ইঁহারা দেবগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন বলিয়া, দেবর্ষি নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। ব্রহ্মা প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ, পরে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, তদনন্তর, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু,

পুলস্ত্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশ জনকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্তি ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও নারদকে মুক্তি পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বরা-২। নারদ পূর্ব্ব জন্মে অবন্তী পুরীতে এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বারস্বত নামে খ্যাত ছিলেন। সারস্বত সরোবরে (অন্য নাম পুষ্কর) তপস্যা করিয়া তিনি নারায়ণের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পরে সেই নারায়ণেই লয় প্রাপ্ত হন। নারদ পিতৃলোককে নার অর্থাৎ পানীয় দান করিয়া নারদ নামে খ্যাত হন। বরা-৩।

নারদকেশব—কাশীস্থিত নারদকেশবের পূজা করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

নারদী—বিশ্বামিত্রের বহু পুত্রের অন্যতম নারদী ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

নারদেশ—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। কলিতে এই লিঙ্গ কলকলেশ নামেও কীর্ত্তিত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭৫।

নারদেশ্বর—কুমারিকা ক্ষেত্রে নারদেশ্বর লিঙ্গ আছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমুদয় পাতক দূর হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৫৩।

নারদেশ্বরী—প্রভাস ক্ষেত্রে নারদেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনা করিলে পরম পুণ্য লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৪৭।

নারসিংহী—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নারসিংহী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। পদ্ম সৃষ্টি-৩৬। (২) চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা। কালিকা-৬৩। (৩) কাশী-স্থিতা চক্রহস্তা দেবী নারসিংহীকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

নারা—(১) নরপতি উশীনরের পুত্র নৃগ। নৃগের স্ত্রী নারা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৭। (২) ভগবান্ স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজাগণকে সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে জল সৃজন করেন। এবং তাহাতে বীজ রোপণ করেন। নরের সন্তান বলিয়া জল নারা নামে খ্যাত। হরিবংশ উপক্র।

নারায়ণ—(১) মহর্ষি নারায়ণ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিরাট পুরুষের স্তুতি করিয়া যে ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন, তাহাই পুরুষসূক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ঋগ-১০।৯০।১। (২) বিষ্ণুর অন্য নাম নারায়ণ। মহাভা-আদি-১। (৩) ভগবান্ নারায়ণ সমুদয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। মহাভা-শান্তি-৩৫০। (৪) বিষ্ণু নারাকে (জলকে) আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-২। (৫) ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ নামক

ঋষিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৬) মগধের কণ্ব বংশীয় নরপতি ভূমিত্রের তনয়ের নাম নারায়ণ, নারায়ণের পুত্রের নাম সুশর্ম্মা। ভাগ-১২স্ক-১। (৭) যুগে যুগে অনেক ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পে নারায়ণ একজন বেদবিভাজক, পুরাণ প্রকাশক, জ্ঞান প্রদর্শক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। লি-৭। (৮) কল্পের অবসানে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল অতি ভয়ানক একার্ণব হইয়াছিল। তৎকালে দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। সেই সময়ে নারায়ণ সেই অর্ণব মধ্যে অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন একদা সুপ্ত নারায়ণের নাভিতে লীলার জন্য বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা নারায়ণকে উত্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —তুমি কে ? তখন নারায়ণ উত্তর করিলেন, আমি সকলের উৎপত্তি ও বিনাশহেতু নারায়ণ। নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ? ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই সংস্থিত। তখন নারায়ণ ব্রহ্মার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের উদরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু নারায়ণ বহির্গমনের সমুদয় পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণের নাভীস্থিত পদ্ম দিয়া বাহির হইয়া বলিলেন,—আমি সর্ব্বলোকের আত্মা, আপনি ও আমি ভিন্ন লোক-দিগের অন্য পরমেশ্বর নাই। তখন নারায়ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন,—আপনার একথা বলা উচিত হয় নাই। ইতিমধ্যে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে স্তুতি করিয়া তৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে সেই বর দিলেন। নারায়ণ শিবের আরাধনা করিয়া অচলা ভক্তি বর প্রাপ্ত হইলেন ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী প্রসূতা হন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৯) সাধ্য দেবগণের অন্যতম নারায়ণ। মৎ-২০৩। সাধ্য দেবগণ দেখ। (১০) মহর্ষি আমুষ্যানের পুত্র নারায়ণ। চারায়ণ ঋষির কন্যা ভবানী ও গোমতীকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু নারায়ণ অকালে সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬। (১১) কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল। ভাগ-৬স্ক-১, ২। অজামিল দেখ। নারায়ণ সোমের যজ্ঞে উপদ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী সোমের রূপে মুগ্ধ হইয়া কিছুকাল তাঁহার আলয়ে, তাঁহার স্ত্রীরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। মৎ-২৩

নারায়ণী—(১) মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যনাম। সৌর-৪৯। (২) সাবিত্রী দেবী সুপার্শ্ব গিরিতে নারায়ণী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৩) কাশ্মীরপতি বসুর স্ত্রীর নাম নারায়ণী ছিল। বসু পূর্ব্ব জন্মে দক্ষিণা পথে জনস্থানের রাজা ছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দ্বাদশী ব্রত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁহার স্ত্রী নারায়ণী সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিলে, তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বরা-৬। (৪) নারায়ণের স্ত্রীর নাম নারায়ণী। শিব-জ্ঞান-২। (৫) কাশীস্থিত গোপী গোবিন্দের পশ্চিমে নারায়ণী দেবী অবস্থিত থাকিয়া শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ শরদ্বারা কাশীর চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন রাশিকে উৎসাদিত করিতেছেন। এবং তাঁহার উন্নত তর্জ্জনী হইতে চক্রাস্ত্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করে কাশীতে তাঁহার মহাভ্যুদয় হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

নারী—মেরুর অন্যতমা কন্যা নারীকে, মনুবংশীয় নরপতি আগ্নীধ্রের অন্যতম পুত্র কুরু বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। অঙ্গিরা বংশীয় নারী একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, আজমীঢ় ও কঠ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

নারীকবচ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহীপতি অশ্মকের পত্নী উত্তরা হইতে মূলক জন্মগ্রহণ করেন। মূলক পরশুরামের ভয়ে স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেন। সেই জন্য তিনি নারীকবচ নামে খ্যাত হন। মূলকের তনয় শতরথ। লি-৬৬; বিষ্ণু ৪র্থ-৪।

নারীপাল—স্ত্রীরাজ্যের অধিপতি নারীপাল ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী মোহিনী রাজ্য শাসন করিতেন। গর্গ-অশ্বমে-১৭।

নারেয়—যদুবংশীয় নরপতি সত্রাজিতের অন্যতম পুত্র ভঙ্গকার। এই ভঙ্গকারের সভাক্ষ ও নারেয় নামে দুই পুত্র ছিল। হরি-হরি ৩৮।

নাশত্য, নাসত্য— প্রাচীন ঋগ্বেদের দেবতা অশ্বিদ্বয়ের অন্যনাম নাসত্য। ঋগ-১।৩।২। (২) অশ্বিনী কুমারের অন্যনাম নাসত্য ও দস্র। তাঁহারা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। সংজ্ঞা বড়বারূপে মেরু প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ে বিবস্বান্ ঘোটক রূপ ধারনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত উপগত হন। সংজ্ঞা ভয় পাইয়া নাসাপুট দ্বারাই শুক্রক্ষরণ করেন। নাসানিসৃত শুক্র হইতেই অশ্বিনী কুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন। নাসাগ্রের ক্রত রেত হইতে জন্ম বলিয়া তাঁহারা তদবধি নাসত্য ও দস্র নামে

অভিহিত হন। মৎ-১১ ; মার্ক-৭৮ ; ১০৮ ; শিব-ধর্ম্ম-৫৯ ; বায়ু-৮৪ ।

নাসত্যেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে নাসত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। তাঁহার পূজনে মহাপাতক নাশ প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৬৩।

নাসমৌজা—যদুবংশীয় রাজা দেবকবানের বীর, অসমৌজ ও নাসমৌজা নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩৮।

নির্ঋতা—কশ্যপের পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা। বায়ু ৬৯। খসা দেখ।

নির্ঋতি—(১) পাপ দেবীর নাম নির্ঋতি। ঋগ-১।২৪।৯। (২) ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচি হইতে মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী দহন, কপালী, স্থানু ও ভর্গ এই একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩) ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধময়ী কামরূপিনী যে পত্নী উৎপন্না হইয়াছিলেন। তিনি সুরভি নাম্নী গোরূপ ধারনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সন্মুখে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাতে নির্ঋতি, সর্প, একপাৎ, অজ, মৃগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, অহিব্রধ্ন সেনানী ও কপালী নামক একাদশ রুদ্রকে উৎপাদন করেন। তাঁহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন। হরি-হরি-১৯৬। (৪) নির্ঋতির বাহন প্রেতগণ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২। (৫) নির্ঋতি সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি ও পাপ কর্ম্মের ফল দাতা। কূর্ম্ম-উ-৬। (৩) অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা হইতে অনৃত নামে পুত্র ও নির্ঋতি নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অনৃত এই নির্ঋতিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের নরক ও ভয় নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মার্ক-৫০। (৭) কশ্যপ পত্নী সুরভি হইতে অঙ্গারক, সর্প, নির্ঋতি, অজৈক-পাদ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মে। বায়ু-৬৬।

নিকষা— মহর্ষি বিশ্রবার দুই পত্নী পুষ্পোৎকটা ও নিকষা। পুষ্পোৎকটা হইতে কুবরের এবং নিকষা হইতে রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও শূর্পনখার জন্ম হয়। অগ্নি-১১।

নিকুম্ভ—(১) কশ্যপ পত্নী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু জন্মগ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রহ্লাদের বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে তিন পুত্র জন্মে। নিকুম্ভের তনয় সুন্দ ও উপসুন্দ। মহাভা-আদি ৬৫। (২) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নিকুম্ভ নামে এক তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল দেবসেনাপতি কার্ত্তি-

কেয়কে যে সকল সেনাধ্যক্ষ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, নিকুম্ভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। (৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ সতত ক্ষাত্রধর্ম্ম নিরত ছিলেন। নিকুম্ভের তনয় রণ-বিশারদ সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব ও অকৃশাশ্ব। হরি-হরি-১২। (৫) শিবের এক অনুচরের নাম নিকুম্ভ ছিল। এক সময়ে মহাদেব পার্ব্বতী সহ হিমালয়ের ভবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে মেনকা একদিন কথাচ্ছলে মহাদেবের আচরণের নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই-জন্য পার্ব্বতী আর পিত্রালয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাদেব তাঁহার বাসের জন্য বারাণসী উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; এবং কৌশলে সেই পুরী জনশূন্য করিতে নিকুম্ভকে আদেশ করিলেন। নিকুম্ভ কন্দুক নামক নাপিতের সাহায্যে স্বীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূজা, অর্চ্চনা লাভ করিয়া নগরবাসীগণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বারাণসীর রাজা দিবোদাসের মহিষী সন্তান কামনায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। সেইজন্য ক্রোধান্ধ রাজা দিবোদাস, নিকুম্ভের স্থান ভগ্ন করেন, এবং নিকুম্ভের শাপে বারাণসী জনশূন্য হয়। হরি-হরি-২৯। (৬) ব্রহ্মদত্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে, নিকুম্ভাদি অসুরগণ তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া, তাঁহার রূপলাবণ্যবতী পাঁচ শত কন্যাকে হরণ করে। এই ব্রহ্মদত্ত বসুদেবের সহাধ্যায়ী ও সখা ছিলেন; সেইজন্য বসুদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভের মস্তক ছেদন করেন। হরি-হরি ১৪০—১৪২। (৭) এক নিকুম্ভ যদুবংশীয় ভানুর কন্যা ভানুমতিকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন অনেক যুদ্ধের পর তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই নিকুম্ভের সহিত অর্জ্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। হরি-হরি-১৪৭। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। তৎপুত্র বহুলাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১০। (৯) নিকুম্ভের তনয় সংহতাশ্ব, সংহতাশ্বের তনয় কুশাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ২। (১০) যাতুধানাত্মজ বিস্ফূর্য্য অন্যতম রাক্ষস ছিলেন। এই বিস্ফূর্য্যের তনয় নিকুম্ভ অতিশয় ক্রূর ছিলেন। বায়ু-৬৯। (১১) যাতুধানের এক পুত্রের নাম ব্যাঘ্র ছিল। এই ব্যাঘ্রের এক পুত্রের নাম নিকুম্ভ ছিল। এই নিকুম্ভ জন্তগণের বিঘ্নকারক ছিল। বায়ু-৬৯। (১২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি ও মন্ত্রী নিকুম্ভ, লঙ্কা সমরে বানরপতি নীলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নীল তাঁহাকে [illegible]রণীর সহিত যমালয়ে প্রেরণ করেন।

রামা-লঙ্কা-৪৩। (১৩) কুম্ভকর্ণের অন্যতম পুত্র নিকুম্ভ। লঙ্কা সমরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কুম্ভ নিহত হইলে, তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বানর সৈন্য নিপাত করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে হনুমান তাঁহার গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যম সদনে প্রেরণ করেন। রামা-লঙ্কা-৭৭।

নিকুম্ভনাভ—নরপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ।

নিকুম্ভা—অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নিকুম্ভা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নিকুম্ভেশ্বর—নিকুম্ভ নামক মহাদেবের গণ কাশীস্থিত নিকুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ইহার পূজা করিয়া, গ্রামান্তরে গমন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

নিকৃতজ—কশ্যপ বংশীয় নিকৃতজ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

নিকৃতি—(১) দম্ভের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে, লোভ নামে এক পুত্র ও নিকৃতি নামে এক কন্যা জন্মে। লোভ স্বীয় ভগিনী নিকৃতিকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৪স্ক-৭। (২) অধর্ম্মের পত্নী হিংসা হইতে অনৃত ও নিকৃতি জন্মগ্রহণ করেন। নিকৃতি স্বীয় সহোদরকেই বিবাহ করেন। তাঁহাদের ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা জন্মে। বিষ্ণু-১ম-৭; অগ্নি-২০; ব্রহ্মাণ্ড-১০; বায়ু-১০। হিংসা দেখ। (৩) হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের যে সকল পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিকৃতি নামে খ্যাত ছিল। তাহারা অতি দুঃখদায়ী ছিল। শিব-বায়ু-১৫।

নিকৃতিবসু—ধর্ম্মের পত্নী সুরসা হইতে মরুদেব, ধ্রুব, সোম, বিশ্বাবসু, পর্ব্বত, যোগেন্দ্র, বায়ু ও নিকৃতিবসু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

নিকেতন—ধন্বন্তরী বংশীয় সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্ম্মকেতু। ভাগ-৯স্ক-১৭।

নিক্ষুভা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে সূর্য্য সৃষ্ট হন। দ্যৌ ও নিক্ষুভা নামে সূর্য্যের দুই পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

নিখর্ব্বট—একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরে তার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

নিখাত—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রতিহর্ত্তার পুত্র নিখাত। নিখাতের পুত্র উন্নেতা। বরা-৭৪।

নিগড়ভঞ্জিনী—প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিয়া নিগড়ভঞ্জিনী দেবীকে অর্চ্চনা করিলে, মানব কখনই নিগড়ে পীড়িত হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

নিম্ন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অনরণ্যের পুত্র নিম্ন। তৎপুত্র অনমিত্র ও রঘু। হরি-হরি-১৫; অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২। (২) যদুবংশীয় নরপতি অনরণ্যের অন্যতম পুত্র নিম্ন, নিম্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। হরি-হরি-৩৮। (৩) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিম্ন, বৃষ্ণি ও শিনি এই তিন জন। নিম্নের তনয় সত্রাজিৎ ও প্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৪) অনমিত্রের তনয় নিম্ন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৫) যমের দৌহিত্র গর্ভহার পুত্র নিম্ন। নিম্ন গর্ভিনীর গর্ভভোজন করে। মার্ক-৫১। গর্ভহা অঙ্গধুক দেখ। (৬) যদুবংশীয় বৃষ্ণির অন্যতম পুত্র অনমিত্র, অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও শক্তিসেন। মৎ-৪৫।

নিচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষু। গঙ্গা কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে, নিচক্ষু কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করেন। নিচক্ষুর তনয় উষ্ণ, উষ্ণের তনয় চিত্ররথ। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

নিচন্দ্র—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনু হইতে নিচন্দ্র প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫; বায়ু-৬৮; হরি-হরি-৩।

নিতম্বূ—মহাত্মা ভীষ্ম যৎকালে শর শয্যায় শয়ন থাকিয়া তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে যে সকল তপোধন তথায় উপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি নিতম্বু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মহাভা-অনুশা-২৬।

নিদাঘ—(১) পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ঋভু নামে এক পুত্র ছিল। তিনি স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যাথার্থ্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য তনয় নিদাঘ ঋভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ঋভু তাঁহাকে নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১৫। (২) কশ্যপ বংশীয় নিদাঘ একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯; স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

নিদাত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র নিদাত। বায়ু-৯৬।

নিদ্রাধর—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

নিধি—(১) বিংশতি সংখ্যক শুক নামক দেবগণের অন্যতম নিধি ছিলেন। বায়ু-১০০। শুক দেখ। (২) সাবিত্রী দেবী বৈশ্রবণালয় নামক তীর্থক্ষেত্রে নিধি নামে বিখ্যাত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

নিধুব—মহর্ষি নিধুব একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

নিধৃতি—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি রণধৃষ্টের তনয় নিধৃতি, প্রচণ্ডবল বিনাশক দশার্হ তাঁর তনয়। দশার্হের তনয় ব্যাপ্ত,

ব্যাপ্তের তনয় জীমূত। লি-৬৮। (২) হৈহয় বংশীয় ধৃষ্টের তনয় নির্ধৃতি, নির্ধৃতির তনয় উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি-২৭৫।

নিধ্রুব—(১) কশ্যপ গোত্রীয় মহর্ষি নিধ্রুব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৬৩।১। (২) কশ্যপের পুত্র বৎসর, বৎসর হইতে নিধ্রুব ও রৈভ্য জন্মগ্রহণ করেন। নিধ্রুবের পত্নী কুণ্ডপায়ী ঋষিগণের মাতা। বায়ু-৭০।

নিবর্ত্ত—যদুবংশীয় নিবর্ত্তের পত্নী অশ্মকী হইতে অনাধৃষ্টি, শক্রশক্রঘ্ন ও শ্রাদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৯।

নিবর্ত্তশক্র—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র অনাধৃষ্টি। অনাধৃষ্টির পত্নী অশ্মকী হইতে নিবর্ত্তশক্র জন্মগ্রহণ করেন হরি-হরি-৩৪।

নিবাত—যদুবংশীয় শূরের অন্যতম তনয় নিবাত বায়ু-৯৬।

নিবাতকবচ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামধেয় তপস্যা পরায়ণ, মহানুভব দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মণিমতি নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। অর্জ্জুন তাঁহাদের নিপাত করেন। হরি-হরি-৩। (২) পাণ্ডবগণের বনবাস কালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। সেখানে দেবরাজের নিকট নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষী হইলে, দেবরাজ কহিলেন,—নিবাতকবচ নামে আমার কতকগুলি দানবশক্র আছে। তাঁহারা সাগর গর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে; তাহাদের সংখ্যা তিন কোটী তুমি তাহাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান সম্পাদিত হইবে। অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া মাতলীর সাহায্যে নিবাতকবচদিগকে বিনাশ করেন। মহাভা-বন-১৬৭—৭৪। (৩) বিষ্ণু নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বিনাশ করেন। রামা-লঙ্কা-১১৩। (৪) হিরণ্য-কশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ, সংহ্লাদের তনয়গণ নিবাতকবচ নামে খ্যাত ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। মৎ-৬। (৫) মহাদেব ও অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, নিবাতকবচাদি দৈত্যগণ সাধ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। বাম-৬৯

[নিবৃ]তি—যযাতি বংশীয় বৃষ্ণির তনয় নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোম, ব্যোমের তনয় জীমূত। ভাগ-৯স্ক ২৪।

নিবৃত্তি—যদুবংশীয় স্পৃষ্টের পুত্র নিবৃত্তি, নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ, দাশার্হের পুত্র ভীম, ভীমের তনয় জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

নিভা—রাজা করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিত। এই অবীক্ষিতের অন্যতমা স্ত্রী নিভা ছিলেন। নিভা নরপতি বীরভদ্রের কন্যা ছিলেন। মার্ক-১২২।

নিভৃত—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবগণের অন্যতম নিভৃত ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ। (২) সুকর্ম্মা দেবগণের অন্যতম নিভৃত ছিলেন। বায়ু-১০০। সুকর্ম্মা দেবগণ দেখ।

নিমি—(১) অত্রি বংশীয় মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের পুত্র নিমি, নিমির তনয় শ্রীমান্ অকালে পরলোক গমন করিলে, তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হন এবং চতুর্দ্দশ দিবস পরে কয়েকজন মহর্ষিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক পুত্রের প্রিয় ফলমূলাদি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মহাভা-অনুশা-৯১। (২) বিদর্ভাদিপতি নিমি, মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া, বন্ধু বান্ধবদের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪; মহাভা-অনুশা-১৩৭। (৩) ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতমের নাম নিমি ছিল। ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) পাণ্ডব বংশীয় দণ্ডপানির তনয় নিমি। তৎপুত্র ক্ষেমক। ভাগ-৯স্ক-২২। ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয় নিমি হিমালয়ের পার্শ্বে জয়ন্ত পুরীতে রাজত্ব করিতেন। রাজর্ষি নিমি এক দীর্ঘ কাল ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্র যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, রাজর্ষি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। নিমি আর অপেক্ষা না করিয়া মহর্ষি গৌতম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্র যজ্ঞ সম্পাদনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহা জানিতে পারিয়া, "তুমি চেতনা-বিহীন হও" বলিয়া নিমিকে শাপ দেন। নিমিও "আমার মত আপনিও হইবেন" বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়েই পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিলেন। সমাগত ঋষিগণ নিমির দেহ অরণিরূপে কল্পিত করিয়া মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা হইতে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম বলিয়া, বৈদেহ নামে খ্যাত হইলেন। ভাগ-৯স্ক-১৩। নিমির পুত্র মিথি, মিথির তনয় জনক, তৎপুত্র উদাবসু। রামা-আদি-৭১; উত্ত-৬৫—৬৭। বিষ্ণু পুরাণ মতে মিথির তনয় নন্দীবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু। (৫) যদুবংশীয় সাত্বতের অন্যতম তনয় ভজমান। ভজমানের বহু পুত্রের মধ্যে নিমি ও কৃকনই প্রধান

ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। একদা ঋষিগণ নরপতি নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন এমন সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় রাজা ঋষভের কবি, হবি, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি দিগম্বর আত্মবিদ্যা বিশারদ নয় জন পুত্র ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা নিমির প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। ভাগ-১১স্ক-২, ৩, ৪। (৬) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের পুত্র ভজমান। নরপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহ্যকা হইতে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। (৭) পূর্ব্বকালে রাজা নিমি একদা স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিমি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেইজন্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে বিদেহ হইয়া থাকিবে বলিয়া শাপ দেন। নিমিও তাঁহাকে তদনুরূপ শাপ দেন। পরস্পরের শাপ প্রভাবে উভয়ে বিগত চিত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন শাপ সমাবেশের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার আদেশে নিমি লোকের লোচনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সেই জন্য বিশ্রাম ঘটিলেই লোক সমূহের লোচনে নিমেষ পাত হয়। মৎ-৬১।

নিমিষ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে বহু বলবান্ বিহগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নিমিষ একজন। মহাভা-উদ্-১০০।

নিমূর্ত্ত—যদুবংশীয় রাজাধিদেবের দুই পুত্র—শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। তন্মধ্যে শোণাশ্বের তনয় শমী, রাজশর্ম্মা, নিমূর্ত্ত, শুচি ও শত্রুজিৎ এই পাঁচ জন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

নিম্বেশ্বর—দুঃশীল নামে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরুর নামানুসারে নিম্বেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-নাগর-২৭৫।

নিম্লোচী—যযাতি বংশীয় সাত্বতের অন্যতম তনয় ভজমান। ভজমানের এক পত্নী হইতে নিম্লোচী, কিঙ্কন ও দৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অপরা পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

নিয়ত—একটী অগ্নির নাম। মহাভা-বন-২২০।

নিয়তা—স্বয়ম্ভু শরীর নিসৃত দেবীর এক নাম। ব্রহ্মাণ্ড-৯।

নিয়তায়ু—শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর এবং তাঁহাদের পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৯৩।

নিয়তি—(১) মেরুর কন্যা নিয়তি, ভৃগুর অন্যতম পুত্র বিধাতার পত্নী ছিলেন।

নিয়তি প্রাণকে প্রসব করেন। ভাগ-৪স্ক-২। (২) বিধাতার পত্নী নিয়তি হইতে মৃকণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১০; মার্ক-৫২। (৩) দুর্গার অন্য নাম নিয়তি। বায়ু-৯।

নিয়ম—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ধৃতি হইতে নিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭; কূর্ম্ম-পূ-৮; বায়ু-১০।

নিযুত—ভগবান্ রুদ্রের অন্যতমা স্ত্রীর নাম নিযুত ছিল। ভাগ-৩স্ক-১২।

নিয়োজিকা—দুঃসহের কন্যা ও যমের দৌহিত্রী। এই নিয়োজিকা লোকদিগকে অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করায়। প্রচোদিকা নামে তাঁহার চারিটী কন্যা আছে। তাহারা নানা প্রকারে লোককে মন্দ কর্ম্মে নিযুক্ত করে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ।

নিযোধী—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীর গর্ভে নিযোধী, অগ্নি, চক্ষু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

নিরমিত্র—(১) পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের অন্যতমা স্ত্রী করেণুমতি হইতে নিরমিত্র, জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অযুতায়ুর তনয় নিরমিত্র, নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎসৈন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৩) ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার তনয় নিরমিত্র কুরুক্ষেত্র সমরে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১০৭। (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের তনয় সুনক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৫) দক্ষমেরুসাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। দক্ষমেরুসাবর্ণি মনু দেখ। (৬) রৈবত মন্বন্তরে চরিষ্ণু প্রজাপতির অন্যতম পুত্র নিরমিত্র ছিলেন। বায়ু-৬২। (৭) চেদির কন্যা কর্ম্মরতী নকুল হইতে নিরমিত্রকে প্রসব করেন। বায়ু-৯৯।

নিরয়—মৃত্যুর পত্নী ভীতি হইতে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-৭।

নিরাকৃতি—প্রথম মেরুসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। মেরুসাবর্ণি দেখ।

নিরাময়—(১) দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি দেখ। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

নিরামিত্র—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মুনির চারি জন যোগাচার্য্য পুত্র ছিল। লি-২৪; বায়ু-২৩। (২) পাণ্ডব বংশীয় বহীনর হইতে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি হইতে নিরামিত্র, নিরামিত্র হইতে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০।

নিরুৎসুক—(১) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য

মনুর সময়ে ভৃগুর তনয় নিরুৎসুক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২; হরি-হরি-৭। (২) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৈবত মনু দেখ।

নিরুদর— একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

নির্জ্জরান্তক— ত্রিপুরাসুরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৪।

নির্দ্দেশক— গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্ত হইতে হরিষেণ, নির্দ্দেশক প্রভৃতি নরমুখ চন্দ্রবংশীয় কিন্নরগণের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

নির্দ্দোহ—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। রৈবত মনু দেখ।

নির্ব্বাণকেশব— কাশীস্থিত লোলার্কের উত্তরাংশে নির্ব্বাণকেশব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্ব্বাণনরসিংহ—পুলস্ত্যেশ্বর নামক মহাদেবের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কাশীর নির্ব্বাণনরসিংহ মহাদেবকে প্রণাম করিবা মাত্র, মানব নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

নির্ব্বাণরুচি—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে নির্ব্বাণরুচি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

নির্ব্বৃতি—বিদর্ভপতি ধৃষ্টের তনয় নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ, দশার্হের পুত্র ব্যোমা। বায়ু-৯৫।

নির্ব্বৃতিচক্ষু—একজন মুনি। তাঁহার পুত্র সুতপা। মার্ক-৭৪। সুতপা দেখ।

নির্ভয়—রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। রৌচ্য মনু দেখ।

নির্ভয়া—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নির্ভয়া তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নির্ম্মথ্য—পবমান নামক অগ্নি কবিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মথ্য নামে অভিহিত হন। এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত। ইঁহার শংস্য ও শুক্রাগ্নি নামে দুই পুত্র বিদ্যমান। বায়ু-২৯।

নির্ম্মলা—দক্ষের শত কন্যা ছিল। তন্মধ্যে তিনি সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা প্রভৃতি দ্বাদশটী কন্যা আদিত্যগণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

নির্ম্মাণরতিগণ—একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে বিহগগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

নির্ম্মাষ্টি—যমের পত্নী ঋতুমতী হইয়া, চণ্ডাল দর্শন করায় তাঁহার গর্ভে নির্ম্মাষ্টির জন্ম হয়। নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে অতি ভীষণাকৃতি আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মে। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

নির্ম্মোক—(১) অষ্টম মনু সাবর্ণি। এই সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয় নির্ম্মোক। ভাগ-৮স্ক-১৩। সাবর্ণি মনু দেখ। (২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবসাবর্ণির সময়ে

নির্ম্মোক সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২।

নির্ম্মোহ—(১) রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। (২) শিব পুরাণ মতে তাঁহার নাম নির্দ্দোহ রৌচ্য মনুর সময়ে কশ্যপ তনয় নির্ম্মোহ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২; শিব-ধর্ম্ম ৫৮। (৩) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ে নির্ম্মোহ তাঁহার অন্যতম পুত্র হইবেন। হরি-হরি-৭; বিষ্ণু-৩য়-২। অব্যয়, সাবর্ণিমনু, রৌচ্যমনু ও রৈবতমনু দেখ।

নির্হেতু—ত্বিষিমন্ত দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

নির্হ্রয়ু—ত্বিষিমন্ত দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৩১।

নিশঠ—মনুবংশীয় নরপতি রৈবতের কন্যা রেবতী যদুপতি বলরামের স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিশঠ ও উল্মূক নামে দেবসদৃশ দুই পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৫, ১৬০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫।

নিশা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ক্রোধা হইতে মৃগী, মৃগমন্দা, নিশা প্রভৃতি দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাঁহারা সকলেই পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯।

নিশাকর—(১) মহর্ষি নিশাকর বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন। সম্পাতি সূর্য্যকিরণে দগ্ধপক্ষ হইয়া পতিত হইলে, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,—সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণ যখন এখানে আগমন করিবে, তখন তুমি তাঁহাদিগকে সীতা হরণ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিও, তাহা হইলেই তোমার পক্ষোদ্গম হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করেন। রামা-কিস্কি-৬০—৬২; সৌর-৫০। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

নিশাচর—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী খসার গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম নিশাচর। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

নিশানাথ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। দনু দেখ।

নিশারোহিণী—ভানু অনলের তৃতীয়া ভার্য্যা নিশারোহিণী হইতে অগ্নি, সোম, বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ও অগ্রণী জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন ২১৯

নিশিথ—ধ্রুবের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের তনয় পুষ্পার্ণ। পুষ্পার্ণের পত্নী প্রভার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র নিশিথ। ভাগ-৪স্ক-১৩।

নিশুম্ভ—অসুর নিশুম্ভ নারায়ণ হস্তে নিহত হয়। রামা-উত্ত-৬। (২) উমাদেবী স্বীয় দেহজাত মায়ান্তঃকরণ নামক মুদ্গর দ্বারা নিশুম্ভকে বধ করেন। হরি-হরি-১৬৩। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত শুম্ভ, নিশুম্ভ ও নমুচি। পার্ব্বতী দেবী তাঁহা-

দিগকে বধ করেন। ইহারা অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। স্বর্গ অধিকার করিতে যাইয়া নমুচি ইন্দ্র হস্তে প্রাণ হারাণ। ইহাতে উভয় ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। এমন কি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, স্বর্গরাজ্য অধিকারও করেন। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিতা কৌশিকী দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং তিনি পরম রূপলাবণ্যবতী। ইহা শুনিয়া শুম্ভ স্বীয় দূত সুগ্রীবকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কৌশিকী বলিলেন—যুদ্ধে যে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, আমি তাঁহারই গৃহিণী হইব; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। প্রথমে ধূম্রলোচন সেনাপতি বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে শুম্ভ সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে প্রেরণ করেন। তিনিও কৌশিকী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে রক্তবীজ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সমরে শয়ন করিলেন। অবশেষে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর বীরজনোচিত গতি লাভ করিলেন। বাম-৫৫—৫৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই ঘটনাটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে। মার্ক-৮১—৯০ দ্রষ্টব্য। (৪) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বেগবতী ভদ্রকালী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৭স্ক-১০।

নিশচক্র—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪।

নিশ্চ্যবন—যিনি কখনও স্বীয় যশঃ তেজঃ ও শ্রী হইতে চ্যুত হন নাই। তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি, মহাভা-বন-২১৭।

নিশ্চর—(১) রুদ্রমেরুসাবর্ণির সময়ে কাশ্যপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তরুণ, উরুধিষ্ণ, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (২) একাদশ মনু ধর্ম্মসাবর্ণির সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৩) স্বারোচিষ মনুর সময়ে নিশ্চর সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

নিশ্চল—মহর্ষি নিশ্চল স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

নিষঙ্গী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম নিষঙ্গী তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

নিষধ—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র নিষধ। মহাভা-আদি-৯৪। (২) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর অতিথির তনয় নিষধ তৎপুত্র নল, নলের অপত্য

নভ। হরি-হরি-১৫ ; সৌর-৩০ ; অগ্নি-২৭৩। (৩) নিষধের তনয় নভ, নভের তনয় পুণ্ডরীক। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) যযাতি বংশীয় সম্বরণের পত্নী ও সূর্য্যের কন্যা তপতী হইতে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর তনয় সুধনু, জহ্নু, পরীক্ষিৎ ও নিষধ এই চারিজন। ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) ইক্ষ্বাকু বংশে অনরণ্য নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্বান্ মুণ্ডিক্রহ। তৎপুত্র নিষধ, নিষধের তনয় রঘু, রঘুর তনয় অজ, অজের পুত্র দশরথ। শিব-ধর্ম্ম-৬১।

নিষধন—মরুত্বতী দেবী যে সকল সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা মরুদ্গণ নামে খ্যাত। নিষধন মরুদ্গণের অন্যতম। মৎ-১৭১।

নিষাদ—রাজা বেণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে রাজ্যে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। সেই জন্য ঋষিগণ তাঁহার বাম উরু মন্থন করেন, এবং সেই উরু হইতে নিষাদের উৎপত্তি হয়। এই নিষাদই বিন্ধ্যাচলবাসী নিষাদগণের পূর্ব্ব পুরুষ। বিষ্ণু-১ম-১৩।

নিষ্কুটিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্তমা ছিলেন নিষ্কুটিকা। মহাভা-শল্য ৪৭।

নিষ্কুম্ভ—দেবাসুর যুদ্ধে দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা বিশ্বদেবগণের অন্তর্গত অদ্ভুত বিক্রম-লোহিতার্ক সমদ্যুতি নিকুম্ভ নামক দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৪১।

নিষ্কৃতিঅগ্নি—যিনি রোরুদ্যমান প্রাণী-গণের নিষ্কৃতি করেন। তাঁহার নাম নিষ্কৃতি অগ্নি। নিষ্কৃতির তনয় স্বন। মহাভা-বন-২২৭।

নিষ্ঠানখ— কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে নিষ্ঠানখ, নহুষ প্রভৃতি নাগ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

নিষ্ঠুর—অত্রি বংশজাত নিষ্ঠুর একজন মন্ত্রকর্ত্তা ঋষি। বায়ু-৫৯।

নিষ্ঠুরক—(১) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। (২) অত্রিবংশজ সংযমনকে, নিষ্ঠুরক নামে এক ব্যাধ জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় মুক্তি বিষয়ে উপদেশ দেন। বরা-৫।

নিষ্প্রকম্প—ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্যমনুর সময়ে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২ ; হরি-হরি-৭।

নিষ্প্রভ—একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

নিসুন্দ—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ। সংহ্লাদের তনয় সুন্দ ও নিসুন্দ। হরি-হরি-৩। (২) প্রাগ্-জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের নিসুন্দ, হয়গ্রীব, পঞ্চজন ও নরক নামে চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দ্বারপাল ছিলেন।

তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২০,১৭৭।

নিস্থির—স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে বেধা তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর নিস্থির ও সুস্থিরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

নিহ্রাদ—দৈত্যপতি নিহ্রাদকে কুবের গদা প্রহারে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত-৬।

নীচ—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যা হইতে সাধ্য দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। নীচ দ্বাদশ সাধ্য দেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩।

নীতি—পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রী, নীতি প্রভৃতি দেবীগণ তাঁহার পূজা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৮।

নীপ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পারের পুত্র নীপ। এই নীপের তেজস্বী মহারথ শূর, অপরিমিত বাহুবল শালী শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই নীপগণের বংশধর সমর নরপতি কাম্পিল্য দেশের রাজা ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) নরপতি নীপ শুকদেবের কন্যা কৃত্বীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্বক্‌সেন।। ভাগ-৯স্ক-২১। (৩) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের পুত্র নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র বংশধর সমর। সমর, কুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন ও সমর প্রিয় ছিলেন। সমরের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃত। মৎ-৪৯; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

নীপাতিথি—কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি নীপাতিথি ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৩৪।১।

নীল—(১)সহদেব রাজসূয় যজ্ঞে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নরপতি নীলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সেই যুদ্ধে সহদেব পরাজিত হন। এবং পরে নীল স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-সভা-৩০। (২) কুরুক্ষেত্র সমরে নীল পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৩১। (৩) যযাতির জ্যেষ্ঠ তনয় যদু, যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও আঞ্জিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৩। (৪) যযাতী বংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের তনয় শান্তি ও শান্তির তনয় সুশান্তি। ভাগ-৯স্ক-২১। (৫) পরাশর বংশে নীল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। লি-৬৩। শিবের এক অনুচরের নাম নীল ছিল। তিনি শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে নবতি

কোটী গুণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৬) যযাতি তনয় যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল, জীন ও রঘু নামে পাঁচ পুত্র ছিল। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৭) মহর্ষি নীল একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৮) রাক্ষসপতি মালীর অন্যতম পুত্র। রামা-উত্তরা-৫। মালী দেখ। (৯) মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নীলের পরমা সুন্দরী কন্যাকে অগ্নি ব্রাহ্মণ বেশে বিবাহ করেন। মহাভা-সভা-৩০। (১০) একবার রাজা নীল অগ্নিকে আবদ্ধ করিয়া ভৃত্য করেন। শিব-ধর্ম্ম-১১, ১২। অগ্নি দেখ। (১২) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি, অগ্নির পুত্র নীল, সুগ্রীবের সখা ছিলেন। তিনি বহু সহস্র বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কিন্ধ্যা-৪১। (১৩) লঙ্কা সমরে তিনি নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য নিপাত করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (১৪) ব্যাসদেবের তনয় শুকদেবের গৌরব, কপিল, কৃষ্ণ ও নীল নামে চারি পুত্র এবং ভামিনী নাম্নী এক কন্যাও ছিল। শিব-ধর্ম্ম-১২।

নীলকণ্ঠ—(১) মহাদেবের অন্য নাম রামা-উত্ত-১০০। (২) সমুদ্র মন্থন কালে অন্যান্য রত্নের ন্যায় গরলও উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বিষ ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব পান করেন। সেজন্য তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন। মহাভা-আদি-১৮। (৩) একবার দেবরাজ মহাদেবের শ্রীলাভের জন্য তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে মহাদেবের কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়। তদবধি মহাদেবের নাম নীলকণ্ঠ হয়। মহাভা-অনুশা-১৪১।

নীলকুক্ষি—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত অষ্টবসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, তিনি সমরে শয়ন করেন। বরা-৯৪।

নীলকুন্তলা—পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। বৃহদ্ধ-মধ্য-৪।

নীলধ্বজ—মাহিষ্মতী পুরীর অধিপতি ইন্দ্রনীলের তনয়, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। গর্গ-অশ্বমে-১৪, ১৫।

নীলপরাশর—পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষি প্রপোহয়, বাহ্বময়, খ্যাতেয়, কৌতুজাতি ও হর্য্যশ্ব এই পাঁচ জন নীল পরাশর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর ছিল। মৎ-২০১।

নীলবাসা—দ্বারকা ক্ষেত্রের পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা দ্বার-১৭।

নীলরাক্ষস—পাতালে এই দানবপতি নীল বাস করিতেন। বায়ু-৫০।

নীলরুদ্র—কাশীস্থিত ভূতেশ্বরের উত্তরে নীলরুদ্র মহাদেব আছেন। পুরাকালে এই রুদ্র নীলাঞ্জননিভ এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া নীলরুদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথাবিধি ইহার পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৮।

নীললোহিত—মহাদেবের একটী নাম। বায়ু-১০।

নীলা—খসার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতমা কন্যা কেশিনী হইতে নীলার জন্ম হয়। নীলার গর্ভে সুরসিক আলম্বের কতিপয় ক্ষুদ্র মানস রাক্ষস উৎপন্ন হয়। ইহারা নৈল নামে খ্যাত, দুর্জ্জয় ও প্রচণ্ড বিক্রম, নীলার কন্যা বিকচা নাম্নী রাক্ষসী। বায়ু-৫৯।

নীলিনী—(১) পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলিনী হইতে সুশান্তি জন্মগ্রহণ করেন। সুশান্তির তনয় পুরুজাতি। হরি-হরি-৩২। (২) নীলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; মৎ ৪৯। (৩) অজমীঢ়ের পত্নী নীলিনী হইতে শান্তি নামে এক পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

নীলী—চন্দ্রবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলী হইতে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের হইতে পাঞ্চাল বংশ সমদ্ভূত হইয়াছে। মহাভা-আদি-৯৪।

নুমেদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নুমেদ নামে এক ঋষি ছিলেন। অগ্নি তাঁহাকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন। ঋগ-১০।৮০।৩।

নূপুর—মহাদেবের একজন গণ। তিনি কুবেরের সভায় অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত নৃত্য করিবার সময়ে উর্ব্বশীকে অপমান করেন। সে জন্য তিনি কুবেরের শাপে নরলোকে পতিত হন। পরে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া শাপ মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৭।

নূপুরেশ্বর—মহাদেবের অন্যতম গণ নূপুর কর্ত্তৃক পূজিত শিবলিঙ্গ নূপুরেশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৭। নূপুর দেখ।

নৃগ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ওঘবানের তনয় ওঘরথ, ওঘথের তনয় নৃগ। মহারাজ নৃগ ভ্রমবশতঃ এক ব্রাহ্মণের গো হরণ করিয়া পরজন্মে কৃকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে বসুদেবের অনুগ্রহে শাপ মুক্ত হন। মহাভা-অনুশা-৭০। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উশীনরের অন্যতমা স্ত্রী নৃগা হইতে নৃগ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১। (৩) মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হইতে নৃগ শর্য্যাতি প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃগ অতিশয় দাতা ছিলেন। একদা তিনি

ভ্রমে স্বীয় গাভীর সহিত এক ব্রাহ্মণের গাভীও দান করিয়া ফেলেন। এই পাপে তিনি কৃকলাশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু প্রভৃতি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিবার সময়ে তাঁহাকে কূপে পতিত দেখিতে পান। তাঁহারা সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অবশেষে কৃষ্ণ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের স্পর্শেই তিনি পুন স্বদেহ প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০স্ক ৬৪। (৫) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৬) যযাতি বংশীয় উশীনরের অন্যতম পুত্র নৃগ। বিষ্ণু-৪র্থ ৮। (৭) এই নৃগের পত্নী নরা হইতে নর ও কৃমি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নি-৩৭৭। নরপতি নৃগ পূর্ব্ব জন্মে শূদ্র জাতীয় রাজা ছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে তিনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মৃগয়া করিতে যাইয়া ব্যাধ দস্যুদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। বরা-৪৭। (৮) রাজা নৃগ একবার পুষ্কর তীর্থে এক কোটী গোদান করেন। সেই সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের একটী গোও তিনি দান করিয়াছিলেন। অবশেষে সেই গরুর মালিক ব্রাহ্মণ, অন্য এক ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার গাভীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গো-রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নৃগের নিকট দান প্রাপ্ত হইয়াছেন বলাতে, উভয়ে রাজা নৃগের সদনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। এই জন্য উভয়ে শাপ দেন যে, অচিরে কৃকলাশ হইয়া সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে মুক্ত হইবে। রাজা নৃগ ব্রাহ্মণ শাপে কৃকলাশ হইলে তাঁহার পুত্র বসু সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৩। (৯) রাজা উশীনরের অন্যতমা পত্নী ভৃসা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (১০) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র নৃগ। দেবীভা-৭স্ক-২।

নৃগা—নরপতি উশীনরের অন্যতমা পত্নী নৃগা হইতে নৃগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩১ ; অগ্নি-২৭৭।

নৃচক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় সুনীথের তনয় নৃচক্ষু। নৃচক্ষুর তনয় সুখীনল, সুখীনলের তনয় পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) পাণ্ডব বংশীয় ঋচের তনয় নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, সুখাবলের পুত্র পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

নৃত্যপ্রিয়া—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা নৃত্যপ্রিয়া ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

নৃপঞ্জয়—(১) পুরুবংশীয় মহীপতি সুবীরের

তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২) পাণ্ডব বংশীয় মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় দূর্ব্ব, দূর্ব্বের তনয় তিমি। ভাগ-৯স্ক-২২। পাণ্ডব বংশীয় নরপতি মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের পুত্র মৃদু, মৃদুর তনয় তিগ্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২১। (৩) ভরত বংশীয় সুনীথের পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের তনয় বিরথ। মৎ-৪৯।

নৃপাত্মজ—হিরণ্যনাভের কৃত শিষ্য নৃপাত্মজ। তিনি চব্বিশ খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

নৃমর—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নৃমর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার পুত্র সহবসুকে ইন্দ্র বিনাশ করেন। ঋগ-২।১৩।৮।

নৃমেধ—মহর্ষি নৃমেধ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৯।১।

নৃশংস—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্বমে-৫।

নৃষদ্—পশ্চিম দিক বাসী একজন ঋষি। তিনি লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১।

নৃষদ—অতি পুরাকালে বৈদিক যুগে নৃষদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কণ্ব, অন্ধ ও বধির ছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ ১।১১৭।৮; ১০।৩১।১১।

নৃসিংহ—(১) বিষ্ণু নৃসিংহ অবতারে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৪১। (২) নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে, পরে স্বীয় তেজ দ্বারা অপরকে, উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র শরভরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। লি-৯৬।

নৃসিংহভৈরবী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নেতা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম নেতা। মহাভা-বন-২৩০।

নেতিষ্য—মহর্ষি নেতিষ্য ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান, চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

নেত্র—যযাতি বংশীয় ধর্ম্মের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় সাহঞ্জি। ভাগ-৯স্ক-২৩।

নেত্রভঙ্গ—দ্বারকা তীর্থের নৈঋত দিক রক্ষক একজন দ্বারপাল। তিনিও তাঁহার প্রভু মুষলী সহ সর্ব্বদা নৈঋত দিক রক্ষা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

নেদিষ্ট—বৈবস্বত মনুর অন্যতম তনয় নেদিষ্ট। তাঁহার পুত্রেরা বৈশ্য প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি নেম একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ও বাক্‌দেবতার স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১০০।১।

নেমী—(১) নেমী নামে একজন তপোধন ছিলেন। বরা-১৮৯। (২) দৈত্যপতি নেমী দেবাসুর সংগ্রামে অনেক দেবসৈন্য নিপাত করিয়া অবশেষে বিষ্ণু শরে স্বয়ং সমরশায়ী হইলেন। মৎ-১৫০। (৩) ইক্ষ্বাকুর অন্যতম পুত্র নেমী। বায়ু-৮৮। ইক্ষ্বাকু দেখ। (৪) সাত্বত বংশীয় ভজমানের পুত্র ভাজ, এই ভাজের অন্যতম পুত্র নেমী। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। ভাজ দেখ।

নেমিকৃষ্ণ—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি আপাদবদ্ধ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নেমিকৃষ্ণ পঁচিশ বৎসর, তৎপরে নরপতি হাল এক বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

নেমিচক্র—পাণ্ডব বংশীয় অসীমকৃষ্ণের পুত্র নেমিচক্র, নেমিচক্রের পুত্র উপ্ত। ভাগ-৯স্ক-১২।

নেষ্টা—বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার অন্যনাম। ঋগ-১।৯৩।৪। ত্বষ্টা দেখ।

নৈঋত—কলির ভার্য্যা নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সদ্ধম ও বিধম নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সদ্ধমের পত্নী তামসী পুতনা ও বিধমের পত্নী রেবতী হইতে নৈঋত নামে বিখ্যাত রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৪।

নৈঋতরাজ—পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবর সৎকর্ম্ম দ্বারা নৈঋতদিগের দিক্‌পালপদ প্রাপ্ত হইয়া নৈঋতরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২।

নৈঋতি—জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত দানব-পতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

নৈঋতী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, নৈঋতী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নৈঋতেশ্বর—দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে নিঋতিপুরে নৈঋতেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

নৈকজিহ্ব—মহর্ষি নৈকজিহ্ব একজন ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, আপ্নুবান্। চ্যবন, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

নৈকশী— মহর্ষি নৈকশী ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৫।

নৈগম— মহর্ষি নৈগম বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বৈশম্পায়ন দেখ।

নৈগমেয়—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনল হইতে কৃত্তিকার গর্ভে, কুমার (কার্ত্তিকেয়) শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়

জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (২) অনল হইতে কুমার, শাখ বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) মহাদেবের অন্যতম গণ। বাম-৬৮। (৪) অনলের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১৮; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

নৈগমেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

নৈধ্রুব—(১) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতম পুত্র বৎসর, বৎসরের নৈধ্রুব ও রৈভ্য নামে দুই পুত্র জন্মে। চ্যবন ঋষির কন্যা সুমেধা নৈধ্রুবের পত্নী ছিলেন। তাঁহার তনয় কুণ্ডপায়ী ঋষিগণ। লি-৬৩; সৌর-৩০। (২) আনর্ত্ত দেশে দেবরথ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা শারদা পদ্মনাভ নামক এক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন। পদ্মনাভ সর্প দংশনে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শারদা নৈধ্রুব নামক এক মুনির বরে বিধবা অবস্থায় এক পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৮,১৯।

নৈধ্রুবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

নৈমিষ—একটী রুদ্রের নাম। তিনি স্বীয় নামীয় নৈমিষক্ষেত্রে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৫।

নৈর্ঋত—(১) অধর্ম্মের ভার্য্যা নির্ঋতি হইতে কতকগুলি রাক্ষস জন্মে। তাঁহারাই নৈর্ঋত বলিয়া খ্যাত হয়। আদি-৬৬। (২) একজন দিক্‌পাল। মহাভা-বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪।

নৈর্ঋতি—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

নৈল—কম্পন যক্ষের পত্নী কেশিনী হইতে নীলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নীলা হইতে নৈল নামে খ্যাত কতিপয় প্রচণ্ড বিক্রম রাক্ষস জন্মে। বায়ু-৬৯।

নৈষধ—মহীপতি নৈষধ বিধি অনুসারে গো দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৭৬।

নোধা—মহর্ষি গোতমের পুত্র নোধা ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। নোধার তনয় একদ্যু। ঋগ্-১।৫৮।১; ৮।৮০।১।

নৌকর্ণী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা নৌকর্ণী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

ন্কু—হরিণ, বভ্রু, ন্যঙ্কু ও কপিল নামে চারিজন ঋষি স্বাধ্যায় নিরত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন সরস্বতী নদী পঞ্চস্রোতা হইয়া তাঁহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩।

ন্যগ্রোধ—(১) মথুরাপতি কংসের অন্যতম

ভ্রাতা। হরি-হরি-৩৭। উগ্রসেন দেখ। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় ভ্রাতা কংস নিহত হইলে, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারাও যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৪৪; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪; অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; গর্গ-মথুরা-৮।

ন্যর্ব্বুদবন--একজন নাগরাজ। বরা-২১৪।

ন্যাস—বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয় যে সকল দানব জন্ম লাভ করেন, ন্যাস তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬৮। সিংহিকা দেখ।

প

পংক্তি—পংক্তি প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ, সপ্ত অশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা ৩৮। গায়ত্রী দেখ।

পকৃথ—প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে পকৃথ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় অনার্য্য দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।২২।১০।

পক্ষ—যযাতির অন্যতম পুত্র অনু। এই অনুর পুত্র সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ। বায়ু-৯৯। অনু দেখ।

পক্ষালিকা—দেবাসুর যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা পক্ষালিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পক্ষিণী— ধর্ম্মারণ্যে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা একটী মহাশক্তি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯৬।

পক্ষিযোনীবিমোচন— অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে জালেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-ভাগে, পক্ষিযোনীবিমোচন নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়। স্কন্দ-আব-চতু-২১।

পক্কজ—উৎক্লেশ দেখ। বাম-৫৭।

পঙ্কজিৎ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পঙ্কজিৎ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্‌-১০০।

পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৩৬।

পঙ্কুম—মহর্ষি পঙ্কুম, মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণ মতে পঞ্চম। বায়ু-৬১। কৌশল্য দেখ।

পজ্র—অঙ্গিরা ঋষির অন্য নাম। ঋগ-১।১১৭।১০।

পঞ্চক—নরপতি নহুষের যতি, যযাতি,

পঞ্চক প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ছিল। অগ্নি-২৭৪। উৎক্রোশ দেখ।

পঞ্চচূর—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি মহিষাসুরের সহিত গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

পঞ্চচূড়া—ব্রহ্মলোকবাসিনী অপ্সরা পঞ্চচূড়া, নারদের প্রশ্নের উত্তরে, স্ত্রীজাতির অতিশয় নিন্দা করিয়াছিল। মহাভা-অনুশা-৩৮।

পঞ্চজ—দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় অনুচর উৎক্রোশ ও পঞ্চজকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

পঞ্চজন—(১) মহীপতি সগরের অন্যতম পুত্র পঞ্চজন। কপিল শাপে অন্যান্য পুত্রগণ ভষ্মীভূত হইলে, তিনিই রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের তনয় দীলিপ, দীলিপের পুত্র ভগীরথ। শিব-ধর্ম্ম-৬১; পদ্ম-উত্ত-২০, ২১। সগরের পুত্র পঞ্চজন। বায়ু-৮৮। অংশুমান দেখ। (২) দ্বারকা পুরীর পশ্চিম দিক রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল দৈত্যপতি পঞ্চজন ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-২৭। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অন্যতমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে পঞ্চজনের জন্ম হয়। সগরসন্তানগণ কপিল শাপে ভষ্মীভূত হইলে, মাত্র বর্হকেতু, সুকেতু, পঞ্চজন ও ধর্ম্মরথ এই চারিজন জীবিত ছিলেন। সগরের মৃত্যুর পর পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের তনয় অংশুমান। হরি-হরি-১৫। অংশুমান দেখ। (৪) কৌশিক বংশীয় বাহ্বাশ্বের অন্যতম পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন, পঞ্চজনের পুত্র সোমদত্ত। হরি-হরি-৩২। (৫) প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের হয়গ্রীব, নিসুন্দ, পঞ্চজন ও মুরু নামে চারিজন যুদ্ধ বিশারদ দ্বারপাল ছিল। ইহারা সকলেই কৃষ্ণ হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১২৯। (৬) প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্লীকে দক্ষ-প্রজাপতি বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৪, ৫। অসিক্লী দেখ। (৭) হিরণ্য-কশিপুর অন্যতম তনয় সংহ্লাদ, সংহ্লাদের স্ত্রী মতি হইতে পঞ্চজন জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৮) পঞ্চজন অসুর প্রভাস তীর্থে সমুদ্র তলে বাস করিত। সমুদ্রের কথায় শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন যে, তাঁহার গুরু সান্দিপণি মুনির পুত্রকে পঞ্চজন হরণ করিয়াছে। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজনকে বধ করেন; কিন্তু গুরুপুত্রকে পাইলেন না। পঞ্চজনের শরীরজাত শঙ্খই পাঞ্চজন্য নামে খ্যাত। ভাগ-১০স্ক-৪৪। (৯) দৈত্য বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদর বিদারণপূর্ব্বক মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া, সান্দিপণি মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ভাগ

৩স্ক-৩ ; বিষ্ণু-৫ম- ২১ ; গর্গ-মথুরা-৯ ; স্কন্দ-আব-অব-২৭।

পঞ্চজনী—আবরণ দেখ। ভাগ-৫স্ক-৭।

পঞ্চদশী—ত্রেতাযুগে মান্ধাতার শাসন কালে পঞ্চদশীর গর্ভে ভগবানের পঞ্চম অবতার তথ্য জন্মগ্রহণ করেন বায়ু-৯৮।

পঞ্চনদেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী—হাটকেশ্বর তীর্থে পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরী দেবী আছেন। ভগবতী লক্ষ্মী মানুষ বিধানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নারী সৌভাগ্য লাভ করে। স্কন্দ-নাগ-১৭৭।

পঞ্চবক্ত্র—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পঞ্চবক্ত্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

পঞ্চবন— চন্দ্রবংশীয় নরপতি সগরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৮৮। সগর দেখ।

পঞ্চবীর্য্য— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম পঞ্চবীর্য্য। মহাভা-অনুশা ৯১।

পঞ্চম—মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য পঞ্চম। বায়ু-৬১। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে পঞ্চুম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—সবিতা দেবের পত্নী পৃশ্নী দেবীর গর্ভে পঞ্চমহাযজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬।

পঞ্চযাম—অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসুর পৌত্র ও আতপের পুত্র। তাঁহার প্রভাবে প্রাণীগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। ভাগ-৬স্ক-৬।

পঞ্চশিখ—(১) বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পঞ্চশিখ তাঁহাদের একজনের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু উত্ত-১০। (২) ত্রিপুরাসুরের বিনাশ করিবার জন্য যে সকল মহাদেবের গণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, পঞ্চশিখ তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সৌর-৩৫। (৩) তাঁহার জনক জননী অজ্ঞাত। তিনি আসুরি নামক এক ঋষির শিষ্যত্ব লাভ করিলে, তাঁহার পত্নী কপিলা তাঁহাকে স্বীয় স্তন্য দান দ্বারা পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন এবং সেই হইতে তিনি কপিলা পুত্র পঞ্চশিখ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত হন। পঞ্চশিখ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। জনক বংশীয় মিথিলাধিপতি জনদেবকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২১৮, ২১৯। (৪) বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাস নামে অবতীর্ণ হন। তখন পঞ্চশিখ তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-২৩। বরা-১৫১। (৫) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ মুনির জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮।

পঞ্চশিখেশ্বরলিঙ্গ—কাশীস্থিত আহুতীশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে পঞ্চশিখেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মহাপুণ্য লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পঞ্চশিব—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, কনখল তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পঞ্চশিবকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

পঞ্চস্থা—দেববালা বিশেষ। বরা-২১৪।

পঞ্চস্বর—কাশীতে পঞ্চস্বর নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি বীরেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

পঞ্চহস্ত—দক্ষসাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

পঞ্চহোত্র—প্রথম মেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। ঋচীক দেখ।

পঞ্চাক্ষ—(১) একাক্ষ দেখ। বরা-৫২। (২) শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে শিবের অন্যতম গণ পঞ্চাক্ষ বিংশতি কোটী অনুচর সহ বরযাত্রী হইয়া গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পঞ্চাক্ষ্য—মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

পঞ্চানন—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-অনুশা-১৭।

পঞ্চাশ্ব—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বাহ্যাশ্বের তনয় মুকুল, মুকুলের পুত্র পঞ্চাশ্ব, পঞ্চাশ্বের যমজ পুত্রকন্যা দিবোদাস ও অহল্যা। অগ্নি-২৭৮। অহল্যা দেখ।

পঞ্চাশ্বমেধিকা—সমুদ্র মন্থনে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, পঞ্চাশ্বমেধিকা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

পঞ্চাস্য—(১) শিবের অন্যতম অনুচর পঞ্চাস্য শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্ঠি কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (২) মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি পঞ্চাস্য, মহিষাসুরের আহ্বানে ভগবতী দুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। (৩) কাশীস্থিত কুষ্মাণ্ড গণেশের পূর্ব্বদিকে পঞ্চাস্য নামে বিঘ্নরাজ সতত বারাণসী নগরীকে রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পঞ্চেশানী—অবন্তী ক্ষেত্রে পঞ্চেশানী দেবীকে যথাবিহিত পূজা করিলে, মানব বহু জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

পটচ্চর—(১) পটচ্চর নামে এক রাজা ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্য-বর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৬৮।

পটবাসক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫২-৫৭।

পটু—নরপতি ইক্ষ্বাকুর অন্য নাম। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮।

পটুমান—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি মেঘস্বাতির পুত্র পটুমান, পটুমানের

তনয় অরিষ্টকর্ম্মা, অরিষ্টকর্ম্মার তনয় হাল। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পটুশ—একজন বানর দলপতি। তিনি লঙ্কা সমরে পনস রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৩।

পঠর্বা—অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে রাজর্ষি পঠর্বা অসুরদিগের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১৭।

পটুমিত্র—মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় অন্যতম ভূপতি পটুমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পণিঃ—পণিঃ নামে অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র সরমা নাম্নী এক দেব কুক্কুরীকে তাহাদের অন্বেষণার্থ প্রেরণ করেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, গাভীর সংবাদ আনয়ন করেন। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে সেই সকল গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্রদ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণিঃ অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৬।৫; ১।৭১।২।

পণ্ডক—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আদর্শ দেখ।

পণ্ডিত—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; ভীষ্ম-৮৯।

পণ্ডিতক—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭; ভীষ্ম-৮৯।

পণ্যবান্—পাটলীপুত্র নগরে পণ্ডমান নামে এক ধার্ম্মিক বৈশ্য ছিল। তাঁহার আট পুত্রের অন্যতম পণ্যবান্ ছিল। সে পিতার সদুপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২। পণ্ডমান দেখ।

পতগ—তার্ক্ষের ঔরসে ও তদীয় পত্নী দক্ষের অন্যতমা কন্যা পতঙ্গীর গর্ভে পতগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। তার্ক্ষ দেখ

পতগেন্দ্র—গরুড়ের অন্য নাম।

পতঙ্গ—(১) অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে পতঙ্গ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মায়া বা অজ্ঞানতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১৭৭।১। (২) মরীচির অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৮৫। ঊর্ণা ও দেবকী দেখ। (৩) ব্রজের একজন বৃষভানু। গর্গ-গোল-১৮। (৪) বসন্তমালতী নাম্নী নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধর্ব্বপতি রাজত্ব করিতেন। দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত প্রদ্যুম্নেরসহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে বলরাম তাঁহাকে পরাস্ত করেন। গর্গ-বিশ্বজিৎ-৪৬।

পতঙ্গী—(১) তার্ক্ষের অন্যতমা পত্নী। তার্ক্ষ দেখ। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) দক্ষের পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি

নাম্নী চারি কন্যাকে মহর্ষি অরিষ্টনেমী বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। দক্ষ দেখ।

পতঞ্জলী—মহর্ষি পতঞ্জলী, মহর্ষি প্রাচীন-যুগের পুত্র। তাঁহারা পিতা পুত্রে উভয়েই কৌথুমদের শিষ্য ছিলেন। এবং উভয়েই এক একখানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বায়ু-৬১। (২) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম পতঞ্জলী। পদ্ম-সৃষ্টি-৬; মৎ-৬। (৩) মহর্ষি পতঞ্জলী একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, দমবাহ ও উরুক্ষয় এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পতত্রী—সিন্ধুরাজ সুবলের অন্যতম তনয় ও শকুনির ভ্রাতা। মহাভা-কর্ণ-৪৯।

পতন—রাবণের অন্যতম অনুচর। লঙ্কা সমরে তিনি বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩।

পতি—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্বমে-৮।

পতিতা—কমলাক্ষী দেখ। বাম-৫৭।

পতিব্রতা—তালজঙ্ঘ বংশীয় নরপতি বীতিহোত্রের পত্নী। সৌর-৩১।

পত্তলক—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি হালের পুত্র পত্তলক। পত্তলকের পুত্র প্রবিল্লসেন, প্রবিল্লসেনের পুত্র সুন্দর শাতকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পত্তনেশ্বর—পত্তন নামক স্থানে পত্তনেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-আব-চতু-৩২।

পত্রেশ্বর—চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পুত্র পত্রেশ্বর ইন্দ্রের শাপে মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নর্ম্মদা তীরে দ্বাদশ বৎসর যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সেই শিবলিঙ্গই পত্রেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩২।

পত্রেশ্বরলিঙ্গ—পত্রেশ্বর দেখ।

পথিকৃৎ—একটী অগ্নির নাম। যাঁহার গৃহে দশ পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্ট কপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। মহাভা-বন-২১৯।

পথ্য—(১) মহর্ষি সুমন্ত অথর্ব্ববেদকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য কবন্ধকে নিঃশেষরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি কবন্ধ আবার ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পথ্যকে এক ভাগ ও বেদস্পর্শকে অপর ভাগ প্রদান করেন। পথ্য ঐ সংহিতাভাগ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক নামক স্বীয় শিষ্যত্রয়কে প্রদান করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; ভাগ-১২স্ক-৭; বিষ্ণু-৩য়-৬। কবন্ধ ও দেবদর্শ দেখ।

পথ্যনেত্র—চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রসূত নামক দেবগণ ছিলেন। পথ্যনেত্র সেই প্রসূত দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৫২।

পথ্যা—মনুর কন্যা পথ্যা মহর্ষি অথর্ব্বণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। পথ্যার গর্ভজাত পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত! বায়ু-৬৫। অথর্ব্বণ দেখ।

পথ্যাস্বস্তি—দেবী পথ্যাস্বস্তি মঙ্গলদাত্রী দেবী। ঋগ-১০।৬৩।১।

পদাতি—নরপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের অন্যতম পুত্র পদাতি। মহাভা-আদি-৯৪। কুরু দেখ।

পদ্ম—(১) কুবেরের একজন অনুচরের নাম পদ্ম ছিল। রাবণ অলকা পুরী আক্রমণ করিলে, তিনি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। রামা-উত্ত-১৫। (২) পদ্মকল্পে পদ্ম নামে এক মহীপতি ছিলেন। ভগবান্ পদ্মগর্ভ হইতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া বন-মধ্যস্থ কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মুনি আশ্রমে ছিলেন না। কণ্বের পালিতা কন্যাকে রাজা তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। কণ্ব আশ্রমে আসিয়া সেই জন্য উভয়কে শাপ দেন যে তোমরা কুৎসিত দর্শন হইবে। তখন উভয়ে তাঁহার শরণ লইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—মহাকাল বনে পশুপেশ্বর লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে এক রূপপ্রদায়ক শিবলিঙ্গ আছেন। ভর্ত্তার সহিত তুমি যাইয়া সেই লিঙ্গ দর্শন কর। তাঁহার দর্শনমাত্র পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে তাঁহারা সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬২। (৩) অগ্নির অন্যতম তনয় গার্হপত্য, এই গার্হপত্যের তনয় শঙ্কু ও পদ্ম। স্কন্দ-আব-রেবা-২২। (৪) পদ্ম নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (৫) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পদ্ম তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৬) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র পদ্ম। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। (৭) কশ্যপ পত্নী কদ্রু হইতে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক নামে মহাবল পরাক্রান্ত নাগগণের জন্ম হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে দুগ্ধ দ্বারা উপরোক্ত নাগগণের তর্পণ করে, নাগগণ তাহার মিত্র হইয়া থাকেন। বরা-২৪; পদ্ম-সৃষ্ট-৬। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ।

পদ্মক—অবন্তী ক্ষেত্রের নাগতীর্থে পদ্মক নাগ অবস্থিতি করেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৫।

পদ্মকেতন—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে

যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পদ্মকেতন অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০। বিনতা দেখ।

পদ্মকেশা—মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মগর্ভ—ব্রহ্মার এক নাম। মহাভা।

পদ্মচিত্র—একজন নাগরাজ। মহাভা-সভা-৯।

পদ্মচিত্রক—কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৬৯। কশ্যপ ও কদ্রু দেখ।

পদ্মজ—একজন নাগ। স্কন্দ-নাগ-১১৪।

পদ্মদ্বয়—পাতালের ভোগবতী নগরী নিবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০১।

পদ্মনাথ— যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পদ্মনাথ, বরাঙ্গ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ।

পদ্মনাভ—(১) গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত নাগপুর নামক পুরীতে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মারণ্য নামক এক মহর্ষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৫৬—৬৬। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭। (৩) নারায়ণের এক নাম পদ্মনাভ। স্কন্দ-আব-রেবা-৩; রামা-উত্ত-৮। নৈধ্রুব দেখ।

পদ্মনিধি—একজন যক্ষপতি। বাম-১৭।

পদ্মপাতুক—পদ্মপাতুক নামে একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাত পুত্র মধু তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এই মধুই মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত। সৌর-৪০।

পদ্মবর্ণ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি হর্য্যশ্বের তনয় যদু, যদু হইতে মাধব, মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, সারস ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পদ্মবর্ণ সহ্য পর্ব্বতে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতেন। হরি-হরি-৯৪। (২) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনী হইতে পদ্মবর্ণ, সুনেত্র প্রভৃতি পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

পদ্মবাসিনী— মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। তিনি দুর্গ অসুরের বহু সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মভূ—প্রথম সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নাম ছিল বিরিঞ্চি। দ্বিতীয় সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নাম ছিল পদ্মভূ। তখন সোমনাথলিঙ্গ কালাগ্নিরুদ্র নামে উক্ত হইতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

পদ্মমিত্র—মগধের বাহ্লীক বংশীয় তিন জন ভূপতির পরে পদ্মমিত্র প্রভৃতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পদ্মমুখ—দেবতা বিশেষ। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

পদ্মমুখী—রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

পদ্মযোনী—ব্রহ্মার এক নাম। রামা-উত্ত-৪, ৪১।

পদ্মহিরণ্ময়—কল্পান্তে বিষ্ণুর নাভীদেশ হইতে হিরণ্ময় পদ্মের উৎপত্তি হয়। এই পদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ভাগ-৬স্ক-১।

পদ্মসম্ভব—ব্রহ্মার এক নাম। দেবী-ভাগ-৯স্ক-৪১।

পদ্মা—(১) সিংহল দ্বীপের অধিপতি বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাকে বিষ্ণুরূপী কল্কী বিবাহ করেন। কল্কি-১ম-৫, ২য়-৪। (২) ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় রাজা অনরণ্যের কন্যা। ব্রহ্মবৈ-কৃ-৪১—৪২। অনরণ্য দেখ।

পদ্মাকর—একজন নগর মহাজন বৈশ্য। তিনি দর্শনাধিপতি বজ্রবাহুর নির্ব্বাসিত রাজমহিষী সুমতীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০।

পদ্মাক্ষ—পদ্মাক্ষ নামক ক্ষেত্রপাল দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

পদ্মাক্ষ্য—পদ্মাক্ষ্য নামক এক ব্রাহ্মণ, সশিষ্য বিষ্ণুভক্ত কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণকে আহার্য্য দান করিতেন। সেই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পরে তিনি কুবেরের পদ প্রাপ্ত হইয়া অলকা পুরীতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। লি-উত্ত-১।

পদ্মাবতী—(১) কাশী নগরীতে জয়সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী পদ্মাবতী, পঞ্চপিণ্ডিকা-গৌরী দেবীর আরাধনা করিয়া পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৭৭। (২) করবীরপুরের নরপতি শৃগালের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। শৃগাল শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইলে পদ্মাবতী স্বীয় তনয় শক্রদেবকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ শক্রদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। হরি-হরি-১০০। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মাতৃকাগণের মধ্যে পদ্মাবতী অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, বদরিকাশ্রম তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পদ্মাবতী ও মাধবীকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। (৫) গোপশ্রেষ্ঠ গিরিভানুর পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৩। (৬) সুরভানু গোপের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহার গর্ভে বৃষভানু জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭। (৭) যদুবংশীয় সত্রাজিতের বহু পুত্রের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভঙ্গকারের পত্নী ব্রতবতী হইতে সত্যভামা, ব্রতিনী ও পদ্মাবতী নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। তাঁহারা তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী

ছিলেন। মৎ-৪৫। (৮) লক্ষ্মী শাপ প্রভাবে নদীরূপ ধারণপূর্ব্বক পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হন। দেবীভা-৯স্ক-৬। (৯) মহর্ষি জহ্নুর কন্যা পদ্মাবতী। জহ্নুর জানুদেশ হইতে গঙ্গা বহির্গত হইলে, ভগীরথ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাইতে যাইতে বিশ্রাম করিলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতী শঙ্খধ্বনী করিয়া গঙ্গাকে দর্শন দিলেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-২২। (১০) দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী স্বীয় শরীর হইতে কতিপয় মহাশক্তির সৃজন করেন। তন্মধ্যে পদ্মাবতী অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১১) কান্তি নগরীতে রুদ্রসেন নামে এক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বণিক ছিলেন। মহাকাল বনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকালের জাগরণ ও উপবাস করিয়া তাঁহারা এই জন্মে রাজা ও রাণী হইয়াছেন। স্কন্দ নাগ-৪৭।

পদ্মালয়া—সমুদ্র নন্দিনী লক্ষ্মীর অন্য নাম পদ্মালয়া। স্কন্দ-নাগ-৮০।

পদ্মাস্যা—দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ মহেশ্বরী স্বীয় দেহ হইতে কতিপয় মহাশক্তি সৃজন করেন। পদ্মাস্যা তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পদ্মিনীনাথ—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

—পদ্মী নামে একজন নাগপতি ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৫।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মার অন্য নাম। মহাভা।

পন—প্রবাহীর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। প্রবাহী দেখ।

পনস—(১) একজন বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর সৈন্য সহ সীতার অন্বেষণার্থ কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বিভীষণের অমাত্য স্বরূপ কাজ করিয়া-ছিলেন এবং রাবণের সৈন্য সমা-বেশের খবর তাঁহাকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯, লঙ্কা-৩, ৩৭। (২) লঙ্কা সমরে পনসের সহিত পুটেশ রাক্ষসের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

পন্নগারি—মহর্ষি রথিতরের বেদাধ্যায়ী অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। আর্য্যব দেখ।

পবন—(১) সুমেরু পর্ব্বতে বানরপতি কেশরী রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী অঞ্জনা হইতে পবনদেবের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। রামা-উত্ত ৪০। ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামে এক সভা ছিল। পবন ইন্দ্রালয় হইতে সেই সভা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম ২১। (৩) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে, দৈত্যপতি দ্বিমূর্দ্ধার সহিত পবনদেবের যুদ্ধ হইয়া-ছিল। বাম-৬৯। পবনদেবের বাহন মৃগ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৩। (৪) পবন সতত কাশ্মীরলিঙ্গ মহাদেবের অর্চ্চনা

করিয়া থাকেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (৫) একবার হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের বর-প্রভাবে অতিশয় বলদর্পিত হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। তখন পবনদেব ব্রাহ্মণের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়ে বহু প্রসঙ্গ তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত করান। মহাভা-অনুশা-১৫২—১৫৭। (৬) তৃতীয় মনু উত্তমের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। উত্তম মনু দেখ। (৭) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। মিত্রবিন্দা দেখ। (৮) পবনদেবের পুরীর নাম গন্ধবতী। বরা-৭৬। (৯) পরমেশ্বরের নিশ্বাস বায়ু হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বায়ুদেবের বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া বায়ু-দেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা হইলেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৪। (১০) বায়ুর অন্য নাম। একবার তিনি রাজা কুশনাভের শত কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সঙ্গ বাসনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে, তিনি তাঁহাদিকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে কাম্পিল্য নগরের অধিপতি ব্রহ্মদত্ত সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করেন। রামা-আদি-৩২, ৩৩।

পবনেশ্বর—পূর্ব্বকালে পুতাত্মা নামে খ্যাত কশ্যপ নন্দন, শিব রাজধানী বারাণসীতে পবনেশ্বর নামক সুপাবন শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শতাযুত বৎসর মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। এই শিব-লিঙ্গের দর্শন মাত্রেই মানব পুতাত্মা হয় এবং অন্তে পবনলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পবমান—(১) অগ্নির অন্য নাম। ঋগ-৮।১০।১৪। (২) অগ্নির অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১০। অগ্নি ও স্বাহা দেখ। (৩) দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই হুতভোজী। মার্ক-৫২; শিব-বায়-পূ-১৫; কূর্ম্ম-পূ-১৩; ভাগ-৪স্ক-১, ৪৬, ৩। (৪) রাজা পৃথুর পৌত্র, অন্তর্দ্ধানের ঔরসে ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫) ব্রহ্মার ঔরসে ও স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১০। (৬) স্বাহা হইতে অগ্নির পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। লি-৬। (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নাম্নী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী স্বাহাদেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে

তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫১। (৮) পবমানের তনয় কব্যবাহন। পিতৃগণের অগ্নি কব্যবাহন। ব্রহ্মাণ্ড-৩০। (৯) অগ্নি হইতে স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র লাভ করেন। অরণিকাষ্ঠ মন্থনসম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্নিপাবক এবং সূর্য্যতাপ সম্ভূত যে অগ্নি, তাহাই শুচি। তাঁহাদের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র। সুতরাং তাঁহারা পিতা সহ উনপঞ্চাশ জন। সৌর-২৬।

পবমানেশ্বর—কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠেশ লিঙ্গের পশ্চিম ভাগে এবং বায়ুকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত পবমানেশ্বর লিঙ্গ আরাধনা করিলে লোক তৎক্ষণাৎ পুত হইবে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পবিত্র—(১) অঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষি অজিরার তনয় পবিত্র, ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৯।৬৭।১। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম পবিত্র। মহাভা-বন-২৩০। (৩) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র-সাবর্ণির সময়ে তিনি অন্যতম দেবতা হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

পবিত্রগণ—চতুর্দ্দশ মনু ভৌত্য মনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হইবেন শুচি। চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বয়োবৃদ্ধগণ এই সময়ে দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র যুক্ত ও অজিত ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন। উরু, গভীর, ব্রহ্ম প্রভৃতি মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। বিষ্ণু-৩য়-২।

পবিত্রপাণি—মহর্ষি পবিত্রপাণি একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৭।

পবীরু—প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে পবীরু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একদা ইন্দ্র, সেই শ্বেতবর্ণ আর্য্য পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অনার্য্য দস্যুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৫১।৯।

পয়স্য—ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত্ত ও সুধন্বা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সমুদয় পুণ্যবান্ মহাত্মাদের দ্বারা বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভা-অনুশা-৮৫।

পয়োদ—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু, যদু হইতে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টু, নীল ও অঞ্জিক নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৩।

পয়োদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পয়োদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পর—(১) কাম্পিল্য দেশের পুরুবংশীয় নরপতি সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পরের

তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত। হরি-হরি-২০। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও পর ছিল; মহর্ষি পর তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় বিপ্রকুল বর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৩) দৈত্য-পতি বলির অন্যতম সেনাপতি। বাম-৭৪।

পরঞ্জয়—ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতম বিকুক্ষি, এই বিকুক্ষির তনয় পরঞ্জয়। বিকুক্ষি শ্রাদ্ধার্থ সমাহৃত মৃগ মাংস হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়া, শশাদ নামে খ্যাত হন। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। দেবতারা পরাজিত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, পরঞ্জয় নৃপতির আশ্রয় লইতে তিনি দেবতাদেরে পরামর্শ দেন। তদনুসারে তাহারা পরঞ্জয় নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, —আমি যদি তোমাদের ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারি, তবেই তোমাদের সহায় হইতে পারি, নতুবা আমার দ্বারা হইবে না। ইন্দ্র ইহাতে সম্মত হইয়া বৃষভরূপ ধারণ করিলেন, এবং পরঞ্জয় ইহার ককুৎ প্রদেশে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে বহু অসুর পরাজিত ও নিহত হইলেন। পরঞ্জয় ইন্দ্ররূপী বৃষভের ককুৎ প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ককুৎস্থ নামে খ্যাত হইলেন। এই ককুৎস্থের তনয় অনেনা। অনেনার তনয় পৃথু। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

পরদ্রব্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০।

পরবীরাক্ষ— জনস্থানবাসী রাক্ষসপতি খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম পরবীরাক্ষ। তিনি রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-আরণ্য-২৩, ২৬।

পরন্তপ—তামসমনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯। অকল্মষ দেখ।

পরন্যস্তা—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্‌গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পরপক্ষ—যযাতির অন্যতম তনয় অনু। অনু হইতে সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। বায়ু-৯৯।

পরম—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্য-তম পরম ছিলেন। মহাভা-অনু ৯১।

পরমন্থু—পুরুবংশীয় নরপতি কক্ষেয়ুর সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্থু নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩১।

পরমব্রহ্মচারিণী—ভদ্রকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯।

পরমর্দ্দ—রাজর্ষি পরমর্দ্দ অতিশয় ধার্ম্মিক

ছিলেন বলিয়া, ধর্ম্মরাজ যমের সভায় আসীন থাকেন। স্কন্দ-কাশী-পূ ৮।

পরমা—প্রকৃতি তিন প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যাদ্বয়। বিদ্যাই গন্ধাদি পঞ্চমূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অবিদ্যাদ্বয়ের একের নাম মায়া ও অপরের নাম পরমা। মায়া ও পরমা জীবের আবরিকা শক্তি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২।

পরমাত্মা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিতেন। এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১০।১২৫।১। (২) পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইলেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন। এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১।

পরমেশ্বরী—দেবী পার্ব্বতী পাতালে পরমেশ্বরী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পরমেষু, পরমেষুক—যযাতির অন্যতম তনয় অনু। অনু হইতে সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেষু নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭।

পরমেষ্ঠী—(১) মনুবংশীয় নরপতি দেবদ্যুম্নের ঔরসে ও তৎপত্নী ধেনুমতির গর্ভে পরমেষ্ঠী জন্মলাভ করেন। পরমেষ্ঠির পত্নী সুবর্চ্চলা, প্রতীহ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৭স্ক-৭, ১৫। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, তৎপুত্র প্রতিহার, তৎপুত্র প্রতিহর্ত্তা। অগ্নি-১০৭; বায়ু-৩০; বিষ্ণু-২য়-১৫; কূর্ম্ম-পূ ৩৯; বরা ৭৪। (৩) রাজা অজমীঢ়ের ঔরসে ও নীলিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৪।

পরশু—(১) যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দির শর্য্যানা হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিত কণ্ব গোত্রীয় বৎস তথায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিরিন্দির বহু দান করেন। তিনি আর একবার মহর্ষি পর্জ্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও এক সহস্র গো দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৬।১। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত একাদশ পুত্রের অন্যতম পরশু। মৎ-৪৭। রুক্মিণী দেখ। (৩) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২; বিষ্ণু-৩য়-১। উত্তম মনু দেখ।

পরশুচি—উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। মার্ক ৭৩।

পরশুনাভ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী খসার গর্ভজাত বহু পুত্রের অন্যতম পরশুনাভ। বায়ু ৬৯।

পরশুরাম—(১) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম পুত্র

ঋচীক। কুশিক তনয় গাধির সত্যবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে গাধি বলিলেন,—তপোধন! আমার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরায় একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদান কালে অভ্যন্তর রক্ত ও বহিঃ শ্যামবর্ণযুক্ত পাণ্ডু কলেবর তরস্বী সহস্র অশ্বশুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক প্রার্থনা করিতে পারিনা। অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। ঋচীক তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের নিকট হইতে উপরোক্তরূপ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বিনিময়ে সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। একদা ভৃগু স্বীয় তনয় ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে তাহার পাদবন্দনা করিলেন। ভৃগু অতিশয় প্রীত হইয়া সত্যবতীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, সত্যবতী আপনার ও স্বীয় জননীর জন্য পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু তখন দুইটী চরু প্রদান করিয়া বলিলেন—তুমি উডুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া, এই চরুদ্বয় ভক্ষণ করিবে! কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষালিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন। কিন্তু ভৃগু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—যেহেতু তোমরা চরুভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন এক পুত্র জন্মিবে। এই কথা শ্রবণে সত্যবতী বিনয় বচনে বলিলেন,—ভগবন! আমার যেন এই-রূপ পুত্র না হয়! বরং এই লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, ইহাতে ক্ষতি নাই। তখন ভৃগু "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদ-গ্নিকে প্রসব করিলেন। জমদগ্নি বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিলেন। পরে রাজা প্রসেনজিৎ সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা যথাকালে শুভলগ্নে জমদগ্নিকে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। কালসহ-কারে রেণুকা হইতে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। একদা রেণুকাকে নরপতি চিত্ররথের সহিত ব্যভিচারদোষে দূষিত মনে করিয়া, জমদগ্নি একে একে সকল পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু অন্য কোন তনয় অগ্রসর হইলেন না। কেবল পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করিলেন। পিতৃ আদেশ অমান্য করায় জমদগ্নি অন্যান্য পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া

বর দিতে চাহিলে, পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন যে, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জননীর পুনর্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুন প্রকৃতিলাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি, এই কয়টি বর প্রদান করুন। জমদগ্নি "তথাস্তু" বলিয়া সেই সকল বর প্রদান করেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া হোমধেনু হরণ ও বৃক্ষচ্ছেদন দ্বারা জমদগ্নির উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজেরা পরশুরামের অনুপস্থিত সময়ে একদিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া, সংহার করেন। পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে মৃতদর্শন করিয়া ও সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পিতার অন্ত্যেষ্টি সমাপনান্তে রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য তনয় গণের সংহার সাধন করেন। তৎপর তাঁহাদের অনুগত ক্ষত্রিয় গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরশুরাম, পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়া সমন্তপঞ্চকতীর্থে রুধিরময় পঞ্চতীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমুদয় পৃথিবী কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন, এবং কশ্যপেরই নির্দ্দেশে তিনি পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাস করিতে লাগিলেন। মহাভা-বন-১১৬—১৬; শান্তি-৪৯; ভাগ-৯স্ক-১৫, ১৬। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সুবেণুর কন্যা কামলী রেণুকাকে জমদগ্নি বিবাহ করেন। বায়ু-৯০। নারায়ণের ষোড়শ অবতার। এই অবতারে তিনি একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ভাগ-১স্ক-৩। (৩) সগর বংশীয় নৃপতি বালিককে স্ত্রীলোকেরা পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য বালিকের এক নাম "নারীকবচ"। ভাগ-৯স্ক-৯। (৪) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর সময়ের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ঋষি। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২২। (৬) তিনি একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করেন, এবং পরে তাহা কশ্যপকে দান করেন। বয়া-১৫। (৭) পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, সগর বংশীয় নৃপতি মূলক বিবস্ত্রা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত

হইয়া আত্মরক্ষা করেন। সেইজন্য তিনি "নারীকবচ" নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৮) রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসকারী হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৯) তিনি জমদগ্নির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম রেণুকা। একদা রাজা কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়া করিতে আসিয়া সন্ধ্যা সমাগমে তাঁহার আশ্রম সন্নিধানে রাত্রি যাপন করেন পরদিন জমদগ্নি অনশনক্লিষ্ট রাজাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সৎকার করেন। কপিলা নাম্নী পয়স্বিনী গাভীর প্রতি লোভবশতঃ রাজা, তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। জমদগ্নির প্রবোধ বাক্যেও তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি বল-পূর্ব্বক গাভী হরণে উদ্যত হইয়া, প্রথমে অকৃতকার্য্য হন। পরে গাভী লাভার্থ জমদগ্নিকে নিহত করেন। কিন্তু কপিলা অধিস্বামীর বিহনে নারায়ণ সমীপে গমন করিল। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম গৃহাগত হইয়া মাতার নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, কার্ত্তবীর্য্য সংহার ও একবিংশতিবার ধরা নিক্ষত্রিয়া করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। রেণুকা, এবম্প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, রামকে উপদেশ দিয়া, স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন। পরশুরাম সানুচর কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করিয়া, একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করেন। এই ঘটনার পরে তিনি শিব ও শিবার দর্শনের অভিলাষী হইয়া, কৈলাশে গমন করেন। সেই সময় গণেশ দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেওয়ায়, অতি ক্রুদ্ধ পরশুরাম শিবদত্ত পরশুর দ্বারা গণেশকে আঘাত করেন। সেই আঘাতে গণেশের একটী দন্ত ভগ্ন হয়। ব্রহ্মবৈ-গণে-৪২-৪৩। (১০) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য পরশুরাম হস্তে নিহত হন। লি-৬৮; মৎ-৪৩। (১১) সর্ব্বস্ব দানেচ্ছু পরশুরামের নিকট হইতে দ্রোণ অস্ত্র-শস্ত্র ও তাঁহাদের প্রয়োগকৌশল দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৬৬। (১২) জমদগ্নি ঋষির পুত্র। রামকর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, এবং স্বীয় করস্থিত ধনু প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে আকর্ষণ করিবার জন্য রামকে আহ্বান করেন। রাম অবলীলাক্রমে তাহাতে শরসন্ধান করিয়া বলিলেন, এক্ষণে কোথায় শর নিক্ষেপ করিব। অবশেষে পরশুরামের তপস্যা সঞ্চিত সমস্ত লোক নষ্ট করিয়া তিনি শর সংহার করিলেন। রামা-অরণ্য-৭৪। (১৩) একদা কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়া করিতে যাইয়া বন মধ্যে অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। মহর্ষি জমদগ্নি ইহা জানিতে পারিয়া

তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক হোমধেনুর সাহায্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। রাজা অবশেষে সেই হোমধেনু চাহিয়া বসিলেন। জমদগ্নি দিতে অসম্মত হইলে, তিনি বলপূর্ব্বকই তাহা গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম গৃহে আগমন করিয়া এই ঘটনা অবগত হইলেন, এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মস্তক-ছেদনপূর্ব্বক হোমধেনু প্রত্যানয়ন করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের সন্তানেরা পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে বধ করিলে, পরশুরাম তাঁহাদিগকেত বধ করিলেনই পরন্তু পৃথিবী একবিংশ বার নিক্ষত্রিয়া করিলেন। অগ্নি ৪, ৫; স্কন্দ-আব রেবা-২১৮; স্কন্দ-নাগ-৬৭। (১৪) কল্কি, পরশুরামের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নান্তে তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে পরশুরাম বলিলেন—তুমি সিংহল দ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্ম্মবর্জ্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিবে। দেবাপি ও মরু নামক ধার্ম্মিকদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কল্কি-১ম-৩।

পরশ্রবা—বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পরশ্রবা, ঋচীক, শ্যাবশ্ব ও যতীশ্বর নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ছিলেন। লি-২৪।

পরহা—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। রৈবতমনু দেখ।

পরাক্রম—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় অনুচর বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রমকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পরাজয়—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, নাগগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য স্বীয় অনুচর সংগ্রহ, বিগ্রহ, জয়, পরাজয় ও বিজয় এই চারিজনকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পরাজিৎ—যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের তনয় পরাজিৎ। এই পরাজিৎ হইতে মহাবীর্য্যশালী, রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। নরপতি পরাজিৎ এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে পালিত ও হরিকে বিদর্ভাধিপতিকে প্রদান করেন। হরি হরি-৩৬।

পরান্তক—রাজর্ষি পরান্তক অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া, যমের রাজসভায় আসিয়া ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

পরাপরেশ্বর—কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে পরাপরেশ্বর নামে এক মহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। তাঁহাকে অব-লোকন মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

পরাবৎ—বৈদিক যুগে পরাবৎ নামে

এক অনার্য্য দস্যু ছিল। ইন্দ্র তাঁহার ধন গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিবন্ধু শরভকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।১০০।৬।

পরাবসু—(১) মহামুনি ভরদ্বাজ একদা পুত্রের সহিত সুস্বরে বেদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যবক্রীত নামে এক ব্যক্তি পরাবসুর তরুণী ভার্য্যাকে গহন বনে স্ত্রী ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রূর ও মানী রৈভ্যমুনি তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার জটা ছেদন-পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে রাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া, যবক্রীতকে বিনাশ করে। শিব-ধর্ম্ম-১২। (২) কোন এক সময়ে পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হুতাশন মর্ত্ত্য-লোকে আগমন-পূর্ব্বক দৈত্যদল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে তারক, পরাবসু, বিরোচন প্রভৃতি দানব সমুদ্র মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২২। (৩) দক্ষিণ সমুদ্রে মুক্তিপ্রদ রাম সেতুতে ধনুষ্কোটী নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়া মহর্ষি পরাবসু, পিতৃ-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩। (৪) অসুরদের এক পুরোহিতের নাম ছিল পরাবসু। শতপথ। (৫) মহর্ষি রৈভ্যের পরাবসু ও অর্ব্বাবসু নামে দুই তনয় ছিল। তাঁহাদের যজমান মহীপতি বৃহদ্যুম্ন একদা কোন যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া, অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে বরণ করেন। পিতা রৈভ্যের আদেশে তাঁহারা তথায় গমন করেন। একদা পরাবসু ভার্য্যা দর্শনার্থী হইয়া স্বল্প তিমিরাচ্ছন্ন রজনী শেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন। তৎকালে রৈভ্যমুনি গাঢ় নিদ্রায় আবির্ভূত ও কৃষ্ণাজিন সংবৃত হইয়া, অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্য সঞ্চারী মৃগবোধে আত্মত্রাণার্থ তাঁহাকে সংহার করিলেন। পিতার প্রেত কার্য্য সমাপনান্তে অর্ব্বা-বসুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং বলিলেন,—আমার ব্রহ্মহিংসন ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ করিলে তুমি একাকী এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠান কর এবং আমি একাকী যজ্ঞ সম্পন্ন করি। ভ্রাতা সম্মত হইয়া ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে ব্রত সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, পরাবসু তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতি বলিয়া রাজার অনুচরদের সাহায্যে দূর করিয়া দিলেন। অর্ব্বাবসু অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিলে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত হইয়া, পরাবসুকে দূর করত তাঁহাকেই যজ্ঞে

পুন বরণ করিলেন। মহাভা-বন-১৩৪—৩৭। (৬) যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষীবান্ ও বল ইহারা অঙ্গিরার পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৭) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ভাগ-৮স্ক-১১। (৮) শিবোপাসক গন্ধর্ব্ব বিশেষ। লি-৫৫। (৯) ইন্দ্রের অন্য নাম। মৎ-৬১। (১০) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র। একদা তিনি পরশুরামকে পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিতে অসমর্থ বলিয়া নিন্দা করেন। পরশুরাম তাঁহার বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া পৃথিবী একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (১১) অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা-শান্তি-২০৮। তিনি রাজা উপরিচরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৭। (১২) যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষীবান্, অঙ্গিরার পুত্রবর্গ ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, এই সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময় ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (১৩) বিশ্বাবসু নামে এক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পরাবসু নামে এক কৃতী পুত্র ছিল। তিনি একদা বন্ধুগণের সহিত বেশ্যালয়ে গমন করেন এবং রাত্রিকালে জল ভ্রমে মদ্য পান করেন। পরে পরাবসু জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ব্যাকুল হন। ভর্তৃযজ্ঞ নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শে আনর্ত্ত রাজার কন্যা রত্নাবতীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-নাগ-১৯৭

পরাবৃজ—প্রাচীন বৈদিক যুগে পরাবৃজ নামে এক অন্ধ ও পঙ্গু মহর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে তাঁহারা তাঁহাকে গমনে সামর্থ্য দান করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১।

পরাবৃত—(১) যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃত। এই পরাবৃতের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা বিদর্ভকে প্রসব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (২) পরাবৃতের পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি এই পাঁচ জন। পরাবৃত তন্মধ্যে হরি ও পরিঘকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

পরাবৃত্ত—(১) অগ্রুর তনয় পরাবৃত্তকে উই পোকায় অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহার ক্ষত দেহ সুস্থ করেন। ঋগ-৪।১৯।৯। (২) যদুবংশীয় নরপতি রুক্মকবচের তনয় পরাবৃত্ত, তৎপুত্র জ্যামঘ। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

পরামৃতা—দুর্গ অসুরের বিনাশের জন্য পার্ব্বতী স্বীয় শরীর হইতে যে সকল মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের

অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

পরাশ্রেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-১০০।

পরায়ণ—যজুর্ব্বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যে পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে পরায়ণ অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যজুর্ব্বেদের বিভাগ কর্ত্তা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণে পরায়ণ স্থানে সপরায়ণ আছে। বায়ু-৬১।

পরাশর—(১) মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রি, শক্ত্রির তনয় পরাশর। তিনি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ-১।৬৫।১। (২) পরাশর নামে এক স্মৃতিশাস্ত্রকার ঋষি আছেন। তাঁহার রচিত সংহিতার নাম পরাশর সংহিতা। পরাশর-সং। পরাশরের পিতা শক্ত্রি রাক্ষস হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার মাতা অদৃশ্যন্তী তাঁহাকে প্রসব করেন। তিনি স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠের নিকট পিতার নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া, রাক্ষস বধের জন্য, এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে বহু রাক্ষস নিহত হইতেছিল দেখিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য তাঁহাকে এই ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হন। মহাভা-আদি-১৭৮—১৮৩। (৩) মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শিষ্য পৈল, পৈলের অন্যতম শিষ্য বাষ্কলি, বাষ্কলির শিষ্য বোধ্য, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই চারিজন। এই পরাশর শক্ত্রির পুত্র পরাশর নহেন। বাষ্কলি চারিখানি ঋক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া এই শিষ্য চতুষ্টয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বায়ু-৬০। পৈল দেখ। (৪) মহর্ষি কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য পরাশর। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ। (৫) বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে ঋষভ মহাদেবের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে পরাশর তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০; বায়ু-২৩। ঋষভ দেখ। (৬) নারায়ণের সপ্তদশ অবতারে দাসকন্যা সত্যবতীর কুমারী অবস্থায় তিনি দ্বীপ মধ্যে বেদব্যাসকে উৎপাদন করেন। ভাগ-৯স্ক২২; ৩স্ক২। (৭) বাষ্কলের জনৈক শিষ্য। তিনি গুরু-সন্নিধানে ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৮) বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র পরাশর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নামে পুত্র লাভ করেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পুত্র শুক। শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। সনক ঋষি পরাশরকে যোগ সম্বন্ধীয় পরম জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

কূর্ম্ম-পূ-উক্ত-১১। বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র। তিনিই মৈত্রেয়কে বিষ্ণু পুরাণ বৃত্তান্ত বলেন। বিশ্বামিত্র প্রেরিত রাক্ষস কর্ত্তৃক স্বীয় পিতা নিহত হইলে, তিনি ক্রোধবশতঃ রাক্ষস বিনাশী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বশিষ্ঠের উপদেশে পরে সেই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি উক্ত কার্য্যে বিরত হইলে, মহাত্মা পুলস্ত্য বংশরক্ষা হইল দেখিয়া, সমুদয় বিদ্যায় পারদর্শী হইবে বলিয়া তাঁহাকে এক বর দেন। বিষ্ণু-১ম-১। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব ঋষভ নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তখন পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে তাঁহার বেদপরায়ণ চারি পুত্র জন্মে। লি-২৪। বরাহকল্পের ষড়বিংশ দ্বাপরে কলিকালে পরাশর ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। তৎকালে মহাদেব ভট্টবট নগরে সহিষ্ণু নামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার উলুক, বিদ্যুত, সম্বুক ও আশ্বলায়ন নামে মাহেশ্বর যোগাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। লি-২৪। পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্ত্রির পুত্র। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। রুধিররাক্ষস শক্ত্রিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশরের জন্ম হয়। পরাশর হইতে মৎস্যগন্ধার গর্ভে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-হন্তার শাস্তি বিধানার্থ রাক্ষসবিনাশী যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বশিষ্ঠের অনুরোধে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হন। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইবার জন্য পুলস্ত্য বর দেন। লি-৬৪। মহর্ষি পরাশরের সন্তানেরা গৌর, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যাম ও ধূম্র এই কয় শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বংশ বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের শক্ত্রি, পরাশর ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১। বরাহকল্পের নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাব হইলে, মহাদেব ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে বেদপারগ মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া তপশ্চাচরণ ও অভিশপ্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক অন্তিমে যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক লাভ করিবেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। পৈল ঋষি যজুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলি লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন; এবং পরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্ব্বার সংযোগ করিয়া, স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতিকে একটী ও বাষ্কলকে দ্বিতীয়টী প্রদান করেন। মহর্ষি বাষ্কল চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শুশ্রূষা নিরত হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয় শিষ্য বোধকে প্রথম শাখা, অগ্নি-মাঠরকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ

শাখা অধ্যয়ন করান। ব্রহ্মাণ্ড-৬৬; বায়ু-৫৯। পরাশরের স্ত্রী অরণি হইতে শুকদেব, শুকদেবের স্ত্রী পীবরী হইতে ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৭০।

পরিকম্পিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেবের শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

পরিকূট—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আন্ত্য ও মাধুচ্ছন্দ, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পরিকৃষ্ট—মহর্ষি হিরণ্যনাভ চতুর্ব্বিংশতি খানি সংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে পরিকৃষ্ট তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পরিঘ—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, সূর্য্য তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর পরিঘ, চটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহনকে প্রদান করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০; মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। (২) চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পরিঘ। পরিঘ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরি, বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; লি-৬৮। (৩) যদুবংশীয় রুক্মকবচের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পিতা পরিঘ ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। মৎ ৪৪; বায়ু ৯৫।

পরিদ্বীপ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পরিদ্বীপ অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০।

পরিপ্লব—পাণ্ডব বংশীয় সুখীনলের তনয় পরিপ্লব। পরিপ্লবের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) সুখাবলের তনয় পরিপ্লব। বিষ্ণু-৪র্থ-২১।

পরিপ্লুত—পাণ্ডব বংশীয় নৃপতি ত্রিচক্ষের পুত্র সুখীবল, সুখীবলের পুত্র পরিপ্লুত, পরিপ্লুতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় মেধাবী। বায়ু-৯৯।

পরিবর্ত্ত—যমের কন্যা ও দুঃসহের পত্নী নির্ম্মাষ্টির গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মার্ক-৫১; নির্ম্মাষ্টি দেখ।

পরিবহ—পরিবহ নামক বায়ু সপ্তর্ষি মণ্ডলে অবস্থিত। উহাদ্বারা ধ্রুবে সংবদ্ধ হইয়াই সপ্তর্ষিমণ্ডল গগনতলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

পরিব্যাধ—(১) ব্রহ্মর্ষি উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রির তনয় ভগবান সারস্বত এই সকল ব্রহ্মর্ষি পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২)

দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির তনয় সারস্বত; ইঁহারা বরুণদেবের পুরোহিত এবং পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছেন। মহাভা-অনুশা-১৫০।

পরিমলালয়—বিদ্যাধররাজ মন্দারদামের তনয় পরিমলালয়। তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বাল্যাবধি শিব-ভক্তিযুক্ত ছিলেন। পাতালের নাগরাজ রত্নদ্বীপের কন্যা রত্নাবলী তাঁহার পত্নী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্বজন্মে কপোত দম্পতি ছিলেন। এক শিব মন্দিরের প্রাঙ্গনে তাহারা বাস করিত। তাহাদের পক্ষপুটের সঞ্চালনে সেই শিব প্রাঙ্গনস্থ ধূলি অপসারিত হইত বলিয়া, সেই পুণ্যের ফলে তাঁহারা এই জন্মে রাজদম্পতি হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬।

পরিশ্রুত—দেবাসুর সমরে কার্ত্তিকের দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন পরিশ্রুত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য ৪৬।

পরিষঙ্গ—মরীচির ঔরসে ও উর্ণার গর্ভে পরিষঙ্গ প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা দেবকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস হস্তে নিহত হন। ভাগ-১০স্ক ৮৫। দেবকী দেখ।

পরিষ্কব—পাণ্ডব বংশীয় বৃষ্ণিমানের পুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের তনয় নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখীবল, সুখীবল হইতে পরিষ্কব এবং পরিষ্কব হইতে সুতপা জন্মে। মৎ-৫০।

পরীক্ষিৎ—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র জন্মে। গার্গ্য মুনির নিষ্ঠুর-ভাষী শিশু পুত্রকে পরীক্ষিৎ নিহত করেন। তজ্জন্য মুনি শাপে তিনি লোহ গন্ধ সমন্বিত হইয়া জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে শৌনক বংশসম্ভূত ইন্দ্রোত মুনিদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক শাপ মুক্ত হন। হরি-হরি ৩০—৩২। (২) মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু, অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও সূর্য্যাপীড়। হরি-হরি ১৮৫। (৩) নরপতি কুরুর অন্যতম তনয় অবিক্ষিত। এই অবি-ক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ প্রভৃতি আট জন। তন্মধ্যে পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) পুরুবংশীয় বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বার পত্নী অমৃতা হইতে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষিতের ভার্য্যা সুযশা হইতে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের ভার্য্যা কুমারী হইতে প্রতিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-

আদি-৯৫। (৫) অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকু বংশীয় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা বনে গিয়া সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কখনও বারি প্রদর্শন করিবেন না। পরে স্বীয় আলয়ে তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক, এক সুরম্য উদ্যানে তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। একদা সেই উদ্যানস্থিত এক মনোহর বাপীতটে বিশ্রাম করিবার সময়ে পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে সেই দীঘিতে অবতরণ করিতে বলেন। সুশোভনা তাহাতে অবতীর্ণা হইয়া, আর সমুখিতা হইলেন না। ইহাতে রাজা অতিমাত্র শোকাভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক গর্ত্তে একটী মণ্ডুক দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তাহাকে বধ করিবার আদেশ দেন এবং রাজ্য মধ্যে যেখানে মণ্ডুক দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই বধ করিবার আদেশ দেন। এই প্রকারে মণ্ডুক বধ আরম্ভ হইলে, মণ্ডুকরাজ আয়ু পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডুক বধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান এবং স্বীয় কন্যা সুশোভনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে। শল হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক পরীক্ষিৎ অরণ্যে গমন করেন। মহাভা-বন-১৯১। (৬) যযাতি বংশীয় নরপতি কুরুর চারি পুত্রের অন্যতম। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইনি অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ নহেন। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যুর পুত্র। তিনি স্বীয় মাতুল উত্তরের দুহিতা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। গর্ভে অবস্থান কালে তিনি একটী পুরুষ দর্শন করেন এবং পরে এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ এই বলিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন বলিয়া পরীক্ষিৎ নামে খ্যাত হন। ভাগ-১স্ক-১২। (৭) কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে, অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অভিমন্যু সম্ভূত উত্তরার গর্ভ ভস্মীভূত করেন। কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই গর্ভেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক এবং শতানিকের তনয় অশ্বমেধ দত্ত। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৮) কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ। এই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয় গর্গ মুনির পুত্র

অক্রূরকে হত্যা করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পরে তিনি ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। লি-৬৬। (৯) ভরত বংশীয় সম্বরণের পুত্র কুরু। এই কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক এক স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি বহু বৎসর ঐ স্থান কর্ষণ করেন। ইন্দ্র এই ব্যাপারে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। তদবধি কুরুক্ষেত্র রমণীয় ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। কুরুর নামানুসারে তাঁহার বংশ কৌরব বলিয়া খ্যাত। কুরুর পাঁচ পুত্র,—সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ প্রজন ও অরিমর্দ্দন। মৎ ৫০। (১০) কুরু-বংশীয় নরপতি অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র। বিরাট কন্যা উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় মৃগয়াব্যসনে অতিশয় আসক্ত ছিলেন। একদা এক বাণবিদ্ধ মৃগ পলায়নপর হইলে, তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া মৃগ অদৃশ্য হইল। তিনি নিকটবর্ত্তী শমিক ঋষিকে মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌনতা নিবন্ধন মুনি কোন উত্তরই দিলেন না। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিকটস্থ একটী মৃতসর্প ধনুকাগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করিয়া, মুনির গলদেশে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক ক্রোধপরায়ণ পুত্র ছিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার সখা কৃশ নামক মুনি পুত্রের নিকট শুনিতে পাইলেন যে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার গলে মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অস্থির হইয়া রাজা পরীক্ষিতকে "সর্প দংশনে সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। কতিপয় সর্প ব্রাহ্মণের বেশে রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফল পুষ্প প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন। রাজা পরীক্ষিত ব্রাহ্মণবেশী সর্প প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিতে উৎসুক হইয়া যেমন একটী ফল ভগ্ন করিয়াছেন, তখনই একটী তক্ষক তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে দংশন করেন। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয় পিতার মৃত্যুর পরে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সর্পকুল বিনাশের জন্য একটী সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। মহাভা-আদি-৪১—৪৪।

পরুচ্ছেপ—মহর্ষি দিবোদাসের তনয় পরুচ্ছেপ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনাও করিয়াছেন। ঋগ-১।১২৭।১।

পরেক্ষু—যযাতির পুত্র অনু, অনুর ঔরসে সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৩।

পর্জ্জ—বৈদিক যুগে পর্জ্জ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। একদা যদুবংশীয় নৃপতি পরশুর তনয় তিরন্দির, মহর্ষি পর্জ্জ ও সামকে তিন শত অশ্ব ও দশ শত গো-দান করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৬।৪৭।

পর্জ্জন্য—(১) ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা পর্জ্জন্য, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঋকৃমন্ত্র রচিত হইয়াছে। ঋগ-১।৮৩।১। (২) ব্রহ্মা পর্জ্জন্য দেবকে সমুদয় সাগর, সরিৎ বারিদদল ও বর্ষণজলের অধিপতি করেন। পর্জ্জন্য প্রজাপতির তনয় হিরণ্যরোমাকে ব্রহ্মা উত্তর দিকে দিক-পালরূপে অভিষিক্ত করেন। হরি-হরি-৪,২১৯। (৩) রৈবত মন্বন্তরে বেদবাহু, যদুধ্রু, বেদশিরাঋষি, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমের পুত্র ঊর্দ্ধবাহু ও অত্রি তনয় সত্যনেত্র, এই কয়জন সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৪) কশ্যপ হইতে অদিতি গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্ট্রা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, মনু ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। অন্যত্র পর্জ্জন্য স্থলে সবিতা আছে। হরি-হরি-৩। এবং মনুর স্থলে ধাতা নাম দৃষ্ট হয়। হরি-হরি-১৯৬। (৫) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে পর্জ্জন্য, কাল নারদ শালিশিরা প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্ব্বের অন্যতম পর্জ্জন্য ছিলেন। বায়ু-৬৯। মৌনেয় দেখ। (৭) পুলস্ত্যের কন্যা সন্নতী অগ্নির স্ত্রী ও পর্জ্জন্যের জননী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। সন্নতী দেখ। (৮) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অষ্টসচীবের অন্যতম। তিনি তাঁহাদের পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্রসম্ভূত বৈষ্ণবী মূর্ত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বরা-৯২,৯৫। (৯) পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে বেদ-বতীর জন্ম হয়। ইহার সহিত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। বাম-৬২,৬৫। (১০) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন। রৈবত মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র ছিলেন। এবং অমিতাভ, ভূতরজ, সুমেধাগণ দেবতা ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকগণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, দেববাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি ইঁহারা এই সময়ে সপ্তর্ষি ছিলেন। বলবন্ধু, সুসম্ভাব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত মনুর মহাবীর্য্যশালী পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-৯। (১১) পূষা, পর্জ্জন্য, প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য। লি-৫৫। (১২) পর্জ্জন্য রৈবত মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। (১৩) পর্জ্জন্যের ঔরসে শরভের জন্ম হয়। রামা-আদি-১৭।

পর্জ্জন্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পর্ণয়—রাজর্ষি অতিথিগ্বের শত্রু ও

অনার্য্যপতি করঞ্জ ও পর্ণয়কে ইন্দ্র তেজস্বী কর্ত্তনী দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৫৩।৮; ১০।৪৮।৮।

পর্ণবি—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, গোবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি, এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

পর্ণাগারী—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পর্ণাদ—(১) একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ কালে, মহর্ষি পর্ণাদ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। (২) বিদর্ভরাজ ভীমের আদেশে যেসকল ব্রাহ্মণ তাঁহার জামাতা নলের অন্বেষণার্থ দেশবিদেশে প্রেরিত হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে পর্ণাদ নামক দ্বিজ, ঋতুপর্ণ রাজভবনে নলকে দর্শন করিয়া রাজা ভীমকে সংবাদ প্রদান করিয়া ছিলেন। মহাভা-বন-৭০। (৩) ভৃগুবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া পত্রমাত্র ভক্ষণ করিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম পর্ণাদ হইয়াছিল। একবার পর্ণাদ কুশদ্বারা স্বীয় অঙ্গুলী কর্ত্তন করেন। তাহা হইতে শোণিতের পরিবর্ত্তে শাক-রস নির্গত হইতেছে দেখিয়া, তিনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে মহাদেব ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন যে অঙ্গুলী হইতে ভস্ম নির্গত হয়। তাহাতে পর্ণাদ অতিশয় বিস্মিত হইয়া, মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন। শিব-সনৎ-২৯। (৪) ত্রেতাযুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রভাসক্ষেত্রে যে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাই পরে পর্ণাদিত্য নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৯

পর্ণাদিত্য—প্রভাসক্ষেত্রে পর্ণাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তি। স্কন্দ—প্রভা-প্রভা-২৫৯। পর্ণাদ দেখ

পর্ণাদেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

পর্ণাশা—(১) নদী বিশেষ। জ্যামঘ বংশীয় নরপতি সত্বানের দেবাবৃধ নামক এক পুত্র ছিল। তিনি 'আমার সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন পুত্র হউক' বলিয়া পর্ণাশা নদীর তীরে তপস্যা করেন। তাহাতে তাঁহার বভ্রু নামক এক পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৭। (২) মহানদী পর্ণাশা বরুণের ঔরসে শ্রুতায়ুধ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-দ্রোণ-৯২। শ্রুতায়ুধ দেখ। (৩) জ্যামঘ বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ। দেবাবৃধের তনয় বভ্রু। দেবাবৃধ অপুত্রক ছিলেন। পর্ণাশা নদী সুন্দরী নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী হইয়া, বভ্রুকে প্রসব করেন। বভ্রু হইতে কঙ্কদুহিতা, কুকুর, ভজমান, শশী ও

কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। মৎ-৪৪।

পর্ণিনী—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পর্ণিনী প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। বৈদিকী অপ্সরা দেখ। (২) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পর্ণিনী ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পর্ণী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত যজুর্ব্বেদ অধ্যায়ী পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণী অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১।

পর্ব্বণ—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে বানর সৈন্য হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

পর্ব্বত—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পর্ব্বত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।১২।১। (২) ধর্ম্ম হইতে সুরসাতে মরুদেব, ধ্রুব, বিশ্বাবসু, সোম, পর্ব্বত, বায়ু, যোগেন্দ্র ও নিরুতি বসু উৎপন্ন হন। হরি-হরি-১৯৬। (৩) পর্ব্বত নামে এক গন্ধর্ব্ব-পতি ছিলেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) নারদের ভাগিনেয় পর্ব্বত ঋষি। মহর্ষি পর্ব্বত স্বীয় মাতুল সহ কিছুদিন নরপতি সৃঞ্জয়ের আলয়ে বাস করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই বরে রাজা সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র লাভ করেন। স্বর্ণষ্ঠীবী ইন্দ্রের প্রতারণায় অকালে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হন। পরে নারদের বরে পুনরায় জীবন লাভ করেন। মহাভা-শান্তি ৩০। নারদ ও স্বর্ণ-ষ্ঠীবী দেখ। (৫) মহর্ষি মরীচির পুত্র পূর্ণমাস, পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। মার্ক-৫২; কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৬) কশ্যপ, নারদ ও শান্তিগুণাবলম্বী পর্ব্বত ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। লি-৬৩। এক সময়ে নারদ ও পর্ব্বত মুনি রাজা অম্বরীষের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপরূপ সুন্দরী কন্যা শ্রীমতিকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উভয়েই সমকালে প্রার্থী হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবে, তিনি তাঁহারই হস্তে শ্রীমতিকে অর্পণ করিবেন। নারদ প্রথমেই বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন পর্ব্বত মুনির মুখ বানরের মত দেখায়। এদিকে পর্ব্বত মুনিও প্রার্থনা করিলেন যে, বিবাহ সভায় যেন নারদের মুখ গোলাঙ্গুলাখ্য বানরের মত হয়। বিষ্ণু উভয়ের প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন। যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় নারদ ও পর্ব্বত মুনি উভয়েই উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিকৃত মুখ দর্শনে শ্রীমতি কাহাকেও বরণ করিলেন না। এদিকে বিষ্ণু দিব্য

পুরুষবেশ ধারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতি তাঁহাকেই বরণ করিলেন এবং বিষ্ণু তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। শ্রীমতী অদৃশ্য হইলে, ইহা রাজা অম্বরীষেরই চাতুরী মনে করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে শাপ দিলেন; কিন্তু নারায়ণের বরে, অম্বরীষের কিছুই হইল না। লি-উত্ত-৫। (৭) ঋষি বিশেষ। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫০—৫৩। একবার নারদ স্বীয় ভাগিনেয় পর্ব্বতের সহিত কিছুদিন রাজা সৃঞ্জয়ের আলয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যখন যাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাঁহাকে তখনই অপরের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে। সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান কালে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা সুকুমারী, তাঁহাদের উভয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নারদ তাঁহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু ভাগিনেয় পর্ব্বত ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে,—যেহেতু তুমি তোমার মনোভাব আমার নিকট গোপন করিয়াছ, সেই জন্য এই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হইলে, এই কন্যা ও অপরে তোমাকে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে। নারদ ও প্রতিশাপ দেন যে, তুমি তপস্যা নিরত হইলেও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। পরে উভয়েই উভয়ের শাপ প্রতিসংহার করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩০। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদ কশ্যপের পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১।

পর্ব্বস—মরীচির পুত্র পূর্ণমাস। পূর্ণমাসের স্ত্রী সরস্বতী, বিরজ ও পর্ব্বস নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে পর্ব্বসের স্ত্রী পর্ব্বসা, যজ্ঞবাস ও কাশ্যপ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

পর্ব্বসা—পর্ব্বসের পত্নী ব্রহ্মাণ্ড-২৯। পর্ব্বস দেখ।

পর্য্যুষিত—পর্য্যুষিত, সূচীমুখ, রোধক, শীঘ্রগ ও লেখক এই পাঁচ ভূত "মহা" নামে এক ব্রাহ্মণের মুখে মথুরা মাহাত্ম্য শুনিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বরা-১৭৪; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২৩।

পর্শু—অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে পর্শু নামে একটী স্ত্রীলোক, এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ঋগ-১০।৮৬।২৩।

পর্ষৎ—সম্রাট অগ্নি অষ্টবিধ। পর্ষৎ অগ্নি তন্মধ্যে দ্বিতীয়; দ্বিজগণ ইঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। বায়ু-২৯।

পলালা—(১) তপ নামক অগ্নি হইতে যে সমুদয় কন্যা সমুৎপন্ন হন, তন্মধ্যে কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটী

শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কথিত হন। মহাভা-বন-২২৬। কাকী দেখ। (২) ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবল সম্পন্না সাতটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। সেই কন্যাগণের স্বভাব অতি দারুণ। তাঁহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম—কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আয়া, পলালা ও মিত্রা ইহারা সাত জনই শিশুমাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯।

পলাশ—একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। বৃহদ্ধ-পূ-১২।

পলাশী—একটী দৈত্যের নাম। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পৌত্র ও ঘটোৎকচের পুত্র বর্ব্বরীক তাঁহাকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে কুমা-৬৩।

পলিতেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৫।

পশু—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

পশুদা—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের অনুগামিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পশুদা। মহাভা-শল্য-৪৭।

পশুপতি—(১) কল্পাদিতে রুদ্র নামে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারই অন্য নাম পশুপতি। এই পশুপতির স্ত্রী স্বাহা ও পুত্র স্কন্দ। বিষ্ণু-১ম-৮। রুদ্র দেখ। (২) শিবের অন্য নাম। রামা-উত্ত-৩০। (৩) পশুপতি অগ্নির অন্য নাম। শতপথ ব্রাহ্মণ। (৪) অবন্তী ক্ষেত্রে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞার্থ যে কুণ্ড করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ড যজ্ঞবাপী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ কুণ্ডে পশু পতিত হইয়াছিল বলিয়া তত্রত্য লিঙ্গ পশুপতি লিঙ্গ নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-অব-২৮।

পশুপতীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

পশুপাল—(১) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পশুপতীশ্বর মহাদেবের কৃপায় পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৪। (২) পুরাকালে পশুপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু পশু পালন করিতেন। একদা বনমধ্যে ত্রিবর্ণ এক পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হয়। ত্রিবর্ণ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, তিনি তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করেন। ত্রিবর্ণের পুত্র অহং। বরা-৫১, ৫২।

পশুপেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে পশুপেশ্বর মহাদেব আছেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২।

পশুমুখ—মহর্ষি অত্রি প্রভৃতির শিষ্য। স্কন্দ-আব-চতু-৩২।

পশুযোগ—সবিতাদেবের ঔরসে ও তৎ-পত্নী পৃশ্নীদেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

পশুসখ—পশুসখ নামে শূদ্রজাতীয় একজন লোক পশুা নামে এক দাসীকে

বিবাহ করিয়াছিল। তাঁহারা উত্তরে দেবী অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষিদিগের পরিচর্য্যা করিত। মহাভা-অনু-৯৩। পণ্ডা দেখ। পদ্ম সৃষ্টি-১৯। পণ্ডমুখ দেখ।

পণ্ডহা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত এক পুত্রের নাম পণ্ডহা ছিল। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

পশ্চিমানুপক—মৃতপ নামে দানবেন্দ্র ভূতলে জন্মগ্রহণ কবিয়া পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হন। মহাভা-আদি ৬৭।

পশ্বাশ্ব—তিনি একজন মন্ত্রবেদী ঋষি ছিলেন। বায়ু ৫৯।

পশ্ব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদেব আপ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথক এবং লেখ নামে পাঁচটী গণ বা শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে পশ্ব, প্রসূতদেবগণের অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২।

পাক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে তিনি অসুব পক্ষে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইন্দ্র হস্তে তিনি নিহত হন। ভাগ ৮স্ক-১১। (২) দৈত্যপতি অন্ধকেব অন্যতম সেনাপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহাব কবিয়া পাকশাসন নামে খ্যাত হন। বাম ৭১।

পাকশাসন—পাক নামক অসুবকে বিনাশ কবিয়া, ইন্দ্র পাকশাসন নামে বিখ্যাত হন। বাম ৭১।

পাকস্থামা—বাজর্ষি কুরুযানের তনয় পাকস্থামা, কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি মেধাতিথিকে বহু ধন ও দশটী লোহিত বর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য মেধাতিথি তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-৮।৩.২১।

পাকহারী— দৈত্যপতি অন্ধকাসুরের অনুগামী অন্যতম সেনাপতি। স্কন্দ কাশী-পূ-১৬।

পাচি—চন্দ্রংবংশীয় নরপতি আয়ুর অন্যতম পুত্র নহুষ। এই নহুষের পুত্রেব নাম পাচি। মৎ-২৪।

পাঞ্চজনী —দক্ষ, পাঞ্চজনী গর্ভে হর্য্যশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাবা সকলেই নারদেব পরামর্শে প্রজা সৃষ্টি কবিতে বিমুখ হইয়া নানাদিকে প্রস্থান করেন এবং আব কখনও প্রত্যাবর্ত্তন কবেন নাই। মৎ-৫।

পাঞ্চজন্য—বৃহদ্রথ তনয় প্রনিধি, বশিষ্ঠ তনয় কশ্যপ, প্রাণ তনয় প্রাণ, আঙ্গিবসাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চ্চা তাঁহাবা প্রজাপতিসম যশসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্রলাভ কবিবাব নিমিত্ত কঠোব তপোনুষ্ঠান কবিলেন। পবে তাঁহাবা মহাব্যাহৃতি মন্ত্র ধ্যান কবিলে পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব প্রভাসম্পন্ন একতেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় ত্বক ও নেত্র-সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ, মহাতপা পঞ্চমহর্ষি তাঁহাকে তপোবনে পঞ্চবর্ণ সম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চ

বংশকর পাঞ্চজন্য রূপিয়া বিখ্যাত হই-লেন। অনন্তর পাঞ্চজন্য হইতে পূর্ব্বপুরুষের প্রনিধি, কশ্যপের মহত্তর, অঙ্গিরসের ভানু, বর্চ্চের সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটী পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞ বিঘ্নকারী সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা, সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চা ও দেবহন্তা নামক পঞ্চদশ দেবতাকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতেন। মহাভা-বন-২১৮।

পাঞ্চাল—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত গণ্ডুষ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তনয় চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতক্ষণ নামক চারি পুত্র, তাঁহাকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩৪। (২) নরপতি জহ্নুর বংশীয় বাহ্যাশ্ব হইতে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পৃথিবী-তলে পাঞ্চাল নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। অগ্নি-২৭৮।

পাঞ্চালিক—তিনি কুবেরের অন্যতম তনয়। মহাদেবের জৃম্ভন, তাপ ও মদনকৃতউন্মাদ এই সমস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাঞ্চালেশ্বর নামে খ্যাত করিলেন এবং বর দিবার ক্ষমতা দিলেন। বাম-৬।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদীর অন্যনাম। মহাভা-উদ্-১৭।

পাঞ্চি—মহর্ষি পাঞ্চি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। শতপথ-২প্র-ঔব্রা-২, ৯।

পাটলা—পাটলা দেবী বিশেষ। মৎ-৬২। পার্ব্বতীর একনাম। ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩। দেবী পার্ব্বতী পুণ্যবর্দ্ধন তীর্থে পাটলা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পাণিকর্ণ— মহাদেবের অন্যনাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

পাণিকুষ্ঠা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি যেসকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, পাণিকুষ্ঠা তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণিকুর্ম্ম-দেবসেনাপতি স্কন্দকে সাহায্য করিবার জন্য, পৃথূদক তীর্থ কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। অশিক্ষক দেখ।

পাণিতক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনা-ধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণিত্যজ— স্কন্দদেব সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ পূষা স্বীয় গণ পাণিত্যজ ও কালিককে প্রদান করেন। বাম ৫৭।

পাণিনি —দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও

কদ্রুপের, ব্রহ্মাপ[illegible] রাজীর অন্যতম। কদ্রুর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্যতম পাণিন ছিলেন। মৎ-৬। পদ্ম দেখ।

পাণিনি— অত্রিবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, আদ্য, মধুছান্দস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাণিবাক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণ্ড—(১)যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত একজন কিরাতরাজ। মহাভা সভা-৪। (২) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫।

পাণ্ডক—মহর্ষি হিরণ্যনাভ কৌশল্যের অন্যতম শিষ্য। তিনি সামগ ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। কৌশল্য দেখ।

পাণ্ডনাথ— পাণ্ডনাথ নামে এক ভৈরব আছেন। কালিকা-৬৩।

পাণ্ডব—পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত। মহাভারত।

পাণ্ডবেশ্বর— প্রভাসক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী শিবলিঙ্গ। শ্রদ্ধার সহিত এই লিঙ্গের পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৬।

পাণ্ডর—(১) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৩৫। (২) নাগরাজ ঐরাবতের বংশীয় পাণ্ডর নাগ জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৫৭।

পাণ্ডু—(১) রাজা বিচিত্রবীর্য্য অকালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, দ্বিতীয়া স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক এক দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শনে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পাণ্ডু নাম প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুর প্রথমা স্ত্রী কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলে বরমাল্য অর্পন করেন। মদ্রদেশাধিপতির কন্যা মাদ্রী পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। কুন্তী হইতে ধর্ম্মের বরে যুধিষ্ঠির, পবনের বরে ভীম, ইন্দ্রের বরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রী হইতে অশ্বিনীকুমারের বরে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব নামে খ্যাত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর তাঁহাদের সকলেরই ভীষ্ম, অভিভাবক ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন। পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মাদ্রী সহমৃতা হন; সুতরাং নকুল সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তীই গ্রহণ করেন। কুন্তী নিজ

সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৩৭, ১০৬। (২) নৃপতি কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, অবিক্ষিতের তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় ধৃতলীক, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, নিষধ, জাম্বুনদ, কুম্ভোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) অঙ্গিরা বংশে পাণ্ডু নামে একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৪) ভৃগু-বংশীয় বিধাতার পত্নী নিয়তি, পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮।

পাণ্ডুর—দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

পাণ্ডুরক—পাতালবাসী একজন দৈত্য-পতি। বায়ু-৫০।

পাণ্ডুরোচি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, জমদগ্নি, ঔর্ব্ব ও আপ্নুবান্ এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ৯৫।

পাণ্ড্য—(১) কুরুবংশীয় নৃপতি আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে চারি তনয় ছিল। পাণ্ড্যের অধিকৃত জনপদের নামও পাণ্ড্য ছিল। হরি-হরি-৩২। (২) পাণ্ড্য বহু সংখ্যক সৈন্য সহ কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১৮। অবশেষে অশ্বত্থামার শরে তিনি নিহত হয়েন। মহাভা-কর্ণ-২১। তাঁহার অন্য নাম প্রবীর। (৩) পৌরবের পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ, তৎপুত্র ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৪) জনৈক রাজা। মহাভা-সভা-৪৩। (৫) পুরুবংশীয় জনাপীড়ের অন্যতম তনয় পাণ্ড্য। তাঁহার অধিকৃত জনপদও পাণ্ড্য নামে খ্যাত ছিল। বায়ু-৯৯। (৬) যযাতি বংশীয় গান্ধারের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পাণ্ড্য। অগ্নি-২৭৭।

পাতক—প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন। এই পাতক অধর্ম্ম নামে বিখ্যাত হন। কল্কি-১স্ক-১।

পাতঞ্জলী—প্রাচীনযোগের তনয় মহর্ষি পাতঞ্জলী একজন বেদবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পাতালকেতু—(১) বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু, মহর্ষি গালবের অতিশয় উৎপীড়ন করিত। গালবের অনুরোধে শত্রুজিতের পুত্র কুবলয়াশ্ব (অন্য নাম ঋতধ্বজ) গালবের আশ্রমে আগমন করেন এবং পাতালকেতুর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার আলয়ে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হন। তথায়

গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর অপহৃতা কন্যা মদালসাকে দেখিতে পান। তিনি পাতালকেতুকে বধ করিয়া মদালসাকে উদ্ধার করেন। মার্ক-২১। (২) শূকরদেহধারী পাতালকেতু নামক অসুর একদা গালব মুনির আশ্রম ধ্বংশ করিতেছিল, এমন সময়ে স্কন্দের সাহায্যকারী গণসকল তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করে। পৃষ্ঠে বাণবিদ্ধ অবস্থায় পাতালকেতু মহিষাসুরের নিকট আসিয়া মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবগণের অভিযানের কথা বলে। বাম-৬৮। (৩) এই পাতালকেতু, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করে। নরপতি ঋতধ্বজ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। বাম-৫৭।

পাদপ—একজন অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের দেবরাত, বিশ্বামিত্র ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

পাপঘ্ন—যদুবংশীয় কৃষ্ণকবচের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-২৭৫।

পাপকেতন—দৈত্যপতি রক্তাক্ষের অপর সেনাপতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা—১৯৯

পাপনাশন— দ্বাপরে মহাদেব দর্শক নামে অবতীর্ণ হন এবং ভার্গব এই সময়ে ব্যাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। দর্শকের বিশোক, বিকেশ, বিপাশ ও পাপনাশন নামে চারি পুত্র জন্মে তাঁহারা সকলেই যোগোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধামবাসী হইয়াছিলেন। লি-২৪।

পাপভক্ষণ—মহাদেব পাপীগণের পাপ-ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম পাপভক্ষণ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩১।

পাপমোচন—প্রভাসক্ষেত্রে পাপমোচন লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনে মানবের পাপ দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫৪।

পাপহন্ত্রী—কাশীস্থিতা চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

পাপহর—সূর্য্যসারথি অরুণ প্রভাসক্ষেত্রে পাপহর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৫।

পাপহর্ত্তা—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

পাবক—(১) অগ্নির অন্যনাম। ঋগ-১।১৪২।৩। (২) সংযুর তনয় উর্জ্জভরত, উর্জ্জভরতের পুত্র ভরত ও কন্যা ভরতী, ভরতের তনয় পাবক। মহাভা-বন-২১৭। (৩) অগ্নির অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-১ম-১০। স্বাহা দেখ। (৪) রাজা পৃথুর পৌত্র, অন্তর্দ্ধানের ঔরসে ও শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৫) দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা সাহার গর্ভে ও অগ্নির ঔরসে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা

সকলেই হুতভোজী। ভাগ-৪স্ক-১ ; লি-৪৬। (৬) ব্রহ্মার পুত্র, যিনি রুদ্রাত্মক-বহ্নি নামে বিখ্যাত। তাঁহার পত্নী স্বাহা, পাবক, পবমান ও শুচি নামে অগ্নিরূপধারী অতিমহান্ ও তেজস্বী তিন পুত্র প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩; বিষ্ণু-১ম-১০ ; মার্ক-৫২ ; শিব-বায়-পূ-১৫ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩০। (৭) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিমানী নাম্নী অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নী স্বাহা দেবীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫১। (৮) ব্রহ্মা পাবককে বসু-দিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। অগ্নি-১৯। পাবকের তনয় সহরক্ষ। ব্রহ্মাণ্ড-৩০ ; বায়ু-২৯ ; সৌর-২৬। (৯) রেবা নদীর উত্তর তটে পিঙ্গলাবর্ত্ত তীর্থে পাবকদেব পিঙ্গলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৬।

পাবকি—ভগবান্ কার্ত্তিকেয় অগ্নিসম্ভব বলিয়া পাবকি নামেও খ্যাত ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯ ; স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

পাবন—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে পাবন অন্যতম ছিলেন। মহাভা অনুশা-৯১। (২) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর দ্যুতিমানের অন্যতম পুত্র পাবন। তিনি স্বীয় নামীয় পাবন বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩১। দ্যুতিমান দেখ। (৩) ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, পাবন প্রমুখ মহর্ষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৮১। (৪) গোকুলে পাবন নামে একজন উপনন্দ ছিল। গর্গ-গোল-১৮।

পাবনী—অগ্নি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে নর্ম্মদা, কাবেরী, পাবনী প্রভৃতি নদীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা ২২।

পাবকাক্ষ—জনৈক বানর। রাম লক্ষণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে তাঁহারা ইন্দ্র-জিতের শরে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩।

পাবনেশ্বর—বায়ুলোকে পাবনেশ্বর মহা-দেব আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭।

পায়ু—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র ও গর্গের ভ্রাতা পায়ু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বর্ম্ম, ধনু, রথ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৬।৪৭।২৪। একদা তিনি রাজর্ষি অশ্বথের নিকটে অশ্ব সহ দশ খানি রথ উপহার পাইয়াছিলেন। ঋগ-৬।৭৫।১৯।

পার—(১) পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেন হইতে পার, পার হইতে নীপ, এবং নীপ হইতে তেজস্বী মহারথ, শূর ও মহাবলশালী শত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই নীপরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-২০। (২) নবম মন্বন্তরে দক্ষ সাবর্ণি মনুর সময়ে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) নবম

মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি মনুর সময়ে পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্ম দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। (৪) যযাতি বংশীয় বলির অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র দিবিরথ। তৎপুত্র ধর্ম্মরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। পুরুবংশীয় নরপতি পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের তনয় নীপ, নীপের শত পুত্রের মধ্যে কাম্পি-ল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। আবার এই সমরেরই পার, সম্পার, সদশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) ভরত বংশীয় পৃথুসেনের তনয় নীপ। নীপের শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র সমর, কুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও সমরপ্রিয় ছিলেন। সমরের পার, সম্পার ও সদশ্ব নামে তিন পুত্র ছিল। পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত। মৎ-৪৯। সমরের তনয় পর, পার ও সদশ্ব। বায়ু-৯৯।

পারদ—(১) রাজা সগর ভার্গব হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়া, পৃথিবী তলে বিচরণপূর্ব্বক সমস্ত হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শক ও পারদদিগকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০; বায়ু-৮৮। (২) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম নরপতি পারদ ছিলেন। কল্কি-১ম-৫।

পারাবত—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে যে সকল শিষ্টাচার-সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পারাবত ও ছন্দোজ এই দুইটী শ্রেণী। ইঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে দ্বাদশ জন করিয়া চব্বিশ জন দেবতা আছেন। তন্মধ্যে প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম, অরিমর্দ্দন, আজিহ্মান, বিদ্বান্, মহীয়ান্, মহাভাগ, অক্ষোষ ও যবীয় এই দ্বাদশ জন পারাবত শ্রেণী। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বৃহন্নার-৩৭। অজিহ্ম দেখ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে পারাবত, তুষিত প্রভৃতি দেবতা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০; বিষ্ণু-৩য়-১। (২) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পারাবতগণ—কশ্যপের পত্নী তাম্রার গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা সুগৃধ্রী। এই সুগৃধ্রী হইতে পারাবতগণ জন্মগ্রহণ করে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

পারাশর্য্য—(১) পরাশর তনয় মহর্ষি পারাশর্য্য একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪, ৭। (২) পারাশর্য্য মহর্ষি কুথুমির অন্যতম শিষ্য ছিলেন; বায়ু-৬১; ব্রহ্মাণ্ড-৬৭।

পারিকারারি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পারিজাত—(১) পারিজাত নামে এক মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৫। (২) ষষ্ঠ

মন্বন্তরে চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে, অন্যান্য বস্তুর ন্যায় পারিজাত ও সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়। ভাগ-৮স্ক-৮। দেবশ্রী নন্দন পারিজাত বৃক্ষ সমুদ্র মন্থন কালে উত্থিত হয়। বিষ্ণু-১ম-৯।

পারিজাতক—জনৈক ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের ময় দানব নির্ম্মিত সভা প্রবেশ কালে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

পারিজাতা—রাধিকার অন্যতমা সখী। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১২৪।

পারিপাত্র—রামের বংশীয় কুরুর তনয় পারিপাত্র। পারিপাত্রের পুত্র দল, দলের তনয় ছল। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

পারিপ্লব—রৈবত মন্বন্তরে অভূতরজ নামক দেবতা গর্গ, রৈভ্য ও পারিপ্লব নামে দেবতা সকল ছিলেন। হরি-হরি-৭।

পারিবর্হ—কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, পারিবর্হ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০০।

পারিভদ্র—মনুবংশীয় নরপতি যজ্ঞবাহুর সপ্ত পুত্রের অন্যতম। যজ্ঞবাহু অধিকৃত শাল্মলী দ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

পারিযাত্র—ইক্ষ্বাকু বংশীয় দেবানীকের তনয় হীন, হীনের তনয় পারিযাত্র, পরিযাত্রের পুত্র বলস্থল। ভাগ-৯স্ক-১২। ইক্ষ্বাকু বংশীয় দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর তনয় পারিযাত্র, পারিযাত্রের তনয় দল। বায়ু-৮৮।

পার্থ—কুন্তীর অন্য নাম পৃথা, সেইজন্য তাঁহার পুত্রেরা পার্থ নামে খ্যাত হইলেও, পার্থ বলিতে সাধারণতঃ অর্জ্জুনকে বুঝায়। মহাভা-শান্তি-১৭।

পার্থিব—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৯১।

পার্থেশ্বর—সূর্য্যের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-অব-৩৩।

পার্থ্য—মহর্ষি পার্থ্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ-১০।৯৩।১৫।

পার্ব্বতী—মহাদেবের পত্নী। একদা হিমালয় পত্নী মেনকা মহাদেব ও পার্ব্বতীর নিন্দা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করেন ও তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলেন। এইজন্য মহাদেব স্বীয় অনুচর নিকুম্ভ দ্বারা বারাণসী পুরীকে জনশূন্য করান। এবং স্বয়ং পার্ব্বতী সহ তথায় বাস করিতে থাকেন। হরি-হরি-২৯, ২১৮। মহাদেব দেখ। পার্ব্বতী দেবীকে স্মরণ করিলে, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। কুর্ম্ম-

উত্ত-৩। দুর্গার অন্য নাম। বায়ু-৫১। পার্বতী পতি সৌভাগ্য ব্রত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৬। দাক্ষায়ণী সতী শিবের পত্নী ছিলেন। পরে তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহত্যাগ-পূর্ব্বক পার্ব্বতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া পুনঃ শিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লি-৬। পার্ব্বতীর কনিষ্ঠা অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা নাম্নী তিন ভগিনী ছিল। লি-১০১। শিবের পত্নী। বিবাহের পরে শিব পার্ব্বতীর সহিত শতবর্ষ বিহার করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্তান উৎপত্তি হইল না দেখিয়া, দেবগণ ভীত হইলেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তিনি পার্ব্বতীর সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্রত অবলম্বন করেন। রামা-আদি-৩৫। বাহ্লীক-পতি ইল মৃগয়া ব্যপদেশে, যেখানে হর-পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেখানে গিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে পার্ব্বতীর বর প্রভাবে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিতেন। রামা-উত্ত ১০০; দেবীভাগ-১স্ক-১২।

পার্ব্বতীয়—পার্ব্বতীয় নামে ভূপতি, পূর্ব্ব জন্মে কুক্ষি নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

পার্ব্বতেয়—পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত ভূপতি পূর্ব্বজন্মে ক্রম নামে মহাসুর ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

পার্ব্বণি—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। মৎ-১৯৫।

পার্ষদ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিন্ধ্যগিরি তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর পার্ষদ ও অতিকৃষ্ণকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। অতিকৃষ্ণ দেখ।

পার্শ্বনন্দী—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

পার্শ্বমৌলি—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্য নাম। লঙ্কাপতি রাবণের প্রহারে তাঁহার মস্তকের মুকুট ঈষৎ হেলিয়া পরে, সেজন্য তাঁহার নাম হয় পার্শ্বমৌলি। রামা-উত্ত-১৫।

পার্শ্বী—বলরামের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। বলরাম দেখ।

পার্ষত—পাঞ্চালপতি দ্রুপদের অন্যতম পুত্র। মহাভা-সভা-৬৭।

পার্ষ্ণি—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

পাল—(১) বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। (২) নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম তনয়। নরপতি জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পালক—মগধের নরপতি প্রদ্যোত হইতে প্রদ্যোত বংশ আরম্ভ হয়। প্রদ্যোতের পুত্র পালক প্রদ্যোত বংশের রাজা। ভাগ-১২স্ক-১। পালকের পুত্র বিশাখযূপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭২;

বায়ু-৯৯। রাজা পালক মগধে ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পালকাপ্য—তিনি হাতীর চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন এবং অঙ্গ দেশের অধিপতিকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। অগ্নি-২৯২।

পালঙ্কায়ন—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পালিত—(১) বেণের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পালিত। তাঁহারা অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। হরি-হরি-২। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে পরাজিত, পালিত ও হরি নামক পুত্রদ্বয়কে বিদর্ভাধিপতিকে দান করেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাবৃতের রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পালিতা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পালিশয়—মহর্ষি পালিশয় একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

শালজলি ও শালিহোত্র উভয়ে ছয়খানি সংহিতা রচনা করেন। তাঁহারা সামগ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। বায়ু পুরাণ মতে শালিহোত্র। শালিহোত্র দেখ।

পালী—রাজা পৃথুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-১ম-১৪; অগ্নি-১৮; ব্রহ্মাণ্ড-৬৯; বায়ু-৬৩।

পাশ—প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের একজন রাক্ষস। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়া তৎপ্রদেশে গমনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-১২।

পাশদ্যুম্ন—পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রগণ একবার রাজা সুদাসের যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন; সেই সময়ে বয়তের তনয় পাশদ্যুম্ন রাজাও যজ্ঞ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার যজ্ঞে ইন্দ্র সোমপান করিতেছিলেন। বশিষ্ঠের পুত্রগণ মন্ত্রবলে ইন্দ্রকে সেই স্থান হইতে সুদাস রাজার যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋগ-৭।৩৩।২।

পাশনাশন—বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, পাশনাশন তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-১০।

পাশপাণিবিনায়ক—কাশীর উত্তর দিকে অবস্থিত পাশপাণিবিনায়ক, কাশীবাসী জনগণের দুষ্ট গ্রহাদিকে পাশবদ্ধ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পাশহস্ত—দ্বারকা পুরীর দক্ষিণ দিক

রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

পাশহস্তা—কাশীস্থিত চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

পাশুপতেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৩০। কাশীতেও পাশুপতেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পিঙ্গ—(১) অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (২) শিশুপালের অন্যতম মন্ত্রী। গর্গ-বিশ্বজি-৮। (৩) প্রভাস ক্ষেত্রে দ্বারকা পুরীর বায়ুকোণ রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ প্রভা-দ্বার-১৭।

পিঙ্গলোদ্ধৃতনয়ন—কশ্যপ পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ।

পিঙ্গল—(১) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। খসা দেখ। (২) স্কন্দ দেবসেনা-পতি পদে অভিষিক্ত হইলে পিঙ্গল, মানসতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর সর্ব্বোজস, মাহিষিক ও পিঙ্গলকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৩) একাদশ রুদ্রের অন্যতম পিঙ্গল, শুম্ভ ও বিষ্ণুর মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ সংগঠিত হয়, তাহাতে তাঁহারা দেব-সৈন্যের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন। মৎ-১৫৩। (৪) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (৫) সূর্য্যের অন্যতম দ্বারপাল। রাবণ সূর্য্যকে পরাভব করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-২৫। (৬) পিঙ্গল নামে একটী রুদ্র আছেন। তিনি স্বীয় নামীয় প্রদেশে অবস্থান করেন। অগ্নি-৮৪। (৭) ভদ্র দেশের পুরুকুৎসপুরে পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মন্দকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু গীতার পঞ্চম অধ্যায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পরে বৈষ্ণব লোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-১৭৯। (৮) একাদশ রুদ্রের অন্যতম পিঙ্গল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৯) মহাদেবের একটী গণ। শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে তিনি নয় কোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ মাহে-কুমা-২৬। (১০) কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা ছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৮১। পিঙ্গলা দেখ। (১১) দণ্ড ও পিঙ্গল নামে সূর্য্যের দুই অনুচর আছে। তাঁহারা সূর্য্যের আদেশে রেবন্তের নিকট হইতে অশ্ব আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। রেবন্ত দেখ।

পিঙ্গলক—কুবেরের সভায় উপস্থিত একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

পিঙ্গলা—(১) ধরিত্রী দেবীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১। (২) পুরাকালে বিদেহবাসিনী পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা কুপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সমুদয় দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছিল। মহাভা-শান্তি-১৭৪ ; ভাগ-১১স্ক-৮। (৩) অন্ধকাসুরের রক্ত পানার্থ মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিঙ্গলা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (৪) কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা ছিল। এই পিঙ্গলা পূর্ব্বজন্মে এক বেশ্যা ছিল। সেই সময়ে রাজদ্বারে বিপন্ন এক ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করে। সেই পুণ্যের ফলে এই জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে। স্কন্দ-আব-চতু-৮১। (৫) পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা শিবভক্তের অর্চ্চনা করিয়া সেই পুণ্যের ফলে, মৃত্যুর পরে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মহিষী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল কীর্ত্তিমালিনী। স্কন্দ-ব্রহ্ম উত্ত-১০, ১১। (৬) মহর্ষি জাবালির কন্যা বটিকাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শুকদেব, জন্মগ্রহণ করেন। এই বটিকার অন্য নাম পিঙ্গলা। স্কন্দ-নাগ-২৪৭, ১৪৮। (৭) প্রভাস ক্ষেত্রে পার্ব্বতীরূপধারিনী পিঙ্গলা দেবীকে দর্শন করিলে মানব সর্ব্ব অভিলষিত লাভ করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভ ২৪৮।

পিঙ্গলাক্ষ—(১) ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে পিঙ্গলাক্ষ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮ ; অগ্নি-৮৫। (২) মহাদেবের একটী গণ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

পিঙ্গলাক্ষেশ—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। ইহার দর্শন মাত্রে পাপ বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

পিঙ্গলেশ—মহাকাল বনের দ্বারে পিঙ্গ-লেশ নামক বালসূর্য্য অবস্থিত। উনি তীর্থাভিমুখ, গৌরবর্ণ, গুরু এবং গণ সকল কর্ত্তৃক উপাসিত। স্কন্দ-আব-অব-২৬। পিঙ্গলেশ নামক মহাদেবের গণ অবন্তীক্ষেত্রে পূর্ব্বদিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮১

পিঙ্গলেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে পাবক, পিঙ্গলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৬।

পিঙ্গলেশ্বরী—গায়ত্রী দেবী পয়োষ্ণী তীর্থে পিঙ্গলেশ্বরী নামে খ্যাত। পদ্ম-উ-১৭।

পিঙ্গা—মহর্ষি মাণ্ডুকির অন্যতমা স্ত্রী। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪২। মাণ্ডুকি দেখ।

পিঙ্গাক্ষ—যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ।

পিঙ্গাক্ষা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি

কেত্রের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পিঙ্গাক্ষা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পিঙ্গাক্ষি—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

পিঙ্গাক্ষী—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। অগ্নি-৫২। কান্যকুব্জ দেশে পিঙ্গল নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পিঙ্গাক্ষী ও কন্যার নাম পিঙ্গলা। স্কন্দ-আব-চতু-৮১। পিঙ্গলা দেখ।

পিঙ্গেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে সমুদ্র তটে পিঙ্গেশ্বর দেব আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩৩।

পিচিঙ্গিল—কাশীস্থিত পিচিঙ্গিল নামক গণপতি কাশীপুরীকে দিবারাত্র রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পিচ্ছল—নাগরাজ বাসুকীর অন্যতম পুত্র। জনমেজয় রাজার সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিচ্ছিলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিচ্ছিলা তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ ১৭৯।

পিজবন—রাজা দেববানের পুত্র পিজবন, পিজবনের তনয় সুদাস একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ঋগ-১।৪৭।৬। শপথ করা অন্যায় হইলেও নরপতি পিজবনের তনয় সুদাসের নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজ পরিশুদ্ধিতা জ্ঞাপনার্থ শপথ করিয়াছিলেন। মনু-৮।১১০।

পিঞ্জরক—(১) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। (২) কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

পিঠর—হিরণ্যকশিপুর অনুচর অন্যতম দানব। মৎ-১৬১; মহাভা-সভা-৯।

পিঠরক—(১)কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিঠীনা—ইন্দ্র, পিঠীনাকে রজি নামক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ-৬।২৬।৬।

পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর—বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চবিংশ কলিযুগে পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর মহাদেবের অবতার ছিলেন। কূ-পূ-৫

পিণ্ডসেক্তা—তিনি নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত। জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিণ্ডাকর—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জন্মেজয়ের যজ্ঞ-সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিণ্ডার—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী

সুরসাভুজঙ্গী হইতে সহস্রনাগ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পিণ্ডার অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

পিণ্ডারক—(১) যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিণী হইতে রাম, শারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শুভ্র, পিণ্ডারক ও উশীনর নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫; বায়ু-৯৬। (২) স্কন্দ দেবসেনপতি পদে বৃত হইলে, ঋষিগণ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর স্থানুজম্ভ, কুম্ভবক্ত্র, লোহজম্ভ, মহানন ও পিণ্ডারককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭। (৩) বসুদেব পত্নী রোহিণীর গর্ভে, রাম (বলরাম) শারণ, দুর্দ্দম, দমন, সুভ্রু, পিণ্ডারক ও মহাহনু নামে সাত পুত্র এবং দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৬। (৪) নাগরাজ ঐরাবতের কুলে ইহার জন্ম। জনমেজয়ের সর্প সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিণ্ডোদক—এক মূর্খ ও জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। দেবী সরস্বতীর কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-অর্ব্বু-২১।

পিতা—অজ নামক পিশাচের কন্যা। ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

পিতামহ—ব্রহ্মার অন্যনাম। শিব-জ্ঞান-১৯; পদ্ম-উত্ত-১১১।

পিতামহগণ—ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতি ও স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩।২৮৪।

পিতামহেশ্বর—কাশীস্থিত পিতামহেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

পিতু—পিতৃশব্দের অর্থ অন্ন। আর্য্যগণ অন্নকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১৮৭।১।

পিতৃগণ—হিরণ্যগর্ভমনুর মরীচি আদি যে সমুদয় পুত্র আছেন, তাঁহাদের তনয় সোমপা প্রভৃতি পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। মনু "আমাকে যজন করিবে" এই চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মাসৃষ্ট দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফলার্থী হইয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা মূঢ় ও সংজ্ঞাহীন হইলেন কিন্তু এবিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। লোকসকল মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর সেই দেবগণ প্রণত হইয়া লোকসকলের হিতের জন্য পিতামহের নিকট প্রার্থনা করিলে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পূজ্য-পূজা ব্যতিক্রমরূপ ব্যভিচার করিয়াছ, অতএব প্রায়শ্চিত্ত কর। আর পুত্রগণকে এই বিষয়

জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাঁহারা আর্ত্তের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নীচাশয়ত্ব নিবন্ধন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রযতচিত্ত তনয়গণ তৎকালে তাঁহাদিগকে বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ বাক্য মন কর্ম্ম জন্য প্রায়শ্চিত্ত সমুদয় কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্তোত্র, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পুরস্কৃত, ধ্যান, নমস্কার ও ক্রিয়া দ্বারা ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং তাঁহারা নিত্যশ তাহা করিয়া থাকেন। দেবগণ প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ অর্থ জ্ঞাত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তখন পুত্রেরা তাহাদিগকে, "হে পুত্র তোমরা গমন কর" এই কথা বলিলেন। সেই অভিশাপগ্রস্ত দেবতারা পুত্রগণের বাক্যানুসারে যাঁহাদিগের হইতে জন্মও বিদ্যালাভ হয়, তাঁহারা অবশ্যই বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা যজনীয় অর্থাৎ আমাদিগের পুত্র আমাদিগকে পুত্র সম্বোধন করিল। এই সংশয় অপনোদনার্থ পিতামহের সমীপে গমন করিলেন। পিতামহ বলিলেন,—তোমরা ব্রহ্মবাদী কিন্তু যোগযুক্ত নহ। অতএব, পুত্রগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার অন্যথা হইবে না। তোমরা তাঁহাদের শরীরকর্ত্তা; কিন্তু তাঁহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা। অতএব পিতা সংশয় নাই। তোমরা দেবগণ এবং তাঁহারা পিতৃগণ হইলেও তাঁহারা এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরের পিতা তাহাতে সংশয় নাই। অনন্তর সেই সব পুরবাসী দেবগণ পুত্রগণকে বলিলেন—প্রজাপতি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইলাম। তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যখন আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদিগের পিতা। অতএব তোমাদের অভিলাষ কি? আমরা তোমাদিগকে কোন্ বর প্রদান করিব? তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তদ্রূপই হইবে, অন্যথা হইবে না, তোমরা যখন আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তখন তোমরা আমাদের পিতা হইবে সন্দেহ নাই। হরি-হরি-১৭। পিতৃগণ সপ্ত. ইহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা এই চারিজন মূর্ত্তিমান্ এবং বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই তিন জন অমূর্ত্ত। হরি-হরি-১৭। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। অঙ্গিরার ঔরসে ও দক্ষ কন্যা স্বধার গর্ভে এই পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক ৬। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র। ইঁহারা অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে অগ্নিষ্বাত্তগণ অযজ্বা ও বর্হিষদগণ যজ্বা।

তাঁহাদের পত্নী স্বধা, মেনা ও ধারিণী নাম্নী দুই কন্যাকে প্রসব করেন। এই দুই কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, পিতৃগণ সকলে তাঁহার অন্যতমা স্বধাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। স্বধা পিতৃগণের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। এই পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, মেনকা ও রত্নমালা নাম্নী তিন কন্যা উৎপন্না হন। রত্নমালা জনক রাজাকে, কলাবতী রাজা সুচন্দ্রকে, মেনকা হিমালয়কে বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১৭। দক্ষের অন্যতমা কন্যা স্বধা পিতৃগণের স্ত্রী ছিলেন। লি-৫। হৃষ্টচিত্ত পিতৃগণ নিরগ্নি ও সাগ্নিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ নিরগ্নি ও বর্হিষদ পিতৃগণ স্বাগ্নিক। স্বধা উক্ত পিতৃগণের মানস কন্যা মেনাকে প্রসব করেন। লি-৬।

পিতৃগ্রহ—মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। মহাভা-বন-২২৮।

পিতৃপতি-যমের অন্যনাম। বৃহদ্ধর্ম-মধ্য-৩।

পিতৃবর্ত্তী—কুরুক্ষেত্রে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগদুষ্ট ও পিতৃবর্ত্তী নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি গর্গের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরু গর্গের পয়স্বিনী গাভীকে বনে চরণার্থ নিয়া গিয়াছিলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই গাভীকেই বধ করিয়া ভক্ষণ করেন। মৎ-২০,২১। কবি দেখ।

পিতৃরূপ— অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-অনু-১৫০।

পিতৃলোক—পুণ্যাত্মা পিতৃলোকেরা মৃত্যুর পরে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিত সাধন করেন। ঋগ-১০।১৫।১।

পিত্রীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

পিনাকধারী—মহাদেবের একটী গণ। তিনি ত্রিপুর বিনাশের জন্য মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

পিনাকী— মরীচির একাদশ পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৬। মরীচি দেখ।

পিনাকপাণি— মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত ইহার আকার ধনুকের ন্যায়। ইহা স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট একটী যষ্টি। ইহার দুইপ্রান্ত তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহাদ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। তজ্জন্য মহাদেবের

এক নাম পিনাকপাণি হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১।

পিনাকী—(১) অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, সুরেশ্বর ও পিনাকী এই একাদশ রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত, মানসজাত ও ত্রিশূলধারী। মৎ-৫। (২) মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ এই একাদশ জন রুদ্র। মহাভা-আদি-১২৩; হরি-হরি-৩,১৯৬। একপাৎ দেখ। (৩) মরীচির একাদশ পুত্রের অন্যতম। এই একাদশ পুত্র একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। মহাভা-আদি-৬৬। মরীচি দেখ। (৪) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী সুরভি মহাদেবের প্রসাদে তপঃপ্রভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত এই একাদশ রুদ্রকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৭, ১৯৬। (৫) মহাদেবেরও এক নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১। অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। লি-৬৩। অষ্টবসুর অন্যতম পিনাকী। মহাভা-শান্তি-২০৮। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। মহাভা-অনুশা-১৫০।

পিপাসা—লোভের স্ত্রী পিপাসা ও ক্ষুধা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

পিপ্পল—(১) মিত্রের ঔরসে তদীয় পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (২) কশ্যপ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

পিপ্পলাদ—(১)দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্য নিধনার্থ মহর্ষি দধীচি প্রাণত্যাগ করিলে পর, তাঁহার স্ত্রী সুবর্চ্চা একটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম পিপ্পলাদ ছিল। তাঁহার জন্মের পর, সুবর্চ্চা পরলোক গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-১৫৫; স্কন্দ-নাহে-কেদা-১৭। (২) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কংসারী নামে এক ভগিনী ছিল। একদা কংসারী ভ্রাতার রেতঃপরিপ্লুত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করেন। স্নানকালে রেতোদক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি গর্ভবতী হন, এবং যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করেন। লোকলজ্জা ভয়ে তিনি সেই পুত্রকে রাত্রিকালে একটী পিপ্পল বৃক্ষমূলে পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য সেইশিশু পিপ্পলাদ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-নাগ-১৭৪। যাজ্ঞবল্ক্য ও কংসারী দেখ।

(৩) মহর্ষি দধীচির সুভদ্রা নামে এক পরিচারিকা ছিল। দধীচির ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে পিপ্পলাদের জন্ম হয় স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২। (৪) মহর্ষি পিপ্পলাদ একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। ভরদ্বাজ তনয় সুকেশ, শিবি তনয় সত্যকাম, সৌর্য্য পুত্র গার্গ্য, অশ্বল তনয় কৌশল্য, ভৃগু তনয় বৈদর্ভি ও কত্য পুত্র কবন্ধী, পিপ্পলাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন। পিপ্পলাদ মহর্ষি কৌশিল্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। কৌশল্য দেখ। (৫) মহর্ষি কবন্ধ অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। মৌদ্‌গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়ণি ও পিপ্পলাদ ইঁহার শিষ্য। বিষ্ণু-৩য়-৬। (৬) তিনি রাজা অনরণ্যের কন্যা পদ্মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১,৪২।

পিপ্পলেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৪।

পিপ্পলায়ণ—মনুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয়জন ভরতের অনুগামী ও পিপ্পলায়ণ প্রভৃতি নয়জন ভাগবত ধর্ম্ম প্রদর্শক ও মহাভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশীজন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শতপুত্রের অন্যতম। তিনি দিগম্বর ও আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

পিপ্পলায়ণি—অথর্ব্ববেদবিদ্ মহর্ষি বেদদর্শের অন্যতম শিষ্য। ভাগ-১২স্ক-৭।

পিপ্পলী— একটী গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

পিপ্রু—অনার্য্য নরপতি দনুর অন্যতম পুত্র। ইন্দ্র তাঁহাকে সংহার করেন। ঋগ-১।১১।৭। উরণ দেখ।

পিলপিঞ্জিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিলপিঞ্জিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পিলি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পিশঙ্গ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পিশঙ্গাভ—(১) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে চতুর্দ্দশ শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন। পিশঙ্গাভ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। লি-৭। (২) যক্ষপতি মণিবরের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬। দেবজনী দেখ।

পিচাশ—(১) কুবেরের অনুচর একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০। (২) জনৈক রাক্ষস বীর। তিনি রাবণের

মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পিশাচী তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

পিশাচীশ—মহাদেবের একটী গণ। ত্রিপুর বিনাশের সময় তিনি মহাদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সৌর-৩৫।

পিশাচেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

পিশিতাশা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

পিশুন—(১) যমের দৌহিত্র ও অঙ্গধুকের পুত্র পিশুন। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ। কুরুক্ষেত্রে কৌশিক নামে নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র পিশুন। কৌশিকের পুত্রেরা গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার গাভীকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মৎ-২০। কবি দেখ। হরি-হরি-২০—২২; শিব-ধর্ম্ম-৬৩; পদ্ম সৃষ্টি-১০।

পীঠ—মুরদৈত্য নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা দানবপতি পীঠকে সেনাপতি করিয়া নরকাসুরের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯; মহাভা-শান্তি-৩৪০।

পীতাম্বর—বিষ্ণুর অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৮।

পীতায়ুধ—পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র পীতায়ুধ, পীতায়ুধের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুবিধ। মৎ-৪৮।

পীনপয়োধরা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতরা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

পীবর—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের রাজা দ্যুতিমানের অন্যতম তনয় পীবর। তিনি পীবর বর্ষের রাজা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (২) তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্ধাম, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। সৌর-৩২। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম শাল্মল্যাধিপতি দ্যুতিমানের কুশল, মনুজ, উষ্ণ, পীবর, ব্যাধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মে। বরা-৭৪। (৪) চতুর্থ মন্বন্তরে তামস মনু হন। এই সময়ে রাজা শিবি শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। এবং জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর ইহারা তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি,

শান্তহয়, জানুজজ্ঘ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা রাজা হন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৪) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুশল, মনুগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি, দুন্দুভি এই সাত পুত্র ছিল। ক্রৌঞ্চ দ্বীপের মধ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব নামে এক একটী দেশ আছে। পীবরের নামে পীবর দেশ খ্যাত। লি-৪৬; বিষ্ণু-২য়-৪।

পীবরী—(১) বর্হিষদ পিতৃগণের মানসী কন্যা পীবরী, ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। তিনি স্বয়ং যোগিনী, যোগীপত্নী ও যোগীজননী ছিলেন। ব্যাস-তনয় শুকদেব হইতে তাঁহার কৃষ্ণ, গৌর প্রভু ও শম্ভু নামে চারি পুত্র এবং কৃত্বী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-১৮; দেবীভাগ-১স্ক-১৯। (২) এক ব্যাধ যমুনাজলে প্রাণত্যাগের ফলে সৌরাষ্ট্রা-ধিপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হয়, যক্ষধনু। ঠিক ঐরূপে এক স্ত্রীলোকও যমুনা জলে মগ্ন হইয়া, প্রাণত্যাগের ফলে কাশীরাজের কন্যা-রূপে জন্মলাভ করেন। তাঁহার নাম হয় পীবরী। যক্ষধনু পীবরীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সাতটী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মে। অবশেষে তাঁহারা পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক মথুরায় গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বরা-১৫৩—১৫৪। (৩) মহাভাগ পুলস্ত্য নন্দনগণের পীবরী নাম্নী মানসী কন্যা ব্যাস তনয় শুকদেবের পত্নী ছিলেন। মৎ-১৫। (৪) বিদেহ জনকের অন্যতমা পত্নী পীবরী। মার্ক-১৪। (৫) পীবরী মার্কণ্ডেয় তনয় বেদশিরার স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতি লাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮।

পুঙ্খিল—পরশুরামের অন্য নাম। স্কন্দ-আব-রেবা-২১০।

পুচ্ছাণ্ডক—নাগরাজ তক্ষকের বংশীয় পুচ্ছাণ্ডক, নরপতি জনমেজয়ের সর্প সত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পুঞ্জিকস্থলা—(১) অপ্সরা বিশেষ। মহাভা-সভা-১০; বায়ু-৫২। (২) একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় মার্কণ্ডেয় মুনির তপোভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়া পুঞ্জিক-স্থলা অকৃতকার্য্য হন। ভাগ-১২স্ক ৮। (৩) তাঁহার অন্য নাম অঞ্জনা। এই অপ্সরা অঞ্জনা বানরপতি কেশরীর পত্নী। অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়। রামা-কিষ্কি-৬৬। (৪) একদা পুঞ্জিকস্থলা ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাবণ বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবসনা করেন। অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে বলিলেন

যে—অন্য হইতে কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করিলে তোমার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রামা-লঙ্কা-১৩। (৫) কশ্যপ পত্নী মুনি হইতে সহজন্যা, পুঞ্জিকস্থলা প্রভৃতি বৈদিকী অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। বৈদিকী অপ্সরা দেখ। (৬) মহর্ষি পার, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কলাবতী নাম্নী এক কন্যা রত্ন উৎপাদন করেন। মার্ক-৬৪। (৭) পুঞ্জিকস্থলা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৮) পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ্সরা বিশেষ। ইনি দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সভায় নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন। মৎ-১৬১। অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

পুঞ্জিকস্থলী—অপ্সরা বিশেষ। স্কন্দ-আব-অব-৮; লি-৫৫।

পুটভী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, পুটভী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

পুটেশ—একজন রাক্ষসপতি লঙ্কা সমরে বানরপতি পনসের সহিত পুটেশের যুদ্ধ হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

পুণ্ডরীক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় দেবানীক। অগ্নি-২৭৩। (২) পুণ্ডরীক নামক নাগরাজ, নাগপুরে রাজ্য করিতেন। পদ্ম-উত্ত-৪৭। (৩) পুণ্ডরীক নামে এক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-৮০। (৪) বিদর্ভ দেশে মালব নামে এক ধনশালী সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গোদাবরী তীর্থে স্বীয় ভাগিনেয় বিদ্বান্ পুণ্ডরীককে বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-২১৮। (৫) অযোধ্যাধিপতি রামের বংশধর নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক। মৎ-১২; হরি-হরি-১৫; বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-৪, ১৪; ভাগ-৯স্ক-১২। (৬) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম পুণ্ডরীক। মহাভা-উদ্-১০২। (৭) বিষ্ণুর অন্য নাম পুণ্ডরীক। বরা-১৬৪। (৮) তিনি ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় ভানুর পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম জম্ভন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১। (৯) একবার বাসুকি তক্ষকের সহায়তার জন্য ধন্বন্তরীর বিরুদ্ধে দ্রোণ, কালিয়, কর্কোটক, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি পঞ্চজন নাগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু

কলেই পরাস্ত হন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫১। ১০) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি নভার পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানিক। লি-৬৬। (১১) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৬৯।

গুরীকা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে পুণ্ডরীকা প্রভৃতি মৌনের অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি ২:১৮। মুনি দেখ। ২) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পুণ্ডরীকা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ। অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম সময়ে নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩; স্কন্দ-আব-রেবা-৯২। (৩) মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা হইতে পুণ্ডরীকা জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫; সৌর-২৬। (৪) ভৃগুর পত্নী খ্যাতি হইতে ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয় উৎপন্ন হন। বিধাতার পত্নী আয়তি পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পাণ্ডুর পত্নী পুণ্ডরীকা হইতে দ্যুতিমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৫) পাণ্ডুর পত্নী পুণ্ডরীকা, দ্যুতিমান্, দ্যুতিমন্ত ও জবান্ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-২৮।

রীকাক্ষ—(১) বিষ্ণুর অন্য নাম। ৎ-৪৭; বৃহদ্ধ-পূ-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৪। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ—পরম স্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ—অব্যয়। (২) শ্রীকৃষ্ণ পরম স্থানে বাস করেন এবং তাঁহার ক্ষয় নাই। সেইজন্য তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ নামে অভিহিত হন। মহাভা-উদ্-৬৯। (৩) রঘুবংশীয় নভার তনয় পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষের তনয় ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) মহাদেবের অন্য নাম। সৌর-৪১।

পুণ্ডরীয়ক—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণ মধ্যে পুণ্ডরীয়ক অন্যতম ছিলেন মহাভা-অনুশা-৯১।

পুণ্ড্র—(১) বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজা বলি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ড্র স্বীয় নামীয় জনপদের অধিপতি হন। হরি-হরি-৩১; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮; ভাগ-৯স্ক-২৩; অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯। (২) পুণ্ড্র, কপিল ইহারা বসুদেবের পুত্র। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ জরা নামে এক ধনুর্দ্ধর নিষাদ হইয়াছিলেন। মৎ-৪৬।

পুণ্ড্রক—কিরাতরাজ পুণ্ড্রক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

পুণ্য—(১) পুণ্যের পত্নী প্রতিষ্ঠা দেবী। ব্রহ্মবৈ প্রকৃ-১। (২) কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র, তৎপুত্র বৃষভ, বৃষভের পুত্র পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য,

পুণ্যের তনয় সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধনুষ। মৎ-৫০, দেবীভাগ ৯স্ক-১।

পুণ্যকীর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-৪৩।

পুণ্যকৃৎ—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা ৯১।

পুণ্যজন—পুণ্যজন নামক অসুরেরা কুশস্থলী পুরী ধ্বংস করিয়া, রৈবত নৃপতির ভ্রাতাদেরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

পুণ্যজনী—যক্ষ রজতনাভ গুহ্যকদিগের পিতামহ ছিলেন। তিনি দৈত্যপতি অনুহ্রাদের কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। ভদ্রা মণিবর ও মণিভদ্র নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মণিভদ্রের পত্নী পুণ্যজনী হইতে সিদ্ধার্থ, সূর্য্যতেজ, সুমন্ত, নন্দন, কন্যক, যাবিক, মণিদত্ত, বসু, সর্ব্বানুভূত, শঙ্খ, পিঙ্গাক্ষ, ভীরু, মন্দরশোভি, পদ্ম, চন্দ্রপ্রভ, মেঘপূর্ণ, সুভদ্র, প্রদ্যোত, মহৌজস, দ্যুতিমৎ, কেতুমৎ, মিত্র, মৌলী ও সুদর্শন এই চতুর্ব্বিংশতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই পুণ্যলক্ষণ এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্র যক্ষগণ সকলেই পুণ্যাত্মা। বায়ু-৬৯।

পুণ্যনামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য ৪৬।

পুণ্যনিধি—পুরাকালে পুণ্যনিধি নামে এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন। লক্ষ্মী একটী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণু একদিন সেই বালিকাকে ব্রাহ্মণ বেশে পুষ্পোদ্যানে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করেন। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ ও কন্যাই বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণু নিজ পরিচয় দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৫০।

পুণ্যবান্—কুরুবংশীয় উপরিচর বসুর অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ, বৃষভের পুত্র পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য, পুণ্যের তনয় সত্যধৃতি। মৎ-৫০।

পুণ্যযশা—যযাতি বংশীয় মহাভাগ শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অন্যতম। ভাগ ৯স্ক-২৩।

পুণ্যশীল—বিষ্ণুর অন্যতম দূত। পূর্ব্বজন্মে তিনি বিষ্ণুদাস নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১০৭; স্কন্দ-কাশী-পূ-৮।

পুণ্যা—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ প্রধানা গোপীনীর অন্যতমা পুণ্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮।

পুণ্যাত্মা—ক্রতুপত্নী সন্নতি হইতে পুণ্যাত্মা ও সুমতী নামে দুই কন্যা জন্মে। তাঁহারা পূর্ণমাস পুত্র পর্ব্বসের পুত্রবধূ ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮।

পুণ্যারণ্য— তিনি ইন্দ্রসাবর্ণি বংশীয় বরণ্যের পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম অধরারণ্য। ব্রহ্মবৈ কৃষ্ণ-৪১।

পুণ্যাসন—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি স্কন্দ-ব্রহ্ম ধর্ম্ম ৯।

পুণ্যেয়ু—যযাতি বংশীয় ভদ্রাশ্বের ধৃতা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৯। ধৃতা ও ভদ্রাশ্ব দেখ।

পুতনা—(১) রাক্ষসী বিশেষ। কংস কর্তৃক ব্রজের শিশু নিহত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই পাপীয়সী স্তনের উপরিভাগে বিষ প্রলেপ করিয়া শিশুদিগকে স্তন্যদান করিত। এইরূপে দুগ্ধের সহিত বিষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যশোদার গৃহে প্রবেশ করিয়া, শিশু কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ পূর্ব্বেই ইহা অবগত ছিলেন। তিনি এমন জোরে তাঁহার স্তনে দন্তাঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলে দেখিয়া একেবারে অবাক হইল। শ্রীমহাভাগ-৫১; পদ্ম-উত্ত-২৪৫; হরি হরি-৬২; অগ্নি-১২; দেবীভাগ-৪স্ক-২৩; ভাগ-১০স্ক-৬। (২) মাতৃকা বিশেষ। মহাভা-১৩স্ক-৬। কংস স্বীয় ভগিনী পুতনাকে শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য, নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। বলির কন্যা শকুনী ও পুতনা। বায়ু-৬৭।

পুতাত্মা—কশ্যপ নন্দন পুতাত্মা বারাণসীতে পবনেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩।

পুত্র— (১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। হরি হরি-৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম পুত্র। অগ্নি-১০৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (২) ভৃগুর অন্যতম পুত্র বিধাতা। বিধাতার পত্নী আয়তি, পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকা পাণ্ডুর পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবণ, অধন, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। বায়ু ২৮।

পুত্রক—ইক্ষ্বাকু বংশীয় সম্বরণের তনয় কুরু। কুরুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পুত্রক। বায়ু-৯৯।

পুত্রধর্ম্মা—নরপতি আয়ুর অন্যতম তনয় নহুষ, নহুষের অন্যতম তনয় পুত্রধর্ম্মা, পুত্রধর্ম্মার তনয় ধর্ম্মবৃদ্ধ। বায়ু-৯২।

ত্রব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব এই তিনটী আর্ষের প্রবর। মৎ-১৯৬।

পুত্রিকসেন—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি

হালের পরে পুত্রিকসেন একবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে শাতকর্ণী দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পুত্রিকা—অস্তরা, মিশ্রকেশী, পুত্রিকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ লৌকিকী নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। লৌকিকা অপ্সরা দেখ।

পুনর্ব্বসু—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি তিত্তির তনয় পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর তনয় অভিজিৎ, অভিজিতের তনয় আহুক ও কন্যা আহুকী। হরি হরি ৩৭। (২) যদুবংশীয় আনকদুন্দুভির অন্যতম পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বসু, তৎপুত্র আহুক, আহুকের পুত্র উগ্রসেন ও দেবক। কূর্ম্ম পূ-২৪। (৩) দক্ষ-প্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে চন্দ্র সাতাইশটীকে বিবাহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুনর্ব্বসু অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৪) অন্ধক বংশীয় নরপতি অভিজিতের তনয় পুনর্ব্বসু। এই পুনর্ব্বসুর আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। আহুকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

পুনর্ভব—মগধের জনৈক রাজা। রাজা বজ্রমিত্রের পর তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপশ্চাৎ মহাভাগ মগধে দ্বাত্রিংশবৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২।

পুপু—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র বিধাতা, বিধাতার তনয় মৃকণ্ডু, মৃকণ্ডুর তনয় পুপু। বিষ্ণু-১ম-১০।

পুর—পুর নামে এক অসুর ছিল। তাঁহাকে ইন্দ্র বধ করেন। সেজন্য তাঁহার নাম হয় পুরন্দর। বাম-৭১।

পুরঞ্জন—নারদ ঋষি এই নাম নরপতি প্রাচীনবর্হিকে দিয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-২৫।

পুরঞ্জয়—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা ভার্য্যা ও সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকা হইতে ক্রমি, ক্রমিণ, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৭। (২) মনুবংশীয় নরপতি বিকুক্ষির (অন্যনাম—শশাদ) পুত্র। তাঁহার ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই অপর দুই নামও আছে। একবার দানব-দিগের সহিত দেবগণের বিশ্বসংহারক সমর সংঘটিত হয়। দেবতারা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নৃপতি শশাদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্রকে বাহন হইতে বলা হয়। ইন্দ্র, নরপতি শশাদের বাহন হইতে সম্মত হন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তখন ইন্দ্র বৃষভরূপ ধারণ করেন এবং পুরঞ্জয়ের বাহন হন। এইজন্য তাঁহার ইন্দ্রবাহ নাম হয়। তিনি বৃষভের ককুদে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ককুৎস্থ হয়। তিনি দানবগণের পুরী জয় করিয়া দানব স্ত্রীগণ ও ধনরাশি বজ্রপাণিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাই

তাঁহার নাম পুরঞ্জয় হয়। তাঁহার পুত্র অনেনা। ভাগ ৯স্ক-৬; বৃহদ্ধর্ম-মধ্য-১৮। (৩) অন্য নাম রিপুঞ্জয়। তিনি বৃহদ্রথের বংশীয়। তাঁহার মন্ত্রী শুনক, তাঁহাকে নিহত করিয়া প্রদ্যোৎ নামক এক আত্মীয়কে সিংহাসন প্রদান করেন। ভাগ ১২স্ক-১। (৪) যযাতি বংশীয় কালানরের পৌত্র ও সৃঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। এই পুরঞ্জয়ের তনয় জনমেজয়, তৎপুত্র মহামণি। অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-২৮। (৫) মগধের কৈলকিল যবন ভূপতি বিন্ধ্য শক্তির তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র রামচন্দ্রের তনয় ধর্ম্ম। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় সঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা। মহামনা সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী ভূপতি হইয়াছিলেন। মৎ-৪৮। (৭) বিষ্ণুভক্ত নরপতি ধ্রুবের তনয় পুষ্টি ও ধান্য। পুষ্টির অবন্তী দেশীয়া স্ত্রী মূর্চ্ছা, রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২; দেবীভাগ-৭স্ক-৯।

পুরণ—একজন প্রাচীনকালের ঋষি। তিনি নর্ম্মদা নামক ঋষির নিকট বিষ্ণু-পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত পুরাণ আবার নাগরাজ বাসুকিকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮।

পুরন্দর—(১) অগ্নির অন্যতম তনয় লোকেরা তপস্যাদ্বারা তাঁহারই সাহায্যে অতি সত্বর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন। পুরন্দর হইতে উক্থা নামক অগ্নি জন্মে। মহাভা-বন-২১৮। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে সূর্য্যের তনয় শ্রাদ্ধদেব মনু এবং পুরন্দর ইন্দ্র ছিলেন। কূর্ম-পু-উত্ত-৪১। (৩) পুর নামক অসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র পুরন্দর বলিয়া খ্যাত হন। বাম-৭১। (৪) ইন্দ্রের অন্য নাম। তিনি অসুরদিগকে সংহার করিয়া স্বর্গ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রামা-আদি-৪৫। (৫) ময়দানব হেমা নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইলে পুরন্দর স্বীয় বজ্রদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করেন। রামা-কিষ্কি-৫১। (৬) রাম-রাবণের যুদ্ধাবসানে, ইন্দ্র রামকে বর প্রদান করিতে চাহিলে, রাম মৃত বানরগণের পুনর্জীবন ও তাহাদের জন্য বনস্থ বৃক্ষাদি যাহাতে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হয়, সেই বর চাহিয়াছিলেন। পুরন্দরের বর প্রভাবে সমস্ত মৃত বানর-যূথ পুনর্জীবিত হয় এবং নিমেষ-মধ্যে বৃক্ষাদি পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। রামা-লঙ্কা-১২২।

পুরন্ধি—ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা। মহর্ষি ভৌম তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ-৫।৪২।৫।

পুরবস—যদুবংশীয় দেবক্ষত্রের তনয় দেবনক্ষত্র, দেবনক্ষত্রের তনয় মধু, মধুর তনয় পুরবস। মৎ-৪৪

পুরস্ত—পুরুবংশীয় মতিনারের তনয় তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত এই তিন জন। অগ্নি-২৭৮।

পুরহূত—যযাতি বংশীয় দ্রবরসের তনয় পুরহূত, পুরহূতের তনয় জন্তু, জন্তুর তনয় সাত্বত। অগ্নি-২৭৫।

পুরাণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষকে বৎস কল্পনা করিয়া পুরাণ মহীকে দোহন করেন। বায়ু-৬৩।

পুরাণপুরুষ—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২।

পুরাণেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

পুরাবসু—গন্ধর্ব্বপতি পুরাবসু হইতে মন্দার, মন্দর, মন্দ, মন্দহাস, মহাবল, সুদেব, সুধন, শোধ ও ভানু নামে নয় পুত্র জন্মে। তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গান করিতেন। একদা সরস্বতীকে দেখিয়া ব্রহ্মা মোহাচ্ছন্ন হন। তদ্দর্শনে তাঁহারা মনে মনে হাস্য করেন, এই অপরাধে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষের পত্নী হইতে শকুনি, শম্বর, দৃষ্ট, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ নামে জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে তাঁহারা অপান্তরতম মুনির পরামর্শে বিষ্ণুকে বৈরভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪২।

পুরিষ্য—বিধাতা স্বীয় ভার্য্যা ক্রিয়ার গর্ভে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নি উৎপাদন করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮।

পুরীন্দ্রসেন—জনৈক রাজা। তিনি রাজা মন্দুলকের পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপশ্চাৎ সৌম্য ভূপতি রাজত্ব করেন। মৎ-২৭৩।

পুরীমান—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি গোমতীর পুত্র। পুরীমানের তনয় মেদ। ভাগ ১২স্ক-১।

পুরুষভীরু—মগধের সূর্য্যবংশীয় নরপতি তলের পুত্র। তাঁহার পুত্র সুনন্দন। ভাগ-১১স্ক ১।

পুরীষাতরু—ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর পুত্র সুচন্দ্র, সুচন্দ্রের তনয় শ্রীনিকেতু, শ্রীনিকেতুর তনয় পুরীষাতরু, পুরীষাতরুর তনয় গোক্কামুখ। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৯।

পুরু—(১) অত্রির তনয় পুরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৫।১৬।১। অগ্নি সংগ্রামে পুরুকে অভিভূত করেন। ঋগ-৭।৮।৪। (২) চাক্ষুষের তনয় মনু, মনুর পত্নী নড়লা (নড্বলা) হইতে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। নড্বলা দেখ। (৩) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির স্ত্রী ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। ভূপতি যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া ভোগ বিলাসে অতৃপ্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রদের

রূপ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জরা প্রদান করিয়া বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী হইলেন। যযাতি একে একে সকল পুত্রকেই জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই সম্মত হইলেন না। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু সম্মত হইয়া জরা গ্রহণ করিলেন। হরি-হরি-৩০; রামা-উত্ত ৬৮, ৬৯। যযাতি কুরু ও পাঞ্চাল প্রদেশ পুরুকে প্রদান করেন। পুরুর তনয় মহাবীর্য্য, মহাবীর্যের তনয় প্রচিন্বান্। হরি-হরি-৩১; ভাগ-৯স্ক-১৮, ১৯, ২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) পুরুর স্ত্রী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় এবং অন্যতমা স্ত্রী পৌষ্টির গর্ভে প্রবীর ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সারথির নামও পুরু ছিল। মহাভা-আদি-৩২। (৬) ধ্রুববংশীয় মনুর ঔরসে ও নড্বলার গর্ভে তাঁহার জন্ম। ভাগ-৪স্ক ১৩। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের অন্যতমা পুত্র। ভাগ-৮স্ক-৫। (৭) চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড্বলা, উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ ১৪। সোমবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃবাক্য পালন নিরত পুরুকে সার্ব্বভৌম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৮) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী, বিরজা প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে পুরু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৯) চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির অন্যতমা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি পিতৃআজ্ঞা পালন-নিরত পুরুকেই সিংহাসন প্রদান করেন। লি-৬৬। (১০) পুরুর পুত্র জনমেজয়, এই জনমেজয়ের তনয় প্রাচীন্বত। তিনি প্রাচীদিক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন্বতের তনয় মনস্যু তৎপুত্র পীতায়ুধ, তৎপুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় বহুবিধ। মৎ-৪৮।

পুরুকুৎস—(১) একবার ইন্দ্র পুরুকুৎসের সহায় হইয়া তাঁহার শত্রুর সপ্তনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। নরপতি পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু। ঋগ-১।৬৩।৭; ১।১১২।১। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতী (অন্যনাম চৈত্ররথী) হইতে পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা নর্ম্মদা দক্ষিণপথগামিনী হইয়া জীবগণকে পবিত্র করিতেন। তিনি পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী ছিলেন। পুরুকুৎসের কন্যাকে সোমবংশীয় নরপতি কুশিক বিবাহ করেন। কুশিকের তনয় গাধি। গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। হরি-হরি-১২,১৮। (৩) যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র অংশু, অংশুর তনয় সত্বত। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৪) মান্ধাতার তিন পুত্রের অন্যতম। উরগগণ তাঁহাকে আপনাদের নর্ম্মদা নাম্নী

ভগিনী দান করেন। ভুজগেন্দ্রের নিয়োগে সেই নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন। বিষ্ণুশক্তিধর পুরুকুৎস এই স্থানে বধ্য গন্ধর্ব্বগণকে বধ করেন। তাঁহার পুত্র ত্রসদস্যু। ভাগ-৯স্ক-৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অম্বরীষের পুত্র তৃতীয় যুবনাশ্ব। কূর্ম্ম-পু-২০। (৬) নর্ম্মদার গর্ভে পুরুকুৎস, রাজার এক মহাযশা পুত্র জন্মে তাঁহার নাম ত্রসদস্যু। কূর্ম্ম-পু ২০। (৭) যদুবংশীয় অম্বুর পুত্র পুরুকুৎস, তৎপুত্র অংশু, অংশুর তনয় সত্বত। কূর্ম্ম-পু-২৪। (৮) নৃপতি মান্ধাতার পত্নী বিন্দুমতীর পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৯) এই পুরুকুৎস রসাতলস্থিত ষট্‌কোটী সংখ্যক মৌনেয় নামক গন্ধর্ব্ব বিনাশ করিয়া, নাগকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম নর্ম্মদা। নর্ম্মদার গর্ভে পুরুকুৎসের ত্রসদস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত। বিষ্ণু-৪র্থ-২। (১০) মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিনজন বিখ্যাত তনয় ছিল। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। লি-৬৫। (১১) পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু নর্ম্মদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রসদস্যুর এক পুত্র সম্ভূতি। সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবন্দ। লি-৬৫। (১২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেন, মুচুকুন্দ ও শক্রজিৎ এই চারিজন। পুরুকুৎসের তনয় নর্ম্মদাপতি বসুদ, বসুদের পুত্র সম্ভূতি। মৎ-১২। (১৩) ইনি মান্ধাতার পুত্র। নর্ম্মদানদী তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্রমবাসিক-২০। জনৈক রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

পুরুজ—যযাতি বংশীয় সুশান্তির পুত্র পুরুজ, পুরুজের তনয় অর্ক, অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-২১।

পুরুজাতি—পুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্যাশ্ব। হরি-হরি-৩২।

পুরুজানু—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুশান্তির পুত্র পুরুজানু। তৎপুত্র চক্ষু, চক্ষুর পুত্র হর্য্যশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (২) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী নীলিনী, নীল নামে এক পুত্র প্রসব করেন। নরপতি নীল তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যার ফলে সুশান্তি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। সুশান্তির তনয় পুরুজানু, তৎপুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ভদ্রাশ্ব। মৎ-৫০। (৩) সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, পুরুজানুর পুত্র রিক্ষ। বায়ু-৯৯।

পুরুজিৎ—(১) পুরুজিৎ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা ৮। (২) জনক বংশীয় নৃপতি উর্দ্ধকেতুর

পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের তনয় অরিষ্টনেমী, অরিষ্টনেমীর পুত্র শ্রুতায়ু। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৩) যযাতি বংশীয় রুচকের পঞ্চপুত্রের মধ্যে পুরুজিৎ অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা কঙ্কের ঔরসে ও উগ্রসেন কন্যা কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। জনৈক নরপতি মহাভা-সভা-৮

পুরুদ্বহ—রুদ্রমেরুসাবর্ণির অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৭। রুদ্রমেরু সাবর্ণি দেখ। পুরুদ্বানের তনয় পুরুদ্বহ; পুরুদ্বহের স্ত্রী ঐক্ষ্বাকী হইতে সত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৫।

পুরুদ্বান্—(১) যদুবংশীয় নৃপতি মরুবসার পুত্র পুরুদ্বান্। পুরুদ্বানের স্ত্রী বিদর্ভরাজ দুহিতা ভদ্রাবতী হইতে মধু নামে এক পুত্র জন্মে। মধুর তনয় সত্বান্। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় পুরবসের তনয় পুরুদ্বান্ হইতে বিদর্ভরাজ কন্যা ভদ্রসেনীর গর্ভে জন্তু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জন্তুর তনয় সাত্বত। মৎ-৪৪। (৩) চৈত্য বংশীয় মহাপুরুবসের তনয় পুরুদ্বান্, পুরুদ্বানের স্ত্রী ভদ্রাবতী হইতে পুরুদ্বহ নামে এক পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৫।

পুরুনীথ—রাজর্ষি শতবনির তনয় পুরুনীথ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। ঋগ-১।৫৯।৭।

পুরুমিত্র—(১) পুরুমিত্রের কন্যা শুন্ধ্যুরকে স্বয়ম্বরে বিমদ ঋষি বিবাহ করেন। ঋগ-১।১১৭।২০। (২) নরপতি পুরুমিত্র মগধপতি জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরি-হরি-৯১।

পুরুমীঢ়—রাজর্ষি বিদশ্বের তনয় পুরুমীঢ় মহর্ষি শ্যাবাশ্বকে ধেনুশত ও অনেক মহামূল্য ধন দান করেন। ঋগ-৫।৬১।১০।

পুরুমীল্হ—মহর্ষি সুহোত্রের তনয় পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋগ-৪।৪৩।৪৪, ৬।৩১।১।

পুরুমীঢ়—(১) মহর্ষি পুরুমীঢ় ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া, অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-১।১৮৩।১। (২) পুরুবংশীয় নরপতি সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষ্বাকী হইতে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) যযাতি বংশীয় নৃপতি হস্তীর তিন পুত্রের অন্যতম। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (৪) পুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৫) ভুবমন্যুর অন্যতম তনয় বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী, হস্তিনাপুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তনয় অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন জন। মৎ-৫৯।

পুরুমেধ—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পুরুমেধ

একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৮৯।১।

পুরুযশা—পাঞ্চাল দেশে ভূরিযশা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুযশা পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হন। পরে স্বীয় গুরু যাজ ও উপযাজের পরামর্শে বৈশাখ মাসে ত্রয়োদশী ব্রত পালন করিয়া পুন রাজ্য ধন ও সম্পদের অধিকারী হন। তাঁহার স্ত্রী শিখিনী ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকীর্ত্তি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিজয় ও চিত্রকেতু নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২৫।

পুরুষ—(১) ব্রহ্মকেই পুরুষ বা বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া ঋগ্বেদের সূক্ত রচিত হইয়াছে। ঋগ ১০।৯০।১। (২) ষষ্ঠ মনু চাক্ষুবের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক ৫। (৩) খর দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩। (৪) মহাবিষ্ণু সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া, প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। বৃহন্না-৩।

পুরুষন্তি—অশ্বিদ্বয় রাজর্ষি পুরুষন্তিকে একবার অসুরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। তিনি মহর্ষি অবৎ-সারকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।২৩।

পুরুষোত্তম—সর্ব্বভূতের পূরণ কর্ত্তা ও তাহাতে সর্ব্বভূত অবসন্ন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন। মহাভা-উদ্-৬৯।

পুরুহন্মা—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি পুরোহন্মা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ ৮।৭০।১।

পুরুহস্তা—সাবিত্রী দেবী কর্ণিকাপুরে পুরুহস্তা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পুরুহুত—ইন্দ্রের এক নাম। মৎ-৬১।

পুরুহুতা—পুষ্করাখ্য তীর্থে দেবী পুরুহুতা অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২; স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

পুরুহোত্র—(১) জ্যামঘ বংশীয় নরপতি অনুরথের পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় অংশ, অংশের তনয় সত্বত। বিষ্ণু-৪র্থ ১২। (২) যযাতি বংশীয় অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের তনয় আয়ু। আয়ুর তনয় সাত্বত। ভাগ ৯স্ক ২৪।

পুরুষাদক—মনুবংশীয় নরপতি রঘুর প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি তনয় জন্মে। কল্মাষপাদের পুত্র শত্রুঘন। রামা-অযো ১১০।

পুরূরবা—(১) রাজর্ষি পুরূরবা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তাহাহইতে তিন প্রকার যজ্ঞ অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঋগ-১।৩১।৪। তাঁহার পৌত্র নহুষ

দর্পের জন্য স্বর্গচ্যুত হন। অগ্নি নহুষের সেনাপতি ছিলেন। ঋগ-১।৩১।১১। বৈবস্বত মনুর যজ্ঞ হইতে ইরা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। সোমনন্দন বুধের ঔরসে, ইরার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। মিত্রাবরুনের বরে পুরূরবার জন্মের পরে ইরা পুত্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। বশিষ্ঠের অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রয়াগ প্রদেশে সুদ্যুম্ন রাজা হন। মহারাজ সুদ্যুম্ন পুরূরবাকে এই রাজ্য দান করেন। হরি-হরি-১০। (২) পুরূরবা বিদ্বান্, তেজস্বী দানশীল, যাজ্ঞিক, বিপুলদক্ষিণ, দাতা, ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। শত্রু সমরে তিনি অপরাজেয় ছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্রও যজ্ঞসকল আহরণ করিয়াছিলেন। "মহারাজ আমি তোমাকে বিবস্ত্র দেখিব না। এবং, আমি সকামা হইলেই আমার সহিত মৈথুন ধর্ম্মে সংগত হইতে পারিবে, আমার শয্যার পার্শ্বে সতত দুইটী মেষ বাধা থাকিবে এবং তুমি দিবসে মাত্র একবার ঘৃতপ্রাশন করিয়া থাকিবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে পুরূরবার সাত পুত্র জন্মে। উর্ব্বশী মানুষের নিকট ছিল বলিয়া, গন্ধর্ব্বগণ উদ্বিগ্ন হন। এবং অন্যতম গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু তাঁহাকে উদ্ধার করিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। একদা রাত্রিকালে বিশ্বাবসু উর্ব্বশীর মেষ দুইটীকে অপহরণ করেন। উর্ব্বশী মেষের জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরূরবা তাড়াতাড়ি বিবস্ত্র অবস্থায়ই বিশ্বাবসুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেইসময়ে বিদ্যুতালোকে উর্ব্বশী পুরূরবাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। নরপতি পুরূরবা অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে অরণি করিয়া গন্ধর্ব্বলোক সমুদয় লাভ করেন। এবং গন্ধর্ব্বগণ হইতে বর লাভ করিয়া ত্রেতাগ্নি স্থাপন করেন। পূর্ব্বে অগ্নি একমাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণগার্হপত্য ও আহবনীয় ভেদে ত্রিবিধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৬। চন্দ্রের তনয় বুধ, বুধের পত্নী ইলা হইতে পুরূরবার জন্ম হয়। ইলা তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন। ইলা দেখ। পুরূরবা মনুষ্য হইয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সমুদ্র পরিবেষ্টিত চতুর্দ্দশ দ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্নসকল অপহরণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া, পুরূরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত

করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপর ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভ পরতন্ত্র, বলদৃপ্ত নরাধিপ সত্ত্বই বিনিষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। উর্ব্বশীগর্ভে পুরূরবার আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে ছয় পুত্র জন্মে। মহাভা আদি-৭৫। (৪) রাজর্ষি এলের পুত্র পুরূরবা, মহর্ষি কশ্যপ ও বায়ুদেবের নিকট রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৭২, ৭৩। (৫) বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রালয়ে নারদমুখে পুরূরবার যশোগান শ্রবণে উর্ব্বশী উন্মত্তপ্রায় হইয়া, পুরূরবার নিকট আগমন করেন। এদিকে পুরূরবাও তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। পুরূরবা তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিলে, উর্ব্বশী বলিলেন,—মহারাজ আমার এই মেষ দুইটী আপনি গচ্ছিত রাখুন। এবং আপনাকে কোন এক বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময়ে উলঙ্গ দেখিলে আর আপনার নিকট থাকিব না। রাজা এই কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন ইন্দ্রদেব সভায় উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য গন্ধর্ব্বদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা একদিন মধ্যরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পুরূরবার নিকট রক্ষিত উর্ব্বশীর মেষ দুইটীকে হরণ করিলেন। মেষের ক্রন্দন শব্দে উর্ব্বশী জাগরিত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিলে, তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিয়া উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয় নামে ছয় পুত্র জন্মে। তিনি দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করেন। এই অগ্নির নাম জাতবেদা। সত্যযুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। নারায়ণই একমাত্র দেবতা, অগ্নিও একমাত্র ছিল এবং বর্ণও একমাত্র ছিল। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে পুরূরবা হইতে তিনটী বেদ হয়। ভাগ-৯স্ক ১৫। (৬) বৈবস্বত মনুর জেষ্ঠা কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ইলা পরে সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। কূর্ম্ম-পু-২০। (৭) মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও চন্দ্রের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হয়। এই ইলা স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া, শিবের বরে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার নাম হয় সুদ্যুম্ন। মনু তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন আবার তাহা পুরূরবাকে প্রদান করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। (৮) বুধের পুত্র পুরূরবা অতি দানশীল বহুযজ্ঞ-

কারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। কোনও সময়ে মিত্রাবরুণের শাপ প্রভাবে "আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে" এই মনে করিয়া উর্ব্বশী মর্ত্ত্যবাসী পুরূরবার সমীপে আগমন করেন। রাজা উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীন মনোবৃত্তি হইলেন। এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বহন করিতে বলিলেন। উর্ব্বশী কহিলেন, আমার পুত্র সদৃশ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যাপার্শ্ব হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না। আপনি আমার দৃষ্টি-মধ্যে উলঙ্গ হইতে পারিবেন না। ঘৃতই মাত্র আমার আহার দ্রব্য হইবে। যদি ইহাতে স্বীকৃত হন, তবে আপনার নিকট থাকিতে পারি। রাজা পুরূরবা সম্মত হইলে, উর্ব্বশী তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাপন করিলেন। এদিকে উর্ব্বশী ব্যতীত অপ্সরা, সিদ্ধ ও দেবগণের সুরলোক আর রমণীয় বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর পণবেত্তা বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া, উর্ব্বশীর মেষদ্বয় হরণ করিলেন। উর্ব্বশীর আহ্বানে, রাত্রির অন্ধকারে তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিতে পাইবে না মনে করিয়া, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুরূরবা স্বীয় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক মেষ অপহারকদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক প্রকাশ করিলেন। সেই বিদ্যুতালোকে রাজাকে বিবস্ত্র দেখিয়া, উর্ব্বশী তাঁহার আলয় পরিত্যাগ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া মেষদ্বয় পরিহারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা হৃষ্ট-চিত্তে মেষদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিয়া, উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। পরে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজ সরোবরে অন্য চারিজন অপ্সরার সহিত উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়া, রাজা পুরূ-রবা তাঁহাকে পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী কহিলেন,—অবিবেচকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই। এক্ষণে আমি গর্ভবতী। এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন। ঐ সময় আপনার একটী পুত্র হইবে। এবং আপনার সহিত আমি একরাত্রি সহবাস করিব। উর্ব্বশীর কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া পুরূরবা স্বপুরে আগমন করিলেন এবং বৎসরান্তে পুনর্ব্বার কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন উর্ব্বশী রাজাকে আয়ু নামক এক পুত্র প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার সহিত এক রাত্রি সহবাস করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচটী পুত্রের জন্য গর্ভধারণ করিলেন। তারপর গন্ধর্ব্ব

সকল রাজাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইলে, রাজা বলিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়-সামর্থ অবিহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য ও কোষ পরিপূর্ণই আছে। কেবল উর্ব্বশী সহবাস বর্ত্তমানে আমার অপ্রাপ্য। এই কারণে আমি উর্ব্বশীর সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়া কহিলেন,—বেদানুসারী হইয়া উর্ব্বশী সহবাস কামনাপূর্ব্বক প্রতিদিন তিনবার করিয়া এই অগ্নির যজন করিলে, আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন। তখন রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করিয়া, স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইল যে, উর্ব্বশীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নি আনয়ন যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তখন সেই বনমধ্যেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা স্বগৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু নিশাকালে জাগ্রত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, উর্ব্বশী লাভের জন্য গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে যে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। তখন সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য তিনি আবার বনমধ্যে গমন করিলেন। কিন্তু পরিত্যক্ত স্থানে অগ্নিস্থালী আর দেখিতে পাইলেন না। সেইখানে একটী শমী গর্ভস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, অগ্নিস্থালীর পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করিলেন। সেই কাষ্ঠকে অরণি করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে তিনি গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন। পুরূরবার আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু, অযুতায়ু নামে ছয় পুত্র ছিল। অমাবসুর পুত্র ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। বিষ্ণু-৪র্থ-৬, ৭। (৮) পুরূরবা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সপ্তদ্বীপাধিপত্য ও সর্ব্বলোকৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তিনি কেশী প্রভৃতি দৈত্যগণকে বার বার পরাজিত করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে, তাঁহার আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্য ও শতায়ু নামে আট পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মহাবলবান্ ছিলেন। মৎ-২৪। (৯) ইলার তনয়। ইলাই তাঁহার মাতা ও পিতা ছিলেন। মনুষ্য হইয়াও তিনি সর্ব্বদা দেবগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। তিনি সমুদ্র বেষ্টিত চতুর্দ্দশদ্বীপাধিপতি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের বহু ধন-রত্ন অপহরণ করেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাদের শাপেই তিনি মৃতপ্রায় হন। যজ্ঞ কার্য্যের জন্য তিনি গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাগ্নি উর্ব্বশীকে আনয়ন

করেন। পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৭৫। (১০) রাজা এলের তনয়। তিনি পবন ও কশ্যপ কর্ত্তৃক রাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৭২, ৭৩। (১১) রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। মহারাজ পুরূরবা গো-দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-৭৬। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে ও বুধের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পুত্রের নাম আয়ু। মহাভা-অনুশা-১৪৭। পুরু অথবা পুরূ নামে জনৈক রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। রাজা বুধের তনয়। রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি ছিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল শ্রীমান্ পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নহুষ এই আয়ুর তনয়। রামা-উত্ত-৬৬।

পুরূরবাদিত্য—বুধনন্দন রাজা পুরূরবা, পুরূরবাদিত্য নামে আদিত্য মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪৬।

পুরোচন—কুরুরাজ দুর্য্যোধনের একজন সচিব। তিনি শিল্পকর্ম্ম বিশারদ ছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার দ্বারা জতুগৃহ নির্ম্মাণ করান। পাণ্ডবগণকে পুড়াইয়া মারিবার ভার তাঁহারই উপর ছিল। অবশেষে জতুগৃহে তিনিই পুড়িয়া মারা যান। মহাভা-আদি-১৪৮।

পুরোজব—(১) মনুবংশীয় নরপতি মেধাতিথির সপ্তপুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি স্বীয় অধিকৃত শাকদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্বীয় নামানুসারে এক এক বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০; স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। (২) অষ্টবসুর অন্যতম প্রাণের পত্নী উর্জ্জস্বতী হইতে আয়ু, সহ ও পুরোজব নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পত্নী শিবা হইতে পুরোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৪) অনিলের তনয় পুরোজব। অগ্নি-১৮।

পুরোজবা—অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের তনয় পুরোজবা। মৎ-২০৩। পুরোজব দেখ।

পুরোবসু—যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্য, দ্রুহ্যের তনয় বভ্রুসেতু, বভ্রুসেতুর পুত্র পুরোবসু, পুরোবসুর তনয় গান্ধারগণ, গান্ধারগণের তনয় ঘর্ম্ম। অগ্নি-২৭৭।

পুলক—মগধের বৃহদ্রথ ও বীতিহোত্র বংশীয় রাজগণ পরলোক গমন করিলে পর, বিজয়ী পুলক স্বীয় প্রভু মহীপালকে হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্রকে

মগধের সিংহাসনে স্থাপন করেন। মৎ-২৭২।

পুলস্ত্য—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। একবার রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে বন্দী হন। পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। হরি-হরি-৩৩। (২) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এই ছয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৩) পুলস্ত্যের স্ত্রী সন্ধ্যা। মহাভা-উদ্-১১৬। (৪) আবার ঐ অধ্যায়ের অন্যত্র আছে, পুলস্ত্যের পত্নী প্রতীচী। ব্রহ্মার উদান হইতে পুলস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। প্রসূতি দেখ। (৫) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি দত্তোলী নামে এক তনয় ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। এই দত্তোলীই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৬) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভু হইতে বিশ্রবা ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৫। (৭) পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্ত নামক অগ্নি উৎপন্ন হয়েন। এই দত্তই পূর্ব্বজন্মে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার অনেক সন্তান-সন্ততি জন্মে। শিব-বায়ু-পূ-২৫। (৮) মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী প্রীতি হইতে দত্তোলী (অগস্ত্য), বিনীত ও দেববাহু নামে তিন পুত্র এবং সদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সদ্বতী অগ্নির ভার্য্যা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২৯। (৯) মহর্ষি ভাগবত কথা মৈত্রেয় ঋষিকে শ্রবণ করান। ভাগ-৩স্ক-৮। (১০) ভগবান্ ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার কর্ণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নীর নাম হবির্ভূ। তাঁহাদের অগস্ত্য নামে পুত্র, অন্য জন্মে জটরাগ্নি স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের অন্য পুত্র বিশ্রবা। ভাগ-৪স্ক-১। (১১) ব্রহ্মা যোগবিদ্যায় মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ব্রহ্মা উদান হইতে পুলস্ত্যকে সৃষ্টি করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে পুলস্ত্য প্রীতিকে বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। প্রীতি অগস্ত্য (অন্য নাম দত্তোলী) নামক এক পুত্র ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। পুলস্ত্যের অন্যতমা পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে ঐলবিল বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (১২) তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। বরা-৩৫। (১৩) পুলস্ত্য ঋষি নারদকে বামন পুরাণের কথা বলিয়াছিলেন। বাম-১। (১৪) ব্রহ্মার মানস পুত্র। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ

এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত তিনি দক্ষ কন্যা প্রীতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দত্তোলী জন্মগ্রহণ করেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে পরাশর, ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক রাক্ষস বিনাশী যজ্ঞ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পুলস্ত্য তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। বিষ্ণু-১ম-১। মনুবংশীয় নরপতি নাভীর তনয় ঋষভ দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক, বাণপ্রস্থ বিধানানুসারে তপস্যার্থ মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। মহর্ষি পুলস্ত্যের তনয় নিদাঘ, ব্রহ্মার সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ তনয় ঋভুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। বিষ্ণু-২য়-১৫। (১৫) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য ও বাম কর্ণ হইতে পুলহ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। মহাত্মা পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবা, বিশ্রবা হইতে কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০।

পুলস্ত্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে অবস্থিত। মানব তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাজাপত্যলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলহ—(১) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন বশিষ্ঠের মানস পুত্র। হরি-হরি-৩৩; মহাভা-আদি-৬৩। (২) ব্রহ্মার কর্ণ হইতে পুলহ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ। ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ। (৩) ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহুতির কন্যা গতিকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে কর্ম্মশ্রেষ্ট, বরীয়স ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) ব্রহ্মার মানস পুত্রদের অন্যতম। বরা-৩৫। (৫) তিনি দক্ষের কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু-১ম-১। পুলস্ত্য দেখ। (৬) ব্রহ্মা যোগ বিদ্যায়, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ব্রহ্মা ধ্যান হইতে পুলহকে সৃজন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা ক্ষমাকে পুলহ বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২। ক্ষমা, কর্দ্দম, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-৭। মৃগ, ব্যাল, দংষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, ঋক্ষ, শূকর ও হস্তী ইহারা পুলহের সন্তান। কূর্ম্ম-পূ-১৯। মহর্ষি সনন্দন মহর্ষি পুলহকে ঐশ্বর জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-উক্ত-১১। পুলহ ঐ জ্ঞান গৌতমকে প্রদান করেন। কূর্ম্ম-

পূ-উ-১১। (৭) ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য এবং বাম কর্ণ হইতে পুলহ জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পুলহ হইতে বাৎস জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (৮) ব্রহ্মা যোগবিদ্যা প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃজন করেন। লি-৫। দক্ষের ও প্রসূতির অন্যতমা কন্যা ক্ষমা পুলহের পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে কর্দ্দম বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নামে তিন তনয় ও পীবরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৫। মৃগ, ব্যাঘ্র, দংষ্ট্রি, পশু, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর, হস্তী, বানর, কিন্নর ও অন্যান্য কিম্পুরুষগণ পুলহের সন্তান। লি-৬৩। (৯) ঋষি বিশেষ। রাক্ষসদের হিতার্থে তিনি অন্যান্য ঋষিদের সহিত পরাশরের রাক্ষস বধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১১৬। জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭। (১০) পূর্ব্ব-কালে ষোল জন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। রামা-আরণ্য-১৪।

পুলহেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮।

পুলিন্দ—(১) একজন কিরাতরাজ। মহাভা-সভা-৪। (২) মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি সুজ্যেষ্ঠের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পুলিন্দের পুত্র উদ্‌ঘোষ। ভাগ-১২স্ক-১।

পুলিন্দক—মগধের শুঙ্গ বংশীয় নরপতি আর্দ্রকের তনয় পুলিন্দক। পুলিন্দকের তনয় ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলিমান্—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি গৌতমীপুত্রের আত্মজ পুলিমান্, পুলিমানের তনয় শাতকর্ণি শিবশ্রী, তাঁহার তনয় শিবস্কন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুলুবা—মগধের অন্ধ্র বংশীয় নরপতি শতকর্ণি দণ্ডশ্রীর পরে, নরপতি পুলুবা সাত বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

পুলুষ—কেকয় নরপতির তনয় অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার নিকট পুলুষ ঋষির তনয় সত্যযজ্ঞ পৌলুষি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। ছান্দো-৫মপ্র-১১খ২৪।

পুলোম—(১) বিদ্যাধর বিশেষ। বরা-৮০। (২) দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের অন্যতম তনয় দনু, দনুর শত পুত্রের অন্যতম পুলোম। এই পুলোমের কন্যা শচী, ইন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। অগ্নি-১৯।

পুলোমজা—দৈত্যপতি পুলোমের কন্যা বলিয়া শচী পুলোমজা নামে খ্যাত। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-২১।

পুলোমা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে পুলোমা প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই পুলোমার কন্যা শচীকে ইন্দ্র বিবাহ করেন। পুলোমা ইন্দ্রের বৈমাত্রেয়

ভ্রাতা। হরি-হরি-৩। (২) আবার হরি বংশের অন্যত্র আছে—বৈশ্বানরের পুলোমা ও কালিকা নাম্নী দুই কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ষাট হাজার দানব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পৌলমেয় ও কালকেয় নামে খ্যাত। হরি-হরি ৩। দেবাসুর সমরে পুলোমাসুর পবনদেবকে পরাস্ত করেন। পবন অনেক দৈত্য বিনাশ করিয়া প্রস্থান করেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ পুলোমাকে বিনাশ করেন। হরি-হরি-৩, ৪। (৩) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা কশ্যপের পত্নী ছিলেন। তাহাদের গর্ভজাত ষষ্ঠি সহস্র পুত্র পৌলোমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভে পুলোমা প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। এই পুলোমার কন্যা শচী ইন্দ্রের পত্নী। মৎ-৬। বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালকা মারীচের পত্নী ছিলেন। তাঁহারা ষষ্ঠি সহস্র দানবের জননী। ঐ দানবেরা পৌলমেয় ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৬। (৫) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে পুলোমার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৫। মহাবল পরাক্রান্ত দানব। মহাভা-শান্তি-২২৭। (৬) ইন্দ্রের শ্বশুর। পুলোমার কন্যা শচীকে, পুলোমার অনুমত্যানুসারে অনুহ্লাদ হরণ করেন। ইন্দ্র স্বীয় স্ত্রী অন্য কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। এবং স্বীয় শ্বশুর পুলোমা ও অনুহ্লাদ উভয়কে সংহার করেন। ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পুলোমা তাঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৩৩। (৭) মহর্ষি ভৃগুর পত্নীর নাম ছিল পুলোমা। পুলোমা নামে এক রাক্ষসও ছিল। একদা পুলোমা রাক্ষস, ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ভৃগু পত্নী একটী সন্তান প্রসব করিলে, রাক্ষস, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মহাভা-আদি-৫। (৮) বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমা ও কালিকাকে দানবপতি মারীচ বিবাহ করেন। মারীচ হইতে পৌলোম ও কালকেয় নামক দৈত্যগণ প্রাদুর্ভূত হন। সব্যসাচী অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। বায়ু-৬৮। (৯) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা পুলোমা ছিলেন। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ। (১০) বৈশ্বানরের চারি কন্যার অন্যতমা। মহাত্মা কশ্যপ বৈশ্বানরের চারি কন্যার মধ্যে পুলোমা ও কালকাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (১১) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুলোমার সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দনুর

গর্ভে যে একষট্টি তনয় জন্মে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ভাগ-৬স্ক-৬। (১২) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শবর, একচক্র, তারক, মহাবাহু, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তি জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-২১।

পৃশি—মহর্ষি পৃশিকে অযোধ্যাপতি রাম একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

পুষ্কর—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) বরুণের তনয় পুষ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্নাকালীকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। (৩) রঘুবংশীয় নরপতি সুনক্ষত্রের তনয় অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষের তনয় সুতমা। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) স্কন্দদেব সেনাপতি পদে বৃত হইলে, পুষ্করতীর্থ, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বাহুশালকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৫) দশরথের দ্বিতীয় তনয় ভরত, ভরতের তনয় তক্ষ ও পুষ্কর। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (৬) পরাশর বংশীয় বাষ্ণায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি ও পুষ্কর, ইহারা পাঁচজন কৃষ্ণ-পরাশর নামে খ্যাত। মৎ-২০১।

পুষ্করধারিণী—বিদর্ভ নগরে সত্য নামে উঞ্ছবৃত্তি পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুষ্করধারিণী স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন। সত্য তাঁহার সখা ধর্ম্মের অনুরোধে হিংসা প্রধান যজ্ঞ কার্য্য হইতে বিরত হন। মহাভা-শান্তি-২৭২।

পুষ্করমাল—যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা বৃকের ঔরসে ও দুর্ব্বাক্ষীর গর্ভে পুষ্করমাল ও তক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক ২৪।

পুষ্করমালী—মহাবীর পুষ্করমালীর পত্নী কুণ্ডলা বিন্ধ্যবানের কন্যা ছিলেন। তিনি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসার সখী ছিলেন। মার্ক-২১।

পুষ্করস্বন—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, চাক্ষুষমনু, পুষ্করস্বন, মধু, মহোরগ, বিভ্রান্তকবসু, বাল, বিষ্কম্ভ ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১।

পুষ্করাবতী—সাবিত্রী দেবী প্রভাস ক্ষেত্রে পুষ্করাবতী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

পুষ্করারুণি—(১) যযাতি বংশীয় দুরিত-ক্ষয়ের তনয় ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি এই তিন জন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) পুষ্করারুণির তনয় বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের তনয় হস্তী। কল্কি-৩স্ক-৪।

পুষ্করি—(১) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের তনয় উরুক্ষব। উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যরুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯। (২) মহাবীর্য্যের

তনয় ভীম, ভীমের তনয় উভক্ষয়, উভক্ষয়ের ভার্য্যা বিশালা হইতে ত্রয্যারুণি, পুষ্করী ও কপি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। বায়ু-৯৯।

পুষ্করিণী—(১) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ও চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। মনুর পত্নী নড়লা (নড্‌লা) হইতে উরু প্রভৃতি দশ তনয় জন্মে। হরি-হরি-২। (২) পুরুবংশীয় নরপতি শকুন্তলার তনয় ভরত বহু যাগ-যজ্ঞ করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করেন। ভূমন্যুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহরি, সুজয় ও ঋচীক নামে ছয় তনয় জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (৩) ধ্রুবের প্রপৌত্র ব্যুষ্টার স্ত্রী। তিনি সর্ব্বতেজাকে (অন্য নাম চক্ষু) জন্ম দেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (৫) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, চক্ষুর পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির কন্যা পুষ্করিণী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৬) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা চাক্ষুষ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মনু (ষষ্ঠ মন্বন্তর পতি) জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধ্রুবের তনয় পুষ্টি, পুষ্টির তনয় রিপু, রিপুর তনয় চাক্ষুষ, চাক্ষুষের পত্নী পুষ্করিণী বরুণ নামে এক তনয় প্রসব করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (৮) রিপুর তনয় চক্ষু, চক্ষুর পত্নী পুষ্করিণী হইতে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৭। (৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী হইতে সর্ব্বতেজা জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৩।

পুষ্করিণ্য—পুরুবংশীয় নরপতি উরুক্ষয়ের ত্র্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

পুষ্করেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে পুষ্করেশ্বর মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মানব শিবলোকে গমন করে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭৩।

পুষ্কল—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। (২) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম পুত্র ভরত, ভরতের অন্যতম পুত্র পুষ্কল। ভাগ-৯স্ক-১১। (৩) ভরত স্বীয় পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল সমভিব্যাহারে গান্ধার দেশ জয় করিয়া, তথায় পুত্রদের নামানুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নগরদ্বয় স্থাপন করেন। রামা-উত্ত-১১৩,১১৪।

পুষ্কসী—কর্কট নামে এক রাক্ষস ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম পুষ্কসী ছিল। কর্কটের কন্যা কর্কটীকে প্রথমে বিরাধ ও পরে কুম্ভকর্ণ বিবাহ করেন। শিব-জ্ঞান-৪৮।

পুষ্যা—দক্ষপ্রজাপতির ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে চন্দ্র সাতাশটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পুষ্যা অন্যতমা। বিষ্ণু-১ম-১৫।

ব্রহ্মাণ্ড-২৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি ষাট কন্যার মধ্যে কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্রিয়া, মতি, লজ্জা ও বপু নাম্নী দশ কন্যাকে ভার্য্যার্থে ধর্ম্মকে প্রদান করেন। হরি হরি ২১৮। (৩) পুষ্টির পুত্র লাভ। কূর্ম্ম-পূ-৮; বায়ু-১০। (৪) বসুদেবের পুত্র। বায়ু-৯৬। মদিরা দেখ। (৫) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, পুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। দক্ষের ঔরসে ও মনু কন্যা প্রসূতির গর্ভজাত চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী বিষ্ণু-১ম-৭। (৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে, পুষ্টি, দেবসেনা, জয়া, মেধা, বিজয়া, জয়কৃত্তিকা এবং যোগকরণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (৭) তিনি দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা এবং ধর্ম্মের পত্নী। তাঁহার গর্ভে মহান্ জন্মেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৮) গণেশের স্ত্রীর নাম পুষ্টি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১০) দক্ষ হইতে প্রসূতিতে শ্রদ্ধা, পুষ্টি, প্রভৃতি চব্বিশটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১।

পুষ্টিমতি— পুষ্টিমতি নামে অগ্নি সন্তুষ্ট হইলে লোকে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ-পোষণ জন্য

পুষ্টিমান্— মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কংস, পুষ্টিমান্ প্রভৃতি নয় পুত্র এবং কাংসা, কংসবতী প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩৭।

পুষ্প—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ধ্রুবের অন্যতম পুত্র শ্লিষ্টি, শ্লিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া হইতে পুষ্প, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) রামের বংশধর শঙ্খের তনয় পুষ্প, পুষ্পের পুত্র অর্থসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধির তনয় সুদর্শন। হরি-হরি-১৫। (৩) পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসাভুজঙ্গীর অন্যতম পুত্র পুষ্প। মহাভা-উদ্-১০২। (৪) রঘুবংশীয় নরপতি হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের তনয় ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। ভাগ-৯স্ক-১২।

পুষ্পগন্ধা—অপ্সরা বিশেষ। দেবীভাগ-৪স্ক-৬।

পুষ্পজিৎ—জনৈক ঋষি। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

পুষ্পদংষ্ট্র—দক্ষের ষষ্টি কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে যে সহস্র নাগের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে শেষ, বাসুকি, পদ্ম, কর্কোট, পুষ্পদংষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মৎ-৬১। পদ্ম দেখ।

পুষ্পদন্ত—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ তিনি অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধে,

মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১২। (২) পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মাল্যবান ছিল। পদ্ম-উত্ত-৪৩। গন্ধর্ব্বেশ্বর পুষ্পদন্ত একবার মহাদেবের আদেশে দূতরূপে দানবেন্দ্র শঙ্খচূড়ের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-২০; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৭। (৩) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অম্বিকা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্তকে প্রদান করেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। (৪) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ব্বজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৪৬। (৬) বিধূম নামক বসুর অন্যতম ভৃত্য। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

পুষ্পদন্তী—গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের পত্নী মালিনী হইতে পুষ্পদন্তী নামে এক পরম রূপবতী কন্যা জন্মে। তিনি গন্ধর্ব্বপতি মাল্যবানের স্ত্রী ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৪৩।

পুষ্পদন্তেশ্বর—শিবের অনুচর পুষ্পদন্ত, শিবের শাপে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া মহাকালবনে যে শিবের আরাধনা করেন, তাহাই পুষ্পদন্তেশ্বর নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৭৭।

পুষ্পবান্—মগধের অধিপতি কুশাগ্রের তনয় বৃষভ, বৃষভের তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবানের তনয় সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় উর্জ্জ। হরি-হরি-৩২। মহাবল পরাক্রান্ত দানব বিশেষ। মহাভা-শান্তি-২২৭। মগধের অধিপতি পুষ্পবানের পুত্র সত্যধৃত, সত্যধৃতের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় জন্তু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯।

পুষ্পবাহন— পুরাকালে, রথন্তরকল্পে পুষ্পবাহন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তপস্যাতুষ্ট ব্রহ্মা তাঁহাকে একটী যথেচ্ছগমনক্ষম কাঞ্চনমালা প্রদান করেন। উক্ত মালার সাহায্যে তিনি নগরবাসীগণসহ এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে এবং সুরলোকাদিতে বিচরণ করিতেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে পদ্ম পুষ্পবাহন দিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পুষ্পবাহন নামে আখ্যাত হন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লীলাবতী। লীলাবতীর গর্ভে তাঁহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল। মৎ-১০০।

পুষ্পমিত্র—(১) তিনি মৌর্য্যবংশীয় ভূপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী ছিলেন। বৃহদ্রথের পুত্র দশরথকে বিনাশ করিয়া তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় ভূপতিরা শুঙ্গবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র। শুঙ্গবংশীয় দশজন নৃপতি সর্ব্বশুদ্ধ একশত বার বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (২) এই ক্ষত্রিয় রাজা কিলবিলা নগরীর অধিপতি প্রবীরকের পরে মগধের রাজা হন। তাঁহার পুত্র দুর্ম্মিত্র। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) বসুদেব নামক কণ্ববংশীয় একজন অমাত্য

শুঙ্গবংশীয় শেষ নরপতি দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

পুষ্পরাক্ষ—সূর্য্যবংশীয় নরপতি সুচন্দ্রের পুত্র পুষ্পরাক্ষ। পরশুরাম সুচন্দ্রকে নিহত করিলে, পুষ্পরাক্ষ ৭হু সৈন্যসহ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রসহ নিধন প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-৩০।

পুষ্পাদিত্য—প্রভাসক্ষেত্রে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ পুষ্পাদিত্য নামে এক দেবতা আছেন। স্কন্দ-নাগ-১৫৫।

পুষ্পানন—কুবরের সভাসদ ও অনুচর জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

পুষ্পায়ুধ—কামদেবের অন্যনাম।

পুষ্পার্ণ—ধ্রুবের পৌত্র ও বৎসরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবীণী। প্রভা ও দোষা নামে পুষ্পার্ণের দুই ভার্য্যা ছিল। প্রভা হইতে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং এবং দোষা হইতে প্রদোষ, নিশিথ ও ব্যুষ্ট উৎপন্ন হন। ভাগ-৫স্ক-২৩।

পুষ্পান্বেষি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পুষ্পোৎকটা—(১) বিশ্রবার অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও খর নামে চারি পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (২) মাল্যবান্ রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা, বিশ্রবা মুনির চারি পত্নীর অন্যতমা ছিলেন। পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব, খর ও কন্যা কুম্ভীনসী জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৩। (৩) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তদীয় স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫।

পুষ্য—রামের বংশে মহাযোগীশ্বর জৈমিনীর শিষ্য হিরণ্যনাভ জন্মগ্রহণ করেন। এই হিরণ্যনাভের তনয় পুষ্য। পুষ্যের তনয় ধ্রুবসন্ধি। বিষ্ণু-৪র্থ-৪।

পূজনীয়া—পূজনীয়া নামে এক চটক পক্ষী ছিল। সে পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের ভবনে শাবক সহ বাস করিত। ব্রহ্মদত্তের বালকপুত্র সর্ব্বসেন এই চটকীর সন্তান সকলকে বিনাশ করেন। পূজনীয়া সেইজন্য সর্ব্বসেনের চক্ষু নষ্ট করে। হরি-হরি-২০।

পূতদক্ষ—কণ্বগোত্রীয় মহর্ষি পূতদক্ষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি মরুদ্‌গণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৮।৯৪।১০।

পূতনা—(১) অপ্সরা বিশেষ। স্বারোচিষ মনুর পুত্র ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের সাত পুত্র মেরু পর্ব্বতে তপস্যার্থ গমন করেন। বিপশ্চিৎ নামা ইন্দ্র, পূতনা নাম্নী অপ্সরা দ্বারা তাঁহাদের তপস্যা

নষ্ট করেন। এই পূতনাকে দেখিয়া তাঁহাদের রেতস্খলন হয়। সেই রেত জলচারিণী শঙ্খিনী পান করিয়া সাতটী পুত্র প্রসব করেন। ইঁহারাই পরে মরুৎ নামে খ্যাত হন। এবং, ইঁহারাই স্বারোচিষ মন্বন্তরের মরুৎ। বাম-৭২। (২) নন্দ প্রভৃতির গোকুলে বাসকালীন কোন এক রাত্রে বালঘাতিনী পূতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য দান করিত, তাহারা প্রাণত্যাগ করিত। কৃষ্ণ সেই পূতনাকে করদ্বারা অবপীড়িত, গাঢ় স্তন গ্রহণ করিয়া বধ করেন। পূতনা ভীষণ গর্জ্জনান্তর প্রাণত্যাগ করে। বিষ্ণু-৫ম-৫। (৩) কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন। পূতনা স্বীয় স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণের মুখে সেই স্তন প্রদান করেন। কৃষ্ণ স্তন পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু পূতনা বিকট বদনে, ঊর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। বলিকন্যা রত্নমালা পিতার যজ্ঞ সময়ে বামনের রূপ দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ কাতরা হন। এবং মনে মনে অভিলাষ করেন যে, এই বামন আমার পুত্র সদৃশ হইলে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য দান করি। ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্মান্তরে তাঁহার স্তন্য পানপূর্ব্বক তাঁহাকে মাতৃগতি প্রদান করেন। তখন তাহার নাম হয় পূতনা। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-১০। (৪) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। পূতনা দেখ।

পুতনানুগ—মরুদ্‌বতীর গর্ভজাত মরুদ্‌গণের অন্যতম পুতনানুগ। মৎ-১৭১। মরুদ্ দেখ।

পূরণ—মহর্ষি পূরণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋ ৪৭। (২) অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র ও পূরণ এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯১।

পূরিত—বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি ২৭।

পূর্ণ—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা হইতে সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৩৫; কালিকা-৩৪। (২) মনুবংশীয় নরপতি মীঢ্বানের পুত্র। পূর্ণের তনয় ইন্দ্রসেন। ভাগ-৯স্ক-২। বাসুকীর অন্যতম তনয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণকলা—হারীত নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পূর্ণকলা ছিল। তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন তিনি একদা স্নানার্থ বসন পরিত্যাগ করিয়া জলে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পূর্ণকলা জল হইতে উত্থিত হইলে, কামদেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে নানাবিধ মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। লজ্জিতা পূর্ণকলা তাঁহার সম্মুখে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিমধ্যে হারীত তথায় উপস্থিত হইয়া, গোপনে কামদেবের সকল উক্তি শ্রবণ করিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি উভয়কেই শাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার শাপে কামদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও পূর্ণকলা শীলারূপে পরিণতা হইলেন। সেই শীলা খণ্ডশীলা দেবী নামে খ্যাত হইল। কামদেব সেই শীলারূপিনী দেবীর আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হইলেন। স্কন্দ নাগ-২৩৩।

পূর্ণভদ্র—(১) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ। (২) পূর্ণভদ্র নামে এক মহর্ষি ছিলেন। অঙ্গ দেশের অধিপতি চম্প তাঁহার প্রসাদে হর্য্যঙ্গ নামে তনয় লাভ করেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩১। (২)শিবের অন্যতম অনুচর পূর্ণভদ্র, শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহে নবতি কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৩) কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভে যে সকল নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫। (৪) যক্ষপতি পূর্ণভদ্রের তনয় হরিকেশ। মৎ-১৮০। হরিকেশ দেখ।

পূর্ণমাস—(১) ধাতার ঔরসে ও তদীয় অন্যতমা পত্নী অনুমতীর গর্ভে পূর্ণমাস জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) কালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্বজিৎ-১৮। (২) মরীচির পত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামে এক পুত্র এবং তুষ্টি, বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিত্তি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। পূর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৩) মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পূর্ণমাস ও মারীচ নামে দুই পুত্র এবং তুষ্টি, দৃষ্টি, কৃষি ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা প্রসব করেন। লি-৫। (৪) যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (৫) পূর্ণমাসের স্ত্রী সরস্বতী হইতে বিরজ ও পর্ব্বস নামক পুত্রদ্বয় জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯।

পূর্ণমুখ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণা— নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচীর গর্ভজাত অন্যতমা কন্যা ও অত্রিবংশীয় প্রভাকর ঋষির পত্নী। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

পূর্ণাঙ্গ—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪

পূর্ণাঙ্গদ—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

পূর্ণায়ু—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। প্রধা দেখ।

পূর্ণিতা--লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

পূর্ণিমা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা অর্চ্চিষ্মতীর অন্য নাম পূর্ণিমা। মহাভা-বন-২১৬। প্রজাপতি কর্দ্দমের অন্যতমা কন্যা কলা হইতে মরীচির কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদের দুইজনের বংশদ্বারাই এই জগত পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ণিমার বিরাজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১।

পূর্ণিমাগতিক—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পূর্ণোৎসঙ্গ—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি শ্রীশান্তকর্ণির পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, শাতকর্ণির পুত্র লম্বোদর। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭৩।

পূর্ব্বচিত্তি—(১) পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯। (২) পূর্ব্বচিত্তি হইতে অগ্নীধ্র, নাভি প্রভৃতি নয় পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু-২য়-১। অগ্নীধ্র দেখ। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে তিনি রাজা আগ্নীধ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাক গ্রহণ করেন। আগ্নীধ্রের ঔরসেও পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-২। (৪) পূর্ব্বচিত্তি, ঋতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্য-গীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ্সরা বিশেষ। লি-৫৫। স্বর্গবেশ্যা। মহাভা-আদি-৭৪।

পূর্ব্বপাদ—একজন শিবের অনুচর। তিনি সত্তরকোটী অনুচরসহ শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

পূর্ব্বফল্গুনী—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বফল্গুনী অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পূর্ব্বভাদ্রপদা—চন্দ্র, দক্ষের ষষ্ঠি কন্যার

মধ্যে সপ্তবিংশতিটীকে বিবাহ করেন তন্মধ্যে পূর্ব্বভাদ্রপদী অন্যতমা। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯।

পূর্ব্বাতিথি—(১) অত্রিবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭। (২) মহর্ষি অত্রির তনয় পূর্ব্বাতিথি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

পূর্ব্বাষাঢ়া—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা পত্নী। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯।

পূলহ—পুলহ দেখ।

পুলিন্দক—মগধের রাজা অন্তকের পুত্র পুলিন্দক, মগধে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপশ্চাৎ বজ্রমিত্র মগধে রাজা হন। মৎ-২৭২।

পূষণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা পূষণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

পূষা—(১) প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের অন্যতম দেবতা পূষা। সূর্য্যের অপর নাম পূষা। ঋষিরা তাঁহার স্তব করিবার জন্য অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। পূষার বাহন ছাগ। ঋগ-১।৪২।১; ৯।৬৭।১০। (২) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। একবার দেবাসুর সমরে পূষা দৈত্যশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের হস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-২৩৭। (৩) পূষা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি পিষ্টদ্রব্য ভোজী। ইনি পুরাকালে দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া দন্ত নিঃসারণপূর্ব্বক হাস্য করায় ভগ্নদন্ত হইয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৪) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে, বীরভদ্র নামক মহাদেবের প্রধানগণ মুষ্টাঘাতে পূষার দন্ত সকল চূর্ণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম পূ-১৫। (৫) দক্ষযজ্ঞে মহাদেব পূষার দন্তভগ্ন করেন। বিষ্ণু-৫ম-১৬; মহাভা-অনুশা-১৬০। বাম-৫। অন্যতম দেবতা। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) দক্ষের ষষ্ঠি কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম পূষা। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত। মৎ-৫, ৬। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। মহাভা-আদি-১২৩। তিনি খাণ্ডব দাহে ভগ্ন অস্ত্র লইয়া অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৯।

পুষ্য-একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের অসিত, দেবল, ও কশ্যপ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

পৃথগ্ভাব—চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের

একটী গণ বা শ্রেণী। হরি-হরি-৭।

পৃথবান্—তিনি একজন ধনীরাজা ছিলেন। ঋগ-১০।৯৩।১৪।

পৃথা—পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর অন্যনাম পৃথা। মহাভা আদি-১১১। যদুবংশীয় নরপতি দেবমীঢ়ুষের পুত্র শূর। শূরের পত্নী ভোজবংশীয় মহিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথু-কীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। নরপতি কুন্তিভোজ প্রার্থনা করিলে শূর স্বীয় বন্ধু, বৃদ্ধ. পূজ্য কুন্তিভোজকে পৃথা নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। কন্যাটি [illegible] তিনি কুন্তী নামে অভিহিতা হন। এই কুন্তীকে নরপতি পাণ্ডু বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩৮। কুন্তী দেখ।

পৃথাশ্ব—পৃথাশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

পৃথি—(১) বেনের পুত্র অক্ষুণ্ণ রাজর্ষি পৃথিকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১২।১। (২) পৃথিবীর অন্য নাম পৃথি। রামা-আদি-৩৬।

পৃথিবী—(১) আর্য্যদের আকাশ দেবতা দ্যৌ। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক স্থলে সকল দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এবং একসঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী এইযুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ-১।২২।১৩। (২) পৃথিবীকে বেন রাজার পুত্র পৃথুর কন্যা বলা হয়। কারণ তিনি ভূমিকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৬; দেবীভাগ-৮স্ক-১৮; বৃহন্না-৩; মহাভা· অনুশা-১৫০। (৩) অন্যতম দেবতা। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৪) পৃথিবী গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণের শরণ লই-লেন। দেবগণ ব্রহ্মার সমভিব্যাহারে বিষ্ণু সমীপে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সেই কেশদ্বয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম নামে খ্যাত হইবে এবং কংসকে বধ করিবে। বিষ্ণু-[illegible]। (৫) একবার উপেন্দ্রদেব নানাবিধ ভূষণে সজ্জিত হইয়া মলয় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। পৃথিবীদেবী তাঁহাকে দেখিয়া কামবাণে জর্জ্জরিতা হইয়া অতি সুগন্ধ মালতী মালা তাঁহার গলে অর্পণ করেন। এই মিলনে তিনি গর্ভবতী হন। যথাকালে তিনি প্রবা-লের আকার বিশিষ্ট এক তনয় প্রসব করেন। তাঁহার নাম মঙ্গল। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

পৃথু—(১) মহর্ষি পৃথু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়া-ছেন। ঋগ-১০।১৪৮।১। (২) পৃথু নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিনয় বলে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মনু-৭।৪০—৪২। (৩) নরপতি বেন

অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। পরে বেনের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে, তাহা হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু, হুতাশন সদৃশ দীপ্যমান আজগব নামক আজ্যধনু, রক্ষার্থ কবচ ও দিব্যশর সমুদয়ের সহিত সমুত্থিত হইলেন। আঙ্গিরস দেবগণসহ ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর জঙ্গম ভূতগণ সমাগত হইয়া, নরাধিপ বেননন্দন পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকর্তৃক যে সকল প্রজা বিরক্ত হইয়াছিল, পৃথু তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি নানা প্রকার সৎকাজ করিয়া অনুরাগ ভাজন হইলেন। তিনি যখন সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতেন, তখন সলিল সকল স্তব্ধ অর্থাৎ স্থল সদৃশ কঠিন হইত। শৈল সকল তাঁহাকে পথ প্রদান করিত। রাজা পৃথু সূত ও মাগধের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিত করিবার অভিলাষে ধনুর্ব্বান ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তিনি ধনুষ্কোটী দ্বারা শত সহস্র শৈল উৎসারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পর্ব্বত সকল বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বসুমতীকে সমান করিয়াছিলেন। বেননন্দন পৃথু হইতেই কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যোদ্ভব হইয়াছিল। পৃথুর তনয় অন্তর্দ্ধি ও পালিত। হরি-হরি-২,৫, ৬। (৪) তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন এবং সত্য নামক দেবগণ ছিলেন। হরি-হরি-৭। (৫) প্রথম মেরুসাবর্ণির ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় নামে নয় জন পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বরাশ্ব, এবং বিশ্বরাশ্ব হইতে আর্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২০। (৭) কাম্পিল্য দেশের অধিপতি পুরুবংশীয় নরপতি পারের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় সুকৃত, সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ। হরি-হরি-১১। (৮) যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। হরি হরি-৩৪। (৯) অষ্ট-বসুর একজনের নাম পৃথু ছিল। মহাভা-আদি-৯৯। (১০) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম পৃথু ছিলেন। মৎ-

অকপী দেখ। হরি-হরি-৭। অকপীবান্ দেখ। (১১) দেবযক্ষের অন্যতম তনয়। গর্গ-মথুরা-১২। দেব-যক্ষ দেখ। (১২) রাজা পৃথু ভগবানের নবম অবতার। তিনি পৃথিবী হইতে ঔষধি প্রভৃতি বস্তু সকল দোহন করেন। এই কারণে এই অবতার

সকলের অতিশয় কামনীয় হইয়াছিল। ভাগ-১স্ক-৩। (১৩) ঋষি বিশেষ। তাঁহার নামানুসারে মনু তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৭। (১৪) রাজা বেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাহুদ্বয় মন্থন করিলে, তাহা হইতে পৃথু নামে এক পুত্র ও অর্চ্চি নাম্নী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু অর্চ্চিকেই বিবাহ করেন। রাজ্যে অজন্মা হইলে তিনি মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। তিনিই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উচ্চ ভূমি সমতল করিয়া গ্রাম নগর ইত্যাদির পত্তন করেন। তিনি একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নী অর্চ্চির গর্ভে বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী চিতারোহণে ভর্ত্তার অনুগামিনী হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বিজিতাশ্ব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্নেহবশতঃ ভ্রাতাদিগকে এক এক দিক দান করিলেন। তদনুসারে হর্য্যক্ষ পূর্ব্বদিকের, ধূম্রকেশ দক্ষিণ দিকের, বৃক পশ্চিম ও দ্রবিণ উত্তর দিকের আধিপত্য লাভ করিলেন। ভাগ-৪স্ক-১৩। (১৫) মনুবংশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পিতার নাম অনেনা। ভাগ-৯স্ক-৬। (১৬) যযাতি বংশীয় রুচকের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩। রুচক দেখ। (১৭) যযাতি বংশীয় বিশদগুর পৌত্র ও চিত্ররথের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক২৪। (১৮) বেনের তনয় পৃথু, বৈন্য নামেও বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। বৈন্যের পিতামহের যজ্ঞে স্বয়ং হরি পৌরাণিক সর্ব্বশাস্ত্র বক্তা সূতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৈন্য পৃথু শ্রীকৃষ্ণের বরে শিখণ্ডী, হবির্দ্ধান ও অন্তর্দ্ধান নামক পুত্রগণকে লাভ করেন। শিখণ্ডীর তনয় সুশীল। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (১৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুযোধনের তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বক। কূর্ম্ম-পূ-২০। (২০) যদুবংশীয় চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ নামে ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল। ভাগ-৯স্ক-২৪; কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রস্তাবির তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত, নক্তের অপত্য গয়। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (২২) তামস মনুর সময়ে জ্যোতির্ধাম, কাব্য, পীবর, পৃথু প্রভৃতি সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। তামস মনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১। তামস মনু দেখ। (২৩) সত্যযুগে তিনি রাজা ছিলেন। বরা-৬৮। (২৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় অনন্ত। বায়ু-৩৩; বরা-৭৪। (২৫) অন্য নাম বৈন্য।

তিনি মনুবংশীয় অত্যাচারী নৃপতি বেনের পুত্র। তিনি নিজকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বধ করেন। পরে তাঁহার উরু মন্থন করিলে বিন্ধ্যাচলবাসী নিষাধের জন্ম হয়। তৎপর ঋষিরা তাহার দক্ষিণ বাহু-মন্থন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহা হইতে বৈন্য পৃথুর জন্ম হয়। তিনি ভূপৃষ্ঠের সমতা পালন করিয়া কৃষির উৎকর্ষতা সম্পাদন করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (২৬) বৈবস্বত মনুবংশীয় নরপতি সুযোধন হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথুর তনয় বিশ্বক। বিশ্বকের আর্দ্রক নামে পুত্র জন্মে। লি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২৭) চন্দ্রবংশীয় নরপতি চিত্ররথের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, স্বপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমী, অশ্বজ, ধর্ম্মভৃৎ, সুভূমি ও বহুভূমি নামে কতিপয় পুত্র এবং শ্রাবিষ্ঠা ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। লি-৬৯। (২৮) অষ্টবসুর অন্যতম। মহাভা আদি-৯৯। (২৯) ইক্ষ্বাকু বংশীয় কাকুৎস্থের পুত্র পৃথু, পৃথুর তনয় বিশ্বরন্ধী। দেবীভাগ-৭স্ক-৯। (৩০) একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

পৃথুক—চাক্ষুষ মন্বন্তরে, পৃথুক, আদ্য, প্রসূত, ভব্য ও লেখ্য এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন এবং মনোযব ইন্দ্র ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০।

পৃথুকর্ম্মা—(১) সোমবংশীয় নরপতি পৃথুযশার পুত্র পৃথুকর্ম্মা, তৎপুত্র পৃথুঞ্জয়, পৃথুঞ্জয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুকীর্ত্তির তনয় পৃথুদান। কূর্ম্ম পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুকীর্ত্তি—(১) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর, শূরের পত্নী ভোজ বংশীয়া মারিষীর গর্ভে বসুদেব, দেবশ্রবা প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। হরি হরি-৩৯। (২) যযাতি বংশীয় মহাভাগ শশবিন্দুর প্রধান ছয় পুত্রের অন্যতম। ভাগ ৯স্ক-২৩। (৩) সোম বংশীয় নরপতি পৃথুজয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি। তৎপুত্র পৃথুদান, পৃথুদানের তনয় পৃথুশ্রবা। কূর্ম্ম পূ-২৪। (৪) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুমনা, পৃথুজয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২; মৎ-৪৪; বায়ু-৯৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

পৃথুকেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে মহাকাল বনে মহাপাপ নাশন এক শিবলিঙ্গ আছেন। বেননন্দন পৃথু তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বপাপ মুক্ত হন। তদবধি উক্ত লিঙ্গ পৃথুকেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৪৯।

পৃথুগ—ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন। এই চাক্ষুষ মনুর সময়ে মনোজব ইন্দ্র হন এবং আপ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ দেবতা হন। ইঁহাদের প্রত্যেক শ্রেণীতে আট জন করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১। চাক্ষুষ মনু দেখ।

পৃথুচিত্তি—সুপ্রতীক নাগের প্রহারী, সম্পাতি ও পৃথুচিত্তি নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। বায়ু-৬৯।

পৃথুজয়—(১) সোম বংশীয় নরপতি পৃথুকর্ম্মার তনয় পৃথুজয়, পৃথুজয়ের তনয় পৃথুকীর্ত্তি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুঞ্জয়—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ প্রধান প্রধান পুত্রেব অন্যতম পৃথুঞ্জয় ছিলেন। মৎ-৪৪। পৃথুকীর্ত্তি দেখ।

পৃথুতেজা—নরপতি শশবিন্দুর শত পুত্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু ও পৃথুজয় দেখ।

পৃথুদকতীর্থ—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, পৃথুদকতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নাগজিহ্ব, চন্দ্রভাস, পাণিকূর্ম্ম, অশিক্ষক, চাবক্ত্র ও জম্বুককে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

পৃথুদর্ভ—রাজা উশীনরের অন্যতমা পত্নী দৃষদ্বতী হইতে শিবি জন্মগ্রহণ করেন। শিবির তনয় পৃথুদর্ভ, সুবীর, কেকয় ও ভদ্রক। তাঁহারা চারিজন যথাক্রমে কেকয়, ভদ্রক, সৌবীর ও পৌর-জনপদের অধিপতি ছিলেন। মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭।

পৃথুদান—(১) সোমবংশীয় নরপতি পৃথুকীর্ত্তির তনয় পৃথুদান, পৃথুদানের তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র পৃথুসত্তম। কূর্ম্ম পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন ছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

পৃথুদ্রব—নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুধর্ম্মা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। মৎ-৪৪। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুবক্ত্রা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

পৃথুবর্ম্মা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৫। শশবিন্দু দেখ।

পৃথুমনা—যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকীর্ত্তি, পৃথুযশা, পৃথুশ্রবা, পৃথুধর্ম্মা, পৃথুঞ্জয়, পৃথুমনা ও পৃথুজয় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। মৎ-৪৪।

পৃথুযশা—(১) সোমবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুযশা, তৎপুত্র পৃথুকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্রের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবা এই ছয় জন প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু ৪র্থ-১২; বায়ু-৯৫।

পৃথুরশ্মি—শুক্রাচার্য্যের অন্যতম তনয় বরূত্রী, বরূত্রীর তনয় রঞ্জল, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্‌গিরা। বায়ু-৬৫।

পৃথুরুক্ম—(১) যদুবংশীয় নরপতি পরাজিতের মহাবীর্য্যশালী রুক্মেযু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামে পাঁচ পুত্র ছিল। রুক্মেযু পৃথুরুক্মের সহায়তায় রাজা হন; কিন্তু পরে পৃথুরুক্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৬। (২) যদুবংশীয় নরপতি পরাবৃতের রুক্মেযু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যামঘের তনয় বিদর্ভ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (৩) চন্দ্রবংশীয় নরপতি পরাবৃতির পঞ্চ পুত্রের অন্যতম পৃথুরুক্ম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মেযুর রাজ্য শাসনের প্রধান সহায় ছিলেন। লি-৬৮। (৪) যদু বংশীয় রুক্মকবচের অন্যতম তনয়। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মেযুর আশ্রয়েই বাস করিতেন। মৎ-৪৪।

পৃথুরুক্মক—কম্বলবর্হির তনয় রুক্মকবচ, তৎপুত্র পৃথুরুক্মক। অগ্নি-২৭৫।

পৃথুলাক্ষ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। হরি-হরি-৩১। (২) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয়। পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহৎভানু নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃহদ্রথের তনয় বৃহন্মনা। ভাগ-৯স্ক ৩। (৩) যযাতি বংশীয় তুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প, তৎপুত্র হর্য্যঙ্গ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। (৪) যযাতি বংশীয় চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। চম্পের চম্পা নাম্নী পুরী ছিল। ইহা পূর্ব্বে মালিনী নামে খ্যাতি ছিল। পূর্ণভদ্রের প্রসাদে পৃথুলাক্ষের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। মৎ-৪৮। (৫) একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮। (৬) লোমপাদের তনয় চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প। অগ্নি-২৭৭।

পৃথুলাশ্ব—একজন রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৮।

পৃথুশ্যাম—জনস্থানবাসী রাক্ষসপতি খর-দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হয়েন। রামা-আরণ্য-২৩।

পৃথুশ্রব—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, পৃথুশ্রব তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

পৃথুশ্রবা—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি শশবিন্দুর অন্যতম তনয়। অগ্নি-২৭৭; বায়ু-৯৫; মৎ-৪৪। (২) পৃথুশ্রবা নামে এককানীন রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলে, তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ-১।১১৬।২১। পৃথুশ্রবার তনয় কনীত। ঋগ-৮।৪৬।১। (৩) যদুবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর তনয় পৃথুশ্রবা, তৎপুত্র অনন্তর, তৎপুত্র সুযজ্ঞ। হরি-হরি-৩৬। (৪) দ্বৈতবনে পৃথুশ্রবা প্রভৃতি মুনিরা উপস্থিত থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাস জনিত ক্লেশ অপনোদন করিয়াছিলেন। মহাভা-বন ২৬। (৫) নরপতি পৃথুশ্রবার কন্যা কামা, অযুতনারীর স্ত্রী ছিলেন। মহাভা-আদি-৯৫।

পৃথুষেণ—পুরুবংশীয় নরপতি রুচিরের তনয় পৃথুষেণ, পৃথুষেণের তনয় পার, পারের তনয় নীপ। হরি-হরি-২০।

পৃথুসত্তম—সোমবংশীয় নরপতি পৃথুশ্রবার তনয় পৃথুসত্তম, তৎপুত্র উশনা, উশনার তনয় শিতেযু। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

পৃথুসেন—(১) মনুবংশীয় নরপতি বিভুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী রতির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভার্য্যা আকুতি নক্ত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) পুরুবংশীয় নরপতি রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ, নীপের শত পুত্রের অন্যতম কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৩) যযাতি বংশীয় জনমেজয়ের তনয় অঙ্গ, অঙ্গের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন। মৎ-৪৮। (৪) ভরত বংশীয় রুচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন। তাঁহার তনয় পৌর, পৌরের তনয় নীপ। মৎ-৪৯।

পৃথ্বী—যদুবংশীয় অনমিত্রের অন্যতমা স্ত্রী পৃথ্বী হইতে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অনমিত্রের বৃষভ ও ক্ষত্র নামে আরও দুই তনয় ছিল। মৎ-৪৫।

পৃথ্বীশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে সোমেশ্বরের বায়ু কোণে, ত্রেতা যুগের প্রথমে পৃথিবী একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত স্কন্দ-প্রভা প্রভা ৯৮।

পৃশ্নি— (১) মরুদ্‌গণ উগ্র ও পৃশ্নির সন্তান। ঋগ-১।২৩।৫পৃ। অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের মাতার অন্যনাম। ভাগ-১স্ক-৮। (৩) সবিতাদেবের স্ত্রী। তিনি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী এবং অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্য যোগ ও পঞ্চমহাযজ্ঞকে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি প্রজাপ্রতি সুতপার পত্নী ছিলেন।

কলিযুগে তিনি দেবকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবের পত্নী হন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন। ভাগ-১০স্ক-৩। (৫) যদুবংশীয় বৃষ্ণির পত্নী মাদ্রী পৃশ্নিকে প্রসব করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন। পৃশ্নির তনয় শ্বফল্ক ও চিত্রক। শ্বফল্কের সুতারা নাম্নী এক কন্যা এবং অক্রূর, উপমদ্গু, মৃদর, শিখারি, মেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ, অবাহ, প্রতিবাহ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। অক্রূরের পুত্র দেববান্ ও উপদেব। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

পৃশ্নিগর্ভ—বিষ্ণুর অন্যনাম। মহাভা-শান্তি-৩৪২।

পৃশ্নিগু—প্রাচীনকালের বৈদিকযুগের একজন মহর্ষি। অসুরদের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় রক্ষা করেন। ঋগ-১।১১২।১।

পৃশ্নিমেধা—সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। সুমেধা দেখ।

পৃষত— (১) নরপতি পৃষত পাঞ্চাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত দ্রুপদ, দ্রুপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় ধৃষ্টকেতু। হরি-হরি-২০। (২) ছত্রপতিনগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-১৬০। (৩) চ্যবনবংশীয় সোমকের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পৃষত, পৃষতের তনয় দ্রুপদ, দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৪) রাজা পৃষত ভরদ্বাজ মুনির সখা ছিলেন। দ্রোণের সমবয়স্ক দ্রুপদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। তিনি উত্তর দেশের রাজা ছিলেন। ছত্রপতী তাঁহার রাজধানী ছিল। মহাভা-আদি-১৬০,১৬৬।

পৃষতী—মরুদ্গণের বাহন বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত, মৃগ বা অশ্ব পৃষতী নামে অভি-হিত হয়। ঋগ-২।৩৪।৩।

পৃষদশ্ব—পৃষদশ্ব নামে একজন রা[illegible] ছিলেন। মহাভা-সভা-৮। মনুবংশীয় নরপতি বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব. পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-২। মান্ধাতা বংশীয় নরপতি অনরণ্যকে দিগবিজয় কালে রাবণ হরণ করেন। এই অন-অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৩।

পৃষধ্র— (১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি; নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করুষ, পৃষধ্র এবং সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র ছিল। পৃষধ্র গুরুর গো হিংসা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। হরি-হরি-১০; ভাগ-৮স্ক-১৩। (২) মনুর ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে পৃষধ্র, নভগ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গুরুর উপদেশে পৃষধ্র গো-

পালনে নিযুক্ত হন। একদা রাত্রিকালে শার্দ্দূলকর্ত্তৃক আক্রান্ত গাভীকে ভ্রমক্রমে তিনি নিহত করেন। জানিতে পারিয়া পরে তিনি নির্ব্বেদ প্রযুক্ত পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন। ইতিমধ্যে একদিন দাবাগ্নিতে দেহপাত করেন। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্রের অন্যতম পৃষধ্র। কূর্ম্ম-পূ-২০। (৪) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মেন। দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে সূর্য্য, এবং সূর্য্য হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, পৃষধ্র, প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। গুরুর গো বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু ৪র্থ-১। (৫) সপ্তম মন্বন্তরে সংজ্ঞার পুত্র, দীপ্তশালী ও বুদ্ধিমান শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছিলেন। তিনি বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা হন। এই সময়ে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন। এবং বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষি ছিলেন। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভ, করুষ, পৃষধ্র ও বসুমান প্রভৃতি নয়জন মনুর পুত্র। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নাভাগ, নরিষ্যন্ত, দিষ্য, করুষ এবং পৃষধ্র এই আত্মসদৃশ নয় পুত্র ছিল। পৃষধ্র গুরু চ্যবন ঋষির গোহত্যা করিয়া তাঁহার শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। লি-৬৫,৬৬। (৬) বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের অন্যতম পৃষধ্র। পৃষধ্র গো বধ জনিত অপরাধে গুরুর শাপে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১২। (৭) মনুর পুত্র পৃষধ্র। বৈবস্বতমনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনবজাতি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট মনুর এই দশ পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ হইলেন। মনুর আরও পঞ্চাশটী পুত্র জন্মে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহাভা-আদি-৭৫। রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-[illegible]। ইন্দ্র [illegible] রাজা [illegible] স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্রমবাস ২০।

পৃষধ্র—(১) কশ্যপের তনয় ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ও যম। এই মনুর দশ পুত্রের মধ্যে পৃষধ্র অন্যতম। মহাভা-আদি-৭৫। কুরুক্ষেত্র সমরে পৃষধ্র নামে কোনও নরপতি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার শরে তিনি নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৬।

পৃষিত—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় ঋত, ঋতের তনয় ক্রুত,

সুধর্ম্মা ও পৃষিত এই তিন জন। লিং-৬৬।

পৃষ্ঠঘ্ন—বেদজ্ঞ মহর্ষি হিরণ্যনাভের চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। হিরণ্যনাভ দেখ।

পৃষ্ঠমাতৃদেবী—কাশীস্থিত মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া যে মানব আদরপূর্ব্বক পৃষ্ঠমাতৃদেবীর পূজা করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-আব-অব-৮।

পৃষ্ঠলোঢ়—জনুখণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, অরক্ষি, প্রিয়ভৃত্য, পৃষ্ঠলোঢ়, দৃঢ়োস্থত, ঋত ও ঋতবন্ধু ইঁহারা তামস মনুর পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

পৃষ্টি—মরীচির পত্নী সম্ভূতি হইতে পূর্ণমাস নামে এক তনয় এবং কৃষ্টি, পৃষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নামে চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-২৮।

পেদু—রাজর্ষি পেদু অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রাপ্ত হন। এই অশ্ব সাহায্যে তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঋগ-১।১১৬।৬।

পৈঙ্গ—একজন ঋষি। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ কালে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

পৈঙ্গ্য—অযোধ্যাধিপতি রাম ধর্ম্মারণ্যের অন্তর্গত মেহেরপুরে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ব্রাহ্মণকে স্থাপন করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৩৫।

পৈঙ্গলায়নি—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পৈজবন—পৈজবন নামে একজন শূদ্র অমন্ত্রক ইন্দ্রাগ্নি বিধি অনুসারে একলক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৬০।

পৈঠীনসী—একজন বেদবেদাঙ্গ পারগ ঋষি। একবার তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৫০।

পৈপ্পল—মহর্ষি সুমন্ত অথর্ব্ববেদকে বিভাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য পৈপ্পল প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। অগ্নি-১৫০।

পৈপ্পলাক্ষ্য—অবন্তী ক্ষেত্রে পৈপ্পলাক্ষ্য মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শনে মানব মুক্তিলাভ করে। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

পৈপ্পলাদি—(১) শ্রবিষ্ঠার তনয় পৈপ্পলাদি ও কৌশিক মালিনী গর্ভসম্ভূত নৃপতি শ্বেতকর্ণের তনয় অজপার্শ্বকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৮৫। (২) মহর্ষি পৈপ্পলাদি একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পৈল—(১) মহর্ষি পৈল একজন বেদ-বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৩। (২) বসুপুত্র পৈল মহারাজ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হোতা ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭। সুমন্ত্র, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (ব্যাসের তনয়) এই পাঁচজন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৪১। (৩) দ্বৈপায়নশিষ্য পৈল মুনি ঋক্ সমূহ সংগ্রহ করিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এবং স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কলিকে অধ্যাপন করেন। বাষ্কলি চারিখানি সংহিতা রচনা করিয়া, বোধ্য, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে অধ্যাপন করেন। ইন্দ্রপ্রমতি একখানি সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় তনয় মার্কণ্ডেয়কে (বিষ্ণু-মার্কণ্ডেয়) অধ্যাপন করেন। মার্কণ্ডেয় স্বীয় তনয় সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত স্বীয় তনয় সত্যশ্রীকে অধ্যাপন করেন। সত্যশ্রী, শাস্ত্রাভ্যাস তৎপর মহাতেজা শাকল্য, রথীতর ও বাষ্কলি ভরদ্বাজ নামক শিষ্যত্রয়কে অধ্যাপন করেন। (৪) দেবমিত্র শাকল্য মুনি জ্ঞানাহঙ্কারে গর্ব্বিত ছিলেন। এজন্য জনক রাজার যজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হন। বায়ু-৬০। (৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি পৈল ভাস্করদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি নিদান নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (৬) মুনি বিশেষ। বেদব্যাস বেদকে চারি অংশে বিভাগ করিলে মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনী ও কবি সামবেদ, একা বৈশম্পায়ন সমস্ত যজুর্ব্বেদ ও দারুণ স্বভাব সুমন্ত্র মুনি অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরসাখ্য মন্ত্র এবং রোমহর্ষণ পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্যুৎপন্ন হয়েন ভাগ-১স্ক-৪। (৭) শাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ মুনি নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষা দিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (৮) মহর্ষি পৈল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫৩। (৯) তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন। এবং তাহা ভাস্করদেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও এক সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, পৈল প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈল নিদান নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১৬। (১০) ভৃগু বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (১১) ঋষি বিশেষ। তিনি দেবরাত রাজার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও বৈশম্পায়নের বিবাদে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (১২) মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্ত্র, জৈমিনী,

পৈল, বৈশম্পায়ন ও স্বীয় তনয় শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁহারাই ভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করেন। মহাভা-আদি-৬৩। (১৩) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪। (১৪) বসুর তনয় পৈল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হোতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩২। (১৫) উশীনরের পুত্র তিতিক্ষু, তিতিক্ষুর তনয় রুষদ্রথ, রুষদ্রথের তনয় পৈল, পৈলের তনয় সুতপা, সুতপার তনয় বলি। অগ্নি-২৭৭।

পৈলমৌলী—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অবৎসার, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

[illegible]

পৌষ্টক—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী কদ্রুজা ভুজঙ্গীন সহস্র তনয়ের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

পোতরণ—হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতির ভগিনী সিংহিকাকে দানবেন্দ্র বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৩।

পোষভেণ্ডী—দেবাসুর সমরে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, দ্বিরথপাবন-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর রোণ্ডিসিণ্ডি ও পোষভেণ্ডীকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

পৌড়ব—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০।

পৌণ্ড্র—বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা হইয়াছিলেন। হরি-হরি-১৬০।

পৌণ্ড্রক—(১) একজন রাজা। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) শিশুপালের মিত্র। রাজা বিশেষ। ভাগ-১০স্ক-৫৩। (৩) করূষ দেশাধিপতি পৌণ্ড্রক, "আমিই বাসুদেব" এই বলিয়া কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার [illegible] হন। কৃষ্ণ তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, পৌণ্ড্রক ও স্বীয় বন্ধু কাশীরাজের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে উভয়েই নিহত হন। ভাগ-১০স্ক-৬৬। (৩) শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ কালে রাজা পৌণ্ড্রক রুক্মীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক যদু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৬। (৪) সাবর্ণিমনুর অন্যতম তনয়। বায়ু-১০০। সাবর্ণিমনু দেখ। (৫) বারাণসী ধামে পৌণ্ড্রক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবের ন্যায় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি

হন। কিন্তু বসুদেব তনয় বাসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক বারাণসীতে প্রেরণ করিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৫১।

পৌত্রি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অত্রি, বামরথ্য ও পৌত্রি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

পৌর—(১) অত্রির অপত্য মহর্ষি পৌর একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ-৫।৭৩।১। (২) ভরত বংশীয় রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পৌর, পৌরের তনয় নীপ। মৎ-৪৯। (৩) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পৌরব—(১) পৌরব নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) অঙ্গরাজ যাজ্ঞিক, পৌরব রাজা দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রো-৫৭। (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও পৌরব ছিল। তিনি তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদজ্ঞ ও গোত্রকর্ত্তা ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৪) পৌরবের তনয় দুষ্মন্ত। দুষ্মন্তের তনয় বরাথ, এই বরাথের তনয় ভীর, ভীরের তনয় সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁহাদের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে প্রসিদ্ধ। মৎ-৪৮। (৫) বিশ্বা-মিত্রের অন্যতম পুত্র পৌরব। মহাভা-অনুশা-৪।

পৌরবী—(১) পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে দেবক জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে সুভদ্রা, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪; বিষ্ণু-৪র্থ-২৫।

পৌরিক—অতি পূর্ব্বকালে পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রী-কাতর ক্রূর স্বভাব নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃত্যুর পরে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৃগাল জন্মে তাহার সদ্‌বুদ্ধি উদয় হওয়ায় তিনি অতি সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া কিছুকাল এক শার্দ্দূলের অমাত্যের কাজ করিয়াছিলেন। পরে অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে

কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। মহাভারতের এই গল্পটী নানা উপদেশে পরিপূর্ণ। মহাভা-শান্তি ১১১।

পৌরুকুৎস—একজন অঙ্গিরা বংশীয় মন্ত্রবেদী ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫।

পৌরুশিষ্টি—একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার মতে কেবল তপস্যাই কর্ত্তব্য। তৈত্তি-১।৯।

পৌরুষেয়—সূর্য্যের অগ্রে ক্রমে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয় প্রভৃতি দ্বাদশ রাক্ষস গমন করেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অপ দেখ। বায়ু-৫২।

পৌর্ণমাস—(১) দর্শ পৌর্ণমাস বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ, ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু-৬৭। জয়গণ দেখ। (২) মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র। তাঁহার তনয় লম্বোদর। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) মরীচির পত্নী সম্ভূতির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিরজা ও সর্ব্বগ নামে দুই পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২; বিষ্ণু-৩য়-১। (৪) অগস্ত্য বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০২।

পৌল—তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬২। তামস মনু দেখ।

পৌলকায়নি—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সত্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

পৌলম—বৈশ্বানর দানবের কন্যা পুলোমা ও কালকাকে মারীচ বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে পৌলম ও কালখঞ্জ দানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬।

পৌলস্ত্য—(১) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (২) পুলস্ত্য বংশীয় বলিয়া রাবণের এক নাম পৌলস্ত্য। রামা-উত্ত-২০, ২৪। ঋষি বিশেষ। রামা-আদি-২০; (৩) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। স্বারোচিষ মনু দেখ।

পৌলহ—প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতিষ্মান্, আঙ্গিরস দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠসবন, আত্রেয়হব্যবাহন ও পৌলহ এই সাত জন ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-৭।

পৌলি—বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের একমাত্র বশিষ্ঠই আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

পৌলুষি—পুলুষ ঋষির তনয় ব্রহ্মবাদী সত্যযজ্ঞ। তিনি পুলুষি নামেও খ্যাত ছিলেন। ছান্দো ৫মঅ-১৬খ-২৪।

পৌলোম—ঋষি বিশেষ। হরি-হরি-৭। মারীচ রাক্ষসের অন্যতমা স্ত্রী ও বৈশ্বা-

নরের কন্যা পুলোমার সন্তানেরা পৌলম দৈত্য নামে খ্যাত; বায়ু-৭৮। মহাত্মা কশ্যপের ঔরসেও বৈশ্বানর দানব কন্যা পুলোমার গর্ভে পৌলোমেরা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সংখ্যায় ষষ্টীসহস্র ছিলেন। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন হস্তে সকলেই নিহত হন। ভাগ-৬স্ক-৬। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিশ্ব-দেবগণ পৌলোমগণের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০।

পৌলমী—(১) ইন্দ্র পৌলমীর গর্ভে জয়ন্ত ঋষভ ও মীঢ়ুষ নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮ (২) পুলোমা তনয়া পৌলোমী মহর্ষি ভৃগুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভৃগুর ভুবন, ভৌবন, সুজন্য, সুজন, ক্রতু, বসু, মূর্দ্ধা, ত্যাজা, বসুদ, প্রভব, অব্যয়, দক্ষ প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ও যাজ্ঞিক পুত্র উৎপন্ন হয়। পরে ভৃগু পৌলোমীতে দেবগণের কনিষ্ঠ বিপ্রগণকে উৎপন্ন করেন। মৎ-১৯৫।

পৌষ্টি— যযাতির পুত্র পুরু। পুরুর অন্যতমা স্ত্রী পৌষ্টি হইতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪।

পৌষ্প্যায়ণ—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

পৌষ্পিঞ্জি— তিনি স্বীয় গুরু সুকর্ম্মার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের উদীচ্য নামে খ্যাত অনেক শিষ্য ছিল। লোগাক্ষি, লাঙ্গলী, কুল্য, কুশীদ, কুক্ষি এই পাঁচজন পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগ-১২স্ক-৬। (২) মহর্ষি সুকর্ম্মা স্বীয় শিষ্য পৌষ্পিঞ্জি ও হিরণ্যনাভকে সহস্র প্রকার সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করান। লোকাক্ষী, কুথুমি, কুসীদ ও লাঙ্গলী প্রভৃতি পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা রচিত হইয়াছে। বিষ্ণু-৩য়-৬। পৌষ্যঞ্জি দেখ।

পৌষ্য—নরপতি পৌষ্য উপাধ্যায় আয়োদধৌমের শিষ্য মহর্ষি বেদকে উপাধ্যায় পদে বরণ করেন। এই বেদেরই শিষ্য উতঙ্ক ঋষি তাঁহার মহিষীর কর্ণাভরণ গুরু দক্ষিণার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৯,২০। উতঙ্ক দেখ।

পৌষ্যঞ্জি—ইন্দ্র বরে মহর্ষি সুশর্ম্মার পৌষ্যঞ্জী ও হিরণ্যনাভ কৌশিল্য নামে দুই শিষ্য লাভ হইয়াছিল। শোভন উদীচ্য সাধারণই ঐ পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য। তিনি তাঁহাদিগকে পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য কুথুমি, লোকাক্ষী, কুশীতি ও লাঙ্গলী এই চারিজন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭। সুশর্ম্মা দেখ।

পৌষ্পিঞ্জি দেখ।

প্রকাল—দেবাসুর যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যগণের প্রতি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলে, দৈত্যপতি প্রকাল সেই চক্র গ্রাস করিয়া ফেলেন। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব শূল প্রহারে প্রকাল, কালপ্রভ, কলাস্য, কালবিগ্রহ প্রভৃতি দৈত্যকে বিনাশ করেন। স্কন্দ-নাগ-৩৪।

প্রকালন—নাগরাজ বাসুকির অন্যতম পুত্র। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রকাশ— (১) রেবতমনুর ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, অরণ্য, নিরুৎসুক, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭; শিব ধর্ম্ম ৫৮। (২) মরুবংশীয় হৈহয়, বীতহব্য নামে খ্যাত ছিলেন। এই বীতহব্য শুক্রাচার্য্যের প্রভাবে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। এবং তাহার বংশীয়েরা পরবর্ত্তী সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই বংশের মহর্ষি শ্রবার তনয় তম। তমের তনয় প্রকাশ, প্রকাশের তনয় বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি! মহাভা-অনুশা-৩০।

প্রকাশক—রৈবত মনুর অন্যতম পুত্র। মৎ-৯; পদ্ম-সৃষ্টি-৭ রৈবত মনু দেখ।

প্রকৃতি—(১) মহাবিষ্ণু সৃষ্টি প্রারম্ভে লোক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। বৃহন্না-৩। (২) দুর্গার অন্য নাম। বায়ু-৯১। (৩) পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ ও বামাঙ্গ প্রকৃতি স্বরূপা হইলেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন। এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল— দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

প্রগল্‌ভা— ভদ্রকালীর অপর নাম। বায়ু-৯।

প্রগাথ—কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি প্রগাথ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কলিভর্গা। ঋক্-৮।৬০।১; ৮।১।১।

প্রঘস—(১) রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানর হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩। (২) রাবণের প্রঘস নামে দুই জন সেনাপতি ছিল। একজন হনূমান হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬। (৩) প্রঘস নামে আর একজন সুগ্রীব হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (৪) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়, মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রঘস, বিঘস, সঙ্ঘস,

অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ, সুঘোষ, উন্মত্তাক্ষ, ভয়ঙ্কর, অগ্নিদত্ত, অগ্নিতেজা, বাহু, শক্র, প্রতর্দ্দন, বিরাধ ও বিপ্রচিত্তি নামে পঞ্চদশ সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই শক্র হস্তে বিনষ্ট হন। বরা-১১। (৫) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। বরা-৯৩। (৬) বলির অন্যতম অনুচর জনৈক প্রধান দানব। মৎ-২, ৪৫। (৭) রাবণের সেনাপতি। হনূমান সীতার অন্বেষণার্থ লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক সীতার সহিত পরিচিত হন। পরে সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশোক বন নষ্ট করেন। রাবণ হনূমানের দমনার্থে প্রঘস প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু সকলেই হনূমান হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬। (৮) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তৎপত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত, প্রঘস প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী, কৈকসী প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৫। কেতুমতি দেখ।

প্রঘসা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

প্রঘাস—লেখ নামক দেবতাগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। লেখ দেখ।

প্রঘোষ—লক্ষণা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম প্রঘোষ। ভাগ-১০স্ক-৬১।

প্রচণ্ড—(১) জাত হারিণীর অন্যতম পুত্র। অসংযত চরিত্র নরগণের স্মৃতিকে সে বিনষ্ট করে। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও স্মৃতিহারিণী দেখ। (২) জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি তিনি দেবী পার্ব্বতীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১০২।

প্রচণ্ডনরসিংহ—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

প্রচণ্ডা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রচণ্ডাস্ত্র—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

প্রচিন্বান্—(১) রাজা পুরুর পুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় প্রচিন্বান্। তিনি প্রাচী দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচিন্বান্ নামে খ্যাত হন। তাঁহার তনয় প্রবীর, প্রবীরের তনয় মনস্যু। হরি-হরি-৩১। (২) পুরুবংশীয় জনমেজয়ের তনয় প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; ভাগ-৯স্ক-২০।

প্রচেতা—(১) মহর্ষি প্রচেতা অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি

ছিলেন। তিনি দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্য কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১৬৪।১। (২) যযাতি বংশীয় দ্রুহ্যুর তনয় প্রচেতা, তৎপুত্র সুচেতা। হরি-হরি-৩২। (৩) বেন তনয় পৃথুর বংশীয় প্রাচীনবর্হির পত্নী সমুদ্র কন্যা সবর্ণা দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রচেতা। তাঁহারা দশ সহস্র বৎসর সমুদ্র সলিলে শয়নপূর্ব্বক একধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রচেতাদের তপস্যাচরণকালে মহীরুহ-গণ অরক্ষমানা মহীকে আবরণ করিয়া-ছিল। তপোযুক্ত প্রচেতারা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা, তাহা জ্ঞাত হইয়া জাতক্রোধ বশতঃ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃজন-পূর্ব্বক বৃক্ষ সকল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃক্ষ সকলের রাজা সোম বৃক্ষক্ষয়ে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন এবং স্বীয় কন্যা মারীষাকে পরিণয়ার্থে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা দশ ভ্রাতা মিলিয়া মারিষাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়। হরি-হরি-২। (৪) গন্ধর্ব্ব দুহিতা সুযশ, প্রচেতা হইতে কম্বল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী নামে চারি পুত্র এবং লোহেয়ী, ভরতা, কৃষাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারিটী কন্যা লাভ করেন। এই চারিটী অপ্সরা কন্যাকে বিক্রমশালী বিশাল বিবাহ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা দেখ। (৫) প্রাচীন-বর্হির ঔরসে ও সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির গর্ভে তাঁহাদের জন্ম হয়। তাঁহার দশ ভাই প্রচেতা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই সমান ব্রতধারী ও ধর্ম্মপারগ। পিতৃ আদেশে তাঁহারা সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। প্রথমে মহাদেবকে পরে মহাদেবের উপদেশে বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মারিষাকে বিবাহ করিতে বর দেন। তদনুসারে তাঁহারা স্বরাজ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২৪। (৬) যযাতি বংশীয় দ্রুহ্যদের পুত্র। প্রচেতার একশত সন্তান। তাহারা উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছেন। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৭) প্রাচীনবর্হির পুত্র দশ প্রচেতারা সকলে মিলিয়া অপ্সরা সম্ভূতা বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক পালিতা একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দক্ষ জন্মলাভ করেন। ভাগ-৬স্ক-৪। (৮) পৃথুনন্দন হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী প্রাচীনবর্হিকে প্রসব করেন। প্রাচীন-বর্হির স্ত্রী সমুদ্র তনয়া, প্রচেতা নামক দশ পুত্র প্রসব করেন। মহাদেবের শাপে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রচেতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতাদের ঔরসে

ও মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৯) মনুবংশীয় নৃপতি প্রাচীনবর্হির পত্নী ও সমুদ্রের কন্যা সবর্ণা প্রচেতা নামে দশ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা পিতার আদেশে সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পুত্রার্থে হরির আরাধনা করেন। হরি তাহাদিগকে সন্তান উৎপাদনের বর প্রদান করেন। তদনুসারে সোমের অনুরোধে প্রচেতাগণ, দশ ভ্রাতা মিলিত হইয়া, বৃক্ষগণের পালিতা, মহর্ষি কণ্ডুর ঔরসে ও প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে উৎপন্না, মারিষা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। মারিষার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতির জন্ম হয়। এইখানে দ্রষ্টব্য এই যে মারিষার সোমের অংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার পুত্র দক্ষ সোমের দৌহিত্র, আবার এই দক্ষেরই সাতাইশটী কন্যাকে সোম বিবাহ করেন। বিষ্ণু ১ম-১৫। (১০) যযাতি বংশীয় দুর্গমের তনয় প্রচেতা, প্রচেতার একশত তনয় উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৭। (১১) প্রজাপতি ব্রহ্মার অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১২) প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৩) প্রচেতার পুত্র মেধস। তিনি রাজা সুরথকে দুর্গা পূজার বিধান দেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬২। (১৪) প্রচেতার তনয় মেধস। তিনি রাজা সুরথকে দুর্গাপূজার বিধান দেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬২। (১৫) প্রচেতার পুত্র অসিত, অসিতের তনয় দেবল বা অষ্টাবক্র। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৩০। (১৬) ব্রহ্মার অন্যতম মানস পুত্র। মৎ-৩। (১৭) সমুদ্র নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে, প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রচেতা নামে খ্যাত। সোমের কন্যা মারিষার গর্ভে প্রচেতাদের দক্ষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪১। (১৮) যযাতি বংশীয় ঘৃতের তনয় বিদুষ, বিদুষের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। ইঁহারা সকলেই উত্তর দিক অধিকার করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি হন। মৎ-৪৮। (১৯) অত্রি বংশে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতা নামে খ্যাত। দক্ষ নামে এই দশ ভ্রাতার এক পুত্র ছিল। মহাভা-শান্তি-২০৮। (২০) প্রথমতঃ ইঁহার দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রচেতা মুখ-নির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে দক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৭৫। (২১) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭।

প্রচোদিকা—যমের দৌহিত্রী নিয়োজিকার কন্যা। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী ও নিয়োজিকা দেখ।

প্রজঙ্ঘ—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি।

লঙ্কা সমরে তিনি অশ্বকর্ণের হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (২) বানর দলপতি। বানর সৈন্যের লঙ্কায় অভিযান কালে প্রজঙ্ঘ, দরীমুখ, জম্ভ, সরভ ইহারা সৈন্যদিগকে সত্বর গমনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪। (৩) অন্য একজন রাক্ষস সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে অঙ্গদকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭৬।

প্রজন—ভরত বংশীয় সম্বরণের তনয় কুরু। কুরুর নামানুসারে তাঁহার বংশ কৌরব নামে খ্যাত। কুরুর সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিৎ, প্রজন ও অরিমর্দ্দন এই পাঁচ পুত্র। মৎ-৫০।

প্রজাগরা—অপ্সরা প্রজাগরা ইন্দ্রের সভায় নৃত্য-গীত করিতেন। মহাভা-বন-৪৩।

প্রজাতি—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৩২।

প্রজানি—(১) বৈবস্বত মনুর বংশীয় ভলন্দনের তনয় প্রাংশু, প্রাংশুর তনয় প্রজানি, তৎপুত্র খনিত্র। বায়ু-৮৬। (২) প্রজানির তনয় কনিত্র, কনিত্রের তনয় ক্ষুপ। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

প্রজাপতি—(১) ইন্দ্র ও অসুর বিরোচন একবার প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। বিরোচন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহাগত হন। ছান্দো-৮। (২) প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। তন্মধ্যে দৈত্যসেনা কেশী দানবের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন বলিয়া কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। দেবসেনাকে কার্ত্তিকেয় বিবাহ করেন। মহাভা-বন-২২২—২৩০। দেবসেনা দেখ। (৩) ব্রহ্মার অন্য নাম। মৎ-৪। (৪) যমরাজের ধর্ম্মসংহিতা নামক সভায় মনু প্রজাপতি, বেদব্যাস, অত্রি, উদ্দালকি, আপস্তম্ভ, বৃহস্পতি, শুক্র, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিরা সম্মিলিত হইয়া, ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। বরা-১৯৭।

প্রজাপত্য—একটী রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫।

প্রজাপাল—(১) সত্যযুগে শ্রুতকীর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রজাপাল। তিনি মহাতপা নামে এক মুনির নিকট বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বরা-২০, ২১। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় দীর্ঘবাহুর পুত্র প্রজাপাল, প্রজাপালের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি জন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। দীর্ঘবাহু দেখ।

প্রজাবতী—কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা প্রজাবতী নরপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন। তিনি সম্রাট ও কুক্ষি নামে দুই কন্যা এবং আগ্নীধ্র, মেধাতিথি

প্রভৃতি দশ পুত্র প্রসব করেন। মার্ক-৫৩। কর্দ্দম, কুক্ষি ও প্রিয়ব্রত দেখ।

প্রজাবান্—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে প্রজাবান্ নামে এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি যজমান সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৮৩।১।

প্রজ্ঞা—মহাদেবের স্ত্রী পার্ব্বতীর এক নাম। ব্রহ্মার মুখ হইতে তাঁহার জন্ম হয়। বায়ু-৯।

প্রজ্বর—প্রজ্বরের স্ত্রী মৃত্যু ও জরা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১।

প্রণবেশী—দুর্গ অসুরের বিনাশার্থ, পার্ব্বতী স্বীয় দেহ হইতে যে সকল মহাশক্তির সৃষ্টি করেন, প্রণবেশী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৭২।

প্রণয়া—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রতদন—মহর্ষি প্রতদন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৭৯।১।

প্রতপণ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে নল নামক বানরপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। নল তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া পরে তাঁহাকে বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

প্রতর্দ্দন—(১) বারাণসীর রাজা দিবোদাসের পত্নী দৃশদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। দিবোদাস যদুবংশীয় নরপতি ভদ্রশ্রেণ্যকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী নগরী অধিকার করেন। কিন্তু ভদ্রশ্রেণ্যের তনয় দুর্দ্দম পুন বারাণসী অধিকার করেন। দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন আবার বারাণসী অধিকার করেন। প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস ও ভার্গ। হরি-হরি-১। (২) বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে অশ্ব দান করিয়া আত্ম-প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হন। মহাভা-বন-১৯৬। (৩) কাশীর রাজা ভীমসেনের তনয় দিবোদাস, মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া প্রতর্দ্দন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন ও কন্যার শুল্ক স্বরূপ দুই শত অশ্ব প্রদান করেন। মহাভা-উদ্-১১৬। মাধবী দেখ। (৪) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে প্রতর্দ্দনের পুত্র গোষ্ঠে গোবৎস-কুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা শান্তি-৪৯। (৫) উত্তমমনুর সময়ে প্রতর্দ্দন, সুধামা, সত্য, শিব, বশবর্ত্তী, এই পাঁচটী দ্বাদশক গণ ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৬) তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমী মনু ছিলেন। এই সময়ে সুধাম, সত্য, শির, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৭) কাশীরাজ ধন্বন্তরীর বংশে

দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। প্রতর্দ্দন মদ্রশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম শত্রুজিৎ হয়। ইঁহার পিতা দিবোদাস ইঁহাকে অতি প্রীতির সহিত "বৎস" "বৎস" বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বৎস হয়। তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন বলিয়া ইঁহার এক নাম ঋতধ্বজ হয়। ইনি কুবলয় নামক অশ্বের প্রাপ্তি নিবন্ধন কুবলয়াশ্ব নামেও কথিত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। অলর্ক দেখ। (৮) রাজা বিশেষ। রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারই পুত্র বৎস। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক বৎস রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৯) কাশীর অধিপতি প্রতর্দ্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪। (১০) তিনি ব্রাহ্মণকে স্বীয় তনয় দান করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (১১) জনৈক রাজা। মাতামহ যযাতির স্বর্গ পতন সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হয়। তাঁহার পিতার নাম ঔষদশ্ব। মহাভা-আদি-৯২। (১২) জনৈক রাজর্ষি। মহাভা সভা ৮। (১৩) কাশীর রাজা। তিনি দাশরথি রামের সখা ছিলেন। লঙ্কাসমরবিজয়ী রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য তিনি অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-৪৮।

প্রতাপ—(১) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম সেনাপতি। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে, তিনি অর্জ্জুন হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৭২—৭০। (২) দৈত্যপতি বলির অন্যতম অনুচর জনৈক প্রধান দৈত্য। মৎ-২৪৫।

প্রতাপমুকুট—প্রাচীনকালে প্রতাপমুকুট নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে দারপরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিলে, তাঁহার পুত্র এই সংসারের অনিত্যতা, কর্ম্মফলজনিত পুনর্জ্জন্ম ও তদানুসঙ্গিক দুঃখ শোকাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া, কিরূপে বারাণসী ক্ষেত্রে পঞ্চায়তনে পবিত্র ওঙ্কারদেবের আরাধনা করিয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহা সবিস্তারে বর্ণন করেন। তাহা শুনিয়া নরপতি প্রতাপমুকুট সংসারে বীতরাগ হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন ও স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বারাণসী ক্ষেত্রে ওঙ্কারদেবকে প্রাপ্ত হন। শিব সনৎ-৪৩।

প্রতি—পুরূরবার বংশীয় কুশের পুত্র। প্রতির তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র জয়। ভাগ-৯স্ক-১৭।

প্রতিকামী—দুর্য্যোধনের অনুগত সূত।

যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদী-পণে পরাজিত হইলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রতিকামীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিকামী অকৃতকার্য্য হইলে, পরে দুঃশাসন প্রেরিত হন। মহাভা-সভা-৬৬।

প্রতিকৃৎ—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

প্রতিক্ষত্র—(১) অত্রি বংশীয় মহর্ষি প্রতিক্ষত্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ ও দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪৬।১। (২) চন্দ্রবংশীয় আয়ুর তনয় অনেনা। অনেনার তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়। হরি হরি-২৯। (৩) সাত্বত বংশীয় শমীর তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় স্বয়ংভোজ, স্বয়ংভোজের তনয় হৃদিক। হরি-হরি ৩৮; বায়ু ৯৬। (৪) যদুবংশীয় শমি হইতে প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে সয়ম্ভোজ, সয়ম্ভোজ হইতে হৃদিক জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৫) ভজমান বংশীয় শোনাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র হৃদিক। মৎ-৪৪; অগ্নি-২৭৫। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয় প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের তনয় সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (৭) যদু বংশীয় নরপতি শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ, স্বয়ম্ভোজের তনয় হৃদিক। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (৮) প্রতিক্ষত্রের তনয় ভোজ, ভোজের তনয় হৃদিক। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৯) ভজমান বংশীয় শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র প্রতিক্ষেত্র, প্রতিক্ষেত্রের পুত্র হৃদিক। মৎ-৪৪।

প্রতিক্ষেত্র—ভজমান বংশীয় শোণাশ্বের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্রের তনয় প্রতিক্ষেত্র, তৎপুত্র হৃদিক। মৎ-৪৪। প্রতিক্ষত্র দেখ

প্রতিজ্ঞেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ, কুমার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৩।

প্রতিত্বক—জনক বংশীয় হর্য্যশ্বের পৌত্র ও মরুর পুত্র। প্রতিত্বকের তনয় ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিরথ। বায়ু-৮৯।

প্রতিদৃক্—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণের অন্যতম। মরুদ্‌গণ দেখ। বায়ু-৬৭।

প্রতিপক্ষ—মহাত্মা মরুত্তের বংশের ক্ষত্রধর্ম্মের তনয় প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষের তনয় সঞ্জয়। বায়ু-৯৩।

প্রতিপার্শ্ব—সূর্য্যবংশীয় ভাব্যের তনয়। প্রতিপার্শ্বের পুত্র সুপ্রতিপ। মৎ-২৭১।

প্রতিপালক—পরাশর বংশীয় বিশ্বরূপ নামক এক মুনির বক নামে এক পুত্র ছিল। তিনি একবার মকর সংক্রান্তিতে চপলতা বশতঃ পিতার দেবভবন হইতে মকর ও লিঙ্গ অপহরণপূর্ব্বক একটী ঘৃত কুম্ভে স্থাপন করেন। অতঃপর

কিয়ৎকালান্তে তিনি মরণাপন্ন হইয়া আনর্ত্ত দেশে রাজপুত্ররূপে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মে বালকতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানতাবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলেও, সেই ঘৃত ও লিঙ্গের সংযোগহেতু ঘৃতকম্বল মাহাত্ম্যে এইরূপ ফললাভ হইয়াছিল। পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিহেতু এই জন্মে পিতৃপিতামহগত রাজ্য পাইয়া রাজ্যস্থ সমস্ত লিঙ্গকেই যথাশক্তি ঘৃতদ্বারা আবৃত করেন। তাহাতে ভগবান পার্ব্বতীপতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে গাণপত্য দান করেন ও সেই শরীরেই তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া যান। তথায় তিনি প্রতিপালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শিবের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৭।

প্রতিপ্রভ—অত্রির তনয় মহর্ষি প্রতিপ্রভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫।৪৯।১।

প্রতিবন্ধক—জনক বংশীয় নরপতি মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, কৃতরথের তনয় কৃতি। বিষ্ণু-৪র্থ-৫।

প্রতিবাহ—(১) অক্রূরের অন্যতম পুত্র। লি-৯৬। অক্রূর দেখ। (২) যদুবংশীয় নরপতি শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪; বায়ু-৯৬। অক্রূর ও প্রতিবাহু দেখ।

প্রতিবাহু—(১) যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা নরপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ নন্দিনী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, প্রতিবাহু প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র এবং সুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। ভাগবতের ৯স্ক-২৪ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। অক্রূর ও প্রতিবাহ দেখ। (২) কৃষ্ণবংশীয় বজ্রের পুত্র, অনিরুদ্ধের পৌত্র। প্রতিবাহুর তনয় সুবাহু, সুবাহুর পুত্র উপসেন। ভাগ-১০স্ক-৯০। (৩) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। তৎ-প্রপৌত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। (৪) অক্রূরের অন্যতমা পত্নী রত্নার গর্ভে উপমন্যু, মাঙ্গুবৃত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃষ্টবর্ম্মা, গোধনচর, আবাহ এবং প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করে। লি-৬৯। (৫) যদুবংশীয় বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। বায়ু-৯৬।

প্রতিবিন্ধ্য—(১) দ্রৌপদী হইতে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক ও সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৪২, ২২১; মহাভা-সভা-৬৯; ভাগ-৯স্ক-২২; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু ৪র্থ-২০; মৎ-৫০। (২) পূর্ব্বজন্মে তিনি বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭।

প্রতিব্যূহ, প্রতিব্যূহ—ইক্ষ্বাকু বংশীয়

ক্ষয়ের তনয় বৎসব্যূহ, বৎসব্যূহের পুত্র প্রতিব্যূহ, তৎপুত্র দিবাকর। বায়ু ৯৯।

প্রতিব্যোম—(১) রঘুবংশীয় নরপতি বৎসবৃদ্ধের পুত্র। ভানু প্রতিব্যোমের আত্মজ। ভানুর তনয় দিবাকর, দিবাকরের তনয় সহদেব। মৎ-২৭১।

প্রতিভানু—(১) অত্রির অপত্য মহর্ষি প্রতিভানু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪৮।১। (২) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১ ; গর্গ-বি-২৬।

প্রতিমর্দ্দন—একজন মুনি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৫৫।

প্রতিমেধা—মেধাঃ, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ, পৃশ্নিমেধাঃ, অল্পমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্ব্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্ ও মেধকর্ত্তা ইঁহারা সুমেধাগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮ ; বায়ু-৬২।

প্রতিরথ—(১) অত্রিবংশীয় মহর্ষি প্রতিরথ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৫।৪৭।১। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মতিনারের তংসু, সুবাহু ও প্রতিরথ নামে তিন পুত্র ও গৌরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। প্রতিরথের তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় মেধাতিথি। হরি-হরি-৩২। গৌরি ও তংসু দেখ। (৩) শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় বজ্রের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের পুত্র সুচারু। হরি-হরি-১৬। (৪) পুরুবংশীয় ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম মতিনার, মতিনারের পুত্র তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। প্রতিরথের তনয় কণ্ব, কণ্বের তনয় প্রসিদ্ধ মেধাতিথি। অগ্নি-২৭৮।

প্রতিরূপ—অতি প্রাচীনকালে প্রতিরূপ নামে একজন বিখ্যাত দানব রাজা ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

প্রতিরূপা—প্রজাপতি মেরুর অন্যতমা কন্যা প্রতিরূপাকে মনুবংশীয় কিম্পুরুষ বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-২অ।

প্রতিশ্রবা—কুরুবংশীয় নরপতি অনশ্বা হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ হইতে ভীমসেন, ভীমসেনের স্ত্রী কুমারী হইতে প্রতিশ্রবা, প্রতিশ্রবার পুত্র প্রদীপ। মহাভা-আদি-৯৫। প্রতীপ দেখ।

প্রতিষ্ঠা—(১)দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী যে সকল মাতৃকা ছিলেন, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-সভা-৪৭। (২) পুণ্যের পত্নী প্রতিষ্ঠা দেবী। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১ ; দেবীভাগ-৯স্ক-১।

প্রতিষ্ঠাতা—যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারি জন প্রধানতঃ যজ্ঞ নির্ব্বাহক হন। ইহাদের প্রত্যেকের তিন জন করিয়া সহকারী থাকে। তাহাদিগের

মধ্যে অধ্বর্য্যুর অন্যতম সহকারীকে প্রতিষ্ঠাতা কহে। ব্রহ্মা একবার পুষ্কর তীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শিবি প্রতিষ্ঠাতা হয়েন। পদ্ম-সৃষ্টি ৩৪।

প্রতিস্কন্দ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, প্রতিস্কন্দ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

প্রতিস্তোতা—মনুবংশীয় নৃপতি প্রতীহের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুবর্চ্চলার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তোতা ও উদ্গীতা নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৫স্ক-১৫।

প্রতিহর্ত্তা—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রতিহের ঔরসে ও তৎপত্নী সুবর্চ্চলার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তোতা ও উদ্গীতা নামক তিন সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিহর্ত্তার পত্নী স্তুতি, অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রতিহারের তনয় প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তার তনয় ভব, ভবের তনয় উদ্গীথ। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের তনয় পরমেষ্ঠী এবং পরমেষ্ঠীর তনয় প্রতিহর্ত্তা। বরা-৭৪। (৪) মনুবংশীয় নরপতি প্রতিহারের তনয় প্রতিহর্ত্তা। ভুব প্রতিহর্ত্তার পুত্র। ভুবের আত্মজ উদ্গীথ। বিষ্ণু-২অ-১। (৫) ভরত বংশীয় প্রতিহারের তনয় প্রতিহর্ত্তা, তৎপুত্র ভুব, ভুবের তনয় প্রস্তার। অগ্নি-১০৭।

প্রতিহার—প্রতিহর্ত্তা দেখ।

প্রতিহারেশ্বর—মহাকালবনে নন্দী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-২০।

প্রতীক—মনুবংশীয় নরপতি বসুর পুত্র প্রতীকের তনয় ওঘবান। ভাগ-৯স্ক-২

প্রতীকাশ্ব—তিনি রঘুবংশীয় ভূপতি ভানুমানের পুত্র। প্রতীকাশ্বের পুত্র সুপ্রতীক, সুপ্রতিকের তনয় মরুদেব। ভাগ-৯স্ক-১২।

প্রতীচী—মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নীর নাম প্রতীচি ছিল। মহাভা-উদ্-১১৬।

প্রতীত— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

প্রতীতাশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভানুরথের পুত্র। প্রতীতাশ্বের তনয় সুপ্রতীত। বায়ু-৯৯।

প্রতীপ—(১) মনুবংশীয় দ্বিতীয় ভীমসেনের তনয় প্রতীপ, প্রতীপের তনয় শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। হরি হরি-৩২। (২) কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অন্যতম তনয় ধৃতরাষ্ট্র, এই ধৃতরাষ্ট্রের তনয় প্রতীপ, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। শান্তনুর তনয় চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। মহাভা-আদি-৯৪। জনমেজয় দেখ। (৩) কুরুবংশীয় অনশ্বার তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয়

ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় প্রতিশ্রবা এবং প্রতিশ্রবার তনয় প্রতীপ, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনুও বাহ্লিক। মহাভা-আদি-৯৫। (৪) জনক বংশীয় নৃপতি মরুর পুত্র। প্রতীপের তনয় কৃতরথ, কৃতরথের তনয় দেবমীঢ়। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৫) যযাতি বংশীয় দিলীপের পুত্র। প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২। (৬) কুরুবংশীয় নরপতি দিলীপের পুত্র প্রতীপ, তৎপুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। তন্মধ্যে বাহ্লিকের তনয় সোমদত্ত এবং শান্তনুর তনয় ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। বিষ্ণু-৪র্থ-২০। (৭) কুরুবংশীয় দিলীপের তনয় প্রদীপ। দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক প্রদীপের পুত্র। বাহ্লিকের সপ্ত পুত্র। সকলেই বাহ্লিক নামে প্রসিদ্ধ। দেবাপি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া প্রজাগণকর্তৃক পদচ্যুত হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। মৎ-৫০। (৮) রাজর্ষি সুরথের দুই পুত্র বিদূরথ ও ঋক্ষ। ইনি দ্বিতীয় ঋক্ষরূপে পরিচিত। তাঁহার তনয় ভীমসেন, ভীমসেনের আত্মজ প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শান্তনু, শান্তনুর তনয় দেবাপি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত। অগ্নি-২৭৮। দেবাপি ও শান্তনু দেখ। (৯) বায়ু পুরাণে (৯৯-অঃ) প্রতীপ সুরথের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। সেখানে প্রতীপের পিতা দিলীপ ও তিন পুত্র দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক উল্লিখিত আছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে (মধ্যখণ্ড-২৯) অতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় দীলিপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। তাঁহার দেবাপি প্রভৃতি তিন পুত্র। প্রতিপক দেখ।

প্রতীপক—পুরুবংশীয় দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের আত্মজ প্রতিপক, তৎপুত্র দেবাপি। কল্কি-ম-৪। প্রতীপ দেখ।

প্রতীপালক—প্রতিপালক দেখ।

প্রতীর—ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। মার্ক-১০০। অনুগ্রহ দেখ।

প্রতীহ—মনুবংশীয় নরপতি পরমেষ্ঠীর ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুবর্চ্চলার গর্ভে প্রতীহ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীহ বহু বহু লোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা-পূর্ব্বক তদ্দারা স্বয়ং পবিত্র হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সুবর্চ্চলা, প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তোতা ও উদ্গীতা নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

প্রতীহর্ত্তা—প্রতিহর্ত্তা দেখ।

প্রতীহার—প্রতিহার দেখ।

প্রতোষ—ভগবান যজ্ঞমূর্ত্তি ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ও মহর্ষি রুচির দৌহিত্র। ইহারা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে তুষ্টি দেবতা হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১।

প্রত্যগ্র—(১) যযাতি বংশীয় নৃপতি বসুর

অন্যতম পুত্র। তিনিও চেদী দেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২২। (২) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

প্রত্যগ্রহ—(১) চেদিরাজ উপরিচর বসুর ঔরসে ও গিরিকার গর্ভে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু ও সত্তম নামে ছয় পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৭। (২) চেদি দেশের রাজা উপরিচর বসুর প্রত্যগ্রহ, বৃহদ্রথ, কুশাম্বু, মাবেল্ল ও যদু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৩। (৩) বিস্তোপরিচর নামে এক অন্তরীক্ষবাসী বসু হইতে গিরিকা সাতটী পুত্র লাভ করেন। প্রত্যগ্রহ তাহাদিগের অন্যতম। বায়ু-৯৯। কুশ ও নলিন দেখ।

প্রত্যূষ—অষ্টবসুর অন্যতম। বিষ্ণু-১ম-১৫। আপ ও ধ্রুব দেখ। প্রত্যূষের তনয় দেবল, দেবলের ক্ষমাবান্ ও তপস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। দেবল দেখ। (২) দক্ষের কন্যা বপুর গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে প্রত্যূষ প্রভৃতি অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যূষের তনয় ভগবান যোগী দেবল। কূর্ম্ম-পূ-১৬; স্কন্দ-প্রভা-২১। প্রত্যূষের তনয় ঋভু। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (৩) প্রজাপতির পুত্র, মনুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬। (৩)

ব্রহ্মর্ষিদের অন্যতম। তাঁহার তনয় অচল। বায়ু-৬১।

প্রত্যূষেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে প্রত্যূষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-১০৮।

প্রথ—মহর্ষি বশিষ্ঠের অপর নাম। ঋক্-১০।১৮১।১।

প্রথম—দনুর গর্ভজাত কশ্যপের শত পুত্রের অন্যতম। কশ্যপ ও দনু দেখ।

প্রথিত—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৭। আপোমূর্ত্তি ও স্বারোচিষ মনু দেখ।

প্রদাতা— শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

প্রদীপ—প্রতীপ (৭) দেখ।

প্রদোষ—ধ্রুবের প্রপৌত্র। পুষ্পার্ণের ঔরসে ও দোষার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১৩।

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার স্ত্রী। তাঁহা হইতে গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতেন না। সেজন্য দীর্ঘতমা তাহাকে অভিশাপ দেন। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘতমাকে জলে ভাসাইয়া দিতে আদেশ করেন। গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরা দীর্ঘতমাকে এক ভেলায় বন্ধন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। মহাভা-আদি-১০৪। দীর্ঘতমা দেখ।

প্রদ্যুম্ন—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী রুক্মিণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

তাঁহার জন্মের পর ৭ম দিবসে সূতিকা গৃহ হইতে শম্বর নামক অসুর তাঁহাকে হরণ করিয়া স্বীয় পত্নী মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে মায়াবতী তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হন। পরে প্রদ্যুম্ন শম্বরকে বধ করিয়া মায়াবতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকা পুরীতে আসেন। বজ্রনাভ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতী হংসমুখে প্রদ্যুম্নের গুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হন। প্রদ্যুম্ন তাহা শুনিয়া ভদ্র নামক নটের বেশে সেই দৈত্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভ এইজন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বজ্রনাভ নিহত হন। প্রদ্যুম্নও প্রভাবতী সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। হরি-হরি-১৪৮, ১৫০, ১৬০ ; ভাগ-১স্ক-১৭। (২) প্রদ্যুম্ন স্বীয় মাতুল রুক্মীর কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করেন। ককুদ্বতীর গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-৪-১৫। (৩) রুক্মিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি একাদশ পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ বেদর্ভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধের তনয় মৃগকেতন। মৎ-৪৭। (৪) শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইলে, মহাদেব রতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে রতি ময়দানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্বরাসুরকে বঞ্চনাপূর্ব্বক দ্বাপর যুগের চরমাবস্থায় পুনর্ব্বার পতিকে লাভ করিবেন। কামদেবের যে মূর্ত্তি রুদ্রদেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নরূপে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একবার শুম্ভদানব তাঁহাকে হরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা নিশুম্ভের হস্তে প্রদান করেন। নিশুম্ভ প্রদ্যুম্নকে আকাশ মার্গে নিক্ষেপ করিলে প্রদ্যুম্ন নিশুম্ভ নগরে গিয়া পতিত হন। তিনি সেইখানে লক্ষ্মী নাম্নী দানব কন্যাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করেন। দানবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নকে পরাস্ত করিয়া সভার্য্যা তাঁহাকে হিমালয় শৃঙ্গে বজ্রপঞ্জর মধ্যে সংস্থাপন করেন। প্রদ্যুম্ন পার্ব্বতীর বরে ও কৃপায় তথা হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বধ করেন। প্রদ্যুম্নের ঔরসে লক্ষ্মীর গর্ভে বিশ্বক্সেন জন্মগ্রহণ করেন। শিব-ধর্ম্ম ৮। (৫) প্রদ্যুম্নের জন্মের ৬ষ্ঠ দিবসে শম্বরাসুর তাঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করে, অমনি একটী মৎস্য শিশুটীকে গ্রাস করে। একদা

কোন ধীবর মৎস্য ধরিতে ধরিতে সেই মৎস্যটীকে পাইয়া শম্বরকে দান করেন। শম্বর মৎস্যটীকে মায়াবতীকে সমর্পণ করেন মায়াবতী মৎস্য মধ্যে প্রদ্যুম্নকে পাইয়া পতিজ্ঞানে সাদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎদিন পরে মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে বলিলেন—তুমিই আমার পতি কাম, পূর্ব্বে মহাদেবের কোপানলে অনঙ্গ হইয়াছিলে। আমি তোমার পত্নী, এই দুরাত্মা শম্বর আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে; আমি উহার পত্নী নহি। অতএব তুমি ইহার বধসাধন কর। প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর কথায় শম্বরকে বধ করিয়া ভার্য্যা সহ পিতার নিকট আসিলেন। অগ্নি-১২। (৬) প্রদ্যুম্ন গিরিব্রজে গমন করিয়া তুমুল যুদ্ধের পর জরাসন্ধকে পরাস্ত করেন। তিনি নরপতি উগ্রসেনের নিকট সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী নরপতিদিগকে পরাজয়-পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তিনি কচ্ছ, কলিঙ্গ, মরুধন্বা, অবন্তিকা, মালব, মাহিষ্মতি, গুর্জ্জর, চেদি, কেরল প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করেন। গর্গ-বিশ্ব-২—৪৯। (৭) মণ্ডল পূজায় ব্রহ্মার উত্তরে পদ্মপত্রনেত্রা গায়ত্রী দেবী পূজিতা হন। সেই পদ্মের দক্ষিণ দলে প্রদ্যুম্ন পূজিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-২৪। (৮) প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। মহাভা-আদি-৬৭। (৯) নড্বলার গর্ভে রাজা মনুর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্বাদশটী পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩অ। (১০) মনুর পুত্র প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৩৭। (১১) কুরুক্ষেত্র সমরের পরে যদুবংশীয়েরা দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতিশয় মদ্যপান ও তদানুসঙ্গিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন, পরে প্রভাস ক্ষেত্রে প্রদ্যুম্ন ভোজ ও অন্ধকদিগের হস্তে নিহত হন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে নিহত করিলে ভোজ ও অন্ধক বংশীয় বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থা দর্শনে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভোজও অন্ধক বংশীয় বীরদের হস্তে নিহত। মহাভা-মৌষল-৩। (১২) দ্বাপরে বিষ্ণু বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে সঙ্কর্ষণ তাঁহার সহচর অবতার। এই দুই ভাগে পূর্ণ ব্রহ্মের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দুই ভাগে কলিযুগে অবতীর্ণ হন। বৃহৎ-৬-১৫। প্রদ্যুম্নের বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুরাণগুলিও দ্রষ্টব্য :—সৌর-৩১; বৃহন্না-২; বিষ্ণু-৫ম-২৬, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৭; স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১; স্কন্দ-আব-অব-৩৪; গর্গ-গোল-৩; দ্বার-৮।

প্রদ্যোত—(১) যক্ষ বিশেষ। মহাভা-সভা-১০। (২) বৃহদ্রথ বংশীয় রাজা পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক, পুরঞ্জয়কে সংহার করিয়া স্বীয় আত্মীয় প্রদ্যোতকে উক্ত সিংহাসন প্রদান করেন। এই বংশীয় পাঁচজন রাজা একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ভাগ-১২স্ক-১। (৩) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় রিপুঞ্জয়কে তাঁহার অমাত্য সুনিক, হত্যা করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রদ্যোত হইতে প্রদ্যোতবংশ আরম্ভ হয়। এই বংশীয় পাঁচজন ভূপতি একশত আটচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রদ্যোতের পুত্র পালক, পালকের পুত্র বিশাখযূপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (৪) সনৎকুমারের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) বৃহদ্রথ বংশীয়দের রাজত্বের অবসানে বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব কালে মুনিক নামে জনৈক রাজকর্ম্মচারী তাঁহার প্রভু প্রদ্যোতকে বধ করিয়া তৎপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বায়ু-৯৯। (৬) যক্ষ রজতনাভের বংশের মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯।

প্রধ—বৈদিক যুগের এক দেবতা। ঋক্-৯।১১৩.১০।

প্রধা—(১) প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা। মহাভা-আদি-৬৫। কশ্যপ দেখ। (২) প্রধা হইতে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুতপন্না, (-পর্ণা?) গামিনী, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, সুবাহু, সরতা, তুলা, সুপ্রিয়া, বপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা, হূহূ ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বগণও প্রধার পুত্র। কালিকা-৩৪। তুম্বুরু ও অনূপা দেখ। (৩) মহাভাগা প্রধা-দেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র অপ্সরা বংশে সমুৎপন্ন হন। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা প্রভৃতি আটটী কন্যা ও সিদ্ধপূর্ণ প্রভৃতি দশটী পুত্র জন্মে। অনূপা দেখ। মহাভা-আদি-৬৫।

প্রধান—(১) রাজর্ষি প্রধানের বংশে সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অসাধারণ বিদ্যাবতী পৃথিবী পর্য্যটনকারিনী এক রমণীর জন্ম হয়। মহাভা-শান্তি-৩২১। সুলভা-দেখ। (২)ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের প্রধান প্রভৃতি সাত পুত্রের নামে সাতটী বর্ষ ক্রৌঞ্চদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত আছে। অগ্নি-১১৯। দ্যুতিমান দেখ।

প্রনিধি, প্রণিধি—মহর্ষি বৃহদ্রথের পুত্র। মহাভা-বন-২১৮।

প্রস্তর্দ্দন—প্রস্তর্দ্দনের পুত্র রাজা ক্ষত্রশ্রী মহর্ষি ভরদ্বাজের যজমান ছিলেন। ঋক্-৬।২৬।৮।

প্রপঞ্চা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

প্রপিতামহগণ—ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র

ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেব-ভাব সনাতনী শ্রুতিও স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩।২৮৪।

প্রপোহয়—খ্যাতেয় দেখ।

প্রফুল্ল—(১) মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সুপ্রভ, দীপ্ততেজা, (দীপ্রতেজা-বরাহ-৩০) প্রফুল্ল, সুরশ্মি, শুভদর্শন, সুকান্তি, সুন্দর, সুন্দ, সুমনা, শুভ, সুশীল, সুখদ, শম্ভু, সুদান্ত ও সোম এই দ্বাদশ সেনাপতি দুর্জ্জয়ের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিল। বরা-১১। (২) ঐ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়ে প্রফুল্ল নামের পরিবর্ত্তে প্রত্নম্ন নাম দৃষ্ট হয়। তিনি পরে তরু নামে রাজা হন।

প্রবর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি কুরুর সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি ৩২, ১৩০ (২) প্রবর নামে এক ব্রাহ্মণ জম্বুদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তীব্র তপস্যার বলে মরণান্তে তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পারিজাত হরণ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-১৩০। (৩) বসুদেবের ঔরসে ও সহদেবার গর্ভে প্রবর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

প্রবর্গ্য—অর্ক দেখ।

প্রবল—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষণার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি অপর নয় ভ্রাতাদের সহিত প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয় কালে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৩০। ঊর্দ্ধগ ও গাত্রবতী দেখ। ভাগবত-১০স্ক-৬১ অধ্যায়ে প্রবলের মাতার নাম মাদ্রী লিখিত আছে।

প্রবশ—এই মহাবলশালী দানব, দৈত্য-পতি বলির জনৈক প্রধান সহায়ক ছিলেন। বাম-২৯।

প্রবসু—ঈলিন দেখ।

প্রবহণ— ঔত্তমি মন্বন্তরে দেবগণ ভাবনা ও সপ্তর্ষিগণ ঊর্জ্জা নামে খ্যাত ছিলেন। তখন প্রবহণ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। উত্তমি মনু ও কৌকুরুণ্ডি দেখ।

প্রবালক—জনৈক যক্ষ সেনাপতি। মহাভা-সভা-১০।

প্রবাহ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল কর্ত্তৃক প্রেরিত একজন সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬।

প্রবাহক—(১) তিনি ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগ-পরায়ণ ঋষি ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ ৫২। (২) বরাহকল্পের পঞ্চবিংশ দ্বাপরে কলি-কালে মহাদেব দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে [illegible] প্রবাহক প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। [illegible] ২৪। ছাগল দেখ। (৩) মহিষাসু[illegible]

জনৈক সেনাধ্যক্ষ মন্ত্রী। তিনি দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধে নিহত হন। স্কন্দ ব্রহ্ম সেতু-৬।

প্রবাহন—চৈকিতায়ন ও জীবন দেখ।

প্রবাহুক—কুম্ভ ও কর্ষাশ্ব দেখ।

প্রবিরাশী—রৈবত মনু দেখ।

প্রবিল্লসেন—মগধের অন্ধ্রবংশীয় নরপতি পত্তলকের তনয় প্রবিল্লসেন। তৎপুত্র সুন্দরশাতকর্ণি, সুন্দরশাতকর্ণির তনয় চকোরশাতকর্ণি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

প্রাবশ—রাক্ষস সৈন্য। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৯০।

প্রবীণ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দনু দেখ।

প্রবীর—(১) ভৌত্যমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। উগ্র ও ভৌত্য মনু দেখ। (২) পুরুবংশীয় নরপতি মহাবীর্য্যের পুত্র প্রচিন্বান, প্রচিন্বানের তনয় প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ। হরি হরি-৩১। প্রচিন্বান দেখ। (৩) নৃপতি পুরুর অন্যতমা স্ত্রী পৌষ্টি হইতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রবীরের পত্নী শূরসেনী মনস্যুকে প্রসব করেন। মনস্যু সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-৯৪। (৪) পাণ্ড্যদেশের অধিপতি পাণ্ড্যের অন্যনাম প্রবীর। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ-২১। (৫) পুরুবংশীয় প্রচিন্বানের তনয় প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর তনয় অভয়দ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৬) পুরুবংশীয় নরপতি হর্য্যাশ্বের অন্যতম পুত্র। কাম্পিল্য দেখ। (৭) যমের কন্যা ইলিনার গর্ভে কতিপয় ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। উপদানবী, ইলিনার পুত্র হইতে ঋষ্যন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারিটী পুত্র প্রসব করেন। দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৯। দুষ্মন্ত ও ইলিনা দেখ। (৮) নরপতি হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দেয় দক্ষিণার অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত যখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ধর্ম্ম, এক চণ্ডালের বেশে উপস্থিত হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চণ্ডালবেশী ধর্ম্ম হরিশ্চন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীয় নাম প্রবীর বলেন। মার্ক-৮; দেবীভাগ-৭স্ক-২৩। (৯) ভনন্দন পুত্র বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ। (১০) পুরুবংশীয় তংসুরোধের, দুষ্মন্ত, প্রবীর, অনয় ও সুমন্ত নামে চারি পুত্র জন্মে। অগ্নি-২৭৮।

প্রবীরক—কিলকিলা নগরীর রাজা শিশুনন্দির পুত্র। ইহার পর পুষ্পমিত্র ক্ষত্রিয় রাজা হন। ভাগ-১২স্ক-১।

প্রবুদ্ধ—(১) স্বায়ম্ভুবংশীয় নরপতি ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে

ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি নয় জন, জ্যেষ্ঠ ভরতের অনুগামী ও প্রবুদ্ধ প্রভৃতি নয় জন ভাগবত পথ-প্রদর্শক ও মহাভাগবত এবং অবশিষ্ট একাশী জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪। ঋষভ দেখ। (২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের শত পুত্রের অন্যতম। তিনি দিগম্বর আত্মবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ভাগ-১১স্ক-২।

প্রবৃদ্ধ—(১) রাজা ককুৎস্থের পুত্র। ইনি শাপহেতু রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে কল্মাষপাদ নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ইহার তনয় শঙ্খন, শঙ্খনের তনয় সুদর্শন। রামা-আদি-৭০। (২) মনুবংশীয় নরপতি রঘুর, প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে চারি পুত্র ছিল। রামা-অযো-১১০। ককুৎস্থ দেখ।

প্রবেপণ—নাগরাজ তক্ষকের বংশজাত। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা আদি-৫৭।

প্রবোধা—দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী প্রবোধা হইতে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬।

প্রভঞ্জন—(১) মনিপুর রাজবংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান প্রযুক্ত পুত্র কামনায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ভবানীপতি মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, "তোমাদের বংশে প্রত্যেকের এক একটী পুত্র হইবে" বলিয়া বর প্রদান করেন। এই বংশেরই চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-২১৪। (২) যে দেব প্রাণীদিগের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনিই প্রভঞ্জন নামে খ্যাত। কূর্ম্ম-পূ-উক্ত-৬। (৩) বায়ুর অন্য নাম। রামা-আদি-৩২। (৪) পূর্ব্বকালে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়া, শাবককে স্তন্যদানরতা এক মৃগীকে বধ করেন। সেই পাপে এবং মৃগীর শাপে তিনি সেই বনেই ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হন। শত বৎসরান্তে নন্দা নাম্নী গাভীর সহিত কথোপকথন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৫) গন্ধবতী নামক নগরে দিক্‌পতি প্রভঞ্জন নামক বায়ু অবস্থিত। এই বায়ু শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়া দিক্‌পালত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৩। (৬) পূর্ব্বকালে আনর্ত্ত দেশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে এক তনয় জন্মে। জাতকের জন্মকালে গ্রহগণ দুষ্ট স্থানে অবস্থিত ছিল। পুত্রের অনিষ্ট শান্তির জন্য দৈবজ্ঞগণ তাঁহাকে শান্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক, দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে রাজতনয় সর্ব্ব অনিষ্ট

হইতে মুক্ত হইলেন এবং রাজ্যও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্কন্দ-নাগ-১১৩। এই প্রভঞ্জন নরপতির আখ্যানে, ব্রাহ্মণগণের পিতৃমাতৃসমুদ্ভব দোষের শুদ্ধি সাধনের প্রক্রিয়া সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভদ্রক—পাণ্ডব পক্ষীয় জনৈক বীর। মহাভা-উদ্-১৪৯।

প্রভব—(১) সুরভির গর্ভজাত ধর্ম্মের অন্যতম তনয়। ধর্ম্ম, চ্যবন ও সুরভি দেখ। (২) বারাণসীর অধিপতি দুর্জ্জয়ের অন্যতমা পত্নী সুকেশীর গর্ভে প্রভবের জন্ম হয়। বরা-১০। (৩) সাধ্যগণের অন্যতম। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ, সাধ্যগণ ও ধ্রুব দেখ। (৪) তুষিত মন্বন্তরে দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। (৫) কামনাবশে লক্ষ্মীকর্তৃক সৃষ্ট সাধ্যগণের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৩০।

প্রভবান—ধর্ম্মের পত্নী বিশ্বা হইতে উৎপন্ন দশজন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। ধর্ম্ম ও বিশ্বদেবগণ দেখ।

প্রভা—(১) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে স্বর্ভানু প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। এই স্বর্ভানুর কন্যা প্রভাকে নরপতি আয়ু বিবাহ করেন। প্রভা হইতে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি ও অনেনা নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৫; হরি-হরি-২৮। কূর্ম্মপুরাণ মতে (পূ-২২) আয়ুর স্ত্রী প্রভা, রাহুর কন্যা। (২) সিনীবালী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয়জন দেবী সোমদেবকে সেবা করিয়াছিলেন। অগ্নি-২৭৪; হরি-হরি-২৫; বায়ু-২০। (৩) প্রভা নামে এক অপ্সরাও ছিল। মহাভা-অনুশা-১৯। (৪) ধ্রুবের পৌত্র ও পোষ্পার্ণের অন্যতমা স্ত্রী। তাঁহার প্রাতঃ, মধ্যন্দিন, ও সায়ং নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১৩। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে (উ-১৩) পুষ্পার্ণের পুত্র ব্যুষ্ট। (৫) সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম পু-২০; মৎ-১১১। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর রাজার প্রভা ও ভানুমতী নাম্নী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে প্রভার গর্ভে, অগ্নিদেবের প্রসাদে ষষ্ঠি সহস্র পুত্র জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-২১; লি-৬৬। সগর দেখ। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগর নরপতির অন্যতমা পত্নী প্রভা ঔর্ব্ব অগ্নির প্রভাবে ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর নয়নানলে দগ্ধ হন। মৎ-১২। (৮) কশ্যপ হইতে দনুর গর্ভে, স্বর্ভানু, পুলোমা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা। বিষ্ণু-১ম-২১। (৯) তেজের স্ত্রী প্রভা ও দাহিকা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (১০) দেবী বিশেষ। মহাভা-সভা-১১। (১১) একবার অষ্টাবক্র

নামে এক ব্রাহ্মণ, বদান্যের কন্যা প্রভাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাহাতে বদান্য বলেন "কুবেরপুরী ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণ সেবিত কৈলাসের অপর পারে মনোহর নীল বনভূমিতে এক বৃদ্ধা মহাভাগা তপস্বিনী বাস করেন। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে"। অষ্টাবক্র তাহাই করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করেন এবং প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রভাকে বিবাহ করেন। শিব-ধর্ম্ম ৪৩। (১২) একবার বৃন্দাবনে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভা নামক এক গোপিকাসহ মিলিত হন। রাধিকার আগমন সংবাদ পাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করেন। প্রভা দেহত্যাগ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন এবং তাঁহার শরীর তীক্ষ্ণ তেজোরূপে পরিণত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গমন করিয়া প্রভার প্রেমে রোদন করতঃ সেই তেজ স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে লজ্জায় এবং রাধিকার ভয়ে তিনি সেই তেজোরাশি বিভিন্নরূপে হুতাশন, নৃপ, পুরুষ, দেবতা, দস্যু, নাগ, ব্রাহ্মণ, মুনি, তপস্বী, সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রী ও যশস্বীগণকে বিভাগ করিয়া দেন। দেবীভাগ-৯স্ক-১৩। (১৩) লক্ষ্মীর অন্যতম নাম। শক্র ঐ নামে তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-১ম-৯। (১৪) একবার সূর্য্যপত্নী প্রভা স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা হইয়া বায়ু-ভক্ষা ও এক বৎসর ধ্যান-পরায়ণা হইয়া হরের আরাধনা করেন। প্রভা স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা তাঁহাকে বলিলে হর, ভানুকে আহ্বান করিয়া প্রভার প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহাকে আজ্ঞা দেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৮।

প্রভাকর—(১) পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অপ্সরা গর্ভজাতা রুদ্রা, শূদ্রা প্রভৃতি দশ কন্যা ছিল। অত্রি-বংশীয় প্রভাকর ঋষি তাঁহাদের সকলকেই বিবাহ করেন। একবার সূর্য্য রাহুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু প্রভাকর ঋষির প্রভাবে পতন হইতে রক্ষা পান। প্রভাকর ঋষি রৌদ্রাশ্বের দশ কন্যাতে উগ্র-তপস্যারত দশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২০; হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ। (২) প্রভাকরের (সূর্য্যের) পত্নীর নাম প্রভাবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রভাকরবর্ষের রাজা ছিলেন। কূর্ম্ম-পু-৩৯। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম ক্রৌঞ্চা-ধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, রথোপল, মন, ধৃতি, প্রভাকর ও

কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৭; বরা-৭৪। (৪) প্রিয়ব্রত স্বীয় পুত্র জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপের রাজা করেন। জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, (দ্বৈরথ-লি-৪৬) লম্বন, (লবণ-লি-৪৬) ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-৪। (৫) জ্যোতিষ্মানের পুত্র উদ্ভিজ, বেণুমান, ধৈর্য্য, কপিল, লম্বন, দ্বৈরথ ও প্রভাকর। অগ্নি-১১৯। (৬) জ্যোতিষ্মানের সপ্তপুত্রের নাম উদ্ভিদ, বৈষ্ণব, সুরথ, লম্বন, ধৃতিমান, প্রভাকর ও কাপিল (?) মার্ক-৫৩। (৭) নরপতি ভদ্রাশ্বের ঘৃতাচীর গর্ভজাতা দশ কন্যাকে আত্রেয় বংশীয় প্রভাকর বিবাহ করেন। ভদ্রাশ্ব ও ঘৃতাচী দেখ। (৮) একবার ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে যজ্ঞ করিয়া প্রভাকর (সূর্য্য) কে গ্রহগণের অধিপতি করিয়া দেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। (৯) কদ্রুর গর্ভজাত একজন প্রধান নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (১০) ভবিষ্য মন্বন্তরে দেবগণের তিনটী গণ হইবে এবং এক গণে বিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রভাকর সুতপাগণের অন্তর্গত একজন দেবতা হইবেন। বায়ু-১০০। (১১) প্রভাকরের পত্নী প্রভা। সোমের রাজসূয় যজ্ঞে সোমের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি কিছুকাল তাঁহার স্ত্রীরূপে সোমের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। মৎ-২৩।

প্রভাত—সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রভাত জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ২০; লি-৬৫; মৎ-১১১।

প্রভাতা—প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রত্যূষ ও প্রভাস জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৬।

প্রভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তাঁহারা দশ ভ্রাতা প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৬। অতিভানু দেখ।

প্রভাব—(১) জনৈক ঋষি। তিনি ত্রিজাতেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১১৫। (২) অপ্সরা বরূথিনী এক বিপ্ররূপধারী গন্ধর্ব্বের ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন। নবজাত বালক স্বীয় অঙ্গ প্রভায় ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বরোচিঃ হয়। স্বরোচার অন্যতমা স্ত্রী কলাবতীর গর্ভে প্রভাব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণাপথস্থিত তাল নামক নগরীর অধিপতি হন। মার্ক-৬৬। (৩) পঞ্চষষ্ঠি সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। অগ্নি-৮৫।

প্রভাবতী—(১) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের স্ত্রী মহাদেবীর গর্ভে প্রভাবতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গান্ধর্ব্ব মতে প্রদ্যুম্নকে বিবাহ করেন। হংসমুখে প্রদ্যুম্নের

গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামক পটের বেশে বজ্রপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বজ্রনাভ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-১৪৮। (২) ময়দানবের ভবনের নিকট প্রভাবতী নামক এক তাপসী বাস করিতেন। তিনি সীতার অন্বেষণার্থ হনুমানকে পান ভোজনাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮০। (৩) প্রভাকরের (সূর্য্যের) স্ত্রীর নাম প্রভাবতী। মহাভা-উদ্-১১৬। (৪) প্রভাবতী নামে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী এক মাতৃকাও ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৫) দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পত্নী ও রুচিদেবীর ভগিনী। অঙ্গদেশের রাজা চিত্ররথ রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। মহাভা-অনুশা-৪২। (৬) পুরাকালে মথুরা পুরীতে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবতী নাম্নী এক দাসী ছিল। সেই প্রভাবতীর কিঙ্করী, বিরূপনিধি পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার করেন। বরা-১৮০ (৭) রাজা মরুত্তের অন্যতমা স্ত্রী। মার্ক-১৩১। (৮) একবার ইন্দ্র যুদ্ধে বল দানবকে বধ করিলে, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী অতিশয় শোকাকুলা হইয়া রণক্ষেত্রে স্বীয় স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে থাকেন। তাঁহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া শুক্র মন্ত্রবলে বলাসুরের মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত করান—"প্রভাবতি, তুমি স্বীয় দেহ আমার অঙ্গে লয় করিয়া ফেল।" প্রভাবতী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া নদীর আকার ধারণ করিলেন এবং স্বীয় স্বামীর অঙ্গে লীনা হইয়া সুমেরু শৈলের পূর্ব্ববাহিনী হইলেন। পদ্ম-উত্ত-৬। (৯) জনৈক বেশ্যা। ভরত দেখ। (১০) ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূতা জনৈক অপ্সরা। বায়ু-৬৯। (১১) উপনন্দের অন্যতমা পত্নী প্রভাবতী একবার শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নবনীত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি হরণের জন্য যশোদাকে তিরস্কার করেন। গর্গ-গোল-১৭। (১২) পাতালে নাগরাজ কন্যা রত্নাবলীর অন্যতমা সখি। তিনি পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি চারায়ণের কন্যা ছিলেন। তিনি রত্নাবলীসহ কাশীতে অনাদিদেবকে পূজা করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৬; স্কন্দ-আব-চতু-৪৫। (১৩) দক্ষ তাঁহার প্রভাবতী প্রমুখ দ্বাদশ কন্যাকে আদিত্যগণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। (১৪) মাতৃ-

গণের অন্যতমা। তিনি সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি কর্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০।

প্রভাবা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, প্রভাবা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় গণ অর্থসহকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

প্রভাময়—মহাদেবের জনৈক গণ। শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ লইবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

প্রভাময়েশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। তাঁহাকে দর্শন করিলে, জীব অন্যস্থানে মরিলেও প্রভাময় বিমানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

প্রভারক—কশ্যপ পত্নী ও দক্ষ কন্যা কদ্রুর ঔরসে যে সমুদয় নাগের জন্ম হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-আদি-৩৫।

প্রভাষ, প্রভাস—(১) ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষ কন্যা বসুর গর্ভজাত অষ্টবসুর অন্যতম। তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের অপত্য বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কারু-কার, শিল্পকর্ত্তা ও ভূষণ নির্ম্মাতা হরি-হরি-৩; মৎ-৫, ২০৩; অগ্নি-১৮ বায়ু-১০০; পদ্ম-সৃষ্টি-৬; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১; স্কন্দ-নাগ-১৪৬। (২) প্রভাস বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা জন্ম-গ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৩) অষ্টমবসু প্রভাস একবার পুত্র কামনায় গৌরীতপোবনের পশ্চিমে প্রভাসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দিব্য-শতবর্ষ বিপুল তপস্যা করেন। ভগবান রুদ্র তাহাতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে মনোভিষ্ট বর প্রদান করেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভাবনা প্রভাসের ভার্য্যা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১০। (৪) প্রজাপতির পুত্র, মনুর পৌত্র ও ব্রহ্মার প্রপৌত্র। তিনি প্রভাতার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৬৬। (৫) স্কন্দ দেব-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, প্রভাস তীর্থ তাহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর নন্দিনীকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম ৫৭। (৬) প্রভাস নামে বরুণ গোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণের নেত্রভাস ও গতিভাস নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে নেত্রভাস কনিষ্ঠ গতিভাসকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন। জলে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে, ধুন্ধুর যজ্ঞ সাধনার্থ আগত ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার এইরূপ পরিচয়

দিয়াছিলেন। বাম-৭৮। (৭) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রভাস তাহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬। (৮) কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পৌত্র ও শুকের পঞ্চপুত্রের অন্যতম। কূর্ম্ম-পূ ১৯। (৯) অষ্টবসুগণ পূর্ব্বে পিতৃশাপে গর্ভবাস লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নর্ম্মদা তীর্থে আগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর দুশ্চর তপস্যা করেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করতঃ তাঁহাদিগকে উত্তম অভিষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বসুগণ শঙ্করকে প্রসন্ন দর্শন করিয়া তথায় লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক আকাশ পথে গমন করেন। বসুগণের নামানুসারে ঐ লিঙ্গ বাসব লিঙ্গ নামে খ্যাত হয় এবং ঐ তীর্থও বাসব তীর্থ নামে পরিচিত হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৩। (১০) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতাগণের সুতপা, অমিতাভ ও সুখ এই তিনটী গণ বিখ্যাত। এই এক এক গণে বিংশতি করিয়া দেবতা। তন্মধ্যে প্রভাস সুতপাগণের অন্যতম দেব। বায়ু-১০০।

প্রভাসেশ্বর—(১) (প্রভাসেশ) প্রভাস তীর্থে সূর্য্যে-স্ত্রী প্রভাকর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। প্রভা দেখ। (২) গৌরি তপোবনের পশ্চিমে অষ্টমবসু প্রভাস-কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ। প্রভাস দেখ।

প্রভু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় প্রিয়ব্রত ভূপতির কন্যা কাম্যার গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২, ১৮; লি-৬৩; বায়ু-৬২; মৎ-১৫। কাম্যা, কুক্ষি ও গৌর দেখ। কাম্যা হইতে সাম্রাক্ষ, অক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫২। (২) ভগদেবতার ঔরসে ও তৎপত্নী সিদ্ধির গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৩) শুকদেবের ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের অন্যতম। গৌর দেখ। (৪) দক্ষের অন্যতমা কন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাধ্যের অন্যতম। সাধ্যা দেখ। মৎ-২০৩। (৫) অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহার অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬। (৬) কশ্যপ মুনির ঔরসে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (৭) সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবগণের তিনটী গণ থাকিবে। ইহাদের এক একটী গণে বিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবে। তাঁহাদের মধ্যে প্রভু, বিভু প্রভৃতি কুড়ি জন অমিতাভগণের অন্তর্গত। বায়ু-১০০। অরিহা দেখ।

প্রভূবসু—অঙ্গিরা পুত্র প্রভূবসু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-৫।৩৫।১।

প্রভেদন—মহর্ষি প্রভেদন একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-১০।১১৩।১।

প্রমতি—(১) পুলস্ত্যের পুত্র প্রমতি। দক্ষ-মেরু-সাবর্ণির সময়ে তিনি অন্যতম সপ্তর্ষি ছিলেন। হরি-হরি-৭। আপো-মূর্ত্তি দেখ। (২) মহর্ষি চ্যবনের পত্নী সুকন্যা প্রমতিকে প্রসব করেন। প্রমতির স্ত্রী ঘৃতাচী হইতে রুরুর জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৫। (৩) মনু বংশীয় হৈহয় নরপতি বীতহব্য নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মহর্ষি শুক্রা-চার্য্যের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহারই গর্ভে মহর্ষি বাগিন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাগিন্দ্রের তনয় প্রমতি। প্রমতির তনয় রুরু অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনুশা-৩০। বীতহব্য দেখ। (৪) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশে মহাত্মা প্রমতির জন্ম হয়। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদিসহ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ম্লেচ্ছ ও শূদ্রযোনীসম্ভূত রাজগণকে সমূলে বিনষ্ট করেন। আবার এই অধ্যায়েই পাওয়া যায় যে পুরাকালে কলি যুগে নরদেব মনুর বংশে, বিষ্ণুর অংশে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চান্দ্রমস বলিয়া খ্যাত। এই চান্দ্রমস বিংশ বর্ষ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দুষ্টদিগের নিপাত সাধন করেন। মৎ-১৪৪। (৫) বিভীষণের অমাত্য প্রমতি রাবণের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে দিয়াছিল। রামা-লঙ্কা-৩৭। (৬) দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান হরি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ বিভাগ করেন বৎস-শিষ্য পৈল ঋগ্‌বেদে পারদর্শী হন। পৈলের শিষ্য ইন্দ্র প্রমতিকে, প্রমতি বাস্কলকে ও বাস্কল বৌধ্যাদিকে নিজ সংহিতা চতুর্দ্ধা দান করেন। অগ্নি-১৫০। পৈল দেখ। (৭) ভৃগু-বংশসম্ভূত প্রমতি নামক ঋষি, দাক্ষিণাত্য-অধিপতি বিদূরথের পত্নী মানিনীর চরিত্র অবলোকন করিয়া গাথায় তাঁহার প্রশংসা করেন। মার্ক-১০০। (৮) একবার রাজা ধূম্রাশ্বের পুত্র নল, চ্যবন পুত্র মহর্ষি প্রমতির স্ত্রীকে দেখিয়া দুরভিসন্ধিপ্রযুক্ত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া প্রমতি তাঁহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়া রাজা সুদেবকে, তৎসখা নলকে এইরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। সুদেব বলেন "আমি বৈশ্য আপনি সাহায্যের জন্য

কোনও ক্ষত্রিয়ের শরণাপন্ন হউন” প্রমতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিয়া নলকে ভস্ম করেন। নলের এই অবস্থা দেখিয়া সুদেব ভীত হইয়া বিনীতভাবে প্রমতির শরণাপন্ন হন। মার্ক-১১৪, ১১৫। (৯) কশ্যপ-গোত্রজ প্রমতি, রাজা সুনয়ের পুরোহিত ছিলেন। মার্ক-১১৭। (১০) মনুবংশীয় সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রমতি। বায়ু-৮৬। (১১) সাবর্ণি মনুর সময়ে অমিতাভ নামক দেবগণের বিংশতি দেবতার অন্যতম। বায়ু-১০০। সাবর্ণি মনু দেখ।

প্রমথ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যমকর্ত্তৃক তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত অন্যতম অনুচর। বাম-৫৭। উন্মাথ দেখ।

প্রমথা—রাজা খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ; ক্ষুপের স্ত্রী প্রমথা। মার্ক-১১৯। ক্ষুপ ও অবিবিংশ দেখ। ক্ষুপের তনয় বিবিংশ।

প্রমদ—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে প্রমদ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (২) বশিষ্ঠের সন্তান। (৩) তৃতীয় মনু উত্তমের সময়ে প্রমদ প্রভৃতি সাত জন ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (৪) জনৈক দানব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮।

প্রমদ্বরা—(১) রুরুর স্ত্রী গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। মহর্ষি স্থূলকেশের ভবনে মেনকা প্রমদ্বরাকে প্রসব করিয়া প্রস্থান করেন। মহর্ষি স্থূলকেশ এই অসামান্যা রূপবতী কন্যাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় অতি যত্নে লালন পালন করেন এবং সমুদয় প্রমদার মধ্যে অসাধারণ রূপবতী বলিয়া তাঁহার নাম প্রমদ্বরা রাখেন। পরে মহর্ষি রুরু তাঁহাকে বিবাহ করেন। একদিন প্রমদ্বরা স্বীয় সখীগণসহ ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে সর্পে দংশন করেন। রুরু তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। পরে স্বীয় পরমায়ুর অর্দ্ধ দিতে সম্মত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৮; অনুশা-৩০; দেবীভা-২স্ক-৮, ৯। (২) মহর্ষি ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র নর ও নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র প্রমদ্বরা প্রভৃতি বহু অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৪স্ক-৬।

প্রমন্থ—মনুবংশীয় নরপতি বীরব্রতের বনিতা ভোজা, মন্থ ও প্রমন্থ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

প্রমর্দ্দন—শম্বর অসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬২।

প্রমাথ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম

তনয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা দ্রোণ-১৫৭ (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে যম তাঁহার সাহায্যার্থ প্রমাথ ও উন্মাথ নামক দুই অনুচরকে প্রদান করেন স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০। প্রমথ দেখ।

প্রমাথি, প্রমাথী—(১) খর দূষণ রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-অরণ্য-২৩। (২) এক বানর যূথপতি। তিনি মন্দার পর্ব্বতে বাস করিতেন। রামা-লঙ্কা-২৭।

প্রমাথিনী—(১) কশ্যপের স্ত্রী মুনি হইতে প্রমাথিনী জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (২) দুর্গার অপর নাম। বায়ু-৯। (৩) অপ্সরা বিশেষ। অর্জ্জুনের জন্ম দিনে আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩।

প্রমাথী—(১) প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে রাক্ষসপতি দূষণের দুই অনুজ ছিলেন। তন্মধ্যে লঙ্কা সমরে প্রমাথী নীলহস্তে ও বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৫। (২) যদুবংশীয় অক্রূরের পৌত্র ও উপদেবের তনয় প্রমাথী। কূর্ম্ম-পূ-২৪। প্রমাথি দেখ। (৩) সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত জনৈক রাজা। কল্কি-১ম-৫।

প্রমিতি—(১) মনুবংশীয় নরপতি প্রাংশুর পুত্র। প্রমিতির পুত্রের নাম খনিত্র। প্রমথা দেখ। (২) কলিযুগে চন্দ্রবংশে প্রমিতি নামে এক রাজা জন্মিবেন। তিনি বহু সেনার অধিপতি হইয়া কোটী কোটী ম্লেচ্ছ ও সমস্ত পাষণ্ড-গণকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ বৈদিক সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (৩) বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কি পূর্ব্বজন্মে প্রমিতি নামে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৮। (৪) জনৈক মহর্ষি। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট তীর্থ মাহাত্ম্য শুনিবার জন্য অন্যান্য মুনিগণসহ উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-অনুশা-২৬।

প্রমিতৌজা—কেতুমান নামে মহা-প্রতাপবান্ অসুর, ভূমণ্ডলে জন্মিয়া, প্রমিতৌজা নামে অতি নির্দ্দয় রাজা হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭।

প্রমীল—পূর্ব্বকালে মুর-পুত্র সুরজয়ী প্রমীল নামক মহাদৈত্য একদা বশিষ্ঠা-শ্রমে গমন করিয়া তদীয় সুরূপা নন্দিনী গাভী দর্শনে প্রলুব্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ নিকটে সেই নন্দিনী প্রার্থনা করেন। এইজন্য নন্দিনী শাপে তিনি গো-বৎসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরে তিনি বৃন্দাবনে বৎসাসুর হইয়া জন্মলাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। গর্গ-বৃ-৪। বৎসাসুর দেখ।

মীলা—একবার অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের

যজ্ঞাশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্ত্রী রাজ্যে উপস্থিত হন। ঐ রাজ্যের অধিশ্বরী যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়া অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনিরুদ্ধ ভীত হইয়া সংগ্রাম-পরাঙ্মুখতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার নিকট যজ্ঞাশ্ব প্রার্থনা করেন। তখন রাজ্ঞী অনিরুদ্ধকে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার পত্নীত্বে বৃতা হইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। অনিরুদ্ধ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন অঙ্গিকার করাতে রাজ্ঞী তাঁহার প্রধানা মন্ত্রিনী প্রমীলাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করেন। গর্গ-অশ্ব-১৭।

প্রমুচ—দক্ষিণদিকবাসী জনৈক মহর্ষি। অগস্ত্য ও ইধ্মবাহ দেখ।

প্রমুচি—দক্ষিণদিকবাসী মহর্ষি বিশেষ। লঙ্কা সমর বিজয়ী রামকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। রামা-উত্ত-১।

প্রমুচু—(১) জনৈক ঋষি। হরি। (২) উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, ঊর্দ্ধবাহু, তৃণ, সোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য, ইহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। মহাভা-অনুশা-১৫০। প্রমুচ দেখ। ঐ পর্ব্বেই ১৬৫ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায়—উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণ পুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু।

প্রমোচা—দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে প্রমোচা প্রভৃতি একাদশটীকে রুদ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

প্রমোদ—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) মনুবংশীয় নরপতি দৃঢ়াশ্বের পুত্র। তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের তনয় নিকুম্ভ। লি-৬৫ ; মৎ-১২। পদ্ম-সৃ-৮। (৩) ঐরাবত কুলজাত নাগরাজ। ইনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রমোদা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব-কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

প্রমোদাহ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু ও কশ্যপ দেখ।

প্রম্লোচা—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী মুনি হইতে প্রম্লোচা প্রভৃতি অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। কাশ্যা দেখ। (২) প্রম্লোচা পঞ্চচূড়া-বিশিষ্টা অপ্সরা ছিলেন। বায়ু-৬৯। (৩) অপ্সরা বিশেষ। ইন্দ্র কণ্ডুমুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কণ্ডু

তাঁহার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তৎসঙ্গে ভোগ সুখে দীর্ঘকাল যাপন করেন। অবশেষে অপ্সরা গর্ভবতী হইলে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া যান। প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃক্ষদের রাজা সোম তাহাকে পালন করেন। এই অপ্সরা-প্রসূতা কন্যার নাম মারিষা। প্রচেতারা দশ ভাই তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক ৩০ ; বিষ্ণু-১ম-১৫। (৪) উর্ব্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি দ্বাদশ জন অপ্সরা নৃত্য গীতদ্বারা সূর্য্যের অর্চ্চনা করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। অনুম্লোচা দেখ। (৫) ভৃগুবংশীয় দেবদত্তের তপস্যা ভঙ্গার্থ একবার ইন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচাকে প্রেরণ করেন। দেবদত্তের ঔরসে ও প্রম্লোচার গর্ভে, তখন রুরু জন্মগ্রহণ করেন। বরা-১৪৬। (৬) বিখ্যাত গুহ্যক অঞ্জকের ঔরসে ও অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। প্রথমে বানরযোনী প্রাপ্ত বিশ্বকর্ম্মা সেই কন্যাকে অপহরণ করেন। পরে ইক্ষ্বাকু তনয় শকুনির সহিত তাহার বিবাহ হয়। বাম-৬২—৬৫। (৭) অপ্সরা প্রম্লোচা নৃত্যগীতদ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মৎ-১৬১। (৮) একবার প্রজাপতি রুচি যখন পিতৃগণকর্ত্তৃক দারপরিগ্রহ করিতে আদিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন অপ্সরা প্রম্লোচা এক নদী মধ্য হইতে আবির্ভূতা হইয়া স্বীয়া মালিনী নাম্নী কন্যা তাঁহাকে বিবাহার্থ দান করেন। মার্ক-৯৮। (৯) প্রম্লোচা প্রভৃতি অপ্সরাগণ কুবেরের সভায় নৃত্যগীত করিতেন। মহাভা-সভা-১০। (১০) পার্ব্বতীর জনৈক সখী। পার্ব্বতীর তপস্যাকালে তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-২১। (১১) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণদ্বারা একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন, ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্পাখ্য রাক্ষস শ্রাবণ মাসে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

প্রম্লোচা—একবার 'দাক্ষায়ণী ব্যতীত আর কোন্ স্ত্রী মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারে' এই বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়াতে অপ্সরাগণ রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করেন তন্মধ্যে প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করেন। শিব-ধর্ম্ম-৭।

প্রঘশা—রাক্ষসী বিশেষ। সে অশোক বনে সীতাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রামা-সুন্দ ২৪।

প্রযস্বৎগণ—অত্রির অপত্য প্রযস্বৎগণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।২০।১।

প্রয়াগতীর্থ—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, প্রয়াগতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় কতিপয় অনুচরীকে প্রদান করেন। বাম ৫৭। ঊর্দ্ধবেণী দেখ।

প্রয়াগমাধব—যথাবিধ প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্নান করিয়া যে মানব, দশাশ্বমেধের উত্তরাংশে প্রয়াগমাধব নামক দেবকে অবলোকন করিতে পারে সে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

প্রযাম—রাক্ষস বিশেষ। ইনি রাম রাবণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা লঙ্কা-৯০।

প্রযুক্ত—দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কালি-৩৪।

প্রযুত—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা মুনি হইতে গোপতি, ভীম, ধৃতরাষ্ট্র, প্রযুত প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫।

প্রয়োগ—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি প্রয়োগ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।১০২।১।

প্ররুজ—রাবণের অনুচর জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। লঙ্কা সমরে তিনি বানরসৈন্যের হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮৩।

প্রর্ত্তিন—আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরীর বংশে দিবোদাসের ঔরসে দ্যুমানের জন্ম হয়। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক প্রভৃতি। এই দ্যুমান, প্রর্ত্তিণ, শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১৭।

প্রলম্ব—(১) একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব অন্যান্য গোপবালকগণসহ ভাণ্ডির বনে ভ্রমন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রলম্বদৈত্য গোপবালকবেশে তথায় প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলদেবের সহিত প্রলম্ব ও অন্যান্য গোপবালকগণ একে অন্যের সহিত মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। খেলার নিয়ম ছিল যে বিজয়ী বিজিতকে স্কন্ধে বহন করিবে। প্রলম্ব পরাজিত হইয়া বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিবার ছলে অন্যত্র লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু বলরামের মুষ্টাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইল। বিষ্ণু-৭০। (২) একদা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপ বালকগণের সহিত ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষতলে খেলা করিতেছিলেন। এমন সময় প্রলম্বাসুর বলরামকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। বলরাম

প্রলম্বের মস্তকে মুষ্টাঘাত করিলে রক্ত বমন করিতে করিতে প্রলম্ব প্রাণত্যাগ করে। বিষ্ণু-৫ম-৯ ; ভাগ-১০স্ক-১৮। (৩) প্রলম্ব নামে অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। বলরাম 'ভয় নাই' বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক শূন্যে উত্থিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রলম্ব ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১৬। (৪) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত জনৈক দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ। (৫) জনৈক দৈত্যপতি। মহাভা-আদি-৬৫ ; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৬) প্রলম্বের সহিত কংসের একবার যুদ্ধ হয়। কংস তাহাকে ভূমিতলে পাতিত ও পরে উত্থাপিত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নিক্ষেপ করেন। গর্গ-গোল-৬। (৭) প্রলম্ব নামক দানব তারকাসুরের যুদ্ধে স্কন্দের ভয়ে পলায়ন করিয়া পাতালে আশ্রয় লয় ও নাগ-গণের ভার্য্যা, পুত্র কন্যা,গৃহ সমস্তই বিধ্বস্ত করিতে থাকে। অন্যান্য নাগ গণ বাসুকী-নন্দন কুমুদনাগের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাকে বধ করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলে, স্কন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক "প্রলম্ব দানব নিহত হউক" বলিয়া পাতালের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দ-ভুজ-বিমুক্তা সেই শক্তি, সবেগে ভূতল ভেদ করিয়া পাতালে গিয়া সসৈন্য প্রলম্ব দানবের জীবন-সংহার করিয়া স্কন্দের নিকট পুনরাগমন করিল। স্কন্দ-মাহে কুমা-৩৬।

প্রলম্বক—বরাহকল্পের একাদশ দ্বাপরে ত্রিব্রত নামা মুনি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন। তৎকালে লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বকেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই মাহেশ্বর যোগে পারদর্শী ছিলেন। লি-২৪।

প্রলম্বায়ণ—বশিষ্ঠ বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমতি, এই তিনটী। মৎ-২০০।

প্রলয়ন্তিকা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অ-৫২।

প্রলোলুপ—গরুড়ের তনয় সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুত্র কুন্তি এবং কুন্তির আত্মজ প্রলোলুপ। মার্ক-২

প্রশম—বসুদেবের ঔরসে, শান্তিদেবার গর্ভে প্রশম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

প্রশমী—জনৈকা অপ্সরা। কুবেরের আলয়ে নৃত্যগীত করিয়া মহর্ষি অষ্টাবক্রকে প্রীত করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯১।

প্রশান্তাত্মা—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম নাম। মহাভা-বন ২৩০।

প্রশুশুক—(প্রশুশ্রুক) রাজা মরুর পুত্র। তাঁহার তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের আত্মজ যযাতি। রামা-আদি-৭০। অযোধ্যা কাণ্ডে ১০০ প্রশুশ্রুব নাম দৃষ্ট হয়।

প্রশুশ্রুব—মনুবংশীয় নরপতি মরুর পুত্র তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয় নহুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগের আত্মজ অজ ও সুব্রত। রামা অযো-১১০।

প্রশ্নি—জনৈক মহর্ষি। ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলে, তিনি অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সেই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬।

প্রশ্বাস—বরুণের মন্ত্রী। রাবণ বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক বরুণ-পুত্রদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে মন্ত্রী প্রশ্বাসের মুখে, বরুণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। রামা-উত্ত-২৩।

প্রশ্রয়—দক্ষপ্রজাপতির ষোড়শ কন্যার অন্যতমা হ্রীর গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১।

প্রসন্ধি—সত্যযুগে বৈবস্বত নামে মনু ছিলেন। মনুর পুত্র প্রসন্ধি, প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ। মহাভা-আশ্ব ৪।

প্রসব—ভৃগুবংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫। ... ও কাব্য দেখ।

প্রসভ—জনৈক বানর দলপতি। তিনি বহু বানর সৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। রামা লঙ্কা-৪২

প্রসাদ—ধর্ম্ম, সত্যযুগের সমভিব্যাহারে কলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কলির অনুচর লোভ, ধর্ম্মানুচর প্রসাদ-কর্তৃক নিহত হন। কল্কি-৩য়-৬।৭

প্রসুহ্ম—দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম, সুহ্ম ও প্রসুহ্ম নরপতিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯।

প্রসুশ্রুত—(১) রঘুবংশীয় নৃপতি মরুর পুত্র। প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি। সন্ধির পুত্র অমর্ষণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রসুশ্রুতের পুত্র সুগন্ধি। সুগন্ধির তনয় অমর্ষ। বিষ্ণু ৪র্থ-৪।

প্রসূত—চাক্ষুষ মন্বন্তরে অন্যতম দেবতা চাক্ষুষ মনু দেখ।

প্রসূতি—(১) বৈরাজ মনুর পত্নী শতরূপা হইতে আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বৈরাজ মনু আকূতিকে রুচি প্রজাপতির এবং প্রসূতিকে দক্ষের হস্তে প্রদান করেন। দক্ষ পত্নী প্রসূতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, (ঋদ্ধি; পদ্ম-সৃষ্টি-৩) ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। অপর একাদশ কন্যার মধ্যে সতী ভবকে, খ্যাতি ভৃগুকে,

সন্তীতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে ও স্বধা পিতৃগণকে বিবাহ করেন। বায়ু-১০; ভাগ-৩স্ক-১২; ৪স্ক-১। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকূতি নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে প্রসূতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, [illegible], মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি,(ঋদ্ধি; পদ্ম-সৃষ্টি ৩) ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী। অবশিষ্ট একাদশটীর মধ্যে, খ্যাতিকে ভৃগু, সতীকে ভব, সম্ভূতিকে মরীচি, স্মৃতিকে অঙ্গিরা, প্রীতিকে পুলস্ত্য, ক্ষমাকে পুলহ, সন্নতিকে ক্রতু, অনুসূয়াকে অত্রি, উর্জ্জাকে বশিষ্ঠ, স্বাহাকে বহ্নি ও স্বধাকে পিতৃগণ বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ ৮। শিব পুরাণে (বায়-পূ-১৫) আছে পুলহ প্রীতিকে, ক্রতু ক্ষমাকে ও পুলস্ত্য সন্নতিকে বিবাহ করেন। (৩) দক্ষ ইহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে জন্মলাভ করেন। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মলাভ করেন। বিষ্ণু ১ম-৭। (৪) মনুর ঔরসে ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী শতরূপার গর্ভে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। তন্মধ্যে আকূতিকে মহর্ষি রুচি, দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষি, প্রসূতিকে দক্ষপ্রজাপতি বিবাহ করেন। দেবীভাগ-৮স্ক-৩; বৃহদ্ধ-মধ্য-২। (৫) দক্ষের ঔরসে ও প্রসূতির গর্ভে ষাট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম আটটী, রুদ্র একাদশটী, শিব একটী, কশ্যপ ত্রয়োদশটী এবং অবশিষ্ট সাতাশটীকে চন্দ্র বিবাহ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (৬) প্রসূতি (অন্য নাম মেনকা) দক্ষের স্ত্রী। তিনি অম্বিকাকে প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৭) মনু হইতে শতরূপাতে উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসূতি দক্ষের পত্নী। তিনি দক্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, খ্যাতি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা ও মহাভাগা। লি-৫। (৮) দক্ষের পত্নী। প্রথমে ইনি পঞ্চ সহস্র পুত্র প্রসব করেন। নারদের পরামর্শে তাঁহারা সংসার ত্যাগী হন। পরে প্রসূতি আবার সহস্র পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সবলাশ্ব নামে খ্যাত। তাঁহারাও পরিশেষে নারদের পরামর্শে

সংসার ত্যাগী হন। লি-৬৩। (৯) ব্রহ্মার আত্মসদৃশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, আর তাঁহার তপস্যাদ্বারা লব্ধ নির্ধূত-পাপা কন্যা শতরূপা। এই শতরূপার গর্ভে, মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত প্রভৃতি ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও ঋদ্ধি নামে দুই কন্যা জন্মে। পিতা স্বায়ম্ভুব, প্রসূতিকে দক্ষপ্রজাপতির হস্তে এবং ঋদ্ধিকে রুচীপ্রজাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (১০) প্রসূতি দ্বাপরে যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহা-৫২। মহাভারত আদি (৬৬ অঃ)পর্ব্বে আছে ধর্ম্ম, দক্ষের দশটী কন্যা বিবাহ করেন। হরিবংশেও (২১৮ অঃ) ঐরূপ আছে। কিন্তু নামের তালিকা একরূপ নহে। ধৃতি ও পুষ্টি দ্রষ্টব্য। ধর্ম্ম দেখ।

প্রসূতি—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। নভ, নভস্য ও চাবন দেখ।

প্রসেন—(১) যদুবংশীয় নরপতি অক্রূরের পত্নী ও উগ্রসেনের কন্যা সুগাত্রীর গর্ভে দেবতুল্য তেজস্বী প্রসেন ও উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (২) যদুবংশীয় নরপতি অনমিত্রের এক পুত্রের নাম ছিল নিঘ্ন। নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিত। তাঁহারা দ্বারকা-পুরীতে বাস করিতেন। প্রসেন সমুদ্র হইতে স্যমন্তক নামে এক মণি লাভ করেন। এই মণি ভ্রাতা সত্রাজিৎ ব্যবহার করিতেন। একদা সূর্য্য এই মণি সত্রাজিৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাহা প্রত্যর্পণ করেন। সত্রাজিৎ স্নেহবশতঃ সেই মণি ভ্রাতা প্রসেনকে প্রদান করেন। প্রসেন সেই মণি ধারণপূর্ব্বক বনে মৃগয়া করিতে গিয়া এক সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। হরি-হরি-৩৮। সত্রাজিৎ দেখ। (৩) বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, প্রসেন সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন এবং সেই সিংহ জাম্ববানকর্ত্তৃক শমন সদনে প্রেরিত হয়। জাম্ববান স্যমন্তক মণিটী আহরণ করিয়া লইয়া যান। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। (৪) যযাতি বংশীয় নিঘ্নের দুই পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) যদুবংশীয় অনমিত্রের তনয় নিঘ্ন, নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও সত্রাজিৎ। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (৬) চন্দ্রবংশীয় নরপতি নিঘ্নের প্রসেন ও সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্রাজিতের প্রিয় সখা সূর্য্যদেব, তাহাকে স্যমন্তক নামে এক অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করেন। প্রসেন একদা সেই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগরাজকর্ত্তৃক নিহত হন। লি-৬৯। (৭) বৃষ্ণিবংশীয় নিঘ্নের তনয় প্রসেন ও শক্তিসেন। প্রসেনের স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াও এই মণি প্রাপ্ত হন নাই। একদা প্রসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া জাম্ববান হস্তে নিহত হন। সকলেই মনে করিল মণির জন্য শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে হত্যা করিয়া-

ছেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়ান্তরে জাম্ববানকে বধ করিয়া, তৎকন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করতঃ মণি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাহা প্রসেন-ভ্রাতা শক্তিসেনকে প্রদান করিয়া অপবাদ দূর করেন। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩; বৃহদ্ধ-উত্ত-১৮; গর্গ-দ্বার-৮; মৎ-৪৫। অগ্নি-পুরাণে (২৭৫ অঃ) এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়াছে। (৮) রাজা প্রসেন ব্রাহ্মণ-গণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৩৪।

প্রসেনজিৎ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সংহতাশ্বের পত্নী ও হিমালয়ের কন্যা ত্রিলোক বিখ্যাতা দৃষদ্বতী (হৈমবতী-বায়ু-৮৮) হইতে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিতের পত্নী গৌরী স্বামী-কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহুদা নদীরূপে পরিণতা হন। মহীপতি যুবনাশ্ব প্রসেনজিতের আত্মজ ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (২) প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে মহর্ষি জমদগ্নি বিবাহ করেন। মহাভা-বন-১১৩—১৬; শান্তি ৪৯। (৩) রঘুবংশীয় নরপতি বিশ্ববাহুর (বিশ্বাবসু) তনয়। প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক, তৎপুত্র বৃহদ্বল। ভাগ-৯স্ক-১২। (৪) তিনি রঘুবংশীয় নৃপতি লাঙ্গলের পুত্র। প্রসেনজিতের তনয় ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় সুমিত্র। ভাগ-৯স্ক-১২। (৫) রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা। সত্রাজিৎ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। তিনি মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে যাইয়া, সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। জাম্ববান সিংহকে নিহত করিয়া স্যমন্তক হস্তগত করেন। ভাগ-১০স্ক-৫৬, ৫৭। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি কুশাশ্বের তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা। বিষ্ণু ৪র্থ-২। (৭) বৃহদ্বল বংশীয় নৃপতি বাতুলের পুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুম্ভক। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৮) রাজা সত্রাজিতের পুত্র। ব্রহ্মবৈ-কৃ-১২২। সত্রাজিত দেখ। (৯) সূর্য্য বংশীয় রাজা শাক্য, শাক্যের তনয় শুদ্ধোধন, তৎপুত্র সিদ্ধার্থ, সিদ্ধার্থের তনয় প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রকের তনয় কুনক। মৎ-২৭১। (১০) শুদ্ধোধনের পুত্র (?) রাহুলের পর প্রসেনজিৎ অযোধ্যাতে রাজত্ব করিবেন। বায়ু-৯৯। (১১) জনৈক রাজর্ষি। মহাভা-সভা-৯। (১২) সুগন্ধির অন্যতম পুত্র। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (১৩) চন্দ্রবংশীয় কৃশাশ্বের তনয় প্রসেন-জিৎ, তৎপুত্র যৌবনাশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-৯। (১৪) নরপতি প্রসেনজিতের বক্ষঃস্থিত স্যমন্তক মণি নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে পূতিকা তীর্থে নিক্ষিপ্ত হইলে জাম্ববান সেই মণি গ্রহণ করিয়া পূতি-গন্ধযুক্ত ব্রণদ্বারা সমাক্রান্ত হন। স্কন্দ-আব-রেবা-৮৯।

প্রস্কণ্ব—ঋষি কণ্বের পুত্র মহর্ষি প্রস্কণ্ব একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শ্বেতিরোগ ছিল। পরে তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। ঋক্-১।৪৯—৫০।

প্রস্কন্ন—যযাতি বংশীয় মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ভাগ-৯স্ক-২০।

প্রস্তাব—(১) মনুবংশীয় নৃপতি। তাঁহার পত্নী বিরুৎসার গর্ভে বিভু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) মনুবংশীয় নৃপতি উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাব, প্রস্তাবের তনয় পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়। বিষ্ণু-২য়-১। প্রস্তার দেখ। (৩) অক্রূর বংশীয় দেবভাগের তনয় প্রস্তাব। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

প্রস্তাবি—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদ্‌গীথের তনয় প্রস্তাবি, (প্রস্তাবী) প্রস্তাবির পুত্র পৃথু। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। প্রস্তাব দেখ।

প্রস্তার—ভরত বংশীয় ভুবের পুত্র। তাঁহার তনয় বিভু, বিভুর আত্মজ পৃথু ও পৃথুর পুত্র নক্ত। অ-১০৭।

প্রস্তুত—দেবাসুর যুদ্ধে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, প্রস্তুত দানবকে বধ করেন। মহাভা-উদ্-১০৪।

প্রস্তোক—রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রস্তোক একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি একবার মহর্ষি গর্গকে সুবর্ণপূর্ণ কোষ ও দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-৬।২২।

প্রস্তোতা—স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় উদ্‌গীতের পুত্র প্রস্তোতা, তৎপুত্র বিভু। বরা-৭৪।

প্রস্থ—শ্রীকৃষ্ণের সখা, অন্যতম বৃষভানু। গর্গ-গোল-৪।

প্রস্বাপিনী—যদুবংশীয় নৃপতি সত্রাজিতের দশ ভার্য্যাতে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এবং ভুবন-বিখ্যাতা সত্যভামা, ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী নাম্নী তিন কন্যাও জন্মে। রাজা সত্রাজিৎ এই তিন কন্যাকে ভার্য্যার্থে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে অর্পণ করেন। হরি-হরি-৩৮।

প্রহরণ—(১) ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্ব-৩৩। (২) দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্র। কূর্ম্ম-পূ-১৮।

প্রহসিতেশ্বর—একবার তাপস শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা মহাদেবের আনন্দ কাননে উপস্থিত হন। তিনি ঐ স্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করেন এবং নানা-রূপে ঐ তীর্থের প্রশংসা করিয়া ঐ স্থানেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ-কাল তপস্যা করিয়াও কোন ফললাভ না করিয়া তিনি ক্রোধে "এই ক্ষেত্রে যাহাতে আর কাহারও মুক্তি না হয় আমি সেইরূপ বিধান করিতেছি" এই বলিয়া যেমন শাপ প্রদানে উদ্যত হইবেন অমনি মহেশ্বর, প্রহসিতেশ্বর

নামক একটী লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৬।

প্রহস্ত—(১) রাবণের প্রধান মন্ত্রী। লঙ্কা সমরে অকম্পনের পতন হইলে তিনি রাবণের আদেশে স্বীয় অনুচর নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক চারি জনের সহিত বানর সৈন্য দলনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু একে একে নরান্তক দ্বিবিদের হস্তে, কুম্ভহনু তারের হস্তে, মহানাদ জাম্ববানের হস্তে, সমুন্নত দুর্ম্মুখের হস্তে, এবং স্বয়ং নীলের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র জাম্বুমালী। প্রহস্ত কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন। রামা-সুন্দর- ও লঙ্কাকাণ্ড। (২) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তৎপত্নী কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত প্রভৃতি চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রামা উত্ত-৫। বিশ্রবামুনির অন্যতমা পত্নী পুষ্পোৎকটার গর্ভে, মহোদর, প্রহস্ত, খর, মহাপার্শ্ব, (মহাপ্রাংশু; বায়ু-৭০) নামে চারি পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কূর্ম্ম-পূ-১৯। (৩) সৌর-পুরাণ মতে (৩০ অঃ) প্রহস্ত, মহোদর ও মহাপার্শ্ব কেবল এই তিন পুত্র পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

প্রহারী—ঐরাবতের তনয় সুপ্রতীক (হস্তী) বরুণের বাহন ছিলেন। তাঁহার প্রহারী, সম্পাতি ও পৃথুচিত্তি নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

প্রহাস—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রহাস তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬; বাম-৫৭। অম্বুজ দেখ। (২) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে ইহার জন্ম। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রহাসক—খসার অন্যতম পুত্র। খসা দেখ।

প্রহেতা—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হেতা ও প্রহেতা দেবগণের বিনাশ সাধন করিবার জন্য সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, দেবগণ ভয় পাইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। তখন শ্রীহরির গদা প্রহেতাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত সৈন্য বিনাশ করে। তখন হেতা প্রহেতা আবার শ্রীহরির শরণাপন্ন হন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের সাক্ষাৎ হয়, এবং হেতার কন্যা সুকেশী ও প্রহেতার কন্যা মিত্রকেশীকে দেখিয়া দুর্জ্জয় অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পরে তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। বরা-১০।

প্রহেতি—(১) জনৈক শিবভক্ত দৈত্য। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (২) সমুদ্র মন্থনে পর দেবাসুরের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে প্রহেতি-দৈত্যের সহিত মিত্রদেবের যুদ্ধ

হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৩) সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে ক্রমে হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অপ, বাত, বিদ্যুৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত এই দ্বাদশ জন রাক্ষস গমন করেন। কূর্ম্ম-পু-৪১। (৪) রাক্ষস বিশেষ। লি-৫৫। (৪) জনৈক দৈত্য। কুবেরের অনুচর ব্রহ্মধাতা তাঁহার পুত্র। মৎ-১২১। (৫) হেতি ও প্রহেতি নামে দুই রাক্ষস সহোদর ছিল। প্রহেতি ধার্ম্মিক ছিল বলিয়া বনে গমন করে। আর হেতি যমের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করে। রামা-উত্ত-৪। হেতি দেখ। (৬) প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে, বৈশাখ মাসে, অর্য্যমা, পুলহ, রথৌজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। (৭) বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ কালে প্রহেতি বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বৃত্র দেখ। (৮) আদিত্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রামনী, সর্প ও রাক্ষস, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই মাস সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য, পুলহ, বাসুকী, সঙ্কীর্ণার তুম্বুরু, নারদ, ক্রতুস্থলা, পুঞ্জিকস্থলা, রথকৃচ্ছ্র, উর্জ্জ, হেতি ও প্রহেতি, ইহারা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২।

প্রহ্রাদ—দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; সৌর-২৮; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। প্রহ্লাদ দেখ।

প্রহ্লাদ—হরিবংশের এক স্থানে আছে, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, হ্লাদ, অনুহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলী। অন্যত্র আছে— হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লদ এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রহ্লাদের পুত্র জম্ভ, কুজম্ভ ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলী। হরি-হরি-২১৮।

হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তছিলেন। হিরণ্যকশিপু শুক্রাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করেন। সেইজন্য শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামার্ক তাঁহারই বাড়ীর নিকট অবস্থান করিতেন। রাজা হিরণ্যকশিপু ষণ্ডামার্কের হাতেই প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

—"তুমি কোন বস্তু সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে কর।" প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন "গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক হরির আরাধনাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে পুনরায় গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আর একদিন গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুশিক্ষিত বিষয় কি বল।" প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চণ, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা।" হিরণ্যকশিপু এতদ্শ্রবনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নিকটস্থ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন। তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রহরীগণ বিফল হইল দেখিয়া তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাহার বধোপায় আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হইলেন। দিগ্‌গজ, মহাসর্প, অভিচার, উত্তাল-শৃঙ্গ হইতে অধঃপাতন, মায়া গর্ত্তাদিতে নিরোধ, বিষপ্রদান, ভোজন করিতে না দেওয়া এবং হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ দ্বারা যখন সেই অসুর পুত্রবধে অসমর্থ হইলেন তখন বধার্থ অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্য ব্যপদেশে স্বীয় গুরু ষণ্ডামার্ক অন্যত্র গমন করিলে, সমবয়স্ক বহু বালক প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইল। প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিলেন। ষণ্ডামার্ক সমুদয় শ্রবণে ভীত হইয়া সমস্ত বিষয় হিরণ্যকশিপুকে জ্ঞাপন করিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নিকটে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট ভৎ‍সনা করিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—"তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন বল, তোমার হরি কি তবে এই স্তম্ভেও আছেন? যদি থাকেন আমাদিগকে দেখাও।" প্রহ্লাদ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—"হাঁ আমার হরি এই স্তম্ভেও আছেন।" ভাগ-৭স্ক-৫—৭; ৬স্ক-১৮।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে চারি পুত্র জন্মে। হিরণ্যকশিপু, এই বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ ব্যতীত অপর তিন পুত্রের সহিত নৃসিংহ হস্তে নিহত হন।

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে প্রহ্লাদ সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা প্রহ্লাদ পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেবদ্বেষী হইয়া উঠেন, কিন্তু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুভক্ত হন। প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক

সিংহাসনে আরোহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। তৎপুত্র বলি। কূর্ম্ম-পূ-১৭।

প্রহ্লাদ বিতল নামক পাতাল প্রদেশে বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পূ-৪৩।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করিয়া দেব-দ্বিজের পূজক হন। তিনি নর ও নারায়ণ মুনিদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নারায়ণ মুনির হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। অবশেষে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, বরলাভ করেন। বাম- ৭-৯। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। বাম-২৩।

দক্ষপ্রজাপতির পত্নী অসিক্লী ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে অদিতি, দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে কশ্যপ বিবাহ করেন। দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। এই হিরণ্যকশিপুর অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে মহাবীর্য্য, দৈত্যকুল-সংবিবর্দ্ধন চারি পুত্র জন্মে। একদা প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হিরণ্যকশিপু একটী গাথা-গান করিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তোত্র আবৃত্তি করিলে, হিরণ্যকশিপু অতিশয় কুপিত হইয়া, তাহাকে প্রহার করিবার জন্য দৈত্য-গণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু প্রহারে তাঁহার কিছুমাত্র বেদনা অনুভূত হইল না। সর্পগণ দংশন করিতে যাইয়া নিরস্ত হইল। দিগ্‌গজগণ প্রহার করিতে যাইয়া নিবৃত্ত হইল। পর্ব্বত-শিখর হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পাতিত হইয়াও প্রহ্লাদ আহত হইলেন না, পরন্তু দৈত্যপতির নির্দ্দেশানুযায়ী পাচককর্ত্তৃক বিষ মিশ্রিত অন্ন গ্রহণেও তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। অবশেষে তাঁহার বিনাশের জন্য হিরণ্যকশিপু শম্বর অসুরকে প্রেরণ করেন। শম্বর নানা-বিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিল; কিন্তু বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিল। অতঃপর দৈত্যপতির আদেশে প্রহ্লাদ সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণু স্বয়ং হস্ত প্রসারণে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তৎপর প্রহ্লাদের রক্ষার্থ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া সুদর্শন চক্রা-ঘাতে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রহ্লাদই পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। বিষ্ণু-১ম-১৫—২০; লি-৯৫। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। এই বলির, বাণ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-২১।

কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভে, হিরণ্যকশিপু জন্মলাভ করেন। এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম বৈষ্ণব

প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র শিবভক্ত বাণ। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯।

হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি, বাস্কল ও বিরোচন। বিরোচনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বলি। মৎ-৬।

প্রহ্লাদ একবার চ্যবন মুনির পরামর্শে নৈমিষারণ্যে গমন করেন। সেখানে যথাবিধি তীর্থকৃত্য করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে করিতে এক বৃক্ষে কতকগুলি বাণ দেখিতে পান। "এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে ঋষি-দিগের আশ্রমে কাহার এই বাণ সজ্জিত রহিয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অনতিদূরে ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে তপস্যা করিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে লক্ষণান্বিত শার্ঙ্গ ও আজগব নামে দুই ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর ছিল। ঋষিদ্বয় তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রহ্লাদ ক্রুদ্ধ হইয়া, তপশ্চরণ ও ধনুর্ধারণ এই দুই অসঙ্গত বিপরীত ব্যবহারের জন্য তীব্র তিরস্কার করেন। তৎপর এই বিষয় লইয়া ঋষিদ্বয়ের সহিত প্রহ্লাদের বাদানুবাদ উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও ঋষি-দ্বয়কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে বিষ্ণুর আদেশে প্রহ্লাদ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পাতালে প্রত্যাগমন করেন। দেবীভাগ-৪স্ক-৮, ৯।

পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে প্রহ্লাদ রাজা হন এবং দেবতাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন। তদুপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোর-তর যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হইয়া তপস্যা করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমনকরেন। প্রহ্লাদ প্রস্থান করিলে বিরোচন পুত্র বলি তৎপদাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা-নিপীড়ন আরম্ভ করেন। তাহাতে আবার দেব-দানবে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং দৈত্যগণ পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হয়। দেবীভাগ-৪স্ক-১৪, ১৫ ; হরি-২৪১—২৪২।

প্রহ্লাদ দ্বাপর যুগে সাত্যকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫।

পুরাকালে ভগবান নৃসিংহ হিরণ্য-কশিপুকে হনন করিয়া প্রহ্লাদের সহিত দশার্ণদেশে হরিবর্ষে বাস করেন এবং প্রহ্লাদকে বলেন "হে পুত্র, তুমি শান্ত ভক্ত। আমি তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছি, অতএব হে মহামতি তোমার বংশীয়কে বধ করিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে নৃসিংহের নয়নদ্বয় হইতে বহু আনন্দ-বারি-বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইল। তাহাতে এক মঙ্গলময় সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন প্রহ্লাদ নৃসিংহকে নমস্কার করিয়া

কহিলেন—"হে সাত্বতপতে, আমি পিতা মাতার সেবা করি নাই। হে পরমেশ্বর, পিতৃমাতৃ ঋণ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব।" তখন নৃসিংহ তাঁহাকে বলিলেন যে প্রহ্লাদ তাঁহার নেত্রজলসম্ভূত তীর্থে স্নান করিলে, দশবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। প্রহ্লাদ সেইরূপ করিয়া দশবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হন। গর্গ-বিশ্ব-২৭।

প্রহ্লাদের কন্যার নাম সংজ্ঞা। তিনি বিশ্বকর্ম্মার পত্নী। হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের মধ্যে প্রহ্লাদ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতার নাম—অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও হ্রদ। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১।

একদা ঋষিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত কলি যুগে কিরূপে বিনা ধ্যানে, বিনা জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিনা বিষ্ণুলাভ হইতে পারে, সেই গুহ্যকথা সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাদিগকে গোমতী তীর্থ, চক্রপাণি তীর্থ, নৃগতীর্থ ও অন্যান্য অনেক তীর্থ মাহাত্ম্য ও শ্রবণ করান। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১—২২, ২৯।

মহাত্মা কশ্যপকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির পর সমুদয় স্থাবর জঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজাপতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজা সকলের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তৎজাতীয় রাজ্যে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি প্রহ্লাদকে দৈত্যগণের আধিপত্যে নিয়োগ করেন। বায়ু-৭০।

পূর্ব্বকালে একবার প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনেন। ইন্দ্র স্বীয় রাজ্য অপহৃত দেখিয়া, বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া কি করিয়া শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, সে বিষয় জানিবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে মহাত্মা শুক্রের নিকট প্রেরণ করেন এবং শুক্রাচার্য্য দেবরাজকে প্রহ্লাদের নিকট যাইতে উপদেশ দেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং উপদেশ লাভের ইচ্ছা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করেন। প্রহ্লাদ অবসর-ক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন অঙ্গীকার করাতে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্যানুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট শ্রেয়োলাভের উপদেশ লাভ করেন। প্রহ্লাদ ইন্দ্রের শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইন্দ্র—"আমি যেন আপনার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি," এই বর প্রার্থনা করেন। প্রহ্লাদ সেই বর দিলে বিপ্ররূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। দেবরাজ গমন করিবার পর সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজঃ প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত

হইল। তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেই তেজঃ কহিল "আমি চরিত্র, তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিল অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।" চরিত্র এই কথা বলিয়া ইন্দ্রের দেহ অবলম্বন করিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য ও বল প্রহ্লাদের দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রহ্লাদের দেহ হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন, "হে প্রহ্লাদ, তুমি সচ্চরিত্রতাদ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছে। সত্য, ধর্ম্ম, সৎ-কার্য্য, বল ও আমি (লক্ষ্মী) সচ্চরিত্রতার অধীন।" লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। মহাভা-শান্তি-১২৪। আরও একবার দেবরাজ ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, জীবলোকে কোন বস্তু আত্মজ্ঞানলাভের সহায়ক তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁহার নিকট এতদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রীতমনে প্রস্থান করেন। মহাভা-শান্তি-২২২। প্রহ্লাদের তিন পুত্র—বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাভা-আদি-৬৫। হিরণ্য-কশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অপর চারিজন অনুজের নাম—সংহ্লাদ, অনু-হ্লাদ, শিবি ও বাস্কল। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দক্ষপ্রজাপতি দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। কা-৩৪; মহাভা-সভা-৯; বায়ু-৬৯। তিনি ব্রহ্মার পরমেষ্ঠি যজ্ঞে অন্যান্য দানবগণসহ উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-১১।

প্রাংশু—(১) বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও সুদ্যুম্ন নামে দশ পুত্র ছিল। প্রাংশুর তনয় শর্য্যাতি, শর্য্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত্ত এবং কন্যার নাম সুকন্যা। সুকন্যা চ্যবন মুনির পত্নী ছিলেন। অ-২৭৩; হরি-হরি-১০। বৈবস্বত মনু দেখ। (২) মনুবংশীয় নরপতি বৎসপ্রীতির পুত্র। প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমিতি। ভাগ-৯স্ক-২। (৩) ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের কন্যা অদিতি সূর্য্যকে প্রসব করেন। সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র নামে দশ পুত্র জন্মে। আবার নাভাগের পুত্র ভলন্দন। তৎপুত্র বৎসপ্রী, বৎসপ্রীর অপত্য প্রাংশু, প্রাংশুর তনয় প্রজানি, তৎপুত্র কনিত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১, মার্ক-১১৭। ইক্ষ্বাকু, করূষ ও পৃষধ্র দেখ। নাভাগের পুত্র বৎসপ্রীতি, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু,

তৎপুত্র প্রমিতি। ভাগ-৯স্ক-২। প্রাংশুর একমাত্র পুত্র প্রজাপতি। হরি-হরি-১০।

প্রাকার—দ্যুতিমানের অন্যতম তনয়। অর্থকারক দেখ।

প্রাচীনগর্ভ—তুষ্টির ঔরসে ছায়ার গর্ভে, বৃষক, বৃক, বৃকল, ধ্বতি ও প্রাচীনগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬২।

প্রাগায়ন—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯।

প্রাচীত্বত—চন্দ্রবংশীয় পুরুর পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় প্রাচীত্বত। তিনি প্রাচীদিক প্রণয়ন করেন। প্রাচীত্বতের তনয় মনস্যু, তৎপুত্র পীতায়ুধ। মৎ ৪৮—৪৯।

প্রাচীনবর্হি—(১) বেণ তনয় পৃথুর বংশীয় হবির্দ্ধানের তনয় প্রাচীনবর্হি। তিনি মহান্ প্রজাপতি ছিলেন, এবং তৎকর্ত্তৃক প্রজা সকল সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। যজ্ঞভূমির কুশ সকল প্রাচীনাগ্র হইয়া সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়াছিল, এই জন্যই তিনি প্রাচীনবর্হি নামে খ্যাত হন। তিনি সুমহৎ তপস্যার পরে সবর্ণা নাম্নী সমুদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সবর্ণা দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই প্রচেতাঃ নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি-২। (২) ব্রহ্মযোনী ভগবান প্রাচীনবর্হি অত্রির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার জন্ম হয়। দশ প্রচেতার একমাত্র পুত্র দক্ষ। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৩) পৃথুনন্দন হবির্দ্ধান স্বীয় আগ্নেয়ী নাম্নী ভার্য্যাতে ধনুর্ব্বেদ পারদর্শী প্রাচীনবর্হি নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। প্রাচীনবর্হি সমুদ্র তনয়াতে প্রচেতস্ নামক দশ পুত্র উৎপাদন করেন। এই প্রচেতারা দশ ভ্রাতায় মারিষার গর্ভে দক্ষকে উৎপাদন করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৪) মনুবংশীয় নৃপতি হবির্দ্ধানের পত্নী আগ্নেয়ী-ধিষণা, প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, রজ, (ব্রজ) কৃষ্ণ ও অজিন নামে ছয় পুত্র প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪; হরি-হরি-২। প্রাচীনবর্হির পত্নী সমুদ্র-তনয়া সবর্ণা প্রচেতা নামে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ দশ পুত্র প্রসব করেন। বিষ্ণু-১ম-১৪। (৫) প্রাচীনবর্হি একজন প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। সমুদ্র নন্দিনী সবর্ণার গর্ভে প্রচেতা নামে খ্যাত তাঁহার দশ পুত্র জন্মে। সোমের কন্যা মারিষাকে প্রচেতারা দশ ভাই মিলিয়া বিবাহ করেন। মৎ-৪। (৬) হবির্দ্ধামার পুত্র। ইহার পুত্র দশ প্রচেতাঃ। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (৭) রাজর্ষি বিশেষ। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (৮) সাগর-তনয়া সামুদ্রীর গর্ভে প্রাচীনবর্হি দশ পুত্র লাভ করেন। ইহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রচেতা নামে খ্যাত হন। শিবের শাপে দক্ষপ্রজাপতি ইহাদিগের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন। সৌর-২৬।

(৯) মহারাজ পৃথুর পৌত্র হবির্দ্ধান স্বীয় পত্নী হবির্দ্ধানীতে বর্হিষদ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। এই বর্হিষদেরই অপর নাম প্রাচীনবর্হি। তাঁহার স্ত্রী সমুদ্র কন্যা শতদ্রুতির গর্ভে তাঁহার দশ পুত্র জন্মে। এই সমুদয় পুত্রের নাম প্রচেতা। ভাগ-৪স্ক-২৪। (১০) দ্বাপরে প্রাচীনবর্হি, শ্রীকৃষ্ণ-তনয় গদরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৫। (১১) সাবর্ণি কন্যা সামুদ্রী হইতে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই প্রাচেতস্ সংজ্ঞায় অভিহিত। চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান ত্রম্ব্যকের অভিশাপে স্বায়ম্ভুব দক্ষ তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিব-বায়-পূ-১৫; বায়ু-৩০। (১১) আগ্নেয়ী-ধিষণা হইতে হবির্দ্ধানের প্রাচীনবর্হি, শুক, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয় পুত্র জন্মে। এই সকলের মধ্যে প্রাচীনবর্হি একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন। ইনি বল, বেদবিদ্যা এবং তপোবীর্য্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট হন। ইনি যজ্ঞকালে এত কুশ আস্তৃত করিয়া-ছিলেন যে ঐ কুশ প্রাচ্যদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি ঐ নামে আখ্যাত হন। তিনি সাগর-তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৬৩।

প্রাচীনযোগ— মহর্ষি প্রাচীনযোগ ও তাঁহার পুত্র পতঞ্জলি, কুথুমির পুত্রদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানা সংহিতা রচনা করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭।

প্রাচীনশাল—কেকয় নরপতির তনয় রাজর্ষি অশ্বপতি একজন বিখ্যাত ব্রহ্ম-বাদী ছিলেন। তাঁহার নিকট উপমন্যুর তনয় প্রাচীনশাল ঔপমন্যব ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দো-৫ম অঃ; ১১শ-খ; ২৪শ-খ।

প্রাচীন্বন্ত—পুরুর তনয় জনমেজয় এবং জনমেজয়ের তনয় প্রাচীন্বন্ত। তাঁহার তনয় মনস্যু। মনস্যুর আত্মজ বীতময়। অ-২৭৮। প্রচিন্বন্ত দেখ।

প্রাচীন্বান্—রাজা পুরুর পত্নী কৌশল্যা হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম মাধবী। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক জয় করিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচীন্বান্ হয়। যদুবংশীয়া অশ্বকী তাঁহার পত্নী ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে সংযাতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

প্রাচেতস্—প্রচেতা ও প্রাচীনবর্হি দেখ।

প্রাচেতস দক্ষ—দক্ষ দেখ। এতদ্ভিন্ন স্কন্দ-আব-চতু-৮২ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

প্রাচেয়—কশ্যপ বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯

প্রাচেতা—প্রাচীনবর্হি দেখ

প্রাজ্ঞ—বিষ্ণুর অবতার কল্কির অনুজ।

তিনি কল্কির সহিত ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মী-দলনার্থ নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। কল্কি প্র-১·৩ ; তৃ·১।

প্রাড়বিপাক্—(১) জনৈক মুনি। তিনি উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-৪৯। (২) ধৃতরাষ্ট্র তনয় দুর্য্যোধনের গুরু। তিনি একবার হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া, দুর্য্যোধনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের লীলা সবিস্তার বর্ণন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুর্য্যোধনকে এক সর্ব্বরক্ষাকর দিব্য কবচ দেন এবং তাঁহাকে বলদেবের গুহ্য সহস্র নাম শ্রবণ করান। গর্গ-বল-১—১৩।

প্রাণ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম ধর হইতে এক পত্নীতে দ্রবিণ ও হুত-হব্য-বহ জন্ম-গ্রহণ করেন। অপরা পত্নী মনোহরা হইতে শিশির, প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। মহর্ষি প্রাণের পুত্র অনুদাত্ত। মহাভা·বন-২১৮। (২) ভৃগুর পৌত্র। বিধাতার ঔরসে ও নিয়তির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের পুত্র বেদশিরা। ভাগ-৪স্ক-১; সৌর-২৬। (৩) অষ্টবসুর অন্যতম। ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষ-কন্যা বসুর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের ভার্য্যা ঊর্জ্জস্বতী, সহ, আয়ু ও পূরোজব নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক·৬। (৪) মেরুর কন্যা ও ধাতার স্ত্রী আয়তির গর্ভে প্রাণের জন্ম হয়। প্রাণের তনয় বেদ-শিরা। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৫) ভৃগুর পৌত্র ও ধাতার পুত্র। আয়তির গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। প্রাণের তনয় দেবশিরা, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজবান্। বিষ্ণু-১ম-১০। (৬) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবহ, (হুত-হব্যবহ; সৌর ২৮) প্রাণ, শিশির ও বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৫। (৭) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১; হরি-হরি-৭; সৌর-৩২; পদ্ম-সৃষ্টি-৭; মৎ-৯। (৮) অষ্টবসুর অন্যতম ধর। এই ধরের অন্যতমা পত্নী কল্যাণিনী হইতে প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৫। (৯) মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও নিয়তি (বিয়তি; সৌর-২৬) ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের দুই পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মলাভ করেন। মার্কণ্ডেয়ের তনয় বেদশিরা। ধূমবতীর গর্ভে প্রাণের দ্যুতিমান ও অজরা নামে দুই পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২; অ-২০। (১০) অষ্টবসুর অন্যতম ধরের পত্নী মনোহরা হইতে দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ জন্মগ্রহণ করেন। অ-১৮। (১১) অষ্টমারুতের অন্যতম। জালন্ধর দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধকালে তিনি ইন্দ্রের সহগমন করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-৫। (১২) অঙ্গিরা বংশীয় দশ জন

দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬৫ ; মৎ-১৯৬। (১৪) তুষিত মন্বন্তরে দ্বাদশ জন সাধ্যদেবের অন্যতম। বায়ু-৬৬। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, মহর্ষি রুচির ঔরসে অজিতার গর্ভজাত দ্বাদশ জন অজিত দেবতার অন্যতম। এই দেবতাগণ ব্রহ্মার মানস-সন্তান ও সুরগণসহ যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। বায়ু-৬৭।

প্রাতঃ—(১) ধ্রুবের প্রপৌত্র, বৎসরের পৌত্র, পুষ্পার্ণের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম প্রভা। ভাগ ৪স্ক-১৩। (২) ধাতার ঔরসে ও তদীয়া অন্যতমা পত্নী রাকার গর্ভে প্রাতঃ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) আদিত্য, গ্রামণী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প ও রাক্ষসগণ—ইঁহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই দুই মাস সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইন্দ্র, বিবস্বান, অঙ্গিরা, ভৃগু, এলাপত্র, শঙ্খপাল, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, প্রাতঃ, অরুণ, প্রম্লোচা, নিম্লোচা, ব্যাঘ্র ও শ্বেত, ইঁহারা সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। বায়ু-৫২।

প্রাতরাতক—কৌরব-কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

প্রাতিকামী—দুর্য্যোধনের অনুগত একজন সারথী। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। দ্রৌপদীকে সেই সময় সভায় আনয়ন করিবার জন্য প্রাতিকামীকে প্রেরণ করা হয়। সে তাঁহাকে আনিতে অসমর্থ হইলে, দুঃশাসন গমন করেন এবং তাঁহাকে রাজ সভায় আনয়ন করেন। মহাভা-সভা-৬৫।

প্রাদ্যুম্নি—(১) প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের অন্য নাম। অনিরুদ্ধ দেখ। (২) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

প্রাপঞ্চিক—জনৈক দৈত্য। পার্ব্বতীর সহিত রক্তাসুরের যুদ্ধকালে দেবী-হস্তে নিহত হয়। সৌর-৪৯।

প্রাপ্তি—(১) মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যাকে মথুরাপতি কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৫ম-২২ ; ভাগ-১০স্ক-৫০; হরি-৯০; অ-১২। (২) ধর্ম্মের পুত্র সাম। সামের স্ত্রীর নাম প্রাপ্তি। মহাভা-আদি-৬৬।

প্রাবহি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

প্রাবারকর্ণ—হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক ভল্লুক বাস করিত। মহাভা-বন-১৯৭।

প্রাবেপি—অঙ্গিরা বংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাহাদের আর্ষের প্রবর, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী। মৎ-১৯৬।

প্রারুজ—জনৈক রাক্ষস। রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ কালে যুদ্ধে বানর-সৈন্য

হস্তে নিহত হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪।

প্রারুণ—তিনি মনুবংশীয় নৃপতি হর্য্যশ্বের পুত্র। প্রারুণের তনয় ত্রিবন্ধন। ভাগ-৯স্ক ৭

প্রাশ—রৈবত মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ জন দেবতাদিগের মধ্যে অমৃতাভগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবত মনু দেখ।

প্রাসেব্য—জনৈক কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইহাদের আর্ষের প্রবর, বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব এই তিনটী। মৎ-১৯৯।

প্রাহ্লাদী—হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের কন্যা প্রাহ্লাদী বিশ্বকর্ম্মার পত্নী ছিলেন। তাহা হইতে সংজ্ঞা, স্তৌ, বলয়া, ছায়া ও নিক্ষুভা নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

প্রিয়ংবদা—মলয়কেতুর পুত্র মাল্যকেতুর স্ত্রী কলাবতী পূর্ব্বজন্মে হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। সেই জন্মে তাঁহার নাম ছিল প্রিয়ংবদা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

প্রিয়—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

প্রিয়ক—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বতসকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রিয়ক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৪৬। অম্বুজ দেখ। (২) দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ, যক্ষগণকর্তৃক প্রেরিত পঞ্চদশ জন অনুচরের অন্যতম। বাম-৫৭।

প্রিয়কৃৎ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

প্রিয়ঙ্কর—(১) প্রাচীনকালে প্রিয়ঙ্কর নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিপাশা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ, স্বীয় অনুচর প্রিয়ঙ্করকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

প্রিয়ঙ্করী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। কা-৬৩।

প্রিয়দর্শন—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা শল্য-৪৬।

প্রিয়ব্রত—(১) বশিষ্ঠের পত্নী শতরূপার গর্ভে ও বৈরাজের ঔরসে বীরের জন্ম হয়। বীরের পত্নী কাম্যা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। কর্দ্দম ভূপতির কন্যা কাম্যাকে প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী শতরূপা হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। বায়ু-১০; কূর্ম্ম-পূ-৮। শতরূপা ও প্রসূতি

দেখ। (৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত হইতে এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যা কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রিয়ব্রতের আরও দুই কন্যা এবং সম্রাট ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। বায়ু-৩৩; ভাগ ২স্ক-৭। (৪) মনুর তনয়। তিনি প্রথমতঃ রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে তিনি রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। বর্হিষ্মতী, আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও কবি নামে দশ পুত্র ও উর্জ্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। প্রিয়ব্রতের অপর স্ত্রীর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন, উর্দ্ধরেতা ছিলেন। একবার ভগবান আদিত্য সুমেরু-পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ অন্ধকারে আবৃত হয়। ইহাতে প্রিয়ব্রত অসন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজে দিবাকে রাত্রি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যতুল্য বেগবান জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করিয়া সাত বার সূর্য্যের পশ্চাৎদিকে ধাবমান হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রথ-চক্রাগ্র-দ্বারা সাতটী গর্ত্ত হইয়াছিল। এই সপ্ত খাত লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, জল ও দুগ্ধ সাগর নামে খ্যাত। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্করদ্বীপ বেষ্টিত। প্রিয়ব্রত রাজা এই সপ্তদ্বীপ আগ্নীধ্র প্রভৃতি সাত পুত্রকে দান করিলেন। দৈত্যাচার্য্য শুক্রের সহিত তাহার কন্যা উর্জ্জস্বতীর বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে দেবযানী জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তাঁহার বিষয়-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বীয় পুত্র আগ্নীধ্র-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দেবীভা-৮স্ক-৪; শিব-জ্ঞা-৪৭; অ ১০৭; ভাগ-৫স্ক-১। (৫) স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার অন্যতম পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র, আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ। ভাগ-১১স্ক-২। (৬) আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্ নামে প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-২য়-১; কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (৭) স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারিটী মনু প্রিয়ব্রতের বংশজাত। কূর্ম্ম-পূ-৫০। (৮) স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত তপোবলসম্পন্ন ও যাজ্ঞিক ছিলেন। তিনি ভরত প্রভৃতি পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। বরা-২। (৯) প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ,

মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, বপুষ্মান্ ও সবন নামে দশ পুত্র জন্মে। পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সাত জন সাত দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। মার্ক-৫৩; বরা-৭৪। (১০) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র সবন। এই সবনের স্ত্রী সুবেদার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন। বাম-৭২। (১১) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রতের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নী সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং দ্বিতীয়া পত্নী সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। অ-১৮; বিষ্ণু-১ম-৭, ১০। (১২) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র প্রিয়ব্রত, এই প্রিয়ব্রতের পত্নী, কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সম্রাট ও কুক্ষি নাম্নী দুই কন্যা ও আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিষ্মান্ নামে দশ পুত্র জন্মে। ইহাঁদের মধ্যে মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র প্রভৃতি মহাভাগ্যবান ও জাতিস্মর ছিলেন। প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সপ্ত পুত্রকে সপ্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন; তিনি আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ, বপুষ্মানকে শাল্মলীদ্বীপ, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ভব্যকে শাকদ্বীপ ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করেন। বিষ্ণু ২য়-১। (১৩) স্বারোচিষ, ঔত্তমী, তামস ও রৈবত এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয় বংশে রৈবত-মন্বন্তরের অধিপতিগণকে লাভ করেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (১৪) পুরাকালে ব্রহ্মা ঋভুকে, ঋভু প্রিয়ব্রতকে প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে বিষ্ণু-পুরাণ বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। (১৫) মনুর ঔরসে ও তাঁহার পত্নী শতরূপার গর্ভে, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামক তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। প্রিয়ব্রতের পুত্র সুব্রত। দেবীভাগ-৮স্ক-৪; ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩ (১৬) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা দেবসেনা (ষষ্ঠী) নাম্নী মাতৃকার আরাধনা করিয়া তাঁহার পুত্রের জীবনলাভ করেন। এই পুত্রের নাম সুব্রত। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৪৩; দেবীভা-৯স্ক-৪৬। (১৭) মনু হইতে শতরূপাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। আকূতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী। আকূতির গর্ভে দক্ষিণা নাম্নী কন্যা ও যজ্ঞ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লি-৫। (১৮) স্বায়ম্ভুব মনু সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া অনন্তী নাম্নী এক রূপবতী পত্নী লাভ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। মৎ-৪।

(১৯) ব্রহ্মার আত্মসদৃশ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে, তাঁহার তপস্যা দ্বারা নির্ধূত-পাপা-কন্যা শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু-১ম-৭। প্রসূতি দেখ। (২০) ব্রহ্মা মৈথুন-প্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে অর্দ্ধ নারী হইয়াছিল তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই বিরাট পুরুষ পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। এই শতরূপার গর্ভে মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। সৌর-২৬; দেবীভা-৮স্ক-৪; শিব-বায়-১৫; শিব-ধর্ম্ম-৫২; বৃহদ্ধ-মধ্য-২; ভাগ-৩স্ক-১২। (২১) বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৬০। বৈবস্বত মনু দেখ। (২২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতারা আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথক ও লেখ এই পাঁচটী গণে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত আদ্যগণের অন্তর্গত সাত দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। (২৩) বরাহ-পুরাণ মতে (৭৪-অঃ) প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ, মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, বপুষ্মান ও সবন। (২৪) রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে তিন পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্রহ্মভাব লাভ করেন। অপর সাত পুত্র সপ্তদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথি শাকদ্বীপের, হিরণ্যরোমা কুশদ্বীপের, ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপের, যজ্ঞবাহু শাল্মলীদ্বীপের, ইধ্মজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপের এবং বীতিহোত্র পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

প্রিয়ভৃত্য—তামস-মনুর দ্বাদশ তনয়ের অন্যতম। বায়ু-৬২। তামস-মনু ও অবক্ষি দেখ।

প্রিয়মুখ্য—তামস-মনুর অন্যতম তনয়। তামস-মনু ও অবক্ষি দেখ।

প্রিয়মুখ্যা—লৌকিকী-অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। লৌকিকী-অপ্সরা দেখ।

প্রিয়মেধ—(১) যযাতি বংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (২) অবন্তী নগরী নিবাসী বেদপ্রিয় নামক ব্রাহ্মণের চারি পুত্রের অন্যতম। শিব-জ্ঞা-৪৬। বেদপ্রিয় দেখ।

প্রিয়মেধা—মহর্ষি প্রিয়মেধা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-১।৪৫।৩।

প্রিয়া—সহনামা অগ্নির পুত্র অদ্ভুত-পাবক, অদ্ভুতের স্ত্রী প্রিয়া হইতে বিভূবসি নামক পুত্র জন্মে। মহাভা-বন-২২০।

প্রীতি—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা প্রীতি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩। প্রসূতি ও পুলস্ত্য দেখ।

প্রীতি হইতে দত্তোলি বা দন্তোলি উৎপন্ন হন। মার্ক-৫০; অগ্নি-২০। (২) প্রীতি, দত্তোলী, দেববাহু ও বিনীত নামে তিন পুত্র ও সন্বতী নাম্নী এক কন্যাকে প্রসব করেন। দত্তোলির অপত্য সুযজ্ঞ প্রভৃতি। ব্রহ্মাণ্ড-১০, ২৯; সৌর-২৬; বায়ু-২৮। (৩) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে প্রীতিকে পুলস্ত্য বিবাহ করেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। প্রীতি অগস্ত্য নামে এক পুত্র (অন্য নাম দত্তোলি) ও দেববাহু নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৪) দক্ষের ঔরসে ও মনু-কন্যা প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি পুলস্ত্যের পত্নী। তাঁহার গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। বিষ্ণু-১ম-৭; লি-৫। (৫) প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের স্ত্রী। প্রীতি হইতে দত্তোলি ও বেদবাহু নামে দুই পুত্র এবং দৃষদ্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৫। (৬) অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা বিষ্ণুর একনিষ্ঠ আরাধনার ফলে পর-জন্মে কামদেবের পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম প্রীতি ছিল। মৎ-১০০। (৭) দক্ষ-কন্যা প্রীতি পুলস্ত্যের পত্নী ছিলেন। শিব-বায়-পূ-১৫; স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। (৮) ধর্ম্মের অনুচর। সত্যযুগের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মের সহিত কলির যুদ্ধকালে, তিনি মুষ্ট্যাঘাতে নিরয়কে বধ করেন। কল্কি-৩-৭। (৯) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে রতি ও প্রীতিকে কামদেব বিবাহ করেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-১৯৯।

প্রেতবাহনা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ কাশী-পূ-৪৫।

প্রেতায়না—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, প্রেতায়না তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

প্রেহেতি— বৈভ্রাজ-বন-নিবাসী এক রাক্ষস। তাহার পুত্র ব্রহ্মধাতা। মৎ-১২১।

প্রোবা—দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার অন্যতমা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ ব্রহ্ম ধর্ম্ম-৮।

প্রোষ্ঠপদ—কুবেরের অন্যতম মন্ত্রী। রাবণ অলকা-পুরী আক্রমণ করিলে ধনেশের আদেশে মন্ত্রী শুক্র ও প্রোষ্ঠপদ যুদ্ধে গমন করেন কিন্তু উভয়েই রাবণ হস্তে পরাজিত হন। রামা-উত্ত-১৫।

প্লক্ষ—(১) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, (লি-দার্ভায়নি) কেতুমালী (লি-কেতুমান) ও বক (লি গৌতম) নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। দারুক ও দাক্ষায়ণি দেখ। (২) একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-পূ-৫২।

প্লয়োগ—যদুবংশীয় রাজা। প্লয়োগের পুত্র

অসঙ্গ, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁহারা উভয়ে ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। সায়নাচার্য্যের মতে অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন ও পরে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করেন। অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দান করিয়া অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঋক্‌-৮।১।৩০।

প্লুতি—প্রাচীন বৈদিক যুগে প্লুতি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহর্ষি গয় একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্‌-১০।৬৩।১৭।

ফ

ফণিশঙ্খ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যে সমুদয় মাতৃকা তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

ফলকক্ষ—জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

ফলবতী—একবার ইন্দ্র মহর্ষি জাবালির উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভঙ্গার্থ রম্ভা নামক এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। রম্ভা-সংসর্গে মহর্ষি জাবালি এক কন্যা রত্ন লাভ করেন। তিনি সেই কন্যাকে ফলরসে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ফলবতী। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ এই ফলবতীকে অপমানিত করিয়া মহর্ষি জাবালিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। স্কন্দ-নাগ-১৪৩, ১৪৪।

ফলোদক—জনৈক যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

ফাল্গুন—অর্জ্জুনের অপর নাম। হিমালয়-পৃষ্ঠে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি ফাল্গুন নামে অভিহিত হইতেন। মহাভা-বিরা-৪৪। স্কন্দ-আব-রেবা-৯৫।

ফেঙ্কার—দৈত্যপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৮।

ফেনপ—(১) পিতৃগণের অন্যতম। মহাভা-সভা ৮। (২) সুরভির ক্ষীরধারা মহীতলে পতিত হইয়া পরম পবিত্র ক্ষীরনিধি সমুৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীরের ফেন দ্বারা ঐ সাগরের পর্য্যন্ত প্রদেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্পিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতিপয় মুনি ফেন-পানপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন। এজন্য তাঁহারা ফেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবগণও তাঁহাদের নিকট ভীত হইয়া থাকেন। মহাভা-উদ্‌-১০১। সুরভি দেখ। (৩) ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন,

আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী প্রবর। মৎ-১৯৫।

ফেরুণ্ড—দৈত্যপতি জালন্ধরের অন্যতম সেনাপতি। পদ্ম-উত্ত-১৮।

ব

বংশকৃতি—জ্যামঘ বংশীয় ব্যোমার পুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বংশকৃতি; তৎপুত্র ভীমরথ। ভীমরথের আত্মজ নবরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১২।

বংশা—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অনবদ্যা, মনু, বংশা প্রভৃতি কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। অনবদ্যা ও কশ্যপ দেখ।

বক—(১) মহর্ষি বকের পিতার নাম দল্‌ভ ও মাতার নাম মিত্রা। সেজন্য তিনি দাল্‌ভ্য ও মৈত্রেয় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার আর একটী নাম ছিল গ্লাব। মহর্ষি বক, প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে অবগত. হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের উদ্‌গাতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিলাষ পূরণার্থ উদ্‌গীথ গান করিয়াছিলেন। ছান্দো-১ম-অঃ ২খ-১৩ ; ১২খ-১০। (২) ঋষ্যশৃঙ্গ দৈত্যের অলম্বুষ ও বক নামে দুই পুত্র ছিল। বক নিজ ভুজ-বলে একচক্রা নামে জনপদ, নগর ও প্রদেশ রক্ষা করিত। সে আপনার আহারের জন্য গ্রামে এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রতিদিন পর্য্যায়-ক্রমে এক এক গৃহস্থের গৃহ হইতে একজন মানুষ বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটী মহিষ লইয়া তাহার নিকট গমন করিত। রাক্ষস উপনীত হইয়া সেই সমস্ত বস্তু ও সেই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্ম-জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বহুদিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। নিকটবর্ত্তী বেত্রকীয়গৃহ নামক স্থানের অধিপতি এই অত্যাচার দমনে অসমর্থ ছিলেন। জতুগৃহ হইতে পলায়নের পর পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়েই ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হয়। কুন্তী ব্রাহ্মণকে বলিয়া স্বীয় পুত্র ভীমকে সেই রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করেন। ভীম তাহাকে বধ করিয়া সেই জনপদে শান্তি স্থাপন করেন। মহাভা-আদি-১৬৪। বকের ভাই কির্ম্মীর। (৩) বরাহ-কল্পের একবিংশ-দ্বাপরে মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, (লি-দার্ভায়নি) কেতুমালী (লি-কেতুমান) ও বক (লি-গোতম) নামে তাঁহার যোগাত্মা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩;

লি-২৪। দারুক ও দাক্ষায়ণি দেখ। (৪) কংসকর্তৃক গোকুলে শিশুহত্যা করিবার জন্য প্রেরিত অন্যতম দৈত্য। দেবীভাগ-৪স্ক-২৩। (৫) মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯। (৬) পূতনার ভ্রাতা জনৈক অসুর। প্রথমে কংসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হন। গর্গ-গোল-৬।৭। তিনি শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে যান। ভাগ-২স্ক-৭। (৭) যক্ষ রজতনাভের বংশীয় মণিবর যক্ষের অন্যতম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম দেবজনী। বায়ু-৬৯। (৮) দেবমীঢ়ের তনয় শূর। শূরের পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, আনক, বক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবমীঢ়ুষ দেখ। (৯) চমৎকার-পুরের এক ব্রাহ্মণের বিশ্বরূপ নামে (অন্য নাম বক) এক পুত্র ছিল। তিনি একবার মকর-সংক্রান্তি দিনে তাঁহার পিতৃপূজিত জাগেশ্বর শিবলিঙ্গ ঘৃত-কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সেই পাপে তিনি আনর্ত্ত দেশে বক নামে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে ধরাতলে সমুদয় সুপ্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গকে ঘৃতাপ্লুত করিয়া তিনি মহাদেবের বরে কৈলাসে গমন করিয়া কোটী কোটী গণের অধি-নায়কৃতা লাভ করেন। তাহার পর একবার মহর্ষি গালবের রজস্বলা পত্নীকে হরণ-চেষ্টার জন্য তিনি মহর্ষি গালব ও ও তৎপত্নী বিশালাক্ষী উভয় কর্তৃক অভিশপ্ত হন। পরে চমৎকার-পুরে ভর্তৃযজ্ঞ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণের উপদেশে তাঁহার বকত্ব অপগত হয়। স্কন্দ-নাগ-২৭১। (১০) দৈত্যরাজ কুশের অনুচর জনৈক দানব-সেনাধ্যক্ষ। দুর্ব্বাসা ঋষির প্রতি অত্যাচার করাতে সানুচর বক বিষ্ণু-হস্তে নিগৃহিত হয়। স্কন্দ-দ্বার-২০। (১১) রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিগৃহিত করার অপরাধে, একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে বক-যোনীত্ব প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিয়া আড়ি পক্ষী করিয়া দেন। এই নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধ-বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অন্য কোনও উপায়েই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা তাহাদের তির্য্যক-যোনীত্ব অপনোদন করিলেন। মার্ক-৯।

বকদাল্ভ্য—(১) অর্থাৎ দল্ভ মুনির পুত্র বক। এই মহর্ষি বকের মাতার নাম ছিল মিত্রা। সেইজন্য তিনি দাল্ভ্য ও মৈত্রেয় নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার আর একটী নাম গ্লাব। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বৈতবনে অবস্থান করেন তখন তদ্বনবাসী মুনিদের মুখ-পাত্ররূপে মহর্ষি বক তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১৫৭—১৬৪। বক দেখ।

(২) একবার নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ দক্ষিণা প্রাপ্তির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হন। তন্মধ্যে বক-দাল্‌ভ্য তাঁহাদিগের প্রার্থনা রাজাকে নিবেদন করেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে বক-দাল্‌ভ্য অত্যধিক রোষবশে স্বীয় মাংস উত্তোলন করিয়া পৃথূদকস্থ অবকীর্ণ নামক মহাতীর্থে রাজা ধৃত-রাষ্ট্রের রাজ্য হোম করিতে আরম্ভ করেন। ঐরূপ যজ্ঞ ক্রিয়ার সূচনা হইবা মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য নানারূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল। রাজার দুষ্কৃতির পরি-ণামে ক্রমে রাজ্যৈশ্বর্য্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া বিবিধ উপহারে বক-দাল্‌ভ্যকে সন্তুষ্ট করেন। বাম-৩৯। (৩) সীতার উদ্ধারার্থ রামচন্দ্র যখন বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সাগর অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টায় ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্মণের পরামর্শে সাগর মধ্যস্থিত এক দ্বীপে অবস্থিত বকদাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে গমন করিয়া সাগর অতিক্রমের উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং ফাল্গুনের কৃষ্ণ পক্ষীয় একাদশী তিথিতে মুনি কথিত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া লঙ্কায় গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-৪৪। (৪) রম্য মহাকাল বনে কুশস্থলী নামে এক পুরী আছে। তাহার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব তীর্থ বিরাজিত। ঐ স্থানে নাগালয় আছে। ঐ নাগালয়ে হরি যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। ঐ স্থানে দেহীগণের কল্প দোষ নাই। বকদাল্‌ভ্য প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ স্থানে ব্রতধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৫।

বকনখ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র বকনখ, একজন বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ ও গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনু-৪।

বকরথ—অঙ্গপতি কর্ণের ভ্রাতা, তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭।

বকাসুর—একদিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকদিগের সহিত গোচা-রণে নিরত ছিলেন। সেই সময়ে এক মহান্ অসুর বকরূপ ধারণ করিয়া বেগে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিল। শ্রীকৃষ্ণ, বককর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার গলদেশ দাহ করিতে লাগিলেন। জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বক, শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিয়া ক্রোধে তুণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুই তুণ্ড বিদারণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। এই বকাসুর কংসের অন্যতম অনুচর ছিল। ভাগ-১০স্ক-১১-অ। শ্রীকৃষ্ণ ও কংস দেখ।

বকী—কংসাসুরের অনুচর জনৈক দানব।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যে সফলকাম হন নাই। গর্গ-বৃ-১।

বকুলার্ক—সূর্য্যের অপর নাম। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী একবার পতির তেজঃ প্রশান্তির নিমিত্ত বকুল বৃক্ষের অধোভাগে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা করেন। তৎকালে তিনি রবির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বড়বা-মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাহা দেখিয়া তীব্র রশ্মিশালী রবি শান্তভাবে বকুল বৃক্ষের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী সংজ্ঞা সেই স্থানেই দিব্য মনোরম সুতদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সূর্য্যের অন্য নাম বকুলার্ক হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৩।

বক্র—(১) মহীপতি জরাসন্ধ যখন সমস্ত ভূপতিগণকে বাহুবলে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করেন তখন মায়াযোধী বীর্য্যবান করুষাধিপতি বক্র, শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-১৩। (২) কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত অন্যতম নৃপতি। মহাভা-শান্তি-৪।

বক্রকন্ধর—সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হিরণ্যাক্ষ নামক জনৈক দানব দেবরাজ শক্রকে পরাজিত করিয়া বীর্য্য প্রভাবে দেবগণের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত গঙ্গাদ্বারে গমনপূর্ব্বক তীব্র তপশ্চরণ করেন। তৎকালে স্বয়ং মহাদেব মহিষ-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রের অনুরোধে, হিরণ্যাক্ষ, সুবাহু, বক্রকন্ধর, ত্রিশৃঙ্গ এবং লোহিতাক্ষ, এই পঞ্চ দানবের নিধন করেন। স্কন্দ-নাগ-১২২।

বক্রনাশ—যমালয়ে চিত্র ও বিচিত্র নামে দুই কায়স্থ আছেন। তাঁহারা প্রাণীগণের ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসাব রাখেন। তাঁহাদের করাল, বিকরাল, বক্রনাস, মহোদর, সৌম্য, শান্ত, নন্দ ও সুকাব্য নামে আটজন অনুচর আছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম চারিজন অতি ভয়ঙ্কর। ইহারা পাপীলোক-সকলকে যমালয়ে বহন করিয়া লইয়া যায়। অপর চারি জন সৌম্যমূর্ত্তি, তাঁহারা অপ্সরাগণ-সেবিত দিব্য বিমান দ্বারা ধার্ম্মিক জনগণকে ধর্ম্মরাজপুরে উপনীত করেন। স্কন্দ-নাগ-২২৬।

বক্রশিরা—দৈত্যরাজ কুশের অনুচর ও অন্যতম সেনাপতি। দুর্ব্বাসা-মুনি তীর্থগমন ব্যপদেশে দানবগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, বিষ্ণু তাঁহার সাহায্যার্থ আসেন। তখন বিষ্ণুর সহিত দানবগণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। স্কন্দ-দ্বার-২০। বক দেখ।

বক্রাঙ্গ—আদি কল্পে শিবের দেহ হইতে অতি রৌদ্র অঙ্গার-সদৃশ লোহিতচ্ছবি

বক্রাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ ভয়াবহ মহাকায় পুত্র জাতমাত্রে ধরণী কম্পিত, দেবগণ ত্রস্ত, সমুদ্র ক্ষোভিত ও পর্ব্বত সমূহ চালিত হইল। দেবগণ ও ঋষিগণকে এইরূপে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিয়া শিব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেবর্ষিগণের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া দেন। এই বক্রাঙ্গ শিবের অঙ্গ হইতে রজোগুণ প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অঙ্গারক নামেও প্রসিদ্ধ হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪৩।

বক্রমালী— জনৈক রাক্ষস-সেনাপতি। লঙ্কা সমরে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৯০।

বক্ষোগ্রীব—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। তিনি বিপ্রকুল পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ ও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪।

বগলা—(১) একবার রুরু নামক অসুরের পুত্র দুর্গম ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সমুদয় দেবতাগণকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। তখন দুর্গম দৈত্য নানারূপে দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া ভগবতী শিবানীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া মাহেশ্বরী নানা উপায়ে দেব-ব্রাহ্মণগণের বিপদ নিবারণ করেন। তৎপরে দুর্গম দৈত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধকালে দেবীর শরীর হইতে, কালী, তারা, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা, গুহ্যকালী প্রভৃতি মহাশক্তিগণ আবির্ভূতা হন। দেবীভা-৭স্ক-২৮। (২) মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী, ধুমাবতী এবং মাতঙ্গী, ইঁহারা দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাতা। ইঁহাদিগের প্রতি পরম ভক্তি করিলে অবিলম্বে মোক্ষলাভ হয়। শ্রীমহা-১৮।

বগলামুখী— দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। শ্রীমহা-১৮ ; বৃহদ্ধ-মধ্য-৬। বগলা দেখ।

বঙ্গ—বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণা, দীর্ঘতমা ঋষি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (সুহ্মক ; অ-২৭৭) ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নামীয় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি-৩১ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৮ ; মহাভা-সভা-৪ ; ভাগ-৯স্ক-২৩। দীর্ঘতমা ও কলিঙ্গ দেখ।

বঙ্গৃদ—বৈদিক যুগে ঋজিশ্বান্ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। বঙ্গৃদ নামে এক অনার্য্য দস্যুপতি ঋজিশ্বান্‌কে আক্রমণ করিলে ইন্দ্র ঋজিশ্বান্‌কে সাহায্য করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গৃদের শত শত নগর ধ্বংস করিয়া পরিশেষে তাহাকে বধ করেন। ঋক্ ১।৫৩।৮।

বজ্র—(১) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের তনয় অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও

শানু। তন্মধ্যে বজ্রের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের তনয় সুচারু। হরি-হরি-১৬০। (২) শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি যুধিষ্ঠিরকর্তৃক মথুরার (অর্জ্জুন-কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থের; দেবীভাগ-২স্ক-৮) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগ-১স্ক-১৫। উপাসঙ্গ দেখ। (৩) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়। মহাভা-অনুশা-৪। (৩) বজ্রের তনয় প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫। প্রতিবাহুর পুত্র সুবাহু। ভাগ-১০স্ক-৯৪। রৈবত মন্বন্তরে রুরু নামে এক দৈত্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্র দেবকুল-নিপীড়ক ছিলেন। তিনি শিব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪। (৪) প্রভাস-তীর্থ নিবাসী জনৈক ঋষি। তিনি অপর তিন জন ঋষির সহিত পাতালে তপস্যা করিতেছিলেন। দেবী সরস্বতী তাঁহাদের ইচ্ছাপূরণার্থ পঞ্চস্রোতা হন। তাহাতে ঋষি চতুষ্টয় পৃথক পৃথক ভাবে এক এক স্রোতে স্নান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। (৫) যুধিষ্ঠিরের দৌহিত্র। বায়ু-৯৬।

বজ্রকর্ণ—(১) ময়দানবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। ময়দানব দেখ। (২) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। রামা-সুন্দ-৬।

বজ্রকেতু—পাতালবাসী জনৈক দৈত্য। তাঁহার পুত্র পাতালকেতু গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে হরণ করেন। মৎ-২১।

বজ্রজ্বালা— কুম্ভকর্ণের পত্নী। তিনি বৈরোচনবলির দৌহিত্রী ছিলেন। রামা-উত্ত-১২।

বজ্রদংষ্ট্র—(১) রাবণের অন্যতম সেনাপতি। লঙ্কা সমরে সেনাপতি ধূম্রাক্ষের পতনের পর, রাবণ বানর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তিনি বহু বানর-সৈন্য নিপাত করিয়া, শেষে অঙ্গদের শরে (নলের হস্তে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪৪) যমালয়ে গমন করেন। রামা-লঙ্কা-৫৩, ৫৪; স্কন্দ-৬, ৫৪; বৃহদ্ধ-পূ-২১। (২) দানবপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে বলির সহগমন করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। জয়ন্ত দেখ।

বজ্রদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি মহাবীর ভগদত্তের তনয় বজ্রদত্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক-রূপে তথায় উপস্থিত হইলে, বজ্রদত্ত তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভা-আশ্ব-৭৫, ৭৬।

বজ্রধারী—কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বার-রক্ষক, সর্ব্ব-পাপহর, শুভকর জয়ন্তের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-দ্বার-১৭।

বজ্রনাভ—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বজ্রনাভ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩। (২) দানবপতি বিপ্রচিত্তির পত্নী

ও হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকা হইতে নভ, বজ্রনাভ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। হরি-হরি ৩। (৩) অযোধ্যা-পতি রামের বংশধর উকৃথের তনয় বজ্রনাভ, বজ্রনাভের তনয় শঙ্খ, শঙ্খের তনয় পুষ্প। হরি হরি-১৫। বজ্রনাভের তনয় শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুথিতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ ৪। (৫) বিখ্যাত মহাসুর বজ্রনাভ সুমেরুসানুতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা হইতে দেবগণের অবধ্য বর এবং বজ্রপুর নামক উৎকৃষ্ট দুর্গপ্রাকার-বেষ্টিত নগরী লাভ করেন। একদিন তিনি ইন্দ্রসমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "সমুদয় ত্রৈলোক্য কাশ্যপগণের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব আমি ত্রৈলোক্য শাসন করিব। যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত না হয় তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর।" ইন্দ্র বলিলেন,—"পিতা কশ্যপ যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বিধান করা যাইবে।" এই কথা বলিয়া, তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান-পূর্ব্বক ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরব্ধ যজ্ঞ কার্য্য সমাপনান্তে প্রতিবিধান করিতে মনস্থ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বজ্রনাভ-পত্নী মহাদেবী প্রভাবতী নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা প্রসব করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামক নটের বেশে বজ্রপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে চন্দ্রবতী গদকে এবং গুণবতী শাম্বকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে বজ্রনাভ সুরপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দূতমুখে প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহের কথা শুনিয়া, বজ্রনাভ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত ত্বরায় বজ্রপুরে আগমন করিলেন এবং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ জয়ন্তের পুত্র বিজয়, একভাগ প্রদ্যুম্নের তনয়, একভাগ শাম্ব এবং একভাগ গদের পুত্র চন্দ্রপ্রভ পাইলেন। হরি-১৪৮, ১৫৪। (৫) সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয়কর্তৃক কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (৬) শ্রীরামচন্দ্রের বংশীয় পারিযাত্রের তনয় বলস্থল, বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র সগণ। ভাগ-৯স্ক-১২। (৭) কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত সর্ব্বপাপহর জয়ন্ত-দেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-দ্বার-১৭। বজ্রবাহু ও বজ্রদংষ্ট্র দেখ। (৮) নরপতি বজ্রনাভের অনুরোধে গর্গমুনি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা সবিস্তার শ্রবণ

করান। গর্গ-অশ্ব-১, ৪, ১০। (৯) কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত বল-দর্পিত শত দানবের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি ৬; মৎ-৬।

বজ্রনাম—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বজ্র-নাম তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বজ্রনিষ্কম্ভ—কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে যে সমুদয় বলবান বিহগ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০০।

বজ্রবাহু—(১) কুম্ভকর্ণ লঙ্কা সমরে চন্দ্র-বল ও বজ্রবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিয়া গ্রাস করিয়াছিলেন। মহাভা-বন-২৮৫। (২) মন্দর নামক এক ব্রাহ্মণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তিনি একবার ঋষভ নামক এক ধার্ম্মিক শিবযোগীকে ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া সেই পুণ্য ফলে দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১০। (৩) কলিতে কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত জয়ন্তদেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-দ্বার-১৭। বজ্রবাহু দেখ।

বজ্রবেগ—রাক্ষসপতি দূষণের প্রমাথী ও বজ্রবেগ নামে দুই অনুচর ছিল। তন্মধ্যে লঙ্কা সমরে প্রমাথী নীল হস্তে এবং বজ্রবেগ হনুমান হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-২৮০।

বজ্রমিত্র—(১) বৃহদ্রথ বংশীয় অন্তকের পুত্র পুলিন্দক তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর বজ্রমিত্র রাজা হন। বজ্রমিত্রের পর পুনর্ভব রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২। (২) শুঙ্গ বংশীয় পুলিন্দের পুত্র উদ্ঘোষ, উদ্ঘোষের পুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত, ভাগবতের তনয় দেবভূতি। ভাগ-১২স্ক-১।

বজ্রমুষ্টি—মাল্যবান রাক্ষসের অন্যতম পুত্র। রামা-উত্ত-৫। মাল্যবান দেখ। তিনি লঙ্কা সমরে মৈন্দের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩।

বজ্রলোচন—কলিতে কৃষ্ণের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত সর্ব্বপাপহর শুভকর জয়ন্ত-দেবের অন্যতম অনুচর। স্কন্দ-দ্বার-১৭।

বজ্রশীর্ষ—মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম তনয় ও একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। মহাভা-অনুশা-৮৫। চ্যবন দেখ।

বজ্রহস্তা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করি-বার জন্য শঙ্কর যে সমুদয় মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

বজ্রার—যদুবংশীয় উপাসঙ্গের দুই পুত্র—বজ্রার ও ক্ষিপ্র। বায়ু-৯৬। উপাসঙ্গ দেখ।

বজ্রাক্ষ—কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত মহাবল অন্যতম দানব। পদ্ম সৃষ্টি-৬; মৎ-৬। কশ্যপ ও দনু দেখ।

বজ্রাংশু— শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কৌশিকী হইতে উৎসন্ন, শঙ্কু, ক্ষিপ্র ও বজ্রাংশু জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০।

বজ্রাঙ্গ—তিনি দক্ষ-কন্যা দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সকল অঙ্গ বজ্রসারময় ছিল তজ্জন্য এই নাম হয়। তিনি জন্মমাত্র মাতৃ-আদেশে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া আনিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া পত্নী বরাঙ্গীসহ সুদুশ্চর তপস্যা করেন। ইন্দ্র নানা উপায়ে তাঁহাদের তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এই বরাঙ্গীর গর্ভে মহাবল তারক জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৪৬—১৪৭; পদ্ম-সৃ-৪২।

বজ্রিণী—প্রভাস তীর্থ হইতে আগত, হরিণ, বজ্র, ন্যঙ্কু ও কপিল নামক চারি জন স্বাধ্যায়-নিরত ঋষিগণের মনোভিলাষ পূরণার্থ সরস্বতী নদী, হরিণী, বজ্রিণী, ন্যঙ্কু ও কপিলা এই চারি অতিরিক্ত স্রোতে বিভক্তা হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৩। সরস্বতী দেখ।

বজ্রী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বঞ্জুলা—স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিতে যাইবার সময়ে বঞ্জুলা (নদী?) তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর স্মিতোদরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বঞ্জুলি—অত্রি বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—বিশ্বামিত্র, অশ্বরথ ও মহাতপা বঞ্জুলি। মৎ-১৯৮।

বট—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, মহাবীর অংশ তাঁহার সাহায্যার্থ, বট, পরিঘ, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বটক—(১) শুঙ্গবংশীয়দের রাজত্বের অবসানে কণ্ব বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ঐ বংশের সুন্দরের পুত্র চকোর, তৎপুত্র বটক, বটকের পুত্র শিবস্বাতি। ভাগ-১২স্ক-১। (২) তারকাসুরের সহিত যুদ্ধে গমন কালে, সূর্য্য স্কন্দের সাহায্যার্থ পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদাহন নামে পাঁচ জন অনুচরকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। বট দেখ।

বটিকা—মহামুনি ব্যাস একবার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি জাবালির বটিকা নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। বটিকার গর্ভে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ নাগ-৪৭।

বটুক—সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র ও সময়পুত্র ইহারা চারি বটুক নামে কথিত হন। ত্রিপুরতন্ত্রে তাঁহাদের পূজার বিধি উল্লিখিত আছে। কা-৬৩।

বড়বা—(১) বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা বড়বা ও সুতনু, পত্নী হইয়াও পরিচারিকা স্বরূপা ছিলেন। হরি হরি-। (২) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা বড়বারূপে

অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; ৮স্ক-১৩। সংজ্ঞা দেখ।

বড়বামুখ—একবার নারায়ণ বড়বামুখ নামক তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন. একদিন তিনি সমুদ্রকে নিকটে আহ্বান করেন। কিন্তু সমুদ্র তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সেইজন্য তিনি সমুদ্রকে তাঁহার জল অপেয় হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করেন। তদবধি সমুদ্রের জল অপেয় হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

বড়বামুখী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। মৎ-৫৩।

বড়ল—মণিভদ্র নামক কুবেরের সখা। তিনি কুবেরের উদ্যানে কুবেরের প্রিয় বৃক্ষাদি বিনষ্ট করায় স্বীয় পিতার শাপে সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, দীন ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হন। পরে পিতারই উপদেশে মহাকাল বনে এক শিবলিঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই প্রভাবে সর্ব্ব-রোগ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৫।

বৎস—(১) কণ্ব গোত্রীয় মহর্ষি বৎস একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি যদুবংশীয় তিরিন্দির রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার এক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বহু ধন প্রাপ্ত হন। ঋক্-৮।৬।৪৬। একবার তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় কর্তৃক "তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নি-পরীক্ষা করেন। তিনি যথার্থই শুদ্ধজন্মা ছিলেন। মনু। (২) পুরুবংশীয় নর-পতি সেনজিতের শ্বেতকেতু, রুচির, মহিম্নর ও বৎস নামে চারি পুত্র জন্মে। বৎস অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন। হরি-হরি-২০। (৩) কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস, (ভর্গ ও বৎস; অ-২৭৮) বৎসের তনয় বৎসভূমি ও অলর্ক (বৎসের পুত্র অলর্ক; অ-২৭৮)। হরি-হরি ২৯। (৪) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে, প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসগণ-কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি ৪৯। (৫) বৈবস্বত মনুর তনয় শর্য্যাতি। এই শর্য্যাতির বংশেই নরপতি বৎস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের হইতেই পরাক্রান্ত হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হয়। মহাভা-অনুশা ৩০। (৬) শিবাব-তার সোমশর্ম্মার অন্যতম পুত্র। বায়ু-২৩; ব্রহ্মা-২৩; লি-২৪; শিব-বায়-উত্ত-১০। সোমশর্ম্মা দেখ। (৭) কংসের জনৈক সেনাধ্যক্ষ। কংসের সহিত সুর-পুর জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন। গর্গ-গোল ৭। (৮) জনৈক অসুর। শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। গর্গ-

বৃ-৪। (৯) পুরাকালে কিম্পুরুষ-বর্ষে ভারত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বৎস। শত্রুগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলে তিনি স-ভার্য্যা বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গমন করেন। কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে সেই আশ্রমে বাস করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বৎস-রাজ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বলেন এবং ঋষির পরামর্শে নৃসিংহ-দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান নরসিংহ-দেবের নিকট হইতে এক শত্রুধ্বংসকারী চক্রাস্ত্র লাভ করেন। বৎসরাজ সেই অস্ত্র-প্রভাবে শত্রু বিনাশ করিয়া আপনার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন। বরা-৪২। (১০) ধন্বন্তরীর বংশে রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন। তাঁহার পিতা দিবোদাস অতি প্রীতির সহিত তাঁহাকে 'বৎস' 'বৎস' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম বৎস হয়। বিষ্ণু-৪র্থ-৮। প্রতর্দ্দন দেখ। (১১) বৎস, অশ্বীসেন, পাণ্ড, পথ্য ও শৌনক এই ভার্গবগণ সপ্ত গোত্রে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। (১২) দিবোদাসের পুত্র দ্যুমানের অপর নাম বৎস। ভাগ ৯স্ক-১৭। ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব দেখ। (১৩) পুরাকালে নাগরাজ বাসুকী বৎসকে এবং বৎস এলাপত্রকে বিষ্ণু-পুরাণ শ্রবণ করান। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৮। প্রিয়ব্রত ও বাসুকী দেখ। (১৪) তারকাসুরকে বধ করিতে গমনোদ্যত স্কন্দকে সাহায্য করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৎস ও নন্দী নামক অনুচরদ্বয়কে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (১৫) জনৈক ঋষি। তাঁহার গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণের ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। (১) একবার বৎস, ভৃগু, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মুনিগণ প্রভাস-তীর্থে মাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সমীপে তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন। তখন পরস্পর পরস্পরকে শিব মনে করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আরও উগ্র তপস্যা করিয়া হরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মুনিদের প্রার্থনায় হর গঙ্গাকে সেই স্থানে আনয়ন করিলে ঋষিগণ সেই গঙ্গায় স্নান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩০৪। (১৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় গুরুক্ষেপের তনয় বৎস। বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২। প্রতিব্যোম ও বৎসব্যূহ। দেখ।

বৎসক—(১) গোকুলে শিশুহত্যা করিবার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক দৈত্য। দেবীভাগ-৪স্ক-২৩। (২) যদু-বংশীয় দেবমীঢ়ের তনয় শূর। শূরের দশ পুত্রের অন্যতম বৎসক। ভাগ-৯স্ক-২৪। দেবমীঢ়ুষ ও আনক দেখ।

বৎসদ্রোহ—সূর্য্যবংশীয় বৃহদ্বলের তনয় দায়াদ। তৎপুত্র বৎসদ্রোহ, বৎস-দ্রোহের তনয় প্রতিব্যোম। মৎ-২৭১। প্রতিব্যোম দেখ।

বৎসনাভ—পূর্ব্বকালে বৎসনাভ নামে এক মহামুনি ছিলেন। তিনি বহুকাল অতি তীব্র তপস্যা করেন। তিনি এই-রূপ তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁহার শরীর বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইলেও, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া প্রবল বারিপাতে বল্মীকস্তূপ বিধ্বস্ত করিলেন, কিন্তু বৎসনাভ মুনি, প্রবল বারিধারায় পীড়মান হইয়াও তপস্যা ত্যাগ করেন নাই। তাহা দেখিয়া ধর্ম্ম মহিষের রূপ ধারণ করিয়া মুনির উপরিভাগ স্বীয় গাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন। সপ্তদিবস পরে বৃষ্টি-বর্ষণ বিরত হইলে, তিনি সর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া সেই মহিষরূপধারী ধর্ম্মকে দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্ম তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গন্ধমাদন-শৈলস্থিত শঙ্খ নামক তীর্থে স্নান করিয়া পাপশান্তি করিতে উপদেশ দেন। বৎসনাভ মুনি তাহা করিয়া সত্যলোকে উপনীত হন। স্কন্দ ব্রহ্ম-সেতু-২৫।

বৎসপ্রী—(১) মহর্ষি বৎসপ্রী একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।৪৫।৪৫। (২) চন্দ্রবংশীয় ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। তাঁহার পুত্র প্রাংশু। বিষ্ণু-৪র্থ-১। প্রাংশু দেখ।

বৎসপ্রীতি—ভলন্দনের তনয় তাঁহার পুত্র প্রাংশু। ভাগ-৯স্ক-২। বৎসপ্রী ও প্রাংশু দেখ।

বৎসবান—যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা এবং শূরের অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩৪। বসুদেব দেখ।

বৎসবালক—শূরের পত্নী মারিষার গর্ভ-জাত দশ পুত্রের অন্যতম ও বসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অনাধৃষ্টি দেখ।

বৎসবৃদ্ধ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রণের পুত্র। তাঁহার তনয় প্রতিব্যোম। প্রতি-ব্যোমের সুত ভানু। ভাগ-৯স্ক-১২।

বৎসব্যূহ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষণ। তাঁহার পুত্র গুরুক্ষেপ। গুরুক্ষেপের আত্মজ বৎস, বৎসের তনয় বৎসব্যূহ। তৎপুত্র প্রতিব্যোম। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (২) বৃহদ্রথের পুত্র বৃহৎক্ষয়। তৎপুত্র ক্ষয়, ক্ষয়ের তনয় বৎসব্যূহ। বৎসব্যূহের তনয় প্রতিব্যূহ। বায়ু-৯৯। বৎস ও প্রতিব্যোম দেখ।

বৎসভূমী—(১) বারাণসীর রাজা প্রতর্দ্দ-নের পুত্র বৎস। বৎসের পুত্র বৎসভূমী ও অলর্ক। হরি-হরি-২৯। প্রতর্দ্দন দেখ। (২) দিবোদাসের বংশীয় সত্য-কেতুর তনয় বৎসভূমি। অ-২৭৮।

বৎসর—(১) ধর্ম্ম হইতে দক্ষের অন্যতমা

কন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ জন সাধ্য-দেবতার অন্যতম। মৎ-১৭১। ঈশ ও সাধ্যদেবগণ দেখ। (২) ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের, বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (৩) প্রজাপতি কশ্যপ তপঃপ্রভাবে বৎসর ও অসিত নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব ও মহামতি রৈভ্য। সৌর-৩০। (৪) ধ্রুবের ভূমি নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। বৎসরের তনয় পুষ্পার্ণ। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৩। (৫) ব্রহ্মার মানস-পুত্র দশজন মহর্ষিগণের বংশীয় অন্যতম ঋষি। বায়ু-৫৯।

বৎসরাজ— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৎসল—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৎসশ্রী—সত্যযুগে এক ব্রহ্মবাদী নরপতি পুত্রার্থী হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে শুভ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বৎসশ্রী নামে এক পুত্র লাভ করেন। বরা-৫৫।

বৎসহনু— অজমীঢ়-বংশীয় সেনজিতের চারি পুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। কাশ্য ও দৃঢ়হনু দেখ।

বৎসাবর্ত্ত—অজমীঢ়ের বংশীয় সেনজিতের রুচিরাশ্ব, কাব্য, দৃঢ়রথ ও বৎসাবর্ত্ত এই চারি পুত্র জন্মে। এই বৎসাবর্ত্তের বংশধরগণ পরিবৎসক নামে বিখ্যাত। মৎ-৪৯। কাশ্য ও দৃঢ়হনু দেখ।

বৎসার—(১) কশ্যপ-বংশীয় বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই কয়জন মন্ত্রকর্ত্তা। বায়ু-৫৯। দেবল দেখ। (২) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বায়ু-৬৪। বৈবস্বত-মনু দেখ।

বৎসাসুর— শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যখন অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন কংসের অনুচর এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনায় বৎস-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অন্যান্য গো-বৎসগণের সহিত বিচরণ করিতে-ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, তাহার পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন। ভাগ-১০স্ক-১১; বৃহদ্ধ-উত্ত-১৭।

বতণ্ড—অত্রিবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও মহাযশ উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮।

বদনপ্রেক্ষণা— কাশীতে বদনপ্রেক্ষণা নাম্নী দেবী ও তন্ত্রীশ্বর এবং বৃত্রেশ্বর লিঙ্গদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহা-দিগকে দর্শন করিলে, সুবর্ণের সহিত ভূমিদানের ফল ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বদরিকাশ্রম—তারকাসুর-বধ-গমনোন্তত স্কন্দের সাহায্যার্থ বদরিকাশ্রম-তীর্থ পদ্মাবতী ও মাধবী নাম্নী দুই অনুচরীকে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

বদান্য—মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভাকে অষ্টাবক্র ঋষি বিবাহ করেন। মহাভা-অনুশা-১৯—২১। শিবপুরাণ মতে (ধর্ম্ম-৪৩) বদান্যের কন্যার নাম প্রভা।

বধ—কশ্যপের ঔরসে খসার গর্ভে কতিপয় অতি ভীষণ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে যক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া পিতা কশ্যপকর্ত্তৃক যক্ষ নামে অভিহিত হন। ঐ যক্ষ, অজ ও খণ্ড নামক পিশাচ-দ্বয়ের দুই কন্যা ব্রহ্মধনা ও জন্তুধনাকে বিবাহ করেন। বধ ঐ জন্তুধনার (যাতুধনা ?) গর্ভজাত অন্যতম রাক্ষস। এই রাক্ষসেরা সকলেই সূর্য্যানুচর এবং সর্ব্বদা সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বধের দুই পুত্র বিঘ্ন ও শমন। বায়ু-৬৯। খসা ও আপ দেখ।

বধিরান্ধ—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

বধূসরা—একটী নদীর নাম। মহর্ষি ভৃগুর পত্নী পুলোমাকে পুলোমা রাক্ষস হরণ-কালে, পথিমধ্যে চ্যবন মুনির জন্ম হয়। চ্যবনের দর্শনেই রাক্ষস পুলোমা ভস্মীভূত হয়। ভৃগুপত্নী পুলোমা সদ্যোজাত শিশু-পুত্র ক্রোড়ে লইয়া, রোদন করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার নয়ন-নির্গত অশ্রুধারায় এক নদীর উৎপত্তি হয়। পিতামহ ব্রহ্মা সেই জলধারাকে পুত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম বধূসরা রাখেন। মহাভা-আদি-৫।

বধ্যশ্ব—(১) মুদ্গল-আত্মজ মহর্ষি ইন্দ্র-সেনের তনয়। বধ্যশ্বের পত্নী মেনকা হইতে যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম দিবোদাস ও কন্যার নাম অহল্যা। হরি-হরি-৩২। (২) মুদ্গল-তনয় ব্রহ্মিষ্ঠের রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম বধ্যশ্ব। বধ্যশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে এক মিথুন উৎপন্ন হয়। ঐ মিথুনের একজন রাজর্ষি দিবোদাস ও অপর যশস্বিনী অহল্যা। বায়ু-৯৯।

বধ্রি-অশ্ব—(বধ্র্যশ্ব) (১) মহর্ষি বধ্র্যশ্ব ও তাঁহার পুত্র সুমিত্র ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অগ্নির স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৬৯।১। (২) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন তথায় বধ্র্যশ্ব প্রমুখ বহু রাজন্যবর্গ উপস্থিত হইয়া যমের উপাসনা করি-তেন। মহাভা সভা ৮। (৩) ভৃগুবংশীয় আপিশলি, খাণ্ডব, কায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের ভৃগু, বধ্র্যশ্ব ও দিবোদাস এই এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বধ্রিমতী—এক রাজর্ষির কন্যা। তাঁহার স্বামী নপুংসক ছিলেন বলিয়া, তিনি

অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামে এক পুত্র প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা তাঁহার প্রসব বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করান। ঋক্-১।১১৬।১৩ ; ১০।৩৯।৭।

বনক—চতুর্থ তামস-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। বিষ্ণু-৩য়-১। তামস-মনু দেখ।

বনপীঠ—চতুর্থ তামস-মন্বন্তরে বশিষ্ঠ গোত্রীয় বনপীঠ অন্যতম ঋষি ছিলেন। বায়ু-৬২।

বনরাজি, বনরাজী—বসুদেবের ত্রয়োদশ জন পত্নীদিগের দুইটী পরিচারিকা ছিল। তাহাদের নাম সুগন্ধা ও বনরাজি। বায়ু-৯৬।

বনস্তম্ব, (বনস্তম্ভ)—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী সুদেবার গর্ভজাত সাত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-১০৪। অবগাহ দেখ।

বনস্পতি—প্রিয়ব্রতাত্মজ ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের নাম—আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি। ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে স্বীয় সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া, সেই সকল বর্ষে সেই সাত পুত্রকে রাজা করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

বনায়ু—অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভজাত নৃপতি পুরূরবার অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৭৫। অমাবসু, অমায়ু ও পুরূরবা দেখ।

বনেয়ু—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের অন্যতম পুত্র। ঋতেয়ু, ঋচেয়ু ও রৌদ্রাশ্ব দেখ।

বন্দন—একজন ঋষি। অসুরগণ কর্ত্তৃক একটী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তথা হইতে উঠিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন। ঋক্-১।১১৬।৮।

বন্দী—জনক রাজার পুরোহিত বন্দী একজন অসাধারণ বাদবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাদে পরাস্ত করিয়া অন্যান্য ঋষির ন্যায় একদা কহোড় ঋষিকেও জলমগ্ন করেন। কহোড়-তনয় অষ্টাবক্র অবশেষে বন্দীকে পরাস্ত করিয়া জলে নিমগ্ন করেন এবং স্বীয় পিতা কহোড়কে উদ্ধার করেন। মহাভা-বন-১৩১—৩৩। কহোড় দেখ।

বন্দুলা—দক্ষিণাপথে বাস্কল গ্রামে বিদুর নামে এক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বন্দুলাও অতি দুশ্চরিত্রা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে জীবিতকালে বহুবিধ দুষ্ক্রিয়া করেন। পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে, বন্দুলার স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং এক পুরোহিত ব্রাহ্মণের উপদেশে নানারূপে শিবের আরাধনা করিয়া পুণ্যলোকে গমন করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-২২।

বন্ধু—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া চারিটী ঋক্-

মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।২৪।১। মহর্ষি বন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামক দুই ঋষির সহিত মন-দেবতা সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৫৮।১। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিত্রয় ও সুবন্ধু নামে আর একজন মহর্ষি—এই চারি জন লোপায়ন ও গোপায়ন নামে খ্যাত। ঋক্-৫।২৪।

বন্ধুক— মহিষাসুর-তনয় রক্তাসুরের (রক্তাক্ষের) তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বন্ধুদত্ত—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বন্ধুদত্ত-তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ আজিশিরাকে প্রেরণ করেন। বাম-৫৭।

বন্ধুমতী— স্বারোচিষ মন্বন্তরে রেবত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বন্ধুমতী। তিনি অতিশয় পাপ-স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দণ্ডকেতু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই দণ্ডকেতু নানারূপে দুষ্ক্রিয়াশীল হইয়াও একদা এক বিষ্ণু-মন্দিরের ধূলিমার্জ্জনা করিয়া সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হন ও পরজন্মে যজ্ঞধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃহন্না-৩৭।

বপু—(১) অতি প্রাচীনকালে বপু নামে একজন রাজা ছিলেন। ঋক্-৮।৪৬। ২৮। (২) জনৈক অপ্সরা। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে, তিনি তিলোত্তমা উর্ব্বশী প্রভৃতি অন্যান্য অপ্সরাগণের সহিত আসিয়া নৃত্যগীত করেন। মহাভা-আদি-১২৩। একবার নারদ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র তাহার মনস্তুষ্টির জন্য অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুণাধিকাকে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কে সর্ব্বাপেক্ষা গুণাধিকা এই বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ইন্দ্র নারদের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "অপ্সরাগণের মধ্যে যে দুর্ব্বাসা মুনির তপোভঙ্গ করিতে পারিবে, সেই অধিক গুণশালিনী বলিয়া বিবেচিতা হইবে।" তখন বপু নাম্নী এক অপ্সরা হিমালয়-পর্ব্বতে দুর্ব্বাসার আশ্রমে গিয়া দুর্ব্বাসার তপোভঙ্গের প্রয়াস পায়; কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-১। (৩) দক্ষের চতুর্ব্বিংশতি কন্যার মধ্যে বপু, পুষ্টি, মেধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। মার্ক-৫০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; শিব-বায়ু-পূ-১৫; বিষ্ণু-১ম-৭। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ। (৪) দক্ষ-কন্যা প্রধার গর্ভে অলম্বুষা, রম্ভা, তিলোত্তমা, বপু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কা-৩৯। (৫) সিনী, কুহু, বপু প্রভৃতি দেবীগণ যজ্ঞান্তে সোমদেবের সেবা করিয়াছিলেন। বায়ু-৯০। কীর্ত্তি ও কুহু দেখ।

বপুষ্টমা—রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী। তাহার অপর নাম কাশ্যা। তিনি কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা ছিলেন। তাঁহার

গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি-৪৪; হরি-হরি-১৮৮; দেবীভাগ-২স্ক-১১। জনমেজয় দেখ।

বপুষ্মতী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী, অন্যতমা মাতৃকা। মহাভা-শল্য-৪৬। (২) সমুদ্র-মন্থনে যে সমুদয় অপ্সরার উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৩) তারকাসুর-বধ-গমনোদ্যত স্কন্দের সাহায্যার্থ শ্বেত-তীর্থকর্ত্তৃক প্রেরিতা অন্যতমা মাতৃকা। বাম-৫৭।

বপুষ্মান্—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়-ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম। (প্রিয়ব্রত দেখ) তিনি শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বপুষ্মানের সাত পুত্রের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তাঁহাদের নামে বিখ্যাত সপ্তবর্ষ শাল্মলীদ্বীপে বিরাজমান। মার্ক-৫৩; বায়ু-৩৩; অগ্নি-১০৭, ১১৯। (২) বিদর্ভাধিপতি সংক্রন্দনের তনয় বপুষ্মান্। তিনি দর্শনাধিপতি চারু-কর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুমনা অন্য নৃপতির গলায় মাল্যদান করাতে বপুষ্মান্ ও আরও কতিপয় নরপতি বলপূর্ব্বক রাজ-কন্যাকে হরণ করিবার প্রচেষ্টা করেন; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। মার্ক-১৩৩—১৩৬। (৩) ঔত্তমী-মন্বন্তরে সুধামা, দেব, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য এই পঞ্চ দেব-গণের অন্তর্গত দ্বাদশ জন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। উর্জ্জ, ঈশ ও ঔত্তমী-মনু দেখ। (৪) ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম সাবর্ণি (১১শ) মন্বন্তরে বপুষ্মান্ অনঘ, অগ্নিতেজা, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও নিশ্চর ইহারা সপ্তর্ষি হই-বেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অনঘ দেখ। (৫) ঔত্তমী-মন্বন্তরে বপুষ্মান্ নিষধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জ্যোতিষ্মান্। বাম-৭২।

বব্রি—অত্রির অপত্য জনৈক ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নির স্তব করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ৫।১৯।১।

বভ্রব—ভৃগুবংশীয় জনৈক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী —বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা নিধ্রুব। মৎ-১৯৯।

বভ্রু—(১) মহর্ষি বভ্রু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।৩০।১। (২) মহর্ষি পথ্যের অন্যতম শিষ্য শৌনক। শৌনক স্বীয় সংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ স্বীয় শিষ্য বভ্রুকে ও অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। বায়ু-৬১; ব্রহ্মা-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-৬; ভাগ-১২স্ক-৭। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম

তনয় বভ্রু। মহাভা-অনুশা-৪; বায়ু-৯১। (৪) যযাতির অন্যতম তনয় দ্রুহ্যু, তাঁহার পুত্র বভ্রু ও সেতু। বভ্রুর তনয় অঙ্গার। হরি-হরি-৩২। যযাতি দেখ। (৫)জ্যামঘ বংশীয় দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রু হইতে ষট্ ষষ্ট্যধিক-সপ্ত সহস্র পুরুষ যুদ্ধে নিহত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। হরি হরি-৩৭; বায়ু-৯৬। বভ্রুর তনয় ভোজ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৬) যযাতি-বংশীয় সাত্বতের অন্যতম পুত্র দেবাবৃধ, তৎপুত্র বভ্রু। মৎ-৪৪; ভাগ-৯স্ক ২৪; কূর্ম্ম পু-২৪। দেবাবৃধ দেখ। (৭) যদুবংশীয় নরপতি বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন তনয় জন্মে। তন্মধ্যে লোমপাদের তনয় বভ্রু, তৎপুত্র বাহ্বৃতি। হরি-হরি-৩৬. বভ্রুর তনয় কুকুর, ভজমান, শিনি ও কম্বলবর্হিষ। অ-২৭৫। (৮) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি বিশ্বগর্ভের তিন ভার্য্যাতে বসু, বভ্রু, সুষেণ ও সভাক্ষ নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৯৪। (৯) শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু এই পাঁ জন গন্ধর্ব্বপতি রোহিত নামে খ্যাত তাঁহারা ঋষভ তুল্য, আকৃতি-বিশিষ্ট ও ঋষভ নামক পর্ব্বত-সন্নিকটস্থ দিব্য চন্দ বন রক্ষা করেন। সুগ্রীবের নির্দ্দেশমত বানরযূথ সেইস্থানে গমন করিয় ছিলেন। রা-কি-৪১। (১০) পুরুবংশী দ্রুহ্যের পুত্র বভ্রু ও সেতু। বভ্রুর পু রিপু। বায়ু-৯৯। (১১) পতগশ্রেষ্ঠ গরুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ, অরুণের তনয় সম্পাতি ও জটায়ু। সম্পাতির পুত্র বভ্রু। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (১২) কুরুক্ষেত্র সমরের পরে যদুবংশীয়গণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতিশয় মদ্যপান ও তদানুসঙ্গিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন। পরে প্রভাস-ক্ষেত্রে প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি নিহত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বভ্রুকে যদু-নারীগণের রক্ষণার্থ গমন করিবার জন্য আদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বভ্রু যেমন স্ত্রীগণের রক্ষণার্থ ধাবমান হইলেন, অমনি মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের শাপসম্ভূত মুষল এক ব্যাধের লৌহময় মুদ্গরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। মহাভা-মৌষ-১—৪

বভ্রুতারা—দুর্গ অসুরের বধ-সাধনার্থ দেবী পার্ব্বতীর শরীর-সম্ভূতা নবকোটি মহাশক্তির অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২

বভ্রুবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র দ্বাদশ-বর্ষ বনবাসকালে অর্জ্জুন ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুর রাজ্যে উপনীত হন ও রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর তথায় বাস করেন সেই সময় বভ্রুবাহনের জন্ম হয় মহাভা-আদি-২১৬—২১৭। কুরুক্ষেত্র সমরের পর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত

হইলে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত হন। কিন্তু পরে পিতা পুত্রে মিলন হয়। মহাভা-আশ্ব-৬৯-৮৯।

বভ্রুমালী— একজন বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বভ্রুসেতু—দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রুসেতু, তাঁহার তনয় পুরবসু। পুরবসু হইতে গান্ধার-গণ উৎপন্ন হন। অ-২৭৭। যযাতি দেখ।

বম্র—মহর্ষি বিখনার পুত্র বম্র একবার যজ্ঞ-বিঘাতক শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং ইন্দ্রের সাহায্যে মহর্ষি বম্র স্বীয় যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করেন। ঋক্-১।৫১।৯।

বয়ত—বৈদিক যুগে বয়ত নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারই পুত্র পাশহ্যুম্ন এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পাশহ্যুম্ন দেখ।

বয়স—প্রিয়ব্রতের তনয় ইধ্মজিহ্ব। ইধ্মজিহ্বের সাত পুত্রের নাম—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়। ইধ্মজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ছিলেন ও ঐ দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ-৫স্ক-২০। ইধ্মজিহ্ব ও প্রিয়ব্রত দেখ।

বয়ুন—নরপতি কৃশাশ্বের অন্যতমা পত্নী ধিষণার গর্ভে বয়ুন প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভাগ-৬স্ক-৬। কৃশাশ্ব ও ধীষণা দেখ।

বয়ুনা—পিতৃগণের পত্নী স্বধা, বয়ুনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যা প্রসব করেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারগামিনী হইয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১। পিতৃগণ দেখ।

বয্য—অত্রিবংশীয় মহর্ষি বয্য একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। একবার অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অসুরদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, মহর্ষি তুর্ব্বীত ও বয্য যাহাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বয্যের পুত্র সত্যশ্রবা। ঋক্-১।১১২।১; ২।১৩।১২; ৫।৮৯।১।

বর—(১) কশ্যপ-পত্নী বনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম তনয় বিরক্ষ। তৎপুত্র বর। বায়ু-৬৮। (২) কুরুবংশীয় উশীনরের চারি পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-২৩; হরি-হরি-৩১। উশীনর দেখ। (৩) প্রজাপতি কশ্যপ বংশীয় দেবলের পুত্র বর। বায়ু-৭০। (৪) দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুর অন্যতম অনুচর। মৎ-১৬১।

বরজানুক—একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪।

বরদ—(১) প্রজাপতি ব্রহ্মার মন হইতে সন, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও বরদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২১৮। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার

জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। অগ্নি-৫২।

বরদা—(১) সর্ব্ব-সিদ্ধি-দায়িনী চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা।
(২) পূর্ব্বে সোমকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া, তাঁহার বড়্-বিংশতি পত্নী প্রভাস-ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। দিব্য বহুবর্ষকাল তাঁহারা গৌরীর আরাধনা করিলে, দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমাদের বাঞ্ছিত কি বল?" সোম-পত্নীগণ বলেন, "হে দেবি! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সৌভাগ্য ও পরম লাবণ্য প্রদান করুন। আমরা দুর্ভাগা বলিয়া, আমাদের স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" গৌরী বলিলেন, "অদ্যাবধি আমার প্রসাদে সোম তোমাদের প্রতি সমব্যবহার করিবেন। আর আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম বলিয়া বরদা নামে বিখ্যাত হইব। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫৭।

বরবর্ণিনী—(১) বৃহস্পতির ভগিনী। অষ্ট-বসু প্রভাস তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। হরি-হরি-৩। (২) মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। তাঁহার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৩।

বররাসিনী—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সর্ব্ব-পাপ-বিমোচনা কুক্কুটিকা নদী কর্ত্তৃক প্রেরিতা তাঁহার অন্যতমা অনুচরী। বাম-৫৭। কুক্কুটিকা দেখ।

বরয়ু— মহৌজা-বংশীয় বরয়ু একজন দুষ্কর্ম্মান্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার দুষ্কর্ম্মে তাঁহার বংশ উৎসন্ন হয়। মহাভা-উদ্-৭৩

বররুচি—বেণ-তনয় পৃথু ধরণীকে দোহন করিবার পর ক্রমে ক্রমে ঋষিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, নাগগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণও গো-রূপিনী পৃথিবীকে দোহন করেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের দোহন ব্যাপারে চিত্ররথ বৎস, পঙ্কজ গাত্র, ক্ষীর গন্ধ ও নাট্যবিদ্যা-নিপুণ বররুচি দোগ্ধা ছিলেন। মৎ-১০।

বরশিখ—বৈদিক যুগের একজন অনার্য্য দলপতি। ইন্দ্র চয়মানের তনয় অভ্যা-বর্ত্তীর অনুকূল হইয়া, বরশিখের পুত্র-গণকে সংহার করিয়াছিলেন। ঋক্-৬।২৭।৫; অভ্যবর্ত্তী দেখ।

বরস্ত্রী—অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের স্ত্রী ও দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী। ব্রহ্ম-বাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৬; বিষ্ণু-১ম-১৫; বায়ু-৬৬। বর-বর্ণিনী দেখ।

বরা—করন্ধম-তনয় অবীক্ষিতকে হেম-ধর্ম্মের কন্যা বরা স্বয়ম্বরে বরণ করেন। মার্ক-২২।

বরাঙ্গ—(১) পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিনশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর কৈলকিল নামক যবনগণ রাজা হইবেন। সেই যবন বংশীয় ধর্ম্মের পুত্র *বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুধিনন্দি, নন্দিযশা ও শিশকপ্রবারী। ইঁহারা প্রায় এক-*শত ছয় বৎসর রাজত্ব করিবেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) যক্ষ রজতনাভের বংশীয় মণিবর যক্ষের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯।

বরাঙ্গনা—মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কন্যা ও অক্রূরের অন্যতমা পত্নী। বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব জন্মগ্রহণ করেন। লি-৬৯; বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

বরাঙ্গী—(১) রাজা দৃষদ্বতের কন্যা বরাঙ্গী কুরুবংশীয় নরপতি সংযাতির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অহংযাতি। মহাভা-আদি-৯৫। (২) দিতির তনয় বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট বরাঙ্গী নাম্নী এক আয়ত-লোচনা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। পরে বজ্রাঙ্গ ও বরাঙ্গী উভয়েই একত্রে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এক মহাবলসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে বলিয়া বর দেন। এই বরাঙ্গীর গর্ভে তারকাসুর জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৪৬—৪৭। (৩) ধ্রুবের বংশে রাজা উদারধীর পুত্র দিবঞ্জয়। তাঁহার পত্নীর নাম বরাঙ্গী ও পুত্রের নাম রিপুঞ্জয়। বায়ু-৬২; ব্রহ্মা-৬৮। উদারধী দেখ।

বরাননা—এক গন্ধর্ব্ব কন্যা। বায়ু-৬৯।

বরারোহা—(১) সাবিত্রী দেবী সোমেশ্বর তীর্থে বরারোহা নামে পরিচিতা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (২) একাদশ-কল্পে দেবী *পার্ব্বতী বরারোহা নামে খ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৭।*

বরাশু—খর ও দূষণ রাক্ষস-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষসবীরের অন্যতম। তিনি রাম-হস্তে নিহত হন। রামা-আরণ্য-২৩।

বরাহ—(১) এক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি। মহাভা-সভা-৪। (২) কালনেমীর অনুচর বরাহ তারকাসুর-সমরে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মৎ-১৭৭। (৩) বিষ্ণু বরাহ-অবতারে শৈল, বন ও কাননের সহিত একার্ণবে নিমগ্না সসাগরা বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার স্থির করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০। অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু বরাহ অবতারে বধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২২০—২২২; শিব-জ্ঞা ৫৯।

বরাহ-অবতার—(১) ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাসৃষ্টি করিতে উপদেশদিয়া তাঁহাকে সমুদয় সারভূতা দেবীর উপাসনা করিতে বলিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাহা করিলে, ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। স্বায়ম্ভুব মনু দেবীকে বলেন তিনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজা-সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান ব্যতিরেকে তিনি কার্য্য

করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশ্রয়রূপিণী পৃথিবী রসাতলে গমন করিয়াছেন, সুতরাং প্রজাসৃষ্টির জন্য উপযুক্ত স্থান যাহাতে তিনি পাইতে পারেন, স্বায়ম্ভুব-মনু দেবীর নিকটে তাহাই প্রার্থনা করিলেন। দেবী মনুকে 'প্রজাসৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে' এই বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তখন মনু আসিয়া ব্রহ্মাকে সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের ও মনু প্রভৃতি আত্মজগণের সহিত কিরূপে প্রজাসৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিতামহের নাসিকা-বিবর হইতে এক-অঙ্গুলি-পরিমিত একটী বরাহ-শাবক নির্গত হইল। সেই শূকর-শিশু ব্রহ্মার সাক্ষাতেই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ আকার ধারণ করিল। এই অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া এতদ্বিষয় চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই বরাহরূপী ভগবান হরি ভীষণ গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতিগণের সাক্ষাতেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অগাধ জলমধ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ ধাবমান হইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ধরা সন্নিকটস্থ হইলেন এবং স্বীয় দশন-সাহায্যে সর্ব্বপ্রাণীর আশ্রয়-ভূতা সেই ভূমিকে উদ্ধার করিলেন। দেবীভা-৮স্ক-২। (২) ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইলে, নারায়ণাখ্য ভগবান ব্রহ্মা নাগ-শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া, সমস্ত জগত শূন্যাকার দর্শন করেন এবং পৃথিবী প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্না আছেন বুঝিতে পারিয়া তাহার উদ্ধার-সাধনার্থ চিন্তিত হইলেন। বরাহ-মূর্ত্তিই পৃথিবী বহনে সমর্থ বোধ হওয়াতে, তিনি বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিলেন এবং স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা ধরা উত্তোলন করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩; বিষ্ণু-১ম-৩। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকালে দ্বিতীয় মাসের আদিভাগে প্রতিপৎ তিথিতে এই ধরণী-উদ্ধার সাধন করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮। (৩) পূর্ব্বে আদি-কল্পে ভগবান হরি যোগনিদ্রা-বিমোহিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরে শয়ান ছিলেন। হরি এইরূপে নিদ্রিত থাকিতে, বসুন্ধরা ভার-পীড়িতা হইয়া, দেবগণ-সমীপে গমন করেন এবং বলেন, "আমি ভূতগণের ভারে ক্ষিন্না হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছি।" দেবগণ বসুন্ধরাকে এইরূপ সমুদ্বিগ্না দর্শন করিয়া ক্ষীর-সাগর-তীরে কেশব-সমীপে সমুপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, তাঁহারা কি প্রয়োজনে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন বিষ্ণু তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণ বলেন, "ধরিত্রী ভূতগণের ভারে উদ্বিগ্না হইয়া সাগর-

গর্ভে নিমজ্জিতা হইতেছেন। আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া লোক-সংস্থান করুন।” কেশব তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সর্ব্ব-যজ্ঞ-ময় বরাহ-বপু ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা ধরার উদ্ধার সাধন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৮৯। (৪) অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবী-তল একার্ণব-আকারে পরিণত হইলে, অগ্নি বিনষ্ট হয়। তখন আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ নারায়ণ নামক পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই সলিল-রাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি সহস্র-যুগ-তুল্য নৈশকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কিন্তু সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খদ্যোতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে অনুমানদ্বারা সেই জলরাশির মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন এবং কোন মহৎরূপ ধারণ করিয়া ধরণীর উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ দেখিয়া, জল-ক্রীড়া-কুশল বরাহরূপ স্মরণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি দশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন উন্নত ও নীল মেঘতুল্য। উহার দেহ মহাপর্ব্বত-সম। বর্ণ-শ্বেত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ ও উগ্র, স্বর মেঘগর্জ্জন-সদৃশ, নয়ন বিদ্যুৎ ও অগ্নি-তুল্য উজ্জ্বল ও দেহদ্যুতি আদিত্য-সদৃশ। অতঃপর সেই হরি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চারিপদ চারিবেদ, দংষ্ট্র-যূপ, বক্ষঃস্থল ক্রতু, মস্তক ব্রহ্মা, শব্দ সামধ্বনি, শোণিত সোম ও গতিপথ বিবিধচ্ছন্দঃ। প্রজাপতি এবম্প্রকার যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। বায়ু-৬।

বরাহক—রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৫৭।

বরাহকর্ণ—একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

বরিষ্ঠ—(১) ভগবান মরীচির বংশে অঙ্গিরা-তনয় কীর্ত্তিমানের স্ত্রী ধেনুকার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ধৃতিমন্ত দেখ। (২) জনৈক দানব। ব্রহ্মার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া-ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র। তিনি ইন্দ্রের সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞে বেদ অশুদ্ধরূপে পাঠ করার জন্য গৃৎসমদ মুনিকে শাপ দেন। সেই শাপে গৃৎসমদ মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনু-১৮।

বরিষ্ঠা—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দেব-পূজিতা মহাভাগা বরিষ্ঠার গর্ভে হংস, হাহা, হুহু, বিষণ, বাসিরুচি, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু ও অন্য নামক আট জন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। অনবদ্যা অনবসা, অন্বিতা, মদনপ্রিয়া অরূপা, সুভগা, অরিষ্টা ও ভাসী নামে আটটী পুণ্য-লক্ষণা স্বর্গীয় অপ্সরা ইহাঁদের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৬৯। (২) বৈবস্বত-মনুর তিন কন্যার অন্যতমা। অরিষ্ট ও বৈবস্বত মনু দেখ।

বরিষ্ণু—কশ্যপ-মুনির অন্যতম তনয় ও ভবিষ্য সপ্তর্ষিদের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৮। অবরীবান দেখ।

বরিষ্ণুবীর্য্য—ভবিষ্য অর্ক-সার্বর্ণি মনুর ধৃতি, বরীয়ান্, যবসু, সুবর্ণ, বরিষ্ণুবীর্য্য, সুমতি, বসু, শুক্র ও বীর্য্যবান্ এই কয় পুত্র ছিল। ধৃতি দেখ।

বরী—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বরীতাক্ষ—(১) প্রাচীনকালে বরীতাক্ষ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭। (২) একজন গন্ধর্ব্বপতি। হরি-হরি-৭।

বরীদাস—বরীদাস নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তাঁহার তনয় উপবর্হন। হরি-হরি-৩৩।

বরীবান্—সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু ও অবরীবান্ দেখ।

বরীয়স্—পুলহের ভার্য্যার নাম গতি। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। গতি দেখ।

বরীয়ান্—(১) সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-৯। ধৃতি, সাবর্ণি মনু ও অবরীবান্ দেখ। (২) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণি-মনুর অন্যতম পুত্র। বরিষ্ণুবীর্য্য দেখ।

বরু—রাজা সুধামের পুত্র রাজা বরু গোমতী (বর্ত্তমান গোমাল) নদীর তীরে বাস করিতেন। তিনি মহর্ষি ব্যশ্বের পুত্র বৈবশ্ব ঋষিকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।২৪।২৮।

বরুণ, বরুণদেব—(১) আর্য্য ঋষিদের এক প্রধান দেবতা। নৈশ আকাশকেই আর্য্যগণ বরুণ দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজা করিয়াছেন। ঋক্-১।২।৭। (২) বরুণ অদিতির পুত্র। ঋক্-১।২৪।১৩—১৫। অঙ্গিরার তনয় বরুণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক ঋক্মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১।১৪৩।১। (৩) বরুণের পুত্র ভৃগু, ভৃগুর পুত্র জমদগ্নি। ঋক্ ৫।১৫।১। (৪) অগ্নি বরুণের নপ্তা। ঋক্-৯।৬৫।১। (৫) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ,

অংশ ও ভগ এই দ্বাদশ আদিত্য জন্ম-গ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩ ; বায়ু-৬৮; অ-১৯ ; বাম-৬৫। পিতামহ ব্রহ্মা বরুণকে সলিল সমুদয়ের রাজ্যের অধি-পতি করেন। হরি-হরি-৪। বরুণের তনয় বশিষ্ঠ। এই বশিষ্ঠ আপব নামে খ্যাত ছিলেন। হরি-হরি ৩৬। এক-বার লোহিত হ্রদে বরুণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নির্জ্জিত হন। হরি-হরি-১৭২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে অর্য্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। খাণ্ডব-দাহে বরুণদেব পাশ ও বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। মহাভা-আদি-২২৫। বরুণের তনয় পুষ্কর, সোমের কন্যা জ্যোৎস্না-কালাকে বিবাহ করেন। মহাভা-উদ্-৯৭। বরুণের পত্নীর নাম গৌরী। মহাভা-উদ্ ১১৬ ; অনু-১৪২। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা মুনি হইতে ভীমসেন, সুপর্ণ বরুণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। জলাধিপতি বরুণের জ্যেষ্ঠা পত্নী শুক্রাদেবী হইতে বল নামে এক পুত্র ও সুরা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহাভা-আদি- । পর্ণাশা নদী বরুণের ঔরসে শ্রুতায়ুধ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-দ্রো-৯২। শ্রুতায়ুধ দেখ। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণ-দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নদীগণের অধিপতি হইতে অনুরোধ করেন। বরুণদেব তাঁহাতে সম্মত হইলে দেবগণ তাঁহাকে উক্তপদে তৈজস-তীর্থে অভি-ষিক্ত করেন। তদবধি বরুণদেব সমুদয় সরিৎ, সাগর ও সরোবরাদিকে যথাবিধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মহাভা-শল্য-৪৮। স্বর্গের দেবতা মিত্র ও বরুণদেবের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠদেব জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-৬৬। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে দেব-গণের প্রার্থনায়, দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎকৃষ্ট ধনু ও অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়া-ছিলেন। রামা-অযো-১১৮। সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে বরুণ অন্যান্য দেবগণসহ উপস্থিত হইয়া রামকে বর প্রদান করেন। রামা-লঙ্কা-১২৯—১৩০। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বরুণের পুরী আক্রমণ করেন। বরুণ তখন তথায় ছিলেন না। তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। বরুণ-মন্ত্রী প্রশ্বাসের মুখে এই কথা শুনিয়া রাবণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রামা-উত্ত-২৩। বরুণ হনুমানকে বর দেন যে বরুণের পাশ ও জল হইতে অযুত-শতবর্ষেও তাঁহার মৃত্যু হইবে না। রামা-উ-৪১। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ছিলেন।

মৎ-৬। বৈবস্বত মনু দেখ। তারকাসুর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া যখন সমস্ত দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেবগণ তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজেরাই নানাবিধ রত্ন প্রদান করেন। সেই সময় তারকাসুর বরুণের নিকট হইতে বিশুদ্ধ অশ্ব লাভ করেন। শিব-জ্ঞা-৯। একবার ব্রহ্মার পৌত্র মুনিসত্তম কশ্যপ বরুণদেবের ধেনু অপহরণ করেন এবং বরুণদেবকর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই। তাহাতে বরুণদেব এবং ব্রহ্মার শাপে মহাত্মা কশ্যপ পৃথিবীতে যদুকুলে গোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-৩। কশ্যপ দেখ। বরুণ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণের অন্যতম ছিলেন। সৌর-২৮। আদিত্য, দেবতা, ঋষি, অপ্সরা, গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষস, ইঁহারা পর্য্যায়ক্রমে দুই দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথে বাস করেন। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাসে মিত্র ও বরুণ এই দুই আদিত্য সূর্য্যরথে বাস করেন। বায়ু-৫২। গজরাজ ঐরাবতের অন্যতম তনয় সুপ্রতীক বরুণের বাহন ছিলেন। বায়ু-৬৯। বরুণের পত্নী সামুদ্রীদেবী সুনাদেবী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪। একবার সূর্য্যদেব নরপতি কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ পৃথিবীস্থ সমস্ত শৈল বনাদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তখন বরুণদেবের এক শূন্য আশ্রমও দগ্ধ হয়। বরুণদেবের আশ্বিন নামে এক পুত্র ছিল। এই পুত্রই কালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে বিখ্যাত হন। বায়ু ৯৪। সতী দক্ষ যজ্ঞে দেহ বিসর্জ্জন করিলে, তাঁহার অর্দ্ধাংশ হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে গঙ্গারূপে প্রাদুর্ভূতা হন। দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের নিকট বহন করেন এবং বলেন সতীর অপর অর্দ্ধাংশ সেই স্থানেই উমারূপে আবির্ভূতা হইবেন। নারদ তৎপরে দেবগণকে পরামর্শ দেন যে তাঁহারা যেন হিমালয়কে অনুরোধ করিয়া গঙ্গাকে দেবপুরে লইয়া আসেন। সতীর অপরার্দ্ধ উমারূপে জন্মগ্রহণ করিলে, সেই কন্যাকে শঙ্করের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের এই পঞ্চ-দেবতা হিমালয় সমীপে গমন করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বরুণ দশদিক্‌পালের অন্যতম। সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে তাঁহার পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উ-৯। দ্বাপরযুগে বরুণ কৃতবর্ম্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৫। কৃতবর্ম্মা দেখ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে অন্যান্য দেবগণের ন্যায় বরুণ স্বীয় বাহন মকরে আরোহণ করিয়া আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গর্গ-গোল ১২। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোপ-বালকদের সহিত গোচারণ করিতে করিতে যমুনার নিকটে উপস্থিত হন। তখন বক নামক দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত দেবগণ হাহাকার করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অন্যান্যের ন্যায় বরুণ স্বীয় অস্ত্র পাশ দ্বারা আঘাত করিয়া বক-রাক্ষসকে বধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বকের উদরের মধ্যে নিজ দেহ প্রদীপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন। তাহাতে বকের কণ্ঠে ক্ষত হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিল। গর্গ-বৃ-৫। বক দেখ। মথুরার মধুবনে তপস্যা করিয়া বরুণ পাশ অস্ত্র প্রাপ্ত হন। গর্গ-ম-২৫। কুবের একবার কৈলাস শৈলের উত্তর ভাগে এক বৈষ্ণবী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অন্যান্য দেবগণসহ বরুণও উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞসম্পাদনে সাহায্য করেন। গর্গ-দ্বার-১০। অনিরুদ্ধ যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হইবার সময় অন্যান্য দেবগণের ন্যায় বরুণ তাঁহাকে স্বীয় অশ্ব প্রদান করেন গর্গ-অশ্ব-১২। গঙ্গাদ্বারে অনুষ্ঠিত দক্ষ-যজ্ঞে বরুণ স্বীয় ভার্য্যা গৌরীসহ উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। পুষ্কর ক্ষেত্রে ব্রহ্মার পরমেষ্ঠি-যজ্ঞে বরুণ অন্যান্য দেবগণসহ উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। ঐ পুষ্কর তীর্থেই ব্রহ্মা বরুণকে রসসমূহের অধিপতি করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। বরুণ একবার রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে মৎস কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ মহাঘোর সংগ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পদ্ম সৃষ্টি ৩৭। মানসোত্তর শৈলের পশ্চিম দিকে বরুণের সুখা নাম্নী পুরী আছে। বিষ্ণু-২য়-৮ প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি মণ্ডল-ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে আষাঢ় মাসে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের নাম—বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হুহু, বুধ ও রথচিত্র। বিষ্ণু-২য়-১০। প্রহেতি ও প্রম্লোচা দেখ। মানুষরূপী শেষ-অবতার বলভদ্রের উপভোগার্থ বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। বলদেব দেখ। বরুণের এক কাঞ্চনস্রাবী ছত্র ছিল, তাহা প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরক নামক অসুর হরণ করেন। ইন্দ্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাহা অধিকার করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসেন। বিষ্ণু-৫ম-২৯। এক

বার কশ্যপের তনয় হিরণ্যাক্ষ দৈত্য যুদ্ধ-বাসনায় স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন। তখন হিরণ্যাক্ষ আর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া সমুদ্র মধ্যে বরুণের বিভাবরী নাম্নী পুরীতে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘকাল সেইখানে বাস করেন। একবার তিনি বরুণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বরুণ স্বীয় অসামর্থ্য বুঝিতে পারিয়া শান্ত বাক্যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে উপদেশ দেন। বরুণের কথায় হিরণ্যাক্ষ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রসাতলে গমন করেন। ভাগ-৩স্ক-১৭। বরুণের স্ত্রীর নাম চর্ষণী, তাঁহার গর্ভে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে বল্মীক-সম্ভূত মহাযোগী বাল্মিকীও বরুণের পুত্র। ভাগ-৬স্ক-১৮। দেবাসুর সংগ্রামে বরুণ হেতীর সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। নবম মনু দক্ষসাবর্ণি বরুণ হইতে জন্ম-গ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র জন্মের পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র, বরুণকে, সন্তান লাভ হইলে, পুরুষ-পশু-দ্বারা তাঁহার যজ্ঞ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে স্বীয় প্রতি-শ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র নানা ছলনায় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ভাগ-৯স্ক-৭; দেবীভা-৬স্ক-১২, ১৫—১৭। মহর্ষি ঋচীক গাধির সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে গাধি ঋচীককে অনুপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বলেন যে চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট এবং এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ এইরূপ এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিলে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। মহর্ষি ঋচীক বরুণের সাহায্যে সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ভাগ-৯স্ক-১৫। একবার বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও মহর্ষি উতথ্যের পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অপহরণ করেন। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি চন্দ্র-দুহিতাকে প্রত্যর্পণ না করায়, মহর্ষি উতথ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্তম্ভন-পূর্ব্বক সলিলরাশি পান করিয়া ফেলেন। তখন বরুণ ভীত হইয়া ঋষি-পত্নীকে প্রত্যর্পণ করেন। মহাভা-অনুশা-১৫৪। একবার বরুণ পুত্র ভৃগু স্বীয় পিতাকে বুদ্ধি-শুদ্ধি-প্রদ পবিত্র উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বরুণ ভৃগুকে বলেন যে গন্ধমাদনস্থ জটা-তীর্থে স্নান করিবা-মাত্র মানবগণের বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই হয়। পিতা বরুণের উপদেশে ভৃগু সেই তীর্থে স্নান করিয়া অজ্ঞানরাশি হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২০। একবার ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ গন্ধমাদন-

তীর্থে অসুর-ধ্বংসকর মাহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে বরুণ নেষ্টা হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৩। একবার কর্দ্দম প্রজাপতির তনয় শুচিষ্মানকে এক শিশুমার হরণ করে। পিতা কর্দ্দম তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় শিশুমারকর্ত্তৃক স্বীয় পুত্রের অপহরণ এবং শিবানুচরকর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার এই সমুদয় ঘটনা পরিজ্ঞাত হন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া পুত্রকে সম্মুখে দেখিতে পান। অনন্তর পুত্র শুচিষ্মান পিতা কর্দ্দমের অনুমতি লইয়া কাশীতে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল এক ঘোরতর তপস্যা করেন। তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া শুচীষ্মতিকে সকল জল ও জলজন্তুর আধিপত্য প্রদান করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১২। (৬) বরুণ সূর্য্যের অন্যতম নাম। স্কন্দ আব-রেবা-১২৫। (৭) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশীয় জনৈক নাগ। বলদেবের মুখ-নিসৃত মহাসর্পকে প্রত্যুদ্গমন করেন। মহাভা-মৌষ ৪। (৮) মূর নামক দৈত্যের সপ্তপুত্রের অন্যতম। তাম্র ও অন্তরীক্ষ দেখ।

বরুণেশ্বর—(১) দেবর্ষিগণের প্রার্থনায় শিব, স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বরুণালয়ে বরুণেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২) অগস্ত্য যখন সমুদ্র পান করেন, তখন বরুণ প্রভাস-ক্ষেত্রকেই কামনা-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানে দুষ্কর তপস্যা করেন এবং এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করেন। তাহাতে হর প্রসন্ন হইয়া স্বীয় শিরঃস্থিত গঙ্গাজল দ্বারা সেই জলশূন্য সরিৎ-পতিকে পূরণ করেন। তখন হইতে সেই লিঙ্গ বরুণ-পূজিত বরুণেশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত হইল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭০।

বরু—মহর্ষি বরু একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ঘোটক-দ্বয়ের আরাধনা করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৯৬।১।

বরুণা, বরুণানী—বরুণদেবের পত্নীর এক নাম। ঋক্-১।২২।১০।

বরুত্রী—সোমপ পিতৃগণের গো নাম্নী মানসী কন্যাকে শুক্রাচার্য্য বিবাহ করেন। গো হইতে ষণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরুত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বরুত্রীর তনয় রঞ্জন, পৃথুরশ্মি ও বৃহদ্গির। তাঁহারা দেবগণের যাজক ও ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা যাগ-পূজাদি ধর্ম্ম-লোপ করণার্থ মনু সমীপে যাইয়া আত্মাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক তর্কদ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। ইন্দ্র ধর্ম্মহানির ভয়ে মনুকে কহিলেন,—"ইহাদিগকে পশু করিয়া আমি তোমাকে যাগ করাইব।" ইহা শুনিয়া বরুত্রী-নন্দনগণ প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত হইলেন। তখন ইন্দ্র মূল্য স্বরূপ বহু ধন রত্ন দিয়া

তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী চেতনাকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলেন। একদা রাত্রিকালে তাঁহারা যজ্ঞীয় দক্ষিণ বেদীতে নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন। বায়ু-৬৫।

বরূথ—(১) পুরুবংশীয় দুষ্মন্তের তনয় অকল্মষ বরূথ। বরূথের তনয় ভীর। ভীরের পাঁচ পুত্র—সন্ধান, পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। মৎ-৪৮। কেরল দেখ। (২) দুষ্মন্তের তনয় বরূথ, বরূথের তনয় গাণ্ডীর, গাণ্ডীর-তনয় গান্ধার। তৎপুত্র কেরল, চোল, পাণ্ড্য কোল ও গান্ধার এই পাঁচ জনের নামে পাঁচটী জনপদ হয়। অ-২৭৭। কেরল ও দুষ্মন্ত দেখ।

বরূথপ—ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের সখা জনৈক বৃষভানু। গর্গ-গোল-৪; বৃ-৭, ১১।

বরূথিনী—(১) অপ্সরা বরূথিনী ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করিত। মহাভা-বন-৪০। (২) বরূথিনী অপ্সরার গর্ভে, কলি নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে স্বরোচ জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৬৩। প্রভাব দেখ। (৩) ব্রহ্মনন্দন ধর্ম্মের পত্নী ও দক্ষ-কন্যা সাধ্যার গর্ভে, বিষ্ণুর অংশে, নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নর-নারায়ণের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র, রম্ভা, বরূথিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণকে প্রেরণ করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৯২। নর-নারায়ণ ও নর দেখ।

বর্কু—মহর্ষি বৃষার পুত্র বাষ্ণ বর্কু ঋষি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা ছিলেন। শতপথ-১ম-অ-১০।

বর্গ—তুর্ব্বসুর তনয় বর্গ, বর্গের তনয় গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশনি। তুর্ব্বসু ও গোভানু দেখ।

বর্গমোচ—ভৌত্যবংশীয় পৃশ্নি-পুত্র শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ-সুতা গান্দিনীর গর্ভে, উপমদ্গু, বর্গমোচ প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। অক্রূর দেখ।

বর্গরহিতা— মাহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা নবকোটী যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। বক্রতারা দেখ।

বর্গা—দেবারণ্য বিহারিণী এক অপ্সরা। তিনি কুবেরের অতি প্রিয় ছিলেন। একদিন সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা নাম্নী চারি সহচরীসহ ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক ব্রাহ্মণ তাপসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা পাঁচ জনে নানাপ্রকারে তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ তাপস তাঁহাদের আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া, "শত বৎসর কুম্ভীর-যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাক" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের নিতান্ত অনুনয়ে বশীভূত হইয়া বলেন, "কোনও পুরুষ জলমধ্য হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলে, তোমরা পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত

হইবে।” অর্জ্জুন তীর্থ-ভ্রমণে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। মহাভা-আদি-২১৬, ২১৭।

বর্চ্চসা—(বর্চ্চসী) দক্ষের শত কন্যার মধ্যে অমৃতা, প্রভাবতী, বর্চ্চসা, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, তীব্রা, দক্ষারুণা, বিদ্যা ও ধারপালা এই দশ কন্যা আদিত্যগণকে সম্প্রদান করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। দক্ষ দেখ।

বর্চ্চস্বী—অষ্টবসুর অন্যতম সোম। সোমের পুত্র বর্চ্চা। বর্চ্চার পত্নী রোহিণী হইতে বর্চ্চস্বী জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫।

বর্চ্চা—(১) অষ্টবসুর অন্যতম সোম। সোমের তনয় বর্চ্চা। এই বর্চ্চা হইতে রোহিণীর গর্ভে বর্চ্চস্বীর জন্ম হয়। হরি-হরি-২০৮; মৎ-৫, ২০৩। সোমের তনয় বর্চ্চা অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭; স্বর্গা-৫। (২) কাশীর নৃপতি গৃৎসমদের তনয় সুচেতা, সুচেতার তনয় বর্চ্চা, বর্চ্চার তনয় বিহব্য, বিহব্যের তনয় বিতত্য। মহাভা-অনুশা-৩০।

বর্চ্চোধা—উত্তম-মন্বন্তরে দ্বাদশজন যজ্ঞকারী দেবতার অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৮।

বর্চ্চী—অতি প্রাচীন কালে দনু নামে এক অনার্য্য রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র বর্চ্চীকে চক্রের চতুর্দ্দিকস্থ শঙ্কুর ন্যায় ইন্দ্র অনুচরসহ বধ করিয়াছিলেন। ঋক্-

বর্জ্জভূমি—অক্রূরের অশ্বকর্ণা পত্নী, অশ্বিনীর গর্ভে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বত্থামা, সুবাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, বৃষ্টিনেমী, সুধর্ম্মা, শর্য্যাতি, অভূমি, বর্জ্জভূমী, শ্রমিষ্ঠ ও শ্রবণ, এই কয় তনয় জন্মে। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ।

বর্টী—উদব্রজ নামক দেশে বর্টী ও শম্বর নামে দুই ধনাঢ্য দাস ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ঋক্ ৬।৪৭।২১।

বর্ণিনী—মেনকা, সহজন্যা, বর্ণিনী, ঘৃতাচী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচী, প্রম্লোচা ও অনুম্লোচন্তী ইঁহারা পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা স্বর্গীয় অপ্সরা বলিয়া কথিতা হন। বায়ু-৬৯।

র্ত্তিবর্দ্ধন—বীতিহোত্র বংশের রাজত্ব কালে মুনিক নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় প্রভু রাজা প্রদ্যোতকে নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ঐ নূতন বংশে একশত তিন বৎসর পরে অজকের তনয় বর্ত্তিবর্দ্ধন রাজা হইয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯। প্রদ্যোত ও পালক দেখ।

বর্দ্ধন—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রদান করেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বর্দ্ধনী—একবার ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্মারণ্যে

তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হইয়া বর্দ্ধনী নামক অপ্সরাকে যমের তপোভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যম বর্দ্ধনীকে তৎ-সমীপে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বর্দ্ধনী সমুদয় ঘটনা নিবেদন করে। তাহার সত্যভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া যম তাহাকে বর দান করেন। স্কন্দ-ব্র-ধ-৩।

বর্দ্ধমান—(১) যক্ষ রজতনাভ গুহ্যক-দিগের পিতামহ ছিলেন। এই রজত-নাভের পুত্র মণিবরের ঔরসে ও তৎপত্নী দেবযানীর গর্ভে বর্দ্ধমান, পূর্ণভদ্র প্রভৃতি বহু যক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। দেবযানী ও পূর্ণভদ্র দেখ। (২) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোচন ও বর্দ্ধমান নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৯। বসুদেব দেখ।

বর্ব্বর—কল্কিকর্ত্তৃক পরাজিত এক ম্লেচ্ছ-জাতি। কল্কি-৩য়-৬—৭।

বর্ব্বরক—কুশ নামক দৈত্যের জনৈক অনুচর ও সেনাধ্যক্ষ। তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-।।-২০।

বর্ব্বরি—(১) বরাহকল্পের বিংশতি দ্বাপরে মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতে অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হন। সুমন্তু, বর্ব্বরি, সুবন্ধু (লি-কবন্ধ) ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার যোগবেদা চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪। অট্টহাস দেখ।

বর্ব্বরী—জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধ-কালে, বিষ্ণু তাঁহার স্ত্রী বৃন্দার রূপে মুগ্ধ হন। দেবগণ তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবী প্রকৃতির শরণাপন্ন হন। ঐ দেবীর পরামর্শে দেবগণ গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করেন, তখন দেবীগণ দেবগণকে কতকগুলি বীজ প্রদান করেন। দেবগণকর্ত্তৃক উপ্ত হইয়া সেই বীজত্রয় হইতে তিনটী বনস্পতির প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহাদের নাম ধাত্রী, মালতী ও তুলসী। তাঁহাদের মধ্য হইতে ধাত্রী সরস্বতী হইতে, মালতী লক্ষ্মী হইতে এবং তুলসী গৌরী হইতে সমুৎপন্না। বিষ্ণু তাহাদিগকে দেখিয়া কামাসক্ত চিত্তে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন তুলসী এবং ধাত্রীও তথাবিধি করিতে লাগিলেন।

বীজ হইতে এক নারীর উৎপত্তি হয় ঐ নারী বিষ্ণুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এইজন্য তিনি বর্ব্বরী নামে খ্যাতা। ধাত্রী ও তুলসী বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করাতে সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিপ্রদা হইলেন। পদ্ম-উত্ত-১০৫

বর্ব্বোধা—ঔত্তমি-মনুর সময়ে সুধামা, দেব প্রভৃতি পঞ্চ দেবগণের অন্তর্গত সত্যের অনুগত দ্বাদশ জন দেবতার অন্যতম। বায়ু-৬২। অধিপ দেখ।

বর্ষ—বসুদেবের অন্যতমা পত্নী উপদেবার

গর্ভে রাজন্য, কম্ম, বর্ষ প্রভৃতি দশটী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। উপদেবা দেখ।

বর্ষকেতু—বৈবস্বত-মনু বংশীয় ক্ষেমক হইতে বর্ষকেতু জন্মগ্রহণ করেন। বর্ষকেতুর তনয় বিভু। অ-২১৮।

বর্ষপর্ব্ব—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব। মৎ-১৯৬।

বর্ষভ—মহর্ষি বর্ষভ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি শত্রু-বিনাশ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৬৬।১।

বর্ষেষু—স্বর্গে বর্ষেষু, অন্তরীক্ষে বাতেষু এবং পৃথিবীতে অন্নেষু নামক রুদ্রগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমুদয় রুদ্র আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা কাশী-বাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩০।

বর্হকেতু—ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি সগরের অন্যতম তনয়। কপিল-শাপে সগর সন্তানেরা সকলেই বিনষ্ট হন। কেবল বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরাথ ও পঞ্চজন জীবিত ছিলেন। হরি-হরি-১৪। সগর দেখ।

বর্হি—(১) অগ্নির অন্য নাম। ঋক্-১।১৩।৫। (২) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী প্রধা হইতে পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অনুপা দেখ। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্রাজের তনয় বর্হি, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। কৃতঞ্জয় দেখ।

বর্হিকেতু—সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্হিকেতু অসমঞ্জ নামে খ্যাত ছিলেন। (অসমঞ্জ দেখ।) কপিল-শাপে সগর সন্তান-দিগের মধ্যে বর্হিকেতু, সকেতু, ধর্ম্মরত ও পঞ্চবন এই চারিজন ছাড়া সকলেই ভস্মীভূত হয়। বায়ু-৮৮। পঞ্চজন ও বর্হিকেতু দেখ।

বর্হিধ্বজা—ব্রহ্মার মুখ হইতে দক্ষিণার্দ্ধে শুক্লবর্ণা ও বামার্দ্ধে কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী প্রাদুর্ভূতা হন। সেই দেবীকে ভগবান ব্রহ্মা শরীর বিভাগ করিতে বলিলে তাঁহার এক মূর্ত্তি শুক্ল ও অপর মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই আর্য্যাদেবী বহু নামে খ্যাতা হন এবং তিনিই পৃথক পৃথক দেহ ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন দ্বাপরাদি যুগে দেবী বর্হিধ্বজা, গৌতমী, আর্য্যা, চণ্ডী, কৌশিকী, কাত্যায়নি, সতী, কুমারী, যাদবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা প্রভৃতি বহু নামে খ্যাতা হন। বায়ু-৯।

বর্হিযোগ—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—বৎসর, কশ্যপ ও মহাতপা মিধ্রুব। মৎ-১৯৯।

বর্হিষ—যে সকল অগ্নি দ্বিজগণের পূজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে অভিমানী নামক অগ্নি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। তাহারই বংশে বর্হিষ নামক হোত্রীয়-অগ্নি হব্য-

বাহন হইতে উৎপন্ন হন। তদনন্তর প্রচেতা জন্মেন। মৎ-৫১।

বর্হিষদ—(১) পিতৃগণ সপ্ত। ইঁহারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সুকালা, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপ এই চারিজন মূর্ত্তিমান, বৈরাজ অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ এই তিন জন অমূর্ত্ত। হরি-হরি-১৮। অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ ও আজ্যপ ইঁহারা পিতৃগণ নামে কথিত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অগ্নৌকরণ কর্ম্ম আছে তাঁহারা অগ্নি, তদ্ব্যতিরেকে অপরাপর সকলে অনগ্নি। স্বধা এই সকলের পত্নী। ভাগ-৪স্ক-১। পিতৃগণ দেখ। অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ প্রভৃতির উৎপত্তি। অ-২০। স্বর্গে বিভ্রাজ নামে যে তেজোময় লোক আছে, তথায় বর্হিষদ নামক পিতৃগণ বাস করেন। বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা ধরণী। ব্রহ্মা-৩১; পদ্ম-সৃষ্টি-৯। প্রজাসৃষ্টি কালে ব্রহ্মার মন হইতে এক রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে মহাদেব ব্রহ্মাকে ধিক্কার দেন। মহাদেবের ধিক্কারে ব্রহ্মা নিজ ইন্দ্রিয়-বিকার সম্বরণ করেন এবং লজ্জাবশে ব্রহ্মার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পতিত হইয়াছিল. তাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ নামক পিতৃগণ উৎপন্ন হন। কা-২। বর্হিষদ পিতৃগণ যাম্য দিক (দক্ষিণ দিক) আশ্রয় করিয়া থাকেন। স্কন্দ-আব-অব-৫৮। (২) ভগবান ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান নারায়ণের মুখ হইতে ঐকান্তিক ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হয়। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করান। মহাভা-শান্তি-৩৪৯। (৩) মহাত্মা পৃথুর পৌত্র হবির্দ্ধান। হবির্দ্ধানের ছয় পুত্রের অন্যতম বর্হিষদ। জিতব্রত ও প্রাচীনবর্হি দেখ। (৪) মেধাতিথির তনয় কণ্ব ও বর্হিষদ পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। কণ্ব দেখ।

বর্হিষ্মতী—রাজা প্রিয়ব্রতের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে। প্রিয়ব্রত (৪) দেখ।

বর্হী—সর্ব্বপাপ বিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিদের অন্যতম। যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষিবান, উষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইঁহারা পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়া আছেন। মহাভা-অনু-১৫৬। কণ্ব দেখ।

বল—(১) মহর্ষি অঙ্গিরা বল ঋষির পুত্র। অঙ্গিরা দেখ। (২) অগ্নি বলের পুত্র। ঋক্ ১।৭৯।৪। (৩) বল নামক কোনও অসুর দেবতাদের গাভী হরণ করিয়া কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র সসৈন্য সেই গহ্বর বেষ্টনপূর্ব্বক গাভী বাহির করিয়াছিলেন। ঋক্-১। ১১।৫। (৪) আদিত্য হইতে সরস্বতীতে

অতিশয় রূপবান্ রূপ ও বল নামক দুই তনয় জন্মে। হরি-হরি- । (৫) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (৬) জলাধিপতি বরুণের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী শুক্রাদেবী হইতে বল্ নামে এক পুত্র ও সুরা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মহাভা-আদি-৬৬। (৭) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ. মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে। মহাভা-বন-১৯১। পরীক্ষিৎ, সুশোভনা ও শল দেখ। (৮) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কাক্ষিবান ও বল এই সপ্তর্ষি এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ব ও বর্হিষদ ইহারা পূর্ব্বদিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৯) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের মধ্যে বল অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। (১০) নরপতি পৃথুর তনয় হবির্দ্ধানের ঔরসে তৎপত্নী আগ্নেয়ী-ধিষণার গর্ভে প্রাচীন-বর্হি, বল প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। মৎ-৪। প্রাচীনবর্হি দেখ। (১১) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী সাধ্যা দেবী হইতে ঈশ, অরুণ, আরুণি, বল প্রভৃতি সাধ্য-দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। ঈশ দেখ। (১৩) নরপতি ভনন্দনের (ভলন্দন; বিষ্ণু-৪র্থ-১) পুত্র বৎসপ্রীর পত্নী সুনন্দার গর্ভে প্রাংশু, প্রবীর, শূর, সুচক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক, চণ্ড, প্রচণ্ড, সুবিক্রম ও স্বরূপ এই দশ পুত্র জন্মে। মার্ক-১১৭। বৎসপ্রী দেখ। (১৪) বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামক যে ত্রয়োদশটী মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, বল তাহা-দের অন্যতম। অজিক ও নমুচি দেখ। (১৫) গিরিকা নাম্নী রাজ্ঞী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যদু, প্রত্যগ্রহ, বল ও মৎসকালী নামে সাত পুত্র প্রাপ্ত হন। কুশ ও গিরিকা দেখ। (১৬) ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে শ্রীদেবী নাম্নী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি দেব-নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-২৮। (১৭) দাশরথি রামচন্দ্রের বংশে দলের পুত্র বল। বলের তনয় ধর্ম্মাত্মা উক্ষ। বায়ু-৮৮। দল দেখ। (১৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী লক্ষণার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি অন্যান্য সহোদরগণসহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; গর্গ-বিশ্ব-৩০। ঊর্দ্ধগ দেখ। (১৯) দক্ষের অন্যতমা কন্যা লক্ষ্মীর গর্ভজাত পুত্র বল। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (২০) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বায়ু তাঁহার সাহায্যার্থ বল ও অতিবল নামক অনুচরদ্বয়কে প্রদান করেন।

মহাভা-শল্য-৪৬। (২১) দানবপতি বলির অন্যতম অনুচর। দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। ভাগ ৮স্ক-১১। (২২) দৈত্যপতি অন্ধকাসুরের অনুচর জনৈক দানব সেনাপতি। বাম-৬৯। (২৩) মহিষাসুর-তনয় রক্তাক্ষের বল ও অতিবল নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই সমুদয় অধিকার করিয়াছিল। দেবগণের প্রার্থনায় ভগবতী যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১৯।

বলক—কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দনু হইতে বলক, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩, ৩৫। দক্ষ দেখ।

বলকাশ্ব—অজের তনয় বলকাশ্ব, বলকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। মহাভা-শান্তি-৪৯। বলাকাশ্ব ও কুশিক দেখ।

বলগৃতক—অত্রিবংশীয় মন্ত্রকর্ত্তা জনৈক মহর্ষি। বায়ু-৫৯।

বলদ—সূর্য্যের দুহিতা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ভানু অনুলের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহারা মন্যুমান বলদ প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রসব করেন। বলদ অগ্নি দুর্ব্বল প্রাণীগণের প্রাণ প্রদান করেন। মহাভা-বন-২১৯। সুপ্রজা দেখ।

বলদা—পুরুবংশীয় নরপতি রৌদ্রাশ্বের দশার্নেয়ু, বনেয়ু প্রভৃতি দশ পুত্র ও খলদা, বলদা প্রভৃতি দশ কন্যা জন্মে। অত্রিবংশীয় প্রভাকর ঋষি এই দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩১। রৌদ্রাশ্ব দেখ।

বলদেব—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বলরাম ও বলভদ্র নামেও পরিচিত ছিলেন। যদুবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ও বাহ্লীকের কন্যা রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সারণ, শঠ, দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র,(শুভ্র) পিণ্ডারক, উশীনর ও বলদেব নামে আট পুত্র এবং চিত্রা (অন্য নাম সুভদ্রা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৫; বায়ু-৯৬। মনুবংশীয় রৈবতের কন্যা রেবতীকে বলরাম বিবাহ করেন। রেবতী, নিশঠ ও উল্মুক নামে দেবসদৃশ সুদর্শন দুই পুত্র প্রসব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; হরি-হরি-১৬০; অ-১২। বলদেব গদা-যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। গদা-যুদ্ধে তিনি অনেকবার জরাসন্ধকে পরাজিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয় শাম্ব কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিতে যাইয়া বন্দী হন। বলদেব দুর্য্যোধন পক্ষীয় সকলকে পরাজিত করিয়া শাম্বকে উদ্ধার করেন। প্রলম্ব নামক অসুরকে তিনি মুষ্ট্যাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করেন। হরি-হরি-৭০, ১১৯। বিষ্ণু-৫ম-৩৫। যাদবগণ পরস্পর কলহ করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার পর, একদা তাহার মুখ হইতে

সর্প বহির্গত হইলে, তাঁহার মৃত্যু হয়। মহাভা-মৌষ-৪। বলদেবের নিশিত, উৎমুক, পার্শ্বী, পার্শ্বনন্দী, শিশু, সত্যধৃতি, খন্দবাহু, রামাণ, গিরিক, গির, শুল্ম, শুক্লগুল্ম ও দরিদ্রান্তক নামে কতিপয় পুত্র এবং অর্চ্চিষ্মতী, সুনন্দা, সুরমা, সুবচা ও শতপলা নামে পাঁচ কন্যা ছিল। বায়ু-৯৬। বলদেব নাগরাজ অনন্তের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২। বলদেব ভাদ্র মাসের শুক্লা-ষষ্ঠিতে স্বাতী নক্ষত্রে বুধবারে পাঁচটী গ্রহ উচ্চসংস্থ হইলে তুলা-লগ্নে মধ্যাহ্নকালে ব্রজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বল-৫; গো-১০। ব্রহ্মার পরামর্শে রাজা রেবত তৎকন্যা রেবতীকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য আনয়ন করিলে, বলদেব রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা নম্রাকার করিলেন। তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। স্যমন্তক মণি আহরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বাকে বধ করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু শতধন্বাকে বধ করিয়া মণি না পাইয়া অতিশয় নিরাশ হন এবং বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে এই অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করিয়া বিদেহ-পুরীতে গমন করেন। সেইখানে দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। তিন বৎসর পরে বভ্রু, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ বিদেহ-পুরীতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে স্যমন্তক মণি হরণ করেন নাই তাহা প্রমাণ করিয়া বলদেবকে দ্বারকায় ফিরাইয়া আনেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৩। বলদেবের পূর্ব্বজ দেবকীর গর্ভজাত ছয়টী পুত্রকে কংস বিনাশ করিলে সপ্তম গর্ভে বলদেব উৎপন্ন হইলে, অর্দ্ধ-রাত্রে ভগবৎ-প্রহিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে লইয়া যান। গর্ভাবস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হয় সঙ্কর্ষণ। গর্গ-গো-১০; বৃহদ্ধ-উ-১৬; পদ্ম-উ-২৪৫; বিষ্ণু-৪র্থ-১৫; ভাগ-১০স্ক-২। কংসের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার শ্বশুর জরাসন্ধ আসিয়া মথুরা-পুরী অবরোধ করেন। তখন বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই সংগ্রামকালে আকাশ হইতে বলদেবের মনোভিমত হল ও সৌনন্দ মুষল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বিষ্ণু-৫ম-২২। অক্রূর, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজপুরী হইতে মথুরায় লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে যমুনা-তটে উপস্থিত হন। অনন্তর অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে রথের উপর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, যমুনা জলে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান ও আহ্নিক করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েরই

অতি অদ্ভুত ও মনোহারী মূর্ত্তি জলমধ্যে দেখিতে পান। তাহা দেখিয়া উভয়েরই অলৌকিকত্বে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাদের স্তব করেন। বিষ্ণু-৫ম-১৮। কলিঙ্গরাজ রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়া গেলে রুক্মীরাজ বলদেবকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহাকে পণে পরাস্ত করেন এবং বলদেবের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানাবিধ দুর্ব্বাক্য বলেন। পরিশেষে একবার বলদেব রুক্মীকে পরাজিত করিয়া পণ জিতিয়া লয়েন। কিন্তু রুক্মী বলদেবের জয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তখন বলদেব কুপিত হইয়া রুক্মীকে তথায় বধ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১; বিষ্ণু-৫ম ২৮। অনিরুদ্ধ বাণাসুর কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে বাণ-পুরে গমন করিয়া যুদ্ধে বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩৩। একবার বলদেব রেবতী ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণসহ রৈবতোদ্যানে মদ্যপান করিতেছিলেন। তখন নরক নামক অসুরের দ্বিবিদ নামে বানর জাতীয় এক অনুচর সেইস্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপে বিরক্ত করিতে লাগিল। বলদেব কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেও দ্বিবিদ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন বলদেবের সহিত দ্বিবিদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং দ্বিবিধ বলরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। বিষ্ণু ৫ম-৩৬। বলদেবের রথে ত্রিশির সুবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার মস্তক মহানাগ-গণে পরিবেষ্টিত ছিল। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। দেবগণ কশ্যপাত্মজ গরুড়কে বলদেবের অন্তদর্শনে অনুরোধ করাতে গরুড় তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহাভা-অনুশা-১৪৭। বলদেব নাগরাজ অনন্তের অবতার ছিলেন। দ্বাপরের অবসানে পৃথিবী দৈত্য-পীড়িতা হইয়া গো-রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা দেবগণসহ গোলকে ভগবান সমীপে গমন করিয়া সর্ব্ব ঘটনা নিবেদন করেন। দেবগণের নিকট ধরিত্রীর কষ্টের কথা শুনিয়া ভগবান অনন্তকে প্রথমে বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে গমন করিয়া পশ্চাৎ রোহিণীর উদরে প্রাদুর্ভূত হইতে বলেন। এবং তৎপশ্চাৎ তিনি স্বয়ং দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। গর্গ-ব-১। বসন্তমালতী নাম্নী নগরীতে পতঙ্গ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে বলদেব তাহাকে পরাস্ত করেন। গর্গ-বল-৮; বিশ্ব-৪৬। বলদেব ধেনুক

নামক অসুরকে বধ করেন। বিষ্ণু-৫ম-৮। ধেনুক দেখ। বলদেব কংসের অন্যতম অনুচর মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে নিহত করেন। বিষ্ণু-৫ম-২০। কৃষ্ণ ও বলদেব অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরু-দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সান্দীপনি মুনি, লবণ-সমুদ্রে প্রভাসে মৃত স্বকীয় পুত্রকে গুরু দক্ষিণা-স্বরূপ আনিয়া দিতে বলিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাহাতেই সম্মত হইয়া যমপুরী গমনপূর্ব্বক, বৈবস্বত যমকে জয় করিয়া যথাপূর্ব্ব-শরীরী যাতনাসংস্থ বালককে আনয়ন করিয়া তাহার পিতার হস্তে সমর্পন করেন। বিষ্ণু-৫ম-২১; অ-১২; দেবীভা-২৪। এক বার ব্রজপুরে বলদেব অন্যান্য গোপগণের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া বরুণ, বারুণীকে (মদিরাকে) বলদেবের উপভোগার্থ গমন করিতে আদেশ দেন। বরুণের আদেশে মদিরা বৃন্দাবনস্থ এক কদম্ব-বৃক্ষ কোঠরে সন্নিহিত হইল। বলদেবও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কদম্ব বৃক্ষের সন্নিকটে উপস্থিত হন এবং মদিরা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কদম্ব বৃক্ষ-নির্গত মদিরা পান করেন। মদিরা পানে বিহ্বল হইয়া তিনি যমুনাকে আহ্বান করিয়া বলেন "হে যমুনে, তুমি এই স্থানে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু যমুনা তাহার মত্ততা-সম্ভূত বাক্যে কর্ণপাত না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করিয়া তটের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যমুনা বলদেবকর্ত্তৃক আকৃষ্যমানা হইয়া স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে বলদেব ছিলেন সেই তট প্লাবিত করিয়া দিল এবং শরীর ধারণ-পূর্ব্বক জল হইতে উত্থান করিয়া বলদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন বলদেব তাহাকে মুক্তি দিয়া স্নান সমাপন করিলেন। স্নান সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুণ্ডল লইয়া বলদেবের নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাকে বরুণ প্রেরিত অম্লান পঙ্কজমালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দুইখানি বস্ত্র প্রদান করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রাক্কালে বলদেব বন্ধুদিগের বধ-জনিত দুঃখ অসহনীয় বোধ করিয়া কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মধ্যস্থ অবস্থায় তীর্থ যাত্রা করেন এবং অনেকানেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। সেখানে ব্যাস শিষ্য সূত তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্জলি বন্ধন, প্রণাম বা উত্থান কিছুই করিলেন না দেখিয়া ক্রোধভরে হস্তস্থিত কুশদ্বারা

সুতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি গন্ধমাদন শৈলে লক্ষ্মণ-তীর্থে যাইয়া স্নান ও পূজা করিয়া পাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম সেতু-১৯। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৬· অঃ এই আখ্যানটী কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে)। বলদেবের তনয়া ভানুমতিকে দুর্য্যোধন বিবাহ করেন। স্কন্দ নাগ-৭২। প্রভাস ক্ষেত্রে এক ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থান আছে। বলদেব শেষ-নাগরূপে শরীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঐ পরম সঙ্গম-তীর্থে এক বিবর রূপী পাতাল দ্বার দর্শন করেন। তিনি সেই পথে গমন করিয়া অনন্তের অবস্থিতি স্থানে গমন করেন। বলরাম নাগরূপে এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা নাগস্থান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৮৬। বলদেব লক্ষ্মণের অবতার ছিলেন। তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া দ্বিবিদ নামক বানর, বানরযোনী হইতে মুক্তিলাভ করেন। কল্কি-তৃ-১৩। মণ্ডল পূজায় ব্রহ্মার উত্তরে পদ্ম-পত্র নেত্রা গায়ত্রী দেবীকে পূজা করিতে হয়। সেই পদ্মের পূর্ব্বদিকের দলে বলরাম পূজিত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৩৪। প্রদ্যুম্ন দেখ। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব লোকের মনোরঞ্জন করাতে রাম (বলরাম) ও বলের আধিক্যবশতঃ বলভদ্র নামে খ্যাত হন। ভাগ-১০স্ক-২।

লন্ধরা— কাশীরাজ-দুহিতা বলন্ধরা দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পত্নী ছিলেন, তিনি সর্ব্বগ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

লপ্রমথিনী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্য-তম। কা-৬৩।

লবন্ধু—(১) বরাহকল্পের দশম দ্বাপরে ত্রিপাৎ (বায়ু-ত্রিধামা) নামক ব্রাহ্মণ ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব মুনি নামে অবতীর্ণ হন। বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে মুনির চারি পুত্র ছিলেন। লি ২৩; বায়ু-২৩। (২) রৈবত মন্বন্তরে বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবত-মনুর পুত্র ছিলেন। মা-৭৫। কেতুভৃঙ্গ ও রৈবত-মনু দেখ। (৩) যুগে যুগে শিব যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহ-কল্পে ঋষভ নামে এক শিবাবতার অবতীর্ণ হন। তাঁহার বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন নামে চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উ-১০। (৪) চরিষ্ণু-মনুর অন্যতম তনয়। কেতুভৃঙ্গ ও রৈবত মনু দেখ।

বলবর্দ্ধন—পূর্ব্বে বলবর্দ্ধন নামে এক মহা-পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার তনয় অম্বুবীচি মূক ছিলেন। পরে বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি সরস্বতী-তীর্থে স্নান করিয়া বাক্‌শক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৪৬।

বলবান্—বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত সৈংহিকেয় নামধেয় মহাবল-সম্পন্ন পুত্রগণের অন্যতম। নভ ও অঞ্জন দেখ।

বলবিকরিণী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। কা-৬৩।

বলভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলদেব দেখ।

বলমোহিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য পার্ব্বতী স্বীয় দেহ হইতে যে সমুদয় মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাদের অন্যতমা। মা-১৭৯।

বলয়া—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে তদীয় পত্নীর (প্রহ্লাদ কন্যার) গর্ভে লোকের মাতৃ-রূপিনী সংজ্ঞা, ত্বো, বলয়া ও নিক্ষুভা জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১। ত্বো দেখ।

বলরাম—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বলদেব দেখ।

বলসূদন—দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের মধ্যে শক্র হরের আরাধনা করিয়া এক অসুর-বিজয়ী সেনাপতি প্রার্থনা করেন। হর স্ব-বীর্য্যে সুরগণের ভয়হারক এক এক সেনানী উৎপাদন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। তখন দেবগণ কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বলসূদনকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। হরের যাহাতে পার্ব্বতীর প্রতি বাঞ্ছা হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মা দেবগণকে পরামর্শ দেন। স্কন্দ-আব-অব-৩৪।

বলস্থল—শ্রীরামচন্দ্রের বংশে পারিযাত্রের তনয় বলস্থল। তৎপুত্র বজ্রনাভ। ভাগ-৯স্ক-১২। পারিপাত্র দেখ।

বলা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক সৃষ্ট অন্যতমা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বলাক—(১) বিশাল-তনয় সুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পত্নীকে অদ্রি-পুত্র বলাক নামক রাক্ষস হরণ করে। ব্রাহ্মণের কাতর অনুরোধে উত্তানপাদ তনয় নরপতি উত্তম তাঁহাকে উদ্ধার করেন। মা-৬৯—৭০। (২) ভনন্দন (ভলন্দন)-তনয় বৎসপ্রীর ঔরসে তৎপত্নী সুনন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্য তম। বল ও বৎসপ্রী দেখ। (৩) বেদ-বিভাজক মহর্ষি বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য ছিলেন ইন্দ্রপ্রমিতি। এই ইন্দ্রপ্রমিতিরও অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল, বলাক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইন্দ্র প্রমিতির অন্যতম শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋক্‌কে বিভক্ত করিয়া তিন খানি সংহিতা রচনা করেন। ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক এই তিন জন মহর্ষি ঐ তিন খানি পাঠ করেন। বিষ্ণু-৩অ-৪; ভাগ-১২স্ক-৬। কেতব দেখ। (৪) উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার যে ছয় পুত্র জন্মে, তাহাদের

মধ্যে বিজয় নামক পুত্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পুরু, পুরুর তনয় বলাক। তৎপুত্র রজক। ভাগ-৯স্ক-১৫। অমাবসু আয়ু ও জয় দেখ।

বলাকাশ্ব—(১)চন্দ্রবংশীয় নৃপতি অজকের পুত্র বলাকাশ্ব। বলাকাশ্বের তনয় কুশ। কুশের তনয় কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ভ ও মূর্ত্তিমান্ এই চারি জন। হরি-হরি-৩২, ২৭। অজক ও অমাবসু দেখ। এই হরিবংশের অন্যত্র আছে বলাকাশ্বের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি। (২) নরপতি জহ্নুর তনয় সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় বল্লভ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ছিলেন। মহাভা-অনু-৪। (৩)মহর্ষি জহ্নুর ঔরসে ও কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। সুহোত্রের পুত্র অজপ, (অজক ?) তৎপুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয় গয়, শীল ও কুশ। বায়ু-৯৯। (৪) জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু, তাঁহার পুত্র অজক, অজকের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের চারি পুত্র। অমাবসু দেখ।

বলাকাস্যা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বলাকী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বলাকী। তিনিও অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র-সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭, ১৮৬।

বলাকেশী—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অ-৫২।

বলাধিক—দানবপতি বলির অনুগত জনৈক দৈত্য। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বলানীক—দ্রুপদ-রাজের অন্যতম তনয় বলানীক। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রো-১৫৬।

বলায়ু—সোম-বংশীয় নরপতি পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে অমাবসু, আয়ু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু ও শতায়ু নামে সাত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-২৭। উর্ব্বশী ও পুরূরবা দেখ।

বলারক—মহর্ষি অত্রির বংশে মহাত্মা দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর তনু-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যাম, মুদ্গল, বলারক ও গবিষ্ঠির। বায়ু-৭০। দত্তাত্রেয় ও অত্রি দেখ।

বলার্হ—যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

বলাশ্ব—নরপতি খনিনেত্র তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের বরে বলাশ্ব নামে সর্ব্বশস্ত্রধারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা অব্যাহত-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মচারী ও কৃতি পুত্র লাভ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজমণ্ডলীকে বশীভূত করেন। কিন্তু পরে সেই সমুদয় সামন্ত-নরপতিগণ বলাশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করে। শত্রু-হস্তে রাজ্য ও ধনরত্ন সমুদয় হারাইয়া নরপতি বলাশ্ব ব্যথিত হৃদয়ে করযুগল

মুখাগ্রে স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুখ-মারুত আহত হইয়া করমধ্য হইতে শত শত যোদ্ধা, রথ, হস্তী ও তুরঙ্গম সকল নির্গত হইল। অনন্তর তিনি সেই সমস্ত সৈন্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা ও গৌরব লাভ করিলেন। বলাশ্বের ধুত অর্থাৎ কম্পিত করদ্বয় মধ্য হইতে সৈন্য সমুদ্ভূত হওয়ায় বলাশ্ব করন্ধম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বলাশ্ব বীরচন্দ্রের কন্যা বীরাকে বিবাহ করেন। বীরার গর্ভে তাঁহার অবীক্ষিৎ নামে এক জগদ্বিখ্যাত পুত্র জন্মে। মার্ক-১২১—১২২। মহাভারতে এই আখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। মহাভা-আশ্ব-৪। খনীনেত্র ও করন্ধম দেখ।

বলাহক—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হইতে কাদ্রবেয় নামে পরিচিত ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক প্রভৃতি বহু নাগ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; মৎ-৬। (২) সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম ভ্রাতা। জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ কালে বলাহক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। সকলেই অর্জ্জুন-হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৭২—৭০। (৩) জনৈক নাগ। বিশ্বকর্ম্মা রচিত বরুণের বিচিত্র সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহাভা সভা-৯। (৪) মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর। অঞ্জন (৩) দেখ। (৫) প্রাচীনকালে বলাহক নামে এক রুদ্রভক্ত মৃগয়াসক্ত রাজা ছিলেন। একবার মৃগয়াকালে তিনি মৃগযূথ মধ্যে একটী গো-বৎস দেখিতে পান। তিনি যেমন গো-বৎসটীকে ধরিলেন অমনি এক উজ্জ্বল লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা এই অদ্ভুদ ব্যাপার দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে করিতেই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম ধর্ম্ম ২৭।

বলি—(১) প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র। বলির বাণ, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ইন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ প্রভৃতি শত পুত্র ছিল। বাণের তনয় ইন্দ্রদমন। হরি-হরি-৩, ২১৮। (২) পুরুবংশীয় নরপতি উষদ্রথের তনয় ফেন। ফেনের তনয় সুতপা, সুতপার পুত্র বলি। তিনি মহাযোগী ছিলেন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে মহাযোগীত্ব, কল্প-পরিমাণ পরমায়ু, সমরে অজয়ত্ব, ধর্ম্মে প্রাধান্য ও বলে অপ্রতিমত্ব প্রদান করেন। দীর্ঘতমা ঋষি তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণাতে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। হরি-হরি-৩১।

নরপতি বলির পত্নী সুদেষ্ণা অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া প্রথমে স্বীয় ধাত্রেয়ীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মে। তৎপর সুদেষ্ণা

হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহারা স্ব স্ব নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন মহাভা-আদি-১০৪ ; ভাগ-৯স্ক-২৩ ; বায়ু-৯৯।

বলি নামক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

কশ্যপ-পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র বলি। বলির তনয় কুম্ভিল ও চক্রবর্ম্মা। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বিরোচনের পুত্র। ভগবান বামনরূপে তাহাকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে রাবণ-অনুজ কুম্ভকর্ণ বিবাহ করেন। রামা-উ-১২।

বিরোচনের পুত্র বলি, বিষ্ণুর নিন্দা করায়, পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে "তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও; তোমার পতন হউক," এই বলিয়া শাপ দেন। প্রহ্লাদের এই শাপে বলি অতিশয় ভীত হইয়া বিনীত ভাবে তাঁহার প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে সেই দিন হইতে বলির হরিতে ভক্তি জন্মিবে এবং তাহাতেই তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। মৎ-২৪৪—২৪৫।

দেবাসুর-যুদ্ধে যখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রণে নিহত দৈত্যগণকে সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন, তখন অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার পরামর্শে দৈত্যগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া সমুদ্র মন্থনের প্রয়াস পান। তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবগণ প্রথমে দানবপতি বলির নিকট যান। বলি দেবগণসহ মন্দার পর্ব্বতের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে মন্থনদণ্ড হইবার জন্য রাজী করাইলেন। মৎ-২৪৯।

দানবপতি হিরণ্যকশিপুর অনুগত জনৈক দৈত্য। মৎ-১৬১।

পুরুবংশীয় তিতিক্ষুর পৌত্র সেন। সেনের তনয় সুতপা, সুতপার আত্মজ বলি। পৈল-(১৫) দেখ। এই বলি-রাজ বংশক্ষয়ের উপক্রমে মানুষ যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন। ইহাঁর ঔরস পুত্র ছিল না। ইনি পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং কলিঙ্গ। ইহারা বালেয় ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। বালেয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বলির বংশধর হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ধীমান বলিকে বর দিয়াছিলেন। সেই বর-প্রভাবে তিনি মহাযোগীত্ব, কল্প-পরিমাণ আয়ু, সংগ্রামে অজেয়তা, ধর্ম্মে উত্তমমতি, ত্রৈলোক্য দর্শনে সামর্থ্য, প্রসবে প্রাধান্য, যুদ্ধে অপ্রতিমজয়, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে, তত্ত্বার্থ নিরূপণে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ব্রহ্ম-বরেই চতুর্ব্বর্ণের

স্থাপয়িতা হন এবং তদীয় ক্ষেত্রজ পঞ্চ পুত্র হইতে বঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও অনঙ্গ নামে পঞ্চ বংশ প্রখ্যাত হয়।

দীর্ঘতমা ঋষি স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য গঙ্গা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া খরস্রোতে ভাসিয়া এক তটে সংলগ্ন হন। বিরোচন-নন্দন বলি, তাঁহাকে লইয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং যথাযোগ্য খাদ্য-পেয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা প্রীত হইয়া বলিকে বর দিতে চাহিলে, বলি তাঁহার নিকট পুত্র লাভার্থ বর চাহিয়া, তাঁহাকে স্বীয় ভার্য্যায় কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। দীর্ঘতমা তাহাতে সম্মত হইলে বলি স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে ঋষি-সমীপে গমন করিতে বলেন। কিন্তু দীর্ঘতমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া সুদেষ্ণা প্রথমে কোন শূদ্রা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই ধাত্রীর গর্ভে ঋষির ঔরসে কাক্ষিবান প্রভৃতি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহা জানিতে পারিয়া বলি পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া পুনরায় ঋষির নিকট যাইতে বলেন। তৎপরে দীর্ঘতমার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৮।

দানবপতি বলি তপস্যাদ্বারা পুরা-কালে দেবাদিদেব উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বিহার করিবার বর প্রাপ্ত হন। অ-১৯।

ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম সংঘটিত হন। প্রথম নারসিংহ-রণ, দ্বিতীয় বামন-রণ, তৃতীয় বরাহ-সংগ্রাম, চতুর্থ অমৃত-মন্থন, পঞ্চম তারকাময়-সংগ্রাম, ষষ্ঠ আজীবক-রণ, সপ্তম ত্রিপুর-ঘাতন-রণ, অষ্টম অন্ধক-বধ, নবম বৃত্র-সংহার, দশম জিত, একাদশ হালাহাল, দ্বাদশ ঘোর কোলাহল-রণ। কশ্যপ-তনয় অদিতির গর্ভ-সম্ভূত বামন দেবাসুর দ্বন্দ্বে বলিরাজকে ছলনা করিয়া তদর্জ্জিত রাজ্য দেবরাজকে দান করেন। ইহাই বামন-রণ নামক দ্বিতীয় সংগ্রাম। ম-২৭৬।

একবার দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে পূর্ণ শত বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া প্রহ্লাদ সনাতন ধর্ম্মের বিষয় অবগত হন এবং সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বিরোচন পুত্র বলিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। দানব-রাজ বলিও রাজ্য পাইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেবগণের সহিত বলির ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে দেবগণ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। দেবীভা-৪স্ক-১০।

একবার বলি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত

হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দৈত্যপুঙ্গব, তুমি কি জন্য গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিয়াছ? তুমি দৈত্য, ত্রৈলোক্য-রাজ্য-ভোগকারী এবং দৈত্যদিগের শাসন কর্ত্তা হইয়া আজ গর্দ্দভরূপ ধারণ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?" দৈত্যরাজ বলি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন,"এ বিষয়ে আবার লজ্জা বা দুঃখ কি? মহাতেজা বিষ্ণুও যেমন এক সময়ে মৎস্য বা কচ্ছপ-রূপ ধারণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি কালবশে গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আপনি যেরূপ ব্রহ্মহত্যা করিয়া (মানস সরোবরে) পদ্ম-পত্রে লীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অস্য কষ্টে পড়িয়া গর্দ্দভ-রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। দৈবাধীন ব্যক্তির সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, কাল যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।" দেবীভা-৪স্ক-১৪।

বিরোচন-তনয় বলি সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হন। তাহাতে দেবগণের সহিত তাঁহার অতি ঘোর সংগ্রাম হয়। সেই রণে দেবগণ পরাভূত হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-রূপে আত্ম-গোপন করতঃ অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুর্দ্দশায় অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া দৈত্যগণের পরাজয় কামনায় অতি তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু, দৈত্য-বিনাশের জন্য তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। অনন্তর যথা সময়ে দেবমাতা অদিতি এক সর্ব্বলোক-সুখদায়ক পুত্র প্রসব করেন। তিনি বামন নামে জগতে খ্যাত হন। ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি নিজ গুরু শুক্রা-চার্য্য ও বহুল প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল-সাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত বিষ্ণুকে আহ্বান করেন। বিষ্ণু আহূত হইয়া, বামন-রূপে যজ্ঞ-হবিঃ ভোজন করিবার জন্য তথায় আগমন করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকে চিনিতে পারিয়া বলিকে নিষেধ করেন, তিনি যেন বামন-রূপী হরিকে কিছু দান না করেন। কিন্তু বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বামন-রূপী বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি প্রার্থনীয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু তপস্যার জন্য ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বিষ্ণু বলির নিকট ভূমি-দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং ভূমি-দানের ফল বর্ণন করিয়া এক উপাখ্যান বলেন। বিষ্ণুর কথায় সম্মত

হইয়া বলি পৃথিবী দান করিবার বাসনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, বিষ্ণু তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন। এদিকে বলিরাজ বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি-দান করিবা মাত্র, তিনি আ-ব্রহ্ম-ভবন কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্ম-কটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ-তাড়নে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায়, তদ্দ্বার হইতে ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যস্থিত সলিল রাশি বসুধারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেব-গণ, ঋষিগণ প্রভৃতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপর বিষ্ণু বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাঁহাকে ভোগ-বহুল রসাতল প্রদান করিলেন। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি অনল মধ্যে মন্ত্র ব্যতীত ঘৃতাহুতি কিম্বা অপাত্রে যে কোন বস্তু দান করে, তৎসমুদয়, আর অশুচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত ঘৃত ও অশুচিকৃত যে কোন সৎকার্য্যের অনু-ষ্ঠান, অধঃপাতজনক সমস্তই তাঁহার ভোগ্য নির্দ্দেশ করিলেন। বৃহন্না-১১ ; পদ্ম উ-৫৩, ২৪০।

দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রের সহিত বলির যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

অষ্টম (সাবর্ণি) মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

ইন্দ্র বলির শ্রী ও প্রাণ হরণ করিলে, শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে বলি পুনরায় জীবন লাভ করেন। শুক্রাচার্য্য স্বর্গ জয় অভিলাষী বলিকে বিধি-পূর্ব্বক মহাভি-ষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, এক বিশ্ব-জিৎ মহা-যাগ করাইলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃত হোম করিলে, তাহা হইতে কাঞ্চনপট্ট-বদ্ধ একখানি রথ, ইন্দ্রের তুরঙ্গ-সদৃশ হরিৎবর্ণ কয়েকটী অশ্ব, সিংহ-শোভিত ধ্বজ, স্বর্ণ নির্ম্মিত ধনু, অক্ষয় বাণপূর্ণ দুইটী তূণ এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল। বলি ঐ সমস্ত সামগ্রী লাভ করিলে, তদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ, একখানি অম্লান পুষ্প-মালা এবং শুক্রা-চার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন। এইরূপে অস্ত্রশোভিত হইয়া বলি ইন্দ্র-পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া, অন্যান্য দেবগণ-সহ বৃহস্পতির নিকট গিয়া প্রতীকার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি বলির অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া দেবগণকে সাময়িক ভাবে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইলে, বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া জগৎত্রয় বশীভূত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইন্দ্রপুরী বলি কর্তৃক অধিকৃত হইলে, দেবমাতা

অদিতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং অসুরগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু অদিতিকে আশ্বাস দিয়া বলেন তিনি অদিতির গর্ভেই বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলির বল হরণ করিবেন। বামনদেবের জন্মগ্রহণের পর বলি একবার নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বামনদেব সেই যজ্ঞ ক্ষেত্রে অতিথিস্বরূপ উপস্থিত হইলেন। বলি তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কি অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বামন বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাই প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলেন যে বামনদেব বিষ্ণুর অবতার। তিনি দেবগণের সাহায্যার্থ তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ ও বিদ্যা অপহরণ করিতে আসিয়াছেন। বিশ্বই ইঁহার দেহ। ইনি তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন। এই বামনের এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর এই বিশাল দেহে গগমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদের কি গতি হইবে? অতএব তুমি ইঁহাকে যাহা দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিও না। কিন্তু বলি সত্য ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বামনকে অর্চ্চনা করিয়া, জলস্পর্শপূর্ব্বক ভূমি-দান করিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেই বামনরূপ বর্দ্ধিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। বলির সর্ব্বস্ব এইরূপে হৃত হইতে দেখিয়া বলির অনুচরগণ বামনরূপী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বলি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। অনন্তর গরুড় হরির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বরুণ-পাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। তখন শ্রীহরি বলিকে বলিলেন, "হে অসুরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত আছ, আমি দুই পাদে সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গ লোক আক্রমণ করিয়াছি। তৃতীয় পাদ-পরিমিত ভূমি আর কোথায় আছে? তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াও ভূমি-দান করিতে পারিলেন না। সুতরাং তোমার নরকে বাস করা উচিত।" বলি বামনদেবের কথায় কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া, প্রসন্ন-চিত্তে পাতালে যাইতে সম্মত হইলেন এবং বিষ্ণুকর্ত্তৃক বন্ধন-মুক্ত হইয়া, সুতলে গমন করিলেন। ভাগ-৮স্ক-১৫—২৩।

একবার ইন্দ্র শরশয্যা-শায়ী ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিরাজা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভীষ্মদেবের নিকট সংবাদ লইয়া পৃথিবীর নানা স্থান

পর্য্যটন করিয়া দেখিতে পান যে বলিরাজ খরবেশ ধারণপূর্ব্বক এক শূন্য গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাহার লুপ্ত সৌভাগ্যের জন্য উপহাস করিলেন। বলিরাজ তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া ইন্দ্রকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে রাজ্যশ্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই এক স্থানে বাস করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আবার তোমাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আর আমার নিন্দা করিও না।" দানব-রাজ বলি এই কথা বলিবামাত্র রাজ-লক্ষ্মী স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া বলির শরীর হইতে নির্গত হইয়া গেলেন। মহাভা-শান্তি-২২৩—২২৫। লক্ষ্মী দেখ।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মদেব, নৃপতি বন্ধু-বিয়োগ বা রাজ্য-নাশ জন্য ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে, তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়ে বলি-বাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

হিরণ্যকশিপুর বংশোৎপন্ন বলি এক অর্ব্বুদ, ষষ্টি সহস্র, ত্রিংশৎ নিযুত বর্ষ রাজত্ব করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০।

অষ্টম (সূর্য্য-সাবর্ণি) মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হন। বৃহন্না-৩৭।

(২) অঙ্গিরসের তেত্রিশ জন পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-প্রণেতা ছিলেন। বায়ু-৬৯; ব্রহ্মা-৬৫। (৩) যদুবংশীয় উষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের তনয় সুতপা, তৎপুত্র বলি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। উষদ্রথ দেখ। (৪) একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪। (৫) শুঙ্গবংশীয় সুশর্ম্মার ভৃত্য বলি, প্রভুর প্রাণ-বধ করিয়া, কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তদ্‌ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হন। ভাগ ১২স্ক-১।

বলিজন্ম—দনায়ুষার গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বলিপ্রিয়— দ্বারকা ক্ষেত্রে ঈশাণকোণের অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-দ্বা-১৭।

বলিভুক্—দুর্দ্ধর, ভৈরবারব, মহাবল, কিঙ্কিনীক, করাল, বিকট, বলিভুক্ ও বলিপ্রিয় ইঁহারা দ্বারকা তীর্থের ঈশান কোণস্থিত দ্বারপাল। তাঁহারা সস্ত্রীক তথায় থাকেন। জয়ন্ত ইঁহাদের নেতা ও প্রভু। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

বলী—চেদীরাজ দমঘোষের অন্যতম পুত্র। উপদিশ দেখ।

বলীন—একজন বিখ্যাত অসুর। মহাভা-আদি-৬৭।

বলীবাক—মহর্ষি বলীবাক একজন বেদ-বেদাঙ্গপারগ ঋষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বলেক্ষু—বশিষ্ঠ-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ইঁহাদের আর্ষেয় প্রবর, ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি, এই তিনটী। মৎ-২০০।

বলোৎকট—বিধুম নামক এক বসুর অন্যতম ভৃত্য। স্কন্দ-ব্র-সে-৫। পুষ্পদন্ত (৬) দেখ।

বলোৎকটা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ যে সমুদয় মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) দুর্গ অসুরের সহিত পার্ব্বতীর যুদ্ধ কালে, দেবীর অনুচরী জনৈকা মহা-শক্তি। স্কন্দ-কাশী-উ-৭২।

বল্কল—(১) জনৈক অসুর। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। ভাগ-৩স্ক-৩। (২) প্রহ্লাদের গবেষ্ঠী, কালনেমী, জম্ভ, বল্কল ও জৃম্ভ এই পাঁচ পুত্র ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। প্রহ্লাদ দেখ।

বল্গুজঙ্ঘ—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনু-৪।

বল্বথ—প্রাচীন কালে বল্বথ নামে এক অনার্য্য দাস ছিল। তাঁহার নিকট হইতে মহর্ষি বশ বহু ধন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ঋক্-৮।৪৬।৩২।

বল্বল—ইল্বল দৈত্যের পুত্র। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের যজ্ঞকালে নানারূপ আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেন। বলদেব তাঁহাকে বধ করেন। গর্গ-ব-৮; স্কন্দ-ব্র-সে-১৯; ভাগ-১৭স্ক-৭৯। অনিরুদ্ধ যজ্ঞাশ্ব লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দৈত্য-রাজ বল্বলের পুরীতে গিয়া উপস্থিত হন। বল্বল সেই অশ্ব অপহরণ করিয়া সিন্ধু মধ্যে পাঞ্চজন্য উপদ্বীপে লইয়া যান। তখন যাদবগণের সহিত বল্বলের অনুচরগণের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বল্বলের বহু সৈন্য ও সেনানী নিহত হয়। তখন বল্বল স্বয়ং পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। কিন্তু যুদ্ধে মহাদেবের বরে বল্বল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। গর্গ-অশ্ব-২৬, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৯।

বল্লব—ভীম বিরাট-রাজ-ভবনে ছদ্মবেশে বল্লব নামে পরিচিত হইয়া পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি দ্রৌপদী-নির্য্যাতক কীচককে বধ করেন। মহাভা-বিরা-৮।

বল্লভ—(১) রাজর্ষি শতানীকের অন্যতম সুহৃদ্। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। (২) নরপতি সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বলাকাশ্বের পুত্র বল্লভ। দেবরাজ-সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহারাজ কুশিক এই বল্লভের পুত্র। মহাভা-অনু-৪, ৫২। কুশিক দেখ।

বল্মীক—কৃণু নামে জনৈক মুনি, দীর্ঘকাল-

ব্যাপী তপশ্চরণ করিতে থাকিলে, তাঁহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। এক শৈলূষীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রই কালে বাল্মিকী নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১।

বল্লিক— দেবাসুর-সংগ্রামে অগ্নি-কর্তৃক নিহত জনৈক অসুর সেনানী। পদ্ম-সৃ-৭৮

বশ—মহর্ষি বশ অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া একদিনে প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার অনার্য্য-রাজ বল্বথের নিকট হইতেও অনেক ধন পাইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২০।

বশবর্ত্তী—তৃতীয় (ঔত্তমীয়) মন্বন্তরে সুধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী এই দ্বাদশ-আত্মক পঞ্চ প্রকার দেবগণ ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১।

বশাতি—ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বশাতি প্রভৃতি ৪৮ জন দক্ষিণ দিক রক্ষা করিতেন। হরি-হরি-১১।

বশিষ্ঠ—(১) মিত্রাবরুণ হইতে উর্ব্বশী-গর্ভে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বশিষ্ঠ ঋষি নৃপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতদিগের পুরোহিত ছিলেন। এই সূত্রে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ-বংশীয়দের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ছিল। একদা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-বংশীয়দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এবং বশিষ্ঠও তাহার বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঋক্-৭ম-মণ্ডল-১। (২) বশিষ্ঠের শত পুত্র বিশ্বামিত্র ও তাঁহার অপত্যগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শপথ করা অন্যায় হইলেও, মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজের পরিশুদ্ধি জ্ঞাপনার্থ নরপতি পিয-বানের পুত্র সুদাস নরপতির নিকট, "বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্র বধ করিয়াছেন, বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। মনু-৮।১১০।

নীচ-কুলোদ্ভূতা অক্ষমালা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। মনু-৯।২৩।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন ব্রহ্মার মানস-পুত্র। বশিষ্ঠের পত্নী শতরূপার গর্ভে বৈরাজ পুরুষের ঔরসে বীর নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। হরি-হরি-৭।

বশিষ্ঠের পুত্রের নাম উর্জ্জ। হরি-হরি-

বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র ঔর্ব্ব স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঋষি ছিলেন। হরি-৭।

একবার বশিষ্ঠ অনাবৃষ্টির সময়ে জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি অক্ষয় সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনু-১২৫; আদি-১৭৪।

ব্রহ্মার সমান হইতে বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯। ব্রহ্মা দেখ।

দক্ষের অন্যতমা কন্যা উর্জ্জা বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। বায়ু-১০। প্রসূতি দেখ।

বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহাদেবের অন্যতম অবতার বালির সুধামা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুত্র ছিলেন। বায়ু ২৩; লি-২৪। বালি দেখ।

বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথের অন্যতম মন্ত্রী ও পুরোহিত রূপে ব্রতী ছিলেন। তিনি দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। রামা-আদি-৮—২২।

মহাবল বিশ্বামিত্র একবার বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া অতিথি হন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার সবলা নাম্নী হোমধেনুর সাহায্যে নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ভোজনাদি উপস্থিত করিয়া, সানুচর বিশ্বামিত্রকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান। তখন বিশ্বামিত্র সবলার ঐরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া, গাভীটী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকার করাতে, তিনি বলপূর্ব্বক গাভী হরণ করেন। তখন বশিষ্ঠ স্বীয় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে হোমধেনুর সাহায্যে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। সেই সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া, বশিষ্ঠকে পরাস্ত করিবার জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেবের নিকট দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া তিনি পুনরায় বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের নিকট তাঁহার শিবদত্ত দিব্যাস্ত্রও বিফল হইল দেখিয়া, পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। রামা-আদি-৫৩-৬০; মহাভা-আদি-১৭৫; দেবীভা-৩স্ক-১৭।

বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বংশের কুলপুরোহিত ছিলেন ও দশরথের পুত্রদের জাতকর্ম্ম, বিবাহ, অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্যে পৌরহিত্য করিতেন। দশরথের মৃত্যুর পরও তিনি ইক্ষ্বাকু বংশের বিশেষ হিতকারী পরামর্শ-দাতা ছিলেন। রামায়ণের আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডে বশিষ্ঠের সঙ্গে ইক্ষ্বাকু বংশের এই সম্বন্ধের পরিচয় নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যায়। রামা-আদি-৭, ৮, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ৫২, ৫৩—৬০, ৬৫, ৬৯, ৭০—৭৪, ৭৭। অযো-৩, ৫, ১৪, ৩৭, ৬৬—৭২, ৭৬, ৮১, ৮২, ৯০—৯৩, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৬, ১০৯—১১৫। আর-৬৬।

নিমি নামে ইক্ষ্বাকুর এক পুত্র ছিল। তিনি একবার এক দীর্ঘ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে প্রথমে বশিষ্ঠকে বরণ করেন ও পরে অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি মুনিদিগকে বরণ করেন। সেই সময়ে বশিষ্ঠ নিমিকে কহিলেন, "ইন্দ্র পূর্ব্বেই আমাকে বরণ করিয়াছেন,

অতএব যৎকাল-পর্য্যন্ত আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া না আসি, ততকাল তুমি অপেক্ষা কর।” বশিষ্ঠ এই বলিয়া গমন করিলে, মহর্ষি গৌতম বশিষ্ঠের কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন গৌতম ঋষি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ নিমিকে শাপ দেন, 'যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, অতএব তোমার দেহ চেতনা-বিহীন হইবে।” নিমি বশিষ্ঠের এই শাপে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বশিষ্ঠকে কহিলেন,“আমি না জানিয়া নিদ্রিত ছিলাম; তথাপি আপনি ক্রোধে আমাকে শাপ দিয়াছেন। অতএব আপনার দেহও বহুকাল চেতনাশূন্য হইয়া থাকিবে।” অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ অশরীরী হইয়া অপর দেহ প্রাপ্তির বাসনায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আর একটী দেহ দান করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। তদনুসারে মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার শরীরী হইয়া জন্মলাভ করিলেন। রামা-উত্ত-৬৫—৬৬; দেবীভা-১স্ক-১৩, ১৯; ৬স্ক-১৪; বিষ্ণু-৪র্থ-৫; ভাগ-৯স্ক-৯। মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশী দেখ।

বশিষ্ঠ মুনি সৌদাস রাজার যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ সম্পাদন কালে সৌদাসের পুরাতন শত্রু এক রাক্ষস ছদ্মবেশে নরমাংস পাক করিয়া বশিষ্ঠকে খাইতে দেন। আহারার্থ নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, বশিষ্ঠ সৌদাসকে শাপ দিতে উদ্যত হন। সৌদাস রাজাও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু পরে মহিষীর অনুরোধে সৌদাস তাঁহার শাপ প্রতিহার করেন। রামা-উত্ত-৭৮; বৃহন্না-৮; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। কল্মাষপাদ দেখ।

বনবাসান্তে রামচন্দ্র আসিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও বশিষ্ঠদেব তাঁহার একজন পরম হিতকারী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা স্বরূপ ছিলেন। সমুদয় ক্রিয়া-কাণ্ডে এবং রাজকীয় কার্য্যাদিতে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। তৎসমুদয় বিস্তারিত জানিতে হইলে, রামায়ণ উত্তরা-কাণ্ডের ৪৭, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১,৭৫, ৭৮, ৮৭, ১০৪, ১০৯, ১১৯—১২২ অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য।

হস্তীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্ময় এই সপ্ত বশিষ্ঠ-পুত্র স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। মৎ-৯; সৌ ৩৩; বায়ু-৩১। আপ দেখ।

স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। সৌর-৩৩ ; বায়ু-৩১। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ।

বশিষ্ঠ ঋষি ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক রাজাকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণন করেন। মৎ-৯২।

বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ইন্দ্রপ্রতিম, ভরদ্বসু, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন, এই কয় জন বশিষ্ঠ-বংশীয় মহর্ষি। মৎ-১৪৫।

দেবমাতা ও দেবপত্নীগণ-দর্শনে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শুক্রক্ষরণ হয়। তিনি সেই শুক্র গোপন করেন। তাহাতে হুতাশন হইতে ঋষিদিগের জন্ম হয়। প্রথমে তপোনিধি ভৃগু সমুৎপন্ন হন। অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ; অর্চ্চিঃ (শিখা) হইতে অত্রি ; মরীচি(কিরণ) হইতে মহাতপা মরীচি ; কেশভাগ হইতে মহাতপা পুলস্ত্য ; কেশের লম্বিত ভাগ হইতে পুলহ ; অগ্নির বসু (সার) ভাগ হইতে বশিষ্ঠ মহর্ষি সমুৎপন্ন হন। মৎ-১৯৫।

বশিষ্ঠ-বংশজ বিপ্রগণের এক আর্ষেয় প্রবর ও তাঁহাদের স্ববংশে বিবাহ অবিহিত। মৎ-২০০।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, রাজ্যনাশ, ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় প্রভৃতি ঘটনার জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ইহা জানিতে পারিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দিয়া বক পক্ষী করিয়া দেন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিয়া আড়ি পক্ষী করিয়া দেন। এই নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধবশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অন্য কোন উপায়েই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগের তির্য্যক্-যোনীত্ব অপনোদন করেন। দেবীভা-৬স্ক-১২ ; বায়ু-৮৮ ; মার্ক-৯। বক দেখ।

বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ-কল্পে যুগক্রমে আটাশ জন যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের চারি জন করিয়া শিষ্য ছিলেন। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিরজা ও অত্রি ইঁহারা সুবালক নামক যোগাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উ-১০।

চাক্ষুষ-মনুর পুত্র বশিষ্ঠ গৃৎসমদ মুনিকে অশুদ্ধভাবে সামগান করার জন্য শাপ দিয়া মৃগে পরিণত করেন। শিব-ধর্ম্ম-২। গৃৎসমদ দেখ।

বশিষ্ঠ মুনি ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত নৃপতির কুলগুরু ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে রাজার কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার রাজ্য, ক্ষেত্র, গাভী প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। একবার নরপতি সত্যব্রত বনবাস কালে বশিষ্ঠের সুরভি গাভীকে হত্যা করিয়া স্বয়ং ভোজন করেন। এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য বশিষ্ঠ সত্যব্রতকে শাপ দেন ও তদবধি নৃপতি সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৬১। সত্যব্রত ও ত্রিশঙ্কু দেখ। এই উপাখ্যানটি পরিবর্ত্তিত আকারে

দেবীভা-৭স্ক-১৩—১৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

বরাহ-কল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা-২৩। আসুরি দেখ।

বশিষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সঙ্কলয়িতাদিগের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৫।

সুদ্যুম্ন নরপতি শিবের শাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বুধের ঔরসে পুরূরবাকে প্রসব করেন। সুদ্যুম্নের ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া বশিষ্ঠ শঙ্করকে স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকিবেন, এই বর লাভ করেন। দেবীভা-১স্ক-১২। সুদ্যুম্ন দেখ।

বশিষ্ঠের শাপে দ্যৌ নামক বসুর পত্নী গঙ্গাগর্ভে মনুষ্য-যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-২স্ক-৩; মহাভা-আদি-৯৭—৯৯।

বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। বশিষ্ঠ ঋষি দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পদ্ম-উ-৭৭।

ভীষ্ম যখন শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পদ্ম উ-৮১।

কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ, চন্দ্রিকা, সুতারা, সুশীলা, প্রমোদিনী ও সুস্বরা নাম্নী পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-কন্যা কিরূপে মাঘ-স্নান করিয়া লোমশ মুনির শাপ হইতে মুক্ত হন, তাহা ব্যক্ত করেন। পদ্ম-উ-১২৮।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, গৌতম, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণ নারদের জ্ঞান-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-উ-১৯৫।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দিলীপ ও তৎ-পত্নী সুদক্ষিণা পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখে বঞ্চিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন ও নানারূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। বশিষ্ঠ তাঁহাদের মনোদুঃখের কারণ অবগত হইয়া দিলীপকে বলেন যে তাঁহার হোমধেনু নন্দিনীর পরিচর্য্যা করিলে, তিনি পুত্র-মুখ দর্শন করিতে পারিবেন। পদ্ম-উ-২০২। দিলীপ দেখ।

অরুন্ধতির গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি-প্রমুখ শত পুত্র জন্মে। বায়ু-২।

অরুন্ধতীর গর্ভে বশিষ্ঠের শক্তি নামক এক পুত্র জন্মে। শক্তির পুত্র পরাশর। বায়ু-৭১।

বশিষ্ঠ দক্ষের অন্যতমা কন্যা উর্জ্জাকে বিবাহ করেন। বায়ু-৩০।

বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জা হইতে রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-১ম-১০। উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। মার্ক-৫২। উর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের রজঃ, সুহোত্র, বাহু, সবন, অনঘ (অনয় ?),

সুতপা ও শুক্র নামে সাত পুত্র জন্মে। শিব-বায়-পূ-১৫; লি-পূ-৩। উর্জ্জা হইতে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র ব্যতীত পুণ্ডরীকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। শিব-বায়-পূ-১৫; সৌর-২৬; ব্রহ্মাণ্ড-২৯। এই কন্যা বশিষ্ঠের সন্তানগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। ব্রহ্মা-২৯।

বশিষ্ঠ, নল, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিদের আশ্রম হিমালয় পর্ব্বতে ছিল। বায়ু-৪২।

অত্রি ও বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রম্ভ সর্প, মেনকা ও সহজন্যা অপ্সরা, হাহা ও হূহূ গন্ধর্ব্ব, রথস্বন্ ও রথচিত্র গ্রামণী, পৌরুষেয় ও বধ রাক্ষস, মিত্র ও বরুণ আদিত্য, ইঁহারা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে রবিরথে অবস্থান করেন। বায়ু-৫২। পুঞ্জিকস্থলা দেখ।

বরুণদেবের অশ্বিন নামে এক পুত্র ছিল। সেই পুত্রই পরবর্ত্তীকালে বশিষ্ঠ বা আপব নামে খ্যাত হন। বায়ু-৯৪।

বশিষ্ঠ কামরূপ ক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বক সিদ্ধ-মন্ত্র হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় হইয়াছিলেন। শ্রীমহা-৭৩।

পিতার উপদেশে কল্কি বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি হরির আরাধনা করেন। তিনি কৃপ, রাম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দ, মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা দান করেন। কল্কি-তৃ-১৬।

একবার দিলীপ-নন্দন ভগীরথ সন্দিগ্ধ-চিত্তে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, "মদীয় পূর্ব্ব-পিতামহগণ পরম পুণ্যশীল হইয়াও কি জন্য ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আমিই বা কিরূপে তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিব ?" তদুত্তরে বশিষ্ঠ ভগীরথকে বলেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগীরথও তদ্রূপ করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। এতদ্ভিন্ন বশিষ্ঠ গঙ্গা দেবী কি প্রকার, তিনি কোথায় অবস্থান করেন এবং কি প্রকার তপস্যা করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা যাইবে তাহা সবিস্তার ভগীরথকে বলেন। বৃহদ্ধ-ম-১৯।

বলদেবের জন্ম হইলে দ্বৈপায়ন, দেবল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনা ও তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। গর্গ-গো-১০।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। গর্গ-বি-৪৯।

পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাদ্বারে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে অন্যান্য ঋষিগণ সহ বশিষ্ঠও উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৫।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। পদ্ম-স্থ-৭।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বশিষ্ঠের তপোবন দগ্ধ করিলে, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দেন যে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য ভৃগু-নন্দন পরশুরাম তাঁহার বাহু-সহস্র ছেদন ও মর্দ্দন করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। পদ্ম-স্থ-১২।

বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ পুষ্করে তপস্যা করেন। পদ্ম-স্থ-১৯।

পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভানুমতী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তির অনুরোধে তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজাকে, কোন্ ধর্ম্মের ফলে তাঁহার সেই অনুত্তমা লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়াছিল, এবং কোন্ কারণেই বা তাঁহার শরীরে উত্তম বিপুল তেজ জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ সবিশেষ বর্ণন করেন। পদ্ম-স্থ-২১। ধর্ম্মমূর্ত্তি দেখ।

একবার ব্রহ্মা পুষ্করে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে বশিষ্ঠ অন্যতম ঋত্বিক্ ছিলেন। ব্রহ্মা দেখ।

একবার ব্রহ্মার মানস-কন্যা সন্ধ্যাকে দেখিয়া দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু মহাদেবের ধিক্কারে তাঁহারা চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করেন। তখন লজ্জাবশে ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের যে ঘর্ম্মজল ভূতলে পতিত হয় তাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ ব্যতীত অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হন। তাঁহারা সোমপ, আজপ, সুকালিন ও হবির্ভুজ (হবিষ্মন্ত) নামে খ্যাত হন। ইহাদের মধ্যে সুকালিনগণ বশিষ্ঠের পুত্র। কা-২।

মহাদেবের অবতার রাজা চন্দ্রশেখরের বেতাল ও ভৈরব নামে দুই তনয় ছিল। তাঁহারা পিতা-কর্ত্তৃক ধনরত্নাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া মনোদুঃখে তপস্যা করিতে কামরূপ গমন করেন। তথায় বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে বলেন। তাঁহারা তদনুসারে শিবের স্তব করিয়া তাঁহার কৃপায় কৈলাসে গমন করেন। কালিকা-৫২।

প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি-মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন আদিত্য, ভিন্ন দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে আষাঢ় মাসে, বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হুহু, বুধ ও রথচিত্র—ইঁহারা বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-২য়-১০।

সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিদের অন্যতম হন। বিষ্ণু-৩য়-১।

যুগে যুগে বিষ্ণু বেদব্যাস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-১; বায়ু-২৩। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কলি (বাগ্বলি; ব্রহ্মা-২৩) এই চারি জন তাঁহার শিষ্য ছিলেন

নরপতি ইক্ষ্বাকু এক দিবস অষ্টকা-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার তনয় বিকুক্ষিকে শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনিতে দেন। বিকুক্ষি মৃগ-হননান্তে প্রত্যাগমন কালে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সমাহৃত মৃতপশু দিগের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন, এবং ভক্ষণান্তে অবশিষ্ট মাংস আনয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। রাজা ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠকে সেই সমুদয় মাংস প্রোক্ষণ করিতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন, "এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার দুরাত্মা পুত্র মাংস নষ্ট করিয়াছে, কারণ সে ইহার মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে।" গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

নরপতি সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে পর্য্যটন করিবার সময় এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে শাপ দেন যে তিনি স্ত্রী-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সেই শাপে রাজা পুত্র লাভে বঞ্চিত হন; পরে তাঁহার প্রার্থনায় বশিষ্ঠের ঔরসে সৌদাস-পত্নী মদয়ন্তী অশ্মক নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু ৪র্থ-৪। অশ্মক দেখ।

কশ্যপাত্মজ মুর দৈত্য, পৃথিবী-জয় উপলক্ষে পর্য্যটন করিতে করিতে, অযোধ্যাতে গিয়া রঘুরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব, মনে ইহা বুঝিতে পারিয়া, রঘুরাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ মুরকে যমের নিকট যাইয়া যুদ্ধ করিতে বলেন। বাম-৬০।

নরপতি সম্বরণ সূর্য্য-তনয়া তপতীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলে, বশিষ্ঠ সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তপতীকে আনয়ন করিয়া সম্বরণ-হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-আদি-১৭৩।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিক-বংশ উচ্ছেদ করেন নাই; পুত্র-শত বিনাশ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষাকু-

কুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১৭৪। মুচুকুন্দ দেখ।

ব্রহ্মার অন্যতম মানস-পুত্র বশিষ্ঠ তাঁহার প্রাণ হইতে উৎপন্ন হন। ভাগ-৩স্ক-১২।

বশিষ্ঠের উপদেশে বৎসরাজ নৃসিংহ-দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া হৃত-রাজ্য ফিরিয়া পান। বরা-৪২। বৎস দেখ।

কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্মদেব বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭।

বশিষ্ঠ ঋষি শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৭।

বশিষ্ঠ-দেব নরপতি মুচুকুন্দের পুরোহিত ছিলেন। তিনি মুচুকুন্দকর্তৃক নিন্দিত হইয়া তপো-প্রভাবে রাক্ষস-নাশ-কারী বহু সৈন্যের সৃষ্টি করেন। মহাভা-শান্তি-৭৪। মুচুকুন্দ দেখ।

মহাদেব বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের আধিপত্য প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-১২২। ক্ষুপ (৩) দেখ।

সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, আদিত্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিগণ সমভিব্যাহারে ঐ ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্মার বশিষ্ঠ প্রমুখ আত্মতুল্য সপ্ত পুত্র, পুরাণে সপ্তব্রহ্মা-রূপে কথিত হইয়া থাকেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। ব্রহ্মা দেখ।

বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি উত্তর দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮। এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। মহাভা-অনু-১৫০।

বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, অত্রি, নারদ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ বহু মহর্ষিগণ ঋগ্বেদের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯৩।

বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, কমঠ, দ্রোণ, আয়ু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভ-পূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য হন। প্রথমে অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল-গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্যদ্বারা সমুৎপন্ন হয়। মহাভা-শান্তি-২৯৭।

জনক-বংশীয় মহারাজ করালের প্রার্থনায় বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে পণ্ডিত-গণের মোক্ষ লাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরম-ব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর-পদার্থের বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-৩০৩—৩০৯।

পূর্ব্বে সুমেরু পর্ব্বতে মরীচি, অত্রি,

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজাঃ বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করিতেন। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উহাদের অষ্টম। মহাভা-শান্তি-৩৩৬।

বশিষ্ঠ একবিংশ প্রজাপতির অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩৩৫, ৩৪১।

বশিষ্ঠদেব একবার দানবপতি হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক এক যজ্ঞের হোতৃপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু যজ্ঞ সমাপন হইবার পূর্ব্বেই তিনি ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে (অন্য নাম ত্রিশিরাঃ) বশিষ্ঠের পরিবর্ত্তে হোতৃপদে বরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না, এবং তুমিও এক অপূর্ব্ব জন্তুর হস্তে নিহত হইবে।" দানব-রাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপ-নিবন্ধন নৃসিংহ-মূর্ত্তি নারায়ণ-হস্তে বিনষ্ট হন। মহাভা-শান্তি ৩৪৩।

একবার বশিষ্ঠদেব, দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মা নানাবিধ উদাহরণ দ্বারা বলেন, যে পুরুষকার ব্যতীত, দৈব সুসিদ্ধ হইবার নহে। মহাভা-অনু-৬।

একবার ইক্ষ্বাকুলজ নৃপতি সৌদাস স্বীয় কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে, ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্ব্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য-লাভ করিতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে বশিষ্ঠ তাঁহাকে গো-জাতির মহিমা ও গো-সেবার ফল কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-৭৮। বশিষ্ঠদেব পরশুরামকেও, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া-করণ-জনিত পাপ-স্খালনের জন্য গো-দান করিতে বলেন ও গো-দান, সুবর্ণ-দান প্রভৃতির মহিমা তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-৮৪, ৮৬।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন। মহাভা-অনু-৯২।

বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই সাত জন মহর্ষি ও দেবী অরুন্ধতী, ইহাঁরা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটন করেন। ঐ সময়ে একবার অনাহার-নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারা নরমাংস ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করেন। মহাভা-অনু-৯৩। শৈব্য দেখ। এই আখ্যানটি কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে স্কন্দ পুরাণে (নাগর-৩২) পাওয়া যায়। বৃষাদর্ভি দেখ।

বসু (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বসীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই নিমিত্ত বশিষ্ঠদেব এই নাম প্রাপ্ত হন। মহাভা-অনু-৯৩।

পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, কশ্যপ প্রভৃতি বহু মহর্ষিগণ ও শিবি, দিলীপ, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ভগবান শতক্রতুর সহিত প্রভাস-তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। মহাভা-অনু-৯৪। শতক্রতু দেখ।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, মানবগণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-অনু-১২৬।

সংকৃতি-নন্দন রন্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য-প্রদান করিয়া ; নরপতি কক্ষসেন ধন-দান করিয়া ও রাজা মিত্রসহ স্বীয় প্রিয় ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। মহাভা-অনু-১৩৭। মিত্রসহ. রন্তিদেব ও কক্ষসেন দেখ।

বশিষ্ঠদেব দেবগণের প্রার্থনায় খলী নামক দৈত্যকে বিনাশ করেন। মহাভা-অনু-১৫৫। খলী দেখ।

ভগবান বাসুদেব কুম্ভ মধ্যে রেতঃ সৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। মহাভা-অনু-১৫৮।

বশিষ্ঠ, সর্ব্বপাপ-বিনাশন তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের অন্যতম ছিলেন। ঐ সমুদয় ঋষিগণের নাম ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভা-অনু-১৬৫।

মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপ-প্রভাবে অষ্টবসুর অন্যতম গঙ্গাগর্ভে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনু-১৬৮ ; অশ্ব-৩১।

মহাত্মা বশিষ্ঠের শাপে বিশ্বাবসু-নন্দন দুর্দ্দম যক্ষ রাক্ষস যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে রাক্ষস-অবস্থায় গালব ঋষিকে ভক্ষণ করিতে গিয়া তিনি বিষ্ণুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু ৪।

একবার ইন্দ্রাদি সুরগণ দৈত্য-পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শে চক্র-তীর্থে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণবর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩।

বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বশিষ্ঠ প্রবর হইয়া থাকে। স্কন্দ-সেতু-ধর্ম্ম-৯।

বিশ্বানর নামক এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বশিষ্ঠ প্রমুখ বহু ঋষিগণ নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় বিশ্বানরের গৃহে আগমন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

বশিষ্ঠ নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উ-৭৭।

ব্রহ্মার মুখে উজ্জয়িনী-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিগণ তথায়

বাস করিতেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬

বিরোচন-নন্দন বলি ইন্দ্ররাজ্য হরণের জন্য যে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাহাতে বশিষ্ঠদেব সভাসদ্ ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বশিষ্ঠদেব স্কন্দের নিকট অবগত হইয়া, কল্প-ক্ষয়ান্তে নূতন জগৎ সৃষ্টির বিবরণ পরাশর ঋষিকে কীর্ত্তন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-৩।

বশিষ্ঠদেবের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া বলবর্দ্ধন নৃপতির মূক পুত্র অম্বুবীচি বাক্‌শক্তি লাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৪৬।

অগ্নিদেব বশিষ্ঠের নিকট ঈশান কল্পের বিবরণ প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আগ্নেয় পুরাণ নামে প্রখ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, অত্রি প্রমুখ বহু ঋষিগণ প্রভাস ক্ষেত্রে থাকিয়া লিঙ্গারাধনা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রমুখ আটজন ব্রহ্ম-নন্দন পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অভিশপ্ত হইয়া পুনরায় চাক্ষুষ-মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯। স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মা দেখ।

বৈবস্বত মনু পুত্র-কামনায় যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে বশিষ্ঠ হোতা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১।

বশিষ্ঠ-পুত্র বসুমান সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬৪। বসুমান ও বৈবস্বত মনু দেখ।

বশিষ্ঠ নরপতি কার্ত্তবীর্য্যকে প্রয়াগে মাঘ-স্নানের ফল কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-উ-১২৭—১২৯।

ঊর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র এই সাত পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত। বায়ু ২৮। ঊর্জ্জা দেখ।

ঊর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা মিত্র, উল্বণ, বসুভৃস্থান, ও দ্যুমান নামে সাত পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-১।

বশিষ্ঠেশ্বর—কাশীতে বরুণা-নদী-তীরবর্ত্তী বশিষ্ঠেশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিলে প্রাজাপত্য লোকে বাস প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৮। পিতৃগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া যে ব্যক্তি কাশীস্থিত বশিষ্ঠেশ্বর নামক মহাদেবকে দর্শন করে, সে ত্রিজন্মোপার্জ্জিত পাপ-রাশি হইতে মুক্ত ও ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন হইয়া বশিষ্ঠ-লোকে অবস্থান করে। স্কন্দ-কাশী-উ-৬১।

বষট্‌কার—ঋষি বিশেষ। তিনি ও আর কতিপয় ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রাজা ইলকে মহাদেবের শাপ হইতে মুক্ত করেন। রামা-

বষট্‌কারা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈকা মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বসতি—কুরুবংশীয় রাজা অবীক্ষিতের তনয় পরীক্ষিত, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আটজন। মহাভা-আদি-৯৪।

বসন্ত—রতি-পতি কামদেবের মন্ত্রী। শ্রীমহাভা-২২। তিনি ব্রহ্মার দীর্ঘ-নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হন। কা-৪।

বসন্তক—নরপতি শতানীকের ভৃত্য বল্লভের পুত্র। স্কন্দ-আব-রেবা-৫। বধূম ও শতানীক দেখ।

বসন্ততিলক— চৈত্র-দেশান্তর্গত বসন্ত-তিলকা নাম্নী নগরীর অধিপতি। দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-২৬।

বসন্তা—উর্ব্বশীর সহচরী জনৈকা অপ্সরা। স্কন্দ-আব-অব-৪।

বসাতীয়—কৌরব-পক্ষীয় বীর বসাতীয় কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যু-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৪৫।

বসিষ্ঠ, বসীষ্ঠ—কশ্যপ-গোত্রীয় বিপ্র-গণের আর্ষেয় প্রবর তিনটী যথা—কাশ্যপ, নিধ্রুব ও মহাতপা বসিষ্ঠ। মৎ-১৯৯। বসিষ্ঠগণ এক আর্ষেয় প্রবর-বিশিষ্ট। বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী নারদের ভগ্নী ছিলেন। মৎ-২০১। পরাশর-বংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটী; যথা—পরাশর, শক্তি ও বসিষ্ঠ। মৎ-২০১। বসিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, ব্রহ্মা, নারদ, বিশ্বকর্ম্মা, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, কার্ত্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি, এই অষ্টাদশ জন বাস্তু-শাস্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া কথিত হন। মৎ-২৫২। বসিষ্ঠের পুত্র তরুণ (অথবা সুতপা) ভবিষ্য-মন্বন্তরে অন্যতম সপ্তর্ষি হইবেন। হরি-হরি-৭। বসিষ্ঠ-তনয় অষ্টম, সাত জন পরমর্ষির অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। বশিষ্ঠ দেখ।

বসু—(১) ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন। পিতামহগণকে রুদ্র ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেব-ভাব সনাতনী শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন। মনু-৩।২৮৪। (২) নরপতি উত্তানপাদের ঔরসে ও ধর্ম্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম বসু। ব্রহ্মা-৩৪। (৩)বসু নামে চেদি দেশের এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র হইতে তিনি এক দিব্য রথ পাইয়াছিলেন। বৃহদ্রথ সেই রথখানা, বসু হইতে এবং বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ তাহা স্বীয় পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। জরাসন্ধের নিকট হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক, ভীম সেই রথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। হরি-হরি-৩০। (৪) প্রজাপতি দক্ষের পত্নী ও বীরণ প্রজাপতির

কন্যা অসিক্লী হইতে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি দশটীকে ধর্ম্ম বিবাহ করেন। এই বসু হইতে ধর্ম্মের বসুগণ নামে কতিপয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩, ৪ ; ভাগ-৬স্ক-৪, ৫ ; মৎ-৫ ; সৌর-২৮। দক্ষ (৪) ও (৬) দেখ। (৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রেবত হইতে ঋক্ষ এবং ঋক্ষ হইতে বিশ্বগর্ভ জন্মেন। বিশ্ব-গর্ভের অন্যতম তনয় বসু। বসুর তনয় বসুদেব এবং তনয়া কুন্তী ও শ্রুতশ্রবা। হরি-হরি-৯৪। (৬) স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতমের নাম বসু। মৎ-৯ ; হরি-হরি। দ্যুতিমান দেখ। সাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতমের নামও বসু ছিল। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি মনু দেখ। (৭) প্রথম মেরুসাবর্ণির সময়ে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, ভার্গব জ্যোতি-ষ্মান্, আঙ্গিরস দ্যুতিমান্, বশিষ্ঠ-নন্দন সবন, আত্রেয় হব্যবাহন ও পৌলহ সপ্ত —এই সকল মুনিগণ ঐ রোহিত-মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৭। (৮) সিনী-বালী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, ধৃতি, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই নয় দেবী সোমদেবকে যজ্ঞান্তে সেবা করিয়া-ছিলেন। হরি-হরি-২৫ ; বায়ু-৯০ ; অগ্নি-২৭৪। কীর্ত্তি দেখ। (৯) পুরু-বংশীয় নরপতি ঈলিনের পত্নী রথন্তরী হইতে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৪। (১০) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-বন-১১৫। (১১) মহারাজ বসু বাসবের ন্যায় এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। মহাভা-অনু-৬।

(১২) যক্ষপতি মণিভদ্রের অন্যতম পুত্র বসু। বায়ু-৬৯। মণিভদ্র দেখ। দক্ষের কন্যাও ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী বসু হইতে অগ্নি (অনল) জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নির পত্নী, ধারাস্কন্দ, দ্রবিণক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। সাবর্ণি-মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। অবরীবান দেখ। (১৩) উর্ব্বশীর গর্ভজাত নরপতি পুরূরবার অন্যতম তনয়। মৎ-২৪। পুরূরবা ও উর্ব্বশী দেখ।

(১৪) পুলোমা-কন্যার গর্ভে মহর্ষি ভৃগুর বসু প্রভৃতি দ্বাদশ যাজ্ঞিক পুত্র জন্মে। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

(১৫) দক্ষ-কন্যা বিশ্বার গর্ভজাত দশ জন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩। কালকাম দেখ।

(১৬) অরুন্ধতী, বসু প্রভৃতি স্বীয় দশ কন্যাকে দক্ষ ব্রহ্ম-তনয় মনুকে সম্প্রদান করেন। হরি-হরি-২১৮। আবার হরিবংশেই ৩য় অধ্যায়ে আছে যে ঐ বসু প্রভৃতি দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী

ছিলেন। বসুর গর্ভে অষ্টবসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-২৮। দক্ষ দেখ।

(১৭) বসু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি স্বারোচিষ মন্বন্তরে ধর্ম্ম-নির্দ্দেষ্টা ছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৮; অ-১১৮।

(১৮) তৃতীয় (ঔত্তমি) মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বসু, ধিষ্ণ্য, বিভাবসু প্রভৃতি নয় জন, প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮। উত্তম দেখ।

(১৯) তৃতীয় (ঔত্তমি) মন্বন্তরে পঞ্চ দেবগণের মধ্যে সুধামা-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। উত্তম দেখ।

(২০) সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতি আটটী দেব-গণ কথিত হয়। তন্মধ্যে সাধ্য, বসু ও বিশ্বদেবগণ—ইঁহারা ধর্ম্ম-পুত্র আত্রেয়-গণ-রূপে উক্ত। বায়ু-৬৪; বিষ্ণু-৩য়-১; ভাগ-৮স্ক-১৩।

(২১) বসু, ধৃতি, বরিষ্ণুবীর্য্য—ইঁহারা (ভবিষ্য) অর্ক-সাবর্ণি মনুর পুত্র। পদ্ম-সৃ-৭। বরিষ্ণুবীর্য্য ও অবরীবান দেখ।

(২২) নবম (দক্ষ-সাবর্ণি) মন্বন্তরে বসু, দ্যুতিমান প্রভৃতিগণ সপ্তর্ষি ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। দক্ষ সাবর্ণি দেখ।

(২৩) চেদিরাজ উপরিচরের অন্য নাম। উপরিচর-বসু দেখ।

(২৪) ধ্রুবের বংশে, বৎসরের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১৩। জয় দেখ।

(২৫) সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা বেদ-সম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করেন। তখন আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্যগণ প্রভৃতিরা ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাভা-শান্তি-১৬৬। ব্রহ্মা দেখ।

(২৬) ধর্ম্ম, কাল, কাম, বসু, বাসুকী, অনন্ত ও কপিল, এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা দিক্‌পাল নামে অভিহিত হন। মহাভা-অনু-১৫০।

(২৭) নরপতি পুরূরবার বংশে কুশের চারি পুত্রের অন্যতম। ভাগ-৯স্ক-১৫। কুশাম্বু দেখ।

(২৮) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী শ্রীদেবার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদেবা দেখ

(২৯) মুর-দৈত্যের অন্যতম তনয়। ভাগ-৯স্ক-৫৯। অন্তরীক্ষ দেখ।

(৩০) পূর্ব্বকালে জম্বুদ্বীপে বসু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সত্যভামা। নরপতি বসু ক্ষীর-দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিতে ক্ষীর-দ্বীপে যান। তৎকালে তাঁহার স্ত্রী ঋতুমতী হইয়া নৃপতি-বসুকে সত্বর ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। নরপতি বসু সত্বর প্রত্যাগমন সহজসাধ্য নহে দেখিয়া এবং পত্নীর ঋতুকাল যাহাতে বৃথা না যায় তজ্জন্য নিজ বীর্য্য পুটিকা মধ্যে রাখিয়া শুক দ্বারা প্রেরণ করেন।

স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭। (ইহার পরবর্ত্তী বিবরণ নৃপতি উপরিচর বসুর-বিবরণের সদৃশ। উপরিচর বসু দেখ।)

(৩১) অপ্রস্তুত (পার্থিব ?) নামক এক দুরাচার রাজার পুত্র বসু। স্কন্দ-প্রভা-অ-৪৮।

(৩২) কেরলে বসু নামে এক বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিত্ত হরণ করিলে, তিনি মনোদুঃখে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দাহ বা ঔর্দ্ধ্বদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় নাই। সেই কর্ম্ম-বিপাকে তাঁহার প্রেতত্ব লাভ হয়। পরে তিনি একদিন এক পথিককে ত্রিবেণীর জলপূর্ণ দুইটি করণ্ড বহন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন এবং সেই জল পান করিয়া পিশাচ-দেহ মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-উ-১২৮-১২৯।

(৩৩) বশিষ্ঠের অন্যতমা পত্নী পৃথু-নন্দিনীর গর্ভে বসু নামে এক পুত্র জন্মে। বসুর তনয় উপমন্যু। বায়ু-৭০। উপমন্যু (২) ও ইন্দ্রপ্রমিতি দেখ।

(৩৪) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী দেবরক্ষিতার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। দেবরক্ষিতা দেখ।

(৩৫) দ্বাপরে বসু উদ্ধব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গোল-৫।

(৩৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী ও কোশল-রাজ নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীর (অন্য-নাম সত্যা) গর্ভজাত অন্যতম তনয়। গর্গ-বিশ্ব-২৮; ভাগ-১০স্ক-৬১। নাগ্নজিতী দেখ।

(৩৭) প্রিয়ব্রতের অন্যতম তনয় হিরণ্যরেতা। তাঁহার সাত পুত্রের অন্যতম বসু। ভাগ-৫স্ক-২০। নাভিগুপ্ত দেখ।

(৩৮) বৈবস্বত মনুর বংশে ভূতজ্যোতির তনয় বসু, বসুর তনয় প্রতীক। ভাগ-৯স্ক-২। বৈবস্বত মনু ও কবি দেখ।

বসুকর্ণ—মহর্ষি বসুকর্ণ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি বিশ্বদেবের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌-১০।৬৫।১।

বসুকৃৎ—মহর্ষি বসুকৃৎ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্‌-১০।২০।১।

বসুক্র—মহর্ষি বসুক্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তিনি কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্‌-১০।২৮।১।

বসুগণ—(অষ্টবসু) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা স্ত্রী বসু হইতে বসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট জন অষ্টবসু নামে খ্যাত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১০৮; হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫। ব্রহ্মার পৌত্র প্রজাপতি হইতে ধর, ধ্রুব, সোম,

অহঃ, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, এই অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-অনু-১৫০। অগ্রজ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, ইঁহারা অষ্টবসু। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। দক্ষের কন্যা বপুর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে বসুগণ জন্মগ্রহণ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৬; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্ম্মের ঔরসে ও অরুন্ধতীর গর্ভে সোমপায়ী অষ্টবসু সমুৎপন্ন হন। মৎ-২০৩। (নামের তালিকা হরি-বংশের ন্যায়)। অষ্টবসুর নামের তালিকা-মধ্যে সৌর-পুরাণে ধর নামের পরিবর্ত্তে নল নাম পাওয়া যায়। সৌ-২৮।

বসুগণ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৫।

হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে বসুগণ দেবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-সৃ-৬৭।

জালন্ধর দৈত্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কালে জালন্ধর-অনুচর শুম্ভ বসুগণ-হস্তে নিহত হন। পদ্ম-উ-৫।

সমুদ্র-মন্থনের পর যে দেবাসুর-যুদ্ধ হয়, তাহাতে বসুগণের সহিত কাল-কেয়দিগের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

মহিষাসুরের বধ সাধনার্থ দেবগণের সমূহ-তেজ-সম্ভূতা যে দেবী উৎপন্না হন, তাঁহার নাম দুর্গা। সেই দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দেবতার তেজে সৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বসুগণের তেজে তাঁহার করা-ঙ্গুলি সৃষ্ট হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

বসুগণ একবার পিতৃ-শাপে পরিক্লিষ্ট হইয়া গর্ভবাস লাভ করেন। অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় বসুগণ নর্ম্মদা-তীর্থে আগমন করিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন। তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর পরম-দেব ভবানী-পতির আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসুগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করত তাঁহাদিগকে উত্তম অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তখন বসুগণ তথায় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া আকাশ-পথে গমন করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৩।

বসুজা— ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণকে জৃম্ভক নামক দৈত্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক স্থাপিত অন্যতমা মাতৃকা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯। জৃম্ভক দেখ।

বসুদ—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় পুরুকুৎসের তনয় বসুদ। তৎপুত্র সম্ভূতি। মৎ-১২। (২) ভৃগুর ঔরসে পুলোমা-কন্যার গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। মৎ-১৯৫। অব্যয় দেখ।

বসুদত্ত—পুরাকালে বসুদত্ত ও রত্নদত্ত নামে বণিক একবৎসরকাল কাশীস্থিত বীরেশ্বর-লিঙ্গের আরাধনা করিয়া তৎ-প্রভাবে বায়ু-তনয়া-তুল্যা কন্যারত্ন লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

বসুদা—(১) দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী

মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) নর্ম্মদা নাম্নী গন্ধর্ব্বীর তিন কন্যার অন্যতমা। মাল্যবান্ রাক্ষসের ভ্রাতা মালীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং মালীর ঔরসে তাঁহার গর্ভে অনল, নীল, হর ও সম্পাতি নামে চারি পুত্র জন্মে। রামা-উ-৫; লঙ্কা-৩৩। অনল দেখ।

বসুদান—(১) নরপতি বসুদান, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-কালে ২৬টী হস্তী ও দ্রুতগামী দুই সহস্র অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৫১। (২) কুরুক্ষেত্র-সমরে নৃপতি বসুদান দ্রোণাচার্য্য-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-২১। (৩) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বসুদান শিব-গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মা-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তম-মনু দেখ। (৪) কাশী-রাজ দেবসেনের সাত পুত্রের অন্যতম। কা-৮৯। দেবসেন দেখ। (৫) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র। বসুদানের পুত্র শতানীক। শতানীক-পুত্র উদয়ন। বিষ্ণু-৪র্থ-১। তিগ্ম ও উদয়ন দেখ। (৬) নরপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্য-রেতা। হিরণ্যরেতার সাত পুত্রের অন্যতম বসুদান। ভাগ-৫স্ক-২০। নাভিগুপ্ত দেখ।

বসুদাম—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি-পদে বৃত হইলে সোমতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ বসুদামকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা। শ্রীমহা-ভাগ-৪৯।

বসুদামা—(১) দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য ৪৭। (২) পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথের তনয় বসুদামা। তাঁহার পুত্র শতানীক। মৎ-৫০। বসুদান (৫) দেখ।

বসুদেব—(১) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বসুর পুত্র বসুদেব। কুন্তী ও শ্রুতশ্রবা নামে তাঁহার দুই কন্যাও ছিল। হরি-হরি-৯৪। বসু (৫) দেখ। (২) যদুবংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূর। শূরের ভোজ-বংশীয়া পত্নী মহিষী হইতে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মে। অনাধৃষ্টি দেখ। পৌরব-বংশীয়া রোহিণী, মদিরা (ইন্দিরা), বৈশাখী, ভদ্রা, সুনামা, সহদেবা, দেবকী, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী, সুতনু ও বড়বা নাম্নী চতুর্দ্দশ কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে রোহিণী হইতে রাম (বলরাম), শারণ প্রভৃতি আট পুত্র এবং চিত্রা (সুভদ্রা) নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪-৩৫। দমন দেখ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহাকে বধ করিবার জন্য কংস নানা কৌশল করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম, মৎস্য পুরাণ মতে (৪৪ অঃ) দেবকী, শ্রুতদেবী মিত্রদেবী, যশোধরা, শ্রীদেবী, সত্যদেবী ও সুতাপী (সুরাপী; অ-২৭৫)। তাঁহারা ভোজ-বংশীয় আহুক-নন্দন দেবকের কন্যা।

নরপতি শূরের তনয় ঈঢ়ুষ। ঈঢ়ুষের ঔরসে ভোজার গর্ভে বসুদেব (আনক-দুন্দুভি), দেবমার্গ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। বসুদেবের রোহিণী, দেবকী, তাম্রা, দেবরক্ষিতা, অপদেবী, বৃক-দেবী, শ্রদ্ধাদেবী, সুতনু ও রথরাজী নামে কতিপয় পত্নী ছিলেন। মৎ-৪৭।

যদুবংশীয় ভজমানের পুত্র রথমুখ্য ও বিদূরথ। বিদূরথের তনয় রাজর্ষিদেব ও শূর। শূরের পুত্র বসুদেব প্রভৃতি। অ-১৭৬।

বসুদেব বিবাহকালে কংসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে দেবকীর গর্ভ-জাত পুত্র সকলকে তিনি কংস-হস্তে সমর্পণ করিবেন। দেবীভা-৪স্ক-২১।

বসুদেব কশ্যপের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীভা-৪স্ক-২২।

ভৃগু-শাপ-বশতঃ বিষ্ণু উগ্রসেন-কন্যা দেবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-৩১; শ্রীমহাভা-৪৯। উগ্রসেনের যে সাত কন্যা বসুদেবের পত্নী ছিলেন, বায়ু-পুরাণ মতে (৯৬ অঃ) তাঁহাদের নাম বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তি-দেবা, মহাদেবা ও দেবকী। হরিবংশ (৩৭-অঃ) দেবকী, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী।

বসুদেবের সাত পত্নীর নাম দেবকী, শ্রুতশ্রবা, যশোদা, শ্রুতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। পদ্ম-সৃ-১৩।

ভজমান-বংশীয় দেবমীঢ়ুষের তনয় শূরের স্ত্রী মারিষার গর্ভে বসুদেব আদি দশ পুত্র জন্মে। বসুদেব জন্মিবা-মাত্র অব্যাহত দৃষ্টিদ্বারা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হই-বেন," এই বলিয়া আনক-দুন্দুভি বাদ্য করেন। এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার নাম আনক-দুন্দুভি হয়। বসুদেবের নয় জন ভ্রাতা ছিল। তাহা-দের নাম দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডুষ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি ও রাজাধিদেবী নামে কতিপয় ভগিনী ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪।

বসুদেবের এক পত্নী সুপ্রভার গর্ভে মাধবী নাম্নী এক অশ্বমুখী বিকৃতাকারা কন্যা জন্মে। স্কন্দ-নাগ-৮৪। মাধবী দেখ।

অন্ধক-বংশীয় শূরের ঔরসে তৎপত্নী ভাসীর গর্ভে, বসুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের জন্মকালে স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইয়াছিল, এবং আনক-

সমূহেরও মহান্ নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য বসুদেব আনক-দুন্দুভি নামে খ্যাত হন। বসুদেব জন্মিবামাত্র শূরের ভবনে সুমহৎ পুষ্প-বর্ষণ হইয়াছিল। সমগ্র মনুষ্যলোকে তাঁহার ন্যায় রূপবান কেহই ছিল না। তাঁহার কীর্ত্তি চন্দ্র-রশ্মির ন্যায় নির্ম্মল রূপে বিস্তার পাইয়াছিল। বায়ু-৯৬।

গর্গ-মুনির পরামর্শেই নৃপতি আহুক (?) নিজ কন্যা দেবকীকে বসুদেব-হস্তে সমর্পণ করেন। বিবাহের পর যখন বসুদেব দেবকী-সহ স্বদেশাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন কংস তাঁহাদের রথ চালনা করিয়া লইতেছিলেন। তখন এক আকাশ-বাণী শুনিয়া কংস তখনই দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হন (কংস দেখ)। পরে বসুদেবের অনুরোধে নিরস্ত হন। বসুদেব কংসকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দেবকীর গর্ভজাত সমুদয় সন্তানকে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কংস তাহাতেই রাজি হয়েন। পাছে বসুদেব ভীত হইয়া পলায়ন করেন, এজন্য কংসাদেশে শস্ত্রপাণি অযুত যোদ্ধা বসুদেব-গৃহ বেষ্টন করিয়া রাখিত। যথাকালে দেবকী এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই বসুদেব, তাহাকে লইয়া কংস-হস্তে সমর্পণ করেন। কংস তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "এই বালক হইতে আমার ভয় নাই। তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। তোমাদের অষ্টম সন্তানকে আমি বিনাশ করিব।" কিন্তু পরে নারদের পরামর্শে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে সুদৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া একে একে সকল সন্তানকেই বধ করেন। গর্গ-গো-৯, ১০ ; বিষ্ণু-৫ম-১।

বসুদেব দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার জন্মমাত্রেই নবজাত শিশুকে গ্রহণ করিয়া যমুনার অপর পারে নন্দালয়ে যশোদার শয্যায় রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর শয্যায় স্থাপন করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩।

একবার বসুদেব ও দেবকী আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে সঙ্কল্প করিয়া পরমদেব ভগবানের পূজা করেন। সেই ব্রতের ফলেই তাঁহারা নারায়ণকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। বরা-৪৬।

পুত্র শ্রীকৃষ্ণমুখে কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যু প্রভৃতি স্নেহভাজন আত্মীয়দিগের মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া বসুদেব অতিশয় শোকাকুল হইয়া নানারূপে বিলাপ করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়া দৌহিত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহাভা-আশ্ব-৬০—৬২।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া

বসুদেব অতিশয় শোকাকুল হয়েন, এবং শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। মহাভা-মৌ-৭।

(৩) পূর্ব্বে আনর্ত্ত-দেশে বসুদেব নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি জীবিতকালে ক্ষমতাতিরিক্ত দান করিয়াও, কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার জন্য, মরণান্তে ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত হইয়া সর্ব্ব-লোকে বিচরণ করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে বলেন, "তুমি আমার নামে তোয়-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর।" তাঁহার পুত্র তাহা করিলে, তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। স্কন্দ-নাগ-১৪১।

(৪) শুঙ্গ-বংশীয় নৃপতি দেবভূতির মন্ত্রী-কণ্ব স্বীয় প্রভুকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। কণ্বের তনয় বসুদেব, তৎপুত্র ভূমিত্র। ভূমিত্রের পুত্র নারায়ণ। ভাগ-১২স্ক-১। দেবভূতি দেখ।

(৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশে চম্প নর-পতির তনয় বসুদেব। তাঁহার তনয় বিজয়। বিজয়াত্মজ ভবক। বৃহদ্ধ-ম-১৮। চম্প দেখ।

বসুধা—পৃথিবীর অপর নাম। তিনি বসু অর্থাৎ সকল জিনিষের সার ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। বেণ-নন্দন পৃথু প্রথম বসুধাকে দোহন করেন। তজ্জন্যই বসুধার অপর নাম হয় পৃথিবী। এই দোহনের পরে ক্রমে ক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতি, পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস ও পিশাচগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-গণ, শৈলগণ এবং বৃক্ষবীরুধগণও ধরিত্রীকে দোহন করেন। পৃথিবী দেবী এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া নিখিল প্রজাগণের ধারণ ও পোষণ করিয়া-ছিলেন, এজন্য উহার নাম হয় বসুন্ধরা। রাজা পৃথু এই বসুধাকে, নিখিল লোকের হিত-কামনায়, চরাচর লোক-সমূহের আশ্রয়-যোনীরূপে নির্দ্দেশ করেন। বেন-(বেণ) তনয় পৃথু যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, তখন পৃথু—দোগ্ধা, চাক্ষুষমনু—বৎস, ভূমিতল—দোহন পাত্র এবং শস্যসমূহ—দুগ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে বৃহস্পতি—দোগ্ধা, সোম—বৎস, গায়ত্রী আদি—পাত্র এবং সনাতন ব্রহ্মতপ—দুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৃতীয় বারে পুরন্দর প্রমুখ সুরগণ সুবর্ণ-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধরিত্রীদেবীর সুধা দোহন করেন। সেই সুধাই তাঁহাদের বৃত্তি-রূপে নিরূপিত হয়। অনন্তর চতুর্থ-বারে নাগগণ যখন ধরিত্রীকে দোহন করেন, সেই দোহন-ক্রিয়ায় বাসুকি—দোগ্ধা, বিষ ক্ষীর ছিল। পরবর্ত্তী পঞ্চম বারে যক্ষগণ বৈশ্রবণকে বৎস কল্পনা করিয়া আম-পাত্রে পৃথিবীকে দোহন

করেন। ইহাতে অন্তর্দ্ধান সমুৎপন্ন হন। এই দোহন-ব্যাপারে যক্ষবর ভূতনাভ দোগ্ধা ছিলেন। পরবর্ত্তী বারে রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুন্ধরাকে পুনরায় দোহন করেন। সেই দোহন-ব্যাপারে কুবেরক—দোগ্ধা, রাক্ষসবর সুমালী—বৎস, এবং রুধির—ক্ষীর হইয়াছিল। তৎপরে পিতৃগণ রৌপ্য-পাত্রে মহীকে দোহন করেন। তৎকালে অর্য্যমা—দোগ্ধা, বৈবস্বত-যম—বৎস এবং স্বধা অমৃত হইয়াছিল। অনন্তর অষ্টম বারে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ-কর্ত্তৃক পদ্ম-পাত্রে দোহন কালে গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসু—দোগ্ধা, চিত্ররথ—বৎস, এবং পবিত্র গন্ধ-নিবহ ক্ষীর হইয়াছিল। তদনন্তর হিমবান্‌কে বৎস কল্পনা করিয়া শৈলগণ ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে সুমেরু—দোগ্ধা এবং বিবিধ ওষধি ও রত্ননিচয় ইহার ক্ষীর হয়। ইহার পর বৃক্ষ ও বীরুধগণও পলাশ-পাত্রে ধরিত্রীকে দোহন করেন। তাহাতে দোগ্ধা—কামধুক্ পুষ্পিত পর্ব্বত, বৎস—পর্ব্বতাক্ষ এবং দুগ্ধ—অচ্ছিন্ন প্ররোহ। বায়ু-৬২।

ভগবতী বসুধা দৈত্য নিকর-ভারে পীড়িতা হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে দেব-সভায় গমন করিয়া বলেন যে তিনি দৈত্য-ভারে পীড়িতা হইয়া অধোগামিনী হইতেছিলেন। অতএব তিনি যাহাতে শান্তি লাভ করেন দেবগণ যেন তাহার ব্যবস্থা করেন। তাহা শুনিয়া দেবগণ সকলের উপকার ও পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বীয় স্বীয় তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। মার্ক-৫; শ্রীমহাভা-৩৬।

পূর্ব্বকালে প্রথমে ব্রহ্মা বায়ুকে বৎস করিয়া বসুধা-তলে বীজ নিচয় দোহন করেন। তারপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগ্নীধ্র ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহন-ব্যাপারে স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু বৎস ছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র স্বারোচিষ মনুকেই বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবীর শস্যসমূহ দোহন করেন। ঔত্তম মন্বন্তরে, দেবভুজ উত্তম-মনুকে বৎস করিয়া ধরিত্রী দোহন করেন। পুনর্ব্বার পঞ্চম তামস-মন্বন্তরে বলবন্ধু পৃথ্বিকে দোহন করেন। এই দোহনে তামসমনু বৎস ছিলেন। তৎ-পরে চারিষ্ণব মন্বন্তরে, চারিষ্ণবকে বৎস করিয়া পুরাণ পৃথ্বিকে দোহন করেন। অনন্তর চাক্ষুষমনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুরাণই মহীকে দোহন করেন। ইহার পরবর্ত্তী বৈবস্বত-মন্বন্তরে পৃথু নরপতি বসুধাকে দোহন করেন। এই সমুদয় দোহন-কার্য্য অতীত-মন্বন্তরে সম্পন্ন হয়। অনাগত সর্ব্ব-মন্বন্তরেই ঐরূপ হয়। বায়ু-৬৩।

প্রাকৃত-প্রলয়ে বসুধা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং জগৎ জলপ্লাবিত হয়।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, সত্যরূপী-চিন্ময় আত্মায় লীন হন এবং সেই সময়ে প্রকৃতিও তাহাতে লীনা হন। সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃত-প্রলয়। দেবী-ভাগ-৯স্ক-৮।

বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জল-নিমগ্না বসুধাকে উদ্ধার করেন। বরাহ দেখ।

পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি-বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন করিতে বলিলেন। তদনুসারে রাম তথায় গমন করিয়া সমুদ্র-দত্ত শূর্পাকার নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং কশ্যপও ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯।

একবার শ্রীকৃষ্ণ বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করেন, গৃহস্থগণ কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। তদুত্তরে বসুন্ধরা বলেন, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশ-মাত্র থাকে না। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই বিধেয়।

বসুনামা—মহর্ষি বসুনামা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সোমের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-৯।৮০।১।

বসুন্ধরা—(১)পৃথিবীর অপর নাম। বসুধা ও পৃথিবী দেখ। (২) সাম্ব নৃপতির পত্নী ও অক্রূরের ভগিনী সুন্দরী হইতে বসুন্ধরা জন্মগ্রহণ করেন। হরি হরি-

বসুপূর্ণ—এক যক্ষরাজ। তিনি কাশীতে বীরেশ্বর লিঙ্গের আরাধনা করিয়া পরম সিদ্ধি-লাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০।

বসুপ্রদ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল-সম্পন্ন পর্ব্বতসকল যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বসুপ্রদ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বসুবাহ—বরাহকল্পে সপ্তম-দ্বাপরে শত-ক্রতু ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহাদেব জৈগিষব্য নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার বসুবাহ, সুবাহন, সুমেধা ও সারস্বত নামে চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২৩।

বসুভূতি—জনৈক গন্ধর্ব্ব-রাজ। তাঁহার কন্যা রত্নাবলী। রত্নাবলী দেখ।

বসুভৃত্থান—বশিষ্ঠের স্ত্রী উর্জ্জার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-৪স্ক-১। বশিষ্ঠ দেখ।

বসুমতী—(১) মহাত্মা বিক্রান্তের অন্য-

তমা কন্যা। বায়ু-৬৯। কুমার ও বিক্রান্ত দেখ। (২) পৃথিবীর অপর নাম। বসুধা দেখ। সুবর্ণ অগ্নির তেজে উৎপন্ন। এইজন্য অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ। দেবী পৃথিবী ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বসুমতী হয়। মহাভা-অনু-৮৫। (৩) কিরাত দেশের অধিপতি বিমর্দ্দনের পত্নী কুমুদ্বতী। তিনি জন্মান্তরে বসুমতী নাম্নী বিদর্ভরাজ-কন্যা-রূপে জন্মলাভ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উ-৪। কুমুদ্বতী দেখ।

বসুমনা—(১) মহর্ষি বসুমনা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।১৭৯।১। (২) বসুমনা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-বন-৯৪। (৩) বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় বসুমনা দেবর্ষি নারদকে পুষ্পক-রথ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও প্রদান করেন নাই। সেইজন্য তিনি স্বর্গ ভ্রষ্ট হন। মহাভা বন ১৯৬। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অযোধ্যাপতি হর্য্যশ্ব মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় যযাতির কন্যা মাধবীতে বসুমনা নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাভা-উদ্-১১৫। মাধবী দেখ। (৫) একবার যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেব-তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম, মহারাজ বসুমনা এতদ্বিষয়ে বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং সুরগুরু তাহার যে প্রত্যুত্তর দেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি বসুমনার উত্তরে নৃপতির কর্ত্তব্য ও তদানুসঙ্গিক লোক-সমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৬৮। (৬) একবার কোশল-রাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে বলেন, "ভগবন্, যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে সেইরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন।" তখন বামদেব বসুমনাকে বলিলেন, "মহারাজ ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম-পরায়ণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন।" এই বলিয়া তাঁহাকে রাজ-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৯২—৯৪।

বসুমান—(১) উষদশ্ব-তনয় নরপতি বসুমান, অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে তাঁহার নিমিত্ত যে লোক কল্পিত ছিল, তৎসমুদয় যযাতিকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মৎ-৪২—৪৩। যযাতি দেখ। (২) বৈবস্বত মনুর নয় জন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মা-৭১; বিষ্ণু-৩য়-১; ভাগ-৮স্ক-১৩; বায়ু-৬৪। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন।

গর্গ-বিশ্ব-২৬ ; ভাগ-১০স্ক-৬১। জাম্ববতী দেখ। (৪) নরপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রুতায়ুর তনয় বসুমান। ভাগ-৯স্ক-১৫। (৫) সিংহল-রাজা বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত জনৈক নরপতি। কল্কি-১ম-৫। পদ্মা দেখ। (৬) নৃপতি উষদশ্বের তনয় বসুমান। তিনি রাজা যযাতির দৌহিত্র ছিলেন। স্বর্গ হইতে যযাতির পতন কালে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যযাতি তাঁহাদিগকে নানা হিতগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। মহাভা-আদি-৯৩। (৭) জনক-বংশীয় বসুমান নরপতি একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া, গৌতম-বংশীয় কোনও মহর্ষির সাক্ষাৎ-লাভ করেন এবং তাঁহারই উপদেশে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করেন। মহাভা-শান্তি-৩১০।

বসুমিত্র—(১) মৌর্য্য-বংশীয় নরপতিগণ ১৩৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বংশে বসুজ্যেষ্ঠ সপ্ত বর্ষ রাজত্ব করিবার পর বসুমিত্র রাজা হন। তিনি দশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপর অন্তক রাজা হন। মৎ-২৭২। অন্তক দেখ। (২) পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথ-বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজে ষষ্ঠি বৎসর রাজত্ব করেন। পুষ্পমিত্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আট বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বসুমিত্র রাজা হন। তদনন্তর বসুমিত্র তনয় অন্ধ্রক দুই বৎসর রাজ্য করেন। বায়ু-৯৯। অন্ধ্রক দেখ। (৩) পুষ্প-মিত্রের পর তাঁহার তনয় অগ্নিমিত্র রাজা হন। তাহার পর যথাক্রমে সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, আর্দ্রক ও পুলিন্দক রাজা হন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪ ; ভাগ-১২স্ক-১। পুলিন্দক ও অগ্নিমিত্র দেখ। (৪) একজন বিখ্যাত ভূপতি। মহাভা-আদি-৬৭।

বসুমোদ—স্বায়ম্ভুব-মনুর পৌত্র ও প্রিয়-ব্রতের অন্যতম পুত্র হব্য। হব্যের সাত পুত্রের অন্যতম বসুমোদ। বায়ু-৩৩ ; লি-৪৬। কুমার দেখ।

বসুয়ু—অত্রির অপত্য বসুয়ু নামক ঋষি-গণ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫।২১।১।

বসুরাজ—(১) পাঞ্চাল-নরপতি নরবর্ম্মার শ্বশুর। সৌর-১৮। সুদেবী দেখ। (২) অচ্ছোদা নামক অপ্সরার পিতা। অচ্ছোদা দেখ।

বসুরাত—নরপতি ভনন্দনের পিতৃব্য-পুত্র। ভনন্দনের সহিত রাজ্যভাগ লইয়া তাঁহার যুদ্ধ হয়। মার্ক-১১৪। ভনন্দন দেখ।

বসুরুচ—দিব্য লোকবাসী লোক সমূহ। তাঁহারা সোমের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৯।১১০।৬।

বসুরুচি—কশ্যপের ঔরসে ও খসার গর্ভে

যক্ষ নামে এক পুত্র জন্মে। (যক্ষ দেখ)। ঐ যক্ষ বসুরুচি নামক এক গন্ধর্ব্বের রূপ ধরিয়া ক্রতুস্থলী নাম্নী অপ্সরাতে সঙ্গত হয়। সেই মিলনের ফলে সদ্য-সদ্যই একটি পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের নাম নাভি। বায়ু-৬৯।

বসুরূপ—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বসুশ্রী— দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বসুশ্রুত—(১) অত্রি-বংশীয় ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্-৫।৩।১। (২) উজ্জয়িনীর সত্যধ্বজ রাজার পুত্র বসুশ্রুত। তিনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর যমদূত ও শিবানুচরেরা তাঁহাকে যথাক্রমে যমপুরে ও শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শিবানুচরেরা যম কিঙ্করদিগকে পরাভূত করিয়া বসুশ্রুতকে শিবলোকে লইয়া গেলেন। সৌর-৬৪।

বসুষ্টমা—অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের পত্নী বসুষ্টমা (বপুষ্টমা) হইতে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বসুসেন—(১)অঙ্গদেশের অধিপতি কর্ণের অন্য নাম। মহাভা-আদি-৬৭, ১১১। (২) পূর্ব্বে আনর্ত্ত দেশে বসুসেন নামে একজন ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি ক্ষমতার অতিরিক্ত দান করিয়াও কেবল অন্ন ও পানীয় দান না করার জন্য মরণান্তে ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্রের পরামর্শে তিনি স্বপ্নে তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "তুমি আমার নামে তোয়-সংযুক্ত অন্ন প্রদান কর।" তাঁহার পুত্র তাহা করিলে তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। স্কন্দ-নাগ-১৪১।

বসুহোম — বঙ্গদেশের প্রাচীনকালের একজন রাজা। তাঁহার নিকট মান্ধাতা অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-১২২।

বস্তাবনি—হৃদিক-পুত্র কনকের তন্তিজ ও তন্তিপাল নামক দুই পুত্রকে বসুদেব অপুত্রক বস্তাবনির করে সম্প্রদান করেন। বায়ু-৯৬। হৃদিক দেখ।

বস্ত—(১) জ্যামঘ-বংশীয় লোমপাদের পুত্র। তাঁহার তনয় আহুতি। বায়ু-৯৫। শৈব্যা দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসুর গর্ভজাত অষ্টবসুর অন্যতম। তাঁহার স্ত্রীর নাম অঙ্গিরসী ও পুত্র শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা। ভাগ-৬স্ক-৬। দ্রোণ ও বসুগণ দেখ।

বম্বনস্তু—জনক-বংশীয় উপগুপ্তের পুত্র। তাঁহার পুত্র যজুর্ব্বাণ। তৎপুত্র সুভাষণ। ভাগ-৯স্ক-১৩।

বম্বাপদ—ষষ্টি সংখ্যক রুদ্রের অন্যতম। ঐ সকল রুদ্রের নামে উহাদিগের আস্পদ-স্বরূপ ভুবন সকল কথিত হয়। অগ্নি-৮৫।

বম্র—মহর্ষি বম্র একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০।৯৯।১।

বহীনর—নৃপতি অধিসোমকৃষ্ণের বংশে, শতানীকের পৌত্র ও উদয়নের পুত্র। বহীনরের তনয় দণ্ডপাণি। মৎ-৫১। উদয়ন দেখ।

বহুকোষ—পাটলিপুত্র-নিবাসী পশুমান নামক বণিকের মধ্যমা পত্নীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

বহুগব—(১) চন্দ্র-বংশীয় চারুপদের পুত্র-সুদ্যু, সুদ্যুর তনয় বহুগব, তাঁহার তনয় সংযাতি। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯ ; ভাগ-৯স্ক-২০। (২) পুরু-বংশীয় মনস্যুর পুত্র অভয়দ। অভয়দের তনয় বহুগব, বহুগবের তনয় সম্পাতি। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮।

বহুগবী—পুরু-বংশীয় মনস্যুর পুত্র জয়দ, তৎপুত্র ধুন্ধু এবং ধুন্ধুর তনয় বহুগবী। বহুগবীর তনয় সঞ্জাতী। বায়ু-৯৯।

বহুদংষ্ট্র—জনৈক দানব। সমুদ্র-মন্থনকালে বাসুকীর মুখ-সমীপে প্রথম ভাগে থাকিয়া মন্থন-কার্য্যে সাহায্য করেন। মৎ-২৪৯।

বহুদামা—দেবাসুর-যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বহুনেত্র—দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ-কালে তিনি দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬।

বহুপন্নগ—ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, বহুপন্নগ, হবি, সাবিত্র, মিত্র, অমৃত, শর-বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ।

বহুপাদ—মহিষাসুরের অন্যতম অনুচর দৈত্য। দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধকালে বহুপাদ দেবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৬। বহুনেত্র দেখ।

বহুপুত্র—প্রজাপতি বহুপুত্র, দক্ষের ষষ্টি সংখ্যক কন্যার মধ্যে দুইটিকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যা হইতে বহুপুত্রের বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ ও ইন্দ্রধনু নামে চারি পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩; বায়ু-৬৬। (২) দক্ষ তাঁহার ষষ্টি-সংখ্যক কন্যার মধ্যে বহুপুত্র নামক মুনিকে দুইটি সম্প্রদান করেন। সৌর-২৮।

বহুপুত্রিকা—দেবাসুর-সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বহুপুত্রিকা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বহুপুত্রী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করি-

যার জন্য মহাদেবকর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বহুবাহু—যদুবংশীয় নরপতি বৃষ্ণির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে চিত্রক হইতে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষী, অরিষ্টনেমী, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু নামে দ্বাদশ পুত্র এবং শ্রবিষ্ট ও শ্রবণা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। অরিষ্টনেমী ও অশ্বগ্রীব দেখ।

বহুবিধ—(১) নরপতি প্রাচীত্বতের বংশে পীতায়ুধের তনয় ধুন্দু, তৎপুত্র বহুবিধ, বহুবিধের তনয় সম্পাতি। মৎ-৪৯। ধুন্দু ও প্রাচীত্বত দেখ। (২) প্রাচীন্বন্তের তনয় মনস্যু, মনস্যুর তনয় বীতময়। বীতময়ের পুত্র শুন্ধু, শুন্ধুর আত্মজ বহুবিধ, তৎপুত্র সংযাতি। অগ্নি-২৭৮। প্রাচীন্বন্ত দেখ।

হুবীতি—অঙ্গিরা-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—যথা মহাতেজা অঙ্গিরা, দেবা-ার্য্য বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও ভগবান ত্য ঋষি। এই সকল ঋষি-বংশ ারস্পর-বিবাহ-যোগ্য নহে। মৎ-১৯৬।

ভুজা—ভদ্রকালীর অন্য নাম। ব্রহ্মা-৯।

ভূমি—যদুবংশীয় পৃশ্নির দুই পুত্র ফল্ক ও চিত্রক। চিত্রকের পৃথু, পৃথু প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ও অভূমী, হুভূমী, শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে চারি কন্যা জন্মে। বায়ু-৯৬। চিত্রক ও অরিষ্টনেমী দেখ। পদ্ম-পুরাণ (সৃ-১৩) মতে অভূমী ও বহুভূমী অক্রূরের অন্যতম পুত্র। অক্রূর ও বহুবাহু দেখ।

বহুমূলক—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, বহুমূলক, শঙ্খ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৩৫।

বহুরথ—(১) পুরুবংশীয় নৃপতি নৃপঞ্জয়ের তনয় বহুরথ। হরি-হরি-২০। (২) পুরুবংশীয় সুবীরের তনয় নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। উগ্রায়ুধ দেখ। (৩) সুবীরের তনয় রিপুঞ্জয়। তৎপুত্র বহুরথ। ভাগ-৯স্ক-২১।

বহুরূপ—(১) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা সুরভীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। হরি-হরি-৩। কশ্যপ, একাদশ রুদ্র ও অহির্ব্রধ্ন দেখ। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অ-১৮; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৮৭; পদ্ম-সৃ-৬। (২) ত্র্যম্বক বহুরূপ অপরাজিত প্রভৃতিরা অষ্টবসু বলিয়া কথিত হন। মহাভা-শান্তি-২০৮। অপরাজিত ও বসুগণ দেখ। (৩) মহাদেবের অন্যতম নাম। উনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া এই নাম লাভ করিয়াছেন। মহাভা-অনু-১৬১। (৪) প্রিয়ব্রতাত্মজ মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বহুরূপ, চিত্ররেফ প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল। মেধাতিথি

শাকদ্বীপকে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। ভাগ ৫স্ক-২০। মেধাতিথি ও চিত্ররেফ দেখ।

বহুল—(১)তালজঙ্ঘ-বংশীয় বহুল অতিশয় মন্দকর্ম্মা ছিলেন। তাঁহার মন্দ কর্ম্ম দ্বারা সেই বংশ উৎসন্ন গিয়াছিল। মহাভা-উদ্‌-৭৩। (২) কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মৎ-৬। কদ্রু দেখ। (৩) জনৈক প্রজাপতি। বায়ু-৬৫।

বহুলা—(১) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের মধ্যে বহুলা অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) মানস-পর্ব্বতবাসিনী দেবী বিশেষ। মুনিবর মেধাতিথি ব্রহ্মার পরামর্শে তাঁহার কন্যা অরুন্ধতীকে সৎ-শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন। কালি-২৩। অরুন্ধতী দেখ। (৩) মদ্র-দেশান্তর্গত শাকল নামক নগরের অধিবাসী সোমশর্ম্মা নামক বণিকের মাতা। বাম-৭৯।

বহুলাশ্ব—(১) জনক-বংশীয় ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। তাঁহার তনয় কৃতি। এই কৃতি রাজা পর্য্যন্তই মহাত্মা জনকদিগের বংশ প্রতিষ্ঠিত। বায়ু-৮৯; ভাগ-৯স্ক-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৫। ধৃতি ও কৃতি দেখ। (২) সূর্য্য-বংশীয় নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; ভাগ-৯স্ক-৬। নিকুম্ভ ও কৃশাশ্ব দেখ। (৩) মিথিলাপতি বহুলাশ্বের অনুরোধে নারদ ঋষি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। গর্গ-গো-১।

বহুহয়— চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দেবতাদিগের আপ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ এই পাঁচটি গণ ছিল। তন্মধ্যে বহুহয় আপ্যগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২। অতিথি ও চাক্ষুষ-মনু দেখ।

বহ্নি—(১) জনৈক বানর দলপতি। তিনি সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর সৈন্যসহ সীতার অন্বেষণার্থ গমন করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামা-কিস্কি-৩৯। (২) অগ্নির অপর নাম। শিব তপস্যানুরক্ত হইলে ইন্দ্রাদি-দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া অসুর-নিসূদন এক সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে হুতাশনের ঔরসে আকাশ-গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতির উদ্ভব হইবে। ব্রহ্মার কথায় আশ্বস্ত হইয়া দেবগণ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অগ্নিকে বলেন, "হে অগ্নে, তুমি শৈল-নন্দিনী গঙ্গাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।" বহ্নি দেবতাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবকার্য্যের জন্য গর্ভধারণ করিতে বলিলেন। জাহ্নবী অগ্নিবাক্যে দিব্যাঙ্গনার রূপ ধারণ করিলেন। তখন

অগ্নি শিবতেজ গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। সেই তেজ-প্রভাবে জাহ্নবীর সকল স্রোত পূর্ণ হইয়া গেল। তখন গঙ্গা অগ্নিকে বলিলেন, "আমি তোমার তেজ ও শিবতেজ এই উভয় সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তখন বহ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি হিমালয়ের পার্শ্ব-দেশে এই গর্ভ সন্নিবেশ কর।" গঙ্গা বহ্নি-বাক্যে সেই দীপ্তিমান তেজ পরিত্যাগ করিলেন। উহা স্রোত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, তাহাহইতে তপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ তেজ-প্রভাবে নিকটস্থ ও দূরস্থ পার্থিব পদার্থ সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যরূপে পরিগণিত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় অভ্র ও লৌহের উৎপত্তি হইল। এইরূপে গর্ভমল হইতে সীসকের উৎপত্তি। গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার তেজে পার্ব্বত্য-প্রদেশ সুবর্ণময় হইল। জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সুবর্ণের এক নাম জাতরূপ। রামা-আদি-৩৭। অগ্নি ও কার্ত্তিকেয় দেখ। এই উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬১ অঃ) আছে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্যা করিতে করিতে "ভূর্ভুবস্ব" এই শ্রুতি উচ্চারণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার মন হইতে বহ্নি (অগ্নি) উৎপন্ন হয়। সেই বহ্নি যখন পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া অধোমুখে পতিত হন, তখন ব্রহ্মা ঐ অগ্নিকে হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমির উর্দ্ধভাগে ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা বেদিতে স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে অগ্নি অধোজ্বাল ও উর্দ্ধজ্বাল হইয়া পতিত হইতে হইতে যখন ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক ধৃত ও উত্তান ভাবে ভূমির উপর রক্ষিত হন। তখন ঐ স্ফুলিঙ্গবান উৎকট অগ্নি উর্দ্ধভাবে প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ানক চট-চটা শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে বলিল,—"হে দেব! কিজন্য আপনি আমাকে ভূমি-ভক্ষণ হইতে নিবারণ করিলেন; আমি বুভুক্ষিত হইয়াছি, আপনি আমার আহার প্রদান করুন।" ব্রহ্মা অগ্নি-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত নিজ রোম সকল প্রদান করিলেন। ক্ষুধাক্লিষ্ট অগ্নি তাঁহার প্রদত্ত সকল রোমই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—ইহাতে আমার তৃপ্তি ও শরীর স্নিগ্ধ হইল না। অগ্নির এই কথা শুনিয়া তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে আপনার গাত্রত্বক্ উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। অগ্নিও তাহা ভক্ষণ করি-লেন। বহ্নি পুনরায় বলিল,—"আমার তৃপ্তি হইল না।" প্রজাপতি তাহা শুনিয়া আবার স্বীয় গাত্রত্বক উন্মোচন করতঃ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অগ্নি পুনরায় বলিল,—"ইহাতেও আমার তৃপ্তি হইল না।" তখন ব্রহ্মা স্বীয় অস্থি

প্রদান করিলেন। বুভুক্ষিত বহ্নি তাহাও ভোজন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা হুতাশনের নিমিত্ত স্বীয় দেহ বিধ্বস্ত করিলে, বহ্নি তখন তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! ইহাতেও আমার তৃপ্তি এবং দেহ-নির্ব্বৃতি হইল না।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা কোপে অগ্নিকে দ্বিধাকৃত করিলেন। দ্বিধাকৃত হইয়াও বহ্নি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রজাপতিকে আহারার্থ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তখন ঐ দ্বিধা-বিভক্ত বহ্নিকে পুনরায় দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন তিন ভাগ অগ্নি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর একভাগ অগ্নির ক্রন্দন সম্বরণ না হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তাড়িত হইল। অগ্নি রোরুদ্যমান্ হইলে ব্রহ্মা পুনরায় কৃপান্বিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—"তুমি কামাভিভূত ব্যক্তিদিগের দেহ-ধাতু ভক্ষণ করিবে।" বিধাতা অগ্নির ঐরূপ বৃত্তি বিধান করিলেন। অকারাগ্নিকে তদবস্থা দেখিয়া মানস হুঙ্কারাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল,—"এ কি প্রকার?" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমিও দেবমধ্যে বহিঃপ্রদেশে এবং মুনিদিগের আশ্রমে যথেষ্ট বৃত্তি অবলম্বন কর।" বহ্নি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি মনোনীত করিয়া লইলেন। তিনি পুনঃপুন বলিলেন,—"আমি চলিলাম। দ্বিতীয় অগ্নি হুঙ্কার হইতে জাত। যে স্থানে হুঙ্কারাগ্নি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই স্থানেই অভিমান ও অপমান অগ্নি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উহারাও আমার আদেশে বুভুক্ষাশান্তির নিমিত্ত হুঙ্কারাগ্নিরই বৃত্তি লাভ করিবে।" ইকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে অগ্নে! তুমি ভুক্ত অন্ন পাক করিবে। ইহাই তোমার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।" উকারাগ্নিকে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"পৃথিবীতে যে গুরুতর চিন্তা আছে, তুমি তাহাকেই অবলম্বন কর। আরও কতিপয় স্থান ও আহার্য্য আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি; যথা—শিলানিচয়, গিরি, দুর্গ, বড়বা-মুখ এবং লোক-চক্ষু, এই সকল স্থানে তুমি বাস করিবে। আর তুমি দ্বিজাতিগণের বাণী সংস্কৃত করিয়া প্রকাশ কর। ঐ দৈবী পুণ্যা সংস্কৃতা বাণী—পাপ এবং অসংস্কৃতা বাণী আয়ু বিনষ্ট করে। অতএব দ্বিজাতির বাণীই পুণ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। দ্বিজাতিগণের বাণী মাতৃ-স্বরূপা এবং তাহা তাঁহাদিগের মুখে প্রতিষ্ঠিত। অনৃতাক্ষর বিন্যাশ-হেতু ঐ বাণী অসংস্কৃতা ও অমঙ্গলা হয় এবং উহা বক্তাকে বিনাশ করে।" অগ্নি সাক্ষাৎ সংস্কারকারী দ্বিজ-স্বরূপ। প্রজাপতি পুনরায় অচক্ষু বাগ্‌দেববাণী অকারাগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সেও চক্ষুরুন্মীলন করিয়া

ব্রহ্মাকে বলিল,—"আমি আপনার বাক্যে সুখী হইলাম। আপনি আমাকে সর্ব্বতেজোময় স্থান প্রদান করুন।" ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—"যেহেতু তুমি তেজোময় স্থান প্রার্থনা করিতেছ; অতএব তেজোময় সূর্য্যমণ্ডল তোমার স্থান হইবে। তেজ পদার্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চক্ষু দুর্ব্বল হয়, এজন্য জনগণ তোমার তেজোযুক্ত তেজঃ-পদার্থ অনিমিষনেত্রে কদাচিৎ নিরীক্ষণ করিবে।" পিতামহ ইকাররূপ সংভিন্ন অগ্নিকে আহ্বান করিলে ইকারাগ্নি সৌম্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে মহাসত্ত্ব! যে হেতু তুমি শীঘ্র শীঘ্র সৌম্যদৃষ্টিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বভূতমনোহর শীতাত্মা শীতরশ্মি হইবে এবং সর্ব্বতেজোধিক, সৌম্য পরমভাস্বর ও তরুস্থ হইয়া তুমি সর্ব্ব তেজ অভিভূত করিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন—এবং উকারাগ্নিকে আহ্বান করিলেন। "ইহ এহি" এই কথা বলিয়া উকারাগ্নিকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রবেশ করাইলেন। ঐ উকা-রাগ্নিতে ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র; উহা উর্দ্ধে বিরাজিত হইল। ঐ রূপবান উকারাগ্নি উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, সূর্য্য ও অগ্নি একরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর অগ্নি ভবাগ্নিরূপে ব্রহ্মাকে বলিল,—"আপনি আমারও এক মনোহর স্থান নির্দ্দেশ করুন।" তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"হে অনল! তোমার কোন্ স্থান অভিমত হয় বল।" ভবাগ্নি তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—"আমায় একটী শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করুন।" ব্রহ্মা বলি-লেন,—"হে ভবাগ্নে! উত্তম স্থান আর নাই। তবে এইরূপ হইতে পারে,—যদি তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয়, যদি থাকিতে চাও তবে বলিতেছি যে, লোক-সংস্থিতিহেতু তুমি এই লোকে নিত্য বিচরণ কর। তুমি নিজ সত্ত্ব ও পরাক্রমে লোকসম্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে অবস্থিতি হও। তুমি মহা-জ্বালা দ্বারা স্বীয় শোভার বিকাশ কর। এইরূপ করিলে তুমি সর্ব্ব জন্তুগণের অনুত্তম ভাস্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে। মায়া-মুগ্ধ হইয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতে অসম্মতও হইতেও পার।" ভগবান ব্রহ্মা এরূপ বলিলে ঐ ভবাগ্নি সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইল। সে বিবিধ বর্ণের অনন্ত জ্বালা-মালা বিস্তার করিল। ব্রহ্মা তাঁহার মধ্যে অকার, ইকার ও উকার প্রভৃতি অগ্নি নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ ভবাগ্নি শমতা প্রাপ্ত না হইয়া ভূয়োভূয়ঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তির্য্যক্, অধঃ, উর্দ্ধ সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত হইল। তখন প্রজা-পতি জ্বালমালা দ্বারা আপনাকে উর্দ্ধ-

ক্ষিপ্ত দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক ঐ প্রজ্বলিত তেজোনিধিকে স্বরূপতঃ জানিবার নিমিত্ত ঋক্, যজু ও সামবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে ব্রহ্মা দেখিলেন বহ্নি রক্তবর্ণ ; তাঁহার চতুর্দ্দিকে বাহু ও চরণ তিনি বিশ্বতোহগ্নি-শিরোমুখ এবং ব্যক্তাব্যক্ত-প্রণেতা। তখন ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে অগ্নি বলিলেন, "আমিই লোকস্থিতির কর্ত্তা ; আপনি আমার সহায়কারী। আপনি সৃষ্টি করুন। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়া রাখিয়াছি তদ্রূপই হইবে।" স্কন্দ-আব-অব-৪। ব্রহ্মা ও অগ্নি দেখ। (৩) বহ্নি দক্ষ-কন্যা স্বাহাকে বিবাহ করেন। দক্ষ দেখ। (৪) অপ্সরাদের কয়েকটি গণ আছে তাঁহাদের নাম—শোভয়ন্ত, আহুত, বেগবন্ত, অগ্নিসম্ভব, আয়ুষ্মতী, কুরু, শুভা, বহ্নি, অমৃতা, সুদা, ভবা, রুক্ ও ভৈরবা। তাহাদিগের মধ্যে বহ্নিগণান্তর্গত অপ্সরা সকল ঋক্ ও সাম হইতে উৎপন্না। বায়ু-৬৯। (৫) যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু। তৎপুত্র বহ্নি, বহ্নির তনয় গোভানু। বায়ু-৯৯ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৬। বহ্নির পুত্র ভর্গ। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৬) দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র, ইহারা জীবদেহের দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কল্কি-২য়-৫। (৭) দ্বাপরে মহাযশা দ্রোণ বহ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-গো-৫। (৮) বহ্নি সর্ব্বদেবের মুখ ; সর্ব্বজন্তুর উদরে তাঁহার অবস্থান; বেদ সকল তাঁহারই জন্য সমুৎপন্ন। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৯) কল্পের আদিতে ব্রহ্মা এক আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে এক নীল-লোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হয়। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং সোম, এই আটটী ক্রমান্বয়ে নীল-লোহিতের তনু। পদ্ম-সৃ-৬। (১০) বৃষ্ণি বংশীয় কুকুরের তনয় বহ্নি। তৎপুত্র বিলোমা। ভাগ-৯স্ক-২৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

বহ্বন্ন—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মিত্রাবিন্দার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অনিল দেখ।

বহ্বাশী—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বহ্বাশী। তিনি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯ ; আদি-৬৭।

বহ্বৃচ—পুরাকালে বহ্বৃচ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দিব্যদেহ ছিল ও তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম অহিংসা।

অহিংসার গর্ভে ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্র হয়। তাহাদের নাম—হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ। বাম-৬।

বর্হিষদ—অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও সৌম্য, ইহাঁরা ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মনু-৩।১৯৯। পিতৃগণ দেখ।

বাক্—(১) আর্য্য ঋষিদিগের অন্যতম দেবতা বাক্। এই বাক্ চারি প্রকার মেধাবী ঋত্বিকেরা তাহা জানেন। তিনটী বাক্ গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন। ঋক্-১।১৬৪। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতী হইতে বাক্, চক্ষু, অগ্নি প্রভৃতি মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। মরুৎগণ ও চক্ষু দেখ। (৩) বাক্ নামে ব্রহ্মার একটি মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করেন। কিন্তু ঐ কন্যার তাহাতে অভিলাষ হয় নাই। এই অসঙ্গত ব্যবহারের জন্য মরীচি প্রমুখ পুত্রগণ ব্রহ্মাকে অপবাদ দেন। তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া পুত্রদের সমক্ষেই আপনার তৎকালিক তনু-ত্যাগ করিলেন। ভাগ-৩স্ক-১২। ব্রহ্মা দেখ। (৪) পূর্ব্বে ব্রহ্মা একবার বাক্ নাম্নী স্বীয় কন্যার প্রতি আসক্ত হন। বাক্ প্রজাপতির অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মৃগীরূপ ধারণ করে। ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে অভিলাষী হন। দেবগণ এই অবৈধ কার্য্যের জন্য বড়ই নিন্দা করেন এবং হর ব্যাধরূপ ধারণ করিয়া পিনাক গ্রহণ করিলেন এবং ধনু আকর্ষণ করতঃ ব্রহ্মাকে শরবিদ্ধ করিলেন। ত্রিপুরারির বাণে বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা ভূপতিত হইলেন এবং তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উত্থিত হইল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪০। ব্রহ্মা দেখ।

বাক্পতি— উত্তম-মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা, বংশকারী, প্রতর্দ্দন, শিব ও সত্য এই পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে দিক্পতি, বাক্পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিপ, মুহুসর্ব্বশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতা সত্যগণের অন্তর্ভূত ছিলেন। ব্রহ্মা ৬৮; বায়ু-৬২। অধিপ দেখ।

বাকা—পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবার পুষ্পোৎ-কটা, বাকা, কৈকসী এবং দেববর্ণিনী এই চারি পত্নী ছিলেন। সৌর-৩০। বাকা মাল্যবানের কন্যা ছিলেন। বায়ু-৭০। বিশ্রবা দেখ।

বাকি—বশিষ্ঠ-বংশীয় জনৈক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্র-প্রমদি। এই সকল ঋষি-বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-২০০।

বাকল—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

বাকৃগ্রন্থি—বশিষ্ঠ-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। তাঁহাদের এক-মাত্র বশিষ্ঠ আর্ষের প্রবর। এই সকল বংশ পরস্পর বিবাহ যোগ্য নহে। মৎ-২০০।

বাকৃহৃষ্ট—বাকৃহৃষ্ট, ক্রোধণ, হিংস্র, পিশুন, কবি, খস্বম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত জন ব্রাহ্মণ নাম ও কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং গার্গ্য-মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গুরুর পয়স্বিনী গাভী বধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে নানা ইতর-যোনী ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করেন। হরি-হরি-২০—২২। কবি দেখ। এই উপাখ্যানটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে মৎস-পুরাণে (২০ অঃ) শিব-পুরাণে (শিব-ধর্ম্ম-৬২) এবং পদ্ম-পুরাণে (১৩ অঃ) পাওয়া যায়।

বাগায়ণী— ভৃগু-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষের প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি।

বাগিন্দ্র—কাশীর নরপতি প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। তৎপুত্র প্রমতি, প্রমতির আত্মজ রুরু। মহাভা অনু-৩০।

বাগীশ—বৃহস্পতির অন্য নাম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১৪।

বাখলি—বরাহকল্পের অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাখলি (বাস্কলি-বায়ু-২৩)। নামে তাঁহার মহাযোগ-শালী, মহাতেজাঃ চারি পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-২৩। বাস্কল দেখ।

বাচ—(১) মহর্ষি বাচের পুত্র প্রজাপতি ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্-৩৩৮।১। (২) ভাবী সাবর্ণ-মনুর নয় পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। আজ্য ও সাবর্ণি-মনু দেখ।

বাচঃশ্রবা—(১) বরাহকল্পের অষ্টাদশ দ্বাপরে মহাদেব শিখণ্ডী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে বাচঃশ্রবা (লি-পরাশ্রবা) তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; লি-২৪; শিব-বা-উ-১০। শিখণ্ডী দেখ। (২) বরাহকল্পের একবিংশ দ্বাপরে বাচঃশ্রবা নামে ঋষি ব্যাস হইয়াছিলেন। তখন মহা-দেব দারুক বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হন। লি-২৪। বাচস্পতি ও দারুক দেখ। (৩) বরাহকল্পের বিংশ-দ্বাপরে মহর্ষি বাচশ্রবা (গৌতম; লি-২৪) ব্যাস ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব অট্টহাস নামে ভূতলে অবতীর্ণ হন। সুমন্তু, বর্ব্বরি, সুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামে তাঁহার পরম যোগী চারিটী পুত্র ছিল। লিঙ্গ-পুরাণ মতে (২৪-অঃ) ঐ পুত্র চতু-ষ্টয়ের নাম সুমন্তু, বর্ব্বরী, কবন্ধ ও কুশিকন্ধর। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; অট্টহাস দেখ।

বাচস্পতি—(১) বরাহকল্পের একবিংশ

দ্বাপরে মহর্ষি বাচস্পতি ব্যাস নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব হিমালয়ের দেবদারু বনে দারুক নামে অবতীর্ণ হন এবং প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বক নামে তাঁহার যোগ-পরায়ণ চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। দারুক ও বাচশ্রবা দেখ। (২) দেবগুরু বৃহস্পতির অন্য নাম। পদ্ম-উ-৫। (৩) বেণ-নন্দন পৃথু বসুধাকে দোহন করিবার পর ঋষিগণ তাঁহাকে আবার দোহন করিবার পর এই ঋষি তাঁহাকে আবার দোহন করেন। সেই সময়ে বাচস্পতি দোগ্ধা ছিলেন। পদ্ম-সৃ-৮। বসুধা দেখ।

বাচা—দ্বাদশ (ঋত-সাবর্ণি) মনুর সময়ে দেবতাদের হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার, এই পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে, তপঃ, জ্ঞানি, ভূতি, বাচা, বন্ধু, রজ, রাজ, স্বর্ণপাদ, বুষ্টি ও বিধি, এই দশ জন রোহিতগণের অন্তর্ভূ‍ত দেবতা ছিলেন। বায়ু-১০০।

বাচিবিনোদঃশ্রবা—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদিগের অমৃতাদি চারিটী ভাস্কর-গণ ছিল। ঐ গণে চতুর্দ্দশটি দেবতা ছিলেন। তন্মধ্যে বাচিবিনোদঃ-শ্রবা, অগ্নিভাস প্রভৃতি চতুর্দ্দশ জন অমৃতাভগণের অন্তর্ভূ‍ত ছিলেন। বায়ু-৬২। রৈবত-মনু দেখ।

বাজ—(১) অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন। নিজ নিজ সুকর্ম্মা দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া, তাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। ঋক্-৪৬। (২) সাবর্ণি-মনুর বরীবান্, অবরীবান্, সম্মত, ধৃতি-মান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, বাজ ও সুমতি নামে দশ পুত্র ছিল। হরি-হরি-৭। সাবর্ণি-মনু দেখ।

বাজপেয়শতোদ্ভবা—সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল অপ্সরার উদ্ভব হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯।

বাজশ্রবা—(১) গৌতম-বংশীয় মহর্ষি বাজ-শ্রবা এক যজ্ঞে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। সাধুচিত্ত নচিকেতা তাঁহার তনয় ছিলেন। বাজশ্রবা একদা ক্রুদ্ধ হইয়া নচিকেতাকে যমের বাড়ী যাইতে ইহাতেই নচিকেতা যমের বাড়ী যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কঠো। নচিকেতা দেখ। (২) অগস্ত্য, উশিজ, দধিচ, দীর্ঘতমা, নগ্নহু, বাজশ্রবা প্রভৃতি ঋষীকগণ সত্য প্রভাবে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৫৯। (৩) অঙ্গিরা-বংশীয় ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্ত্র প্রণেতা মুনি-দিগের অন্যতম। বায়ু-৫৯।

বাজসনেয়ক—পরীক্ষিত-পুত্র জনমেজয় বাজসনেয়ক ঋষিকে ব্রহ্মকার্য্যে বরণ করেন। তজ্জন্য বৈশম্পায়ন ঋষি জনমেজয়কে শাপ দেন। মৎ-৫০।

বাজিন্—মহর্ষি বৃহদুক্‌থ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার তনয়

বাজিন্ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।৫৪।১ ; ১০। ৫৬।১ ।

বাজিনী—মহর্ষি ভরদ্বাজ বাজিনীর পুত্র ছিলেন। ঋক্-৬।২৫।২ ।

বাটধান—একজন বিখ্যাত ভূপতি । মহাভা-আদি-৬৭ ।

বাটিক—পরাশর-বংশীয় ঋষিগণ গৌর, শ্যাম, নীল, কৃষ্ণ, শ্বেত ও ধূম্র এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে কাণ্ডশয় প্রমুখ পাঁচজন গৌর পরাশর শাখার অন্তর্গত। (কাণ্ডশয় দেখ)। বাটিক, বাদরি, স্তম্ব, ক্রোধনায়ন ও ক্ষৈমি, এই পাঁচজন শ্যাম পরাশর শাখার অন্তর্গত। প্রপোহয় প্রমুখ পাঁচ জন নীল-পরাশর শাখাভুক্ত। (খ্যাতেয় দেখ)। শ্রবিষ্ঠায়ন প্রমুখ পাঁচ জন শ্বেত-পরাশর শাখান্তর্গত। (উপয় দেখ)। কপিমুখ প্রমুখ পাঁচ জন কৃষ্ণ-পরাশর শাখাভুক্ত (কপিমুখ দেখ) এবং খল্যায়ন প্রমুখ পাঁচ জন ধূম্র-পরাশর শাখার অন্তর্গত। (খল্যায়ন দেখ) এই সকল পরাশর-বংশের আর্ষেয় প্রবর তিনটি, যথা—পরাশর, শক্তি, ও বশিষ্ঠ। এই সকল বংশে পরস্পর বিবাহ বিধান নাই। মৎ-২০১।

বাড়ব, (বাড়বানল, বাড়বাগ্নি)—দেবগণ কর্ত্তৃক পিতৃনিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুভদ্রা-তনয় পিপ্পলাদ সুরগণকে নিধন করিবার জন্য তপস্যার্থ হিমাচলে গমন করেন। তথায় তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিরাহারে দিবারাত্র সব্যপাণি দ্বারা সব্য উরু মন্থন করিতে লাগিলেন। সংবৎসর যাবৎ এইরূপ করিলে তাঁহার উরু হইতে এক গুরুভারাক্রান্তা বাড়ব-সমন্বিতা বড়বা নিষ্ক্রান্ত হইল। নির্গত হইয়াই সে জ্বালামালা সমাকুল এক গর্ভ প্রসব করিল; প্রসবান্তে সে কোথায় চলিয়া গেল পিপ্পলাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। বড়বা নররূপী বাড়বানল প্রসব করিয়াছিল। ঐ বাড়বানল মানবগণের কল্পান্তস্বরূপ ও তেজে কালাগ্নিতুল্য। ঐ নররূপী বাড়বাগ্নি পিপ্পলাদকে কহিল "হে ঋষে, আপনি আমার সাধন করিয়াছেন। ইদানীং আপনার ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অসাধ্য কর্ম্ম করিব।" তাহার এবম্প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি দেবতাগণকে ভক্ষণ কর।" দেবতারা এই সংবাদ পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বাড়বাগ্নির সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "দেবগণ আপনার অভাবনীয় বলবীর্য্য অবগত আছেন। আপনার প্রভাবে তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপনি যদি ত্রিংশৎ-কোটী দেবতাকে যুগপৎ ভক্ষণ করেন

তাহা হইলে আপনার পীড়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমার পরামর্শ এই যে আপনি প্রতিদিন একটি করিয়া দেবতাকে ভক্ষণ করুন।” বাড়ব তাহাতেই সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি অন্য কাহাকে ভক্ষণ করিব।” বিষ্ণু বলিলেন “আপনি অন্য আপকে (জল) ভক্ষণ করুন।” বাড়ব তাহাতেই সম্মত হইয়া বারি-সমীপে গমনোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিষ্ণু বাড়বকে কোন্ যান দ্বারা বারির সমীপে যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করাতে বাড়ব বলিলেন, “আমি কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব।” তখন বিষ্ণু সরস্বতীকে বাড়বার বাহন করিয়া দিলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া সরস্বতী বাড়বাগ্নি লইয়া দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া সাগর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় সাগর গর্জ্জন কর্ণগোচর হওয়াতে সরস্বতী বাড়বকে বলিলেন, “ঐ দেখ সাগর তোমার ভয়ে গর্জ্জন করিতেছে।” বাড়বাগ্নি সরস্বতীর বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে বর দান করিতে চাই। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর।” সরস্বতী বিষ্ণুর পরামর্শে বাড়বকে বলিলেন, “তুমি যদি বর দিবে তাহা হইলে সূচীমুখ হইয়া জল পান কর।” এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব স্বীয় বদন সূচীবেধবৎ করিল। তখন ঐ বদন ঘটীপূরণবৎ (ভুক্‌ভুক্‌ শব্দ করিয়া) জল পান করিতে লাগিল। তখন দেবী সরস্বতী দেবাদেশে বাড়বাগ্নিকে সাগরে ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া বাড়বাগ্নিকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহাতে সুরকার্য্য করা হইবে বুঝিয়া সাগর বাড়বাগ্নিকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে “তুমি সুর-বাক্যানুসারে জল পান কর। এই জল।” এই বলিয়া দেবী সরস্বতী সমুদ্রের হস্তে বাড়বকে সমর্পণ করিলেন। সাগর ও বাড়বকে লাভ করিয়া কোথায় রাখিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাড়ব সাগরের হস্তে ও মস্তকে রক্ষিত হইলে দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সমুদ্রকে তথাবিধ দর্শন করিয়া নক্রাদি জলচরগণ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া জলশ্বরকে বলিলেন, “তুমি বাড়বকে জল মধ্যে নিক্ষেপ কর।” সমুদ্র তাহাই করিলে জল-নিক্ষিপ্ত বাড়ব বরুণের সহিত সমস্ত জল পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত জল শুকাইয়া গেল। তাহা জানিতে পারিয়া সাগরের অনুরোধে বিষ্ণু তখন জলকে অক্ষয় করিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩২—৩৪।

বাড়বী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। পদ্ম-সৃ-৪৬।

বাড়াদিত্য— বায়ু-পুরস্থিত বাড়াদিত্য দেবকে নমস্কার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। বায়ু-৫৯, ৬০।

বাণ—(১) নৃপতি বলির শত-পুত্রের মধ্যে বাণ-জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শিবকে প্রসন্ন করিয়া, "আপনার পার্শ্বে বিহার করিব," (অ-১৪) এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাণের পত্নী লোহিতা হইতে ইন্দ্রদমন জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। বাণের কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন। উষা দেখ। হরি-হরি-১৭৪। বাণ শিবের আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে খ্যাত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, বাণ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) বলি-তনয় বাণ অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে তিনি ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যগণকে বাধা দিতে থাকেন। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে অগ্নি সংযোগ করিলে, সমুদয় দৈত্য-সৈন্য পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কার্ত্তিকেয় স্বীয় অব্যর্থ শক্তি-প্রহারে বাণ-দৈত্য ও তাঁহার অনুজকে তাঁহাদের অনুচরগণের সহিত নিহত করিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বিকুক্ষির তনয় বাণ। বাণের পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃথু। রামা-আদি-৭০। অনরণ্য দেখ। (৫) দৈত্য-পতি হিরণ্যকশিপুর বংশে বলির শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বাণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সহস্র-বাহু ও সর্ব্ব-শস্ত্র-সমন্বিত ছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান শূলপাণি তদীয় পুরে বাস করিয়াছিলেন। মৎ-৬। বাণের স্ত্রীর নাম অনৌপম্যা। শিবের পরামর্শে নারদ ঋষি বাণাসুরের অনৌপম্যাকে নানাবিধ ব্রত উপবাসাদি করিতে বলেন। তাহাতেই বাণের পুরে অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং মহাদেবের প্ররোচনায় অগ্নি বায়ুকে সহায় করিয়া বাণের পুরী ধ্বংস করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮; মৎ-১৮৭—১৮৮। অনিরুদ্ধ বাণ-পুরে নাগ-পাশে বদ্ধ হইলে সানুচর শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদ্ধারের জন্য যান। তখন বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শিবানুগ্রহে রক্ষা পান। হরি-বিষ্ণু-১৮২; অগ্নি-১২; পদ্ম-উত্ত-২৫০; ভাগ-১০স্ক-৬২, ৬৩। বাণের লোহিতী নাম্নী পত্নীতে চন্দ্রমনস্ নামে পুত্র জন্মে।

বায়ু-৬৭। দিগ্বিজয়ে বহির্গত কংসের সহিত বাণাসুরের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, শঙ্কর তাঁহার ভক্ত বাণাসুরের পক্ষাবলম্বন করিয়া কংসকে বলেন, "ভূতলে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ উহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে। পরশুরাম ইহাকে এইরূপ বর দানপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন।" স্বয়ং মহেশ্বর এই কথা বলিলে, কংস ও বাণ পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। গর্গ-গো ৭। সমুদ্র মন্থনের পর যে দেবাসুরের সংগ্রাম হয় তাহাতে বাণ ও তাঁহার অনুচরদিগের সহিত সূর্য্যের যুদ্ধ হয়। ভাগ ৮স্ক-১০। বাণের পুত্র শম্বর, শম্বরের তনয় কম্বু। স্কন্দ-আব রেবা-১২০।

বাণ-পৃষ্ঠ—চাক্ষুষ-মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ, দেবতাদের এই পাঁচটী গণ ছিল। প্রজাপতি অত্রির পুত্র, আরণ্যের পৌত্র-গণেই ঐ গণ পঞ্চক বদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা মাতৃনামে পরিচিত। এই গণ পঞ্চকের প্রত্যেকটিতে আটটী করিয়া দেবতা আছেন। তন্মধ্যে অজিষ্ঠ, শাক্যন, বাণ-পৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয় ও অজিত ইঁহারা পৃথুক দেবগণের অন্তর্গত। বায়ু-৬২। অজিত দেখ।

বাণী—সরস্বতীর অন্য নাম। তিনি নারায়ণের পত্নী। দেবী-৯স্ক ২, ৭। সরস্বতী দেখ।

বাণেশ্বর—বাণ নরপতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ ৩৩।

বাত—(১) আপ ও বাত নামক রাক্ষসদ্বয় আশ্বিন মাসে সূর্য্য রথে অবস্থান করিয়া থাকে। বায়ু-৫২। আপ দেখ। (২) লেখ নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (৩) যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস। বাতের পুত্র বিরাগ। বায়ু-৬৯। আপ দেখ। (৪) যদু-বংশীয় শূরের অন্যতম তনয়। বায়ু-৯৬। শূর দেখ। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী অন্যতম দেবতা। কল্কি ২য়-৫।

বাতঘ্ন—বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয়। মহাভা-অনুশা-৪।

বাতপতি—যদু-বংশীয় সত্রাজিতের অন্য-পুত্র। হরি হরি-৩৮। সত্রাজিৎ দেখ।

বাতবেগ—প্রাচীন কালের একজন রাজা। মহাভা-অনুশা-৬৭।

বাতরশন—বাতরশন-বংশীয় ঋষিগণ পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন। ঋক্-১০।১৩৬।২।

বাতরূপা—যমের দুহিতা নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের অন্যতমা কন্যা বীজহরা হইতে বাতরূপা ও অরূপা জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক ৫২। অঙ্গধৃক্ দেখ।

বাতস্কন্দ—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপ-স্থিত অন্যতম মহর্ষি। মহাভা-সভা-৭।

বাতাপি—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় হ্লাদ হ্লাদের পত্নী ধমনীর গর্ভে বাতাপি ও ইল্বল জন্মগ্রহণ করেন। ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে আহারার্থে ব্রাহ্মণদিকে প্রদান করিয়া পরে "বাতাপি" বাতাপি বলিয়া সম্বোধন করিলেই, সে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির্গত হইত। এইরূপে ইল্বল ব্রাহ্মণ বধ করিত। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের উভয়কে বধ করেন। রামা-আরণ্য-১১—১৩; ভাগ-৪স্ক-১৮। অগস্ত্য দেখ। ইহাই মহাভারতে সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে আছে। মহাভা-বন-৯৬—১০৪। অগস্ত্য ও ইল্বল দেখ। (৩) হিরণ্যকশিপুর ভগিনী ও কশ্যপের কন্যা সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করেন। সিংহিকার গর্ভজাত রাজা বিপ্রচিত্তির অন্যতম পুত্র ইল্বল, বাতাপি, নমুচি প্রভৃতি। হরি-হরি-৩; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; বায়ু-৬৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ১৮; বিষ্ণু-১ম-১৫—২১; ভাগ-৬স্ক-১৮; বাম-৫৮। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৫।

বাতাশন—মহর্ষি বিশেষ। তিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত নন্দিকেশ্বরের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩।

বাতিক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাতিক তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বাতেশ্বর—আবন্ত্য ক্ষেত্রে বায়ু-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাতেশ্বর নামে খ্যাত। স্কন্দ-আব-রেবা-১৩৩।

বাতেযু—অন্তরীক্ষে বাতেযু নামে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩০। বর্ষেযু দেখ।

বাৎস—মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতির অন্যতম শিষ্য বেদমিত্র। তিনি স্বীয় পঞ্চ শিষ্য মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিবিরকে পাঁচ খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪।

বাৎস্য—(১) ভৃগু-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। (২) যাজ্ঞবল্ক্যের বাজী নামে খ্যাত পঞ্চদশ জন শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে বাৎস্য অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭; বায়ু-৬১। যাজ্ঞবল্ক্য দেখ। (৩) মহর্ষি বাৎস্য নৃপতি জনমেজয়ের সদস্য ছিলেন। মহাভা-আদি-৫৩। (৪) মহর্ষি শাকল্য স্বীয় শিষ্য বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশিরকে বেদ সংহিতা অধ্যাপন করেন। ভাগ-১২স্ক-৬।

বাৎস্যতরায়ন—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, গর্গ ও সৈত্য এই

পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বাৎস্যায়ন—একজন ভৃগু-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫। আবার বাৎস্যায়ন নামে কশ্যপ-বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিও ছিলেন। তাঁহাদের কশ্যপ, বৎসর ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৯। মহর্ষি বাৎস্যায়নের কন্যা ধর্ম্মিষ্ঠাকে মহর্ষি মুদ্গলের তনয় কৌশকার বিবাহ করেন। বাম-৯১; স্কন্দ-আব-রেবা-৯৭, ১৪৬।

বাৎসায়নি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বাদ—অমৃতাভ দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবতমনু দেখ।

বাদরায়ণ—(১) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নাম বাদরায়ণ ছিল। হরি-হরি-২৭। (২) সত্যবতীর গর্ভজাত পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এক নাম বাদরায়ণ ছিল। কারণ তিনি বদরী-বহুল এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৯; ভাগ-১ম ৭। (৩) অষ্টম-মন্বন্তরে সাবর্ণি-মনুর সময়ে বাদরায়ণ সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। ভাগ-৮স্ক ১৩; ৯স্ক-২২।

বাদরি—একজন পরাশর-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি শ্যাম-পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১। বালের দেখ।

বাদ্রবায়ণি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৪।

বানরাগনা--কাশীস্থিত অন্যতমা যোগিনী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বাবিরাব—রৈবত-মন্বন্তরে অমৃতাভ দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। রৈবত-মনু দেখ।

বাভ্রব্য—(১) তিনি কামশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। মৎ-২০। (২) মহর্ষি বাভ্রব্য একজন অত্রি বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র, উদ্দাল ও দেবরাত এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (৩) মৌলি ঋষির পুত্র বাভ্রব্য। একদা মনুর তনয় পৃষধ্র মৃগয়া করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে মুনির হোমধেনু বধ করেন। সেই জন্য মুনির শাপে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মার্ক-১১২।

বাভ্রব্যাসুর—দেবাসুর যুদ্ধে বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি বাভ্রব্যাসুর কালের খড়্গাঘাতে নিহত হন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭৫।

বাম—(১) দক্ষের কন্যা ও ভূতের পত্নী স্বরূপা হইতে রৈবত, ভীম, বাম প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী ভদ্রা হইতে

অরিজিৎ, আয়ু, বাম প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-১০স্ক-৬১। (৩) সুভদ্রার পুত্র বাম। গর্গ-বিশ্ব-৩৩; ভাগ-৮স্ক-১৩।

বামক—যদু-বংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয় বাহ্যক। এই বাহ্যক স্বীয় মাতুল সৃঞ্জয়ের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হইতে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬।

বামদেব—(১) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপা হইতে গোত্রপ্রবর্ত্তক বামদেব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উতথ্য ও উশিজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬; বায়ু-৫৯। (২) বশিষ্ঠ ও বামদেব অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের ঋত্বিক ছিলেন। রামা-আদি-৭। (৩) বিদিশা দেশের রাজা বামদেব নরপতি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। সেই সময়ে নৃপতি বামদেব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯৮। (৪) বামদেব ঋষিকে অশ্বিদ্বয় জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৯।৭। বামদেব ঋষি ও তৎবংশীয়গণ। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের রচয়িতা। মহর্ষি বামদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একবার প্রাণ রক্ষার্ত্ত কুকুর মাংস আহার করিয়াছিলেন। মনু-১০ম-১০৬। (৫) ভগবান্ রুদ্রের এক নাম বামদেব। ভাগ-৩স্ক-১২; বরা-১৭০। মহর্ষি বামদেব রথন্তর কল্পে একবার পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শিব-কৈলা-৭। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহ-কল্পে যে সমস্ত শিবাবতার যোগাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বামদেব তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৭) শ্বেত-কল্পের সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব হিমালয়ের অন্তর্গত মহালয় নামক স্থানে গুহাবাসী নামে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে তাঁহার বেদজ্ঞ ও যোগাবলম্বী চারি পুত্র ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (৮) কর্দ্দম নন্দিনী স্বরাট অঙ্গিরার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে গোতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য জন্মগ্রহণ করেন। বামদেবের পুত্র বৃহদুক্থ। বায়ু-৬৫; দেবীভা-৭স্ক-১৭; সৌর-৬৯; পদ্ম-উত্ত ১৩৮, ২৪৩; কল্কি-২য়-৫; বৃহদ্ধ-পূ-২৭; পদ্ম সৃষ্টি-১২, ১৩। (৯) বামদেব নামে এক শিবযোগী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র দুর্জ্জয় নামে এক মহাপাপী উদ্ধার হয়। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৫, ১৬।

বামদেবেশ্বর— মহর্ষি বামদেবকর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত কাশীতে বামদেবেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

বামন—(১) বিষ্ণু, কশ্যপ-পত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলীকে বন্ধন-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রামা-আদি-২৯; কূর্ম্ম-পূ-৫০; বরা-৭; হরি-হরি-২৫৪। (২) কশ্যপ-পত্নী দনু হইতে বামন, মরীচি মঘবান্ প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৬; হরি-হরি-৩। (৩) কশ্যপ-পত্নী কদ্রু হইতে কপিল, বামন, নহুষ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩; লি-৬৩। (৪) বৈবস্বত-মন্বন্তরে বিষ্ণু বামন-রূপে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু-৩য়-১। বিষ্ণু বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-২২—৩১। বলি দেখ। বামন পুরাণে এই আখ্যানটী অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। (৫) কশ্যপ-পত্নী বিনতা হইতে বামন প্রভৃতি বিহগের জন্ম হয়। মহাভা-উদ্-১০০।

বামনক—কশ্যপ-পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

বামনকেশব—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩।

বামনলম্বিকাগাভী—একটি গাভীর নাম। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

বামনস্বামী—পুষ্কর ক্ষেত্রে বামনস্বামী নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৪।

বামনিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামরথ্য—একজন অত্রি-বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের শ্যাবাশ্ব, অত্রি ও অর্চ্চনানশ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৭।

বামলোচনা—দশম কল্পে পার্ব্বতীর নাম বামলোচনা ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বামশিরা—পূর্ব্বকালে বামশিরা নামক এক ঋষি কপালমালা ধারণপূর্ব্বক পাতাল হইতে খড়্গ আহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই খড়্গ আহরণ করিতে পারিলে তিনি সমস্ত বিদ্যাধরের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু নাগগণ এক বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম নষ্ট করেন। সুতরাং তিনি বেশ্যাসক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। শিব-ধর্ম্ম-১২।

বামা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ যে সকল মাতৃকা গমন করিয়াছিলেন, বামা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বামান্য—মহর্ষি ক্রতুর পত্নী তুষিতা হইতে যে সকল তুষিত দেবগণ জন্মগ্রহণ

করেন বামান্ড তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬২।

বায়বী—বাসুদেবের পত্নী। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৪। পবন দেখ।

বায়ব্যা—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার রক্তপান করিবার জন্য দেবগণ যে সকল মাতৃকাগণের সৃষ্টি করেন বায়ব্যা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬ ; মৎ-১৭৯।

বায়স—দ্বাদশ জন যামদেবগণের মধ্যে বায়স অন্যতম। বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ।

বায়ু—(১) প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের অন্যতম দেবতা বায়ু। বায়ু অন্তরীক্ষের দেবতা। এই বায়ু সম্বন্ধে অনেক ঋক্‌মন্ত্র রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও বায়ু একার্থে স্তুত হইয়াছেন। ঋক্-১।২।১। (২) বায়ুর অন্য নাম পবন। পবন দেখ। অষ্টবসুর অন্যতম বায়ু। মৎ-১৭১। (৩) ব্রহ্মা বায়ুকে গন্ধ সকল, অশরীরী ভূতনিচয়, শব্দ, আকাশ ও বলের অধিপতি করেন। হরি-হরি-২১৯। (৪) বায়ু নামে এক অসুরও ছিল। হরি-হরি-১। (৫) ধর্ম্মের পত্নী সুরসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। (৬) বায়ু নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে বায়ু-তীর্থ হইয়াছে। ভাগ-২স্ক-৮। (৭) বায়ুর কন্যা ইলাকে রাজা উত্তানপাদের তনয় ধ্রুব বিবাহ করেন। ভাগ-৪স্ক-১৬। (৮) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বায়ু পুলোমার সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক ১০। (৯) ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবা মাত্র তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু জন্মিয়াই শর্করা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শর্করা বর্ষণ করিতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি বিধান করেন এবং দেবগণের ধন ও ফল রক্ষণে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল ধনপতি কুবের। বরা-৩০। কুবের দেখ। (১০) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সাহায্যার্থ বায়ু স্বীয় অনুচর ঘস ও অতিঘসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (১১) অদিতির তনয় বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। বায়ু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও, কুশনাভ নরপতির রূপবতী একশত কন্যার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু কন্যারা প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কুব্জা করিয়া দেন। কন্যা কুব্জ হইয়াছিল বলিয়া কুশনাভের রাজ্য কান্যকুব্জ নামে খ্যাত হয়। শিব-ধর্ম্ম-১১। (১২) স্বস্তিদেবী বায়ুর পত্নী। তিনি নিখিল-ভুবনে পূজিতা। দেবীভাগ-৯স্ক-১ ; ৪স্ক-২২ ; ৬স্ক-১৫ ; ৫স্ক-৪। (১৩) অষ্ট-

মারুতের অন্যতম বায়ু। পদ্ম-উত্ত-৫। (১৪) বায়ুদেব স্বয়ম্ভুর শিষ্য। তিনি সর্ব্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত। বায়ু-২। (১৫) পশ্চিম দিকে সাগর মধ্যে ভদ্রাকর নামে এক দ্বীপ আছে; ঐ দ্বীপে ভগবান্ বায়ুর নানা রত্ন মণ্ডিত এক ভদ্রাসন আছে। তথায় ভগবান্ বায়ু পর্ব্বে পর্ব্বে পূজিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৪৫। (১৬) বায়ু অঙ্গিরা-বংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫। (১৭) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় অনুহ্লাদ, অনুহ্লাদের পুত্র বায়ু ও সিনীবালী। তাঁহাদের শত সহস্র সন্তান সন্ততি হলাহলগণ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৭। (১৮) প্রজাপতি ব্রহ্মা বায়ুকে শব্দ, আকাশ ও বলের অধিপতি করেন। বায়ু-৭০; মার্ক-২, ৫; অগ্নি-১৩, ২৭৫; ব্রহ্মাণ্ড-১; সৌর-৬৩; বৃহন্না-৩; শ্রীমহাভা-২২, ৩০, ৬০।

বায়ুকাল—মঙ্কনক মুনি মহর্ষি কশ্যপের মানস পুত্র। একদা স্নান কালে রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের বিকার উপস্থিত হয়। তাহাতেই বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুকাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামে সপ্তর্ষির উদ্ভব হয়। মঙ্কনকের এই সকল পুত্রেরা বরাবর পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বাম-৩৮।

বায়ুগণ—অর্থাৎ মরুদ্গণ। পদ্ম-উত্ত-৫। মরুদ্গণ দেখ।

বায়ুচক্র—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবল—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবেগ—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (২) মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুবেগা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী। অগ্নি-৫২।

বায়ুভক্ষ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত জনৈক মহর্ষি। মহাভা-সভা-৪।

বায়ুমণ্ডল—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুরেতা—মঙ্কনক ঋষির অন্যতম পুত্র। বাম ৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বায়ুসংবর্ত্ত—শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য যে সকল মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪৭।

বায়ুহা—মহর্ষি মঙ্কনকের অন্যতম পুত্র। বাম-৩৮। বায়ুকাল দেখ।

বারাঙ্গী—পিতামহ ব্রহ্মা বারাঙ্গী নাম্নী এক কন্যা সৃষ্টি করিয়া, দিতি-নন্দন বজ্রাঙ্গকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে দৈত্যপতি তারক জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪২।

বারাহি—একজন অঙ্গিরা-বংশীয় গোত্র-

প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বারাহী—(১) অন্ধকাসুরের বিনাশের জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বারাহী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬; মৎ-১৭৯। (২) শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে দেবী পার্ব্বতীকে সাহায্য করিবার জন্য শূকরাকৃতি বরাহদেবের শক্তি বারাহী দেবী অত্যুচ্চ প্রেতাসনে আসীন হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৫স্ক-২৮। (৪) শুম্ভ নিশুম্ভ সমরে চণ্ডিকার পৃষ্ঠদেশ হইতে শেষ নাগ-বাসিনী মুষল-ধরা বারাহী দেবী সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন। বাম-১৮৬; বরা-২৭; কালিকা-৬৩; বৃহন্না-৩; পদ্ম-উত্ত-১৮। (৫) শঙ্করী নিজ দেহ হইতে যে সকল কুলদেবতার সৃষ্টি করেন, বারাহী তন্মধ্যে অন্যতমা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২১। (৬) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। (৭) কাশীধামে ক্রতু বারাহের সন্নিধানে বারাহী নামে এক দেবী আছেন। ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করিলে কখনও বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০। (৭) পঞ্চমুদ্র মহা-পীঠের সন্নিকটে অবস্থিতা জনৈকা মাতৃকা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩। বীরেশ্বর-লিঙ্গ ও শ্রীমুখী দেখ।

বারিমূল—চাক্ষুষ-মনুর অধিকার কালে দেবগণের ঋভু, ঋভাস্থ, দিবৌকা, বারিমূল ও লেখ এই পাঁচটী গণ ছিল। মৎ-৯। চাক্ষুষমনু দেখ।

বারিমেজয়—শৈব্য-কন্যা রত্নার গর্ভজাত অক্রূরের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ।

বারিষেণ—বিক্রান্ত, শৈবেয় ও সৌমনস নামে বিদ্যাধরদিগের তিনটী গণ আছে। তন্মধ্যে হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রক্রম, মহাক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার, এই নর-মুখ কিন্নরগণ বিক্রান্ত হইতে উৎপন্ন। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বারিসার—মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ। ভাগ-১২স্ক-১।

বারুণ—বরুণ মূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উঁহাদের বংশ-সমুদয়ের সাধারণ নাম বারুণ। মহাভা-অনু-৮৫।

বারুণি—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা কন্যা বিনতা হইতে আরুণি, বারুণি, গরুড় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮; কা-৩৪। গরুড় ও আরুণি দেখ। (২) বরুণের পুত্র বলিয়া, অগস্ত্য, ভৃগু ও বশিষ্ঠ বারুণি বলিয়া কথিত হন।

বারুণী—(১) সমুদ্র মন্থনে সুরা-রূপিনী বারুণী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন। দিতি পুত্রগণ তাঁহাকে গ্রহণ না করায় তাঁহারা অসুর নামে খ্যাত হন এবং অদিতির পুত্রগণ গ্রহণ করাতে সুর নামে খ্যাত হন। রামা-আদি-৪৫। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫। (৩) প্রকৃতি শরীর-সম্ভূতা স্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের পত্নী বারুণী। দেবীভা-৯স্ক-২। বরুণ দেখ (৪) সমুদ্র মন্থনে সুরভীর উদ্ভবের পর মদ-ঘুর্ণিতলোচনা, পদে পদে স্খলিতপদা, বারুণী দেবী প্রাদুর্ভূতা হন। তিনি একবস্ত্রা, মুক্তকেশী ও রক্তান্ত-স্তব্ধ-নেত্রা। দেবী বারুণী উত্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি দেবী! সকলের বলদায়িনী। ওহে দানবগণ! তোমরা আমাকে গ্রহণ কর।" বারুণীকে অশুচী মনে করিয়া সুরগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন দৈত্যগণ বারুণীকে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণান্তে উহা সুরা নামে পরিচিতা হইল। পদ্ম-সৃষ্টি-৪; বিষ্ণু-১ম-৯। (৫) ধ্রুবের বংশে চাক্ষুষের পত্নী বারুণী (পুষ্করিণী) অরণ্য প্রজাপতির কন্যা ছিলেন। বারুণীর গর্ভে চাক্ষুষের তনয় (৬ষ্ঠ মন্বন্তর পতি) মনু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৬) বলদেবের উপভোগার্থ বরুণদেব বারুণীকে বৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। তাহাতে বারুণী বৃন্দাবনস্থ কদম্ব বৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন। বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য ধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গোপীগণসহ সেই মদিরা পান করেন। বিষ্ণু-৫ম-২৫। (৭) সমুদ্র মন্থনে কমলার উদ্ভবের পর বারুণী নাম্নী এক কমললোচনা কন্যা আবির্ভূতা হন। হরির আজ্ঞানুসারে অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-৮।

বার্ক্ষী—বার্ক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক দশ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহাভা-আদি-১৯৮।

বার্ত্ত—বার্ত্ত নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বার্ত্তা—দক্ষের শত কন্যার মধ্যে গৌরী, সুপ্রভা, বার্ত্তা, সাধ্বী ও সুমালিকা বরুণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। বরুণ ও গৌরী দেখ।

বার্ত্তালী—পার্ব্বতীর শরীরসম্ভূতা অন্য তমা মহাশক্তি। তাঁহারা দানবসৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২।

বার্দ্ধিক্য—একজন ঋষি। তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে বাস করিতেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২।

বার্দ্ধক্ষমী—রাজা বার্দ্ধক্ষমী কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া,

দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-২৩।

বার্দ্ধক্ষেমী—একজন বিখ্যাত রাজা। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বার্য্যশ্ব—ইক্ষ্বাকু বংশীয় দৃঢ়াশ্বের তনয় বার্য্যশ্ব, বার্য্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, তৎপুত্র সংহতাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২।

বার্য্যগল্য—মহর্ষি বার্য্যগল্য একজন পরম জ্ঞানী বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকট গন্ধর্ব্ব রাজ বিশ্বাবসু পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯।

বার্য্যায়নি—মহর্ষি বার্য্যায়নি উত্তর কুরু প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৩৪।

বার্ষ্ণ্যায়ন—একজন পরাশর বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি ধূম্র পরাশর শাখার অন্তর্গত। তাঁহাদের শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০১।

বার্ষ্ণেয়—অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণরাজের একজন অনুচর ও সারথি। মহাভা-বন-৬৭। জীবল দেখ।

বার্হদ্রথ—যদুবংশীয় জনৈক ভূপাল। কংস তাহাকে পরাস্ত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নাম্নী তাঁহার দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। মহাভা-সভা-১৩।

বাল—যক্ষপতি মণিবরের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী দেখ।

বালকরক্ষক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সকল, যে সমুদয় সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বালকি—একজন বেদজ্ঞ নিগম বিশারদ ঋষি। বায়ু-৬১।

বালক্রীড়ণকপ্রিয়—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম বালক্রীড়ণকপ্রিয়। মহাভা-বন-২৩০।

বালখিল্য—(১) একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০। ব্রহ্মা সৃষ্টি ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলে, তাঁহার মন হইতে মূর্ত্তিমতি শুদ্ধির ন্যায় বালখিল্য ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। এই সকল ঋষি সংখ্যায় অষ্টাশিতি সহস্র। এবং তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ। বাম-৪৩। (২) আবার ঐ পুরাণেরই ৫৩ অধ্যায়ে আছে—শঙ্করেরর বিবাহ কালে উমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হয়। ব্রহ্মা সেই রেতঃ বালুকামধ্যে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে অষ্টাশিতি সহস্র ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহারাই বালখিল্য নামে প্রসিদ্ধ। ক্রতুর পত্নী সন্নতি হইতে ষাট হাজার ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা বালিখিল্য নামে খ্যাত।

ভাগবত মতে তাঁহারা বালিখিল্য। ভাগ-৪স্ক-১; ব্রহ্মাণ্ড-২৯; সৌর-২৬; স্কন্দ-নাগ-৭৭।

বালখিল্যেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭৫।

বালয়—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। সৌর-৪৯।

বালচণ্ডেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৯৭।

বালড়ি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদেব অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভবদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বালধি—মহাতেজা বালধি ঋষি পুত্র শোকে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যা করিলে, দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া নিমিত্তা ধীন পরমায়ু করিয়াছিলেন। তখন বালধি পর্ব্বতের স্থিতিতে তাহার জীবন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তব বালধির মেধাবী নামে এক পুত্র জন্মে। এই দুরাশয় আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্যান্য ঋষিদেব অপমান করিতে লাগিল। একদা মহাতেজা ধনুষাক্ষ অপমানিত হইয়া মহিষাসুব দ্বাবা পর্ব্বত বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হওয়ায়, তৎক্ষনাৎ মেধাবীব মৃত্যু হয়। মহাভা বন-১৩৪—৩৭।

বার্লপ—একজন ভৃগুবংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, বীতিহব্য, রৈবস ও বৈবস এই চারিটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বালবন্ধু—রৈবতমনুর অন্যতম তনয়। বায়ু-৬২। রৈবতমনু দেখ।

বালা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বালা তাহাদের অন্যতমা অন্যতমা ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

বালাকি—ভৃগুবংশীয় একজন 'গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবব। মৎ-১৯৫।

বালাবতী—মহর্ষি কণ্বের কন্যা বালাবতী সাভ্রমতী নদীর তীবে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সিদ্ধকামা হইযাছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৫২।

বালাবি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ভিগীবসু, বশিষ্ঠ ও ইন্দ্রপ্রমদি এই তিনটী আর্ষেয় প্রবব। মৎ-২০০।

বালায়নি—বাষ্কলের তনয বালিখিল্য নামে একখানি সংহিতা বচনা করেন। সেই সংহিতা বালাযণি, ভজ্য, কাশার প্রভৃতি দৈত্যগণ অধ্যয়ন করেন। ভাগ-১২স্ক ৬।

বালি—(১) ববাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহামুনি ধর্ম্ম নারায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে মহাদেব বালি নামে গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বালখিল্যাশ্রমে অবতীর্ণ হন। সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে বালির চারিজন তপোধন, বিমলসত্ত্ব পুত্র ছিলেন। বায়ু-

২৩; লি-২৪; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। (২) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি। তাঁহার পিতা ঋক্ষরাজ ব্রহ্মার অশ্রুধারা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ঋক্ষরাজ কোনও সরোবরে অবগাহন করিয়া রমণীরূপ প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় ইন্দ্রের ঔরসে বালির ও সূর্য্যের ঔরসে সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরে তিনি স্বীয় রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে স্বীয় পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, ব্রহ্মার আদেশে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি হন। পিতার মৃত্যুর পরে বালি সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামা-উত্ত-৪২। ঋক্ষরাজ দেখ। (৩) বালির স্ত্রীর নাম তারা। তারা বানর পতি সুষেণের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়। মায়াবী নামক তেজস্বী দানবের সহিত, স্ত্রী নিমিত্ত বালির শত্রুতা হয়। মায়াবী একদা রাত্রিকালে বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, বালি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। মায়াবী বালির ভয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে, বালিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে সুগ্রীব গর্ত্তমুখে বালির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বালির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সুগ্রীব তথায় বহুকাল অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ফিরিবার কোন আশা নাই দেখিয়া, তিনি গর্ত্তমুখে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপনপূর্ব্বক চলিয়া আসেন, এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ তারাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বালি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভ্রাতার ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। সুগ্রীব মতঙ্গমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে মহিষাকৃতি দুন্দুভি নামক এক রাক্ষস বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল। বালি তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মতঙ্গমুনির আশ্রম সমীপে নিক্ষেপ করেন। নিহত রাক্ষসের মুখ নিসৃত রক্ত মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইলে, মতঙ্গমুনি বালিকে শাপ দেন যে, তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলেই বালির মৃত্যু হইবে। সেই সুযোগ পাইয়া সুগ্রীব তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। রামা-কিষ্কি-৯—১১। (৪) একবার লঙ্কাপতি রাবণও বালির সহিত বলপরীক্ষার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বালি তাঁহাকে কক্ষ তলে স্থাপনপূর্ব্বক খুব জব্দ করিয়াছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রামা উত্ত ৩৯। (৫) রাম বনবাস কালে সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক নিরপরাধ বালিকে বধ করেন। রামা-কিষ্কি-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬) বানরেন্দ্র বালি রাম হস্তে নিহত হন। হরি-হরি-৪১; স্কন্দ-নাগ-১৫৮;

শিব-ধর্ম্ম-১৪ ; অগ্নি-৮ ; শ্রীমহাভা-৩৯ ; কল্কি-৩স্ক-৩ ; বৃহদ্ধ-পু-১৯।

বালিক—ময়দানবের অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৮। ময়দানব দেখ। (২) সগর বংশীয় নরপতি অশ্বকের তনয় বালিক। স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নাম হয় নারীকবচ। পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিলে, তিনিই একমাত্র জীবিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার আর এক নাম হয়—মূলক। বালিকের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় ঐড়বিড়ি। ভাগ-৯স্ক-৯।

বালিকা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বালিকা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বালিখিল্য—বালখিল্য দেখ।

বালিশয়—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের একমাত্র বশিষ্ঠ আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বালিশায়নি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বালিশিখ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, শঙ্খ, বালিশিখ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৩৫।

বালী—(১) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম সেনাপতি। মৎ-১৬১। (২) বরুণদেবের অনুগত অন্যতম নরপতি। মহাভা-সভা-৯।

বালীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-৯৭।

বালুকেশ্বর—বায়ুপুরস্থিত বালুকেশ্বর দেবকে প্রণাম করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। বায়ু-৬০।

বালেয়—বালেয় নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বগণ যক্ষপতি বিক্রান্তের সন্তান। বায়ু-৬৯।

বালেয়গণ—উৎকুর, শকুনি, কালনাভ, ভূতসন্তাপন ও মহানাভ এই পাঁচ জন মহাসুর হিরণ্যাক্ষের সন্তান। ইঁহারা দেবগণেরও দুর্জ্জেয়। তাঁহাদের শত সহস্র পুত্র ও পৌত্র জন্মে। তাঁহারা বালেয়গণ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৭।

বালেয়গন্ধর্ব্ব—মহাত্মা বিক্রান্তের চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, চিত্রকেতু ও সোমদত্ত নামে পুত্রগণ বিক্রম ও উদার্য্যসম্পন্ন এবং বালেয় গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত ছিলেন। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বালেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বালাদিত্যের দক্ষিণে ক্রোশদ্বয় মধ্যে বালেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৯।

বাল্মীকি—(১) কশ্যপ পত্নী বিনতা হইতে যে সকল বলবান্ বিহগ উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে বাল্মীকি অন্যতম ছিলেন।

মহাভা-উদ্-১০০। (২) কৃণু নামে জনৈক মুনি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে থাকিলে, বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন হয়। এইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। রামায়ণ রচয়িতা প্রসিদ্ধ বাল্মীকি মুনি তাঁহারই পুত্র। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-২১। (৩) পুরা কালে সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় এক বিপ্র ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কৌশিকী অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই অগ্নিশর্ম্মা আভীর দস্যুদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। একদা অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে অত্রির উপদেশে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি অগ্নির ধ্যান করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ যখন পুনরায় সেই পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বল্মীক মধ্যে অগ্নিশর্ম্মাকে দেখিতে পাইয়া বাল্মীকি নাম রাখিলেন। তিনি রামায়ণ রচয়িতা প্রসিদ্ধ বাল্মীকি মুনি। স্কন্দ-আব-অব-২৪। (৩) ভার্গব বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। মৎ-১২; অগ্নি-১১; কল্কি-৩য়-৩; রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচিত হয়। বৃহদ্ধ-পূ-২৫। বাল্মীকের আত্মজা রোহিণী ও পৌরবী বসুদেবের পত্নী ছিলেন। বায়ু-৯৬। (৪) মহর্ষি বাল্মীকি চিত্রকূট পর্ব্বতে মাল্যবতী নদীতীরে অবস্থান করিতেন। রামা অযো ৫৬। তিনিই রামায়ণ রচনা করেন। রামা বাল-৭। (৪) রাম সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিলে, সীতা তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রমে গমন করেন। সেখানে সীতা কুশ ও লব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি কুশ ও লবকে সঙ্গে করিয়া আগমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হয়। সীতাকে গ্রহণ করিতে রাম অসম্মত হইলে সীতা পাতালে প্রবেশ করেন। রামা-উত্ত-১০৬—১১০; মৎ-১২; অগ্নি-৫, ১১; কল্কি-৩স্ক-৩; বৃহদ্ধ-পূ-২৫। কথিত আছে যে বল্মীকসম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকি বরুণের পুত্র। ভাগ-৬স্ক-১৮; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩; স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

বাল্মীকীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১।

বাল্মীকেশ্বর—আবন্ত্য ক্ষেত্রে বাল্মীকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৪।

বাশিষ্ঠ—বশিষ্ঠের তনয় শক্তি। মহাভা-উদ্-১১৬। শক্তি দেখ। বরাহকল্পের ত্রয়োদশ দ্বাপরে মহাদেব বালখিল্য আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বালি নামক মহামুনিরূপে অবতীর্ণ হন। সুধামা, কশ্যপ, বাশিষ্ঠ ও বিরজা নামে বালির চারি পুত্র ঊর্দ্ধরেতা ও মহাযোগ বলে বলী ছিলেন। তাঁহারা মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লি-২৪।

বাষ্কল,বাস্কল—(১)হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৫। (২) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদ। এই সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাষ্কল। বিষ্ণু ১ম-৯। (৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল, ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করান। মহামুনি বাষ্কল ঋগ্বেদের প্রথম শাখাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয় বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে অধ্যয়ন করান। বাষ্কল অপর আরও তিনখানা সংহিতা রচনা করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। বিষ্ণু-৩য়-৪; ভাগ-১২স্ক-৬। (৪) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম তনয় অনুহ্লাদের পত্নী সূর্য্যা হইতে বাষ্কল ও মহিষ জন্মে। ভাগ-৬স্ক-১৮।

বাসচূর্ণিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

বাসনা—ধর্ম্মের অন্যতম পুত্র ও অষ্টবসুর অন্যতম অর্ক। তাঁহার পত্নী বাসনা হইতে তর্ষ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। ভাগ ৬স্ক-৬। তর্ষ দেখ।

বাসব—ইন্দ্রের অন্য নাম। ইন্দ্র দেখ।

বাসবী—পিতৃগণের বাসবী নাম্নী কন্যা, পিতৃগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মৎস্য যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রসব করেন। বায়ু-১।

বাসুকি, বাসুকী—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষের অন্যতমা কন্যা কদ্রুর গর্ভে কাদ্রবেয় নামধেয় শেষ, বাসুকী প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা নাগগণের আধিপত্যে বাসুকীকে নিযুক্ত করেন। মৎ-৬; বরা-২৪; বিষ্ণু-১ম ১৫; হরি-হরি-৩। (২) সমুদ্র মন্থন কালে তিনি মন্থন রজ্জু হইয়াছিলেন। তাঁহারই ভগিনী জরৎকারুকে জরৎকারু মুনি বিবাহ করেন। মহাভা-আদি-১৯। (৩) বাসুকির দৌহিত্র কুন্তিভোজ, কুন্তিভোজের দৌহিত্র পঞ্চপাণ্ডব। মহাভা-আদি-৬৫। (৪) গন্ধর্ব্বরাজ বাসুকির পত্নীর নাম শতশির্ষা মহাভা-উদ্-১১৬। (৫) সূর্য্যের বহনকারী দ্বাদশ নাগের অন্যতম বাসুকী। রসাতল নামক পাতাল প্রদেশে তিনি বাস করিতেন। কূর্ম্ম-পু-৪১। দ্বাদশ নাগ দেখ। মার্ক-১৯; অগ্নি-১৯; দেবীভা-২স্ক-১২। (৬) নাগগণ যখন পৃথিবীকে দোহন করেন তখন বাসুকী দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বায়ু-৬২; পদ্ম-সৃষ্টি-৫; কালিকা-৩৫; স্কন্দ-আব-অব-৬৫। (৭) দেবগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন ও বাসুকীকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র

মন্থন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-২৬ ; স্কন্দ-আব-রেবা-৯৯, ১৬১ ; স্কন্দ-নাগ-৩১।

বাসুকীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

বাসুদেব—(১) পাণ্ডুর তনয় ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পুণ্ড্রদেশের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-২৯। (২) বাসুদেব নামে একজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টা ছিলেন। মৎ ২৫২। (৩) ব্রহ্মের এক নাম বাসুদেব। মার্ক ৪। (৪) বসুদের পুত্রের নাম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নি ১২ ; ব্রহ্মাণ্ড ২৩ ; বায়ু ২৩, ৯৩ ; বৃহদ্ধ উত্ত ১৫, ১৬ ; পদ্ম সৃষ্টি ৩৪, ৩৬ ; বিষ্ণু ১ম ২, ৪ ; মহাভা আদি ৬৭ ; সভা ২৯ ; শান্তি ১, ২ ; স্ত্রী ১, ৩ ; অনুশা ৪, ১৭ ; আশ্বমে ১, ২ ; স্বর্গা ৪, ৫ ; বরা ৯৯।

বাসুদেবী—পার্ব্বতীর সহচরী অন্যতমা দেবী। মৎ ৬২।

বাস্কলি—(১) একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও ভরদ্বাজ এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ ১৯৬। (২) দ্বাপর যুগের অবসান সময়ে রাজা বাস্কলি দশাশ্বমেধিক তীর্থ সেবা করিয়া দশাশ্বমেধের ফল লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ আব অব ১৭।

বাহিনীপতি—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, উশিজ ও উতথ্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বাহীক—পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ দেশে লবণ বিক্রয়ী বাহীক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে অতিশয় দুরাচারী ছিল। সে বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার অস্থি গৃধ্র কর্ত্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সে অতিশয় পাপী হইয়াও মুহূর্ত্তে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। স্কন্দ-কাশী-পূ-২৮।

বাহু—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি বৃকের তনয় বাহু। শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণের সহিত হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মিলিত হইয়া, সেই বাহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি অধার্ম্মিক ছিলেন। বাহুর তনয় সগর। হরি ১৩ ; অগ্নি ২৭৩ ; বায়ু ৮৮ ; ব্রহ্মাণ্ড ২৩ ; সৌর ৩০ ; মৎ ১২ ; বিষ্ণু ৪র্থ ৩ ; শিব ধর্ম্ম ৬১। (২) সগরের তনয় অসমঞ্জা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। প্রতিবাসীদের শিশুদিগকে আক্রমণ ও সরযূ জলে নিমজ্জন করিতেন। এই অপরাধে সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভা শান্তি ৫৭। (৩) প্রাচীন কালে বাহু নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক দানবপতি ছিলেন। মহাভা শান্তি ২২৭। (৪) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম

সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখ কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১০—১২। গৌরমুখ দেখ।

বাহুক—(১) রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগরাজ কৌরবের কুলজাত বাহুক, কুমারক, বেণী, কুণ্ডল প্রভৃতি নাগগণ বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭। (২) রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল বাহুক নামে সারথি-রূপে ভূপতি ঋতুপর্ণের আলয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। মহাভা-বন-৬৭। (৩) মনুবংশীয় বৃকের তনয় বাহুক। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনে গমন করেন। মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রমে তাঁহার স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করেন। গর্ভাবস্থায় তাঁহার সপত্নীরা তাঁহাকে অন্নের সহিত বিষ (গর) প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিতই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সগর নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-৮। বাহু দেখ। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮।

বাহুদা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বাহুদা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর শতশির্ষকে প্রদান করিয়া ছিলেন। বাম-৫৭। শতশির্ষ দেখ।

বাহুপত্রিকা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনা-পতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়াগ তীর্থ স্বীয় অনুচরী, কোটরা, ঊর্দ্ধবেণী, শ্রীমতী, বাহুপত্রিকা, পতিতা ও কমলাক্ষীকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম-৫৭।

বাহুপুত্র—মহর্ষি বাহুপুত্র দক্ষের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৯।

বাহুবৃক্ত—অত্রি বংশীয় মহর্ষি বাহুবৃক্ত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫।৭১।১।

বাহুলি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। তিনি গোকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী, বেদ-বেদাঙ্গপারগ ও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনু-৪।

বাহুশাল—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, পুষ্কর তীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বাহুশালকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাম-৫৭।

বাহুশালিনী— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব বাহুশালিনী প্রভৃতি বহু মাতৃকার সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বাহোড়লি—একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ একমাত্র আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বাহ্বতি—যদুবংশীয় নরপতি লোমপাদের তনয় বভ্রু, বভ্রুর তনয় বাহ্বতি, বাহ্বতির তনয় কৌশিক, কৌশিকের তনয় চেদি। হরি-হরি-৩৬।

বাহ্ন—(১) যদুবংশীয় ভজমানের অন্যতম পুত্র বাহ্ন। অগ্নি-২৭৫। ভজমান দেখ (২) যদুবংশীয় ভজমানের পত্নী সৃঞ্জী হইতে বাহ্ন ও উপরিবাহক নামে দুই পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। উপরিবাহক দেখ।

বাহুক—(১) যদুবংশীয় ভজমানের পত্নী, সৃঞ্জয়ী, বাহুক ও উপরিবাহুক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে বাহুক সৃঞ্জয়ের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী নিমি, পণব ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র এবং কনিষ্ঠা পত্নী কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও বামক নামে চারি পুত্র প্রসব করেন। বায়ু-৯৬। (২) বশিষ্ঠ বংশে বাহুক নামে একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর একমাত্র বশিষ্ঠ। মৎ-২০০। উপরিবাহুক দেখ।

বাহুকর্ণ—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কদ্রু হইতে ঐরাবত, ধনঞ্জয়, শঙ্খ, বাহুকর্ণ প্রভৃতি নাগগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা আদি-৩৫। কদ্রু দেখ।

বাহুকা—(১) সঞ্জয়ের কন্যা বাহুকা ও উপবাহুকা জ্যামঘ বংশীয় নরপতি ভজমানের স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে ক্রমি, ক্রমিন, ধৃষ্ট, শূর ও পুরঞ্জয় প্রসূত হন। হরি-হরি-৩৭। (২) নৃপতি সৃঞ্জয়ের কন্যা সৃঞ্জয়ী ও বাহুকা ভজমানের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে বাহুকা হইতে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৪। বাহুক দেখ।

বাহুকুণ্ড—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম বাহুকুণ্ড ছিলেন। মহাভা-উদ্-১০২।

বাহুময়—পরাশর বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তিনি নীল-পরাশর শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর তিনটী—পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ। মৎ-২০১। পরাশর দেখ।

বাহ্বাশ্ব—(১) পুরুবংশীয় নরপতি সুশান্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্বাশ্ব। এই বাহ্বাশ্ব হইতে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিলাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই দেশরক্ষণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। হরি-হরি-৩২। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজমীঢ়ের অন্যতমা স্ত্রী নীলিনী হইতে শান্তি নামে এক পুত্র জন্মে। শান্তির তনয় পুরুজাতি, পুরুজাতির তনয় বাহ্বাশ্ব। এই বাহ্বাশ্বের মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিল নামে পঞ্চ বিক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই রাজা এবং পাঞ্চাল নামে খ্যাত ছিলেন। অগ্নি-২৭৮। অজমীঢ় দেখ।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—(১) কুরুবংশীয় নরপতি প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র ছিল। হস্তিনানগরের বাহিরে বাহ্লিকের সপ্ত রাজ্য ছিল। বাহ্লিকের তনয় সোমদত্ত, সোমদত্তের তনয় ভূরি, ভূরিশ্রবা ও ও শল। বাহ্লিকের কন্যা রোহিণী বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রোহিণী হইতে রাম (বলরাম বা বলদেব) শঠ, শারণ, দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র, পিণ্ডারক

ও উশীনর নামে আট তনয় এবং চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। হরি-হরি-৩২ ; মৎ-৫০ ; মহাভা-আদি-৯৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ-২০ ; বৃহদ্ধ মধ্য-২৯। (২) প্রতীপ তনয় বাহ্লিক কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৩) রাজা কুরুর তনয় অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি এই আট জন। মহাভা-আদি-৯৪ ; স্কন্দ-নাগ-১২, ১৪ ; গর্গ গোল-৫ ; বায়ু-৯৯।

বিংশ—(১) নরপতি ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের অন্যতম বিংশ। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। বিংশের তনয় বিবিংশ, বিবিংশের তনয় খলীনেত্র। মহাভা-অনু-৪। খনিনেত্র দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় খনিত্রের তনয় ক্ষুপ, ক্ষুপের তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র ধার্ম্মিক বিবিংশ। বায়ু-৮৬।

বিংশজ—নাগবংশীয় জনৈক বিদেশী রাজা। বায়ু-৯৯।

বিংশতি—(১) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ তনয় বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শকুনি প্রমুখ পাঁচ শত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিংশতি-প্রমুখ আটচল্লিশ জন নরপতি দক্ষিণাপথের রক্ষক হন। বায়ু-৮৮। (২) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশ ধনুর্ব্বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। বিংশের পুত্র বিবিংশ। মহাভা-আশ্বমে-৪। বিংশ দেখ।

বিকচা—কম্পন নামক যক্ষের পত্নী কেশিনী, নীলা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। নীলার কন্যা বিকচার গর্ভে রাক্ষসপতি বিরূপের ঔরসে দংষ্ট্রাকরাল, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদর, হারক, ভীষক, ক্রামক, বৈনক, পিশাচ, বাহুক ও প্রাশক নামে বহু বীর্য্যশালী পুত্র জন্মে। বায়ু-৬৯।

বিকঞ্জ—কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের পত্নী কুমোদরী হইতে বিকঞ্জ নামক রাক্ষস জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি-৩য়-২।

বিকট—(১)কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম বিকট। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) দেবাসুর সমরে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিকট তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬। (৩) রাক্ষস-পতি সুমালীর অন্যতম তনয়। রামা-উত্ত-৫। তিনি লঙ্কা সমরে প্রাণ-ত্যাগ করেন। রামা-লঙ্কা-৯০। (৪) গণেশের অন্য নাম। অগ্নি-৭১। (৫) প্রভাস ক্ষেত্রের একজন দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭। (৬) মহাদেবের অন্যতম গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬।

বিকটদ্বিজ—কাশীধামে পাশপাণি গণে-

শের দক্ষিণ দিকে বিকটদ্বিজ গণেশ আছেন। তাঁহার পূজা করিলে গাণপত্য পদ প্রাপ্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৭।

বিকটলোচনা— কাশীস্থিতা চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বিকটা—(১) অশোক বনে আবদ্ধা সীতার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্তা অন্যতমা রাক্ষসী। রামা-সুন্দ-২৩, ২৪। (২) কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। (৩) কাশীস্থিত পঞ্চমুদ্র মহা-পীঠে বিকটা নামে মাতৃকা আছেন। তিনি শিশুদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৩।

বিকটাক্ষ—লঙ্কা সমরে অঙ্গদ বিকটাক্ষ নামক রাক্ষসপতিকে বধ করেন। রামা-লঙ্কা-১২৫।

বিকটানন—দুর্গ অসুরের অন্যতম সেনাপতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭১।

বিকটাননা—কাশীস্থিতা একটী যোগিনী। স্কন্দ-কাশী পূ-৪৫।

বিকটাস্য—জালন্ধর দৈত্যের অন্যতম সেনাপতি। তিনি ভৃঙ্গীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেব-হস্তে নিহত হন। পদ্ম-উত্ত-১৭।

বিকটেক্ষণ—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতী-হস্তে নিহত হন। স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-১৯।

বিকদ্রু—বিকদ্রু মথুরাপতি উগ্রসেনের মন্ত্রী এবং অনাধৃষ্টি সেনাপতি ছিলেন। উগ্রসেন এই উভয়ের পরামর্শে কাজ করিতেন। হরি-হরি-১১৫।

বিকম্পন— রাবণের অনুচর একজন রাক্ষসপতি। ভাগ-৯স্ক-১০।

বিকরা—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি গোত্রেই এক একটি যোগিনী ছিলেন। বিকরা একটী গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

বিকরাল—(১) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। মাহেশ্বরী তাঁহাকে বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা বধ করেন। স্কন্দ-মাহে অরু-উত্ত-১৯। (২) যমের আট জন দূত আছেন। তন্মধ্যে বিকরাল একজন। তাঁহারা অনবরত যমের আদেশ পালন করেন। স্কন্দ-নাগ-২২৬। যম দেখ।

বিকর্ণ—(১) অঙ্গদেশের অধিপতি বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ। কুলবর্দ্ধন বিকর্ণের একশত পুত্র ছিল। হরি-হরি-৩১। (২) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম বিকর্ণ ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি অন্যান্য ভ্রাতাদের মত দুরাশয় ছিলেন না। পাশ ক্রীড়ার পরে দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান করিবার সময়ে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৬৬। পরে তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম-হস্তে নিহত হন। ভীম তাঁহাকে বধ করিয়া শেষে বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-দ্রোণ-১৩৭। (৩) বিকর্ণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি মহাদেবের

আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-২।

বিকর্ত্তন—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৩৯।

বিকর্ম্মা—পার্ব্বতীর শরে মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বিকর্ম্মা নিহত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বিকল—(১) শম্বর অসুরের শত পুত্রের অন্যতম বিকল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন-হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১, ১৬২। (২) খসার অন্যতম পুত্র। বায়ু ৬৯। খসা দেখ। (৩) যদু বংশীয় জীমূতের তনয় বিকল, বিকলের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। অগ্নি ২৭৫। জীমূত দেখ।

বিকলা— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সর্ব্বপাপ-বিমোচনা নদী স্বীয় অনুচরী সুষমা, বিকলা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা, খেটকরা, সন্তানিকা, ক্রমুকা, বরবাসিনী, জলেশ্বরী ও কুক্কুটিকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭।

বিকারযশা—ব্রাহ্মণগণের প্রতি গোত্রেই এক একটী গোত্রদেবী আছেন। তিনি এইরূপ একটি গোত্রদেবী। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-৯।

বিকাশিনী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বিকাশিনী ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিকুক্ষি—(১) ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শ্রাদ্ধের জন্য মৃগ হনন করিয়া মাংস আহরণ করিবার জন্য ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে আদেশ করেন। কিন্তু বিকুক্ষি লোভ বশতঃ শ্রাদ্ধের আহৃত মাংস শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করেন। সেইজন্য তিনি শশাদ নামে আখ্যাত হন। বশিষ্ঠের আদেশে ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পরে তিনি অযোধ্যার অধীশ্বর হন। ইহার পুত্র ককুৎস্থ। মৎ-১২; হরি-হরি-১১। (২) বৈবস্বত মনুবংশীয় ইক্ষ্বাকুর তনয় কুক্ষি, কুক্ষির তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় প্রতাপশালী বাণ। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০। (৩) বিকুক্ষি শ্রাদ্ধের জন্য আহৃত মাংস ভক্ষণ করিয়া শশাদ নামে খ্যাত হন। বিষ্ণু-৪র্থ-২; ভাগ-৯স্ক-৬। (৪) ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র উত্তরাপথ নামক দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৬০; অগ্নি-২৭৩; দেবীভাগ-৭স্ক-২; সৌর-৩০। (৫) বিকুক্ষির বিংশতি প্রভৃতি আটচল্লিশ জন পুত্র দক্ষিণাপথের রক্ষক হন। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকুর তনয় বিকুক্ষি, বিকুক্ষির তনয় পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮; পদ্ম-সৃষ্টি-৮।

বিকুণ্ঠন—কুরুবংশীয় নরপতি হস্তীর স্ত্রী যশোধরা হইতে বিকুণ্ঠন জন্মগ্রহণ

করেন। বিকুণ্ঠের স্ত্রী সুদেবা হইতে অজমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫।

বিকুণ্ঠা—সত্যদেবগণ তামস মন্বন্তরে তামসমনুর পত্নী হর্য্যা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি নামে খ্যাত হন। সেই হরি দেবগণ চারিষ্ণব নামক পঞ্চম মন্বন্তরে বিকুণ্ঠা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নামে বিখ্যাত হয়েন। বায়ু-৬৭; বিষ্ণু-৩য়-১।

বিকুম্ভ—রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও বিকুম্ভ। কুম্ভের তনয় অঙ্কুর। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬৮।

বিকৃত—(১) যমের দৌহিত্র পরিবর্ত্তের অন্যতম পুত্র। তাঁহারা বৃক্ষাগ্রে, পরিখা প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গর্ভিনীদের অনিষ্ট সাধন করেন। মার্ক-৫১। অর্দ্ধ-হারী দেখ। (২) পূর্ব্বকালে বিকৃত নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৩) বিরূপ রাক্ষসের পত্নী বিকচার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। বিকচা দেখ।

বিকৃতা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। বায়ু-৫২।

বিকৃতাননা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। বায়ু-৫২।

বিকৃতি—বিদর্ভপতি ভীমের পুত্র জীমূত। জীমূতের তনয় বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের তনয় নবরথ। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; বায়ু-৯৫; ভাগ-৯স্ক-২৪।

বিকেশ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে মহাদেব দমন নামে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার বিশোক, বিকেশ, বিলাপ ও আপনাশন নামে চারি পুত্র ছিল। বায়ু-২৩। দমন দেখ। শিব বায়ু-উত্ত-১০।

বিকেশী—(১) রুদ্রের পত্নী। মার্ক-৫২। (২) মহাদেবের শর্ব্ব নামের মূর্ত্তি ভূমি। এই ভূমির পত্নী বিকেশী এবং তনয় অঙ্গারক। বায়ু-২৭; ব্রহ্মাণ্ড-২৮।

বিকোশ—বিকেশ দেখ।

বিকোক—দানবপতি শকুনির তনয় কোক ও বিকোক কল্কি কর্ত্তৃক নিহত হয়। কল্কি-৩য়-৬, ৭। কোক দেখ।

বিক্রম—(১) দেবাসুর সমরে স্কন্দের সাহায্যার্থ বিষ্ণু স্বীয় গণ বিক্রম, সংক্রম ও পরাক্রমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। পরাক্রম দেখ। (২) ভলন্দনের তনয় নরপতি বৎসপ্রী। এই বৎসপ্রীর স্ত্রী সুনন্দা হইতে বিক্রম, ক্রম, বল প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মে। মার্ক-১১৭। (৩) গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুরী আছে। তথায় দুর্দ্দম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে বিক্রম নামে এক রাজা জন্মে। তিনি স্বীয় কুকর্ম্মের ফলে বহু জন্ম বিবিধ যাতনা প্রাপ্ত হন। পরে এক নিকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন। পদ্ম-উত্ত-১৭৬। ভলন্দন দেখ।

বিক্রমক—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বিক্রমবেতাল—সিংহল দ্বীপের রাজা বিক্রমবেতাল গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় শ্রবণ করিয়া, পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। পদ্ম-উত্ত-১৮৮।

বিক্রমশীল—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রী কালিন্দী হইতে দুর্গম জন্মগ্রহণ করেন। মার্ক-৭৫।

বিক্রমাঢ্য—চন্দ্রবংশে বিক্রমাঢ্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মনোজব। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-১২।

বিক্রমিত্র—মগধের অন্যতম নৃপতি। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

বিক্রান্ত—মহাত্মা বিক্রান্ত হইতে বিক্রম ও ঔদার্য্য সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাগন্ধর্ব্ব নায়ক নামে প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্গদ, বিশ্বকর্ম্মা, চিত্রকেতু ও সোমদত্ত নামে চারি পুত্র এবং অগ্নিকা, কম্বলা ও বসুমতী নাম্নী তিন কন্যা জন্মে। এই কন্যাত্রয়ের কুমার হইতে তিনটী বিক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্ব গণ উৎপন্ন হয়। বায়ু-৬৯। (২) এই বিক্রান্ত হইতে হিরণ্যরোমা, কপিল, সুলোমা, অশেষ, চন্দ্রকেতু, গাঙ্গ ও গোদ নামক মহাবিদ্যাবদাত গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। (৩) নরপতি ঋতধ্বজের পত্নী মদালসা হইতে বিক্রান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। মার্ক-২৫। (৪) বিক্রান্ত নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। বায়ু-৬৫। (৫) হিরণ্যাক্ষের অন্যতম তনয় বিক্রান্ত। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১। হিরণ্যাক্ষ দেখ।

বিক্রান্তা—ভদ্রাকালীর অন্য নাম। বায়ু-৯। পার্ব্বতীর অন্য নাম ব্রহ্মাণ্ড-৯।

বিক্ষর—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনায়ু হইতে বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারি পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (২) প্রাচীন কালে বিক্ষর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিক্ষুর—(১) মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। তিনি দেবী পার্ব্বতীর হস্তে নিহত হন। সৌর-৪৯। (২) দৈত্যপতি বলির অন্যতম সেনাপতি। বাম-৭৪।

বিক্ষোভ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। বায়ু-৬৮। দনু দেখ।

বিক্ষোভন—কশ্যপ হইতে দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বিক্ষোভন প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩।

বিখনা—মহর্ষি বিখনা একজন অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষি। তাঁহারই পুত্র মহর্ষি বভ্র। ঋক্-১।৫১।৯। বভ্র দেখ।

বিগাহন— মুকুট-বংশীয় বিগাহণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মদ্বারা বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ছিলেন। মহাভা-উদ্-৭৩।

বিগ্রহ—দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন বিগ্রহ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-শল্য-৪৬।

বিঘন—রাবণের অনুচর একজন রাক্ষস-পতি। রামা-সুন্দ-৬।

বিঘস—(১) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখ কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১১। (২) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী ও সেনাপতি। বরা-৯৩। (৩) একজন শিবভক্ত দৈত্যপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বিঘ্ন—যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস বধ। এই বধের তনয় বিঘ্ন ও শমন। তাঁহারা উভয়েই দুরাচার। বায়ু-৬৯।

বিঘ্ননাশ—অবন্তী ক্ষেত্রে বিঘ্ননাশ নামে এক দেবতা আছেন। ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত ভাবে শতঘট দ্বারা তাঁহার স্নান করাইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। স্কন্দ-আব-অব-২৩।

বিঘ্ননাশন—গণেশের অন্য নাম। অ-৭১।

বিঘ্নরাজ—(১) অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধে, অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদার আঘাত করেন। সেই আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে যে রুধির ধারা পতিত হয়, সেই রুধির ধারা হইতে বিঘ্নরাজ নামক ভৈরবের উৎপত্তি হয়। বাম-৭০। (২) কাশীতে বিঘ্নরাজ নামে এক গণেশ আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫।

বিঘ্নেশ—রেবা ক্ষেত্রে বিঘ্নেশ নামে এক গণপতি আছেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৩।

বিঘ্নেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বিঘ্নেশ্বর নামে এক গণেশ আছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমুদয় বিঘ্ন দূর হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭২, ১৪৫।

বিচক্র—দানব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করেন। হরি-হরি-১৭২।

বিচক্ষু—(১) প্রাচীন কালের একজন রাজা। তিনি যজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতির নিন্দা করিয়া অহিংস-ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৬৫। (২) একজন বশিষ্ঠ বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বশিষ্ঠ, মিত্রাবরুণ ও কুণ্ডিন এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-২০০।

বিচারু—রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। রুক্মিণী দেখ।

বিচিত্ত—আঙ্গিরস অথর্ব্বনের তিন পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে মনুর কন্যা পথ্যার গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু এবং মানস পুত্র সংবর্ত্ত ও বিচিত্ত। বায়ু-৬৫।

বিচিত্র—(১) রৌচ্য মনুর চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃৎ, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ় নামে দশ পুত্র ছিল। বায়ু-১০০; হরি-হরি-

৭; বিষ্ণু-৩য়-২। (২) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) প্রাচীনকালে বিচিত্র নামে একজন ভূপতি ছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৪) ধর্ম্মরাজ যমের লেখক বিচিত্র। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪।

বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর পত্নী দাশরাজ কন্যা সত্যবতী হইতে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। তিনি যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষয়রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী অম্বিকার গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিদুরের জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৯৫; মৎ-৫০; হরি-হরি-৩২; অগ্নি-২৭৮। দেবীভাগ-১স্ক-২০; বায়ু-৭৩; বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯; পদ্ম-সৃষ্টি-৯; বিষ্ণু-৪র্থ-২০; ভাগ-৯স্ক-২২; স্কন্দ-নাগ-১৪৭।

বিচিত্ররূপা— অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন বিচিত্ররূপা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বিচিত্রেশ্বর— যমের লেখক বিচিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে এক মহাদেবের পূজা করিয়া সিদ্ধকাম হন। তদবধি সেই মহাদেব বিচিত্রেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৪৪।

বিজয়—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি চঞ্চুর বিজয় ও সুদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। বিজয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিজয়ের তনয় রুরুক, রুরুকের তনয় বৃক। হরি-হরি-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ-৩। (২) যদুবংশীয় নরপতি বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা শান্তিদেবার গর্ভে ভোজ ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৫। (৩) দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় জয়ন্ত, জয়ন্তের তনয় বিজয়। হরি-হরি-১৫৪। (৪) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহন্মনার যশোদেবী ও সতী নাম্নী দুই স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে যশোদেবী হইতে জয়দ্রথ এবং সতী হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়ের তনয় ধৃতি, ধৃতির তনয় ধৃতব্রত। হরি-হরি-৩১। (৫) বিজয় নামে এক ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। (৬) সোম বংশীয় সঞ্জয়ের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় কৃতি। হরি-হরি-২৯। (৭) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে রণ-বিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। সেইজন্য তিনি বিজয় নামে অভিহিত হইতেন। মহাভা-বিরা-৪৪। (৮) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত

পুত্রের অন্যতম বিজয়। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৯) বিজয় মহারাজ দশরথের অষ্ট মন্ত্রীর অন্যতম। রামা-আদি-৭; পদ্ম-সৃষ্টি ৩৭; পদ্ম-উত্ত-২৪৩; অগ্নি-৬। (১০) অযোধ্যাপতি দশরথের অন্যতম দূত। দশরথের মৃত্যুর পরে ভরতকে আনিবার জন্য তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। রামা-অযো-৬৮। (১১) সীতাপতি রামচন্দ্রের অন্যতম গুপ্তচর। তাঁহারা রামকে রাজ্যের যাবতীয় গোপনীয় খবর প্রদান করিত। রামা-উত্ত-৫৩। (১২) বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে তাঁহার দুই দ্বারপাল ছিল। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৪; পদ্ম-উত্ত-৫; শিব-জ্ঞান-৫৯; দেবীভাগ ৫স্ক-৮। (১৩) বসু-দেবের অন্যতমা স্ত্রী অপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান ও দেবল নামে তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৭। (১৪) যযাতি বংশীয় বৃহন্মনার অন্যতমা স্ত্রী সত্যা হইতে (হরিবংশে সতী) বিজয়, বিজয় হইতে বৃহৎ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। (১৫) মগধের কাণ্বায়ন বংশীয় যজ্ঞশ্রী বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরে বিজয় ছয় বৎসর ও তৎপুত্র শান্তিকর্ণ চণ্ডশ্রী দশ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; মৎ-২৭৩। (১৬) মনু-বংশীয় নরপতি সুদেবার তনয় বিজয়। বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকের তনয় বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। (১৭) জনক বংশীয় ভূপতি জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ঋত, ঋতের পুত্র শুনক। ভাগ-৯স্ক-১৬; বিষ্ণু-৪র্থ-৫; বায়ু-৮৯। (১৮) নরপতি পুরূরবার উর্ব্বশীর গর্ভজাত অন্যতম তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন। ভাগ-৯স্ক-১৫। (১৯) যযাতি বংশীয় জয়দ্রথের তনয় বিজয়। এই বিজয়ের স্ত্রী সম্ভূতি হইতে ধৃতি এবং ধৃতি হইতে ধৃতব্রত জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮; ভাগ-৯স্ক-২৩। (২০) মগধের শূদ্র বংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভাব্য, ভাব্যের তনয় চন্দ্রবীজ। ভাগ-১২স্ক-১। (২১) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম বিজয়। ভাগ-১০স্ক ৬১। (২২) মনু বংশীয় নরপতি ধুন্ধুর বিজয় ও সুতেজা নামে দুই পুত্র জন্মে। সর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের জেতা বলিয়া তাঁহার নাম বিজয় হয়। বিজয়ের পুত্র পরম ধার্ম্মিক রুচক। লি-৬৬। (২৩) মহর্ষি তৃণবিন্দুর জয়, ও বিজয় নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যকে শাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে একজন কুম্ভীর ও অপর হস্তীরূপে পরিণত হন। বরা-১৪৫। (২৪) চন্দ্র বংশীয় নরপতি জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের তনয় যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞকৃতের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন। বিষ্ণু-৪র্থ-৯। (২৫) ইক্ষ্বাকু

বংশীয় নরপতি ধুন্ধুর তনয় বিজয় ও বসুদেব। তন্মধ্যে বিজয়ের পুত্র বীর্য্যবান্ কারুক। কূর্ম্ম-২১। (২৬) ইন্দীবর বিদ্যাধর কন্যা মনোরমা স্বারোচিষ মনুর পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। মার্ক-৬৩। (২৭) রৈবত মন্বন্তরে ভাব্য নামক দেবগণের অন্যতম বিজয় ছিলেন। বায়ু-৬২। ভাব্যগণ দেখ। (২৮) মণিবর যক্ষের পত্নী দেবজনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। দেবজনী ও মণিবর দেখ। (২৯) বরুণের স্ত্রী সামুদ্রী দেবী সুনাদেবী নামে খ্যাত ছিলেন। তাহা হইতে কলি ও বৈদ্য নামে দুই পুত্র এবং সুরসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কলির পুত্র জয় ও ও বিজয়। বায়ু-৮৪। (৩০) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হরিত, হরিতের তনয় ধুন্ধু, ধুন্ধুর তনয় সুদেব ও বিজয়। বিজয়ের পুত্র কুরুক। সৌর-৩০। (৩১) হরিতের পুত্র চঞ্চু, চঞ্চুর তনয় বিজয় ও সুমেরু। বিজয়ের তনয় রুরুকা। বায়ু-৮৮। (৩২) দেবহূতি নামে নরপতি তৃণবিন্দুর এক কন্যা ছিলেন। তাহাহইতে কর্দ্দম প্রজাপতির জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুভক্ত দুই পুত্র জন্মে। পদ্ম-উত্ত-১১০। (৩৩) হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ পূর্ব্বজন্মে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৭। (৩৪) বৃদ্ধশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা চারুমতিকে অনন্ত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন। তাঁহাদের জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। কল্কি-২স্ক-৪, ৬। (৩৫) নরপতি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, রোহিতের তনয় হারীত, হারীতের তনয় চম্প, চম্পের তনয় বসুদেব, বসুদেবের তনয় বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভব্য। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৮। (৩৬) যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী উপদেবী হইতে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান ও দেবল নামে চারি পুত্র প্রসূত হয়। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (৩৭) বেতাল বংশীয় সুমতির কল্প নামে এক পুত্র জন্মে। কল্পের তনয় বিজয়। বিজয় ইন্দ্রে[র] আদেশে খাণ্ডব নামে এক বিস্তৃ[ত] বনভূমি নির্ম্মাণ করেন। কালিকা-৮৯। (৩৮) প্রাচীনকালে জল্প নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুবাহু, শত্রুমর্দ্দী, জয়, বিজয় ও বিক্রান্ত নামে পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহারা পাঁচ প্রদেশে[র] রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয় উত্ত[র] প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

বিজয়দত্ত—পূর্ব্বকালে গালব নামে এ[ক] মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কান্তিম[তী] নামে এক কন্যা ছিল। এই কন্যা[র] প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া সুদর্শন সুকর্ণ নামে বিদ্যাধর কুমার গাল[বে]

শাপে যমুনাতটবাসী গোবিন্দ-স্বামী নামক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মলাভ করেন। তখন তাঁহাদের নাম বিজয়দত্ত ও অশোকদত্ত হয়। স্কন্দ-আব-চতু-৬৬।

বিজয়ভৈরবী—কাশীকে রক্ষা করিবার জন্য সুপ্রতীক সরোবরের উত্তর দিকে বিজয়ভৈরবী নামে মহাগৌরী অবস্থিতা আছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৬।

বিজয়া—(১) কুরুবংশীয় ভরতের স্ত্রী সুনন্দা হইতে ভূমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। ভূমন্যুর পত্নী বিজয়া হইতে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র সহদেব স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন। তাহা হইতে সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২২; বিষ্ণু-৪র্থ-২০; বায়ু-৯৯; মহাভা-আদি-৯৫। (৩) যমের দৌহিত্র দন্তা-কৃষ্টির অন্যতমা কন্যা। এই দুষ্টা বিজয়া লোকের অহিতকারিণী। মার্ক-৫১। অর্দ্ধহারী দেখ। (৪) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসম্ভূতা বৈষ্ণবীমূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (৫) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা দেবী। মৎ-১৭৯। (৬) ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীদেবীর গর্ভে পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ছয়কৃত্তিকা, যোগ ও করণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। পার্ব্বতীর অন্যতমা সখী। লি-১০২; স্কন্দ-নাগ-২৫৪। (৭) জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা ইঁহারা গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার গর্ভজাতা এবং পার্ব্বতীর সহচরী। বাম-৪; পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৮) হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর অন্য নাম। শিব-জ্ঞান-৬। (৯) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা বিজয়া। কালিকা-৬৩; অগ্নি-৫২। (১০) ধীর নামক ব্রাহ্মণের পত্নী রম্ভা হইতে কৌশিক নামে এক পুত্র ও বিজয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মে। কৌশিক বুধাষ্টমী ব্রত করিয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী যম-রাজের পত্নী হইয়াছিলেন। অগ্নি-১৮৪। (১১) শ্রীকৃষ্ণের এক পত্নীর নামও বিজয়া ছিল। অগ্নি-২৭৬; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১২) জয়া ও বিজয়া নাম্নী পার্ব্ব-তীর সখীদ্বয় ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীদাম ও বসুদাম নামে দুই পুরুষ হইয়া ছিলেন। শ্রীমহাভা-৪৯, ৫৮। (১৩) সতীর ভগিনীর কন্যার নাম বিজয়া ছিল। সতীর মৃত্যুর পরে তিনি আসিয়া, "মাসী মাসী" বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কালিকা-১৬। (১৪) মহেশ্বরীর শরীর-সম্ভূতা অন্যতমা মহা শক্তি। তাঁহারা দানব-সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। (১৫) দক্ষের জয়া, বিজয়া, মধুস্পন্দা

ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা, কান্তা, শুভা, সুভদ্রা ও ধার্ম্মিকা নাম্নী কন্যাগণ রুদ্রগণের স্ত্রী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

বিজয়েশ—কাশীস্থিত বিজয়েশদেবকে কাশ্মীর দেশ হইতে আনা হইয়াছিল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯।

বিজল্পা—যমের দুহিতা নির্ম্মাষ্টি দুঃসহের পত্নী ছিলেন। দন্তাকৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্র। এই দন্তাকৃষ্টির বিজল্পা ও কলহা নাম্নী দুইটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে বিজল্পা অবজ্ঞা মিথ্যা ও দুষ্ট বচন কারিণী। মার্ক-৫১।

বিজাত—যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম তনয় বিজাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩।

বিজিতাশ্ব—(১) রাজা বেণের তনয় পৃথু ইন্দ্রের অশ্ব জয় করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিজিতাশ্ব হইয়াছিল। ভাগ-৪স্ক ১৯। (২) আবার এই পৃথুর পত্নী অর্চ্চি হইতে বিজিতাশ্ব, হর্য্যক্ষ, ধূম্রকেশ, দ্রবিণ ও বৃক নামে পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই বিজিতাশ্বের অন্য নাম অন্তর্দ্ধান ছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র এবং দ্বিতীয়া নভস্বতীর গর্ভে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-২২।

বিজিতি—লক্ষ্মীর অন্যতমা প্রিয় সহচরী। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিজৃম্ভ— সিংহলের রাজা বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় সমাগত অন্যতম নরপতি। কল্কি-১ম-৫।

বিজৃম্ভক—প্রভাস-ক্ষেত্রের নৈঋতদিক-রক্ষক অন্যতম দ্বারপাল। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৭।

বিজ্ঞ—কল্কির অনুজ প্রাজ্ঞ। তাঁহার পত্নী সন্নতি যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কল্কি-২য়-৬। প্রাজ্ঞ দেখ।

বিজ্ঞপ্তিকৌতুক—একজন বিদ্যাধরপতি। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮।

বিজ্ঞাত—ধর্ম্মের পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, ঈশান, সুরভী অরুণ, মরুত, বিশ্বাবসু, সুবল, ধ্রুব, মহিষ, তনুজ, বিজ্ঞাত, মনস, মৎসর ও বিভূতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (২) ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পৌর্ণমাস, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হয়েন। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিজ্ঞাতি—জয় নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিজ্বর—অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১।

বিজ্বরেশ্বর—কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিটঙ্ক-নরসিংহ—কাশীস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে বিটঙ্ক-নরসিংহ নামে এক মহাদেব আছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নর ভয়শূন্য হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বিটভূত—বরুণদেবের অনুগত একজন নাগপতি। মহাভা-সভা-৯।

বিটরূপ— দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অনুগত একজন দানবপতি। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৫।

বিড়ম্বিনী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বিড়াল—মহিষাসুরের একজন সেনাপতি। তিনি মহেশ্বরী কর্ত্তৃক নিহত হন। দেবীভাগ-৫স্ক-৩, ৫।

বিড়ালজম্ভ—জালন্ধর দৈত্যের একজন সেনাপতি। তিনি মহাদেব কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত ও নিহত হন। পদ্ম-উত্ত-১৮।

বিড়ালাক্ষ্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি সেনাপতি চক্ষুর বিনাশের পর সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মহেশ্বরীর শরাঘাতে শমন সদনে গমন করেন। দেবীভাগ-৫স্ক ১৫। দৈত্য পতি ধুন্ধুর অন্যতম সেনাপতি। বাম ৭৮; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

বিড়ালাস্য—মহিষাসুরের অন্যতম সেনা পতি। তিনি দেবী মহেশ্বরীর শরে নিহত হন। দেবীভাগ-১০স্ক-১২।

বিড়ালী—(১) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২। (২) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল যোগিনীর সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (৩) মাহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা অন্যতমা মাতৃকা। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৬।

বিড়ৌজা—গান্ধার দেশের অধিপতি বিড়ৌজা প্রদ্যুম্নের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২২।

বিতত্য—কাশীর রাজা বিহব্যের তনয় বিতত্য। বিতত্যের তনয় সত্য এবং এই সত্যের পুত্র সন্ত। মহাভা-অনু-৩০।

বিতথ—(১) মহীপতি ভরতের তনয় ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের তনয় বিতথ। বিতথ হইতে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। সুহোত্রের তনয় কাশিক ও গৃৎসমতি। হরি-হরি-৩২; ভাগ-৯স্ক ২১। (২) নরপতি ভরত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নাম বিতথ রাখেন। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৩) বিতথের তনয় ভূমন্যু। বায়ু ৯৯; মৎ ৪৯। (৪) বিতথের সুহোত্র, সুহেতা, গয়, গভ ও কপিল নামে পঞ্চ পুত্র ছিল। অগ্নি-২৭৮। (৫) বিতথের পুত্র মন্যু। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

বিতর্ক—কুরুবংশীয় জনমেজয়ের অন্যতম তনয় ধৃতরাষ্ট্র। এই ধৃতরাষ্ট্রের কুন্তিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিল, হবিশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে দ্বাদশ পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৯৪।

বিতর্দ্ধন—লঙ্কাপতি রাবণের অন্যতম

সেনাপতি। তিনি লঙ্কা সমরে গতায়ু হন। রামা-লঙ্কা-৬৪।

বিতস্তা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিতস্তা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর ষোড়শকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (২) মহাদেবের বরে কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, বিতস্তা প্রভৃতি ষোড়শী নদী অগ্নির পত্নী হইয়াছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২২।

বিতান—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ নামক দেবতা সকল উৎপন্ন হন। বিতান সাধ্যগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। মৎ-১৭১। সাধ্যগণ দেখ।

বিত্ত—সাবর্ণি মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণ ছিলেন। এই দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা বিত্ত ছিলেন। বায়ু-১০০।

বিত্তদা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা বিত্তদা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিত্তবান্—রৈবত মনুর অন্যতম তনয়। মৎ-৯। রৈবতমনু দেখ।

বিত্তি—ব্রহ্মার মুখ হইতে দর্শ, পৌর্ণমাস, বিত্তি, সুবিত্তি প্রভৃতি জয় নামক দেবগণ প্রথম সৃষ্ট হন। বায়ু-৬৭। জয়গণ ও ব্রহ্মা দেখ।

বিদ্—(১) ভৃগুবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের ঔর্ব্বেয় ও মারুত এই দুইটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-৯৫। (২) বিদ্ নামে একজন মন্ত্রবাদী ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৫। (৩) শুক নামক দেবগণের অন্যতম বিদ্। বায়ু-১০০। বিত্ত দেখ।

বিদণ্ড—বিদণ্ড নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার তনয়ের নাম দণ্ড। মহাভা-আদি-১৮৬।

বিদথ—রাজা মরুতাশ্বের তনয় বিদথ মহর্ষি সম্বরণকে রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল কতিপয় অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৩৩।৯।

বিদথী—অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের একজন ঋষি। বিদথী ঋষির তনয় ঋজিশ্বা। ঋক্ ৪।১৬।১৩।

বিদদশ্ব—বৈদিক, যুগে বিদদশ্ব নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার তনয় রাজর্ষি পুরুমীঢ়। ঋক্-৫।৬১।১০।

বিদর্ভ—(১) যদুবংশীয় নরপতি জ্যামঘ যুদ্ধ-বিজয়ের পর একদা উপদানবী নাম্নী একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহাকে স্বীয় ভার্য্যা শৈব্যার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই কন্যা তোমার পুত্রবধূ হইবে।" কিন্তু শৈব্যার তখনো কোন সন্তান হয় নাই। পরে তাঁহার উগ্র তপস্যার বলে বৃদ্ধ বয়সে শৈব্যা বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের পত্নী উপদানবী হইতে ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে তিন পুত্র জন্মে। হরি-হরি-৩৬; অগ্নি-২৭৫; বায়ু-৯৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩; বিষ্ণু-৪র্থ

১২। (২) রাজর্ষি যাদবের পুত্র বিদর্ভ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে তিনি বিদর্ভ নাম্নী নগরী স্থাপন করেন। হরি-হরি-১১৫। (৩) বিদর্ভ নামে এক ঋষি ছিলেন। হরি-হরি-১৬৬। (৪) যদুবংশীয় জ্যামঘের পত্নী চৈত্রা বৃদ্ধ বয়সে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বিদর্ভের তনয় ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ। মৎ-৪৪। এই ক্রথের এক পুত্রের নামও বিদর্ভ ছিল। মৎ-৪৪। (৫) ক্রোষ্টুর বংশে ক্রথ, বিদর্ভ ও কোশলের উৎপত্তি হয়। সৌর-৩১। (৬) মনুবংশীয় নৃপতি ঋষভের পত্নী জয়ন্তী হইতে ভরত প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিদর্ভ প্রভৃতি নয়জন জ্যেষ্ঠ বিদর্ভের অনুগামী ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-৪। (৭) জ্যামঘের পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের স্ত্রীর নাম ভোজ্যা ছিল। এই ভোজ্যাকে জ্যামঘ ইন্দ্র-ভবন হইতে হরণ করিয়া আনিয়া-ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-২৩।

বিদর্ভা—চাক্ষুষমনুর পত্নীর নাম বিদর্ভা ছিল। তিনি নরপতি উগ্রের কন্যা ছিলেন। মার্ক ৭৬।

বিদল—উৎপল ও বিদল নামক দৈত্য-দ্বয় দুর্গাকে অপমানিত করিতে যাইয়া বিনষ্ট হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৫।

বিদল্ল—কোশল দেশে ধ্রুবসন্ধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বিদল্লের পরামর্শে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মনোরমা স্বীয় পুত্র সুদর্শনকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৩স্ক-১৪—১৬।

বিদারণ—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম ভ্রাতা। জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ কালে, তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরে অর্জ্জুন হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মহাভা-বন-২৬২—৭০।

বিদারণ-নরসিংহ—কাশীস্থিত একটি শিব লিঙ্গ। তিনি কাশীর সমুদয় বিঘ্ন অপসারণ করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বিদিগ্ধ—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের যজুর্ব্বেদ-অধ্যায়ী যে পঞ্চদশ জন শিষ্য অশ্ব (বাজী) নামে খ্যাত ছিলেন, মহর্ষি বিদিগ্ধ তাহাদের অন্যতম ছিলেন। বায়ু-৬১। ব্রহ্মাণ্ড-৬৭। আপ্য দেখ।

বিদুর—(১) নরপতি বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার এক দাসী হইতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ঔরসে বিদুরের জন্ম হয়। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন, যদিও ধৃতরাষ্ট্র তাহার কথায় সব সময় কর্ণপাত করিতেন না। কারণ তিনি পাণ্ডবদেরও পরামর্শ দাতা ছিলেন। মহাভা-আদি-৯৫। (২) মহীপতি দেবকের পারশবী কন্যাকে বিদুর বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৯৫। যম মাণ্ডক মুনির শাপে শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যমের অনুপস্থিত কালে সূর্য্য তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদুর প্রভাস তীর্থে দেহত্যাগ করেন। ভাগ-১স্ক-

১৫ ; ৯স্ক-২২ ; মৎ-৫০। (৩) একটী রুদ্রের নাম। অগ্নি-৮৫ ; দেবীভাগ-২স্ক-৬ ; ৪স্ক-২২ ; ৬স্ক-২৫। বায়ু-৯৬, ৯৯ ; স্কন্দ-নাগ-৫৯, ৭৪, ১৩৮। রুদ্রগণ দেখ।

বিদুরথ, বিদূরথ—(১) ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি-মনুর অন্যতম অপত্য। হরি-হরি-৭ ; বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্মমেরুসাবর্ণি ও অদূর দেখ। (২) পুরুবংশীয় প্রথম জনমেজয়ের অন্যতম তনয় সুরথ, সুরথের অন্যতম তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় ঋক্ষ। হরি-হরি-৩২। (৩) সাত্বত বংশীয় অন্ধকের অন্যতম তনয় ভজমান, ভজমানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব। হরি-হরি-৩৮। অন্ধক দেখ। (৪) চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর পত্নী শুভাঙ্গী হইতে বিদূরথের জন্ম হয়। কুরু দেখ। বিদূরথের পত্নী সুপ্রিয়া হইতে অনশ্বার উদ্ভব হয়। মহাভা-আদি-৯৫, ১৮৬। (৫) পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথের তনয় সর্ব্বকর্ম্মাকে মহর্ষি পরাশর শূদ্র পরিচয় প্রদানে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (৬) জনৈক নরপতি। স্কন্দ-আব-চতু-৩৩। কুজম্ভ দেখ। (৭) যদুবংশীয় নির্ব্বৃতির তনয় বিদুরথ, বিদুরথের তনয় দশার্হ, দশার্হের তনয় ব্যোম। মৎ-৪৪। (৮) বভ্রুর অন্যতম পুত্র ভজমান, তৎপুত্র বিদুরথ, বিদুরথের তনয় রাজাধিদেব। মৎ-৪৪। (৯) কুরুর পঞ্চ পুত্রের অন্যত[ম] জহ্নু, জহ্নুর তনয় সুরথ, সুরথের পু[ত্র] বিদুরথ, বিদুরথের পুত্র সার্ব্বভৌম। কল্কি-৩য়-৪ ; মৎ-৫০ ; বিষ্ণু-৪র্থ-১৪ ২০ ; কূর্ম্ম-পূ-২৪। কুরু দেখ। (১০) বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার সুনীতি ও সুমতি না[মে] দুই পুত্র এবং মুদাবতী নাম্নী এ[ক] কন্যা ছিল। এই মুদাবতীকে কুজ[ম্ভ] নামক রাক্ষস হরণ করিয়াছিল বিদূরথের বন্ধুর পুত্র বৎসপ্রী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। মুদা-বতীর অপর নাম ছিল সৌনন্দা। মার্ক ১১৬। কুজম্ভ দেখ। (১১) দাক্ষিণাতে বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার কন্যা মানিনী নৃপতি রাজ্যবর্দ্ধ-নের পত্নী ছিলেন। মার্ক-৯। (১২) চৈদ্যবংশীয় নরপতি নিধৃতির পুত্র উদর্ক ও বিদূরথ। অগ্নি-২৭৫। উদর্ক দেখ (১৩) যযাতি বংশীয় ভজমানের পু[ত্র] বিদূরথ। বিদূরথের তনয় রাজাধিদেব, শূর ও বিদুর। বায়ু-৯৬। (১৪) ঋত-সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র বিদূরথ। বায়ু ১০০। ঋত-সাবর্ণি দেখ। (১৫) যদু-বংশীয় নিবৃত্তির তনয় দাশার্হ। তিনি বিদূরথ নামেও খ্যাত ছিলেন। বিদূ-রথের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র জীমূত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। জীমূত দেখ। (১৬) নরপতি জনমেজয়ের সুরথ ও মহিমা[ন] নামে দুই পুত্র ছিল। সুরথের তনয় বিদূরথ ও ঋক্ষ। অগ্নি-২৭৮।

বিদুলা—বিদুলা নামে ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভবা দীর্ঘ-দর্শিনী এক রমণী ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মাতার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় যুদ্ধে গমন করিয়া জয়শ্রী লাভ করেন। মহাভা-উদ্ ১৩১—৩৪।

বিদুষ, বিদুষ—যযাতি বংশীয় ঘৃতের পুত্র বিদুষ। বিদুষের তনয় প্রচেতা। এই প্রচেতার একশত পুত্র। তাঁহারা সকলেই উত্তর দিক অধিকার করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি হন। মৎ-৪৮; অগ্নি-২৭৭। প্রচেতা দেখ।

বিদেশক—করালক হইতে উপায়-কেত-নাখ্য ভূতগণের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদের নাম—সুতার, কালভবন, নির্দ্দেশক, বিদেশক প্রভৃতি। এই ভূতগণ ভূমিচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বিদেহ—নিমি রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে দেহহীন হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি বিদেহ নামে খ্যাত হন। দেবীভাগ-৬স্ক-১৪। নিমি দেখ।

বিদেহক—ত্বিবিমান্ দেবগণের অন্যতম বিদেহক। ব্রহ্মা-৩২; বায়ু-৩১। ত্বিবিমান্ দেখ।

বিদৈবত—একটী প্রেতের নাম। বৈদিশ পুরে দেবরাত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই কুকর্ম্মান্বিত ছিল। তন্মধ্যে যে জন দেবতার অর্চ্চনা না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিত, তাহার নাম বিদৈবত প্রেত হইয়াছিল। স্কন্দ-নাগ-১৮।

বিদ্বান্—(১) স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামে দুইটী দেবগণ বর্ত্তমান ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। (২) যদুবংশীয় রেবতের তনয় বিদ্বান্। তিনি তুম্বুরুর সখা ছিলেন। বায়ু-৯৬।

বিদ্বেষিনী—দুঃসহের অন্যতমা কন্যা ও যমের দৌহিত্রী বিদ্বেষিনী লোকের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মাইয়া থাকেন। তাহার লোকের অনিষ্টকারী দুই পুত্র। বিদ্বেষিনীর ভ্রুকুটী ও কুটিলাননা নাম্নী কন্যাদ্বয় সতত লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে। মার্ক-৫১। নির্ম্মাষ্টি ও অর্দ্ধহারী দেখ।

বিম্বসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতি ক্ষত্রৌজার তনয় বিম্বসার। বিম্বসারের পুত্র অজাতশত্রু এবং অজাতশত্রুর পুত্র দর্ভক। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। ক্ষত্রৌজা দেখ।

বিদ্যা—গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী পার্ব্বতীর সহচরী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধে তাঁহারা পার্ব্বতীর অনু-গামিনী ছিলেন। মহাভা-বন-২২৯। (২) বিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি। বিষ্ণু-৫ম-২; বৃহন্নারদীয়-৩; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। (৩) প্রজাপতি দক্ষের ভদ্রা, মদিরা,

বিদ্যা, ধন্যা ও ধনা নাম্নী পঞ্চ কন্যা কুবেরের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯। কুবের দেখ।

বিদ্যাচণ্ড—কুরুক্ষেত্রে সুদরিদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র বিদ্যাচণ্ড। তাঁহারা বহু জন্ম পাপ ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মৎ-২১।

বিদ্যাধর—দেবতাদের একটী শ্রেণীর নাম বিদ্যাধর। চিত্ররথ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের অধিপতি ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৭।

বিদ্যানন্দ—একজন ঋষির নাম। গন্ধর্ব্ব-পতি চিত্রসেনের দৌহিত্রী অলিকা নাম্নী কুশীলা গন্ধর্ব্বী, তাঁহার আলয়ে পত্নীরূপে দশ বৎসর বাস করিয়া অবশেষে এক-দিন বিদ্যানন্দকে বধ করিয়াছিল। স্কন্দ-আব রেবা-১২৫।

বিদ্যাপতি—অবন্তী নগরে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া রাজার জন্য নির্ম্মাল্য মালা আনয়ন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরুষো-৭, ৯, ১৪, ১৯।

বিদ্যাবতী—অপ্সরা বিশেষ। বায়ু-৬৯।

বিদ্যাবান্—স্বারোচিষ-মন্বন্তরে দেবতা-দের পারাবত নামে একটী গণ ছিল। বিদ্যাবান্ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ৬৮। পারাবত দেখ।

বিদ্যারাজ—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে, একদা অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদা দ্বারা আঘাত করেন। সেই গদাক্ষত মস্তক হইতে রুধির-ধারা বহির্গত হইতে থাকে। সেই রুধির-ধারা হইতে বিদ্যারাজ, রুদ্র, চণ্ডকপালাদি চারি জন, ললিতরাজ ও বিঘ্নরাজ নামে চারি জন ভৈরবের উদ্ভব হইয়াছিল। বাম-৭০।

বিদ্যুৎ—(১) প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যাকে প্রজাপতি বহুপুত্র বিবাহ করেন। তাঁহাদের তনয় বিদ্যুৎ, মেঘ, অশনি ও ইন্দ্রধনু এই চারি জন। হরি-হরি-৩; বায়ু ৬৬ (২) রাক্ষসপতি বিদ্যুত অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২য়-১০; বায়ু-৫২। ঋতু দেখ। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে যে সমস্ত শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, বিদ্যুৎ তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য। শিব-বায়-উত্ত-১০। (৪) বিদ্যুতের তনয় চারি জন। অগ্নি-১৯। (৫) বিদ্যুতের পুত্র রুমণ। বায়ু-৬৯। (৬) বারাণসীর অধিপতি দুর্জ্জয় ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ নামে দুই অসুরকে স্বর্গের লোকপাল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বরা-১০। পরে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করেন। বরা-১৬।

বিদ্যুৎকেশ—হেতী রাক্ষসের পত্নী ভয়া হইতে বিদ্যুৎকেশের জন্ম হয়। সন্ধ্যা রাক্ষসীর কন্যা সালকটঙ্কটাকে তিনি

বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র সুকেশ। রামা-উত্ত-৪ ; স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বিদ্যুৎকেশী—(১) পুরাকালে বিদ্যুৎকেশী নামে এক রাক্ষসরাজ ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম সুকেশী। বাম-১১। (২) যমুনাতটবাসী গোবিন্দস্বামী নামক ব্রাহ্মণের পুত্র অশোকদত্ত, গালব মুনির শাপে মনুষ্য দেহে জন্মলাভ করেন। তিনি রাজা প্রতাপ মুকুটের বেতন-ভোগী মল্ল ছিলেন। তিনি বীরত্বের কার্য্য করিয়া রাজার কন্যা মনলেখাকে এবং বিদ্যুৎকেশী নামক এক রাক্ষসীকে পরাজয় করিয়া তাহার কন্যা বিদ্যুৎ-প্রভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৮, ৯।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(১) কালকেয় বংশসম্ভূত দৈত্য বিশেষ। তিনি রাবণের ভগিনী সূর্পনখাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাবণ একবার রসাতল জয় করিতে গমন করিয়া কালকেয় দৈত্যদিগকে পরাস্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভগিনীপতি বিদ্যুজ্জিহ্বকেও সংহার করেন। রামা-উত্ত-২৩। কিন্তু লঙ্কা-কাণ্ডের ৯০ ও ১২৫ অধ্যায়ে আছে যে তিনি বানরসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। (২) মহর্ষি বিশ্রবার অন্যতমা স্ত্রী বাকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সৌর-৩০ ; বায়ু-৭০। (৩) কশ্যপের পত্নী খসার গর্ভজাত অন্যতম তনয়। বায়ু-৬৯। (৪) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, মাতৃকা জটাধরা তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর করাল ও বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রভৃতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। করাল দেখ। (৫) রুরু নামক অসুরের তনয় দুর্গ। এই দুর্গাসুরের সহিত দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দুর্গাসুরের অন্যতম সেনা-পতি বিদ্যুজ্জিহ্ব, দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরে শয়ন করেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০, ৭১। (৬) বিশ্র-বনের পত্নী বীকা হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে তিন পুত্র ও শ্যামিকা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। (৭) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯৪। শুষ্ককর্ণ দেখ।

বিদ্যুজ্জিহ্বা—(১) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে মাতৃগণ তাঁহার সাহায্যার্থ বিদ্যুজ্জিহ্বা প্রভৃতি বহু মাতৃকাকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

বিদ্যুতা—অপ্সরা বিশেষ। মহর্ষি অষ্টা-বক্রের বিবাহে তিনি নৃত্য করিয়া-ছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯।

বিদ্যুতাক্ষ—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি যে সকল সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৬।

বিদ্যুৎপন্না—কশ্যপের স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা প্রধা হইতে অলম্বুষা, রম্ভা, বিদ্যুৎপন্না প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণ প্রসূত হয়। অলম্বুষা দেখ।

বিদ্যুৎপর্ণা—(১) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী কপিলা হইতে অরুণা, তিলোত্তমা, বিদ্যুৎপর্ণা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৫। কপিলা দেখ। (২) লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা। বায়ু-৬৯। লৌকিকী অপ্সরা দেখ।

বিদ্যুৎপ্রভ—(১) কুশদ্বীপের অধিপতি বিদ্যুৎপ্রভ মহাদেবের বরপ্রভাবে ত্রিলোকের আধিপত্য ও শত লক্ষ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-২৪। (২) মহর্ষি বিদ্যুৎপ্রভ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট নিকৃষ্ট প্রাণী বধের পাপের কথা শুনিয়াছিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের কথা শুনাইয়াছিলেন। মহাভা-অনু-১২৫।

বিদ্যুৎপ্রভা—(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র-সমদ্ভূতা বৈষ্ণবী-মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (২) বারাণসীর রাজা সুপ্রতীকের অন্যতমা পত্নী বিদ্যুৎপ্রভা মহর্ষি আত্রেয়ের প্রসাদে দুর্জ্জয় নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বরা-১০। (৩) বিদ্যুৎকেশী নামক রাক্ষসীর কন্যা। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৯। বিদ্যুৎকেশী দেখ। (৪) অপ্সরা বিশেষ। বিশ্বানরের পত্নী শুচিষ্মতী এক পুত্র প্রসব করিলে পর তিনি আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১১। (৫) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বিদ্যুৎবর্চ্চা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম তিনি ছিলেন। মহাভা-অনু-৯১।

বিদ্যুৎবর্ণা—চৌত্রিশটী মৌনেয় অপ্সরা ছিল। তাঁহাদের অন্যতমা বিদ্যুৎবর্ণা। বায়ু-৬৯। মৌনেয় অপ্সরা দেখ।

বিদ্যুদ্দংষ্ট্র—একজন বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে তিনি ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন। রামা-লঙ্কা-৭৩।

বিদ্যুৎমালা—অপ্সরা বিশেষ। দেবী-ভাগ-৪স্ক-৬।

বিদ্যুৎমালী—(১) তারকাসুরের অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মার বরে তারকের বিদ্যুৎমালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ নামে তিন পুত্র অতিশয় প্রবল হইয়া দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে মহাদেব তাঁহাদিগকে বধ করেন। লি-৭১, ৭২। তারক ও তারকাক্ষ দেখ। সৌর-৩৪। (২) মহিষাসুরের অন্যতম মন্ত্রী। সৌর-৪৯; মৎ-১২৯—১৩৫; শিব-জ্ঞান-১৯—২৪; শিব-ধর্ম্ম-৩। (৩) একবার বিদ্যুৎমালী নামক রক্ষপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত বিমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া রাত্রি

বিলোপ করিতেছিলেন! তাহাতে সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা বিমান বিনষ্ট করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া মহাদেব স্বীয় ভক্তের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। এবং কোপদৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ইহাতে সূর্য্য দহ্যমান হইয়া বারাণসী ধামে পতিত হন। সেইজন্য সূর্য্যের নাম হয় লোলার্ক। ভাগ-১স্ক ৭। (৪) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বৈষ্ণবমূর্ত্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। বরা-৯২—৯৫। বৈষ্ণবী দেখ। বাম-৬৯। ত্রিপুরত্রয়ের নাম বিদ্যুৎমালী, তারক ও কপোল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৭২। (৫) লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-সুন্দ-৬।

বিদ্যুৎরূপ—লঙ্কার অধিবাসী একজন রাক্ষসপতি। রামা-সুন্দরা-৬।

বিদ্যেশ্বর—কাশীতে চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিদ্যোত—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লম্বা হইতে বিদ্যোত জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যোতের সন্তান মেঘ সকল। ভাগ-৬স্ক-৬; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪।

বিদ্যোতা—অপ্সরা বিশেষ। মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিবাহে তিনি নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-অনুশা-১৯।

বিদ্যোপরিচয়—বিদ্যোপরিচয় নামে এক অন্তরীক্ষচর বসু হইতে গিরিকা, বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মণিবাহন, মাথল্য, নলিন ও মৎস্যকাল নামে সাত পুত্র লাভ করেন। বৃহদ্রথ মগধের রাজা ছিলেন। বায়ু-৯৯; হরি-হরি-৩২; মহাভা-আদি-৬৩; মৎ-৫০; অগ্নি-২৭৮। গিরিকা দেখ।

বিদ্রাবণ—কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-৩। দনু দেখ। মৎ-৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪।

বিদ্রুম—(১) পূর্ব্বকালে পুরিকা নাম্নী পুরীতে বেদবেদাঙ্গপারগ পরম ধার্ম্মিক বিদ্রুম নামক মুনি বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সোমা এবং পুত্রের নাম অনন্ত ছিল। কল্কি-২স্ক-৪। অনন্ত দেখ। (২) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে কর্ণা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিদ্রুম ও সন্নিভকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। কর্ণা দেখ।

বিধর্ত্তা—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্‌গণ দেখ।

বিধম—কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতি হইতে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম ও বিধম নামক চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বিধম এক-পাদ বিশিষ্ট। তাঁহার পত্নী রেবতী। বায়ু-৮৪। কলি দেখ।

বিধর্ম্ম—রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম বিধর্ম্ম। সৌর-৪৯।

বিধাগ্নি—পরস্পর সঙ্কর্ষে সমুৎপন্ন সর্ব্বভূত-দহনকারী অগ্নি বিধাগ্নি নামে খ্যাত। মৎ-৫১।

বিধাতা—(১) ব্রহ্মার এক নাম বিধাতা। মহাভা-আদি-৬৬। (২) বিধাতা খাণ্ডব-বন দাহনে ধনু লইয়া অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-২২৭। (৩) মহর্ষি ঋচিকের ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ছিল। মহাভা-আদি-৬৬। ধাতা দেখ। (৪) বিধাতার পত্নী ক্রিয়া হইতে পুরিষ্য নামে পাঁচ অগ্নির উৎপত্তি হয়। ভাগ-৬স্ক ৮। (৫) মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। মেরুর কন্যা নিয়তি হইতে বিধাতা মৃকণ্ডু নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিষ্ণু-১ম-৮। খ্যাতি দেখ। (৬) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ সেনাপতি পদে বৃত হইলে বিধাতা, তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর কুন্দ, মুকুন্দ ও কুসুমকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭; মহাভা-শল্য-৯৬। কুন্দ দেখ।

বিধান—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সাধ্যার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মৎ-১৭১। সাধ্যগণ দেখ। (২) একটী রুদ্রের নাম। তাঁহার নামানুসারে একটী দেশ খ্যাত হয়। অগ্নি-৮৫। (৩) সাবর্ণ মন্বন্তরে শুক নামক দেবগণ ছিলেন। বিধান সেই দেবগণের অন্যতম। বায়ু-১০০। শুকদেবগণ দেখ।

বিধারয়—উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

বিধি—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে অজিত নামক দেবগণ জন্মে। বিধি তাঁহাদের অন্যতম। বায়ু-৬৭। অজিতা দেখ।

বিধিৎসা—লক্ষ্মীর অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২২৫।

বিধিসার—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র বিধিসার। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। ভাগ-১২স্ক-১।

বিধীশ—অবন্তী ক্ষেত্রে বিধীশ নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার দর্শন লাভে মানব বধির হয় না। স্কন্দ-আব-আব-২৩।

বিধীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিধূম—বিধূম নামে এক বসু ও অলম্বুষা নাম্নী এক অপ্সরা ব্রহ্ম-শাপে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহারা চক্রতীর্থে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫।

বিধৃত—রামের বংশধর খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ। কল্কি-৩য়-৪। বিধৃতি দেখ।

বিধৃতি—(১) রামের বংশধর বিধৃতির পুত্রেরা তামস মন্বন্তরে বেদধারণ করিয়া বৈধৃতি দেবতা নামে খ্যাত হন। ভাগ-৮স্ক-১। (২) রঘুবংশীয় নরপতি সগণের তনয় বিধৃতি, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প। ভাগ-৯স্ক-১২।

বিনত—(১)একজন বানর দলপতি। পর্ণাশার তীরে তাঁহার রাজ্য ছিল। সুগ্রীবের আদেশে তিনি পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪৫, লঙ্কা-২৬। (২) মনুর কন্যা ইলা শিবের বরে পুরুষ রূপ প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। এই সুদ্যুম্নের তনয় উৎকল, গয় ও বিনত। বিষ্ণু-৪র্থ-১।

বিনতা—(১) দক্ষের ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার মধ্যে মহর্ষি তার্ক্ষ্য বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নাম্নী চারি জনকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বিনতার গর্ভে বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্য্যের সারথি অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-৬। (২) চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র সাবর্ণি মনুর সময়ে বিষ্ণু সত্রায়ণের ঔরসে ও তাঁহার পত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃহদ্ভানু নামে খ্যাত হইবেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৩) দক্ষ প্রজাপতির ষষ্ঠি সংখ্যক কন্যার অন্যতমা বিনতা মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। বিনতা হইতে অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। আবার হরি-বংশের অন্যত্র আছে, বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী, গরুড়, অরুণ ও আরুণি নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬, ২১৮। (৪) বিনতা প্রথমে দুইটী অণ্ড প্রসব করেন, দীর্ঘকাল সেই অণ্ডদ্বয় বিদীর্ণ না হওয়ায়, বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া একটী নিজে বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ও অপরার্দ্ধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। অপর অণ্ড হইতে যথাকালে গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। অরুণ জন্মিয়াই সূর্য্যের সারথির কাজে নিযুক্ত হন। মহাভা-আদি-৬৫। (৫) কশ্যপের কন্যা শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতা হইতে বিনতা প্রসূত হন। এই বিনতা গরুড় ও অরুণকে প্রসব করেন। রামা-আরণ্য-১৪। (৬) বিনতা নাম্নী রাক্ষসী রাবণ কর্ত্তৃক নিয়োজিতা হইয়া অশোকবনে সীতাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়াছিল। রামা-সুন্দ-২৪। (৭) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী বিনতা, গরুড় ও অরুণ নামে দুই পুত্র এবং সৌদামিনী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। মৎ-৬। (৮) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বিনতা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯। (৯) একটি গাভীর নাম বিনতা ছিল। স্কন্দ-নাগ-২৫৯।

বিনতাশ্ব—মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্নের অন্যতম পুত্র। তিনি পশ্চিম দেশের অধিপতি ছিলেন। হরি-হরি-১০; শিব-ধর্ম্ম-৬০; অগ্নি-২৭৩; বায়ু-৮৫।

বিনতেয়ু—পুরুবংশীয় রাজা ভদ্রাশ্বের দশ পুত্রের অন্যতম। অগ্নি-২৭৮। ভদ্রাশ্ব দেখ।

বিনয়—(১) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী লজ্জা হইতে বিনয় জন্মে। ব্রহ্মা-১০; বায়ু-১০; পদ্ম-সৃষ্টি-৩; মার্ক-৫০। লজ্জা দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ক্রিয়া হইতে দণ্ড, নয় ও বিনয় জন্মে। মার্ক-৫০; পদ্ম সৃষ্টি-৩। (৩) মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্নের তনয়—উৎকল, গয় ও বিনয়। মার্ক-১১১; বিষ্ণু-১ম-৭।

বিনয়কীর্ত্তি—পুণ্যকীর্ত্তি নামক এক বৌদ্ধের শিষ্য। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৫৮।

বিনয়লক্ষণ—একজন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বৎসর, কশ্যপ ও নিধ্রুব এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৯।

বিনায়ক—(১) অপ্সরা ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিয়াছিল। শিব-ধর্ম্ম-৭। (২) মহাদেবের পুত্র গণেশের অন্য নাম—বিনায়ক। পদ্ম-উত্ত-১০। (৩) বাণের কন্যা উষার বিবাহে বলরামের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-২৫০। (৪) মহাদেবের এক নাম নায়ক। মহাদেবের স্ত্রী উমার দেহমল হইতে গণেশের জন্ম হয়। তজ্জন্য অর্থাৎ নায়কের সাহায্য ব্যতীত জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম বিনায়ক হইল। বাম-৫৪; স্কন্দ-আব-অব-৩২, ৫; দ্বার-১৭; স্কন্দ-মাহে-অরু-৬।

বিনায়কগণ—একদা ক্রোধভরে মহাদেব গণেশকে শাপ দিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। প্রতি লোমকূপ হইতে জল নির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল। সেই জল-বিন্দু হইতে গজমুখ, তমালবর্ণ, নীলাঞ্জন-নিভ, গৃহীতাস্ত্র, নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন হইল। ইহারা গণপতির অনুচর ছিলেন এবং আকাশে বাস করিতেন। বরা-২৩।

বিনাশন—(১) দক্ষের অন্যতমা কন্যা ও কশ্যপের পত্নী কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শত্রু প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। মহাভা-আদি-৬৫। (২) কালা হইতে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু নামে বীর্য্যবান্ কালেয় নামে খ্যাত চারিটী পুত্র জন্মে। কালি-৩৪।

বিনীত—(১) পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতি হইতে দত্তোলি, দেববাহু ও বিনীত নামে তিন পুত্র এবং সদ্বতী নামে এক কন্যা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ড-২৯; বায়ু-২৮। (২) উত্তম মনুর অন্যতম তনয়। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। উত্তমমনু দেখ।

বিনীতাশ্ব—তিনি সর্ব্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গোধন, হস্তী, অশ্ব, রথ, নানাবিধ ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন কিন্তু অন্ন ও জল দান করেন নাই সেজন্য পরকালে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। বরা-৯৯।

বিনেয়ু—মনুবংশীয় নরপতি ভদ্রাশ্বের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৯। ভদ্রাশ্ব দেখ।

বিন্দ—(১) অবন্তীপতি জয়সেন, শূরের অন্যতমা কন্যা রাজাধিদেবীকে বিবাহ

করেন। তাঁহার গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং মিত্রবিন্দা নামে এক কন্যা জন্মে। ভাগ-৯স্ক-২৪। (২) এই মিত্রবিন্দাকে (আপন পীসতুত ভগ্নিকে) শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ-১০স্ক-৫৮। জয়সেন দেখ; (৩) অবন্তী দেশের অধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৯১। পাণ্ডু-তনয় সহদেব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৪) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিন্দ ছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৫) অবন্তী পতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৯৯।

বিন্দতি—মহাদেবের অনুগামী অন্যতম প্রমথ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দতীশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। তাঁহার অর্চ্চনায় উৎকট পাপরাশি দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিন্দু—(১) অঙ্গিরা তনয় মহর্ষি বিন্দু, একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মরুৎগণের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৯৪।১। (২) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। দনু দেখ।

বিন্দুপাদ—কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। বায়ু-৬৯। কদ্রু দেখ।

বিন্দুমতী—(১) অন্য নাম চৈত্ররথী। তিনি রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও মনুবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতী অতিশয় সাধ্বী ও সুন্দরী ছিলেন। তিনি অযুত সংখ্যক সহোদরের ভগিনী ছিলেন। তাঁহার তনয় পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। হরি-হরি-১২; দেবীভাগ-৭স্ক-১০। (২) বিন্দুমতী হইতে মান্ধাতার পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। বায়ু-৮৮; বিষ্ণু-৪র্থ-২। (৩) মনুবংশীয় নরপতি মরীচির স্ত্রী বিন্দুমতী হইতে বিন্দুমান জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিন্দুমাধব—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। মহর্ষি অগ্নিবিন্দুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

বিন্দুমান—মনুবংশীয় নরপতি মরীচির পত্নী বিন্দুমতী বিন্দুমানকে প্রসব করেন। বিন্দুমানের পত্নী সরমা হইতে রাজর্ষি মধু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিন্দুসার—(১) মগধের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের তনয় বিন্দুসার। বিন্দুসারের তনয় অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশা। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। অশোক দেখ। (২) গন্ধর্ব্বপতি বিক্রান্তের অন্যতম তনয় বিন্দুসার। ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় কিন্নর

বলিয়া বিখ্যাত। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ।

বিন্ধ্য—(১) একবার পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া দেবগণের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেইজন্য অগস্ত্য ঋষি তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। দেবীভাগ-১০স্ক-৭। (২) সূর্য্য প্রতিদিন মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতও সূর্য্যকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ ইহা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে বিন্ধ্য ক্রোধবশীভূত হইয়া, স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের গমন পথ রোধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ইহাতে দেবগণ ভীত হইয়া অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিন্ধ্য সমীপে গমন করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন,"আমি দক্ষিণ দিকে যাইতেছি আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত আর বর্দ্ধিত হইও না।" এই বলিয়া তিনি গমন করিলেন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। বিন্ধ্যও স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ আর বর্দ্ধিত হইতে পারিলেন না। পদ্ম-সৃষ্টি-১৯। (৩) পঞ্চমমনু রৈবতের অন্যতম তনয়। ভাগ-৮স্ক ৫।

বিন্ধ্যনিবাসিনী—উমা বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যনিবাসিনী নামে খ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭; স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-২২; স্কন্দ-আব-অব-৫৫।

বিন্ধ্যনিলয়া—ভদ্রকালীর অপর নাম। ব্রহ্মাণ্ড-৯।

বিন্ধ্যবান্—নরপতি বিন্ধ্যবানের কন্যা কুণ্ডলা মদালসার সখী ও পুষ্করমালীর পত্নী ছিলেন। মার্ক-২১।

বিন্ধ্যবাসিনী—কালী ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণ হইলেন। সেই কোশ হইতে কৌশিকী দেবীর প্রাদুর্ভাব হয়। ইন্দ্র তাঁহাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি কৌশিকী দেবী নামে খ্যাত হন। এই কৌশিকীই বিন্ধ্য পর্ব্বতে বাসহেতু বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাত হন। বাম-৫৪।

বিন্ধ্যশক্তি—মগধের কোলিকিল বংশীয় রাজাদের নিকট হইতে বিন্ধ্যশক্তি রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি রাজা হইয়া ষন্নবতিবর্ষ (৯৬ বৎসর) রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পরে তাঁহার চারি পুত্র ও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বায়ু-৯৯। (২) মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় প্রধান রাজা বিন্ধ্যশক্তি। বিন্ধ্যশক্তির তনয় পুরঞ্জয়। এই বংশ মগধে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

বিন্ধ্যাবলী—(১) দৈত্যপতি বালির স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যাবলী। বাম ৮৯; মৎ-১৮৭; ভাগ-৮স্ক-১২। (২) পুরাকালে চন্দ্রবংশে পুণ্যনিধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বিন্ধ্যাবলী ছিল। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫০। পুণ্যনিধি দেখ।

বিন্ধ্যাশ্ব—ভরত-বংশীয় নৃপতি ইন্দ্রসেনের

তনয় বিন্ধ্যাশ্ব। বিন্ধ্যাশ্বের স্ত্রী মেনকা হইতে রাজর্ষি দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৫০। ইন্দ্রসেন দেখ।

বিপশ্চিৎ—(১) ইন্দ্রের অন্য নাম। বাম-৭২। (২) স্বারোচিষ নামক মন্বন্তরে বিপশ্চিৎ ইন্দ্র ছিলেন। বৃহন্না-৩১; সৌর-৩২; বায়ু-৬৬। স্বারোচিষ-মনু দেখ।

বিপাক—অন্ধকাসুরের অন্যতম সেনাপতি। ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করেন। বাম-৬৬, ৬৮; স্কন্দ-কাশী পূ-১৬।

বিপাট—কর্ণের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্র সমরে তিনি অর্জ্জুন শরে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-৩২।

বিপাণি—দানব বিশেষ। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

বিপাপ্মা—(১) আয়ুর অন্যতম পুত্র। মৎ-২৪। আয়ু দেখ। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বিপাশ—বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমের শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়-উত্ত ১০।

বিপাশা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, বিপাশা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর প্রিয়ঙ্করকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। প্রিয়ঙ্কর দেখ।

বিপুল—(১) বসুদেবের পত্নী রোহিণী হইতে বলদেব, বিপুল প্রভৃতি জন্মেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। রোহিণী দেখ। (২) মণিবর যক্ষের পত্নী দেবজনী হইতে বিপুল প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৯। মণিবর দেখ। (৩) মহর্ষি দেবশর্ম্মার শিষ্য বিপুল, স্বীয় গুরুপত্নী রুচিকে গুরুর অনুপস্থিত কালে ইন্দ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। এই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। মহাভা-অনুশা-৪০—৪৩। (৪) তিনি উত্তরদিকে বাস করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৬৫।

বিপুলস্বান্—পূর্ব্বকালে বিপুলস্বান্ নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার সুকৃষ ও তুম্বরু নামে দুই পুত্র ছিল। মার্ক-৩।

বিপুলা—পার্ব্বতী বিপুলক্ষেত্রে বিপুলা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিপৃথু—(১) যদুবংশীয় অক্রূরের অন্যতমা পত্নী অশ্বিনী হইতে পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতির জন্ম হয়। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ। (২) যদুবংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩৪। চিত্রক দেখ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪; বায়ু ৯৬; পদ্ম সৃষ্টি-১৩। (৩) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬।

বিপৃষ্ঠ—বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী ধৃতদেবা হইতে বিপৃষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৯স্ক-২৪।

বিপ্র—(১) শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া হইতে বিপ্র জন্মে। বিষ্ণু-১ম-১৩; সৌর-১৭; অগ্নি-১৮। (২) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয়

রাজা শ্রুতঞ্জয়ের তনয় বিপ্র। বিপ্রের তনয় শুচি, শুচির তনয় ক্ষেম্য। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩; ভাগ-৯স্ক-২২। সুচ্ছায়া ও শিষ্টি দেখ।

বিপ্রচিত্তি—(১) কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী দনু হইতে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবেরা জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দিতি হইতে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও সিংহিকা জন্মগ্রহণ করেন। এই সিংহিকাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ-৬স্ক-৬; হরি-হরি-৩; বিষ্ণু-১ম-১৫, ২১; লি-৬৩; কালিকা-৩৪। (২) ব্রহ্মা কর্তৃক বিপ্রচিত্তি, দানব ও অসুরগণের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হরি-হরি-২১৯। (৩) দেবাসুর যুদ্ধে একবার বিপ্রচিত্তি বরুণদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৪৪। (৪) জম্ভাসুরের কন্যা সিংহিকা বিপ্রচিত্তির পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাহু, কেতু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৬স্ক-১৮। (৫) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি অসুর পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৬) সিংহিকা হইতে বিপ্রচিত্তির ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। মৎ-৬, ১৬১, ২৪৫, ২৪৯। অঞ্জন দেখ। (৭) দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তি বলির প্রধান সহায় ছিলেন। বাম-২৯। (৮) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের অন্যতম সেনাপতি। তিনি মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সৈন্যকর্তৃক নিহত হন। বরা-১১। (৯) মহর্ষি সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। বরা-৯৫। সিন্ধুদ্বীপ দেখ। (১০) কশ্যপ স্ত্রী দনু হইতে দ্বিমূর্দ্ধা, শকুর, প্রভু, বলি, শিব, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, বিশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশর, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। কশ্যপ দেখ। (১১) দনু হইতে শকুনি, বিপ্রচিত্তি, শঙ্কু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মে। অগ্নি-১৯। (১২) দেবাসুর যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৯স্ক-২১। (১৩) শতগাল, ন্যাস, শাম্ব, অনুলোম, শুচি, বাতাপি, সিতাংশুক, হরকল্প, কালনাভ, নরক, ভৌম, রাহু, চন্দ্রপ্রমর্দ্দন ও সূর্য্যপ্রমর্দ্দন, এই চৌদ্দ জন বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত বলিয়া সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। বায়ু-৬৮। (১৪) দেবাসুরে অনেকবার যুদ্ধ হয়। নবম বারে বিপ্রচিত্তি ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। বায়ু-৯৭; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (১৫) বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকা হইতে সৈংহিকেয় নামধেয় কংস, শঙ্খ, রাজেন্দ্র, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, খসৃম, অঞ্জন, নরক, কালনাভ, পরমানু ও কল্পবীর্য্য নামক ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ১৮; স্কন্দ-মাহে-কুমা-২১।

বিপ্রনাম—মনুবংশীয় নরপতি হিরণ্যরেতার সপ্ত পুত্রের অন্যতম। হিরণ্য-

রেতা স্বীয় অধিকৃত কুশদ্বীপ সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামধেয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০। হিরণ্যরেতা দেখ।

বিপ্রবন্ধু—বন্ধু, সুবন্ধু, বিপ্রবন্ধু ও শ্রুত, নামে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। তাঁহারা গোপায়ন ও লোপায়ন নামে খ্যাত ছিলেন। ঋক্ ৫।২৪।১, ১০।৫৭।৫৮।

বিবক্ষু—পাণ্ডব বংশীয় অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র বিবক্ষু। হস্তিনাপুরী গঙ্গা গর্ভে নিমগ্না হইলে, বিবক্ষু সেই পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌশাম্বী নগরীতে গিয়া বাস করেন। বিবক্ষুর আট পুত্রের মধ্যে ভূরী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০।

বিবর্দ্ধন—একজন ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বিবৎসু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-কর্ণ ৫২।

বিবস্বত—(১) মহর্ষি বিবস্বত একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-১০।১৩।১। (২) কশ্যপের অন্যতম পুত্র বিবস্বত, বিবস্বতের তনয় মনু, মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। রামা-আদি-৭০; অযো-১১০।

বিবস্বান্—(১) বিবস্বান্ হইতে সবর্ণার গর্ভে মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই বৈবস্বত মনু। বিবস্বানের অন্যতমা স্ত্রী সরণ্যূ হইতে অশ্বিদ্বয়, যম ও যমীর জন্ম হয়। ঋক্-১।৩১।১, ১।৩৫।৬। (২) দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা অদিতি হইতে কশ্যপের ঔরসে অর্য্যমা, পূষা, বিবস্বান্ প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের পত্নী ছিরেন। তিনি সুরেণু নামেও বিখ্যাত ছিলেন। বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামেও পরিচিত। কথিত আছে অদিতির গর্ভাবস্থায় একদা বুধ ভিক্ষার্থ তাঁহাদের ভবনে উপস্থিত হন। গর্ভগৌরব বশতঃ ভিক্ষা দানে বিলম্ব হওয়ায়, বুধ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করেন,—"তোমার গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইবে।" অদিতি বুধের শাপ শ্রবণে ভীত হইয়া কশ্যপকে সমুদয় বিবরণ বলেন। কশ্যপ তপঃপ্রভাবে তাহাকে জীবিত রাখেন। সেই হইতে বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামে অভিহিত হন। বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, শ্রাদ্ধদেব এবং যম ও যমুনা নামে যমজ দুই ভাই ও ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞাদেবী সূর্য্যের বিবর্ণ রূপ দেখিয়া এবং তাঁহার তেজ অসহ্য হওয়ায় সবর্ণাকে নির্ম্মাণ করেন। সংজ্ঞা মায়াময়ী বলিয়া তাহার ছায়া সমুত্থিত হইল। ছায়া তখন সংজ্ঞাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমার কর্ত্তব্য কি আদেশ

করুন।” তাঁহার কথা শুনিয়া সংজ্ঞা বলিলেন,—“আমি পিতৃভবনে গমন করিব। তুমি এখানে থাকিয়া আমার বালক পুত্র ও কন্যার যত্ন করিবে। আর এই বিষয় কখনও ভাস্করের নিকট প্রকাশ করিবে না।” তখন ছায়া বলিল, “যাবৎ দিবাকর আমার কেশ গ্রহণ করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত না হন, তাবৎ আমি ইহা প্রকাশ করিব না।” সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলে, ত্বষ্টা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া পতির আলয়ে যাইবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ সৌন্দর্য্য গোপন করিয়া বড়বা-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উত্তর মেরুদেশে গমন করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্‌ও ছায়া হইতে সাবর্ণিমনু ও শনৈশ্চর উৎপন্ন করেন। ছায়া স্বীয় পুত্রকে যেমন আদর করিতেন, সংজ্ঞার সন্তানকে সেইরূপ করিতেন না। যম ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। তজ্জন্য ছায়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন “তোমার পদ পতিত হউক।” যম অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া পিতা বিবস্বানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বিবস্বান্ ইহার কোনই প্রতিকার করিলেন না। ছায়ার এবম্প্রকার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ছায়া কোনও উত্তর না দিয়া মৌনী হইয়া থাকেন। বিবস্বান্ ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করেন। তখন ছায়া সংজ্ঞা ও নিজের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। ছায়ার বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ বিবস্বান্ বিশ্বকর্ম্মার ভবনে গমন করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করেন। সূর্য্যের তেজ অসহ্য ছিল বলিয়া ত্বষ্টার বাক্যে তেজ হ্রাস করিতে সম্মত হন। ত্বষ্টা বিবস্বানকে শান যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তদীয় তেজ পাতন করেন। তদবধি সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ হইলেন। তখন ত্বষ্টা সূর্য্যকে উত্তর মেরুদেশে বড়বারূপে অবস্থিত সংজ্ঞার নিকট গমন করিতে আদেশ করেন। সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নাসিকায় রেতপাত করিলেন তাহাতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। তাহারা নাসত্য, দস্র ও অশ্বিনীকুমার নামেও খ্যাত। হরি-হরি-৩, ৭, ৯; মার্ক-১০৬, ১০৭; অগ্নি-১৯; সৌর-২৮; পদ্ম-উত্ত-৫; বায়ু-৬৬। (৩) বিশ্বদেব গণের অন্যতম বিবস্বান্। মহাভা-অনু-৯১। (৪) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। শিব-ধর্ম্ম-৫৪-৬৮। (৫) কশ্যপের তনয় বিবস্বান্। বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞা,

রাজ্ঞী ও প্রভা। রৈবতের তনয়া রাজ্ঞী, রেবত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রভা হইতে প্রভাত। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা হইতে বৈবস্বতমনু এবং যম ও যমুনা নামে যমজ পুত্র কন্যা জন্মে। বিবস্বান্ হইতে ছায়া সাবর্ণিমনু এবং সংজ্ঞা বৈবস্বতমনু নামে পুত্র লাভ করেন। সংজ্ঞা হইতে শনি, তপতী, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি-২৩। (৬) বিবস্বান্ প্রভৃতি ক্রতুসুতগণ সোমপায়ী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (৭) বিবস্বানের তনয় বৈবস্বতমনু। বৈবস্বতের পুত্র ইক্ষ্বাকু। দেবীভাগ-৭স্ক-২; পদ্ম-সৃষ্টি-৬, ৭, ৮, ১৮; কালিকা-২৬, ৩৪; বিষ্ণু-২য়-১০।

বিবহ—বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু গ্রহ মণ্ডলে থাকিয়া, ধ্রুবের সহিত গ্রহগণকে নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রহমণ্ডলকে নিয়ত পরি ভ্রামিত করে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

বিবাহ—রক্তমূর্ত্তি শর্ব্ব (মহাদেব) একবার অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই মুহূর্ত্তে বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে বিশুদ্ধবুদ্ধি, ব্রহ্মতুল্য, অধ্যবসায়ী বীরকুমার চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহারা সকলেই রক্তবসন, রক্তমাল্যধর, রক্তবদন ও রক্তলোচন ছিল। ব্রহ্মা-২১।

বিবাহু—(১) মহাদেবের অট্টহাস্য হইতে জাত অন্যতম কুমার। বায়ু-২২। বামদেব দেখ। (২) দানব বিশেষ। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২।

বিবিংশ—(১) নরপতি ইক্ষ্বাকুর তনয় বিংশ, বিংশের পুত্র বিবিংশ। বিবিংশের ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ, সত্যবাদী দানধর্ম্ম-নিরত ও পরাক্রমশালী পঞ্চদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খনীনেত্র সকলকে পরাজিত করিয়া এবং বাহুবলে বহুদেশ জয় পূর্ব্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আশ্ব-৪; মার্ক ১১৯; বায়ু ৮৬। (২) মনুবংশীয় রাজা অবিবিংশের পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনিনেত্র, তাঁহার পুত্র অতিবিভূতি। বিষ্ণু ৪র্থ ১।

বিবিংশতি—(১) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবিংশতি। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (২) মনু বংশীয় নরপতি চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি, বিবিংশতির তনয় রম্ভ। ভাগ-৯স্ক-২।

বিবিৎসু—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিবিৎসু। তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭।

বিবিধাগ্নি—অদ্ভুত অগ্নির পুত্র বীর, বীরের তনয় বিবিধাগ্নি, বিবিধাগ্নির তনয় মহাকবি ও অর্ক। মৎ ৫১। অর্ক দেখ।

বিবিন্ধ্য—সৌভপতি শাম্বের অন্যতম সেনাপতি। শাম্ব দ্বারকা অবরোধ

করিলে, তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিবিন্ধ্য রুক্মিণীনন্দন চারুদেষ্ণ হস্তে নিহত হন। মহাভা-বন-১৮।

বিবিসার— মগধের শিশুনাগ-বংশীয় নরপতি ক্ষত্রৌজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে বিবিসার আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে দর্শক পাঁচ বৎসর ধরণীপতি ছিলেন। বায়ু-৯৯। বিধিসার দেখ।

বিবুধ—(১) জনকবংশীয় নরপতি দেবমীঢ়ের তনয় বিবুধ। বিবুধের তনয় মহীধ্রক, তৎপুত্র কীর্ত্তিরাত। রামা-আদি-৭১। (২) জনক বংশীয় কৃতির তনয় বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহাধৃতি, মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (৩) জনক বংশীয় দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র কীর্ত্তিরাজ। বায়ু-৮৯। ধৃতি দেখ।

বিবৃতি—রৈবত-মন্বন্তরে ভূতরজ দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২।

বিবৃহা—বৈদিক যুগে বিবৃহা নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি যক্ষ্মারোগ নাশ করিবার জন্য, ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৬৩।১।

বিবেকী—গন্ধর্ব্বপতি কুমুদের পুত্র দেবসেন। তিনি মান্ধাতার কন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন। সুমনা, বসুদান, ঋতধ্বক, যবন, কৃতী, মীন ও বিবেকী এই সাত জন দেবসেনের পুত্র। কালিকা-৮৯।

বিবোধ—পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও সমুখ নামক দ্রোণ-পুত্র বিহঙ্গমগণের নিকট মহর্ষি জৈমিনি উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। মার্ক-১—৪।

বিভক্ত— দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্য নাম। মহাভা-বন-২৩০।

বিভাণ্ড—একজন মহর্ষি। মহাভা-শান্তি-৪৭; স্কন্দ-আব-রেবা-৬০।

বিভাণ্ডক—(১) মহর্ষি কশ্যপের তনয় বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। রামা-আদি-৯, ১০, ১৮; মৎ-৪৮; হরি-হরি-১৬৬; মহাভা-শান্তি-২৯৭; স্কন্দ-মাহে-অরু-উত্ত-৩। (২) মহর্ষি কশ্যপের তনয় বিভাণ্ডক বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। একদা উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া রেতঃ-স্খলিত হইলে তিনি সলিলে অবগাহন করিলেন। এক মৃগী জলের সহিত ইহা পান করিয়া গর্ভিনী হইল। সেই মৃগী পূর্ব্ব জন্মে দেবকন্যা ছিল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মৃগী হইয়া তপস্বী-পুত্র প্রসবান্তর বিমুক্তা হইবে।" সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করায় তিনি শাপমুক্তা হইলেন। মহাভা-বন-১০৯।

বিভানু—সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। ভাগ-১০স্ক-৬১। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দেখ।

বিভাবরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্রসমুদ্ভূতা মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ।

বিভাবসু—(১) ধর্ম্ম হইতে মরুদ্বতীতে অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি, বিভাবসু, বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। (২) বিভাবসু নামে এক কোপন স্বভাব ঋষি ছিলেন। তাঁহার অনুজ সুপ্রতীক তাঁহাকে পৈত্রিক ধন বিভাগ করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই বিরক্ত করিতেন। সেজন্য তিনি তাঁহাকে "গজ হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে "কচ্ছপ হও" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। মহাভা-আদি-৩২। সুপ্রতীক দেখ। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর অন্যতম বিভাবসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী উষা হইতে ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র জন্মে। ভাগ-৬স্ক-৬। কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ভাগ-৬স্ক-৬। বসু ও দনু দেখ। (৪) দেবাসুর সংগ্রামে বিভাবসু মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৫) মুর নামক দৈত্যের অন্যতম তনয়। মুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার বিভাবসু প্রভৃতি সপ্ত পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতার গতি প্রাপ্ত হন। ভাগ-১০স্ক-৫৯। (৬) সূর্য্যের এক নাম বিভাবসু। বিষ্ণু-১ম-৯। (৭) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতি-মণ্ডল ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসে, বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিত ও চাপ, ইহারা সূর্য্যরথে বাস করেন। বিষ্ণু-২য়-১০। সূর্য্যরথ দেখ। (৮) দৈত্যপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। বরা-৯২—৯৫। ক্রূর দেখ। (৯) বিভাবসুর স্ত্রীর নাম দ্যুতি। মৎ-৪৩; অগ্নি-২৭৪। দ্যুতি দেখ। (১০) অগ্নির এক নাম বিভাবসু। একবার বিভাবসু মহর্ষি শান্তিকে তাঁহার গুরুর মঙ্গলার্থ কয়েকটী বর প্রদান করিয়াছিলেন। মার্ক-১০০। ভূতি দেখ। উত্তমমনুর সময়ে প্রতর্দ্দন নামে দেবতাদের একটী গণ ছিল। বিভাবসু প্রতর্দ্দনগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। উত্তম দেখ। (১২) বিভাবসু গজগণের রাজা ছিলেন। বায়ু-৬৯। (১৩) মহিষাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌর-৪৯; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৬; স্কন্দ-কাশী-পূ-৯; স্কন্দ-আব-রেবা-৩৪; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৯।

বিভাব্য—(১) উত্তম-মন্বন্তরের বংশকারী দেবগণের অন্যতম। উত্তম দেখ। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২) সুধামা দেবগণের অনুজ অন্যান্য দেবগণের মধ্যে বিভাব্য

অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বংশপ্রবর্ত্তক। বায়ু-৬২।

বিভাস—(১) স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরের অজিত স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে অজিত দেবগণের অন্যতম বিভাস ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অজিত দেখ। (২) যাম-দেবগণের অন্যতম বিভাস ছিলেন। বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ। (৩) অমিতাভ দেবগণের অন্যতম বিভাস। বায়ু-১০০। রৈবত মনু দেখ।

বিভিন্দু—বিভিন্দু নামে একজন দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষি মেধা-তিথিকে বহু ধন দান করিয়াছিলেন। সেইজন্য উক্ত ঋষি তাঁহাকে কতিপয় ঋক্ মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৮।২।৪০।

বিভীষণ—(১) সুমালি রাক্ষসপতির কন্যা কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত ৯। রাবণ লঙ্কার অধিপতি হইলে পর, তিনি ভ্রাতার সহিত তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিলে, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হন। রাবণকে নানা হিত-গর্ভ উপদেশ দ্বারা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে, তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং তাঁহাকেই রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। বিভীষণ রাবণের ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামা-লঙ্কা-১৬, ১৭। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূ-শের কন্যা সরমাকে বিভীষণ বিবাহ করেন। রামা-উত্ত-১২। লঙ্কা সমরের অবসানে বিভীষণ লঙ্কা রাজ্যে রাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। রামা-লঙ্কা-১১৪। (২) দানবপতি বলির শত পুত্রের অন্যতম বিভীষণ ছিলেন। মৎ-৬। কুক্ষিভীম দেখ। (৩) বিভীষণ নামে একজন যক্ষপতি ছিলেন। মহাভা-সভা-১০। (৪) সহদেব দিগ্বিজয়ে বহি-র্গত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন বিভীষণের নিকট নানা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভা-সভা-৩০। (৫) মালিনী নাম্নী রাক্ষসী হইতে বিশ্রবার ঔরসে বিভী ষণের জন্ম হয়। মহাভা-বন-২৭৩; শিব-জ্ঞান ৫৯; অগ্নি-৯, ১১; দেবীভা-৯স্ক-১৬; কল্কি-৩য়-৩। (৬) কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভী-ষণ জন্মেন। সৌর-৩০; পদ্ম-উত্ত-২৪২; বায়ু-৭০। (৭) স্বয়ং ধর্ম্ম লঙ্কায় বিভী ষণ রূপে জন্মে। শ্রীমহা-৩৭; বৃহদ্ধ-পু-১৮। (৮) বিশ্রবার ঔরসে ও কেশী-নীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ শূর্পনখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। ভাগ-৪স্ক-১; ৯০স্ক-১০; বরা-১৬৩; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২; স্কন্দ-মাহে-অযো-৬; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২২; স্কন্দ-আব-চতু-৭৯; স্কন্দ-আব-রেবা-৮৩।

বিভীষণা—দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা বিভীষণা ছিলেন। মহাভা-শল্য-৪৭।

বিভু—(১) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র সুধন্বা, সুধন্বার তনয় ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন। নিজ নিজ সুকর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস করিতেন। ঋক্-১।২০।১। (২) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ও দক্ষের কন্যা দনু হইতে বিভু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (৩) বারাণসীর নরপতি সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আবর্ত্ত, আবর্ত্তের তনয় সুকুমার। হরি-হরি-২৯। (৪) শম্বর অসুরের অন্যতম তনয় বিভু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তনয় প্রদ্যুম্ন হস্তে সমরে নিহত হন। হরি-হরি-১৬১—১৬২। (৫) বিভু নামে শকুনির এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভা-দ্রোণ-১৫৭। (৬) মহর্ষি ভৃগুর অন্যতম তনয় বিভু। মহাভা-অনু-৮৫। চ্যবন দেখ। (৭) ভগবান্ যজ্ঞমূর্ত্তি ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম এবং ভগবান্ রুচির দৌহিত্র। ইহাঁরা দ্বাদশ ভ্রাতা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন। ভাগ-৪স্ক-১৭। দক্ষিণা দেখ। (৮) মনুবংশীয় নরপতি প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা হইতে বিভুর জন্ম হয়। বিভুর পত্নী রতি পৃথুসেন নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক ১৫। প্রস্তাব দেখ। (৯) ভগ-দেবতার পত্নী সিদ্ধি হইতে বিভুরউৎপত্তি হয়। ভাগ-৬স্ক ১৮। (১০) স্বারোচিষ মনুর সময়ে বেদশিরা নামক ঋষির স্ত্রী তুষিতা হইতে বিষ্ণুর অবতার বিভু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, অষ্টাশতি সহস্র ব্রতধারী ঋষি, তাঁহার নিকট ব্রতশিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। (১১) পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতমনুর সময়ে, বিভু ইন্দ্র ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫। (১২) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় প্রস্তোতার তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু। বরা-৭৪। প্রস্তোতা দেখ। (১৩) ভরত বংশীয় প্রস্তারের তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত। অগ্নি-১০৭। প্রস্তার দেখ। (১৪) বারাণসীর রাজা বর্ষ-কেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয় আনর্ত্ত ও সুকুমার। সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু। অগ্নি-২৭৮। বর্ষকেতু দেখ। (১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিভু, ত্বিষিমান্ দেব-গণের অন্যতম ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩২। ত্বিষিমান্ দেখ। (১৬) ভরত বংশীয় প্রাপ্তারির তনয় বিভু, বিভুর তনয় পৃথু, পৃথুর তনয় নক্ত। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। (১৭) রৈবত মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম বিভু ছিল। বিষ্ণু-৩অ-১; সৌর-৩৩; বায়ু-২৩, ৬২। (১৮) সাধ্যদেবগণের অন্যতম বিভু। বায়ু-৬৬। সাধ্যদেবগণ

দেখ। (১৯) বারাণসীর রাজা সত্যকেতুর তনয় বিভু। প্রজাপালক বিভুর পুত্র সুবিভু, সুবিভুর তনয় সুকুমার। বিষ্ণু-৪র্থ-৮; বায়ু-৯২। (২০) অমিতাভ নামক দেবগণের অন্যতম বিভু। বায়ু-১০০। রৈবতমনু দেখ। (২১) স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। স্বায়ম্ভুবমনু দেখ।

বিভূতি—(১) দেবী বিভূতি সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মার বিবাহ কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৬। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম তনয় বিভূতি একজন বিপ্রকুল-পরিবর্দ্ধক, তপস্বী বেদবেদাঙ্গপারগ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। (৩) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভি হইতে প্রভব, চ্যবন, বিভূতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ। (৪) দেবী শঙ্করী সপ্তম কল্পে বিভূতি নামে বিখ্যাতা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা প্রভা-৭।

বিভূতীশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে এই সর্ব্বপাপহর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৮।

বিভূবস—বৈদিক যুগের একজন ঋষি। তাঁহার পুত্র ত্রিত একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্-১০।৪৬।৩।

বিভূবসি—সহ নামক অনলের তনয় অদ্ভুত। অদ্ভুতের স্ত্রী প্রিয়া হইতে বিভূবসির জন্ম হয়। মহাভা-বন ২২০। প্রিয়া ও অদ্ভুত দেখ।

বিভৃত—বিভৃত স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২। স্বারোচিষ মনু দেখ।

বিভ্রট—মহর্ষি বিভ্রট একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি সূর্য্যের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্-১০।১৭০।১।

বিভ্রম—(১) কশ্যপ-তনয় বিভ্রম একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৫; বায়ু-৫৯। (২) সম্ভ্রম ও বিভ্রম নামক মহাদেবের দুইটী গণ সর্ব্বদা প্রভাস ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৫।

বিভ্রাজ—(১) কাম্পিল্য দেশের অধিপতি সুকৃতের তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের পুত্র অনুহ। মৎ-৪৯। (২) পাঞ্চাল দেশেও বিভ্রাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার তনয় ব্রহ্মদত্ত। মৎ-২০; হরি-হরি-২০; বিষ্ণু-৪র্থ-১৯; শিব-ধর্ম্ম-৬৪; দেবীভাগ-১ম-১৯। (৩) নরপতি সুকৃতির তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় অনুহ। বায়ু-৯৯। অনুহ দেখ।

বিভ্রান্তকবপু—ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, মহাবাহু পুষ্করস্বন, চাক্ষুষ-মনু, মধু, মহোরগ, বিভ্রান্তকবপু, বাল, মহাযশা বিষ্কম্ভ এবং ভাস্কর-সমদ্যুতি অতি বলবান্ গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-১৭১। বিশ্বা দেখ।

বিমতি—নরপতি সুমতির পুত্র বিমতিকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে বিনাশ করেন। বরা-১৬৫। সুমতি দেখ।

বিমদ—(১)বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক ঋষি ছিলেন। একবার ইন্দ্র তাঁহাকে অন্নযুক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১।৩। (২) বৈদিক যুগে বিমদ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। এমন সময়ে পথে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময়ে রাজর্ষি বিমদকে সাহায্য করেন এবং আপনাদের রথে করিয়া বিমদের স্ত্রীকে তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেন। ঋক্-১।১১৬।১।

বিমনা—মহর্ষি বিমনা অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া ধন লাভ করেন। ঋক্-৮।৮৬।২।

বিমর্দ্দ—তিনি একজন নরপতি। তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী স্বরাষ্ট্র রাজের রাজ্য তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। মার্ক-৭৪। স্বরাষ্ট্র দেখ।

বিমর্দ্দন—(১) যদুবংশীয় রাজা শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের অন্যতম ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। শ্বফল্ক দেখ। (২) কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা ক্রোধা হইতে গণ, ক্রোধবশ, ক্রোড়কর্ম্মা ও বিমর্দ্দন জন্মগ্রহণ করেন। কালিকা-৩৪। ক্রোধা দেখ। (৩) কিরাত দেশে বিমর্দ্দন নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার স্ত্রীর নাম কুমুদ্বতী ছিল। রাজা ও তাঁহার স্ত্রী শিব পূজার ফলে সপ্ত জন্ম শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-৪।

বিমল—(১) রাজা সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলের ধর্ম্মপরায়ণ ও দক্ষিণাপথ প্রদেশের রাজা ছিলেন। ভাগ-৯স্ক-১। (২) বিমল নামে একটি রুদ্র ছিলেন। অগ্নি-৮৫। (৩) হিমালয়ের গুহায় পুরাকালে বিমল নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার তনয় হরিদত্ত অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। পদ্ম-উত্ত-২০৭, ৮। হরিদত্ত দেখ। (৪) পুরাকালে পুরীকা নামী পুরীতে বিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সোমা অনন্ত নামে এক ক্লীব সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু মহাদেবের বরে তিনি পুরুষ হন এবং পরে বৃদ্ধশর্ম্মা ব্রাহ্মণের চারুমতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। কল্কি-২য়-৪। (৫) গোকুলের নবনন্দ নামে খ্যাত একজন গোপ। গর্গ-গোল-১৮।

বিমলপিণ্ডক—কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৩৫। দনু দেখ।

বিমলা—(১) ক্রোধের অন্যতমা কন্যা সুরভি, সুরভির কন্যা রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণীর কন্যা অমলা, বিমলা ও গো সমুদয়। মহাভা-আদি-৬৬। রোহিণী দেখ। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা বিমলা। অগ্নি-৫২। (৩) সিংহলরাজ-তনয়া পদ্মাবতীর অন্য-

তমা সখী। কল্কি-১ম-৬। (৪) সাবিত্রী-দেবী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা নামে প্রসিদ্ধা। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৫) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বিমলা নদী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর গৃধ্রবক্ত্রকে প্রদান করেন। বাম-৫৭। (৬) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনীর অন্যতমা বিমলা। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৮। প্রজাপতি দক্ষ, প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্ম্মলা, অমৃতা, তীব্রা, বিদ্যা, দক্ষা, অরুণা, ধারা, পালা ও বর্চ্চসী নাম্নী দ্বাদশ কন্যা আদিত্যগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১৯৯।

বিমলাদিত্য— কাশীর প্রভাব অবগত হইয়া তমোনাশক সূর্য্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দ্বাদশধা বিভক্ত অংশের নাম হইল— লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য। এই দ্বাদশ আদিত্য, সর্ব্বদা কাশীকে পাপীগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৬।

বিমলেশ্বর—(১) কাশীস্থিত একটি শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭। (২) অবন্তী ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার আরাধনায় সকল বাসনা পূর্ণ হয়। স্কন্দ-আব-রেবা-২২৬। প্রভাস ক্ষেত্রে বিমলেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার আরাধনায় সর্ব্ব রোগের নাশ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৭, ৫৫।

বিমুচ—উন্মুচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণ তনয় অগস্ত্য, এই সমস্ত ঋষি দক্ষিণ দিকে বাস করিতেন। মহাভা-শান্তি-২০৮।

বিমৌদ্গল—অঙ্গিরা বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬।

বিম্ব—বসুদেবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। উপবিম্ব ও ভদ্রা দেখ।

বিম্বক—আসীমাধিপতি (বর্ত্তমান আসাম) বিম্বককে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাজয় করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১৫।

বিয়তি—নহুষের অন্যতম পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১৮। নহুষ দেখ। (২) পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় রম্ভিনার, রম্ভিনারের পুত্র বিয়তি, বিয়তির পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র নহুষ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। পুরূরবা দেখ। (৩) মেরুর অন্যতমা কন্যা বিয়তিকে বিধাতা বিবাহ করেন। বিধাতার তনয় মৃকণ্ডু। সৌর-২৬। নিয়তি ও বিধাতা দেখ। (৪) নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, উত্তর, পর, আয়তি ও বিয়তি নামে সাত পুত্র জন্মে। পদ্ম-সৃষ্টি-১২; বিষ্ণু-৪র্থ-১০। নহুষ দেখ।

বিয়ম—ধৃতির আত্মজ বিয়ম। মার্ক-৫০। ধৃতি দেখ।

বিরক্ষ—কশ্যপ পত্নী দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। দনায়ুষা দেখ।

বিরজ—(১) বরাহকল্পের দ্বাদশ দ্বাপরে মহাদেব লোগাক্ষি নামে অবতীর্ণ হন। তখন সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাৎ ও বৈরজ নামে তাঁহার চারিজন যোগ পরায়ণ শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উত্ত-১০; ব্রহ্মাণ্ড-২৩; বায়ু-২৩; লি-২৪। লোগাক্ষি দেখ। (২) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুদ্বতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্ম দেখ। (৩) সাবর্ণি মনুর অন্যতম তনয়। অগ্নি-১৫০। সাবর্ণিমনু দেখ। (৪) শর্ব্বের (মহাদেবের) হাসি হইতে বিরজ প্রভৃতির জন্ম হয়। বায়ু-২২; ব্রহ্মাণ্ড-২১। বিবাহ দেখ। (৫) প্রজাপতি মরীচির তনয় পূর্ণমাস, পূর্ণমাসের পত্নী সরস্বতী এবং পুত্র বিরজ ও পর্চ্চস। বিরজের পুত্র সুধামা। বায়ু-৮; ব্রহ্মাণ্ড-২৯। পূর্ণমাস দেখ। (৬) চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। বায়ু-৬২। চাক্ষুষমনু দেখ। (৭) যদুবংশীয় শমীকের অন্যতম পুত্র। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। শমীক দেখ। (৮) বিরজ নারায়ণের অন্যতম নাম। এই নাম জপ করিলে যম ভয় থাকে না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০। (৯) পূর্ণিমার পুত্র বিরজ ও বিশ্বগ এবং কন্যা দেবকুল্যা। ভাগ-৪স্ক-১। দেবকুল্যা দেখ। (১০) মনুবংশীয় নরপতি ত্বষ্টার স্ত্রী বিরোচনা বিরজ নামে একটি পুত্র প্রসব করেন। এই বিরজ অতি মহাত্মা ছিলেন। বিরজের পত্নী বিষুবী একশত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। (১১) মহর্ষি শালক্যের শিষ্য জাতুকর্ণ, নিরুক্তের সহিত ঋগ্বেদ সংহিতা নিজ শিষ্য বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ভাগ-১২স্ক-৬।

বিরজস্ক—সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। ভাগ-৮স্ক-১৩। সাবর্ণিমনু দেখ।

বিরজা—(১) চাক্ষুষমনুর সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭; মৎ-৯, সৌর-৩৩। চাক্ষুষমনু দেখ। (২) সুধন্বা নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা নরপতি নহুষের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, যাতি ও সুযাতি নামে ছয় পুত্র জন্মে। হরি-হরি-১৮, ২৯; পদ্ম-সৃষ্টি-৯; কূর্ম্ম-পূ-২২; সৌর-৩১; বায়ু-৭৩, ৯৩; লি-৬৬; মৎ-১৫। (৩) রাজর্ষি বিরজা তপোবলে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মৎ-১৪৩; বায়ু-৫৭। (৪) মরীচির স্ত্রী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। পৌর্ণমাসের তনয় বিরজা ও পর্ব্বত। মার্ক-৫২; কূর্ম্ম-পূ-১৩। (৫) সাবর্ণি-মনুর অন্যতম পুত্র বিরজা। মার্ক-৮০;

বিষ্ণু-৩য়-২। (৬) বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে যে সকল শিবাবতার জন্ম-গ্রহণ করেন, বিরজা তাঁহাদের মধ্যে লোকাক্ষির (লোগাক্ষি) অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শিব-বায়ু-উত্ত-১০; লি-২৪। (৭) রক্তকল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। পরে সেই কুমার হইতে বিরজা, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা লোকের হিত-কামনার্থ অখিল ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া অব্যয় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন। লি-১২; (৮) মহাদেবের অবতার বালির অন্যতম তনয়। লি-২৪; বায়ু-২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২৩। বালি দেখ। (৯) ভরত বংশীয় ত্বষ্টার তনয় বিরজা, বিরজার তনয় রজ, রজের তনয় সত্য-জিৎ। অগ্নি-১০৭; ব্রহ্মাণ্ড-৩৪। ত্বষ্টা দেখ। (১০)বিরজা নামে এক গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া ছিল। সে রাধিকার ভয়ে নদীরূপে পরিণতা হয়। তাঁহার গর্ভে সপ্ত সমুদ্রের জন্ম হয়। দেবীভা-৯স্ক-১৩। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিনী একজন গোপিকা। গর্গ-গোল-৪। (১২) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-অশ্ব-৪২। (১৩) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। কদ্রু দেখ। (১৪) বিষ্ণু দেবগণের অনুরোধে বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিরজা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিমান্ এবং কীর্ত্তিমানের তনয় প্রজাপতি কর্দ্দম। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১৫) মহর্ষি কবির অন্যতম পুত্র। মহাভা-অনুশা-৮৫। কবি দেখ।

বিরথ—ভরত বংশীয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বিরথ। মৎ-৪৯। ক্ষেম দেখ।

বিরস—পাতালের ভোগবতী নগরবাসী সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত সহস্র নাগের অন্যতম বিরস। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

বিরাগ—বাত নামক রাক্ষসের তনয় বিরাগ। বায়ু-৬৯। বাত দেখ।

বিরাজ—(১) যদুবংশীয় শমীকের অন্যতম পুত্র। মৎ-৪৬। শমীক দেখ। (২) ত্বষ্টার তনয় বিরাজ, বিরাজের তনয় রজ। বিষ্ণু-২য়-১। ত্বষ্টা দেখ। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি অবিক্ষিতের অন্যতম তনয় বিরাজ। মহাভা-আদি-৯৪। অবিক্ষিত দেখ। পিতৃগণ সপ্ত, তন্মধ্যে বিরাজের পুত্র বৈরাজ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ। স্কন্দ আব-অব-৫৮।

বিরাট—(১) মরুত্বৎ দেবতাগণের অন্যতম। মৎ-১৭১। মরুত্বৎ দেখ। (২) বিষ্ণু বিরাটকে সৃষ্টি করেন। বিরাট মনুকে সৃষ্টি করেন। হরি-হরি-উপক্র। বায়ু-১০। (৩) বীরের পত্নী কাম্যার গর্ভে, সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু

নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২ ; শিব-ধর্ম্ম-৫২। কাম্যা দেখ। (৪) ভরত বংশীয় নরের তনয় বিরাট, বিরাটের পুত্র ধীমান্, ধীমানের তনয় মহান্ত। অগ্নি-১০৭। (৫) ভরত বংশীয় নয়ের তনয় বিরাট, বিরাটের তনয় ধীমান্। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪ ; বরা-৭৪ ; দেবীভাগ-৪স্ক-২২। নয় দেখ। (৬) ভরত বংশীয় গয়ের তনয় নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য। বায়ু-৩৩। নর দেখ। (৭) সুতপা দেবগণের অন্যতম দেবতা। বায়ু-১০০। সুতপা দেখ। বিষ্ণু-২য়-১। (৮) মৎস্য দেশের অধিপতি বিরাট অতিশয় ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহারই আলয়ে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে অতিবাহিত করেন। মহাভা-বিরাট-৭—১২। ছদ্মবেশ অন্তে পাণ্ডবদের সহিত বিরাটের পরিচয় হইলে বিরাটের কন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি তাঁহার শ্বেত, শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্রত্রয় সহ নিধন প্রাপ্ত হন। উত্তর শল্যকর্ত্তৃক, শ্বেত ভীষ্মের শরে, শঙ্খ দ্রোণের শরে, হত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৪৭, ৪৮।

বিরাটযশা—উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বিরাটযশা বংশকারী দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮।

বিরাড়প—একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অঙ্গিরা, তাণ্ডি ও মৌদ্গল্য এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-৯৬।

বিরাধ—(১) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-৩। দনু দেখ। (২) জব রাক্ষসের স্ত্রী শতহ্রদা বিরাধকে প্রসব করেন। রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বিরাধ সীতাকে হরণ করেন। সেইজন্য রাম তাঁহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক বধ করেন। রামা-আরণ্য-১—৪ ; বিষ্ণু-৪র্থ৪। জব দেখ। একদা অপ্সরা রম্ভার সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু কুবেরের আদেশ পালনে অবজ্ঞা করিয়াছিল। সেইজন্য কুবেরের শাপে তুম্বুরু বিরাধ নামক রাক্ষস হয়। এবং রাম হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। রামা-আরণ্য-৪। (৩) এক ব্রাহ্মণ চম্পক পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিত। সেই পুণ্যের ফলে সে এক রাজার দানাধ্যক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিত। একদা নারদ ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ দেন। সেই শাপে ব্রাহ্মণ বিরাধ নামক রাক্ষস হন। পরে রাম তাঁহাকে বধ করিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শিব-জ্ঞান-৩১। (৪) কর্কট নামে এক রাক্ষসপতির পত্নী পুষ্কসী কর্কটী নামে

এক কন্যা প্রসব করেন। সে রাক্ষস পতি বিরাধের পত্নী ছিল। বিরাধের মৃত্যুর পরে রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের ঔরসে কর্কটী ভীম নামে এক পুত্র প্রসব করে। শিব-জ্ঞান-৪৮। পুষ্কসী দেখ। (৫) রাক্ষসপতি বিরাধ রসাতলের অন্তর্গত বিতল নামক প্রদেশে বাস করিতেন। বায়ু-৫০। (৬) বারাণসীর রাজা দুর্জ্জয়ের পঞ্চদশ সেনাপতির অন্যতম বিরাধ, মহর্ষি গৌরমুখের মণিসম্ভূত সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। বরা-১১। দুর্জ্জয় দেখ। (৭) কলিঙ্গ দেশে বৈশ্যপতি বিরাধ নামে এক রাজা ছিলেন। এই বিরাধের তনয় ক্রমিণ, ক্রমিণের তনয় সমাধি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৬১। (৮) বিরাধ নামে মহাদেবের এক অনুচর ছিল। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৩।

বিরাধেশ্বর— মহাদেবের অন্যতমগণ বিরাধ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। ইঁহার অর্চ্চনায় প্রতিদিনের অপরাধ জনিত পাপ ক্ষয় হয়। স্কন্দকাশী-উত্ত-৫৫।

বিরাবী—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিরাবী। মহাভা-আদি-৬৭।

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মার অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি ১৪। নারায়ণের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-৩০৩।

বিরুৎসা—মনুবংশীয় নরপতি ভূমার পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পত্নী বিরুৎসা বিভু নামক এক পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫। প্রস্তাব ও বিভু দেখ।

বিরুদ্ধগণ—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক গণে একশত করিয়া দেবতা ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। ব্রহ্ম-সাবর্ণি দেখ।

বিরূপ—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-৮।৪৩।১; ১।৪৫।৩। (২) বিরূপ একজন অঙ্গিরা বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গিরা, বিরূপ ও রথীতর এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৬; ব্রহ্মাণ্ড-৬৫; বায়ু-৫৯। (৩) যমের দৌহিত্র পরিবর্ত্ত, যমের কন্যা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে ও দুঃসহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই অহিতকারী পরিবর্ত্তের বিরূপ ও বিকৃত নামে দুই পুত্র আছে। তাঁহারা বৃক্ষাগ্র ও পরিখা প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গর্ভিনীদের অনিষ্ট করেন। মার্ক-৫১। অঙ্গধৃক্ দেখ। (৪) মহাদেবের এক নাম বিরূপ। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৫) যদুবংশীয় নরপতি অম্বরীষের তনয় বিরূপ, তৎপুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের তনয় রথীতর। বিষ্ণু-৪র্থ-১। অম্বরীষ দেখ। ভাগ-৯স্ক-৬। (৬) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম

তনয়। ব্রহ্মবৈ ব্রহ্ম-৯। কদ্রু দেখ। (৭) ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের তনয় বিরূপ, বিরূপের তনয় সুতপা। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। (৮) অঙ্গিরার অন্যতম তনয়। মহাভা-আদি-৮৫। অঙ্গিরা দেখ।

বিরূপক—(১) একজন দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭। (২) গণেশের ত্র্যম্বকানুচর কর্ত্তৃক একটী নৈর্খত গণ উৎপাদিত হইয়াছে। এই উৎপাদিত যক্ষ, রাক্ষস, দেবরাক্ষস ও নৈর্খত গণ উদীর্ণ, বিক্রান্ত ও শৌর্য্যসম্পন্ন। ইহা দের উপযুক্ত অধিপতি বিরূপক। বায়ু-৬৯।

বিরূপধৃক্—মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে দৈত্য বিরূপধৃক্ সোমদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাম-৬৯।

বিরূপনয়ন—একজন দানবপতি। হুতাশন কর্ত্তৃক যে দানবের গৃহ ভস্মীভূত হয়, তন্মধ্যে বিরূপনয়ন অন্যতম ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২৮।

বিরূপনিধি—পুরাকালে মথুরাপুরীতে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবতী নাম্নী এক দাসী ছিল। সেই প্রভাবতীর কিঙ্করী বিরূপনিধি পিতৃতর্পণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্ধার করেন। বরা-১৮০। প্রভাবতী দেখ।

বিরূপাক্ষ—(১) পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দিগ্‌গজ হস্তী বিশেষ। সে সশৈলা সকাননা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যখন পূর্ব্বকালে এই হস্তী ক্লান্ত হইয়া শিরশ্চালন করে, তখন ভূমিকম্প হয়। রামা-আদি-৪০। (২) এই রাক্ষসপতি বিরূপাক্ষ রাবণের অন্যতম অনুচর। হনূমান অশোকবন নষ্ট করিলে পর রাবণ হনূমানের দমনার্থ বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি হনূমান হস্তে নিহত হন। রামা-সুন্দ-৪৬। (৩) বিরূপাক্ষ নামে দ্বিতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি লঙ্কা সমরে লক্ষ্মণ হস্তে নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৪৩। (৪) বিরূপাক্ষ নামে তৃতীয় আর একজন রাক্ষস সেনাপতি লঙ্কা সমরে সুগ্রীব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। রামা-লঙ্কা-৯৭। (৫) মাল্যবানের পত্নী সুন্দরী বিরূপাক্ষ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। রামা-উত্ত-৫। (৬) কশ্যপ হইতে দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা দনুর গর্ভে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। কশ্যপ ও দনু দেখ। (৭) বিরূপাক্ষ নামে একজন রাক্ষস রাজা মেরুব্রজ নগরীতে রাজত্ব করিতেন। নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক তাঁহার বন্ধু ছিলেন। একদা গৌতম নামে একজন ব্রাহ্মণ বকের আলয়ে ধনলাভার্থ আগমন করেন। বক নাড়ীজঙ্ঘ তাঁহাকে স্বীয় বন্ধু রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের গৃহে প্রেরণ করেন। গৌতম বিরূপাক্ষ ভবনে প্রচুর অর্থ

লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বকের আলয়ে উপস্থিত হন এবং লোভবশতঃ বককে বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া প্রস্থান করেন। বিরূপাক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া গৌতমকে ধৃত করিয়া সংহার করেন। কথিত আছে বক জীবন লাভ করিয়া চিতাভস্ম হইতে উত্থিত হন। মহাভা-শান্তি-১৬৯—৭৩। (৮) অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও রৈবত, ইহারা ত্বষ্টার পুত্র। মহাভা-শান্তি-২০৮। ত্বষ্টা ও অজৈকপাদ দেখ। (৯) অজৈকপাদ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি মানসজাত, ত্রিশূলধারী একাদশ রুদ্র গণেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত। সুরভী ও একাদশ রুদ্র দেখ। (১০) বিষ্ণুর সহিত শুম্ভ দৈত্যের যুদ্ধকালে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি একাদশ রুদ্র সুরপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। মৎ-১৪৩। (১১) ভৃগু বংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৬। একাদশ রুদ্র দেখ। (১৩) মহাদেবের অন্যতম নাম। ব্রহ্মা-৫৯; সৌর-২; পদ্ম-সৃষ্টি-৫; মহাভা-শান্তি-২৮৪, ২৮৫; আশ্ব-১১৫। (১৪) বিরূপাক্ষ দানব দ্বাপরে চিত্রধর্ম্মা নামক নৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। চিত্রধর্ম্মা দেখ। (১৫) মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি বরা-৯৩। (১৬) হেমকূট হইতে আগমন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ কাশীতে মহেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬৯। (১৭) শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে বলেন যে তিনি হেমকূটে বিরূপাক্ষ নামে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-নাগ-১০৯। (১৮) গণাধিপ, শ্যামল, মন্মন্তক, বিরূপাক্ষ, গোলক, শ্বেতসমপ্লুত ও ইহাদের প্রভু উন্মত্ত, ইহাঁরা দ্বারকাতে উত্তর দিক রক্ষা করেন। স্কন্দ-দ্বার-১৭। (১৯) বিরূপাক্ষ নামক শিবলিঙ্গ সিংহলে অবস্থিত আছেন। স্কন্দ-মাহেকেদা-৭। (২০) শিবের অন্যতম অনুচর বিরূপাক্ষ চতুঃষষ্ঠি যোগিনীপরিবৃত্ত হইয়া শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩।

বিরূপাক্ষী—কাশীতে দেবযানীর উত্তরে বিরূপাক্ষী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করে, সে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

বিরোচন—(১) প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। বিরোচনের পুত্র বিখ্যাত বলি। বলির শত পুত্রের মধ্যে বাণাসুর জ্যেষ্ঠ। মৎ-৬। (২) বেণ-নন্দন পৃথু ধরণীকে দোহন করিবার পরও বহু ব্যক্তি পৃথিবীকে দোহন করেন। তাঁহাদের

মধ্যে অসুরগণ যখন বসুধাকে দোহন করেন তখন, দ্বিমূর্দ্ধাদৈত্য—দোগ্ধা ও বিরোচন—বৎস ছিলেন। মৎ-১০। বসুধা দেখ। (৩) পুরাকালে পুরুহূত কর্ত্তৃক হুতাশন মারুতের সাহায্যে সুরারিগণকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তখন হুতাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে তারক, কমলাক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি দানবেরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্র সলিলে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-২২; মৎ-৬১। (৪) বিরোচনের কন্যা মন্থরাকে ইন্দ্র বধ করেন। রামা-আদি-২৫। (৫) প্রহ্লাদের মৃত্যুর পর বিরোচন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। সৌর-৩০। (৬) পাতালের বহু যোজন বিস্তৃত শর্করাভূমি পঞ্চমতলে বিরোচনের নগর অবস্থিত। বায়ু-৫০। (৭) বিরোচনের কন্যার নাম যশোধরা। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বরূপ নামে যমজ সন্তান জন্মে। বায়ু-৬৫। (৮) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচন একবার একটী কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র সুধন্বার সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর 'আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ' বলিয়া কন্যা লাভ ইচ্ছায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রহ্লাদের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা মিমাংসা করিয়া দিবার জন্য প্রহ্লাদকে বলেন; প্রহ্লাদ সুধন্বাকে শ্রেষ্ঠ বলেন। মহাভা-সভা-৬৬। (৯) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতমের নাম বিরোচন ছিল। মহাভা-আদি-১৮৬। (১০) অসুরপতি বিরোচন ও ইন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য একবার প্রজাপতির নিকট গমন করেন। বিরোচন জ্ঞানলাভ না করিয়াই চলিয়া আসেন। কিন্তু ইন্দ্র, জ্ঞানলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছান্দো-৮ম-অঃ। (১১) প্রহ্লাদ-তনয় বিরোচনের মাতার নাম দ্রবর্বী। ভাগ-৬স্ক-১৮-অঃ। (১২) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে বিরোচনের সহিত সবিতার যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৩) ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া বিরোচন বহু বৎসর ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে মহাযোগী সনৎ-কুমারের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া, পুত্র বলির হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-১৭। (১৪) বারাণসীর অধিপতি দুর্জ্জয়ের প্রধান সচীব। রাজা তাঁহাকেই প্রথমে মহর্ষি গৌরমুখের নিকট, বিষ্ণু প্রদত্ত মণি আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মহর্ষির মণিসম্ভূত সৈন্য হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। বরা-১১। (১৫) একবার

বিরোচন অন্ধকাসুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বরুণ। অবশেষে বরুণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাম-৯, ১০। (১৬) ইন্দ্র, বিরোচন, প্রহ্লাদ, জম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (১৭) দানবপতি বৃষপর্ব্বার দুহিতা সুরুচি দৈত্যপতি বিরোচনের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বলির জন্ম হয়। বলি পূর্ব্ব জন্মে এক ব্যাধ ছিলেন। স্কন্দ-মাহেকেদা-১৮। (১৮) বিরোচনের ভগিনী ত্বষ্টার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া, ছায়া ও নিক্ষুভা নামে পাঁচ কন্যা জন্মে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১।

বিরোচনা—(১) প্রহ্লাদের কন্যা ও বিরোচনের ভগিনী মনু-বংশীয় নৃপতি ত্বষ্টার স্ত্রী। তিনি বিরজ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। বিরজের পুত্র শতজিৎ প্রভৃতি একশত। ভাগ-৫স্ক-১৫। (২) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা বিরোচনা ছিলেন। মহাভা শল্য-৪৭।

বিরোধ—প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র বাষ্কল। বিরোধ, মনু, বৃক্ষায়ু ও কুশলীমুখ এই চারি জন বাষ্কলের পুত্র। বায়ু-৬৭।

বিরোধিনী—যমের দুহিতা নির্ম্মাষ্টির গর্ভে দুঃসহের আট পুত্র ও আট কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কন্যা বিরোধিনী, স্বামী স্ত্রী আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক্ দেখ।

বিরোহণ—নাগরাজ তক্ষকের বংশে ইঁহার জন্ম। তিনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বিলাসিনী—সিংহলরাজদুহিতা পদ্মাবতীর অন্যতমা সখী। কল্কি-২য়-২।

বিলোমক—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমক। বিলোমকের পুত্র নল, অতিশয় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। নলের তনয় অভিজিৎ। লি-৬৯। (২) যদুবংশীয় কপোতরোমার তনয় বিলোমক, বিলোমকের তনয় তম, তমের পুত্র আনকদুন্দুভি। কূর্ম্ম-পূ-২৪। তম দেখ।

বিলোমা—(১) জ্যামঘবংশীয় নরপতি কপোতরোমার তনয় বিলোমা, বিলোমার পুত্র ভব, ভবের পুত্র অভিজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। (২) যযাতি-বংশীয় বহ্নির পুত্র বিলোম, বিলোমের তনয় কপোতরোমা, কপোতরোমার তনয় অন্ধু। ভাগ-৯স্ক-২৪।

বিল্ব—(১) কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫। (২) একদা ব্রহ্মা ধ্যান করিতে থাকিলে, তাঁহার ধ্যান প্রভাবে কল্পবৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। সেই সকল বৃক্ষের

মধ্যে শ্রীবৃক্ষই (বিল্ব) প্রধান। তখন ব্রহ্মা সেই বিল্ববৃক্ষের মুখে একটী তেজস্বী সিংহবিক্রম যুবা দেখিতে পাইলেন এবং তিনি তাঁহার নাম বিল্ব রাখিলেন। এই বিল্বের সহিত মহর্ষি কপিলের "দান শ্রেষ্ঠ" না "ব্রহ্ম ও তপশ্রেষ্ঠ" এই বিষয়ে বিচার হইয়াছিল। স্কন্দ-আব-চতু-৮৩।

বিল্বক—কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

বিল্বতেজা—নাগরাজ তক্ষকের বংশে ইহার জন্ম। রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বিল্বপত্র—সুরসা ভুজঙ্গীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২। সুরসা দেখ।

বিল্বপত্রিকা—সাবিত্রী দেবী বিল্বক ক্ষেত্রে বিল্বপত্রিকা নামে খ্যাত আছেন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিল্বদণ্ডধারী—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-১০৮।

বিল্বা—বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে সাবিত্রী দেবী বিল্বা নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিল্বি—ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের আর্ষ্টিসেন, গার্দ্দভি, কাত্রমায়নি, আশ্বায়নি ও অরূপি এই পাঁচটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৫।

বিল্বেশ্বর—অবন্তী ক্ষেত্রে বিল্বেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। স্কন্দ-আব-চতু-৮৩।

বিশ—উণপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের অন্যতম। বায়ু-৬৭। মরুদ্গণ দেখ।

বিশঠ—দানবপতি বলির অনুগত একজন দানব নায়ক। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বিশত—যামদেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৩২ ; বায়ু-৩১। যামদেবগণ দেখ।

বিশদ্গু—যযাতি-বংশীয় স্বাহিতের পুত্র বিশদ্গু, বিশদ্গুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু। ভাগ-৯স্ক-২৩।

বিশাখ—(১) অষ্টবসুর অন্যতম অনল, অনলের অন্যতম পুত্র বিশাখ। মৎ-৫। অনল দেখ। হরি-হরি ৩ ; মহাভা-আদি-৬৬ ; শিব-ধর্ম্ম-৫৪ ; অগ্নি-১৮ ; সৌর-২৮ ; বায়ু-৬৬। (২) একবার দেবরাজ ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব-বিদীর্ণ হইয়া এক সুন্দর যুবা পুরুষের আবির্ভাব হয়। বজ্র প্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। মহাভা-বন-২২৫ ; বিষ্ণু-১ম-১৫ ; কালিকা-৪৬। (৩) পুরূরবার অন্যতম পুত্র আয়ু, আয়ুর তনয় বিশাখ। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (৪) স্কন্দের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৪। (৫) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম অনুচর। বরা-২৫। (৬) মহাদেবের অন্যতম অনুচর।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালী প্রেস।
৮১নং ওয়েষ্ট ক্যানাউট, ইন্সিন।

মহাদেবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধে তিনি দানব হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাম-৬৮। (৭) শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে তিনি চতুঃষষ্ঠি যোগিনীসহ উপস্থিত ছিলেন। লি-১০৩। (৮) বিশ্বামিত্রের একজন শিষ্যের নামও বিশাখ ছিল। রামা-আদি-২২।

বিশাখযূপ—(১) মগধের পুলক বংশীয় তৃতীয় ভূপতি বিশাখযূপ মগধে তিপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে সূর্য্যক একুশ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭২; বায়ু-৯৯; বিষ্ণু-৪র্থ-২৪; ভাগ-১২স্ক-১। প্রদ্যোত দেখ। (২) মাহিষ্মতী নগরের অধিপতি বিশাখযূপ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কল্কি-১ম-৩। তিনি কল্কির পক্ষ অবলম্বন করিয়া জিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেক জিনসৈন্য সংহার করেন। কল্কি-২য়-৭; ৩য়-১, ৪, ৬, ৭, ৮, ১৯।

বিশাখা—(১) সুযশা নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব-কন্যা প্রচেতা হইতে লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি কন্যা লাভ করেন। বায়ু-৬৯। সুযশা ও কৃশাঙ্গী দেখ। (২) রাধিকার অন্যতমা সখী। গর্গ-বৃন্দা-১৫, ১৯। (৩) দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের অন্যতমা স্ত্রী। কালিকা-২০; ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। দক্ষ দেখ।

বিশাখেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিশাপ—বরাহকল্পের তৃতীয় দ্বাপরে, ভার্গব ব্যাস হইবেন, এবং মহাদেব দমন নামে আবির্ভূত হইবেন। তখন বিশোক, বিকেশ, বিশাপ ও শাপনাশন নামে দমনের চারি পুত্র হইবেন। বায়ু-২৩।

বিশারি—যদুবংশীয় শ্বফল্কের অন্যতম পুত্র ও অক্রূরের ভ্রাতা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অক্রূর ও শ্বফল্ক দেখ।

বিশাল—(১) বিক্রমশালী গন্ধর্ব্বপতি মহাত্মা বিশাল, প্রচেতার স্ত্রী সুযশার গর্ভজাত লোহেয়ী, ভরতা, কৃশাঙ্গী ও বিশাখা নাম্নী চারি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই চারি কন্যা হইতে লোহেয়, ভরতেয়, কৃশাঙ্গেয় ও বিশালেয় নামে চারিটী যক্ষগণ উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু-৬৯। কৃশাঙ্গী ও সুযশা দেখ। (২) রাজর্ষি তৃণবিন্দু হইতে অলম্বুষা অপ্সরার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিশালই বৈশালী নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের তনয় সুচন্দ্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১; ভাগ-৯স্ক-২; বায়ু-৮৬। তৃণবিন্দু দেখ। (৩) বিশাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুশর্ম্মার স্ত্রীকে বলাক নামক রাক্ষস হরণ করিয়াছিল। মার্ক-৭০। বলাক দেখ। (৪) একটী রুদ্রের নাম। তাঁহার নামানুসারে একটী দেশও বিশাল নামে খ্যাত। অগ্নি-৮৫। (৫) পূর্ব্বে বিশাল নগরে বিশাল নামে এক রাজা ছিলেন।

তিনি গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পুত্র লাভ করেন। বরা-৭; অগ্নি-১১৫। (৬) কল্কির বংশোৎপন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ। কল্কি-১ম-২, ৩, ২য়-৭। (৭) কাশীতে বিশাল নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে কল্কি-দ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বরা-৪৮।

বিশালক—একজন যক্ষপতি। মহাভা-সভা-১০।

বিশালদংষ্ট্রিণী—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯।

বিশালা—(১) কুরুবংশীয় নরপতি অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নাম্নী পত্নী হইতে চতুর্ব্বিংশতি-শত পুত্র জন্মে। মহাভা-আদি-৯৫। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিশালা নদী স্বীয় অনুচর যজ্ঞবাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) একটী মুনির পত্নী। বাম-৭২। চিত্রা দেখ। (৪) ভরত বংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব, উরুক্ষবের পত্নী বিশালা হইতে ত্র্যরুণ, পুষ্করি ও কবি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ-৪৯। (৫) কৌশিক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালা ছিল। কৌশিক পূর্ব্বজন্মে অতিশয় কুক্কুট-মাংস আহার করিতেন বলিয়া কুক্কুটরাজ তাম্রচূড়ের শাপে রাত্রিকালে কুক্কুটরূপ প্রাপ্ত হইতেন। স্কন্দ-আব-চতু-২১। কৌশিক দেখ। (৬) লুম্প নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালা ছিল। রাজা ব্রাহ্মণ শাপে কুষ্ঠরোগ-গ্রস্থ হইয়াছিলেন। পরে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৪১। (৭) বরুণের কন্যা বিশালা, কামদেবের পত্নী রতির প্রিয়-সখী ছিলেন। পদ্ম-ভূমি-৭৭। রতি দেখ। (৮) অবন্তী ক্ষেত্রে বিশালা দেবীকে দর্শন করিলে বিবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

বিশালাক্ষ—(১) মহর্ষি বিশালাক্ষ, একজন রাজধর্ম্ম প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মহাভা-শান্তি-৫৮। (২) বিশালাক্ষ নামে একজন মহাদেবের অনুচর ছিল। ব্রহ্মবৈ-গণেশ-১৫। (৩) তৈলঙ্গ দেশের অধিপতি বিশালাক্ষকে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-১০। (৪) বিশালাক্ষ নামে একজন বাস্তু শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি ছিলেন। মৎ-২৫২। (৫) কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম বিশালাক্ষ। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-ভীষ্ম-৮৯।

বিশালাক্ষী—(১) দেবাসুর যুদ্ধে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণ-দায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (২) অবন্তী নগরে সোমশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। স্বামী সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিশালাক্ষী শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র লাভ করেন। এই দুঃসহ নামক পুত্র অতিশয় মন্দ-কর্ম্মান্বিত হইয়াও, কেবল শিব-পূজার ফলে দুই তিন জন্ম ভ্রমণান্তর কুবের হইয়াছিলেন। সৌর-৪৭। (৩) কুবেরের হেমমালী নামে এক পুষ্পচারক অনুচর ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। পদ্ম-উত্ত-৫২। হেমমালী দেখ। (৪) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নেত্র-সমদ্ভূতা বৈষ্ণবী মূর্ত্তির অন্যতমা সহচরী। বরা-৯২। বৈষ্ণবী দেখ। (৫) গায়ত্রী দেবী বারাণসীতে বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (৬) মৃত্যুর কন্যা সুনীথার বিশালাক্ষী ও লীলাবতী নামে দুই সখী ছিল। পদ্ম-ভূমি-৩৩। সুনীথা দেখ। (৭) নীল পর্ব্বতের অধিপতি রত্নগ্রীব রাজার পত্নীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। পদ্ম-পাতা-৯। রত্নগ্রীব দেখ। (৮) রাধিকা বারাণসীতে বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। পদ্ম-পাতা-৪৬। (৯) বিশালাক্ষী নামে একটী মাতৃকা আছেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩০। (১০) কাশীস্থিতা একটী দেবী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৩; স্কন্দ-আব রেবা-১৯৮। (১১) কাশীধামে ক্ষেত্রের পরম ইষ্টদায়িনী বিশালাক্ষী দেবী গঙ্গাতে এক বিশাল তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত ৭০। (১২) বিশালাক্ষী নামে একজন অপ্সরা ছিলেন। স্কন্দ-আব-অব-৮। (১৩) কলিঙ্গ দেশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। কাঞ্চী দেশের রাজা দৃঢ়ধন্বার কন্যা বিশালাক্ষী সুবাহুর মহিষী ছিলেন। স্কন্দ-আব-চতু-৬৯। সুবাহু দেখ। (১৪) হিমালয় প্রদেশে গালব নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম বিশালাক্ষী ছিল। একদা গালবের শিষ্য বক, তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-২৭১। (১৫) প্রভাস ক্ষেত্রে মঙ্গলা, বিশালাক্ষী ও চত্বরপ্রিয়া দেবীর অবস্থান। প্রভাস-যাত্রা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি এই দেবীত্রয়ের যথাক্রমে পূজা করিবে। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৬০।

বিশিখ—মহাদেবের একজন অনুচর। ত্রিপুর-বিনাশের সময়ে তিনি মহাদেবের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সৌর-৩৫;

বিশিশিপ্র—রাজর্ষি মনু এই অনার্য্য রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।৪৫।৬।

বিশুণ্ডি—পাতালের ভোগবতী নগর-বাসিনী সুরমা ভুজঙ্গীর সহস্র তনয়ের অন্যতম। মহাভা-উদ্-১০২।

বিশুদ্ধ—মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

বিশুদ্ধা—অন্যতমা শক্তি। তন্ত্র-১৮৬ পৃঃ।

বিশোক—(১)মহারাজ যুধিষ্ঠিরের একজন পরিচারক। মহাভা-সভা-৩২। (২) স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে ইন্দ্রতীর্থ তাঁহার সাহায্যার্থ স্বীয় অনুচর বিশোককে প্রদান করিয়াছিলেন। বাম-৫৭। (৩) রক্তকল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পুত্র কামনা করিলে, রক্তভূষণ নামে এক মহাতেজা কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে সেই কুমার হইতে বিরজা, বিবাহু, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে চারি পুত্র জন্মে। লি-১২ ; ব্রহ্মা-২১, ২২, ২৩; বায়ু-২৩। রক্তভূষণ দেখ। (৪) একজন ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ যোগপরায়ণ ঋষি। কূর্ম্ম-৫২।

বিশোকা—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃমূর্ত্তির সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। মৎ-১৭৯। (২) দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭। (৩) শঙ্করের পত্নী পার্ব্বতীর অন্যতমা সহচরী। স্কন্দ-কাশী পূ-৪৭।

বিশ্‌পলা—খেল নরপতির স্ত্রী বিশ্‌পলার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া একখানা পা ছিন্ন হইয়া যায়। ঋক্-১।১১২।১। খেল দেখ।

বিশ্ব—(১) ময়ূর নামে অসুর ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্ব নামে নরপতি হইয়াছিলেন। মহাভা-আদি-৬৭। ময়ূর দেখ। (২) যদুবংশীয় দেববানের পুত্র ও অক্রূরের পৌত্র। কূর্ম্ম-পূ-২৪। দেববান্ দেখ। (৩) দ্বাদশ জন যজ্ঞকারী দেবতার অন্যতম বিশ্ব ছিলেন। তাঁহারা উত্তম মন্বন্তরে দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। যজ্ঞকারী-দেবতা দেখ। (৪) উত্তম মন্বন্তরে সত্যের অনুগ অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। সত্য দেখ। (৫) ভৃগু বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বায়ু-৬৫। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি পৃথুর তনয় বিশ্ব, বিশ্বের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের তনয় যুবনাশ্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৭) বিশ্ব নামে মহাদেবের একজন গণ ছিল। স্কন্দ মাহে-কেদা-২০। (৮) মহাদেবের এক নাম বিশ্ব। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

বিশ্বক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃথুর তনয় বিশ্বক, বিশ্বকের তনয় আর্দ্রক, আর্দ্রকের তনয় যুবনাশ্ব। কূর্ম্ম-পূ-২০; লি-৬৫। বিশ্ব ও পৃথু দেখ।

বিশ্বকর্ত্তা—সূর্য্যের এক নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯

বিশ্বকর্ম্মা—(১) এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋক্-১০।৮১, ৮২ সূক্ত। (২) বিশ্বকর্ম্মা নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়া কতিপয়

ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্১০। ৮১, ৮২ সূক্ত। (৩) বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনী, অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের স্ত্রী ছিলেন। প্রভাসের পুত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। তিনি দেবগণের বিমান নির্ম্মাতা, কারুকার, সহস্র প্রকার শিল্পের কর্ত্তা ও ভূষণ নির্ম্মাতা এবং শিল্পীগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। মানবগণ তাঁহারই শিল্প উপজীব্য করিয়া জীবন যাপন করেন। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা দেবীকে অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বিবাহ করেন। মৎ-৫, ২০৩; হরি-হরি-৩, ১৯। (৪) বিশ্বকর্ম্মার তনয় বানরপতি নল। রামা-আদি-১৭। (৫) বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি ধনু নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে একখানি দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশের জন্য শিবকে ও অপরখানি দেবগণ বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু পরশুরামকে প্রদান করেন। রাম মহাদেবের ধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন ও অপর ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। রামা-আদি-৭৫। (৬) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র বধ করেন। রামা-কিষ্কি-২৪। (৭) কুঞ্জর পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা অগস্ত্যের জন্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪১। (৮) সমুদ্রস্থিত চক্রবান্ পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা সহস্রার চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া চক্র ও শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি-৪২। (৯) কুবেরের কৈলাস পর্ব্বতস্থিত অলকাপুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামা-কিষ্কি ৪৩। (১০) লঙ্কা পুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রামা-কিষ্কি-৫৮। (১১) বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মার জন্য নানা প্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্পক নামক বিমান প্রস্তুত করেন। ইহা কুবের ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামা-সুন্দ-৮, ৯। (১২) বিশ্বকর্ম্মা নামে একজন বাস্তুশাস্ত্রোপদেষ্টা ঋষি ছিলেন। মৎ-২৫২। (১৩) বিশ্বকর্ম্মার বর্হিষ্মতী নাম্নী কন্যাকে মনুবংশীয় রাজা প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-১। (১৪) বাস্তু নামক অন্যতম বসুর ভার্য্যা অঙ্গিরসী হইতে শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাক্ষুষমনু। চাক্ষুষমনুর তনয় বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ। ভাগ-৬স্ক-৬। (১৫) সমুদ্র মন্থনের পরে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বিশ্বকর্ম্মা ময় দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (১৬) বিশ্বকর্ম্মার ছায়া ও সংজ্ঞা নাম্নী দুই কন্যাকে সূর্য্য বিবাহ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (১৭) প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ও অষ্টবসু জন্মলাভ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৮। (১৮) বিশ্বকর্ম্মার সবর্ণা নাম্নী কন্যা হইতে আদিত্যের (সূর্য্যের)

ঔরসে যম ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র এবং কালিন্দী (যমুনা) নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-৯। (১৯) বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রা জাতীয় এক স্ত্রীর গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মবৈ-ব্রহ্ম-১০। (২০) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা, পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নৃপতি সুরথকে বিবাহ করেন। বাম-৬২—৬৫; বায়ু-৬৫। চিত্রাঙ্গদা দেখ। (২১) সূর্য্যের অন্যতম রশ্মি বিশ্বকর্ম্মা। কূর্ম্ম-পূ-৪২। অর্ব্বাবসু দেখ। (২২) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের পত্নী ও বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র নামে বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র ছিল। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। সংজ্ঞার পুত্র বৈবস্বত মনু, যম ও যমী এই তিন জন। সৌর-২৮; বিষ্ণু-১ম-১৫; মহাভা-আদি-৬৬; মার্ক-৭৭, ১০৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮, ২৭৩। (২৩) উত্তম মন্বন্তরে বংশকারী যে দ্বাদশ দেবগণ ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম বিশ্বকর্ম্মা। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। (২৪) বিশ্বকর্ম্মা একবার বিষ্ণুর ছিন্ন মস্তকে অশ্বমুখ যোজনা করিয়াছিলেন। এই হয়গ্রীব-রূপী বিষ্ণু, হয়গ্রীব নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবীভা-১স্ক-৫। হয়গ্রীব দেখ। (২৫) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরা ও বৃত্র। উভয়ে ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হন। দেবীভা-৬স্ক ১—৭। ত্রিশিরা ও বৃত্র দেখ। (২৬) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে নরপতি প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে মেধাতিথি প্রভৃতি দশ পুত্র ও উর্জ্জস্বতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। দেবীভা-৮স্ক-৪। প্রিয়ব্রত দেখ। (২৭) গন্ধর্ব্বরাজ বিক্রান্তের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৯। বিক্রান্ত দেখ। (২৮) অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস, বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীকে বিবাহ করেন। বরস্ত্রীর গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা প্রহ্লাদের কন্যা বিরোচনাকে বিবাহ করেন। বিরোচনার গর্ভে ত্রিশিরা ও ময় নামে দুই পুত্র এবং সুরেণু (অন্য নাম সংজ্ঞা) নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৮৪; পদ্ম-সৃষ্টি-৬। (২৯) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (৩০) হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমাকে বিশ্বকর্ম্মা বিবাহ করেন। বিশ্বকর্ম্মার স্ত্রী রমা বৃত্রকে প্রসব করেন। স্কন্দ-নাগ-৮। (৩১) পুলোমা নন্দিনী বিভাবরী হইতে বি কর্ম্মার (ত্বষ্টার) বৃত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। স্কন্দ-নাগ-২৬৯। (৩২) বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিশ্বরূপ (ত্রিশিরা) এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া ইন্দ্র হস্তে নিহত হন। সেইজন্য

ইন্দ্রের হন্তা এক পুত্রের জন্য বিশ্বকর্ম্মা ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন। এই তপস্যার ফলে বৃত্রের জন্ম হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৫—১৭।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। বিশ্বকর্ম্মা এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াই তাঁহার গুরু, গুরুপত্নী ও তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের অভিলষিত বস্তু প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৮৬, ৯৭।

বিশ্বকায়—বৈদিক যুগে কৃষ্ণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বকায়। বিশ্বকায়ের তনয় বিষ্ণাপু নিহত হইলে, বিশ্বকায় অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া মৃত পুত্রের দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২৩।

বিশ্বকায়া—(১) গায়ত্রী দেবী অম্বর তীর্থে বিশ্বকায়া নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭। (২) গঙ্গার অন্য নাম। পদ্ম-পাতা-৫৭। (৩) পার্ব্বতীর অন্য নাম বিশ্বকায়া। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

বিশ্বকৃৎ—(১) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম বিশ্বকৃৎ। মহাভা-অনুশা-৯১। বিশ্বদেবগণ দেখ। (২) সোমবংশীয় গাধির অন্যতম তনয়। হরি-হরি-২৭। গাধি দেখ।

বিশ্বকৃসেন—(১) চতুর্দ্দশ মনুর অন্যতম বিশ্বকৃসেনমনু। মৎ-৯। (২) পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের অন্যতম পুত্র। শত্রু-তাপন বিশ্বকৃসেন যোগদ্বারা নিজ শরীর ধারণ করিতেন। হরি-হরি-২০। (৩) বিশ্বকৃসেন নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার পূজা করিতেন। মহাভা-সভা-৭; মহাভা-অনুশা-১১৫। (৩) বিভ্রাজ বংশীয় নরপতি যোগসূনুর তনয় বিশ্বকৃসেন, বিশ্বকৃসেনের তনয় ভল্লাট। বায়ু-৯৯। যোগসূনু ও বিশ্বকৃসেন দেখ।

বিশ্বগ—(১) মরীচির পুত্র পূর্ণিমা। পূর্ণিমার বিরজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা ছিল। ভাগ-৪স্ক-১। পূর্ণিমা দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় পৃথুর তনয় বিশ্বগ, বিশ্বগের তনয় আদ্র, আদ্রের তনয় যুবনাশ্ব। মৎ-১২। পৃথু দেখ।

বিশ্বগ্‌জ্যোতি—মনুবংশীয় রাজা শত-জিতের একশত পুত্রের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু-২য়-১।

বিশ্বগন্ধী—মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধী, বিশ্বগন্ধীর তনয় চন্দ্র, চন্দ্রের তনয় যুবনাশ্ব। ভাগ-৯স্ক ৬। পৃথু দেখ। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯।

বিশ্বগশ্ব—(১) মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্বের তনয় আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-২। পৃথু দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি পৃথুর তনয় বিশ্বগশ্ব, বিশ্বগশ্বের তনয় আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের তনয় শ্রাবস্ত। অগ্নি-২৭৩। পৃথু দেখ।

বিশ্বচার—মনুবংশীয় শাকদ্বীপের অধি-

পতি মেধাতিথির সাত পুত্রের অন্যতম বিশ্বাচার। তাঁহার নামানুসারে একটি বর্ষ আছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। মেধাতিথি দেখ।

বিশ্বজিৎ—(১) অঙ্গ দেশের অধিপতি দৃঢ়রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ, কর্ণের তনয় বিকর্ণ। হরি-হরি-৩১। (২) পুরুবংশীয় সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় রুচির, রুচিরের তনয় পৃথুসেন। হরি-হরি-২০। (৩) পুরুবংশীয় নরপতি জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নরপতি সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় রিপুঞ্জয়। এই বংশীয়েরা মগধে এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩; ভাগ-৯স্ক-২২। (৫) সোম বংশীয় নরপতি গাধির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। গাধি দেখ। (৬) একজন মহাপরাক্রান্ত দানবরাজ। মহাভা-শান্তি-২২। (৭) কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানবপতি। বায়ু ৬৮। (৮) পুরুবংশীয় নরপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় রুচিরাশ্ব, কাব্য, রাম ও দৃঢ়ধনু। বায়ু-৯৯। বৃহদ্রথ দেখ। (৯) অঙ্গ দেশের অধিপতি বৃহদ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন। অগ্নি-২৭৭। বৃহদ্রথ দেখ।

বিশ্বজ্যোতি—(১) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় শতজিতের তনয় বিশ্বজ্যোতি, তৎপুত্র মহাবলশালী ক্ষেমক। কূর্ম্ম-পূ-৩৯। (২) ভরতবংশীয় রজের তনয় সত্যজিৎ। এই সত্যজিতের শত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি প্রধান ছিলেন। অগ্নি-১০৭। (৩) মনুবংশীয় নরপতি শতজিতের একশত পুত্র হইয়াছিল তন্মধ্যে বিশ্বজ্যোতি সকলের প্রধান ছিলেন। এই বিশ্বজ্যোতি প্রভৃতি সমস্ত পুত্রই স্ব স্ব বংশের বিস্তার সাধন করিয়া পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-৩৪।

বিশ্বদংষ্ট্র—একজন মহাবল পরাক্রান্ত দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বিশ্বদেব—(১) বৈদিক দেবতা। অনেক স্থলে অগ্নিকে বিশ্বদেব বলিয়া আরাধনা করা হইয়াছে। ঋক্-১।৩।৭। (২) পারাবত দেবগণের অন্যতম দেবতা। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২; বৃহন্নার-৩৭। পারাবত দেখ।

বিশ্বদেবগণ—(১)বেদের অন্যতম দেবতা। বিশ্বামিত্রের তনয় মধুছন্দা ঋষি এই বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১।৮৯, ৯০।১। (২) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী বিশ্বা হইতে দক্ষ, পুষ্করস্বন, মহাবাহু, চাক্ষুষমনু, মধু, মহোরগ,

বিশ্রান্তকবপু, বাল, বিক্ষত্ত ও গরুড় নামক বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। মৎ ১৭১ ; ভাগ-৬স্ক-৬। (৩) বিশ্বার গর্ভে ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি কুরুবান্, প্রভবান ও রোচমান নামে দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা বিশ্বদেবগণ নামে খ্যাত। বায়ু-৬৬, ৭৬ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৬৭ ; হরি-হরি-৩, ১৯৬ ; ব্রহ্মা-৭১ ; লি-৬৩ ; অগ্নি-১৮ ; সৌর-২৮ ; কূর্ম্ম-পূ-১৬ ; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। বিশ্বদেবগণ দেখ।

বিশ্বদেবাগু—ত্বিষিমান দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৩১ ; ব্রহ্মাণ্ড-৩২। ত্বিষিমান দেখ।

বিশ্বদেবেশ্বর—কাশীস্থিত একটী শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-কাশী উত্ত-৯৭।

বিশ্বধর— মহাদেবের একটি নাম। মহাভা-অনুশা-১১৭।

বিশ্বধা—বংশকারী দেবগণের অন্যতম বিশ্বধা। ব্রহ্মা-৬৮। বংশকারী দেবগণ দেখ।

বিশ্বনন্দ—একবার মহাদেব ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক শ্বেত-মাল্যধর শিষ্য চতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড-২১। বায়ু-২২। নন্দন দেখ।

বিশ্বনন্দন—পূর্ব্বে শ্বেতকল্পে ব্রহ্মা হইতে শিখা-যুক্ত শ্বেত নামে একটী কুমার প্রাদুর্ভূত হন। বিশ্বনন্দন তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। লি-১২। শ্বেত দেখ।

বিশ্বনাথ—মহাদেবের অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৯৭।

বিশ্বনামা—মহাদেবের অন্য নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫।

বিশ্বপতি—ভানু অনলের তৃতীয়া পত্নী নিশারোহিণী হইতে অগ্নি ও সোম নামে দুই পুত্র এবং বৈশ্বানর, বিশ্বপতি, সন্নিহিত, কপিল ঋষি ও অগ্রণী নামে পঞ্চপাবক জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিশ্বপতি এই লোকের প্রভু। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া শিষ্য আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার আর এক নাম শিষ্য-কৃৎ। হিরণ্যকশিপুর কন্যা রোহিণী তাঁহার পত্নী ছিলেন। মহাভা-বন-২১৯। নিশারোহিণী দেখ।

বিশ্বপা—সুধামা দেবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। বায়ু-৬২। সুধামা দেখ।

বিশ্ববার—বৈদিক কালের একজন ঋষি। ঋক্-৫।৪৪।১১।

বিশ্ববারা—অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা একজন বেদের মন্ত্র রচয়িত্রী। তিনি অগ্নিদেবের নিকট দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিবার জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋক্-৫।২৮।১।

বিশ্ববাহু—রঘুবংশীয় নরপতি মহস্বানের তনয় বিশ্ববাহু, বিশ্ববাহুর তনয় প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক। ভাগ-৯স্ক-১২।

বিশ্বভাবন—ব্রহ্মার ত্রিংশকল্পে মহাদেব রক্তবর্ণ কুমাররূপে আবির্ভূত হন। সেই সময়ে বিরজ, বিবাহু, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামে তাঁহার ব্রহ্মপরায়ণ চারি পুত্র জন্মে। বায়ু-২২, ২৩; ব্রহ্মাণ্ড-২১, ২৩। বিরজ ও বিশোক দেখ।

বিশ্বভুক—(১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিশ্বভুক ইন্দ্র ছিলেন। বায়ু-৩১, ৩২। স্বায়ম্ভুব-মনু দেখ। (২) যে অগ্নি দেহীগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য সমুদয় পাক করেন তিনিই লোকে বিশ্বভুক অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। ব্রহ্মচারী যতাত্মা বিপুল-ব্রত ব্রাহ্মণগণ পাক যজ্ঞে সতত ইহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোমতী নদী ইহার স্ত্রী। মহাভা-বন-২১৭।

বিশ্বভুজা—কাশীতে বিশালাক্ষীর সম্মুখে বিশ্বভুজা গৌরী অবস্থিতা আছেন। যে সকল মানব কাশী ক্ষেত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান্, তিনি তাঁহাদের মহৎ বিঘ্ন সকল সংহার করিয়া থাকেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭০।

বিশ্বমনা—অতি প্রাচীন কালে বৈদিক যুগে ব্যশ্ব নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বমনা ছিল। ঋক্-৮।২৩।১।

বিশ্বময়—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-শান্তি-২৮৫।

বিশ্বমহৎ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র বিশ্বমহৎ। বিশ্বমহতের তনয় রাজর্ষি দিলীপ। ভূপতি দিলীপ দেবযুগে এক বিখ্যাত বাজিমেধ যজ্ঞ করেন। অঙ্গিরস পিতৃগণের মানসী কন্যা যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী ছিলেন। হরি-হরি-১৮।

বিশ্বমাতা—শ্রীকৃষ্ণের সহচরী অন্যতম ব্রজবালা। পদ্ম-পাতা-৪৩।

বিশ্বমুখী—গায়ত্রী দেবী জালন্ধর ক্ষেত্রে বিশ্বমুখী নামে অভিহিতা হন। পদ্ম-সৃষ্টি-১৭।

বিশ্বমূর্ত্তি—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-অনুশা-১৬০। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। তন্ত্র-২৩৮ পৃঃ।

বিশ্বম্ভর—(১)দেবমালী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সুমালী ও যজ্ঞমালী নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যজ্ঞমালী পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বম্ভর নামে এক মন্দকর্ম্মা-ন্বিত বৈশ্য ছিল। তিনি একদা রাত্রি কালে বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বৃষ্টি সমুদ্ভূত পদলগ্ন কর্দ্দম মন্দিরের সোপানে মার্জ্জন করায় বিষ্ণু মন্দির লেপনের পুণ্য তাঁহার হইয়াছিল। দৈব ঘটনায় সেই রাত্রিতেই সর্পাঘাতে সেই মন্দিরে তাহার মৃত্যু হয়। এই পুণ্যের ফলে সে ব্রাহ্মণ কুলে যজ্ঞমালী নামে জন্মগ্রহণ করে। বৃহন্না-৩৪। (২) বিষ্ণুর অন্য নাম। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬০।

বিশ্বরথ—(১) সোম বংশীয় নরপতি গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, প্রভৃতি চারি পুত্র ছিল। হরি-হরি-২৭। গাধি

দেখ। (২) বিশ্বামিত্রের অন্য নাম বিশ্বরথ। বায়ু-৯১।

বিশ্বরূপ—(১) বিশ্বকর্ম্মার তনয় বিশ্বরূপ ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হন। রামা-লঙ্কা-৭০। (২) বৈদিক যুগে ত্বষ্টা নামে এক অসুর ছিল। তাঁহার তনয় বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার তিনটী মস্তক ছিল। তিনি একটী দ্বারা সোমপান, একটী দ্বারা সুরাপান ও তৃতীয়টী দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বলিতেন যে, হবির্ভাগ দেবগণের প্রাপ্য, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলিতেন যে তাহা অসুরগণের প্রাপ্য। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহা দ্বারা রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া বজ্রদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যে মস্তক দ্বারা সোমপান করিতেন তাহা কপিঞ্জল পক্ষী, যে মস্তক দ্বারা সুরাপান করিতেন তাহা কলবিঙ্ক পক্ষী, এবং যে মস্তক দ্বারা অন্নভোজন করিতেন তাহা তিত্তিরি নামক পক্ষী হইল। এদিকে বিশ্বরূপের হত্যা জনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপকে ইন্দ্র অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া সংবৎসর বহন করিলেন। লোকেরা ব্রহ্মঘাতি বলিয়া তাঁহার অপবাদ করিলে তিনি পৃথিবী, বনস্পতি ও স্ত্রী জাতিকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক, এক এক জনকে স্বীয় পাপের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। এই উপাখ্যান সূত্র গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে। তৈত্তি-সং-২।৪।২ ; ২।৫।১ ; দেবীভা-৬স্ক-১—৩। (৩) ব্রহ্মার তনয় মরীচি, মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের তনয় ত্বষ্টা, ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ। মহাভা-শান্তি-২০৮। (৪) বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ও অসুর-গণের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে প্রকাশ্যে ও অসুরদিগকে গোপনে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পরে মাতৃআজ্ঞায় তিনি অসুর পক্ষ অবলম্বন করেন। দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপু বশিষ্ঠকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্ব-রূপকেই পৌরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন। সেইজন্য বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূপী নারায়ণ হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। এই সময়ে অসুরদের মঙ্গলার্থ বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভয় পাইয়া মহর্ষি দধীচির শরণাপন্ন হইলেন। দধীচি স্বীয় অস্থি প্রদান করিলে, ইন্দ্র তাহা দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া বিশ্বরূপকে বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (৫) বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নৃপতি ভরত বিবাহ করেন। ভাগ-৫স্ক-৭। (৬) দৈত্য কন্যা রচনা ত্বষ্টার পত্নী ও বিশ্বরূপের জননী ছিলেন। যদিও বিশ্বরূপ অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন, তথাপি দেবগণ, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক

অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকেই পৌরোহিত্য পদে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরেরা অতিশয় প্রবল হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে বিশ্বরূপ দেবপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অসুরদিগকে পরাজিত করেন। তিনি যজ্ঞকালে বিনীত ভাবে দেবগণকে প্রকাশ্য রূপে হবির্ভাগ দিতেন। কিন্তু গোপনে মাতৃ-স্নেহ বশতঃ অসুরগণকেও আহুতি দিতেন। একদিন ইন্দ্র এই ব্যবহার দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাঘাতে বিশ্বরূপের মুণ্ড ছেদন করেন। ভাগ-৬স্ক-৬; স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৫—১৭। (৭) মরীচির তনয় কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার তনয় বিশ্বরূপ। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৩। (৮) বিশ্বরূপের সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে দুই কন্যা ছিল, শঙ্কর স্বীয় তনয় গণেশের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধি হইতে লক্ষ এবং বুদ্ধি হইতে লাভ জন্মে। শিব-জ্ঞান-৩৬। (৯) স্থিরিমান দেবগণের অন্যতম বিশ্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড-৩২; বায়ু-৩১। (১০) বিরোচন-নন্দিনী যশোধরা ত্বষ্টার পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ম্মা নামে দুই যমজ সন্তান জন্মে। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; বায়ু-৬৫। (১১)একাদশ রুদ্রের অন্যতম বিশ্বরূপ। অগ্নি-১৮। একাদশ রুদ্র দেখ। (১২) বিষ্ণুর রূপ নানা প্রকার বলিয়া তাঁহার এক নাম বিশ্বরূপ। মহাভা-শান্তি-৩০৩। (১৩) সূর্য্যের এক নাম বিশ্বরূপ। স্কন্দ-কাশী-পূ-৯। (১৪) পরাশর বংশীয় বিশ্বরূপ নামক এক ব্রাহ্মণের বক নামে এক পুত্র ছিল। বক বাল্যকালে পিতার শিবলিঙ্গ খেলাছলে ঘৃতের কুম্ভে রাখিয়াছিল। এই পুণ্যের ফলে সে আনর্ত্ত দেশে মরণান্তে জাতিস্মর রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৭। বক দেখ। (১৫) বিশ্বরূপ নামক মহাদেবের এক গণ, শিবের ও পার্ব্বতীর বিবাহে পঞ্চাশ কোটী অনুচর সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বিশ্বরূপা—(১) মহর্ষি মঙ্কির অন্যতমা পত্নী। পদ্ম-উত্ত-১৪৩। মঙ্কি দেখ। (২) ধর্ম্ম নামক এক ব্রাহ্মণের বিশ্বরূপা নামে এক পতি-পরায়ণা স্ত্রী ছিলেন। এই বিশ্বরূপার গর্ভে ধর্ম্মব্রতা নামে কন্যা জন্মে। বায়ু-১০৭। ধর্ম্মব্রতা দেখ।

বিশ্বরূপিকা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। অগ্নি-৫২।

বিশ্বরূপিণী—চতুর্থ কল্পে পার্ব্বতীর নাম বিশ্বরূপিণী ছিল। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭।

বিশ্বশর্ম্মা—নরপতি বিশ্বশর্ম্মার তনয় বিশ্বমহৎ, বিশ্বমহৎ উপহুত নামক পিতৃগণের কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে রাজর্ষি খট্টাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-১০৭।

বিশ্বশ্রী—রৈবত মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত বংশীয়েরা সপ্তর্ষি ছিলেন। বিশ্বশ্রী তাঁহাদের অন্যতম। সৌর-৩৩।

বিশ্বসহ—(১) সগর বংশীয় নরপতি ইলবিলের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ দিলীপ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (২) রামের বংশে ব্যুথিতাশ্ব জন্মে। তৎপুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় হিরণ্যনাভ। বিষ্ণু-৪র্থ-৪ ; ভাগ-৯স্ক-৯। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র দিলীপ (খট্বাঙ্গ), দিলীপের তনয় দীর্ঘবাহু। সৌর-৩০ ; লি-৬৬। বৃদ্ধশর্ম্মা দেখ। কূর্ম্ম-পূ-২১। (৪) যদু বংশীয় শ্বেতের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় কৌশিক। কূর্ম্ম পূ-২৪। (৫) রামের তনয় কুশের বংশীয় ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, তৎপুত্র হিরণ্যনাভ। বায়ু-৮৮। (৬) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ঐড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ, খট্বাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কল্কি-৩য়-৩। (৭) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের নামও বিশ্বসহ ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৬৭।

বিশ্বসামা—মহর্ষি অত্রির অপত্য বিশ্বসামা একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। ঋক্-৫।২৩।১।

বিশ্বস্ফটিক—মগধের কৈলকিল যবন বংশীয় অন্যতম ভূপতি। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪।

বিশ্বস্ফানি—নিষধ দেশীয় নল বংশীয়য়েরা রাজত্ব করার পরে মগধে বিশ্বস্ফানি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালিন বিভিন্ন পার্থিবদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্য বংশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বায়ু-৯৯।

বিশ্বস্ফূর্জ্জি—মগধের একজন বিখ্যাত রাজা। তিনি পুলিন্দ, যুদ্ধ, মদ্রক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দিগকে বিদূরিত করেন। গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে তাঁহার আধিপত্য ছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম পদ্মাবতী ছিল। ভাগ-১২স্ক-১।

বিশ্বস্রষ্টা—দশম মন্বন্তরে ব্রহ্ম-সাবর্ণির সময়ে ভগবান হরি বিশ্বস্রষ্টার পত্নী বিসূচীর গর্ভে বিষক্সেন নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩।

বিশ্বহন্তা—দৈত্যপতি বলির অনুগ এক-জন দৈত্য নরপতি। স্কন্দ-আব-অব-৬৩।

বিশ্বা—(১) বিশ্বা নামে দক্ষের এক কন্যা কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়। মৎ-৬ ; মহাভা-আদি-৬৫। (২) বিশ্বা নামে দক্ষের অন্য এক কন্যা ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহা হইতে বিশ্বদেবগণ জন্মেন। মৎ-৫,

১৪৬; হরি-হরি-৩, ১৯৬; বিষ্ণু-১ম-১৫; ভাগ-৬স্ক-৬; লি-৬৩; কূর্ম্ম-পূ-১৬; শিব-ধর্ম্ম-৫৪; অগ্নি-১৮; সৌর-২৮; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২১, ১০৮; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। (৩) পার্ব্বতী দেবী বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে বিশ্বা নামে অভিহিতা হন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯৮।

বিশ্বাচী—(১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে যে সকল বৈদিকী অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। হরি-হরি-২১৮। (২) নৃপতি যযাতি, পুত্র পুরুর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক কিছুকাল কুবেরের চৈত্র-রথ বনে বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত যাপন করিয়াছিলেন। মহাভা আদি-৭৫; বিষ্ণু-৪র্থ-১০। (৩) অর্জ্জুনের জন্মের পর বিশ্বাচী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাভা-আদি-১২৩। (৪) যে সকল অপ্সরা নৃত্য গীত দ্বারা সূর্য্যকে অর্চ্চনা করেন, বিশ্বাচী তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (৫) বাণাসুরের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের দুহিতা চিত্রলেখার অনুরোধে বিশ্বাচী অপ্সরা চণ্ডিকার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম ৭। (৬) বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী অপ্সরা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া থাকেন। বায়ু-৫২। (৭) বিশ্বাচী পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অন্যতমা অপ্সরা। বায়ু-৬৯।

বিশ্বাত্মা—বংশকারী দেবগণের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮; বায়ু-৬২।

বিশ্বাধার—মনুবংশীয় নৃপতি মেধাতিথির সপ্ত পুত্রের অন্যতম। মেধাতিথি স্বীয় অধিকৃত শাকদ্বীপ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে স্ব স্ব নামীয় এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। ভাগ-৫স্ক-২০।

বিশ্বানর—(১) দনুর গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম তনয়। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। (২) পূর্ব্বকালে নর্ম্মদার তীরে নর্ম্মপুর নামক নগরে বিশ্বানর নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শুচিষ্মতী ছিল। তাঁহারা উভয়ে কাশীস্থিত বীরেশ্বর নামক শিবের আরাধনা করিয়া গৃহপতি নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১০। গৃহপতি দেখ।

বিশ্বাবতী—মরুত্বতী, বসু, জ্ঞানা, লম্বা, সতী, ভানুমতী, সঙ্কল্পা, মূহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বাবতী ও ককুপ দক্ষের এই দশ কন্যা, ব্রহ্মনন্দন ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৯২। ধর্ম্ম দেখ।

বিশ্বাবসু—(১) বিশ্বাবসু নামে গন্ধর্ব্ব দেবলোকে বাস করিতেন। তিনি জলের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি দেবরূপে উপাসিত হইয়াছেন। ঋক্-১০।১৩৯।৫। (২) মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা হইতে রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-

বন-১১৫। (৩) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে ও মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। মহাভা-আদি-৮; অনুশা-৩০; দেবীভা-২স্ক-৮, ৯। (৪) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী প্রধা, বিশ্বাবসুকে প্রসব করেন। মহাভা-আদি-৬৫। (৫) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু উত্তম বীণা বাদন করিতে পারিতেন। একবার তিনি নরপতি দিলীপের যজ্ঞে বীণা বাদন করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২৯। (৬) একদা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় জানিবার জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩১৯। (৭) মহাদেবের অন্য নাম বিশ্বাবসু। মহাভা-অনুশা-১৬। (৮) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু কৌশলে উর্ব্বশীকে নরপতি পুরূরবার আলয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হরি-হরি-২৬; স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-২৮। পুরূরবা দেখ। (৯) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরভির গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। সুরভি দেখ। (১০) ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী সুরসা হইতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মেন। হরি-হরি-১৯৬। চাক্ষুষ মনুর অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুদ্বতীর গর্ভজাত অন্যতম তনয়। হরি-হরি-১৯৬। (১১) কশ্যপের অন্যতমা পত্নী মুনি হইতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি জন্মেন। হরি-হরি-২১৮; বরা-১১৪। মুনি দেখ। (১২) বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা। মার্ক-২১; বাম-৫৯। মদালসা দেখ। (১৩) পুরুবংশীয় নৃপতি পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিশ্বাবসু। বিষ্ণু-৪র্থ-৬—৮। আয়ু দেখ। (১৪) সূর্য্যদেবের অন্যতম গায়ক গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু। কূর্ম্ম-পূ-৪১। (১৫) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্রের নাম দুর্দ্দম। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৪। দুর্দ্দম দেখ। (১৬) বরিষ্ঠার গর্ভে বিশ্বাবসু প্রভৃতি আট জন গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হয়। বায়ু-৬৯। বরিষ্ঠা দেখ। (১৭) গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ষাট হাজার কন্যাকে মহাদেব বলপূর্ব্বক আহরণপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে স্থাপিত বণিকদিগের সহিত বিবাহ দেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-১০। (১৮) যক্ষগণ যখন বসুধা দোহন করেন, তখন বিশ্বাবসু বৎস হইয়াছিলেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (১৯) ত্রেতা যুগে সুনেত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তনয় বিশ্বাবসু তাঁহাকে হত্যা করেন। পরে তিনি কিম্পুনক তীর্থে গমনপূর্ব্বক সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। স্কন্দ-আব-অব-৩১। (২০) বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের এক পুত্র ছিল। কালিকা-৪৮। (২১) পুলস্ত্যের তনয় বিশ্বাবসু, যজ্ঞার্থ আহৃত মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস হইয়াছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৮৭। (২২) বিশ্বাবসু নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণের অতীত বয়সে পরাবসু নামে এক

পুত্র জন্মে। স্কন্দ-নাগ-১৯৭। পরাবসু দেখ। (২৩) বিশ্বাবসু নামে এক পরম ধার্ম্মিক শবর ছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু পুরু-৭, ৮।

বিশ্বাবসুমতি- ধর্ম্মের পত্নী মরুত্বতী দেবী মরুত্বৎ নামক দেবগণকে প্রসব করেন। বিশ্বাবসুমতি মরুত্বৎ-দেবগণের অন্যতম। মৎ-১৭১।

বিশ্বামিত্র—(১) বেদের একজন ঋষি। বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষভ, কত, মধুছন্দা এবং পৌত্র জেতা ঋষি ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ঋক্-১।১।১। (২) বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের রচয়িতা। বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে ইহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র ভারতদের এবং বশিষ্ঠ নৃপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। সুদাসের সহিত ভারতদের শত্রুতা ছিল বলিয়া বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যেও শত্রুতা ছিল। সেজন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বংশীয়দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। এবং বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের বিরুদ্ধে অতি কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঋক্-৭।১।১। (২) মহর্ষি বিশ্বামিত্র একবার অতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুকুর মাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনু-১০। ১০০। (৩) নরপতি কুশের তনয় কুশনাভ, কুশনাভের তনয় গাধি, গাধির তনয় বিশ্বামিত্র। কুশবংশ সম্ভূত বলিয়া তিনি কৌশিক নামেও খ্যাত। সত্যবতী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহর্ষি ঋচীকের পত্নী ছিলেন। একদা বিশ্বামিত্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন এবং বশিষ্ঠের হোমধেনু শবলাকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ শবলাকে দিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি বলপূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। শবলা বশিষ্ঠের বরে অনেক সৈন্যের সৃষ্টি করেন। সেই সকল সৈন্যের সহিত বিশ্বামিত্রের সৈন্য ও পুত্রদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ও অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া একটী পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক হিমালয়ে গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। মহাদেব তাঁহার উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকার অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি অস্ত্র প্রাপ্তিতে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রম বিনষ্ট করেন। পরে বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্র অতিশয় পরিতপ্ত হইয়া দক্ষিণে গমনপূর্ব্বক তপস্যায়

নিযুক্ত হন। এই সময়ে হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে তুমি রাজর্ষি বলিয়া খ্যাত হইবে।" বিশ্বামিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ত্রিশঙ্কু তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠের শরণ লইয়াছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রেরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এখন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইয়া সেই অভিলাষ পূরণে আকাঙ্ক্ষিত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে স্বীয় পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের আদেশে তিনি অধঃশিরা হইয়া ভূতলের দিকে গমন করিতে থাকেন। বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া ক্রোধে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজনে প্রয়াসী হন। দেবগণ ইহাতে ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণ লয়েন। পরে নিষ্পত্তি হইল যে ত্রিশঙ্কু নক্ষত্রের পূর্ববর্ত্তী হইয়া আকাশেই ভ্রমণ করিতে থাকিবেন, এবং বিশ্বামিত্র আর দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজন করিবেন না। রামা-আদি-১৮—৫৯। (৪) রাজা অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু ইন্দ্র হরণ করিলে, ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি ঋচীকের তনয় শুনঃশেফকে যজ্ঞার্থ আনয়ন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বামিত্র সেই সময়ে শুনঃশেফকে দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘজীবী করেন। রামা-আদি-৬১, ৬২। (৫) অতঃপর বিশ্বামিত্র পুষ্কর-তীর্থে যাইয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় নিরত হন। দীর্ঘকাল অতীত হইলে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে "ঋষিপদ বাচ্য" হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার তপস্যায় নিযুক্ত হন। এই কালেই মেনকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং মেনকার গর্ভে তাঁহার কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে তপস্যা ভঙ্গ হইল বলিয়া যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন আরও কঠোরতর তপস্যায় নিবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ইহাতে ভয় পাইয়া রম্ভাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রম্ভাকে পাষাণ হও বলিয়া শাপ দেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় প্রজাপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন এবং পরে বশিষ্ঠের সহিতও তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। রামা-আদি-৬৩—৬৫; মহাভা-আদি-১৭৫। শকুন্তলা দেখ। (৬) একদা বিশ্বামিত্র তাড়কা রাক্ষসীর দমন-

মানসে রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে রাক্ষস-বধার্থ প্রেরণ করিতে অনভিলাষী হইলেও কেবল বিশ্বামিত্রের ভয়ে তিনি দিতে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে আনয়নপূর্ব্বক বলা ও অতিবলা মন্ত্রদ্বয় প্রদান করিলেন। পরে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ ও অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহার সহিত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় সীতার সহিত রামের, উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইল। রামা-আদি-১৯—২৬, ৫০, ৭৩। (৭) ভরত বংশে জহ্নু নামে এক রাজা ছিলেন। এই জহ্নুর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের তনয় বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র বল্লভ, বল্লভের তনয় কুশিক, কুশিকের তনয় গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী ও পুত্র বিশ্বামিত্র। চ্যবন মুনির পুত্র ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ঋচীক এই বিবাহে এক সহস্র অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যবতী ও তাঁহার মাতা পুত্র লাভার্থ মহর্ষি ঋচীকের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি সত্যবতীর মাতার জন্য বীর্য্যবান ক্ষত্রিয় পুত্র এবং সত্যবতীর জন্য ব্রহ্মবাদী পুত্র লাভের উপায়-স্বরূপ দুই প্রকার চরু প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা চরু পরিবর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। ঋচীক ইহা জানিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন, "তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে।" কালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। মহাভা-অনুশা-৪। সত্যবতী ও গাধি দেখ। (৮) বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে অবস্থান করিতেন। মহাভা-অনুশা-১৫০। (৯) বিশ্বামিত্র একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের বিশ্বামিত্র দেবরাত ও উদ্দাল এই তিনটী আর্ষেয় প্রবর। মৎ-১৯৮। (১০) বিশ্বামিত্র বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। হরি-হরি-৭। (১১) গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ নামে চারি পুত্র ও সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল। বিশ্বামিত্রের অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি, শালাবতীর গর্ভজাত হিরণ্যাক্ষ, রেণুর গর্ভজাত রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব, মদ্গল, দেবল, মধুচ্ছন্দ, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত প্রধান ছিলেন। অষ্টক দৃশদ্বতীর গর্ভজাত ছিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে শুনঃশেফ সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হরি-হরি-২৭, ৩২। (১২) স্থাতীর্থে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। তাহারই পশ্চিম দিকে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ছিল। সেই সময়ে

বশিষ্ঠের অনিষ্ট করিবার বাসনায় বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদীকে বলিলেন "তুমি স্বীয় বেগে বশিষ্ঠ ঋষিকে আমার আশ্রমে আনয়ন কর।" সরস্বতী তাহাই করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠকে বিনাশ করিবার অস্ত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সরস্বতী ভয় পাইয়া বশিষ্ঠকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে, রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোণিত বহন করিতে হইবে বলিয়া শাপ দেন। কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা অরুণা নদীর সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের শাপ ব্যর্থ করেন। বাম-৪০। (১৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র জয়ধ্বজের তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। কূর্ম্ম-পু-২২। (১৪) রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পোষণের এবং নিজের চণ্ডালত্ব দূর করিবার জন্য, জাহ্নবী তীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগ মাংস রন্ধন করিয়া রাখিয়া দিতেন। বিশ্বামিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৩। ত্রিশঙ্কু দেখ। (১৫) দেবগণ ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক নামে ছয় পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-৪র্থ-৭। (১৬) একবার রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কোপে পতিত হইয়া রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমুদয় হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। দেবীভাগ-৭স্ক ১০—২৪; মার্ক-৮, ৯। হরিশ্চন্দ্র দেখ। (১৭) একবার বিশ্বামিত্র ঋষি নিজ পত্নী ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমনপূর্ব্বক উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পত্নী স্বীয় মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক, অবশিষ্ট পুত্রের পালনার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। নৃপতি সত্যব্রত তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ বিশ্বামিত্রপুত্র গলদেশে বন্ধন হেতু গালব নামে খ্যাত হন। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (১৮) শুনঃশেফ নামে প্রসিদ্ধ মহাত্মা অজীগর্ত্তের তনয়, পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। দেবীভা-২স্ক-৫। (১৯) মহর্ষি কৌৎস বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমি তোমার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অন্য দক্ষিণা চাহি না।" তবু কৌৎস দক্ষিণা দিতে বার বার পীড়াপীড়ি করিলে, বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"চতুর্দ্দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করিয়া আনয়ন কর।" কৌৎস ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি রঘুর নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-৫।

বিশ্বামিত্রেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বালাদিত্যের দক্ষিণে বিশ্বামিত্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দর্শনে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২৮৯।

বিশ্বায়ু—(১) পুরূরবার উর্ব্বশী গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২৭। পুরূরবা দেখ। (২) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১।

বিশ্বেদেবা—অন্যতম বৈদিক দেবতা। ঋক্-১০।১৫৬।১।

বিশ্বেশ—(১) ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। ব্রহ্মা দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। পদ্ম-সৃষ্টি-৫। (৩) আবন্ত্যক্ষেত্রের পশ্চিম দ্বারে বিশ্বেশ নামে এক দ্বারপাল আছেন। স্কন্দ-আব-অব-২৬।

বিশ্বেশা—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। মৎ-১৭১। ধর্ম্ম ও দক্ষ দেখ।

বিশ্বেশ্বর—(১) দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনায় শিব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কাশীতে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৭। (২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-১৮। একাদশ রুদ্র দেখ।

বিশ্রবা—(১) ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের ঔরসে ও রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া স্বীয় কন্যা বরবর্ণিনীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করেন। তাঁহার গর্ভে বৈশ্রবণ কুবের জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আদেশে তিনি লঙ্কা নগরীতে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। রামা-উত্ত-৩। (২) বিশ্রবা সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। রামা উত্ত-১১। (৩) পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূ হইতে অগস্ত্য ও বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্রবার প্রথমা পত্নী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি কুবের ও অপরা পত্নী কেশিনী হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৪স্ক-১। (৪) বিশ্রবার চারি পত্নী। প্রথমা পত্নী বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিণী হইতে কুবের; দ্বিতীয়া স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাক্য হইতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিদ্যুজিহ্ব নামে তিন পুত্র ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা; তৃতীয়া পত্নী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা হইতে মহোদর, মহাপার্শ্ব, খর নামে তিন পুত্র ও কুম্ভিনসী নাম্নী এক কন্যা এবং চতুর্থা স্ত্রী মালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্র ও শূর্পনখা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। লি-৬৩; কূর্ম্ম-পূ-১৯। কিন্তু কূর্ম্ম পুরাণে বলাক্য স্থানে

বাকা নাম দৃষ্ট হয়। বায়ু-৭০ ; সৌর-৩০। (৫) যক্ষপতি বিক্রান্তের শিবা ও সুমনা নাম্নী দুই কন্যাকে বিশ্রবা বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ শৈবেয় ও সৌমনস নামে খ্যাত। বায়ু-৬৯। (৬) তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়া হইতে বিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৮৬। (৭) বিশ্রবার প্রথমা পত্নী মন্দাকিনী হইতে কুবের ও দ্বিতীয়া পত্নী কৈকসী হইতে রাবণাদি জন্মেন। পদ্ম-পাতা-৪।

বিশ্রুত—(১) কশ্যপ পত্নী দনুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। (২) জনক বংশীয় নরপতি দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত। বিশ্রুতের তনয় মহাধৃতি, মহাধৃতির তনয় কৃতিরাত। ভাগ-৯স্ক-১৩। (৩) তালজঙ্ঘের তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয় বিশ্রুত, বিশ্রুতের তনয় অনন্ত, অনন্তের তনয় দুর্জ্জয়। কূর্ম্ম পু-২৩। (৪) বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত, বিশ্রুতের পত্নীর নাম পতিব্রতা। সৌর-৩১। (৫) পারাবত দেবগণের অন্যতম বিশ্রুত। বায়ু-৬২। পারাবত দেখ। (৬) কুরুবংশীয় রাজা চ্যবনের তনয় কৃত। কৃত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্রুত নামে এক পুত্র লাভ করেন। ইন্দ্র বিশ্রুতের সখা ছিলেন। বায়ু-৯৯। (৭) অমিতাভগণের অন্যতম বিশ্রুত ছিলেন। বায়ু-১০০। (৮) দক্ষ কন্যা বরিষ্ঠার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কালিকা-৩৪। বরিষ্ঠা দেখ।

বিশ্রুতবান্—(১) রামচন্দ্র-সুত কুশের বংশে মনু-তনয় প্রসুশ্রুত জন্মেন। প্রসুশ্রুত-আত্মজ মর্ষ, (অপর নাম সহস্বান)। মর্ষ-তনয় বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র বৃহদ্বল। বায়ু-৮৮। প্রসুশ্রুত দেখ। (২) ঐ বংশে মরুর তনয় প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের তনয় সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, অমর্ষ-সুত মহস্বান, মহস্বানের পুত্র বিশ্রুতবান্। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। অমর্ষ ও মহস্বান দেখ।

বিষ—(১) উত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। তন্মধ্যে বিষ শিবগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মা-৬৮ ; বায়ু-৬২। অহিহা ও উত্তম মনু দেখ। (২) দনায়ুষার গর্ভজাত কশ্যপের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। কশ্যপ ও দনায়ুষা দেখ। (৩) বিষ নামক নাগগণ সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হন। বিষ্ণু-১ম-৯।

বিষঘ্ন—তন্ত্রের অন্তর্গত পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক ব্যঞ্জনবর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম। এই সকল মূর্ত্তি শ্যামবর্ণ ও শঙ্খচক্রধারী। তন্ত্রসার-২৩৯ পৃঃ।

বিষদ—যযাতি বংশীয় জয়দ্রথের তনয়। বিষদের তনয় শ্যেনজিৎ, শ্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস এই চারি পুত্র। ভাগ-৯স্ক-২১। কাশ্য দৃঢ়হনু দেখ।

বিষাদ—শিবের জনৈক অনুচর। তিনি

শিবের বিবাহে চতুঃষষ্টিকোটী গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বিষুচী—মনুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি বিরজের পত্নী। তিনি একশত পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে শতজিৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বিষ্কম্ভ—ধর্ম্মের ঔরসে বিশ্বার গর্ভে যে দশ জন বিশ্বদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মৎ-১৭১। বিশ্বদেবগণ ও বিশ্বা দেখ।

বিষ্টম্ভ—শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি আট কোটী গণ সহ, পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। লি-পূ-১০৩।

বিষ্টরাশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র। বিষ্টরাশ্ব হইতে আর্দ্র এবং আর্দ্র হইতে যুবনাশ্ব জন্মেন। হরি-হরি-১১। (২) বিষ্টরাশ্বের তনয় ইন্দ্র, ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। শিব-ধর্ম্ম-৬০। পৃথু দেখ।

বিষ্টি—(১) বিশ্বকর্ম্মা-সুতা ও বিবস্বান্ (সূর্য্য) পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শনি, তপতী, বিষ্টি অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। মৎ-২৭৩; সৌর-৩০; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) বিশ্বকর্ম্মা-সুতা সংজ্ঞা বিবস্বানের তেজ সহ করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী নারী মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন তাহার নাম ছায়া। এই ছায়ার গর্ভে দিবাকরের সাবর্ণি-মনু ও শনি, এবং তপতীও বিষ্টি নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। মৎ-১১; লি-৬৫; কূর্ম্ম-পূ-২০। ছায়া দেখ।

বিষ্ণাপু—বিশ্বকায় নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়া স্বীয় মৃত পুত্রকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঋক্-১।১১৬।২৩।

বিষ্ণু—(১) ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায়ই ভগবান বিষ্ণু, রাবণের অত্যাচার হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি প্রভৃতিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য-মূর্ত্তিতে (রাম রূপে) অবতীর্ণ হন। রামা-আদি-১৫। (২) নারায়ণ দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার রাক্ষস-বধ-রূপ কার্য্য সাধনের জন্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরী পন্নগী ও বানরী গর্ভে তুল্যবলশালী বানর সকল সৃষ্টি করেন। রামা-আদি-১৭। (৩) বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ কৌশল্যা গর্ভে রাম রূপে জন্মগ্রহণ করে; চতুর্থাংশ কৈকেয়ী গর্ভে ভরত রূপে এবং অর্দ্ধাংশ-সংবলিত বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রা গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। রামা-আদি-১৮। (৪) বিষ্ণু অনেক বৎসর ধরিয়া সিদ্ধাশ্রমে তপস্যা করেন। তিনি বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া শ্রম-বিনাশন সেই সিদ্ধাশ্রমে অবস্থিতি করিতেন। রামা-আদি-২৯। (৫) বিশ্বকর্ম্মা যে দুইখানি লোকপূজ্য সুদৃঢ় ধনু নির্ম্মাণ করেন, তাহার একখানা সুরগণ ত্রিপুর-বিনাশের

জন্য শিবকে প্রদান করেন ও অপরখানি বিষ্ণুকে প্রদান করেন। বিষ্ণু উহা পরশুরামকে দেন। রাম-অবতারে বিষ্ণুই আবার ঐ ধনু ভঙ্গ করিয়া পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন। রামা-আদি-৭৫। (৬) বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামা-সুন্দ-২১। (৭) দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু রাক্ষসরাজ মালীকে বধ করেন ও তাহারা দুই ভ্রাতা সুমালী ও মাল্যবানকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া পাতালে প্রেরণ করেন। রামা-উত্ত-৬—৮। (৮) পুরাকালে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রগণসহকৃত নভোমণ্ডল, পর্ব্বত ও কানন সহিত পৃথিবী, এবং চরাচর ত্রৈলোক্য সলিল সাগরে নিমগ্ন ছিল। তখন দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় একমাত্র নারায়ণ অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর সহিত পৃথিবী নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট ছিল। বিষ্ণু সৃষ্টি সংহার করিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর জলমধ্যে শয়ান রহিলেন। সৃষ্টি সংহার পূর্ব্বক বিষ্ণু সুষুপ্ত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশে হেম-বিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে মহাপ্রভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, মনুষ্য ও সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রজাসমূহ সৃজন করিবার মানসে মহাযোগী ব্রহ্মা মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে মহাবীর্য্য দানবদ্বয় উৎপন্ন হইল। তাঁহারা তথায় প্রজাপতিকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃত স্বরে চিৎকার করিলেন। ঐ শব্দে প্রবোধিত হইয়া নারায়ণ চক্র প্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন। রামা-উত্ত-৭২। (৯) বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। মৎ-৬, ১৭১; সৌর-২৮। দ্বাদশ আদিত্য দেখ। (১০) ব্রহ্মা বিষ্ণুকে আদিত্যগণের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন। মৎ-৮; হরি হরি-৪। (১১) অগ্নি, জল, ক্ষিতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ঐন্দ্রী, প্রজাপতি, সর্প এবং ব্রহ্মা ইঁহারা প্রত্যধি দেবতা বলিয়া কথিত হন। গ্রহযজ্ঞে ইঁহাদের পূজা বিধেয়। মৎ-৯৩। (১২) কালনেমী, জম্ভ প্রভৃতি মহাসুরগণ দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করেন। জম্ভ, কালনেমী, প্রভৃতি নাম দেখ। অমিতাত্মা নারায়ণই উৎপত্তি প্রলয়ের নিদান। সনাতন হরি নারায়ণ রূপে সৃষ্টি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি আকারে ও অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই

অদিতির পুত্রের নাম বিষ্ণু। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। অদিতি পুত্র-কামনায় তপস্যা করিলে তাহাতে তুষ্ট হইয়াই সেই ভগবান দৈত্য-দানব-বধ-কামনায় তাহার পুত্রত্ব গ্রহণ করেন। এই ভগবান প্রধানাত্মা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। সত্যযুগে বৃত্রাসুর নিহত হইলে ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে দেবগণ দানব-গণ হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া নারায়ণের শরণ লন। দেবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও তাঁহাদিগকে তাঁহার শরণা-গত জানিয়া বিষ্ণু দিব্য কৃষ্ণবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া দেবগণকে দর্শন দিলেন এবং দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া দেব-গণকে নির্ভয় করিবেন বলিয়া অভয় দিলেন। মৎ-১৭২। (১৩) সমুদ্র-মন্থন কার্য্যে বিষ্ণু দেবগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে থাকিয়া মন্থন কার্য্যে সাহায্য করেন। মৎ-২৪৯। (১৪) সমুদ্র মন্থনে যখন অমৃত উত্থিত হইল, তখন কাহারা উহা গ্রহণ করিবে এই ব্যাপার লইয়া দেব ও দানবগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। তখন বিষ্ণু মোহিনী-মায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক দানবগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়চেতা অসুরগণের মন মোহিনী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইল। তাহারা ঐ অমৃত পাত্র মোহিনীর নিকট রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রধাবিত হইল। অনন্তর অসুরগণের সহিত দেবগণের মহাসমর বাধিলে বীর্য্যবান বিষ্ণু সেই অমৃত লইয়া আসিলেন এবং দেবগণ তাহা পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর হরি স্ত্রীরূপ পরিহার করিয়া বিবিধ ভীষণ অস্ত্রদ্বারা দানবগণকে প্রকম্পিত করিলেন। বিষ্ণুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দেবগণ অসুরদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিলেন এবং তাহারা ভীতি-গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়া লবণজলধি, ভূমিতল প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত রহিল। মৎ-২৫১। (১৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে যাহারা তুষিত নামে কথিত হইতেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে তাঁহারাই পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, মরীচি-নন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। শক্র, বিষ্ণু ও অর্য্যমা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য এইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩। (১৬) ব্রহ্মা সত্বগুণের আধিক্য নিবন্ধন বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে প্রজাপুত্রের রক্ষা বিধান করেন। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মৎ-৪৬। (১৭) শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধকালে ব্রহ্মাদিদেবগণের দেহ হইতে পৃথক পৃথক অতিবীর্য্য বলযুক্ত শক্তিগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া তত্তৎ

দেবতার রূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুর শরীর হইতে বৈষ্ণবী-শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ ধারণ করতঃ আগমন করেন। ঐ বৈষ্ণবী-শক্তি চণ্ডিকার সহকারী হইয়া চক্রদ্বারা বহু দানব সৈন্য হনন করেন। যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী ভগবান বিষ্ণুর যে শক্তি, তিনিও বরাহরূপ ধারণ করিয়া চণ্ডিকার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন। মার্ক-৮০। (১৮) বিষ্ণু, সনাতন, অনাদি, বিশ্ববীজ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বম্ভর, বিধাতা, জগৎকর্ত্তা, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক। তিনি জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাঁহারই অক্ষয় অবয়ব হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছে। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, বিশ্ববীজ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী প্রভু। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, "আমি কে; কোথা হইতে আসিলাম; কোন কার্য্য আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বিষয় বিচার করিতে করিতে নিজ নির্ম্মাতাকে সন্ধান করিবার জন্য পদ্মকোষ অবতরণ করিয়া নালে নালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে শত বৎসর অতীত হইয়া গেলে একদা এক আকাশবাণী হইল। সেই আকাশ বাণীর নির্দ্দেশ মত ব্রহ্মা দ্বাদশ বৎসরকাল যত্ন সহকারে তপস্যা করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলেন যে পরমবিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং তৎপরে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর দারুণ যুদ্ধ হয়। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের উভয়ের বিবাদ শান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে সহস্র সহস্র জ্বালা-মালা-সঙ্কুল কালানলসন্নিভ একটী অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হয়। ভগবান বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে কহিলেন "আইস আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া এই অনলসন্নিভ লিঙ্গ কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির করি।" অতঃপর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে হংসরূপ ধারণ করতঃ সত্বর ঊর্দ্ধে গমন করিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধোদেশে গমন করেন। শিব-জ্ঞান-২। এই আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সৌর-পুরাণে (৬৬ অঃ) দৃষ্ট হয়। (১৯) যে দিন হইতে ভগবান বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করেন সেই দিনে যে কল্পের আরম্ভ হয় তাহার নাম বারাহকল্প। পরমাত্মা শিবের ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণু তাদৃশ রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মার বরে বিষ্ণু সকল গুণের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। গুণ, সত্ত্ব প্রভৃতি জড়, সেইজন্য সকল লোকে বিষ্ণুই একমাত্র পুরুষ (চৈতন্য স্বরূপ) বলিয়া পূজিত হন। ব্রহ্মার সৃষ্ট

লোক পরম্পরায় যখন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মাদেশে বিষ্ণুই সকল দুঃখের বিনাশে তৎপর হন। বিষ্ণুই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া সৎকীর্ত্তি বিস্তার করেন। লোক-সিসৃক্ষু ব্রহ্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া সেই জলে অঞ্জলীপূর্ণ স্ববীর্য্য নিক্ষেপ করেন। তাহাতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় একটি অণ্ড উৎপন্ন হয়। সেই অণ্ড দর্শনে সংশয়িত-চিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। তখন বিষ্ণু সেই স্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় অনন্ত-রূপে সেই অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন তিনি সহস্রনেত্র, সহস্র চরণ বিশিষ্ট একটী পুরুষাকার ধারণ করিয়া সর্ব্বোতভাবে ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সেই অণ্ড ব্যাপিয়া রহিলেন। শিব-জ্ঞান-৫।

(২০)একমাত্র আদি, নির্ব্বিকার, নির্গুণ পরমাত্মা স্বকীয় তেজে কাশী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পুরুষকে (প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতম) তথায় তপস্যা করিতে বলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা-জনিত শ্রমে তাঁহার গাত্র হইতে বিচিত্র জল ধারা নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্যাপিয়া ফেলিল। অন্য কিছুই দৃশ্যমান হইল না। পরে ভগবান বিষ্ণু তাহা দেখিয়া, "একি আশ্চর্য্য" বলিয়া মস্তক কম্পিত করিলেন তাহাতেই বিষ্ণুর কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়া তথায় মণিকর্ণিকা তীর্থ হইল। তখন নির্গুণ শিব জল-রাশি প্লাবিত সেই কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সেই জলোপরি শয়ন করিলে তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিব-জ্ঞান-৪৯।

(২১) একদা ভগবতী লক্ষ্মীর যুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ হইল। বিষ্ণু তাঁহাকে যুদ্ধ দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় এই মত ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস তিনি কোলাহল শুনিতে পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন জয় ও বিজয় নামক নিজ দ্বারপালদ্বয়কে সনকাদি ঋষিকুমারগণ যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতেই কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে জয় ও বিজয়কে ঐরূপে ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া বিষ্ণু তাহাদের পক্ষ হইতে ঋষিকুমারগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কুমারগণ কহিলেন "কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বিষ্ণু-ভক্ত হইতে ইচ্ছা কর তবে সপ্ত জন্মের, আর যদি শত্রু ভাবে জন্ম-গ্রহণ কর ত তিন জন্মের পর এই স্থান প্রাপ্ত হইবে।" জয় ও বিজয় শীঘ্র শীঘ্র শাপ মুক্তির জন্য শত্রু ভাবে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ অসুরদ্বয় রূপে জন্মগ্রহণ করে ঐ জন্মে

বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। দ্বিতীয় জন্মে উহারা দুইজন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বিষ্ণু রামরূপ ধারণ করেন। তৃতীয় জন্মে উহারা শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ অবতার হন। হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য পৃথিবীকে মুখে করিয়া জলমধ্যে গমন করিলে ব্রহ্মা বারংবার বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন তাহাতে বিষ্ণু ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বরাহ রূপে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চশত বর্ষ জলে এবং পঞ্চশত বর্ষ স্থলে হির-ণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন এবং পৃথিবীকে মুখে লইয়া জল হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পৃথিবী অর্পণ করেন। শিব-জ্ঞান-৫৯। (২২) একবার দেবতারা ও লোক সমুদয় অসুরদিগের হস্তে নিগৃহিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে শিবের আরাধনা করিতে বলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কথা শুনিয়া স্বীয় স্বীয় ধামে গমন করেন। অতঃপর বিষ্ণুও দেবতাদিগের জয়ের নিমিত্ত শিবের ভজনা করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভবে নানা উপাচারে ভজনা করিয়াও তিনি শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া শিবের সহস্র নামের এক একটি নাম মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শিবের মস্তকে প্রত্যহ প্রদান করতঃ সহস্র পদ্ম দ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শিব তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার্থ সেই সহস্র পদ্ম হইতে মায়াবলে একটি পদ্ম অপহরণ করেন। বিষ্ণু কিন্তু সেই মায়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি একটি পদ্ম কম আছে জানিয়া আপনার এক চক্ষু উৎপাটন করেন। শঙ্কর তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে চাহি-লেন। বিষ্ণু শিবের নিকট অসুর-নাশকারী অস্ত্র প্রার্থনা করেন। তখন তখন শিব বিষ্ণুকে সুদর্শন চক্র দিলেন। শিব-জ্ঞান-৭০। বিষ্ণু কর্ত্তৃক উচ্চারিত শিবের সহস্র নামের তালিকা শিব-জ্ঞান-৭১ অধ্যায়ে আছে। (২৩) সমগ্র জগৎ যে নির্গুণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নাম শিব। পুরুষের (বিষ্ণুর) সহিত প্রকৃতি (মায়া) সেই শিব হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া ত্রিশূলস্থিত পঞ্চ-ক্রোশী কাশী নামক বিখ্যাত স্থানে তপস্যা করেন। ঐ স্থানে বিষ্ণুরূপী পুরুষের হর্ষে জলে পরিপূর্ণ হইলে ক্রমে সকল স্থানই জলে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে স্বয়ং হরি তাহাতেই শয়ন করিলেন বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে নারায়ণ এই নামে প্রখ্যাত করিলেন। এবং যিনি পূর্ব্বোৎপন্না মায়ারূপী প্রকৃতি, তাঁহাকে নারায়ণী এই নামে

প্রসিদ্ধ করিলেন। যিনি সেই জলশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পিতামহ ব্রহ্মা। মহা-প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী বৈকুণ্ঠবাসী সেই সনাতন বিষ্ণুকে ব্রহ্মা তপোবলে দর্শন করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত শিব যে রূপ প্রদর্শন করেন তাহা মহাদেব নামে বিখ্যাত। শিব জ্ঞান-৭৭। (২৪) আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সৌর-২। (২৫) বিষ্ণু শিবের বামাঙ্গসম্ভূত এবং ব্রহ্মা দক্ষিণাঙ্গ-সম্ভূত। সৌর-৭। (২৬) পুণ্যজনিকা সর্ব্বপাপনাশিনী কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুপদ লাভ করেন। সৌর-১৪। (২৭) যখন নারায়ণ যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন নাভিদেশে শত যোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈব পরি-মাণে শত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু বলেন, "আমি বিশ্বরাজ। তুমি কে ?" ব্রহ্মা বলেন আমি সর্ব্বভূতের আদি, সর্ব্বজগতপতি। চরাচরাত্মক বিশ্ব সতত আমাতেই অবস্থিত; অন্তকালে আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু ব্রহ্মার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সর্ব্বলোক দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র শীর্ষ পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "ব্রহ্মন্, তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেব-দানব-মানবাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোক সকল দর্শন কর।" অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগত দর্শন করেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় রুদ্ধ থাকাতে নির্গমনের দ্বার দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি নাভিপদ্মের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া পদ্ম মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আপনি জগন্মান্য, সর্ব্বকারণ এবং পিতামহ। আমি আপনাকে পুত্রত্বে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রীত্যার্থে পদ্মযোনী আখ্যা গ্রহণ করিবেন।" ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্ত্তিই দুই রূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু তদুত্তরে বলেন যে তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একজন আছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর উমাপতি। সৌর-২৪। (২৮) প্রভু মহাবিষ্ণু, সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে; সংহারের জন্য ঈশান রুদ্রকে

সৃষ্টি করেন দেহের মধ্যভাগ হইতে; আর জগৎ পালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন বামাঙ্গ হইতে। এই চরাচর জগৎ বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। তিনি নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ। তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে। উপাধি বশতঃ এক বিষ্ণুই নিখিল জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণু যেমন জগদ্ব্যাপক, তাঁহার শক্তি ও তদ্রূপ। সেই শক্তিই মহর্ষিগণকর্ত্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিতা হন। ইনিই বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার তাঁহারই কার্য্য। তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা। সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রয়ে বর্ত্তমান। সেই এক শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। বৃহন্না-৩। (২৯) বিষ্ণু পরম-দেব, জ্যোতি-স্বরূপ ও নিত্য। সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। তিনি জগতের কর্ত্তা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার শরীর। তিনি প্রলয়কালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন। জগৎ জলে পরিপূর্ণ এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, বিষ্ণু বট পত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। পরম ভাগবত মৃকণ্ডু মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। বৃহন্না৪—৫। (৩০) দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু শফরী রূপ ধারণ করিয়া শঙ্খাসুরকে বধ পদ্ম-উত্ত-৯১। শঙ্খ দেখ। (৩১) জালন্ধর দৈত্যের সহিত মহাদেবের যুদ্ধকালে বিষ্ণু পার্ব্বতীর অনুরোধে জালন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া জালন্ধর-পত্নী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বৃন্দা তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে মনুষ্যাবতারে বিষ্ণুর ভার্য্যা রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হইবে এবং তিনি ভার্য্যা-দুঃখে দুঃখিত হইয়া কপিকুলের সাহায্য পাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবেন। পদ্ম-উত্ত-১০২—১০৩। বর্ব্বরী দেখ। (৩২) পরস্পরের শাপে, জয় ও বিজয় নামক বিষ্ণুর দ্বারপালদ্বয় গ্রাহ ও মাতঙ্গ হন ও তাঁহারা বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়া পুনঃ বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। পদ্ম-উত্ত-১১১। (৩৩) সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মীর উদ্ভব হয়। বিষ্ণু অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু লক্ষ্মীর বাক্যে জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে উদ্দালক মুনিকে দান করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। পদ্ম উত্ত-১১৬। (৩৪) পুরাকালে পার্ব্বতীও শিব একবার যখন নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন দেবগণের অনুরোধে অগ্নি যাইয়া তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করেন। তাহাতে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে দেবগণকে অভিসম্পাত করেন। তাহাতেই সমস্ত দেবতারাই বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হন। তাহা-

দের মধ্যে বিষ্ণু বট বৃক্ষ হন। পদ্ম-উত্ত-১১৫। (৩৫) কবে কোন কালে কোন যুগে দ্বিজাতিগণ মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মহেশ্বর বলেন যে একমাত্র ধ্যান ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না। ত্রিভুবন-পতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনীয়। তিনি বারাহ নামে শ্রুত। তাঁহার চারিবাহু, চারিপদ, চারিনেত্র ও চারি মুখ। যুগ চতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ। ক্রতু সকল তাঁহার অঙ্গ। চতুর্ব্বেদ তাঁহার ভুজ চতুষ্টয়। উৎপত্তি ও প্রলয় তাঁহার আশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ভগবানের বারাহকল্পে মহাতেজা বিষ্ণু কাল হইয়া লোক সংহার করিবেন। অনন্তর তিনি বৈবস্বত-মনু হইয়া তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বায়ু-২৩; ব্রহ্মা-২৩। (৩৬) বারাহ-কল্পের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে বিষ্ণু দ্বৈপায়ন ব্যাস হন এবং পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব রূপে বসুদেব হইতে প্রাদুর্ভূত হন। বায়ু-২৫। (৩৭) বিষ্ণুর পত্নীর নাম কীর্ত্তি। বায়ু-৩০। (বায়ু-পুরাণের এই অধ্যায়ে দেখা যায় নারায়ণ ও বিষ্ণু এক নহেন)। কৃত-যুগে ব্রহ্মা পূজ্য; দ্বাপরে বিষ্ণু এবং কালদেব চারি যুগেই পূজনীয়। ব্রহ্মা, যজ্ঞ ও বিষ্ণু ইঁহারা কালেরই তিনটী অংশ মাত্র। বায়ু-৩২। (৩৮) স্বারোচিষ মন্বন্তরের শেষ ভাগে তুষিতাখ্য দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া চাক্ষুষ-মন্বন্তরে ধর্ম্মের দ্বাদশ সন্তানরূপে প্রাদুর্ভূত হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরীয় তুষিত দেবগণের বিপশ্চিৎ নামক ইন্দ্র এবং সত্য নামক বিষ্ণু তখন নরনারায়ণ নামে বিখ্যাত হন। বায়ু-৬৬। (৩৯) যুগে যুগে বিষ্ণু দেবগণের সাহায্যের জন্য ও দানব-দলন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যখনই যাগ যজ্ঞাদি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য বিষ্ণু তখনই জন্মগ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে যে সকল অসুর ব্যবস্থিত ছিল না, মনুষ্য-বধ্য সেই সকল অসুরের বধের জন্য ব্রহ্মা মানুষ-রূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন। তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। অনন্তর বৈবস্বত-মন্বন্তরে আর এক দৈত্য প্রাদুর্ভূত হইলে এক যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋত্বিকের কার্য্য করেন। অতঃপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরগণের প্রাদুর্ভাব হয় তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধ্য হইতে সমুদ্ভূত হন। তারপর হিরণ্যকশিপু প্রাদুর্ভূত হইলে, তিনি দেবগণ পুরঃসর নরসিংহরূপ দ্বিতীয় অবতার গ্রহণ

করেন। ত্রেতার সপ্তম যুগে বিষ্ণুর তৃতীয় বামন অবতার হয়। (বলি দেখ)। ত্রেতার দশম যুগে বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় চতুর্থ অবতার। (দত্তাত্রেয় দেখ)। ত্রেতা যুগে মান্ধাতার শাসন কালে পঞ্চদর্শীর গর্ভে তাঁহার পঞ্চম অবতার। (তথ্য দেখ)। ত্রেতার উনবিংশ যুগে বিষ্ণু জামদগ্ন্য রূপে অবতীর্ণ হন। (পরশুরাম দেখ)। ত্রেতার চতুর্ব্বিংশতি যুগে তিনি দশ-রথাত্মজ রাম রূপে অবতীর্ণ হন। (রাম দেখ)। দ্বাপরের অষ্টাবিংশ যুগে তাঁহার বেদব্যাসরূপ অষ্টম অবতার। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখ)। দ্বাপরের শেষ ভাগে যখন ধর্ম্মের বিনাশ হয় তখন বৃষ্ণিকুলে বসুদেবরূপী কশ্যপের ঔরসে দেবকীরূপিনী অদিতির গর্ভে বিষ্ণু অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহার নবম অবতার। (শ্রীকৃষ্ণ দেখ)। আবার এই যুগের (অর্থাৎ কলির ?) সন্ধ্যাংশে কল্কী রূপী বিষ্ণুর দশম অবতার হইবে। (কল্কী দেখ)। বায়ু ৯৮। (৪০) দেব-গণের অনুরোধে বিষ্ণু গয়াসুরকে বধ করেন। বায়ু-১০৬। গয়াসুর দেখ। (৪১) শিবের ভয়ে দেবগণ শিবহীন দক্ষ যজ্ঞে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন যে বিষ্ণু যজ্ঞ রক্ষায় তৎপর রহিয়াছেন তখন তাঁহারা নির্ভয়ে যজ্ঞে গমন করেন। শ্রীমহাভা-৭। (৪২) শিব ও বিষ্ণু এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বিষ্ণু রূপে আহুত হইয়া তিনি দক্ষযজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করেন আবার শিব রূপে নিন্দিত হইয়া সেই যজ্ঞই বিনষ্ট করেন। একাধারে তিনি বিষ্ণু রূপে রক্ষক ও শিব রূপে সংহা-রক। সানুচর শিব যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশে তৎপর হন, তখন শিবানুচর-দিগের সহিত বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (বীরভদ্র দেখ)। শিব যখন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শনচক্র দ্বারা ঐ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতিত করেন। সতীর বিভিন্ন দেহখণ্ড যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একটী পীঠ হইয়াছে। (পার্ব্বতী ও সতী দেখ)। বৃহদ্ধ মধ্য-১০ ; শ্রীমহাভা-১০, ১১। (৪৩) বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণসহ শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমহাভা-২৫। (৪৪) দেব-তারা রাবণের অত্যাচার হইতে পরি-ত্রাণের জন্য পৃথ্বীসহ ব্রহ্মা সমীপে গমন করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট যাইয়া, রাবণ-বধের জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে বলেন। বিষ্ণু বলেন যে রাবণ দেবী-কাত্যায়নীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই এইরূপ অত্যাচার করিতে

পারিতেছে। তিনি দেবীর সাহায্য পাইলেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া রাবণবধ করিতে পারেন। দেবী সেইরূপ আশ্বাস দিলে বিষ্ণু মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহদ্ধ-পূ-১৮; শ্রীমহাভা-৩৬। (৪৫) পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত রামনবমী তিথিতে বিষ্ণু রাবণ-বধের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধ-পূ-১৬। (৪৬) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমহাভা-৪৯। (৪৭) কলির দোষে ধর্ম্মহানি হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুমতী নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে, ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া কলির ক্ষয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কল্কী-১ম-২। (৪৮) প্রথমতঃ কৃত-যোগে বিষ্ণু ব্রহ্মচারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অবতারে তিনি নারদরূপে বহুতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন। পরে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন। অনন্তর পুনর্ব্বার নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করেন। পরে কপিলরূপে সাংখ্যযোগ বিস্তার করিয়া তদনন্তর দত্তাত্রেয় ষষ্ঠাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর রুচির ঔরসে হুতির গর্ভে যজ্ঞাবতার রূপে ও তৎপরে রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হন। অনন্তর মহারাজ পৃথুরূপ ধারণ করিয়া গ্রাম ও নগরাদি কল্পনা করেন ও তৎপরে দশম অবতারে শফরী রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে রক্ষা করেন। অনন্তর কূর্ম্মরূপী হইয়া মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দার-শৈল পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তদনন্তর ধন্বন্তরী রূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া তৎপর নরসিংহ রূপে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করেন। অতঃপর রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে বধ; বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছল ক্রমে বলি রাজ্য হরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান; ভৃগুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তদনন্তর বাল্মিকী রূপে মহাকাব্য বিস্তার করেন ও তৎপরে পরাশর পুত্র ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণাদি প্রবর্ত্তিত করেন। অতঃপর বুদ্ধাবতারে সকল লোককে বিমোহিত করেন। তৎপরে সকল ধর্ম্মদ্বেষী মণ্ডলে পৃথিবী পরিপূর্ণ দেখিয়া বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভে রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১০। (৪৯) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভুত। তন্মধ্যে সত্ত্বদেহ সনাতন বিষ্ণু মধ্যম। তাহার মুখ হইতে সর্ব্ববেদের আশ্রয় বিপ্রগণ, প্রজাপালনার্থ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ধনরক্ষার্থ উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবার্থ পাদদ্বয়

হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু এইরূপে চতুর্বর্ণ সৃজন করিয়া ধর্ম্মের উৎপাদন করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১। (৫০) সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অম্বিকা ও শিব এই পঞ্চ দেবতার পূজা বিধেয়। বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। (৫১) দুরাত্মা কংসকর্ত্তৃক বসুদেবের ছয়টি পুত্র নিহত হইলে বিষ্ণু বসুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত কামরূপে অসুর-নাশিনী দেবীর স্তব করেন। তাহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী তাহাকে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে বলুন, আমি তাহা সম্পন্ন করিব।" বিষ্ণু বলিলেন যে তিনি ভূ-ভার হরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তদ্বিষয়ে তিনি দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভগবতী তাহাকে সর্ব্ব-বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্থান করেন। বৃহদ্ধ-উত্ত-১৬। (৫২) বেদশিরা ও অশ্বশিরা নামক মুনিদ্বয় পরস্পরের শাপে যথাক্রমে সর্প ও কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বিষ্ণু তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বেদশিরাকে বলেন যে সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাহার মস্তকে চরণদ্বয় বিন্যস্ত করিবেন। তাহাতে তাঁহার গরুড় ভয় থাকিবে না। তৎপরে অশ্বশিরাকে বলেন যে কাক রূপে তাঁহার নিশ্চিতযোগ-সিদ্ধিযুক্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান থাকিবে। গর্গ-বৃ-১৩। (৫৩) যিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই যাঁহাতে বাস করে তিনিই বাসু এবং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু-১ম-২। (৫৪) ভগবান বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব বর্ষে হয়শিরা রূপে; কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে; ভারতবর্ষে কূর্ম্ম রূপে; এবং কুরু বর্ষে মৎস্য রূপে রহিয়াছেন। বিষ্ণু-২য় ২। (৫৫) পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু আছে। বিষ্ণু-২য়-২। (৫৬) আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাপুঞ্জময় বিষ্ণুর যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পুচ্ছাগ্র ভাবে ধ্রুব অবস্থিত। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণু-২য়-৯। (৫৭) প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল-ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই সূর্য্য রথে ফাল্গুন মাসে বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর

(সর্প), রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞোপেত (রাক্ষস), এই সাত জন বাস করেন। বিষ্ণু-২য় ১০। (৫৮) বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্বরূপ যে জল তাহা হইতেই এই পর্ব্বত-সমুদ্রাদি যুক্তা এই বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে ভাব ও অভাবরূপ যত পদার্থ আছে সকলেই বিষ্ণু। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। বিষ্ণু-২য়-১২। (৫৯) বিষ্ণুশক্তি হইতেই সকল লোক রক্ষিত হইতেছে। এক বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেব রূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কালে আকুতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঔত্তম মন্বন্তর কালে ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করতঃ সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ সত্য হরিগণের সহিত 'হরি' নাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন। রৈবত মন্বন্তরে রাজগণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মানস নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। বিষ্ণু-৩য়-১। (৬০) মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ ইহারা সকলেই বিষ্ণুর স্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ। জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু সত্য যুগে মহর্ষি কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্য জ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতা যুগে তিনি চক্রবর্ত্তী স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃৎ করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করেন। অনন্তর কলির-শেষে বিষ্ণু কল্কিরূপ গ্রহণ করতঃ দুর্বৃত্তগণকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্ত-স্বরূপ বিষ্ণু এইরূপেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তঃকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-৩য় ২। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য এবং বিষ্ণু আরাধনার ফল সবিস্তর জানিতে হইলে বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয়াংশে প্রথম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৬১) গঙ্গার জল বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। (৬২) প্রদ্যুম্ন-

তনয় অনিরুদ্ধ বাণাসুর দুহিতা উষাকে বিবাহ করেন। সেই কারণে বাণ রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে পরাজয় করতঃ কারাগারে বন্দী করেন। সেই সূত্রে বিষ্ণুর সহিত শিবের যুদ্ধ হয়। এবং বিষ্ণু বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন করেন। বিষ্ণু-৫ম-৩২, ৩৩। (৬৩) ব্রাহ্ম নামক নৈমিত্তিক প্রলয় কালে বিষ্ণু রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রজা-সমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন। তিনি সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে আগমন পূর্ব্বক যাবতীয় জলসমূহ পান করিয়া থাকেন। জলাভাবে ত্রিভুবন শুষ্ক হইয়া গেলে বিষ্ণু অনন্তদেবের নিশান-সম্ভূত কালাগ্নিস্বরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তিনি মুখ নিঃশ্বাস দ্বারা মেঘ সমূহের সৃজন করিয়া অবিশ্রান্ত বারিধারা বর্ষণপূর্ব্বক সেই অনল রাশিকে শান্ত করিয়া সমুদয় লোক প্লাবিত করিয়া ফেলিবেন। তদনন্তর বিষ্ণুর মুখ হইতে নিঃশ্বাসরূপে প্রবল বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া সেই মেঘ সকলকে বিনাশ করত শত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইবে। অতঃপর বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিঃশ্বাস রূপে পান করিয়া একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শয়ন করিবেন। বিষ্ণু-৬ষ্ঠ-৪। (৬৪) বিরজা নামক বিষ্ণুর এক মানস পুত্র উৎপন্ন হন। ঐ পুত্র পৃথিবীর আধি-পত্য কিছুই অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-মান নামে এক বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের তনয় কর্দ্দম। মহাভা-শান্তি-৫৯। (৬৫) বসুন্ধরা অসুরদিগের অত্যাচারে প্রপী-ড়িতা হইয়া দেবগণের শরণাপন্না হন। তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালে গমন পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু খুর দ্বারা উহাদের মেদ, মাংস ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। তিনি ঐরূপ বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম সনাতন হইয়াছে। মহাভা-শান্তি-২০৯। (৬৬) শুক্রাচার্য্যের অনুরোধে ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার বৃত্রের নিকট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি-২৮০। (৬৭) পূর্ব্বে ভগ-বান বিষ্ণু পুত্র কামনায় হিমালয় পর্ব্বতে ঘোরতর তপঃঅনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে মহাবীর কার্ত্তি-কেয় ত্রিলোককে তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে—"যদি এই ত্রিলোক মধ্যে কেহ আমাপেক্ষা সমধিক বলবান ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তিনি এই শক্তি উদ্ধৃত বা কম্পিত করুন।" কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে ত্রিলোক মধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধা-রের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তখন নারায়ণ লোক সমুদয়কে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া এবং কার্ত্তিকের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বাম-হস্তে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্ব্বক কম্পিত করিতে লাগিলেন। ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ থাকিয়াও, কেবল কার্ত্তি-কের গৌরব রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কম্পিত করিয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৩২৮। (৬৮) বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তি-মান এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান। তিনি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা এবং এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। তাহার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং তাহা হইতেই সমুদয় জীব সম্ভূত ও পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে এই নিমিত্তই তাহার নাম বিষ্ণু হই-হইয়াছে। মহাভা-শান্তি ৩৪২। (৬৮) মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় বেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করে। বেদ উদ্ধারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করেন। তখন বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে গমন করিয়া বেদ উদ্ধার করতঃ ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৮। হয়গ্রীব ও কৈটভ দেখ। (৬৯) বিষ্ণুর সহস্রনাম মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ে আছে। বিষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বিষ্ণু সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তাহার এই নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-২০। (৭০) পুরাকালে বিষ্ণু দানব-বধ সাধনায় স্বীয় কর মর্দ্দিত করিয়া চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। চক্র গ্রহণে তাহার করে স্বেদ উদ্গত হয়। সেই স্বেদ হইতে সরিদ্বরা উদ্ভূত হইয়াছেন। এই সরিদ্বরা সেই স্থানে রেবার সহিত সঙ্গতা, তথায় স্নান করিলে মানব নিখিল কলুষমুক্ত হয়। স্কন্দ-আব রেবা-২৪। (৭১) পুত্র কামনায় রাজা দশরথ অতি তীব্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থনায় স্বয়ং চতুর্দ্ধা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তদীয় পুত্ররূপে অব-তীর্ণ হন। স্কন্দ-নাগ-৯৮। (৭২) যুগ সকলের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ভেদে বিষ্ণু, অনন্ত, সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৭। (৭৩) সত্য-যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া নারায়ণ পর্ব্বতে বাস করেন। তখন দেবী ধরণী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন মন্ত্র দ্বারা আরাধিত হইলে প্রীত হন এবং আপনার যাহা সতত প্রিয় তাহা বলুন।" তদুত্তরে বিষ্ণু ধরণীকে সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়ক, সদ্যঃ সম্পত্তিকারক ভূমিদ ও পুত্রদ পরম-গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ করান। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-২। (৭৪) পূর্ব্বে রামানুজ নামে এক

দ্বিজ আকাশ গঙ্গার সমীপে বৈখানস মতে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাগবত-লক্ষণ বর্ণন করেন। স্কন্দ বিষ্ণু-বেঙ্ক-২১। (৭৫) পুরাকালে কাশীরাজ নামে এক নৃপতি তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া এই বর লাভ করেন যে তিনি যুদ্ধে নারায়ণকেও প্রহার করিতে পারিবেন। অধিকন্তু শিব ইহাও বলেন যে তিনি যুদ্ধকালে স্বয়ং কাশীরাজের সহায় হইবেন। বিষ্ণু ইহা জানিতে পারিয়া কাশীরাজের বিনাশের নিমিত্ত স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করেন। চক্র কাশীরাজের মস্তক ও তদীয় বলসহ সেই পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাদেব সেই ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইলে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র প্রমথগণকে এবং পাশুপত অস্ত্রকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। কারণ পুরাকালে বিষ্ণু মহাদেবের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন, 'তোমা কর্ত্তৃক আমি স্মরণীয় হইলে তোমার অস্ত্রকে বলে পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতিকুলাচরণ কর তাহা হইলে ঐ অস্ত্রের আর তেজ থাকিবে না। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-১২। (৭৬) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রাবরণ উৎসব করিলে মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-পুরু-৪০। (৭৭) মায়া-পুরুষরূপী কৃষ্ণের দৃষ্টি নিক্ষেপ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। কৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে সত্ব, রজঃ ও তম গুণাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কার্য্যে নিয়োগ করেন। কৃষ্ণের উপদেশে সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মাসে মাসে ভাগবত পাঠ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-শ্রীভাগ-৩। (৭৮) বিষ্ণু বৈশাখ মাসে তদীয় ভক্ত সেবাকারীগণকে অভীষ্ট প্রদান করেন এবং তাহার পূজাদি না করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ধনাদি হরণ করেন। এই বৈশাখ মাসেই তিনি ভক্তগণের পরীক্ষা করেন। অর্থাৎ এই বৈশাখ মাসে কোন ভক্ত তাঁহাকে পূজা করে আর কোন নরাধম তাঁহাকে স্মরণ ও করে না তিনি এইরূপ পরীক্ষা করেন। এইজন্য মাস সমূহের মধ্যে বৈশাখ মাস উত্তম হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-৫। (৭৯) সুরতেজ বৃদ্ধি কামনায় বিষ্ণু যখন গুপ্তভাবে অযোধ্যায় তপস্যা করিয়াছিলেন তখন তিনি গুপ্তহরি নামে বিখ্যাত হন। আর অযোধ্যায় আগমন সময়ে যে স্থানে তদীয় সুদর্শনচক্র কর-চ্যুৎ হয়, সেই স্থানই চক্রহরি নামে পরিচিত। এই উভয় স্থানের দর্শন মাত্রেই মানব সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হয়। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-

৬। (৮০) পৃথিবী নাগ ভারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণের নিকট প্রতিকারের জন্য গমন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করতঃ তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলে, বিষ্ণু পৃথিবীর দুঃখে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ স্বীয় শরীর হইতে উৎপাটন করেন। এই কেশদ্বয়ই ভূমণ্ডলে কংস বধার্থ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-৫ম-১। (৮১) দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের পক্ষে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাদেবের অনুচর বীরভদ্র তাঁহার সুদর্শনচক্র অবরোধ করিয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। বিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁহাকে ফেলিয়াই পলায়ন করেন। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। কূর্ম্ম-পূ-৮। (৮২) মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ, বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামে দুই পুরুষ সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু মধুকে ও ও জিষ্ণু কৈটভকে বধ করেন। কূর্ম্ম-পূ-১০। (৮৩) শিবহীন দক্ষযজ্ঞে শিবানুচর বীরভদ্রের সহিত বিষ্ণুর ভয়ানক যুদ্ধ হয়। বীরভদ্র বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনুকের তিন স্থলে ভগ্ন করিয়া সেই ভগ্ন ধনুকের একাংশ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন। অনন্তর বিষ্ণুর সেই ছিন্ন মস্তক নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা রসাতলে প্রেরণ করেন। পরে শিবের অনুগ্রহে তিনি জীবন লাভ করেন। লি-১০০। (৮৪) ভৃগুমুনির অভিশাপে বিষ্ণু পৃথিবীতে দশ বার অবতীর্ণ হইয়া দুঃখ ভোগ করেন। লি-২৯। (৮৫) বিষ্ণু, সুধর্ম্মা, সুপর্ব্বা ও রুরু ইঁহারা চাক্ষুষমনুর পুত্র। হরি-হরি-১৯৬। (৮৬) বেণ রাজা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাহাকে নৈমিত্তিক দানের ফল কীর্ত্তন করেন। পদ্ম-ভূমি-৪০। (৮৭) পঞ্চায়তনী দীক্ষায় শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ, এই পাঁচ দেবতার পূজা করিতে হয়। এই পাঁচ দেবতার পাঁচটী যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া গুরু যে দেবতাকে প্রধান মনে করিবেন, যন্ত্রের মধ্যস্থলে তাঁহাকে অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্ত্রসার-১১৩পৃঃ। (৮৮) ভুবনেশ্বরীর পূজার যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ষট-কোণের নৈঋ‍ত কোণে সাবিত্রী ও বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসার-১৬৫ পৃঃ। (৮৯) কেশব কীর্ত্তনাদিন্যাসে পঁয়ত্রিশটী ব্যঞ্জন বর্ণ মূর্ত্তির অন্যতম বিষ্ণু। তন্ত্রসার-২৩৮ পৃঃ। (৯০) বিষ্ণু (অ), অগ্নি (র), বরুণ (ব) এবং বিন্দুযুক্ত চলধী শব্দ, এই ছয় বর্ণে এক মন্ত্র জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে। এই মন্ত্রে সাধকের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় ও সভাতে বাক্‌পটুতা জন্মে। তন্ত্রসার-৫৮৮পৃঃ। (৯১)দশমুখ রুদ্রাক্ষকে বিষ্ণু বলে। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে ভূত,

প্রেত ও পিশাচাদির ভয় দূর হয়। তন্ত্রসার-৮৪০ পৃঃ। (৯২) বিষ্ণু নামে ভৃগুবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন। তাহাদের গোত্রের সাধারণতঃ পাঁচটী প্রবর। যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫। (৯৩) ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয় বিষ্ণু। মার্ক-১০০। অনুগ্রহ দেখ। (৯৪) অজিত বিষ্ণু প্রভৃতিরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথুক দেবগণ বলিয়া কথিত হন। বায়ু-৬২; ব্রহ্মাণ্ড-৩২। অজিত দেখ। (৯৫) বিষ্ণু একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের অন্যতম ছিলেন। বিষ্ণু-৩য়-২। অনঘ ও বপুষ্মান দেখ।

বিষ্ণুজ্বর—বাণাসুর কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইলে বাণাসুরের পক্ষাবলম্বী মহাদেবের সহিত অনিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সেনাগণকে মাহেশ্বর জ্বরে পীড়িত ও জৃম্ভিত দর্শন করিয়া অতি রোষে বৈষ্ণব তাপ সৃজন করিলেন। তখন ঐ উভয় জ্বরে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল এবং পরিশেষে বিষ্ণুজ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া মাহেশ্বর জ্বর রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। স্কন্দ-আব-অব-৪৯।

বিষ্ণুদাস—(১) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, জারুথ্য, বিষ্ণুদাস ও ভদ্রদেহ এই ছয় জনকে কংস বধ করেন। অগ্নি-২৭৫। জারুথ্য দেখ। (২) বিষ্ণুদাস নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। পদ্ম-উত্ত-১০৮, ১০৯; স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তিক-২৬, ২৭।

বিষ্ণুপদী—গঙ্গার অন্য নাম। তিনি বিষ্ণুর দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে বাস করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করেন। বিষ্ণুর পদাঙ্গুষ্ঠ-নখাগ্র হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়াই গঙ্গা বিষ্ণুপদী নামে বিখ্যাতা। দেবী-ভাগ-৯স্ক-১৩, ১৪।

বিষ্ণুবৃদ্ধ—(১) আঙ্গিরস-বংশ, অয়স্য, উতথ্য, বামদেব, উষিজ, সাঙ্কৃতিক, গার্গ্য, কাণ্ব, রথীতর, মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হরিত, বায়ু, ভাক্ষ, আর্ষভ ও কিংভয় এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু-৬৫। (২) মান্ধাতার বংশে ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, সত্যব্রতের তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ। এই বিষ্ণুবৃদ্ধের বংশধরগণ বিষ্ণুবৃদ্ধ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। বায়ু-৮৮। (৩) বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, অজমীঢ়, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত নরপতিগণ তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বায়ু-৯১। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশীয় সম্ভূতির তনয় বিষ্ণুবৃদ্ধ, তৎপুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের তনয় বৃহদশ্ব। কূর্ম্ম পূ-২৪।

বিষ্ণুবৃন্দ—মনুবংশীয় নৃপতি সম্ভূতির এক

পুত্রের নাম বিষ্ণুবৃন্দ। এই বিষ্ণুবৃন্দ হইতে বিষ্ণুবৃন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। লি-৬৫।

বিষ্ণুমতী—চন্দ্রবংশীয় জন্মেজয়ের তনয় শতানীক। শতানীকের পত্নীর নাম বিষ্ণুমতী। বিধূম নামক বসু ব্রহ্মার শাপে বিষ্ণুমতীর গর্ভে শতানীক-পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৫। বিধূম দেখ।

বিষ্ণুমায়া—(১) যোগময়ী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হন। কালিকা-৫, ৬। (২) দুর্গার অন্যতম নাম। তন্ত্রসার-৭৩৩ পৃঃ।

বিষ্ণুযশা—(১) কলিযুগে কল্কি নারায়ণের অংশে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইবেন। দেবীভাগ-৯স্ক-৮; অগ্নি-১৬; বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। (২) তাঁহার পিতার নাম ব্রহ্মযশা। নারায়ণের মুখে তিনি যখন শুনিলেন যে তাহার পুত্র কল্কি স্বয়ং জগন্নাথ নারায়ণ। তখন তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। কল্কি-৩য়-১৬। (২) পরশুরামের মাতুলের নাম বিষ্ণুযশা। ব্রহ্মবৈ-গণ-৪৪।

বিষ্ণুরাত—অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের অন্য নাম। ভাগ-১স্ক-১০। পরীক্ষিৎ দেখ।

বিষ্ণুশর্ম্মা—(১) পশ্চিম সাগর প্রান্তে দ্বারকাপুরী নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক বিখ্যাত যোগীর যজ্ঞশর্ম্মা, বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা ও সোমশর্ম্মা নামে অতি পিতৃভক্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তাহারা নানারূপে পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা পিতৃ-আদেশে অমৃত আনিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন এবং তদুপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হয়। ইন্দ্র তাঁহার পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করেন। পিতা শিব-শর্ম্মার বরে সোমশর্ম্মা ভিন্ন অপর চারি ভ্রাতা পিতৃ-সমক্ষে বিষ্ণুদেহে লীন হন। পদ্ম-ভূমি-১—৩। (২) সত্যযুগে বিষ্ণু-শর্ম্মা নামে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র তাহার গুণে মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল তাহার সেবা করেন। স্কন্দ-আব-রেবা-২০৯। (৩) বিষ্ণুশর্ম্মা নামক এক পরম ভাগবত এক ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহাকে দর্শন দেন ও তাহার প্রার্থনায় সেই স্থানেই পাতাল মণ্ডল হইতে জাহ্নবী জল প্রকটিত করেন। তদবধি সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ-বিষ্ণু-অযো-১।

বিষ্ণুসাবর্ণি—(১) তিনি দক্ষসাবর্ণির পৌত্র ও ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র। বিষ্ণুসাবর্ণির

পুত্রের নাম দেবসাবর্ণি, পৌত্র রাজসাবর্ণি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১৩। (২) বৈবস্বত-মনুর করূষ, নাভাগ, পৃষধ্র, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু নামে ছয় পুত্র ছিল। তাহারা জন্মান্তরে মন্বন্তর পতি হইয়াছিলেন। ভ্রামরী দেবীর প্রসাদে করূষ দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনু; পৃষধ্র মেরুসাবর্ণি নামে দশম মনু; নাভাগ সূর্য্যসাবর্ণি নামে একাদশ মনু; দিষ্ট চন্দ্রসাবর্ণি নামে দ্বাদশ মনু; শর্য্যাতি রুদ্রসাবর্ণি নামে ত্রয়োদশ মনু; এবং ত্রিশঙ্কু বিষ্ণুসাবর্ণি নামে চতুর্দ্দশ মনু হন। দেবীভাগ-১০স্ক-১৩। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে (মধ্য-২৯) বিষ্ণুসাবর্ণি দশম মনু। তিনি অপর সকল মনুদের ন্যায় ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা ও মনু দেখ।

বিষ্ণুসিদ্ধি—অঙ্গিরা বংশীয় বিষ্ণুসিদ্ধি, শিবমতি, জতৃণ, কর্ত্তৃণ, মহাতেজা, পুত্রব ও বৈরপরায়ণ এই সকল গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের আর্ষেয় প্রবর তিনটী, যথা—অঙ্গিরা, বিরূপ ও বর্ষপর্ব্ব। মৎ-১৯৬।

বিষ্ণুসেন—ইন্দ্রসেন নামক রাজার পুত্র। পিতা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রেতলোক প্রাপ্ত হন। তিনি প্রেতত্ব-লব্ধ পিতার নিকট স্বপ্নাদেশ পাইয়া চমৎকারপুর হইতে দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া শ্রাদ্ধ করান। তাহাতেই তাঁহার পিতা প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। স্কন্দ-নাগ-৩১।

বিষ্বক্সেন—(১) পাঞ্চালাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। মৎ-২১। (২) পুরুবংশীয় অণুহের তনয় ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র যুগদত্ত, যুগদত্তের তনয় বিষ্বক্সেন। মৎ-৪৯। (৩) ব্রহ্মদত্তের তনয় বিষ্বক্সেন ও সর্ব্বসেন। হরি-হরি-২০। (৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা গণ্ডূষ অপুত্রক থাকায় নরপতি বিষ্বক্সেন (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পাঞ্চাল ও কৃতক্ষণ নামে চারি পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। হরি-হরি-৩৪; মহাভা-সভা-৪। (৫) প্রদ্যুম্নের ঔরসে শুম্ভ দানব কন্যার গর্ভে বিষ্বক্সেন জন্মেন। তিনি শুম্ভ নগরের রাজা হইয়াছিলেন। শিব-ধর্ম্ম-৮। (৬) প্রহ্লাদের পৌত্র ও গবেষ্ঠীর পুত্র। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা শুম্ভ ও নিশুম্ভ। বায়ু-৬৭। প্রহ্লাদ ও গবেষ্ঠী দেখ। (৭) ব্রহ্মপুত্র বিষ্বক্সেন অনাগত মনুদের অন্যতম। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। (৮) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে নারায়ণ বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্ভুর সহিত সখ্য করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৯) ভরতবংশীয় পারের পুত্র নীপ। নীপের তনয় ব্রহ্মদত্ত। তৎপুত্র বিষ্বক্সেন তিনি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিষ্বক্সেনের তনয় উদক্সেন। ভাগ-৯স্ক-২১। (১০) মদ্ররাজ বিষ্বক্সেনের কন্যা, কাশীরাজ

জয়সেনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৭৭। (১১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-৩২। (১২) বিষ্ণুর মন্ত্রীর নাম বিষ্বক্‌সেন। বিষ্ণুর আদেশে তিনি নরপতি হেমকান্তকে যমদূতগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বৈশা-১০। হেমকান্ত দেখ। (১৩) পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। তাঁহার তনয় দণ্ডসেন, দণ্ড-সেন হইতে ভল্লাট জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ২০। (১৪) শম্বর অসুরের অন্যতম তনয় বিষ্বক্‌সেন শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন। হরি-বিষ্ণু ১৬১, ১৬২। (১৫) বিষ্ণুলোকের অন্যতম দ্বারপাল। মহাদেবকে বিষ্ণু-পুরীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তিনি শিবানুচর কর্ত্তৃক নিহত হন। পরে বিষ্ণুর প্রার্থনায় মহাদেব তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। কূর্ম্ম-পূ ৩১।

বিসটা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বিসর্গ—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা অনুশা ১৭। শিবের সহস্র নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে।

বিসূচী—বিষ্বক্‌সেন (৮) দেখ।

বিস্তর—মহাদেবের অন্যতম নাম। বিসর্গ দেখ।

বিস্তার—মহাদেবের অন্যতম নাম। বিসর্গ দেখ।

বিস্ফূর্জ্জি—যাতুধানাত্মজ অন্যতম রাক্ষস। আপ ও বধ দেখ।

বিহঙ্গ—ঐরাবত কুলজাত জনৈক নাগ। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বিহঙ্গম—(১) খর ও দূষণ ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগামী দ্বাদশ জন রাক্ষস বীরের অন্যতম। তিনি রাম হস্তে নিহত হন। রামা-আর-২৩। (২) একাদশ (ধর্ম্ম-সাবর্ণি) মন্বন্তরে দেবতারা বিহঙ্গম নামে প্রখ্যাত হন। ঐ সময়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ। বৃহন্না-৩৭; ভাগ-৮স্ক-১৩।

বিহঙ্গমগণ—ধর্ম্মসাবর্ণি দেখ।

বিহব্য—(১) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি বিশ্বদেব অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-১০।১২৮। (২) মহারাজ শর্য্যাতির বংশে বর্চ্চার তনয় বিহব্য। তৎপুত্র বিতত্য। মহাভা অনু ৩০। বর্চ্চা দেখ।

বিহুণ্ড—বিহুণ্ড নামক মহাবীর্য্য দৈত্যের পুত্র। নহুষ কর্ত্তৃক পিতৃনিধন বার্ত্তা শুনিয়া বিহুণ্ড দেবগণকে নিধন করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবগণ তাহাতে ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিহুণ্ডকে মোহিত করিয়া বধ করেন। পদ্ম-ভূমি-১১৮—১২১।

বীকা—পুলস্ত্য-তনয় বিশ্রবার চারি পত্নীর

অন্যতমা। তিনি ও তাঁহার সপত্নী পুষ্পোৎকটা, উভয়েই মাল্যবানের কন্যা ছিলেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। পুষ্পোৎকটা ও বিশ্রবা দেখ।

বীক্ষর—দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস ও বৃত্র নামে চারিটী পুত্র হয়। তাঁহাদের প্রত্যেকের একশত করিয়া পুত্র জন্মে। কালিকা-৩৪। দনায়ু ও বিক্ষর দেখ।

বীক্ষিত—করন্ধমের পৌত্র। তৎপুত্র মরুত্ত। মহাভা-অনুশা-৩৭। করন্ধম, অবীক্ষিত ও অবিক্ষিত দেখ।

বীজ—বিশ্বার গর্ভজাত দশ জন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মৎ-২০৩। কালকাম ও বিশ্বদেবগণ দেখ।

বীজবাপী—অত্রি-বংশীয় দাক্ষি, বলি, পর্ণবি, উর্ণনাভি, শীলার্দ্দিনি, বীজবাপী শিরীষ, মৌঞ্জকেশ, গবিষ্ঠীর ও ভলন্দন, এই সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি যথা—অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্ব্বাতিথি। মৎ-১৯৭।

বীজবাহন—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনুশা-১৭। মহাদেবের সহস্র নাম ঐ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বীজবাপা—অন্ধকাসুরের রক্তপান করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট জনৈক মাতৃকা। মৎ-১৭৯।

বীজহরা—যম-পত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল দর্শন করায় সেই গর্ভে নির্ম্মাষ্টির জন্ম হয়। দুঃসহের ঔরসে নির্ম্মাষ্টির গর্ভে, অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র ও বীজহরা আদি আট কন্যা জন্মে। ঐ কন্যারা অতিশয় লোকের অনিষ্টকারিণী। তাহাদের বীজহরা ও স্মৃতিহরা নাম্নী অপরা কন্যা অধিক মন্দকারিণী। মার্ক-৫১। অঙ্গধুক দেখ।

বীতময়—নরপতি পুরুর বংশে প্রাচীন্বন্তের তনয় মনস্যু। তৎপুত্র বীতময়। বীতময়ের তনয় শুন্ধু। অগ্নি-২৭৮। প্রাচীন্বন্ত দেখ।

বীতমন্যু—বীতমন্যু নামে এক বেদবেদাঙ্গপারগ গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম আত্রেয়ী ও পুত্রের নাম উপমন্যু। আত্রেয়ী দেখ।

বীতরথ—যদুবংশীয় বৃহন্মেধার পৌত্র ও শ্রীদেবের পুত্র। তিনি মহাবল ও রুদ্রভক্ত ছিলেন। কূর্ম্ম-পূ-২৪।

বীতহব্য—(১) জনক নরপতি সুনয়ের পুত্র। তাহার তনয় সঞ্জয়। সঞ্জয়ের আত্মজ ক্ষেমাশ্ব। বিষ্ণু-৪র্থ-৫। (২) ভৃগু, কাব্য, প্রচেতা, অরূপ, বীতহব্য, দধীচ, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বিদ, সারস্বত, পৃথু, অদ্বিষেণ, সুমেধা, দিবোদাস, পশ্বাস্য, গৃৎসমদ ও নভ, ইঁহারা মন্ত্রবেদী ঋষি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে (৬৫-অঃ) এই তালিকাটী সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে পাওয়া যায়। (৩) জনক বংশীয় ঋতের তনয় সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য। বীতহব্যের তনয় ধৃতি, ধৃতির আত্মজ বহু-

লাশ্ব। বায়ু-৮৯। ধৃতি দেখ। ভাগবত (৯স্ক-১৩-অঃ) মতে ঋতের তনয় শুনক। (৪) ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অঙ্গিরার পুত্র। তিনি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্‌-৬।১৫। (৫) প্রজাপতি মনুর ঔরসে শর্য্যাতি জন্মগ্রহণ করেন। শর্য্যাতির তনয় বৎস। বৎসের তনয় হৈহয় বীতহব্য নামে খ্যাত। তাঁহার দশ পত্নীর গর্ভে যুদ্ধবিশারদ একশত পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রেরা বারাণসীরাজ হর্য্যাশ্ব ও তৎপুত্র সুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সংহার করেন। সুদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দিবোদাস বারাণসীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সহিতও বীতহব্যের পুত্রগণের যুদ্ধ হয়। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এক পুত্রোৎপাদক যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে প্রতর্দ্দনের জন্ম হয়। প্রতর্দ্দন পিতা দিবোদাসের নিকট অনুমতি পাইয়া বীতহব্যের পুত্রগণকে সংগ্রামে আহ্বান করেন ও সমরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। বীতহব্য তখন পলায়ন করিয়া ভৃগুমুনির আশ্রমে আশ্রয় লন। প্রতর্দ্দন ও তথায় যাইয়া বীতহব্যকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ভৃগুমুনিকে অনুরোধ করেন। ভৃগুমুনি বীতহব্যের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, "আমার এই আশ্রম মধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ।" ভৃগুর এই বাক্যের প্রভাবেই বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বীতহব্যের অপর এক পুত্র গৃৎসমদ। মহাভা-অনুশা-৩০।

বীতহোত্র—(১) যজ্ঞধ্বজ নামক চন্দ্রবংশীয় বিষ্ণুভক্ত নরপতির মন্ত্রী। তিনি রাজার নিকট নিত্য বিষ্ণু-মন্দির-সম্মার্জ্জন ও তথায় দীপদানের ফল শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ হন। বৃহন্না-৩৭। (২) প্রিয়ব্রতের সাত-পুত্রের অন্যতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বীতিহোত্র দেখ।

বীতিন—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫।

বীতিমান—রৈবতমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। অবশ দেখ।

বীতিহব্য—ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদের অন্যতম। তাঁহাদের আর্ষেয় প্রবর পাঁচটী—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। মৎ-১৯৫।

বীতিহোত্র—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের-বংশে তালজঙ্ঘের শত পুত্র ছিল। তাঁহাদের বীতিহোত্র আদি পাঁচ বংশ প্রখ্যাত। অগ্নি-২৭৫; পদ্ম-সৃষ্টি-১২; মৎ-৪৩। তালজঙ্ঘ দেখ। (২) শূরসেন-বংশীয়দের রাজত্বের অবসানে বিংশতিজন বীতি-

হোত্র-বংশীয় নরপতি মগধে রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। (৩) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নরপতির শত পুত্রের মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ জন মহাত্মা ছিলেন। শূরসেনের তনয় জয়ধ্বজ। জয়ধ্বজের পুত্রগণ তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত। বিষ্ণু-৪র্থ-১১; সৌর-৩১। (৪) গাভীর সংখ্যানুসারে গো-পালক-দিগের নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ছিল। বীতিহোত্র, অগ্নি-ভুক্, সাম্ব, শ্রীকর, শ্রুত, গোপতি, ব্রজেশ, পাবন ও শান্ত, ইঁহারা ব্রজপুরে উপনন্দদের অন্যতম ছিলেন। গর্গ-গোল-১৮। অগ্নিভুক্ দেখ। (৫) নৃপতি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি পুষ্করদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রমণক ও ধাতকের নামে ঐ দ্বীপ দুইখণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭। প্রিয়ব্রত দেখ। (৬) মনুবংশীয় নরপতি ইন্দ্রসেনের পুত্র। বীতিহোত্রের সত্যশ্রবা। ভাগ-৯স্ক-২। (৭) ধন্বন্তরী-বংশীয় সুকুমারের পুত্র। তৎপুত্র ভর্গ, ভর্গের তনয় ভার্গভূমি। ভাগ-৯স্ক-১৭। (৮) তালজঙ্ঘ-তনয় বীতিহোত্রের আত্মজ বৃষ। বৃষ-তনয় মধু। বীতিহোত্রের অপর এক পুত্রের নাম নর্ত্ত। লি-৬৮।

বীর—(১) দ্বিজাতিগণের পূজ্য অগ্নি সকলের মধ্যে দহন নামধেয় অগ্নির পুত্র সহিত। তিনি অদ্ভুত নামেও পরিচিত। তৎপুত্র বীর, বীরের পুত্র বিবিধাগ্নি। মৎ-৫১। অর্ক দেখ। (২) বশিষ্ঠ প্রজাপতির পত্নী অযোনিজা শত-রূপা। তিনি বৈরাজপুরুষ হইতে বীর নামক পুত্র প্রসব করেন। বীর হইতে কাম্যা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় লাভ করেন। হরি-হরি-২। (৩) যদুবংশীয় বৃষ্ণিমের দুই পুত্র বীর ও অশ্বহনু। হরি-হরি-৩৪। অনাধৃষ্টি দেখ। (৪) নরপতি উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা বশিষ্ঠের পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যদু, প্রত্যগ্রহ, বল ও মৎস্যকালী নামে সাত পুত্রের জননী হন। অগ্নি-২৭৮। গিরিকা ও প্রত্যগ্রহ দেখ। (৫) নাগ্নজিতীর গর্ভ-জাত শ্রীকৃষ্ণের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণসহ প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। নাগ্নজিতী দেখ। (৬) কশ্যপ-পত্নী দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। মহাভা-আদি-৬৫। দনায়ু দেখ। (৭) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম হস্তে নিহত হন। মহাভা-আদি-৬৭। (৮) তামস মন্বন্তরে তিনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-১। তামসমনু দেখ। (৯) কলিঙ্গ-রাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-শান্তি-৪। (১০) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম।

পত্নী কালিন্দির গর্ভে, শুক, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক নামে দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। কবি ও দর্শ দেখ। (১১) বসু নামক নিষাদের পুত্র। একবার নিষাদ কুপিত হইয়া পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বিষ্ণু অনুগ্রহে বীর রক্ষা পান। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৯।

বীরক—(১) মহাদেবের জনৈক অনুচর। পদ্ম-সৃষ্টি-৪৩; মৎ-১৫৪। অন্ধকাসুরের সহিত মহাদেবের যুদ্ধ কালে তিনি শিব কর্ত্তৃক অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত হন। শিব-ধর্ম্ম-৪। শিব ও পার্ব্বতীর বরে তিনি পৃথিবীতে কুসুমেশ্বর নামে খ্যাত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৩৮। তিনি পার্ব্বতীর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। মৎ-১৫৫। (২) নরপতি উশীনরের-বংশে শিবিরাজের পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক নামে চারি পুত্র জন্মে। তাহাদের নামে চারি কল্যাণকর সুশোভন জনপদ হইয়াছে। অগ্নি-২৭৭। (৩) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মনুর সময়ে হর্য্যম্বৎ, বীরক প্রভৃতিরা ঋষি ছিলেন। ভাগ-৮স্ক-৫। চাক্ষুষমনু দেখ।

বীরকা—প্রজাপতি মনুর ঔরসে বীরকা নাম্নী নারীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। শিব ধর্ম্ম-৫২।

বীরকেতু—অযোধ্যাপতি বীরকেতু মুনিগণের পরামর্শে মহাকাল বনে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া চক্রবর্ত্তীত্ব প্রাপ্ত হন। স্কন্দ-আব-চতু-৭৩।

বীরগুপ্ত—চন্দ্রপ্রভা নামক রাজর্ষির পুত্র চিত্রধ্বজ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য দুঃসাধ্য তপস্যা করিয়া বীরগুপ্ত নামক গোপের চিত্রকলা নামক কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-পাতা-৪১।

বীরজিৎ—মাগধ-বংশীয় সত্যজিৎ ৮৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর বীরজিৎ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে অরিঞ্জয় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

বীরণ (প্রজাপতি)—(১) তাঁহার কন্যা অসিক্নীকে দক্ষপ্রজাপতি বিবাহ করেন। হরি-হরি-৩; শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অসিক্নী দেখ। (২) তাঁহার কন্যা পুষ্করিণী স্বায়ম্ভুবমনুর বংশধর চক্ষুর ঔরসে চাক্ষুষমনুকে প্রসব করেন। কূর্ম্ম-পূ-১৪। (৩) বীরণপ্রজাপতি, সনৎকুমারের নিকট সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে উহা প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৯।

বীরণক—নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র বংশীয় জনৈক নাগ। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে তিনি বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বীরণী—মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশ জন বাজি নামে খ্যাত শিষ্যের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৭; বায়ু ৬১। আটব ও পরায়ণ দেখ।

বীরদ্যুম্ন—নরপতি বীরদ্যুম্ন, স্বীয় শিশুপুত্র

ভূরিদ্যুম্নকে হারাইয়া অতিশয় শোকাকুল হন। তিনি মহর্ষি কৃশের উপদেশে সান্ত্বনা লাভ করেন ও পুত্রকেও পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহাভা-শান্তি-১২৭—১২৮।

বীরধন্বা—প্রতিষ্ঠান নগরাধিপতি রাজা বীরধন্বা মৃগয়ায় যাইয়া সংবর্ত্ত ঋষির মৃগ-রূপী পঞ্চাশৎ পুত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হন। পরে তিনি দেবরাতমুনির পরামর্শে বরাহ্‌দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সত্যলোকে গমন করেন। বরাহ-৪১ ; স্কন্দ-আবচতু-২৮।

বীরপতি—বিষ্ণু বেঙ্কটাচলে বীরপতি নামে কথিত হন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-৪।

বীরবর্ম্মা—(১) স্ত্রীরূপী নারদের গর্ভে তালধ্বজের ঔরসে বীরবর্ম্মা ও সুধন্বা নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবীভা-৬স্ক-২৯। (২) কুরুবর্গের উপকারক বীরবর্ম্মা নরপতিকে ভীমসেন নিহত করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২। (৩) মোহিনী নাম্নী এক বেশ্যা প্রয়াগ তীর্থের জলপান করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে দ্রাবিড় দেশের বীরবর্ম্মা নৃপতির মহিষী হইয়াছিল। পদ্ম-উত্ত-২২০।

বীরবাহু—(১) মহাদেবের অন্যতম গণ। পদ্ম-ভূমি-১০২। (২) কিষ্কিন্ধ্যার অধি-একজন বানর দলপতি। রামা-কিষ্কি-৩৩। তিনি লঙ্কা সমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৪১। (৩) মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম। মহাভা-আদি-৬৭।

বীরবিক্রম—যে জন দক্ষিণ কর প্রদান পূর্ব্বক সত্য করিয়া তাহা প্রতিপালন করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। বীরবিক্রম নামে এক শূদ্র এক ব্রাহ্মণবেশী চণ্ডালকে দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। জ্ঞাতিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়েও তিনি সত্যচ্যুত হন নাই। সেই পুণ্যফলে তিনি সশরীরে বিষ্ণুরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। পদ্ম-স্বর্গ-৪৯ ; পদ্ম-ব্রহ্ম-২৬।

বীরব্রত—মনুবংশীয় নৃপতি মধুর ঔরসে ও তদীয় ভার্য্যা সুমনার গর্ভে তিনি জন্মলাভ করেন। তাহার পত্নী ভেজা, মন্থ ও প্রমন্থ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ-৫স্ক-১৫।

বীরভদ্র—দক্ষ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়া ক্রুদ্ধ শিব দেবগণের প্ররোচনায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য, প্রবল পরাক্রান্ত এক গণাধিপতির সৃষ্টি করেন। ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল এবং সহস্র সহস্র আনন ও চক্ষুবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সহস্রমুদ্গর, সহস্রশর এবং দীপ্তকার্ম্মুকধারী। তাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক ও গদা ছিল। তাঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা ভূষিত ছিল। তাঁহার দন্ত অতি করাল; মুখ ও উদর অতি মহৎ। তাঁহার চারিদিকে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছিল। তিনি স্বীয় তেজোরাশিতে দেদীপ্যমান হইয়া

প্রলয়কালীন অগ্নির মত বোধ হইতেছিলেন। তিনি সানুচর দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞশালা বিধ্বস্ত, যজ্ঞ-দ্রব্যাদি বিপর্য্যস্ত, দক্ষানুচরদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি দক্ষের মস্তক ছিন্ন করিয়া, দক্ষ পত্নীদিগকে হস্ত ও পাদ দ্বারা প্রহার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু আসিয়া বীরভদ্রকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান ও তদুপলক্ষে বিষ্ণুর সহিত বীরভদ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু বীরভদ্রের হস্তে তিনিও পরাজিত হইয়া দেবগণসহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া বীরভদ্রকে স্তুতি করিয়া তাহার ক্রোধ শান্তি করেন। বীরভদ্র ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নিগড়াবদ্ধ দেবগণকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট উপস্থিত করেন। বীরভদ্রের এইরূপ বীরত্ব ও প্রভুপরায়ণতার পরিচয় পাইয়া, পার্ব্বতী সহস্র সহস্র নানাবিধ বর প্রদান করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-৮ ; শ্রীমহাভা-১০ ; বায়ু ৩০ ; শিব-বায়-পূ-১৭—২০। (২) বীরভদ্র মহাদেবের ক্রোধ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সৌর-৭ ; ব্রহ্মা-৩১। (৩) সতীর দেহত্যাগের পর হরজটা হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। দেবীভা-৭স্ক-৩০। (৪) বীরভদ্র, ত্রিপুর বিনাশের সময়ে মহাদেবের সহিত গমন করেন। সৌর-৩৫। (৫) বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন্য, পিনাকী, ভুবনাধিশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ, ইঁহারা একাদশ রুদ্র নামে কথিত হন। পদ্ম-উত্ত-৫। একাদশ রুদ্র, অজৈকপাদ ও পিনাকী দেখ। (৬) মহাদেবের সহিত জালন্ধরদেবের যুদ্ধকালে বীরভদ্র শিবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পদ্ম-উত্ত-১৩—১৭। (৭) একবার কুবের কৈলাস শৈলের উত্তর ভাগে এক বৈষ্ণবী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বীরভদ্র সেই যজ্ঞের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গর্গ দ্বার-১০। (৮) একবার নীল নামক এক দৈত্য গজরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবকে আক্রমণ করে। মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র তাহাকে বধ করিয়া তাহার নীলবর্ণ চর্ম্ম শিবকে প্রদান করেন। তিনি তাহা বস্ত্রবৎ পরিধান করিয়া, তদবধি কৃত্তিবাস হইয়াছেন। বরাহ ২৭। (৯) দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। দনায়ু ও বীক্ষর দেখ। (১০) শিবানুচর বীরভদ্র মহাদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হন। মহাভা-শান্তি-২৮৪। (১১) দক্ষ বিনাশার্থ ক্রুদ্ধ শূলপাণির ললাট হইতে এক স্বেদবিন্দু নিপতিত হয়। উহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া সপ্ত সাগর দগ্ধ করে। পরে ঐ স্বেদবিন্দু অযুত কর-চরণে অন্বিত হইয়া, অনেক বক্ত্র নেত্র-

যুক্ত এক ভীষণাকার বীরভদ্রাখ্য ভূতাকারে পরিণত হইল। ঐ বীরভদ্র ভূতল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ত্রৈলোক্য দহনে সমুদ্যত হইলে শিব তাহাকে নিষেধ করিয়া বলেন, "লোকদাহ কর্ম্মে তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি শান্তিপ্রদ গ্রহাগ্রণী হও। আমার বরে জনগণ তোমায় দেখিবে ও পূজা করিবে। তুমি অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং দেবলোকে তোমার অদ্বিতীয় রূপ হইবে। তোমার দিনে চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি তোমার পূজা করিবে, তাহার রূপ, আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য হইবে।" শিব এই কথা বলিলে কামরূপী বীরভদ্র শান্তি আশ্রয় করিল। মৎ-৭২। (১১) শিবানুচর বীরভদ্র একবার শরভরূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নৃসিংহ দেহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। লি-৯৬।

বীরভদ্রেশ্বর—(১) প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত কল্পলিঙ্গ ত্রেতা যুগে বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গ নামে; এবং কলিতে ভূতেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। পিতৃগণের উদ্দেশে তাঁহাদের প্রেতত্ব মুক্তির জন্য তিল, স্বর্ণ ও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-১১৭। (২) কাশীস্থিত বীরভদ্রেশ্বর লিঙ্গের দর্শন মাত্রে বীর সিদ্ধি হয়। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫৫।

বীরভানু— রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৫।

বীরভূষা—রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে তিনি অন্যান্য রাজগণের ন্যায় তাঁহার স্বামী সত্যবানের সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ উদক আনয়ন করিবার জন্য গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৩৭।

বীরমণি—(১) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের ন্যায় মহিষী শ্রুতবতীর সহিত অশ্ব-প্রক্ষালনার্থ সলিল আনয়নের জন্য গমন করেন। পদ্ম-পাতা-৩৭। (২) দেবপুরাধিপতি বীরমণি দেশ পর্য্যটনকারী যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে শত্রুঘ্ন ও তদানুচরদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি ভরত-পুত্র পুষ্কলের হস্তে পরাজিত হন। পদ্ম-পাতা-২৩।

বীরমর্দ্দন—জনৈক রামানুচর। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত যজ্ঞাশ্ব লইয়া তাঁহার সহিত দেশ পর্য্যটন করেন। পদ্ম-পাতা-১৫।

বীরমাধব—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে বীরমাধব নামক শিব আছেন। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ঐ স্থানে পূজা করে তাহাকে কালের কঠোর যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১।

বীররথ—পুরুবংশীয় নৃপঞ্জয়ের তনয় বীররথ। বায়ু-৯৯। নৃপঞ্জয় দেখ।

বীরশর্ম্মা—(১) বীরশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের এক দুর্লক্ষণান্বিত কন্যা ছিল। তজ্জন্য যৌবনকালে তাহার বিবাহ হয় নাই।

তজ্জন্য ঐ কন্যা বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অতি সংযত জীবন যাপন করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যা পতিকে বংশ-কুটীরে স্থাপন করিয়া তীর্থে তীর্থে স্নান করাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন তাহাতেই ঐ ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগ দূর হয়। তিনি তাঁহার পাতিব্রত্য প্রভাবে সূর্য্যোদয় রোধ করেন। পরে তিনি দেবগণের প্রার্থনায় সেই বাধা নিরাকৃত করেন। স্কন্দ-নাগ-৩৫। (২) বীরশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নানে গমন কালে তদীয় গর্ভবতী পত্নীকে তোণ্ডমান-রাজের আলয়ে রাখিয়া যান। তিনি তীর্থ-স্নান করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণী কালগ্রাসে পতিত হন। ব্রাহ্মণ প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা শ্রীনিবাস দেবের প্রসাদে ব্রাহ্মণীকে পুনর্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-বেঙ্ক-১০।

বীরসিংহ— দেবপুরাধিপতি বীরমণির ভ্রাতা। অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব সহ দেশ পর্য্যটন কালে সাহুচর শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পদ্ম-পাতা-২৫।

বীরসেন—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় জনৈক নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম নল। মৎ-১২ ; পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (২) কলিযুগাবসানে নিষধ দেশে মহাসেন পুত্র বীরসেন পরম দুষ্কর তপস্যা করিয়া শঙ্করের নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। শিব-জ্ঞান ৫৬। (৩) ভিল্লবংশীয় আহুক, নৈষধরাজ বীরসেনের তনয় নলরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী আহুকী দময়ন্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৬১। (৪) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অহীনগুর তনয় সহস্বান, তৎপুত্র বীরসেন। শিব-ধর্ম্ম-৬১। (৫) কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির দুই পত্নী ছিল। প্রথমা কলিঙ্গরাজ বীরসেন কন্যা মনোরমা, দ্বিতীয়া উজ্জয়নীপতি যুধাজিৎ-দুহিতা লীলাবতী। মনোরমার গর্ভজাত পুত্রের নাম সুদর্শন। ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুর পর মন্ত্রীগণ মন্ত্রণা করিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র সুদর্শনকে রাজাসন প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। তৎশ্রবনে উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ তাঁহার দৌহিত্র শত্রুজিতের স্বার্থরক্ষার জন্য কোশলে উপস্থিত হন এবং যুধাজিৎ ও বীরসেনের মধ্যে সংগ্রাম হয়। তাহাতে বীরসেন নিহত হন। দেবীভাগ-৩স্ক-১৪, ১৫। (৬) কোশলাধিপতি বীরসেন সিংহলরাজ কন্যা মন্দোদরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করেন। কিন্তু মন্দোদরী বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি বিফল মনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবীভাগ-৫স্ক-১৭। (৭) অবন্তী দেশে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি

নর্ম্মদা তীরে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি ষোড়শ অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন। মরণান্তে তাঁহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। পদ্ম-উত্ত-১২৮। (৮) নিষধপতি বীরসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নকে কর দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৮। (৯) বীরসেন নামক এক অপুত্রক রাজা যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পরামর্শে বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পুত্র মুখ দর্শন করেন। বরা-৪৩। (১০) চেদীরাজের অধিপতি। তাঁহার কন্যার নাম ভানুমতি। স্কন্দ-আব-রেবা-৫৬। (১১) কাশীরাজ জয়সেনের পত্নী পদ্মাবতী পূর্ব্বজন্মে কুসুমপুর নিবাসী বীরসেন নামক বণিকের কন্যা ছিলেন। স্কন্দ-নাগ-১৭৭। পদ্মাবতী দেখ।

বীরহোত্র—তালজঙ্ঘ নরপতির হৈহয় নামে খ্যাত শত পুত্রেরা, বীরহোত্র, ভোজ, আবর্ত্তি, তুণ্ডিরেক ও তালজঙ্ঘ এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হৈহয়-বংশধর পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তির নামানুসারেই ঐ পাঁচ জন প্রখ্যাত হয়। বায়ু-৯৪। তালজঙ্ঘ দেখ।

বীরা—বীর্য্যচন্দ্র-কন্যা বীরা স্বয়ম্বর সভায় মহারাজ করন্ধমকে পতিত্বে বরণ করেন। বীরার গর্ভে অবীক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি পুণ্যবতী নারী ছিলেন এবং মহৎ তপস্যাচরণ করিয়া স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হন। মার্ক-১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১।

বীরিণী—(১) ধ্রুবের পৌত্র রিপুঞ্জয়ের ঔরসে ব্রহ্ম-দৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চক্ষু নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ চক্ষু হইতে বীরণ নন্দিনীর গর্ভে চাক্ষুষ মনু উৎপন্ন হন। মৎ-৪। বীরণ দেখ। (২) ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে বীরিণী ও অসিক্লী নামে বিখ্যাত দক্ষ পত্নী জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বীরিণী (অথবা অসিক্লী) র গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেন। পদ্ম-সৃষ্টি-৬; দেবীভা-৭স্ক-১। নারদ ও দক্ষ দেখ। (৩) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের সঙ্কল্প অর্থাৎ অভিসন্ধি মাত্রে (অযোনিজা) মহামায়া উৎপন্ন হন। তিনিই পিতা দক্ষকর্ত্তৃক সতী নামে অভিহীতা হন। কালিকা-৮। (৪) বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ষাটটী কন্যা জন্মে। দক্ষ তাহাদের মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সাতাইশটী চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনেমীকে, দুইটী ব্রহ্মার পুত্রকে, দুইটী অঙ্গিরা মুনিকে ও দুইটী কৃশাশ্ব মুনিকে দান করেন। শিব-ধর্ম্ম-৫৪; স্কন্দ-মাহে-কুমা-১৪। দক্ষ দেখ। মহাভারত (আদি-৭০) মতে বিরিণীর গর্ভে দক্ষের পঞ্চাশটী কন্যা জন্মে। ধর্ম্ম, দক্ষ প্রভৃতি দেখ।

বীরেশ্বর—নৃপতি অমিত্রজিৎ-তনয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবন্তী ক্ষেত্রস্থিত এক শিব-লিঙ্গ। স্কন্দ-আব-চতু-৪৬।

বীর্য্য—শৈব কন্যা রত্নার গর্ভে অক্রূরের উপলম্ভ, বীর্য্য প্রভৃতি একাদশ পুত্র

জন্মে। মৎ-৪৫। অক্রূর দেখ।

বীর্য্যচন্দ্র—বীর্য্যচন্দ্রের কন্যা বীরা করন্ধমের পত্নী ছিলেন। মার্ক-১২২। বীরা দেখ।

বীর্য্যধর—প্রিয়ব্রত-সুত যজ্ঞবাহু শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। শাল্মলী দ্বীপস্থিত বর্ণ চতুষ্টয় শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও যশন্ধর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সোমমূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৭।

বীর্য্যবতী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে, সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবলসম্পন্ন পর্ব্বত সমুদয় কর্ত্তৃক প্রেরিত কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণের অন্যতমা। মহাভা-শল্য-৪৭।

বীর্য্যবান্—(১) দেবাসুর সংগ্রামে কালনেমীর জনৈক অনুচর দানব। মৎ-১৭৭। (২) সাধ্যার গর্ভজাত দশ জন সাধ্যদেবের অন্যতম। মৎ-২০৩। সাধ্যগণ দেখ। (৩) উত্তমৌজা, বীর্য্যবান্ প্রভৃতি দশজন দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্র ছিলেন। হরি-হরি-৭। দক্ষসাবর্ণি ও কুনিষঙ্গ দেখ। (৪) ধর্ম্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর (অন্য নাম ভাব্য) দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (৫) ভবিষ্য অর্ক-সাবর্ণিমনুর অন্যতম তনয়। পদ্ম-সৃষ্টি-৭। বরিষ্ণু, বীর্য্য ও ধৃতি দেখ। (৬) দক্ষ-কন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। মহাভা-আদি-৬৫। দক্ষ ও দনু দেখ। (৭) শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহাভা-অনুশা-৯১। বিশ্বদেবগণ দেখ।

বীর্য্যসহ—সৌদাস নৃপতির পুত্রের নাম ছিল বীর্য্যসহ। রামা-উত্ত-৭৮।

বীর্য্যহারী—দুঃসহের পত্নী নির্ম্মাষ্টীর গর্ভে অঙ্গধুক প্রভৃতি আট পুত্র এবং স্বয়ংহারকরী (স্বয়ংহারী) নাম্নী আট কন্যা জন্মেন। স্বয়ংহারীর তিন পুত্র সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারী ও বীর্য্যহারী। তাহারা অপবিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে, অধৌতপদ-প্রবিষ্ট পাকশালায় এবং যে সমুদয় গোষ্ঠে বা গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সেই সকল স্থানে অন্যায় রূপে বিহার করিয়া থাকে। মার্ক-৫১

বুদ্ধ—(১) বুদ্ধরূপী বিষ্ণু দানবগণের বিনাশার্থ নগ্ননীলপটাদি অসদাচার প্রতিপাদক অসৎ বুদ্ধশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পদ্ম-উত্ত-২৩৬। (২) বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। ব্যাস অবতারের পরে বুদ্ধ অবতার হয় ও তৎপরে রামকৃষ্ণ অবতার। বৃহদ্ধ-মধ্য-১১। বিষ্ণু দেখ। (৩) বিষ্ণুর বিংশ অবতার। তিনি কলিযুগে অসুরদিগের মোহের নিমিত্ত গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। ভাগ-১স্ক-৩। (৪) বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার। অতীব শান্তিমান্ পরমেষ্ঠীদেব, বুদ্ধ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলে চরাচর অখিল জগত মোহিত

হইবে। তৎকালে পুত্রগণ পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। বান্ধবগণ গুরুজনের বশে থাকিবে না। সকলেই সতত নীচ পথে গমন করিবে, অধর্ম্ম ধর্ম্মকে জয় করিবে। অসত্য কর্ত্তৃক সত্য নির্জ্জিত হইবে; চোরগণ রাজাকে জয় করিবে ও পুরুষগণ রমণীর নিকট পরাভূত হইবে। তৎকালে অগ্নিহোত্র নিচয় অবসন্ন হইবে, গুরুপূজা লোপ পাইবে এবং কলিকাল উপস্থিত হইলে মানবধর্ম্ম অবসন্ন হইয়া যাইবে। নারীগণ দ্বাদশ কিম্বা দশম বর্ষেই গর্ভধারণ করিবে এবং তাহারা প্রায়ই কন্যা প্রসব করিবে। ব্রাহ্মণের হরিৎ ও পিঙ্গল বর্ণ হইবে। অনন্তর বিভু কল্কি অবতার পরিগ্রহ করিবেন। স্কন্দ-আব-রেবা-১৫১। (৫) কাশীধামে বরাহ তীর্থের সন্নিকটে সহস্র বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৬১। (৬) পূর্ব্বকালে দ্রবিড়দেশে বুদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পত্নী অতিশয় অনাচার-রতা ও দুষ্ট-স্বভাবা ছিল। স্কন্দ-বিষ্ণু-কার্ত্তি-৭। (৭) অসুর দলনের জন্য বিষ্ণু যখন যখনই অবতার হইয়াছেন, তখন তখনই দেবতাদের যজ্ঞ হয়। বিষ্ণুর নবম অবতারে দ্বৈপায়ন যজ্ঞ পুরোহিত ছিলেন। মৎ ৪৭।

বুদ্ধা—জনৈক অপ্সরা। বরাহ-২১৪; শিব-বায়-পূ-১৫।

বুদ্ধি—(১) কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, বুদ্ধি প্রভৃতি দক্ষের দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী ছিলেন। হরি-ভবিষ্য-২১৮; মার্ক-৫০; বায়ু-১০। দক্ষ, ধর্ম্ম ও প্রসূতি দেখ। (২) বিশ্বরূপের শুদ্ধি ও বুদ্ধি নাম্নী দুই কন্যা গণেশের পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ ও বুদ্ধির গর্ভে লাভ জন্মগ্রহণ করেন। শিব-জ্ঞান-৩৬। (৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের তুষিত দেবগণের অন্যতম বুদ্ধি ছিলেন। বায়ু-৬৬। উদান ও স্বায়ম্ভুবমনু দেখ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার অন্যতমা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী। বুদ্ধির তনয় বোধ। পদ্ম-সৃষ্টি-৩। (৪) মহেশ্বরীর শরীরসম্ভূতা মহাশক্তিগণের অন্যতমা। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৭২। দক্ষের ষোড়শ কন্যার অন্যতমা। তাঁহার তনয় অর্থ। ভাগ-৪স্ক-১। (৫) জ্ঞানের স্ত্রী বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-১। (৬) দক্ষপত্নী প্রসূতির গর্ভজাত চতুর্ব্বিংশতি কন্যার অন্যতমা। বুদ্ধি ধর্ম্মের পত্নী, তাহার গর্ভে অপ্রমাদ ও বোধ জন্ম গ্রহণ করেন। লি-৫; কূর্ম্ম-পূ-৮। (৭) পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জন শক্তির অন্যতমা। তন্ত্রসার-২৩৯ পৃঃ। (৮) সতীর অন্যতম নাম। তন্ত্র-৭৩২ পৃঃ। (৯) দেবপত্নীগণের অন্যতমা। তন্ত্র-৮৮৬।

বুদ্ধিশরীরিণী—মলয়কেতুর পুত্র মাল্যকেতুর পত্নী কলাবতীর অন্যতমা সখী। স্কন্দ-কাশী-পূ-৩৪।

বুদ্ধিস্বরূপ—মহাদেবের অন্যতম নাম মহাভা-আশ্ব-৮।

বুদ্বুদা— দেবারণ্যবাসী এক অপ্সরা বিশেষ। বর্গা দেখ।

বুধ—(১) চন্দ্রের পুত্র। তাঁহার ঔরসে স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত কর্দ্দম প্রজাপতির তনয় ইলরাজার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। রামা-উত্ত-১০১, ১০২ ; মৎ-১২। মার্ক-১১১। ইল দেখ। (২) বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যান। দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মার অনুরোধে সোম তারাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারা বৃহস্পতির গৃহে আসিয়া বুধকে প্রসব করেন। বুধের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃহস্পতির আলয়ে আগমন করেন। তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া তারা, চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। পরে চন্দ্র বুধকে গ্রহণ করিয়া গ্রহাধিপত্যে স্থাপন করেন। এই কুমার সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, বুদ্ধিমান ও হস্তীশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। ইলার গর্ভে বুধের পুরূরবা নামে পুত্র জন্মে। মৎ-২৪ ; দেবীভা-১স্ক-১১, ১২। তারা দেখ। (৩) সূর্য্য, সোম, ভৌম, (মঙ্গল) বুধ, সিত, জীব (বৃহস্পতি) (শুক্র) শনি, রাহু ও কেতু, ইহারা লোকহিত-সাধক নবগ্রহ বলিয়া কথিত হন। মধ্যভাগে ভাস্কর, দক্ষিণে ভৌম, উত্তরে জীব, পূর্ব্বোত্তরে বুধ, পূর্ব্বে সিত, দক্ষিণপূর্ব্বে সোম, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু এবং পশ্চিমোত্তরে কেতুকে, শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা বিন্যাস করিবে। ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, সোমের উমা, ভৌমের স্কন্দ, বুধের হরি, জীবের ব্রহ্মা, সিতের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ত। মৎ-৯৩ ; বৃহদ্ধ-উত্ত-৯। (৪) অষ্টরুদ্রের প্রথম রুদ্রের পুত্র। মার্ক-৫২। রুদ্র দেখ। (৫) অষ্টম রুদ্রের তনয় বুধ। ব্রহ্মা-২৮ ; বায়ু-২৭। (৬) সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, বুধ, অত্রি ও সহিষ্ণু, ইঁহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সৌর-৩৩। উত্তম, বিরজা ও চাক্ষুষমনু দেখ। (৭) সোমের পুত্র গ্রহ-প্রধান বুধ রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু-৬৬। (৮) মনুবংশীয় বেগবানের তনয় বুধ, তৎপুত্র তৃণবিন্দু। বায়ু-৮৬। (৯) ভবিষ্য সাবর্ণি মন্বন্তরে, সুতপা অমিতাভ ও সুখ, এই নামে দেবতাদের তিনটী গণ থাকিবে। ইহাদের এক এক গণে বিংশতি দেবতা থাকিবেন। তন্মধ্যে বুধ সুতপা নাম দেবগণের অন্তর্ভূত অন্যতম দেবতা হইবেন। বায়ু-১০০। ঋত দেখ। (১০) অনন্ত নামক মুনির ঔরসে ও বৃদ্ধশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের কন্যা চারুমতীর গর্ভে জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বুধ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ধর্ম্মসার নামক কোনও ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। কল্কি-২য়-৪, ৫। (১১) গ্রহাধিপতি বুধের বাহন ভাস নামক

পক্ষী। গর্গ-গোল-১২। (১২) সোম-পুত্র বুধ পীতাম্বরধর এবং দিব্যাভরণে ভূষিত। তাঁহার প্রভা দ্বাদশাদিত্যবৎ সমুজ্জ্বল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং হস্তী-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। তিনি রাজ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। পদ্ম-সৃষ্টি-১২। (১৩) দক্ষের অন্যতমা কন্যা বুদ্ধির গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু-১ম-৭। দক্ষ ও বুদ্ধি দেখ। (১৪) নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে বুধ অবস্থান করেন। বিষ্ণু-২য়-৭। চন্দ্র দেখ। (১৫) অত্রি-বংশীয় একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্-৫।১।১। (১৬) কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর অতীত হইলে শূদ্রক নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ৩৩১০ বৎসর পরে নন্দরাজ্য আরম্ভ হইবে। তাঁহার ৩০২০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আরম্ভ হইবে। তাঁহার পর একলক্ষ একশত বৎসরেও কিঞ্চিৎ-কালান্তে শক নামে বিখ্যাত রাজা হইবেন। ইহার পর ৩৬০০ বৎসর পরে মগধ দেশে হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে বুধ রাজার উদ্ভব হইবে। তিনি ভূতলে প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মের পালন করিবেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৪০। (১৭) বিষ্ণু বুধ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লোহ নামক দৈত্যকে বধ করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৬৫। (১৮) এককালে দেব-মাতা অদিতি, "দেবতারা এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করিবেন," মনে করিয়া তাহাদের জন্য অন্ন পাক করিয়াছিলেন। পাক সমাপ্ত হইলে বুধ ব্রত সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করি-লেন। অদিতি দেবগণের ভোজন না হইলে অন্য কাহাকেও অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন না বলায় বুধ ক্রোধা-বিশিষ্ট হইয়া, তাঁহার উদরে একটি ব্যথা জন্মিবে বলিয়া, অদিতিকে অভি-শাপ প্রদান করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩। (১৯) সোমের পুত্র, স্বীয় গম্ভীর বুদ্ধির জন্য ব্রহ্মার নিকট হইতে বুধ এই নাম প্রাপ্ত হন। ভাগ-৯স্ক-১৪। (২০) সোমের পুত্র। তাঁহারই ঔরসে বৈবস্বতমনুর কন্যা ইরার গর্ভে পুরূ-রবার জন্ম হয়। হরি-হরি-১০। (২১) সোমদেব বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি পত্নী হর্ত্তা সোমকে রুদ্রদেবের সাহায্যে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, শুক্রাচার্য্য সোমের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই উপলক্ষে দৈত্য দানবে তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের উপশান্তি করিয়া তারাকে বৃহস্পতির হস্তে অর্পণ করেন। তৎকালে সোমকর্ত্তৃক তারা গর্ভ রক্ষা করেন এবং বৃহস্পতি তাহকে স্বীয় আলয়ে গর্ভ মোচন করিতে নিষেধ

করিলে, তারা অস্থানে ঈষিকাস্তম্ভ মধ্যে জলন্ত পাবক-সদৃশ দস্যু-বিনাশক এক পুত্র প্রসব করেন। তিনিই বুধ বলিয়া পরিচিত। বুধের ঔরসে উর্ব্বশী সপ্ত মহানুভব পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি-২৫। (২২) বুধ নামে এক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টির পরে আয়ুর্ব্বেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন এবং তাহা ভাস্কর-দেবকে শিক্ষা দেন। ভাস্করদেব নিজেও একখানা সংহিতা রচনা করেন এবং এই উভয় গ্রন্থ তিনি ধন্বন্তরী, বুধ প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। বুধ সর্ব্বসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মা-১৬। (২৩) বুধের ঔরসে ও ঘৃতাচীর কন্যা চিত্রার গর্ভে চৈত্রের জন্ম হয়। এই চৈত্রের তনয় বিখ্যাত অধিরথ, অধিরথের তনয় সুর। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৫৮—৬২।

বুধেশ্বর—প্রভাস ক্ষেত্রে বুধেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। সোম-তনয় বুধ এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-১৫; স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৪৬।

বুধ্ন, বুধ্ন্য—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। অজৈকপাদ, অহি ও একাদশ রুদ্র দেখ।

বুধ্ন—ভৌত্যমনুর অন্যতম তনয়। উগ্র ও ভৌত্যমনু দেখ।

বৃক—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিত, রোহিত-তনয় বৃক, তৎপুত্র রাহু, রাহুর তনয় সগর। অগ্নি-২৭৩; মৎ-১২। (২) উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবের দুই পুত্র পুষ্টি ও ভব। পুষ্টির ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে, বৃক, বৃষক, বৃকল, ধৃতি ও প্রাচীনগর্ভ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু-পুরাণ (৬২ অঃ) মতে ধ্রুবের তনয় তুষ্টি ও ভব্য। তুষ্টির তনয় বৃক প্রভৃতি। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। বায়ু-৯৬। নাগ্নজিতী দেখ। (৪) দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৩; পদ্ম-সৃষ্টি-১৮; হরি-হরি-১৯৬; কালিকা-৩৪। দনু দেখ। (এই শত পুত্রের তালিকা সর্ব্বত্র একরূপ নহে)। (৪) হরিবংশ (হরিপর্ব্ব ১৩ অঃ) মতে রোহিতের তনয় হরিৎ, হরিতের তনয় চঞ্চু, চঞ্চুর আত্মজ সুদেব ও বিজয়। বিজয়-পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, বৃক-তনয় রাহু। (৫) সৌর-পুরাণে উপরোক্ত তালিকাতে, চঞ্চুর স্থলে ধুন্ধু; এবং রুরুক নামের পরিবর্ত্তে কুরুক নাম পাওয়া যায়। সৌর-৩০। (৬) সূর্য্য বংশীয় বৃক রাজার তনয় রাহু। বৃহন্না-৭। (৭) রোহিতের তনয় বৃক, বৃক-তনয় সুবাহু, তৎপুত্র গর। পদ্ম-উত্ত-২০। (৮) রোহিতের পৌত্র চাপ, চাপের প্রপৌত্র ভবক। ভবকের পুত্র বৃক, বৃকের তনয় বাহুক, বাহুকের পুত্র সগর। বৃহদ্ধ মধ্য-১৮। (৯) মনু-

বংশীয় নরপতি বিজয়ের তনয় ভরুক, ভরুকাত্মজ বৃক। ভাগ-৯স্ক-৮। বিজয় (৩৫) দেখ। (১০) যদু বংশীয় জনৈক সেনানী। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। যাদব সৈন্য হস্তিনা-পুরে উপনীত হইলে বৃকের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হয়। গর্গ-বিশ্ব-৪, ২০। (১১) হিরণ্যাক্ষের শকুনি, শম্বর, ধৃষ্ট, (ধৃষ্টি; ভাগবত) ভূতসন্তাপন, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু, বৃক ও উৎকচ নামে নয় পুত্র জন্মে। গর্গ-বিশ্ব-৩২; ভাগ-৭স্ক-১। ঐ দিগ্বিজয়ে বহির্গত প্রদ্যুম্নের অনুচরদিগের সহিত হিরণ্যাক্ষ তনয়দের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বৃকের সহিত অনিরুদ্ধের সংগ্রাম হয়। সংগ্রাম কালে বৃক একবার অনিরুদ্ধকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু বলদেবানুজ-গদের গদা প্রহারে বৃক কালগ্রাসে পতিত হন। গর্গ-বিশ্ব-৩৪। (১২) শকুনি নামক অসুরের তনয় বৃক, বৃকের দুই পুত্র কোক ও বিকোক। কল্কি-৩য়-৭। বিকোক দেখ। (১৩) শ্রীকৃষ্ণ-তনয় বৃক, (অনিল দেখ) যজ্ঞাশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন কালে অনিরুদ্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন। গর্গ-অশ্ব-১২, ১৪, ১৬, ২০। (১৪) রাজা পৃথুর ঔরসে তদীয় পত্নী অর্চ্চির গর্ভে বৃক প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। দ্রবিণ ও বৃক্ষ দেখ। (১৫) যদুবংশীয় শূরের পত্নী মারিষা হইতে দেবভাগ, বৃক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। আনক দেখ। (১৬) উক্ত বসুদেবের ভ্রাতা বৎসকের ঔরসে মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃক জন্মেন। বৃকের স্ত্রীর নাম দুর্ব্বাক্ষী। তক্ষ, পুষ্করমাল প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ভাগ-৯স্ক-১১, ২৪। (১৭) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম। মহাভা-আদি-১৮৬। (১৮) বৃক অসুর বহুকাল শঙ্করের আরাধনা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, "আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব সেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।" শঙ্কর "তথাস্তু" বলিয়া গমনোদ্যত হইলে বৃকাসুর মহাদেবেরই মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বর পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাদেব বৃকাসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৃকাসুর ও তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চাতুরিতে স্বীয় মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গতায়ু হন। ব্রহ্মবৈ-প্রকৃ-৩৬। (১৯) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মে। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ। (২০) মিত্রবিন্দার গর্ভ-জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের অন্যতম। অনিল দেখ। (২১) বৃক (?) যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তখন ইন্দ্র কর্ম্ম ও সামর্থ্য দ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলেন। ঋক্-৭।৬৮।১। (২২) সোম বংশে বৃক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার

কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা। ঐ কন্যা শাস্ত্র বিগর্হিত দিবসে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। স্কন্দ-নাগ-৬১। (২৩) অন্ধকাসুরের পুত্র বৃক। স্কন্দ-নাগ-২২৮।

বৃকজিৎ—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রের অন্যতমা। নাগ্নজিতী দেখ।

বৃকণ—সাত্বত বংশীয় ভজমানের অন্যতম তনয়। বিষ্ণু-৪র্থ-১৪। অযুতাজিৎ দেখ।

বৃকতেজা—(১) ধ্রুবের পৌত্র ও শ্লিষ্টির (শিষ্টি; অ-১৮) পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-২। পুষ্প ও শিষ্টি দেখ। (২) ধ্রুব-তনয় পুষ্টির পঞ্চ পুত্রের অন্যতমা। শিব ধর্ম্ম-৫২।

বৃকদীপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী মাদ্রী বৃকাশ্ব, বৃকনির্ব্বৃত্তি ও বৃকদীপ্তি নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। হরি-হরি-১৬০। মাদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণ দেখ।

বৃকদেব—বসুদেবের চতুর্দ্দশ পত্নীর অন্যতমা সুনামার গর্ভে বৃকদেব ও গদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি ৩৫।

বৃকদেবা—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। দেবক ও বসুদেব দেখ।

বৃকদেবী—(১) বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে অবগাহ ও নন্দক জন্মেন। মৎ-৪৬। (২) ত্রিগর্ত্তরাজ দেবকের অন্যতমা কন্যা ও বসুদেব পত্নী বৃকদেবী অগাবহকে প্রসব করেন। হরি-হরি-৩৫। এই বৃকদেবীর নামান্তর আগাহী, সুরূপা ও শিশিরায়ণী। দেবক ও বসুদেব দেখ।

বৃকনির্ব্বৃত্তি—বৃকদীপ্তি দেখ।

বৃকবক্ত্র—রসাতলের পঞ্চম তলে কালনেমী, গজকর্ণ, কুঞ্জার, সুমালী মুঞ্জ, লোকনাথ, বৃকবক্ত্র প্রভৃতি দানবগণ বাস করেন। বায়ু-৫০।

বৃকভানু—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণী রাধার পিতা। শ্রীমহাভা-৫১।

বৃকল—(১) শৈব্য-কন্যা রত্নার গর্ভে অক্রূরের বৃকল প্রভৃতি একাদশ পুত্র জন্মে। মৎ-৪৫। অক্রূর ও উপলম্ভ দেখ। (২) ধ্রুবের পৌত্র ও শিষ্টির অন্যতম পুত্র। হরি-হরি-২; ব্রহ্মা-৬৮; কূর্ম্ম-পূ-১৫। বৃকতেজা ও বৃক দেখ।

বৃকাশ্ব—বৃকদীপ্তি দেখ।

বৃকোদর—(১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামান্তর। ভীম দেখ। বৃক নামক তীক্ষ্ণ অগ্নি তাঁহার উদরে ছিল বলিয়াই তাঁহার নাম বৃকোদর হয়। (২) মহাদেবের জনৈক গণ। স্কন্দ-ব্রহ্ম-উত্ত-১৬। (৩) জনৈক নাগ। স্কন্দ-আব-রেবা-১৬১।

বৃক্ষ—অর্চ্চি নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজা পৃথুর বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ

ও বৃক্ষ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ-৪স্ক-২২। বৃক (১৪) দেখ।

বৃচয়া—কক্ষীবান রাজা অনেকবিধ রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার কৃত যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী স্ত্রী প্রদান করেন। ঋক্-১।৫১।১৩।

বৃচীবান—ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া হরযূপিয়ার (নদী বা নগরী) পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। ঋক্-৬।২৭।৫।

বৃজিনবান্, বৃজিনীবান্—(১) যযাতির প্রপৌত্র, যদুর পৌত্র এবং ক্রোষ্টুর পুত্র। বৃজিনবানের তনয় স্বাহিত। স্বাহিত-তনয় বিশদ্গু। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) বৃজিনীবানের পুত্র—(ক) স্বাতি, তৎপুত্র কুশঙ্কু। লি-৬৮; পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (খ) স্বাহা, তৎপুত্র রুষদ্গু। অগ্নি-২৭৫। (গ) স্বাহি, তৎপুত্র রসাদু, বায়ু-৯৫। (ঘ) স্বাহি, তৎপুত্র রসক্রু। বিষ্ণু-৪র্থ-১২। (ঙ) খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক। কূর্ম্ম-পূ-২৪। (চ) ঋষদ্গু, তৎপুত্র চিত্ররথ। মহাভা-অনুশা-১৪৭। (ছ) স্বাহি, তৎপুত্র উশদ্গু। হরি-হরি-৩৫।

বৃজিনী—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা তনয়া। বৃক দেখ।

বৃত—(১) চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুন্তির তনয়। বৃতের তনয় রণধৃষ্ট, তৎসুত নির্ধৃতি। লি-৬৮।

বৃত্ত—(১) অসুর বিশেষ। হরি-হরি-৪১। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৯৮। (২) কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভা-আদি-৩৫।

বৃত্র—(১) পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে বৃত্র নামে এক মহামান্য অসুর ছিল। তাহার দেহ প্রস্থে শত যোজন এবং দৈর্ঘ্যে শত যোজন ছিল। সে সকলকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্বকালে বসুন্ধরা সমুদয় ঈপ্সিত দ্রব্য উৎপাদন করিতেন। বহুকাল রাজত্ব করার পর পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব-দেবতার ত্রাসোৎপাদক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু বৃত্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে অসম্মত হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি ইন্দ্রকে বৃত্রবধের উপায় বলিয়া দেন। বিষ্ণু বলেন, "আমি, আপনি আপনাকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিব। ঐ তিন অংশের প্রথম অংশ ইন্দ্রের শরীরে; দ্বিতীয় অংশ বজ্রে; এবং তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবন।" এই ভাবে বল লাভ করিয়া ইন্দ্র তপস্যা নিরত বৃত্রের বধ সাধন করেন। কিন্তু ঐ পাপের ফলে

ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। রামা-উত্ত ৯৭—৯৯ (২) দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র মন্থন কালে বৃত্র প্রমুখ অসুরগণ বাসুকীর মুখ সমীপে অবস্থান করিয়া মন্থন কার্য্য সম্পাদন করেন। (৩) ব্রহ্মা বৃত্রকে ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুষার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিয়োজিত করেন। হরি-ভবিষ্য ২১৯। (৪) ইন্দ্র ত্বষ্টার তনয় ত্রিশিরাকে বধ করিলে, প্রজাপতি ত্বষ্টা ক্রোধে মস্তকস্থ একটী জটা ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে হোম করেন। অমনি মহাশরীর, দীর্ঘদংষ্ট্র ও অঞ্জনপিণ্ডের স্থায় রূপধারী বৃত্র নামে এক মহাসুর অগ্নি হইতে উত্থিত হইল। মহাসুর বৃত্রকে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া ইন্দ্র সপ্তর্ষিদের সাহায্যে বৃত্রের সহিত প্রতিজ্ঞা-পুর-সর মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু পরে ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন। মার্ক-৫। (৫) সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তিনি বৃত্রকে বধ করেন। পদ্ম-উত্ত ১৫৩। (৬) ইন্দ্রের সহিত যখন বৃত্রের যুদ্ধ হয়, তখন বৃত্রের নিশ্বাস বায়ু হইতে শত সহস্র দানব উৎপন্ন হয়। বায়ু ৬৮। (৭) মহাসুর বৃত্র ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের, যম ইঁহাদের আধিপত্য হরণ করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মা দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত মহাস্ত্র হইতে দেবরাজের হস্তে সেই দুরাত্মার মৃত্যু নির্দ্দেশ করেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া দধীচির নিকট অস্থি প্রার্থনা করেন। দধীচি দেহত্যাগ করিয়া অস্থি দান করিয়া যান। সেই অস্থিতে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং সেই অস্ত্রেই বৃত্র নিহত হন। শ্রীমহাভা-৬০। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যে যুদ্ধ হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে পদ্ম-সৃষ্টি-৭৩ অধ্যায়ে দেখ। (৮) দক্ষ কন্যা দনায়ুর গর্ভজাত চারি পুত্রের অন্যতম। দনায়ু দেখ। (৯) পুরাণে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সকল আখ্যান আছে, তাহাদের উৎপত্তি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৩২ সূক্তে পাওয়া যায়। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে উপমা ও কল্পনা-পূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুরের গল্প উৎপন্ন হয়। ঋগ্বেদের কতিপয় শ্লোক এখানে প্রদত্ত হইল। (ক) জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্ন বাহু

করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঠার-ছিন্ন বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। (খ) দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শত্রু-বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশ কার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না। ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র নদীতে পতিত হইয়া নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল। (গ) হস্ত-পদ-শূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। ইন্দ্র, তাহার সানুতুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে বজ্রাঘাত করিলেন। যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ অযথা যত্ন করিল। বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল। (ঘ) ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জ্জন, বা জলবর্ষণ, বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করিরাছিলেন। (৮) মরীচি-তনয় কশ্যপ ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার বল নামক পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া মহাক্রোধে নিজের মস্তকস্থ একটী জটা ছিঁড়িয়া, "ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত আমি পুত্র উৎপাদন করিব" এই বলিয়া সেই জটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক এক ভীষণাকার পুরুষ আবির্ভূত হইয়া কশ্যপকে বলিলেন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।" কশ্যপ বৃত্রকে ইন্দ্রের বধ সাধন করিয়া ইন্দ্রপদ অধিকার করিতে বলিলেন। বৃত্র তাহা শুনিয়া ইন্দ্রবধোদ্যত হইয়া ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া সপ্তর্ষিদের সাহায্য লইয়া বৃত্রের সহিত সখ্য বন্ধনে প্রয়াস পান। বৃত্র বলেন যে ইন্দ্র যদি সত্যই তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনিও সত্যনিষ্ঠ হইয়া তাহা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্র যে কপটতা পূর্ব্বক দ্রোহাচরণ করিবেন না তাহার প্রত্যয় কি? সপ্তর্ষিদের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলেন যে তিনি যদি কপটতা করিয়া অসত্য ব্যবহার করেন, তবে যেন নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে সপ্তর্ষিদের মধ্যস্থতায় বৃত্র ও ইন্দ্রের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইল। কিন্তু তদবধি ইন্দ্র বৃত্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃত্রের সতর্কতায় কোনও ছিদ্র না পাইয়া রম্ভাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কোনও উপায়ে বৃত্রকে মোহিত কর। যাহাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" রম্ভা ইন্দ্রাদেশে বৃত্রাসুরের সন্নিধানে উপস্থিত হাবভাব বিলাসের

দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। একদা রম্ভার অনুরোধে বৃত্র সুরাপান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে বধ করেন। পদ্ম-ভূমি-২৪—২৫। (৯) ধনের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম হয়। বৃত্রাসুর যখন দেবতাদের সহিত বৈরিতায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেবাসুর রণে সলিলের ফেনময় হইয়া দেবঘাতক বৃত্রের প্রাণ হরণ করতঃ ভগবান বিষ্ণু দেব ও ধর্ম্মকে প্রতিপালন করেন। তাহাই বৃত্র-সংহার নামক নবম দেবাসুর সংগ্রাম। অগ্নি-২৭৬। (১০) মহর্ষি ত্বষ্টার পত্নী রমা দীর্ঘকাল পুত্র মুখ দর্শনে অপারগ হইয়া দুঃখিত মানসে সর্ব্ব বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিয়া মহেশ্বরের আরাধনা করেন এবং তাঁহারই বরে, সর্ব্ব শাস্ত্রের অবধ্য, ব্রাহ্মণ-দানব-রূপী, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, যজ্ঞানুষ্ঠান কুশল এবং তেজে ও যশে সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক পুত্র লাভ করেন। জন্মের দ্বাদশ দিনে পিতা বিশ্বকর্ম্মা (ত্বষ্টা), ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া পুত্রের নাম বৃত্র রাখিলেন। যোগ্যকালে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত উপবীত প্রদান করেন। অতঃপর বৃত্র গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, যৌবনে সমস্ত ভূপতিগণকে জয় করিয়া পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হন। তৎপরে পাতাল জয় করিয়া তিনি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমুখ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের ক্রমে ক্রমে আটাশ বার যুদ্ধ হয় কিন্তু একবারও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র রণে পরাস্ত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃত্র বৃহস্পতিকে তথায় যাইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ইন্দ্র-বধ-সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য নৈমিষারণ্যে যাইয়া তীব্র তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। ইন্দ্র বৃত্রের তপস্যায় ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু সুদীর্ঘ চিন্তা করিয়া দেবগণকে বলিলেন যে শিবের বরে বৃত্র সমস্ত অস্ত্রের অবধ্য কেবল অস্থিময় বজ্রেই বৃত্র-নিধন সম্পন্ন হইতে পারে। সেই বজ্র শত হস্ত-প্রমাণ, ছয়টী কোণযুক্ত, মধ্য ভাগে ক্ষীণ, পার্শ্বদ্বয়ে স্থূল এবং অতিশয় ভীষণাকৃতি হইবে। সমস্ত ত্রিলোকের মধ্যে কেবল দধীচি নামক ব্রাহ্মণের অস্থিতেই এইরূপ বজ্র নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ইন্দ্র তখন দধীচির নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অস্থি লাভ করেন এবং সেই অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা ধ্যানস্থ অবস্থায় বৃত্রকে সংহার করেন। স্কন্দ-নাগ-৮। (১১) পুলোমা-নন্দিনী বিভাবরীর গর্ভে ত্বষ্টার বৃত্র নামে এক পুত্র জন্মে। বৃত্র তপস্যা

দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার বর প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়া বৃত্র ব্রাহ্মী লক্ষ্মী দ্বারা পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় অবস্থানকালীন বহু দানব নিহত হইল। তাহাতে অন্যান্য দৈত্যেরা বৃত্রাসুরের শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর বৃত্র স্বীয় পদে অভিষিক্ত হইয়া অন্যান্য দানবগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন এবং ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ইন্দ্র বৃত্রের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া বৃহস্পতির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বৃহস্পতি বৃত্রের নিকট যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ইন্দ্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। অনন্তর বৃহস্পতির মধ্যস্থতায় ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল। তদবধি ইন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৃত্রের কোনও ছিদ্র না পাইয়া বৃহস্পতিকে বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বৃহস্পতির পরামর্শে দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন। স্কন্দ-নাগ-২৬৯। (১২) প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃত্রকে ত্বষ্টার ভার্য্যা অনায়ুষার পুত্রগণের উপর রাজত্ব করিতে নিযুক্ত করেন। হরি-হরি ২১৯। (১৩) ইন্দ্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বৃত করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিহান হন এবং পরে তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। বিশ্বরূপের পিতা মহর্ষি ত্বষ্টা পুত্রহত্যার শাস্তি দিবার জন্য, ইন্দ্রের শত্রু-বৃদ্ধি কামনায় এক যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৃত্র নামক মহা অসুর সমুত্থিত হইয়া দেবগণের নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা সুদারুণ বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করেন। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪৭। (১৪) হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ (নামান্তর ত্রিশিরা) দেব বিনাশের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে ভীত হইয়া ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা ত্রিশিরাকে বধ করেন। ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হইবা মাত্র শরীর হইতে বৃত্রাসুর সমুদ্ভূত হইল। ইন্দ্র তাহাকেও বধ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৪৩।

বৃদ্ধ—(১) বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে জল মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিল ঋক্-৭।১৮।১২। (২) মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভ-অনুশা-১৭। শিবের সহস্র নামের তালিকা ঐ অধ্যায়ে আছে।

বৃদ্ধকাল—মথুরাপুরী নিবাসী শিবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মরণান্তে তিনি নন্দিবর্দ্ধন নগরে বৃদ্ধকাল নামে নরপতি হইয়া জন্মলাভ করেন। তিনি কাশীতে বৃদ্ধকালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন

করিয়া মোক্ষলাভ করেন। স্কন্দ-কাশী-পূ-২৩—২৪।

বৃদ্ধদেব—মহাদেবের একটি গণ। পার্ব্বতীর সহিত শঙ্করের বিবাহ কালে তিনি চতুঃষষ্ঠি কোটী গণসহ শিবের অনুগমন করেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬।

বৃদ্ধপরাশর—শ্বেতবরাহকল্পে ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীরে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে বৃদ্ধপরাশর অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। বায়ু-১০৬।

বৃদ্ধশর্ম্মা—(১) বুধ-পুত্র পুরূরবা হইতে উর্ব্বশীর আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। (অশ্বায়ু দেখ) তন্মধ্যে আয়ুর পঞ্চ পুত্র নহুষ, রম্ভ, রজি, বৃদ্ধশর্ম্মা ও অনেনা। মৎ-২৪। আয়ু ও অনেনা দেখ। (২) পুরাকালে যে সকল অঙ্গিরার পুত্রগণ সাধ্যগণ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাঁহাদের যশোদা নামে খ্যাত মানসী কন্যা বিশ্বমহতের পত্নী ও বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি রাজর্ষি দিলীপের জননী ছিলেন। হরি-হরি-১৮। (৩) নহুষ প্রভৃতি আয়ু পুত্রগণ স্বর্ভানু-তনয়া প্রভার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-২৮। প্রভা দেখ। (৪) উপরোক্ত অনেনার বংশে সঙ্কৃতির (?) তনয় ক্ষত্রবৃদ্ধের অপর নাম ছিল বৃদ্ধশর্ম্মা। ক্ষত্রবৃদ্ধ (বা বৃদ্ধশর্ম্মা)র তনয় সুনহোত্র। হরি-হরি-২৯। (৫) শ্রীকৃষ্ণের জনক বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় দন্তবক্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৪। (৬) সূর্য্য-বংশীয় ইলবিল রাজার পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা। তৎপুত্র বিশ্বসহ। সৌর-৩০। বৃদ্ধশর্ম্মার তনয় বিশ্বসহা। লি-৬৬। (৭) পুরিকা নগর নিবাসী অনন্ত নামক ব্রাহ্মণ সমুদ্রে স্নান করিতে যাইয়া স্রোতে ভাসিয়া যান এবং দক্ষিণ কূলে নিক্ষিপ্ত হন। বৃদ্ধশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণ ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইয়া কন্যা চারুমতীর সহিত বিবাহ দেন। কল্কি-২য়-৪।

বৃদ্ধশ্রবা—কশ্যপাত্মজ গোকামুখের পুত্র। তাহার তনয় ভানু। ব্রহ্মবৈ-কৃষ্ণ-৪১।

বৃদ্ধশ্ব—পুরুবংশীয় মুদ্গলের তনয়। বৃদ্ধশ্বের তনয় দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। দিবোদাস দেখ।

বৃদ্ধসেনা—মনুবংশীয় নরপতি সুমতির স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে দেবতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ-৫স্ক ১৫।

বৃদ্ধহারীত—বৃদ্ধহারীত নামে এক তপস্বী কাশীতে সূর্য্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন। তাহাতে দিবাকর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বার্দ্ধক্য দূর করিয়া তাঁহাকে যুবা করিয়া দেন। স্কন্দ-কাশী-উত্ত-৫১।

বৃদ্ধা—চমৎকারপুর নিবাসী নরপতি চমৎকারের দুই কন্যা অম্বা ও বৃদ্ধা কাশীরাজের পত্নী ছিলেন। কাশীরাজ কালযবনদিগের হস্তে নিহত হইলে

পর, কাশিরাজ পত্নী অম্বা ও বৃদ্ধা বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া, হাটকেশ্বর তীর্থে গমন পূর্ব্বক কালযবনদিগের বিনাশার্থ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী দেবী প্রাদুর্ভূতা হন সেই দেবীদ্বয়ের নিকট রাজপত্নীদ্বয় কালযবনের বিনাশ ও তথায় পুর-রক্ষার্থ অবস্থান প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় দেবীদ্বয় কালযবন-দিগকে বিনাশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতি চমৎকার তাঁহাদের অবস্থানের জন্য দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অম্বা ও বৃদ্ধা নামে তথায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। স্কন্দ-নাগ-৮৮। (২) অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিবার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেন, বৃদ্ধা তাঁহাদের অন্যতমা ছিলেন। মৎ-১৭৯।

বৃদ্ধাদিত্য—কাশীস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। স্কন্দ কাশী-পূ-৪৬।

বৃদ্ধি—কুবেরের ভার্য্যার নাম বৃদ্ধি। তাঁহার গর্ভে নলকুবের জন্ম গ্রহণ করেন। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২০। ঋদ্ধি দেখ।

বৃদ্ধিদা—দুর্গার এক নাম। তন্ত্রসার-৭৩৩ পৃঃ।

বৃদ্ধিলিঙ্গ—দ্বারকাক্ষেত্রে ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ। স্কন্দ-প্রভা-দ্বার-১৪।

বৃন্দা—স্বর্গে স্বর্ণা নামে এক অপ্সরা ছিল। ক্রৌঞ্চ প্রসাদে বৃন্দা নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। সেই অনুপমা সুন্দরী বৃন্দাকে সমুদ্রের পুত্র জালন্ধর দৈত্য বিবাহ করেন। ব্রহ্মার বরে জালন্ধর দেবগণের অজেয় ছিলেন। সেই বর প্রভাবে জালন্ধর স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত অধিকার করেন। বিষ্ণু ছলনা পূর্ব্বক বৃন্দার শীলতা নষ্ট করিয়াছিলেন। বৃন্দা সেইজন্য কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ-ত্যাগ করেন। বৃন্দার গাত্রস্বেদ হইতে তুলসীর উৎপত্তি হয়। বৃন্দা যে স্থানে দেহত্যাগ করেন, গোবর্দ্ধন গিরির সমীপস্থ সেইস্থানই বৃন্দাবন নামে খ্যাত। পদ্ম-উত্ত-৪-১৫। (২) সমুদ্রের পুত্র জালন্ধর কালনেমীর কন্যা বৃন্দাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণু ছদ্মবেশে বৃন্দার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্কন্দ-বিষ্ণু—কার্ত্তি-১৪,২১।

বৃধু—আপদকালে ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও দান গ্রহণ করিলে পতিত হন না। মহাতপা ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজনবনে বৃধু নামক সূত্রধরের নিকট হইতে বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনু—১০; ১০৭। বৃবু দেখ।

বৃবু—অনার্য্য পনিগণের মধ্যে বৃবু নামে এক ধনাঢ্য সূত্রধর ছিলেন। একদা ভরদ্বাজ ঋষিকে তিনি বহু সংখ্যক গো দান করেন। ঋক্ ৬।৪৫। ৩৩। বৃধু দেখ।

বৃষ—(১) যদুবংশীয় বৃষের পুত্র মধু, মধুর শত পুত্রের অন্যতম বৃষণ। হরি-হরি-৩৩। (২) ধর্ম্মসাবর্ণি মনুর সময়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ ছিল। বৃহন্না-৩৭। বিষ্ণু ৩য়-২। গরু-৮৭। (৩) ময় নামক দানবের অন্যতম পুত্র। বায়ু-৬৮। (৪) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম। বায়ু-৯৪। (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী কালিন্দীর গর্ভে বৃষ, সুবাহু, ভদ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। (৬) তালজঙ্ঘের অন্যতম পুত্র ভরত, ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের পুত্র মধু।: বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (৭) দেবাসুর সংগ্রামে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্যার্থ সাধ্য, রুদ্র, পিতৃগণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। মহাভা-শল্য-৪৬। (৮) মহর্ষি জরের পুত্র বৃষ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি ত্র্যরুণের পুরোহিত ছিলেন। একদা রাজা ত্র্যরুণ ও তাঁহার পুরোহিত বৃষ রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। বৃষ সারথির কাজ করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটী ব্রাহ্মণ-বালক নিহত হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ঋক্ ৫।২।১। (৯) যদু বংশীয় সৃঞ্জয়ের পত্নী রাষ্ট্রপালী বৃষ ও দুর্ম্মর্ষণ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ভাগ ৯স্ক-২৪। (১০) শ্রীকৃষ্ণ নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীকে (সত্যাকে) বিবাহ করেন। সত্যার গর্ভে বৃষ শম্ভু, বসু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ভাগ-১০স্ক-৬১। সত্যা দেখ। (১১) ধর্ম্মের এক নাম বৃষ। যিনি এই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন তাঁহাকে বৃষল কহে। মহাভা শান্তি-৯০। ৩৪৩। (১২) একবার ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে লাঞ্ছনা দিয়া-ছিলেন। স্কন্দ আব-রেবা-১৮১। (১৩) বৃষ নামে এক শিব-ভক্ত দৈত্য ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮। (১৪) বৃষ নামক এক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া বধ করেন। শ্রীমহাভা-৫৩। (১৫) বৃষ অসুর রঙ্গোজী নামক গোপের পুরী আক্রমণ কালে কংসের অনুগমন করে। গর্গ-মাধু-১৪।

বৃষক—(১) ধ্রুবের পুত্র পুষ্টি ও ভব। পুষ্টির ঔরসে ছায়ার গর্ভে বৃষক

প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। ব্রহ্ম-৬৮। বৃক দেখ। (২) গান্ধার-রাজকুমার বৃষক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৩।

বৃষকণ্ড—কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। তাঁহাদের অসিত, দেবল ও কশ্যপ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবর। ইহাঁদের বংশে পরস্পর বিবাহবিধান নাই। মৎ-১৯৯।

বৃষকণ্যা—ব্রহ্মার ক্রোধসম্ভূত অর্দ্ধনারীনর-রূপধারী রুদ্রের নারী-অংশ রুদ্রবাক্যে স্বীয় দেহ বিভক্ত করেন এবং স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি বহুনামে প্রসিদ্ধা হন। দ্বাপরান্তে এই দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, বৃষকণ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছেন। ব্রহ্মা-৯।

বৃষকেতন—ধ্রুবের পঞ্চপুত্রের অন্যতম স্থষ্টির ঔরসে ও ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল ও বৃষকেতন নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। সৌ-২৭। ধ্রুব ও বৃক দেখ।

বৃষণ—(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শূর, শূরসেন, জয়ধ্বজ, মধুধ্বজ ও বৃষণ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। গরুড়-১৪৩। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। (২) ঐ বংশেই বৃষের পুত্র মধু। মধুর শতপুত্রের মধ্যে বৃষণ হইতেই বৃষ্ণিগণ উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩১। কূ-পূ-২৩। বৃষ দেখ।

বৃষদন্ত—বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মহাভা-সভা-৮।

বৃষদর্ভ—উশীনর বংশীয় শিবির চারি পুত্রের অন্যতম। উশীনর ও কেকয় দেখ। গরুড় পুরাণে (পূ-১৪৩ অঃ) উশীনরের পুত্র শিবি মাত্র।

বৃষদণ্ড—বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাঁহারা যমরাজের উপাসনা করিতেন. তিনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বৃষদ্রথ—তিতিক্ষুর পুত্র। তাঁহার তনয় সেন। সেনাত্মজ স্থতপা। মৎ-৪৮। তিতিক্ষু দেখ।

বৃষধ্বজ—(১) মহাদেবের অন্যতম নাম (২) বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের অন্যতম সৌ-৩০। বৈবস্বত মনু দেখ। (৩) ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর পুত্র বৃষধ্বজ। তাঁহার আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু যুগত্রয় অবস্থান করেন। দেবীভা-৯স্ক-১৫। (৫) একবার প্রজাপতি দক্ষ কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ মহাদেবকে প্রদান করেন। মহাদেব সেই বৃষভকে বাহন ও ধ্বজরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত

মহাদেবের নাম বৃষভধ্বজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভা-অনু-৭৭। (৮) একাদশরুদ্রের অন্যতম। একাদশরুদ্র দেখ। স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে (১৪৬অঃ) দ্বাদশ রুদ্রের নাম পাওয়া যায়। (৯) তন্ত্রে উর্দ্ধকেশ, ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ ও বৃষধ্বজ ইহাঁরা বিবোঘগুরু বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা তারাদেবীর কুলগুরু। তন্ত্রসার-৫২৯পৃঃ।

বৃষধ্বজেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয়াশ্রমের দক্ষিণে বৃষধ্বজেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধি ও যাত্রাফল প্রাপ্তি কামনায় সেই লিঙ্গ সমীপে বৃষভ দান কর্ত্তব্য। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-২২০।

বৃষণশ্চ—শোভনইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন। ঋক্-১।৫১।১৩। এই উপলক্ষে সায়নাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

বৃষপর্ব্বা—(১) কশ্যপ হইতে দক্ষ কন্যা দনুর গর্ভে যে সমুদয় মহাবল দৈত্য জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। মৎ-৬। দনু ও কশ্যপ দেখ। (২) দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য পতি বৃষপর্ব্বার সহিত নিকুম্ভ দেবের যুদ্ধ হয়। হরি-হরি-২৩৯-২৪১। (৩) উপদানবী, হয়, শিবা ও শর্ম্মিষ্ঠা, ইহাঁরা বৃষপর্ব্বার কন্যা। অ-১৯-বিষ্ণু-১ম-২১। (৪) দ্বাপরে বৃষপর্ব্বা দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে নরপতি হয়েন। মহাভা-আদি-৬৭ (৫) ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধকালে বৃষপর্ব্বা বৃত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। ভাগ-৬স্ক-১০। (৬) দেবাসুর সংগ্রামে অশ্বিনীকুমারদের সহিত বৃষপর্ব্বার যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০। (৭) বৃষপর্ব্বা, উশীনর, জয়দ্রথ প্রভৃতি নীতিবর্ত্তী, বহুতর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারাভিজ্ঞ রাজারা যম দেবসভায় আসীন থাকেন। স্কন্দ কাশী-পূ-৮। (৮) সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত ধন্বন্তরীর হস্ত হইতে সুধাপূর্ণ কলস হরণ করিয়া বৃষপর্ব্বা অন্যান্য দৈত্যগণ সহ পাতালে পলায়ন করেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১২। ঐ সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে ইন্দ্রের সহিত বৃষপর্ব্বার যুদ্ধ হয়। (৯) বৃষর্ব্বার কন্যা সুরুচী বিরোচনের পত্নী ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কেদা-১৮।

বৃষবাহন—মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভা-অনু-১৭।

বৃষভ—(১) সুগ্রীবের অনুচর জনৈক বানর দলপতি। সুগ্রীবের নির্দ্দেশে তিনি অন্যান্য বানরগণসহ সীতার অন্বেষণে গমন করেন। রামা-কিস্কি-৪১ (২) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের অন্যতম তনয়। মৎ-৪৫। অনমিত্র দেখ। (৩) কুরুবংশীয় কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ। তৎপুত্র

পুণ্যবান্, পুণ্যবানের তনয় পুণ্য। মৎ-৫০। (৪) বৃষভের পুত্র পুষ্পবান্ তৎসুত রাজা সত্যহিত। হরি-হরি-৩২। কুশাগ্র ও পুষ্পবান্ দেখ। (৫) বৃষভের আত্মজ সত্যহিত, সত্যহিতের তনয় সুধন্বা। অ-২৭৮। (৬) মহিষাসুরের তনয় রক্তাসুরের তেত্রিশ জন মন্ত্রীর অন্যতম। সৌ-৪৯। (৭) জনৈক অসুর। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া দেশ পর্য্যটন কালে শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন সুনন্দন তাঁহার শৃঙ্গাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। গর্গ-অশ্ব-৩৮। (৮) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত পুত্রের অন্যতম ভাগ-৯স্ক-২৩। বৃষণ ও কার্ত্তবীর্য্য দেখ। (৯) মহাদেবের জনৈক গণ। তিনি শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে চতুঃষষ্ঠিকোটী গণ-সহ উপস্থিত ছিলেন। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৬। (১০) বৃষভ নামক রাজাকে ইন্দ্র যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করেন। ঋক্-৬।২৬।৪।

বৃষভধ্বজ—মহাদেবের অন্যতম নাম। বৃষধ্বজ দেখ।

বৃষভা—ইন্দ্রের সহিত স্কন্দের যুদ্ধ-কালে ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্না সাতটি কন্যার উদ্ভব হয়। সেই কন্যাগণ অতি দারুণ স্বভাবা। তাহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকে। তাহাদের নাম কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আয়া, পলালা ও মিত্রা। ইহারা সাতজনই শিশু-মাতা। স্কন্দ-মাহে-কুমা-২৯। কাকী দেখ।

বৃষভানু—(১) শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিলে সুচন্দ্র বৃষভানুরূপে জন্মলাভ করেন। গর্গ-গো-৩। বৃষভানুরই কন্যা রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন। গর্গ-গো-৮,১৫।

বৃষভেত্তা—পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে দেবতাদের অমৃতাভ, ভূতরজ, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা, এই চারিটি গণ ছিল। বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচী, দান্ত, যজ্ঞ, দম, নাথ, বিদ্বান, অজেয়, কুশ, গৌর ও ধ্রুব, ইহারা বিকুণ্ঠগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন। বায়ু-৬২।

বৃষভেশ্বর—কাশীধামে চতুঃসাগর-বাপীর উত্তরে হর বৃষভ কর্ত্তৃক স্থাপিত বৃষভেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। তাহার দর্শনে মানবগণের ছয় মাসে মুক্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৬৬।

বৃষলম্বা—দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের পত্নী যামী (জামী) হইতে নাগবীথী নামক স্বর্গমার্গাভিমানী দেবতার উৎপন্ন হয়। নাগবীথী জামিনী হইতে বৃষলম্বা অর্থাৎ কালান্তর কাল-বৃষ্টি কর্ত্তা উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩।

বৃষলী—মহাদেবের জনৈক অনুচর। জৃম্ভাসুরের সহিত স্কন্দের যুদ্ধকালে স্কন্দের সাহায্যার্থ শিবের সহিত গমন করেন। পদ্ম-উ-১২।

বৃষশিপ্র—ইন্দ্র ও বিষ্ণু সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া বিনষ্ট করেন। ঋক্-৭।৯৯।৪।

বৃষসেন—(১) পুরুবংশীয় অঙ্গের পুত্র কর্ণ। কর্ণের তনয় বৃষসেন। বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন। মৎ-৪৮। (২) দক্ষসাবর্ণি মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। হরি-হরি-৭। কুণিসঞ্জ দেখ। (৩) অঙ্গ বংশীয় অধিরথের পুত্র কর্ণ। কর্ণের তনয় বৃষসেন। তৎসুত বৃষ। হরি-হরি-৩১। (৪) ভাব্যমনুর দশ পুত্রের অন্যতম। বায়ু-১০০। উত্তমৌজা দেখ। (৫) বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যমরাজের সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে সমুদয় নরপতি-গণ তাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মহাভা-সভা-৮।

বৃষাকপি—(১) একাদশ রুদ্রের অন্য-তম। একাদশ রুদ্র দেখ। (২) বৃষাকপি নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র সর্ব্ব-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও কেবল দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন জন্ম-জন্মান্তর ইতর যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাম-৯১। কোশকার দেখ। (৩) সূর্য্যের অন্যতম নাম। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪। (৪) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে বৃষাকপির সহিত জম্ভাসুরের যুদ্ধ হয়। ভাগ-৮স্ক-১০।

বৃষাক্ষ—জনৈক বানর দলপতি। লঙ্কা সমরে তিনি রাম পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু রাক্ষস সৈন্য বধ করেন। রামা-লঙ্কা-৩৯।

বৃষাগির—ঋজাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভগগান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ ১।১০০।১-১৭।

বৃষাণ্ড—জনৈক দানবপতি। মহাভা-শান্তি-২২৭।

বৃষাদর্ভ—যযাতি বংশীয় উশীনরের চারি পুত্র—শিবি, বর, কৃমি ও দক। শিবির হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয় এই চারি পুত্র উৎপন্ন হয়। ভাগ-৯স্ক-২৩। মৎ-৪৮। বৃষদর্ভ দেখ।

বৃষাদর্ভি—(১) আনর্ত্ত দেশাধিপতি বৃষাদর্ভি (অপর নাম শৈব্য) এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিকগণকে আপ-নার এক পুত্র দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করেন। মহাভা-অনু-৯৩। শৈব্য দেখ। (২) বৃষাদর্ভি নরপতি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। মহাভা-অনু-১৩৭।

বৃষাননা—চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর অন্যতমা। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা ঐ চতুঃষষ্ঠি নাম জপ করে তাহার দুষ্ট বাধা দূর হয়। ডাকিনী, শাকিনী কুষ্মাণ্ড বা রাক্ষসগণ কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। এই সকল নাম উচ্চারণ করিলে শিশুগণের পীড়া ও গর্ভিনীর গর্ভ বেদনা শান্তি হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫।

বৃষু—কাম্পিল্য দেশের পুরু বংশীয় নরপতি সমরের পর, পার ও সদ্বদশ নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে পারের পুত্র বৃষু। তৎসুত সুকৃতী। বায়ু-৯৯। .পর ও পার দেখ।

বৃষেশ্বর—প্রভাসক্ষেত্রে বৃষেশ্বর রুদ্র অবস্থিত। উহা কল্পলিঙ্গ নামেও অভিহিত। স্বয়ং ব্রহ্মা বালরূপে তৎসন্নিধানে অবস্থান করেন। বিভিন্ন কল্পে ঐ লিঙ্গ বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৯০।

বৃষ্টাঙ্গ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের একশত পুত্রের মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষ্টাঙ্গ (বৃষ্টাস্য), বৃষ ও জয়ধ্বজ, ইহারা মহাবল ছিলেন। তাঁহারা অবন্তী দেশে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বায়ু-৯৪। বৃষণ দেখ।

বৃষ্টাস্য—বৃষ্টাঙ্গ দেখ।

বৃষ্টি—(১) যদু বংশীয় কুকুদের পুত্র বৃষ্টি। তৎসুত কপোতরোমা। কপোতরোমার তনয় রেবত। বায়ু-৯৬। কপোতরোমা দেখ। (২) মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বৃষ্টিনেমী—অক্রূর হইতে তৎপত্নী অশ্বিনীর গর্ভে পৃথু, গবেষণ, বৃষ্টিনেমী প্রভৃতি কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মৎ-৪৫। অক্রূর, অশ্বগ্রীব (২), অরিষ্টনেমী ও বর্জ্জভূমী দেখ।

বৃষ্টিমান—কুরু বংশীয় শুচীরথের পুত্র বৃষ্টিমান। তাঁহার তনয় সুষেণ। সুষেণের আত্মজ মহীপতি। ভাগ-৯স্ক-২২। চিত্ররথ দেখ।

বৃষ্টিহব্য—অগ্নির স্তুতিকারী উপস্তুত নামক ঋষির পিতা। ঋক্-১০। ১১৫।৯।

বৃষ্ণি—(১) যদু বংশীয় ভজমান, সৃঞ্জয়ের সৃঞ্জয়ী ও বাহ্যকা নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে বাহ্যকার গর্ভে নিমি, কৃমিল ও বৃষ্ণি নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃষ্ণির পত্নী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী হইতে সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ, অনমিত্র, দেবমীঢ়ুষ, শিবি ও কৃতলক্ষণ জন্মে। মৎ-৪৪। অগ্নি-২৭৫। পদ্ম-সৃষ্টি-১৩। (২) যদু বংশীয় দেবাবৃধের তনয় বভ্রু। তিনি অতিশয় বীর, দানশীল, ব্রহ্মণ্য, দৃঢ়ব্রত, রূপবান্ ও শ্রুতবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র কুকুর,

কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র ধৃত। মৎ-৪৪। (৩) যদু বংশীয় ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে মাদ্রী হইতে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ জন্মে। এই যুধাজিতের তনয় বৃষ্ণি ও অন্ধক; বৃষ্ণির আত্মজ শ্বফল্ক ও চিত্রক। হরি-হরি-৩৪। (৪) যদু বংশীয় সাত্বতের পত্নী কৌশল্যা হইতে দিব্য, ভজিন, ভজমান, দেবাবৃধ ও বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-৩৭। অগ্নি-২৭৫ বায়ু-৯৬। পদ্ম-সৃষ্টি ১৩। ভাগ-৯স্ক-২৪। (৫) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্যতম পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে জ্যামঘ জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য ২৯। (৬) তালজঙ্ঘ বংশীয় মধুর শত পুত্রের অন্যতম বৃষ্ণি। বিষ্ণু ৪র্থ-১১। ভাগ-৯স্ক-২৩। গরু-১৪৩। (৭) যদু বংশীয় অনমিত্রের তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির তনয় শ্বফল্ক। ভাগ ৯স্ক-২৪। (৮) যদু বংশীয় চৈত্রের তনয় কুন্তি, কুন্তির তনয় বৃষ্ণি, বৃষ্ণির আত্মজ নির্বৃতি। গরু-১৪৩। (৯) যযাতির অন্যতম সুত যদু, যদুর অন্যতম তনয় বৃষ্ণি। পদ্ম-ভূমি-১০৯। যদু দেখ।

বৃষ্ণিমান্—কুরু বংশীয় অধিসোমকৃষ্ণের তনয় বিবক্ষু। গঙ্গা গর্ভে হস্তিনানগরী নিমগ্ন হইলে বিবক্ষু সেই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশাম্বী নগরীতে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূরি। ভূরির পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের তনয় শুচিদ্রব, শুবিদ্রবের পুত্র বৃষ্ণিমান্, বৃষ্ণিমানের তনয় সুষেণ। মৎ-৫০। বিষ্ণু ৪র্থ-২১।

বৃহতি—ইক্ষ্বাকু বংশীয় জীমূতের পুত্র বৃহতি, বৃহতির পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র নবরথ, নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের তনয় শকুনি। হরি-হরি-৩৬।

বৃহতী—(১) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী বৃহতী হইতে গদ জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৬০। (২) ধ্রুবের অন্যতম পুত্র শিষ্টি, শিষ্টির তনয় রিপু, রিপুর পত্নী বৃহতী চাক্ষুষ মনুকে প্রসব করেন। অগ্নি-১৮। ব্রহ্মাণ্ড-৬৮। বায়ু-৬২। সৌর-২৭। বিষ্ণু-১ম-১৩। (৩) শিনি বংশীয় মহাত্মা বৃহদুকথের কন্যা বৃহতী, নরপতি সুনয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদ কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন পুত্র এবং শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। বায়ু-৯৬। (৪) গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টপ ও পংক্তি এই সপ্ত ছন্দ অশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সূর্য্যের রথ বহন করিয়া থাকে। স্কন্দ-মাহে-কুমা-৩৮।

বৃহৎ—(১) কুরুবংশীয় নরপতি

বিজয়ের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের পুত্র বৃহদ্রথ এবং বৃহদ্রথের পুত্র সত্যকর্ম্মা। মৎ—৪৮। (২) নরপতি সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ,বৃহতের অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল। হরি-হরি ৩২। অগ্নি-২৭৮। (৩) তৃতীয় (উত্তমি) মন্বন্তরে দেবতাদের সুধামা প্রভৃতি যে পঞ্চগণ ছিল, তাহাদের মধ্যে বৃহৎ, কীর্ত্তিমান প্রভৃতি দ্বাদশ জন সুধামাগণের অনুগ বংশকারী দেবতা ছিলেন. বায়ু ৬২। ব্রহ্মা—৬৮। উত্তমি মনু দেখ। (৪) বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভুত জয় নামক দেবগণের অন্যতম। বায়ু-৬৬। জয়দেবগণ দেখ। (৫) কালেয় নামে খ্যাত বিখ্যাত দানব গণের অন্যতম (অষ্টম) দানব, দ্বাপরে বৃহৎ নামে সর্ব্বলোক হিতৈষি ভূপতি হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভা-আদি-৬৭। (৬) বিষ্ণুর সহস্র নামের অন্যতম। গরু-১৫। (৭) স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। কৃতান্ত দেখ। উত্তম মন্বন্তরে দ্বাদশজন বংশকারী দেবগণের অন্যতম। উত্তম মনু দেখ।

বৃহৎকর্ম্মা—(১) যযাতি বংশীয় হর্য্যাঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ। তাঁহার আত্মজ বৃহৎকর্ম্মার তনয় বৃহদ্ভানু গরু-১৪৩। মৎ-৪৮। দেখ। (২) মাগধ বংশীয় নিরমিত্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর সুরক্ষ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বৃহৎকর্ম্মা রাজ্য লাভ করিয়া ২৩ বৎসর এবং তাহার পর সেনজিৎ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎ-২৭১। অপ্রতীপ ও সেনজিৎ দেখ। (৩) ভদ্ররথের তনয় বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত বৃহদর্ভ। বৃহদর্ভের তনয় বৃহন্মনা। হরি-হরি-৩১। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। অ-২৭৭। বৃহন্মনা ও বৃদদ্ভানু দেখ। (৪) কুরুবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদ্বসু। তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত বৃহদ্রথ। তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। বায়ু-৯৯। (৫) অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় সেনজিৎ। বিষ্ণু ৪র্থ-১৯। (৬) মগধে জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্রের পুত্র সুক্ষত্র। সুক্ষত্রের পুত্র বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র সেনজিৎ। বিষ্ণু-৪র্থ-২৩। (৭) পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিন পুত্র জন্মে। বৃহদ্রথের পুত্র বৃহন্মনা। ভাগ-৯স্ক-২৩। (৮) অজমীঢ়ের তনয় বৃহদিষু। তৎপুত্র বৃহদ্ধনু। তৎসুত বৃহৎকর্ম্মা। তৎপুত্র জয়দ্রথ। গরু-১৪৪। অজমীঢ় দেখ। (৯)

মগধে জরাসন্ধ বংশীয় নিরমিত্র ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, তাঁহার পুত্র সুকৃত্য রাজা হন। তিনি ৫৬ বৎসর, ও তৎপরে তাঁহার পুত্র বৃহৎকর্ম্মা ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। বায়ু-৯৯।

বৃহৎকায়—অজমীঢ়ের বংশীয় বৃহদ্ধনুর পুত্র বৃহৎকায়। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তনয় বিষদ। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহৎকর্ম্মা দেখ।

বৃহৎকীর্ত্তি—জনৈক দানব। হরি-হরি-৪১।

বৃহৎকুক্ষি—সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী চতুঃষষ্টি যোগিণীর অন্যতমা। অ-৫২। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই যোগিণীদের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সকল দুষ্ট বাধা দূর হয়। স্কন্দ-কাশী-পূ-৪৫। বৃষাননা দেখ।

বৃহৎক্ষণ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্বলের পুত্র বৃহৎক্ষণ। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ। তৎপুত্র বৎসব্যুহ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২

বৃহৎক্ষত্র—(১) রাজর্ষি ভরতের পুত্র বিতথ (বিতথ দেখ)। তাঁহার তনয় ভূবমন্যু। ভূবমন্যুর চারি পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। বৃহৎক্ষত্রের তনয় হস্তী। হস্তীর অজমীঢ় প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। মৎ-৪৯। অজমীঢ়, বৃহৎকর্ম্মা ও গর্গ দেখ। (২) যযাতি বংশীয় বিতথের তনয় মন্যু। মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, জয়, নর, মহাবীর্য্য ও গর্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ভাগ—৯স্ক-২১। (৩) বসুদেবের অন্যতম। ভগিনী শ্রুত-কীর্ত্তি কেকয় রাজের মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র, বিন্দ, ও অনুবিন্দ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। বায়ু-৯৬। (৪) বিতথের তনয় ভূবমন্যু। ভূবমন্যুর চারি তনয়—বৃহৎক্ষত্র, নর, মহাবীর্য্য ও গার্গ্র। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের তনয় হস্তী। বায়ু-৯৯। (৫) বিতথের আত্মজ মন্যু। তৎ-পুত্র বৃহৎক্ষত্র। তৎসুত হস্তী। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (৬) বিতথের তনয় ভবমন্যু। তৎসুত বৃহৎক্ষত্র। বিষ্ণু-৪র্থ-১৯। (৭) বৃহৎক্ষত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপ-স্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬।

বৃহৎক্ষয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্রথের আত্মজ বৃহৎক্ষয়। তৎসুত ক্ষয়। ক্ষয়ের তনয় দিবাকর। বায়ু-৯৯। দিবাকর দেখ। এই বংশের বিবরণ ভাগবতে (৯স্ক-১২ অঃ) কিঞ্চিৎ অন্যরূপ আছে।

বৃহৎক্ষেত্র—বৃহৎক্ষত্র দেখ।

বৃহৎতুণ্ডা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্য-তমা। বৃষাননা দেখ।

বৃহৎশুক্র—স্বায়ম্ভূব মনুর মানস পুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৩২। বায়ু-৩১। অমৃতবান্ দেখ।

বৃহৎশোক—মায়াবলে বামনরূপে অবতীর্ণ উরুক্রম দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীর গর্ভে বৃহৎশোক নামে পুত্র জন্মে। ইহাঁর সৌভগ প্রভৃতি পুত্র হইয়াছিল। ভাগ-৬স্ক-১৮।

বৃহৎশ্রবা—একবার বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বৃহৎশ্রবা প্রভৃতি বহুমুনি দেবদেব শূল-পাণির পরমভাব অবগত না হইয়াই যজ্ঞদ্বারা শিব-পূজন ও তপস্যা করিতেছিলেন। তপক্লিষ্ট তাহাদের মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। পার্ব্বতী শিবকে ধূমের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শিব বলেন যে মুনিগণ অজ্ঞানতা বশতঃ যে তপস্যা করিতেছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। তখন দেবী পার্ব্বতী মুনিগণের অজ্ঞানতা কিরূপ তাহা জানিতে উৎসুক হইলে, শঙ্কর নীল-লোহিত বিটবেশ ধারণ পূর্ব্বক মুনি-গণের তপস্যা স্থানে গমন করেন বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। বিষ্ণু ও শিব সেই দেবদারুবনস্থিত মুনিগণকে মায়ায় মোহিত করিয়া সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনি-পত্নীগণ শিব-দর্শনে কামবাণে পীড়িত হইয়া লজ্জা ও বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবের অনুগামী হইলেন। মুনি-কুমার গণও স্ত্রীরূপ-ধারী বিষ্ণুর অনুগামী হইলেন। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া শিবকে লিঙ্গ হীন ও বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করেন। সৌ-৬৯।

বৃহৎসেন—(১) তাঁহার কন্যা লক্ষ্মণাকে শ্রীকৃষ্ণ শত্রুজয় ও মৎস্যবেধ পূর্ব্বক বিবাহ করেন। ভাগ-১০স্ক-৮৩। (২) প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বৃহৎসেনের রাজ্যে উপস্থিত হন ও তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করেন। গর্গ-বিশ্ব-১৮। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৩১। জয় দেখ (৪) মগধের জরাসন্ধ বংশীয় নির-মিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র। তৎসুত বৃহৎ-সেন। বৃহৎসেনের তনয় কর্ম্মজিৎ। ভাগ-৯স্ক-২২।

বৃহদগ্নি—জনৈক মহর্ষি। হরি-হরি ১৬৬।

বৃহদনু—অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী—ভূমিণীর গর্ভে বৃহদনু নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহদনুর পুত্র বৃহন্ত। তৎ-সুত বৃহন্মনা। তৎপুত্র বৃহদিষু। বৃহদিষুর পুত্র জয়দ্রথ। মৎ-৪৯। বৃহৎকর্ম্মা (৪) দেখ।

বৃহদর্ভ—বৃহৎকর্ম্মা (৩) দেখ।

বৃহদশ্ব—(১) কৌৎস, পিঙ্গ,

কাত্যায়ন, হস্তিদাস (হস্তিদাস) বাৎস্যায়নি, মাদ্রি, মৌলি, কুবেরণী, ভীমবেগ, হরিতক ও শাশ্বদর্ভি—অঙ্গিরা বংশীয় এই সকল ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা বৃহদশ্ব ও জীবনাশ্ব। মৎ-১৯৬। (২) ইক্ষাকু বংশীয় শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব। তৎসুত পরমধার্ম্মিক কুবলাশ্ব। অ-২৭৩। হরি-হরি-১১। শিব-ধর্ম্ম-৬০। (৩) বৈবস্বত মন্বন্তরে বারাহ কল্পে আটাইশ জন যোগাচার্য্য (শিবাবাতার) অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চারিজন করিয়া শিষ্য ছিল। সেই যোগাচার্য্য দিগের মধ্যে মহাকাল নামক যোগাচার্য্যের বৃহদশ্ব, কবি, দেবল ও শালিহোত্র নামে চারি শিষ্য ছিল। শিব-বায়-উ-১০। (৪) ইক্ষাকু-বংশীয় পুরু-কুৎসের পুত্র অনরণ্য। তৎসুত বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব। দেবীভা-৭স্ক-১০ অনরণ্য দেখ। (৫) দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজয় করিয়া পুনরায় স্বর্গ রাজ্য লাভ করিলে বৃহদশ্ব প্রমুখ বহু ঋষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে স্বর্গে গমন করেন। সৌ-৫০। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় বৎসব্যুহের পর যথাক্রমে প্রতিব্যুহ দিবাকর, সহদেব, বৃহদশ্ব ভানুরথ, প্রতীতাশ্ব প্রভৃতি রাজত্ব করেন। ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের পিতা ও পুত্র। বায়ু-৯৯। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভানুর পুত্র দিবাকর। দিবাকরের তনয় সহদেব। সহদেবের তনয় বৃহদশ্ব। তৎসুত ভানুমান। ভানুমানের আত্মজ প্রতীকাশ্ব। ভাগ-৯স্ক-১২। (৮) শ্রাবস্তাত্মজ বৃহদশ্বের পুত্র দৃঢ়াশ্ব। বৃহদ্ধ-ম-১৮। (৯) বৃহদশ্বের আত্মজ কুবলয়াশ্ব, তৎসুত দৃঢ়াশ্ব। বৃহদ্ধ-মধ্য-২৯। (১০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রতিব্যোমের তনয় সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র বৃহদশ্ব। তৎসুত ভানুরথ। ভানুরথের তনয় প্রতীব্য। প্রতীব্য হইতে প্রতীতক জন্মেন। গরু পূ-১৪৫। (১১) অজমীঢ়ের বংশে অর্কের তনয় ভর্ম্মাশ্ব। তাঁহার মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। এই পঞ্চ জনই পাঁচ বিষয় রক্ষণে সমর্থ, এই কারণে তাঁহারা পরে পঞ্চাল নামে খ্যাত হন। ভাগ-৯স্ক-২১। বৃহদিষু দেখ।

বৃহদিষু—(১) নরপতি অজমীঢ়ের বংশে বৃহদ্ধনুর পুত্র। তাঁহার তনয় জয়দ্রথ। তৎসুত অশ্বজিৎ। অশ্বজিতের তনয় সেনজিৎ। মৎ ৪৯। বৃহৎকর্ম্মা, অজমীঢ় ও বৃহদ্ধনু দেখ। (২) অজমীঢ়ের বংশে পৃথুর তনয় ভদ্রাশ্বের মুদ্গল, জয়, বৃহদিষু, যবীনর

ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র ছিল। এই পাঁচ পুত্রের নামে অধিষ্ঠিত জনপদই পাঞ্চাল নামে অভিহিত। মৎ-৫০। (৩) ভূমিনী নাম্নী পত্নীতে অজমীঢ়ের বৃহদিষু নামে পুত্র জন্মে। তাহার তনয় বৃহদ্ধনু, তৎসুত বৃহদ্ধর্ম্মা। তাহার আত্মজ সত্যজিৎ। সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ। হরি হরি-২০। (৪) অজমীঢ়ের বংশে বাহ্যাশ্বের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিলাশ্ব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহারা পাঁচজনেই দেশ সংরক্ষণে অলং অর্থাৎ সমর্থ, এই জন্য এই পাঁচ জনের অধিষ্ঠিত দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত। হরি-হরি-৩২। অগ্নি পুরাণে (২৭৮ অঃ) মুদ্গলের পরিবর্ত্তে মুকুল, এবং কৃমিলাশ্বের পরিবর্ত্তে কৃমিল নাম দৃষ্ট হয়। (৫) অজমীঢ়ের বংশে পুরুজানু-পুত্র রিক্ষের মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীয়ান্ ও কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহাদের জন্মের পর পিতা রিক্ষ তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাদিগকে পাঁচটি জনপদে অধিষ্ঠিত করেন। সেই পঞ্চ জনপদই তাঁহাদের রক্ষণ পোষণে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল জনপদ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। বায়ু ৯৯। (৬) বিষ্ণু পুরাণ (৪র্থ-১৯) মতে হর্য্যশ্বের পুত্র মুদ্গল প্রভৃতি পাঁচজন। (৭) অজমীঢ়ের তনয় বৃহদিষু। তাঁহার তনয় বৃহদ্ধনু। তৎসুত বৃহৎকর্ম্মা। তৎসুত জয়দ্রথ, জয়দ্রথের তনয় বিশ্বজিৎ। গরু-১৪৪। বৃহৎকর্ম্মা, অজমীঢ় ও বৃদ্ধশ্ব দেখ।

বৃহদুক্থ (বৃহদুক্থ্য)—(১) অঙ্গিরা বংশীয় বৃহদুক্থ ও বামদেব, এই দুই জন গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের আর্ষেয় প্রবর তিনটি—অঙ্গিরা, বৃহদুক্থ ও বামদেব। মৎ-১৯৬। (২) জনক বংশীয় দেবরাতের তনয় বৃহদুক্থ। তৎসুত মহাবীর্য্য। মহাবীর্য্যের তনয় সত্যধৃতি। গরু-পু-১৪২। বিষ্ণু ৪র্থ-৫। (৩) ঋগ্বেদের জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋক্-১০-৫৪-৫৬। (৪) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস ছিলেন। বরাহকল্পের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, মহাদেব শ্বেতনামে মুনিতনয়রূপে প্রাদুর্ভূত হন। সেই কালে তাঁহার উশিজ, বৃহদুক্থ্য, দেবল ও কবি নামে তাঁহার চারি তনয় ছিল। ব্রহ্মা-২৩। বায়ু-২৩। (৫) অঙ্গিরার তেত্রিশ জন মন্ত্রবাদী তনয়গণের অন্যতম। ব্রহ্মা-৬৫। বায়ু-৫৯। (৬) কর্দ্দম-নন্দিনী স্বরাটের গর্ভে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য নামে পাঁচ তনয়

জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে বামদেবের তনয় বৃহদুক্থ। বায়ু-৬৫। (৭) শিনি বংশীয় বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতী সুনয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অঙ্গদ, কুমুদ ও শ্বেত নামে তিন পুত্র ও শ্বেতা নামে এক কন্যা জন্মে। বায়ু-৯১। (৮) ঋষিপত্নীদিগের গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্রগণকে ঋষিক বলা হয়। বৎসর, নগ্রহু, ভারদ্বাজ, বৃহদুথ, শরদ্বান, অগস্ত্য, উশিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুক্থ, শরদ্বত, বাজশ্রবা, সুবিত্ত, সুবাগ্নেষ-পরায়ণঃ, দধীচ, শঙ্খমান্ ও রাজা বৈশ্রবণ, ইহারা ঋষিক। ব্রহ্মা ৬৫।

বৃহদুথ—(১) ঋষি পত্নীদিগের গর্ভজাত ঋষিকুমার দিগকে ঋষিক বলা হয়। বৃহদুথ এইরূপ একজন ঋষিক। বায়ু-৫৯। ব্রহ্মা-৬৫। বৃহদুক্থ দেখ। (২) নন্দীবর্দ্ধনের পুত্র সুকেত। সুকেতর তনয় দেবরাত। দেবরাতের তনয় বৃহদুথ। তাহার তনয় মহাবীর্য্য। তৎসুত ধৃতিমান। বায়ু-৮৯। বৃহদুক্থ (২) দেখ।

বৃহদ্গণ—স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালের পর স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার তনয়গণ সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম বিনত, কর্ণান্ত, বিদ্যুত, রবি, বৃহদ্গণ ও নভ। গরু-৮৭। স্বারোচিষ মনু দেখ।

বৃহদগিরা—অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্যের গো নাম্নী পত্নীতে ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই তনয় এবং ত্বষ্টা ও বরূত্রী নামে দুই কন্যা জন্মে। বরূত্রীর রঞ্জন, বৃহদ্গিরা ও পৃথুরশ্মি নামে তিন সন্তান জন্মে। তাঁহারা দেবগণের যাজক অথচ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেম। বায়ু-৬৫। চেতনা দেখ।

বৃহদ্গুণ—নবম মনু দক্ষ সাবার্ণ বারুণির, ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঙ্কহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্যুম্ন, ঋচীক, ও বৃহদ্গুণ এই কয় তনয় ছিল। গরু-৮৭। দক্ষসাবর্ণি মনু দেখ।

বৃহদ্দন্তী—জনৈক মাতৃকা। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করেন। মহাভা-শল্য-৫৭। স্কন্দ মাহে-কুমা-৩০।

বৃহদ্দিব—ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন ঋক্-১০।১২০।১-৯।

বৃহদ্দুর্গ—শ্রীকৃষ্ণের একজন অনুচর। রুক্মিণী-হরণ উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-১১৬।

বৃহদ্ধনু—অজমীঢ়ের বংশে বৃহন্মনার পুত্র। বৃহদিষু ও বৃহৎকায় দেখ।

বৃহদ্ধর্ম্মা—(১) বৃহদিষু (৩) দেখ

(২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় শতরথের তনয় ইলবিলি। ইলবিলির আত্মজ বৃহদ্ধর্ম্মা। তাঁহার তনয় বিশ্বসহ। তৎপুত্র খট্টাঙ্গ। খট্টাঙ্গের তনয় দীর্ঘবাহু। কূর্ম্ম-পু ২১। ইলবিল দেখ।

বৃহদ্বল—(১) ইক্ষাকু বংশীয় বিশ্রুতবানের তনয় বৃহদ্বল। তাঁহার পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের আত্মজ বৎসদ্রোহ। মৎ-২৭১। বায়ু-৮৮। ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-৪। বিশ্রুতবান দেখ। (২) ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভবিষ্য নরপতিগণের মধ্যে বৃহদ্বল প্রথম। তাঁহার তনয় বৃহৎক্ষণ। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। (৩) সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের তনয় তক্ষক। তক্ষকের তনয় বৃহদ্বল। তাঁহার তনয় বৃহদ্রণ। তাঁহার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। ভাগ-৯স্ক-১২। উরুক্ষয় দেখ। (৪) শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল জন্মেন। ভাগ-৯স্ক-২৪। তিনি দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৩৩। (৫) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভীম কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করেন। মহাভা-সভা-২৯। (৬) আনর্ত্তাধিপতি বৃহদ্বল কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে যাইয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় জলমধ্য-গত পদ্ম স্পর্শ করায়, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে তিনি বিশ্বামিত্রের পরামর্শে, সেই তীর্থে সংবৎসরকাল বিবিধ উপাচারে ভগবান দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় রোগমুক্ত হন। স্কন্দ-না-৪৫। (৭) দশার্ণাধিপতি বৃহদ্বল নামক নরপতি আনর্ত্তাধিপতির কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াও বিবাহ করেন নাই। স্কন্দ-নাগ ১৯৫,১৯৭। রত্নাবলী দেখ।

বৃহদ্বসু—(১) অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু। তাঁহার পুত্র বৃহদ্বসু। তাঁহার তনয় বৃহৎকর্ম্মা। বিষ্ণু-৪র্থ ১৯। বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদিষু দেখ। (২) অজমীঢ়ের অন্যতমা পত্নী ধূমিনীর গর্ভে বৃহদ্বসু নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহদ্বসুর পুত্র বৃহদ্বিষ্ণু। তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা। বায়ু ৯৯। বৃহৎকর্ম্মা দেখ।

বৃহদ্বান্তি—জনৈক দানব। ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। পদ্ম-সৃ-১৮।

বৃহদ্বাহু—দিগ্বিজয়ে বহির্গত অনিরুদ্ধের জনৈক অনুচর। গর্গ-অশ্ব-১৮।

বৃহদ্বিষ্ণু—বৃহদ্বসু দেখ।

বৃহদ্ভয়—নবম (দক্ষসাবর্ণি) মন্বন্তরে বৃহদ্ভয় প্রভৃতি নয়জন সাবর্ণি মনুর পুত্র ছিলেন। অর্চ্চিমান দেখ।

বৃহদ্ভানু—(১) বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বৃহদ্রথ। তাঁহার তনয় জনমেজয়। জনমেজয়ের আত্মজ অঙ্গ। অ-২৭৭। বিষ্ণু-৪র্থ-১৮। মৎ-৪৮। বৃহৎকর্ম্মা ও বৃষসেন দেখ। (২) বৃহদ্ভানুর তনয় বৃহন্মনা। বায়ু-৯৯। আবার ঐ অধ্যায়েই অন্যত্র আছে বৃহদ্রথের তনয় বৃহন্মনা। (৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম তনয়। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করেন। গর্গ-বিশ্ব-৪। ঐ দিগ্বিজয় উপলক্ষে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধকালে তিনি কালের সহিত যুদ্ধ করেন। গর্গ-বিশ্ব-২০। (৪) চতুর্দ্দশ (ইন্দ্রসাবর্ণি) মন্বন্তরে বিষ্ণু সত্রায়ণের ঔরসে বিনতার গর্ভে বৃহদ্ভানু নামে অবতীর্ণ হইয়া প্রজাপালন করেন। ভাগ-৮স্ক-১৩। (৫) পৃথুলাক্ষের অন্যতম তনয়। পৃথুলাক্ষ ও বৃহৎকর্ম্মা দেখ। (৬) পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের দশ তনয়ের অন্যতম। ভাগ-১০স্ক-৬১। অবিভানু দেখ। (৭) পাঞ্চাল দেশের অধিশ্বর মুদ্গলের যবীনর, বৃহদ্ভানু, কম্পিল্ল, সৃঞ্জয় ও বৃদ্ধস্ব নামে পাঁচ তনয় ছিল। গরু-১৪৪। বৃহদিষু দেখ।

বৃহদ্ভুত—মরুদ্গণের অন্যতম। ধর্ম্মের ঔরসে ও লক্ষ্মীর গর্ভে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। হরি-হরি-১৯৬ মরুদ্গণ ও ধর্ম্ম দেখ।

বৃহদ্‌ভ্রাজ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় কৃতজিতের তনয়। তাঁহার তনয় কৃতঞ্জয়। কৃতঞ্জয়ের তনয় ধনঞ্জয়। গরু-১৭৫।

বৃহদ্রাজ—(১) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্রজিতের তনয়। তাঁহার আত্মজের নাম বর্হি। বর্হির তনয় কৃতঞ্জয়। তৎসুত রণঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। (২) ঐ বংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ। সুমিত্রের পুত্র বৃহদ্রাজ। তাঁহার আত্মজ কৃতঞ্জয়। মৎ ২৭১। (৩) ইক্ষ্বাকু বংশীয় অমিত্রজিতের তনয়। তাঁহার তনয়ের নাম ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর আত্মজ কৃতঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। ধর্ম্মী ও অন্তরীক্ষ দেখ।

বৃহদ্যুম্ন—এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি। তিনি একবার সত্রযাগ দ্বারা ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে অর্চ্চনা করেন। পরম ধার্ম্মিক রৈভ্য ঋষির পুত্র পরাবসু ও অর্ব্বাবসু সেই যজ্ঞে পৌরহিত্য করেন। স্কন্দ-ব্রহ্ম-সেতু-৩৩। মহাভা-বন-১৩৪-১৩৭। পরাবসু দেখ।

বৃহদ্রণ—বৃহদ্বল (৩) দেখ।

বৃহদ্রত—সিংহল দ্বীপের অধিপতি। তাঁহার পত্নীর নাম কৌমুদী ও কন্যার নাম পদ্মা। কল্কি-প্র-৪,৫।

কল্কি পদ্মাকে বিবাহ করেন। কল্কি-২য় ৩,৬।

বৃহদ্রথ—(১) জনকবংশীয় দেবরাতের তনয়। তাঁহায় পুত্রের নাম মহাবীর। মহাবীর তনয় সুধৃতি। রামা-আদি ৭১। দেবরাত, নন্দীবর্দ্ধন ও বৃহদুথ দেখ। (২) জয়দ্রথের পুত্র। তৎসুত জনমেজয়, বৃহদ্ভানু ও বিশ্বজিৎ দেখ। (৩) চৈদ্য উপরিচর বসুর ঔরসে, গিরিকার গর্ভে যে সাত পুত্র জন্মে, তিনি তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মৎ-৫০। উপরিচর বসু দেখ। (৪) উপরিচর বসুর সাত পুত্রের অন্যতম। গিরিকা নাম্নী রাজমহিষী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্য্যা করিয়া বৃহদ্রথ প্রভৃতি সাত পুত্র প্রাপ্ত হন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। তৎসুত বৃষভ। বৃষভের তনয় সত্যহিত। অ-২৭৮। বল দেখ। (৫) বৃহদ্রথ নামক এক নরপতি মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে প্রবৃত্ত থাকা কালে পীড়িত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পুত্র কোলাপুরস্থিত মহালক্ষ্মী দেবীকে পূজায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে সিদ্ধ সমাধি নামক ব্রাহ্মণের সাহায্যে পিতাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। পদ্ম-উ-১৯৭। (৬) ইক্ষাকু বংশীয় বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। বৃহৎকর্ম্মা দেখ। (৭) প্রথম মনু দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণির (অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি) ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, শাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ নামে নয় পুত্র ছিল। বায়ু-১০০। দক্ষ-সাবর্ণি দেখ। (৮) যযাতি বংশীয় সুহোত্রের তনয় চ্যবন। চ্যবনের তনয় বৃহদ্রথ। তৎসুত কুশাগ্র। কুশাগ্রের তনয় ঋষভ। কল্কি-৩য়-৪ ভাগ। ৯স্ক ২২। (৯) যযাতি বংশীয় হর্য্যঙ্গের তনয় ভদ্ররথ, বৃহৎকর্ম্মা, ও বৃহদ্রথ। বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। (১০) মৌর্য্যবংশীয় শতধন্বার তনয় বৃহদ্রথ। তিনি ঐ বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার পরই শুঙ্গ বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। বিষ্ণু-৪র্থ-২৪। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত দশজন মৌর্য্য বংশীয় নৃপতি ১৩৭ বৎসরে রাজত্ব করেন। (ঐ) (১১) বৃহদ্রথ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া লক্ষভেদার্থ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (১২) বৃহদ্রথ প্রমুখ নরপতিগণ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বৈবস্বত যমের সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহার উপাসনা করিতেন। মহাভা-সভা-৮। (১৩) মগধরাজ বৃহদ্রথ কাশিরাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডকৌশিক নামক ঋষি প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া তাঁহার

পত্নীদ্বয় যে সন্তান প্রসব করেন তিনিই পরে জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন। মহাভা-সভা-১৬। জরাসন্ধ দেখ। (১৪) পৃথুলাক্ষের তিন পুত্রের অন্যতম। পৃথুলাক্ষ দেখ। (১৫) ভাগবত (১২স্ক ১ম-অঃ) মতে মগধে মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পর দশরথ রাজা হন এবং তিনিই শেষ রাজা। (১৬) অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশলক্ষ শ্বেত অশ্ব; দশলক্ষ স্বুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা; দশলক্ষ দিগ্‌গজ তুল্য মাতঙ্গ; এককোটী হেমমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবতা মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। মহাভা শান্তি-২৯। (১৬) পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্যা হইলেও কতিপয় হৈহয় বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান নানাস্থানে নানাভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। এতদ্ভিন্ন পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথ; সৌদাস নৃপতির তনয় সর্ব্বকর্ম্মা; প্রতর্দ্দনের তনয় বৎস ও শিবির আত্মজ গোপতি; ইহাঁরাও রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-৪৯। (১৭) দশার্ণাধিপতি বৃহদ্রথ। তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দুমতি। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা-৩৭॥

বৃহদ্রাজ—(১) সূর্য্যবংশীয় অন্তরীক্ষের তনয় সুমিত্র ও সুষেণ। সুমিত্রের তনয় বৃহদ্রাজ। তৎসুত কৃতঞ্জয়। মৎ-২৭১। বৃহদ্ভ্রাজ দেখ (২) অন্তরীক্ষের তনয় সুতপা। সুতপার তনয় অমিত্রজিৎ। তাঁহার আত্মজ বৃহদ্রাজ তৎসুত বর্হি। বর্হির আত্মজ কৃতঞ্জয়। ভাগ-৯স্ক-১২। (৩) বৃহদ্রাজের তনয় ধর্ম্মী। ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়। বিষ্ণু-৪র্থ-২২। অমিত্রজিৎ দেখ।

বৃহদ্রূপ—ব্রহ্মার মানস কন্যা ও ধর্ম্মের অন্যতমা পত্নী মরুত্বতী হইতে মরুদ্গণ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন। মৎ-১৭১। অগ্নি ও চক্ষু দেখ।

বৃহন্ত—(১) ভূমিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের বৃহদনু নামে এক তনয় জন্মে। বৃহদনুর তনয় বৃহন্ত। তৎসুত বৃহন্মনা মৎ-৪৯। বৃহন্মনা দেখ। (২) মরুদ্গণের অন্যতম। অগ্নি ও চক্ষু দেখ। (৩) বৃহন্ত দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর সভায়

উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-আদি-১৮৬। (৪) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অর্জ্জুন বৃহন্তকে পরাভূত করিয়া কর গ্রহণ করেন। মহাভা-সভা-২৬।

বৃহন্মনা—(১) বৃহদ্ভানুর তনয়। তাঁহার দুই পত্নী যশোদেবী ও সত্যা। যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথ জন্ম গ্রহণ এবং সত্যার গর্ভে বিজয় জন্মেন। মৎ-৪৮। আবার ঐ অধ্যায়ের অপর স্থানে আছে বৃহদ্ভানুর তনয় জয়দ্রথ। (২) বৃহন্তের আত্মজ। বৃহন্ত দেখ। (৩) ভদ্ররথের তনয় বৃহদর্ভ হইতে বৃহন্মনা উৎপন্ন হন। হরি-হরি-৩১। বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও জয়দ্রথ দেখ। (৪) হর্য্যঙ্গের তনয় বৃহৎকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রতের পুত্র বৃহন্মনা। তৎসুত জয়দ্রথ। বায়ু-৯৯। (৫) হর্য্যঙ্গের আত্মজ ভদ্ররথ বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্রথ। বৃহৎকর্ম্মার আত্মজ বৃহদ্ভানু। তৎসুত বৃহন্মনা। তদাত্মজ জয়দ্রথ বিষ্ণু ৪র্থ-১৮। বৃহদ্ভানু দেখ। (৬) পৃথুলাক্ষের তনয়। পৃথুলাক্ষ দেখ।

বৃহস্পতি—(১) সুগ্রীবের অনুচর তার নামক বানর দলপতি বৃহস্পতির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামা-আদি-১৭। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তরে বৃহস্পতি সপ্তর্ষিদেব অন্যতম ছিলেন। মৎ-৯। হরি-হরি-৭। পদ্ম-সৃ-৭। (৩) বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যান। চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বুধ জন্মগ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ—তারা, বুধ ও চন্দ্র এই নামগুলিতে দ্রষ্টব্য। (৪) রজি দৈত্যের পুত্রগণ কর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া ইন্দ্র প্রতীকারের জন্য বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ও রজি তনয়-গণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, তর্কশাস্ত্র সকলের মধ্যে অসাধুগণের মনোমত ধর্ম্ম-বিদ্বেষক, নাস্তিবাদার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। অল্পবুদ্ধি রজিতনয়গণ সেই বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল এবং সেই অধর্ম্মাচরণ হেতু সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বায়ু-৯২। হরি-হরি-২৮। (৪) বৃহস্পতি অঙ্গিরার তনয়। বৃহস্পতির তনয় বিভু। হরি-হরি-৩২। স্কন্দ-আব-রে-১১২। বৃহস্পতির তনয় ভরদ্বাজা-অ-২৭৮। (৪) সংশিত ব্রত ঋষিগণের অন্যতম বৃহস্পতি। হরি-হরি-১৬৬। (৫) যুগে যুগে অনেক শিবাবতার ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের বরাহকল্পে এইরূপ আটাইশ জন যুগাচার্য্য শিবাবতার অবতীর্ণ হন।

তাঁহাদের মধ্যে গোকর্ণ নামে শিবাবতারের কশ্যপ, উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি চারিজন শিষ্য ছিল। শিব-বায়ু-উ ১০। গোকর্ণ দেখ। (৬) পুরূরবার রাজ্যকালে একবার নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তৎকালে অগ্নির সংস্পর্শে গঙ্গার গর্ভ হয়। ঐ প্রদীপ্ত গর্ভ পর্ব্বত শিখরে ন্যস্ত হইয়া সুবর্ণাকারে পরিণত হয়। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ও বৃহস্পতি সুবর্ণ দ্বারা মহর্ষিগণের সেই যজ্ঞস্থল সুবর্ণময় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা-২। বহ্নি দেখ। (৭) শুক্র, কশ্যপ, বৃহস্পতি, উশনা, উতথ্য, বামদেব, আপোজ্য, ঐশিজ, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহাঁরা ঋষি বলিয়া বিদিত। ইহাঁরা জ্ঞানলাভ করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। (ইহাঁরা মহর্ষি নহেন) ব্রহ্মা-৫৬। বায়ু-৫৯। (৮) একবার অরুণ নামক এক দৈত্য ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানচ্যুত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। অরুণ ভুবনেশ্বরীর পূজক ছিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় বৃহস্পতি মুনিবেশ ধারণ করিয়া অরুণের ভবনে গমন করেন। তাঁহার বাক্যমায়ায় মোহিত হইয়া অরুণ গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ করেন এবং তৎফলে নিস্তেজ হইয়া দেবগণের হস্তে নিহত হন। দেবীভা-১০স্ক-১০। অরুণ দেখ। (৯) পূর্ব্বে বৃহস্পতি চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমতাদি প্রচার করিয়া দৈত্যদানবগণকে বিভ্রান্ত এবং বেদমার্গ-বহিস্কৃত করেন সৌ-৩৮। (১০) রক্তাসুরের হস্তে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি তাঁহাকে বলেন যে জীবগণের দৈববশতই সম্পদ বা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশকালাদি বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্ অবগত থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন। অন্যথা স্বয়ং বিনষ্ট হন। এইভাবে উপদেশ দিয়া বৃহস্পতি বলেন এক্ষণে দৈব তোমার প্রতীকূল। অতএব তুমি ইদানীং যুদ্ধে বিরত হও। সৌ-৪৯। (১১) একবার ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অতীত ব্রাহ্মকল্পে স্বর্গ, ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতে বলেন। কিন্তু বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে স্বীয় অপারগতার কথা বলিয়া ইন্দ্রকে সুধর্ম্ম নামক বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট লইয়া যান। বৃহন্না-৩৭। (১২) জালন্ধর দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে দৈত্যদিগের হস্তে দেবতারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন দেখিয়া, দেবগুরু বৃহস্পতি ক্ষীরার্ণবস্থিত দ্রোণাচলে গমন করেন ও তথা হইতে ঔষধি লইয়া আসিয়া তৎ-

সাহায্যে সুরগণকে সঞ্জীবিত করেন। পদ্ম উ-৭। (১৩) একবার ইন্দ্র রুদ্র-তেজে ভস্মীভূত হইতে যাইতেছিলেন তখন বৃহস্পতির অনুরোধে রুদ্র নেত্রাগ্নি সংবরণ করেন এবং তাহা-তেই ইন্দ্র রক্ষা পান পদ্ম-স্বর্গ-৯৬। (১৪) বৃত্রের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির পরামর্শে সাভ্রমতি নদীতে স্নান করিয়া শিবের নিকট বজ্র লাভ করেন। পদ্ম-উ-১৫৩। (১৫) কণাদ (কাণাদ), গৌতম শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, কপল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি ও জামদগ্ন্য এই দশজন তামস মনু নামে খ্যাত। পদ্ম-উ-২৩৫। বৃহস্পতি অতি গর্হিত চার্ব্বাক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পদ্ম-উ -২৩৬। (১৬) ষষ্ঠ (চাক্ষুষ) মন্বন্তরে দেবতাদের আদ্য, প্রসূত, ভাব্য পৃথুক ও লেখ নামে পাঁচটি গণ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে লেখ নামক গণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা বৃহস্পতি বায়ু-৬২। অদ্ভুত দেখ। (১৭) আঙ্গিরস অথর্ব্বাণের তিন পত্নী। তাঁহাদের মধ্যে মরীচি নন্দিনী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি জন্মেন। বায়ু-৬৫ (১৮) বৃহস্পতি ভগবান প্রজাপতি কর্তৃক আঙ্গিরসগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। বায়ু-৭০। (১৯) বৃহস্পতির ঔরসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। মৎ-৪৮। বায়ু-৯৯ উশিজ, দীর্ঘতমা ও মমতা দেখ। (২০) বৃহস্পতি উশনা হইতে বায়ু-পুরাণ লাভ করিয়া সবিতাকে উহা শিক্ষা দেন। বায়ু-১০৩। উশনা ও সবিতা দেখ। (২১) তারকাসুরের হস্তে নিগৃহীত হইয়া দেবগণ যখন প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে-ছিলেন তখন দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র মদনকে শিবের তপো-ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীমহা-ভা-২২। (২২) বিষ্ণু বামন অবতারে বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য ও বৈশেষিক, এই ষড়্ দর্শন; সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্র. আগম, নিগম ও শিক্ষাকল্পাদি সমুদয় বেদাঙ্গ শিক্ষা করেন। বৃহদ্ধ-মধ্য-১৬। (২৩) বৃহস্পতির বাহন কৃষ্ণসার মৃগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণসহ নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করেন। গর্গ-গো-১০, ১২। (২৪) পূর্ব্বে ইন্দ্রযজ্ঞ আরব্ধ হইলে, সেই যজ্ঞে যখন বৃহস্পতি সোম পাত্র গ্রহণ করেন তখন দেবরাজ সেই পাত্র স্পর্শ করেন। শিষ্য হস্তে স্পৃষ্ট হওয়ায় দেবগুরুর সেই সোম দূষিত হইয়া যায়। সুতরাং হীন সংযোগ বশে উৎকৃষ্ট হবি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় আর তাহা হইতেই প্রতিলোম সংযোগে

সূতজাতির মূল পুরুষের উৎপত্তি হই য়াছিল। পদ্ম-স্থ-১। (২৫) দেবগণ একবার পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তখন বায়ুর পরামর্শে বৃহস্পতির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। বৃহস্পতি ও বেদোদিত বিধি অনুসারে তাঁহা-দিগকে দীক্ষা দিলেন। পদ্ম-স্থ-১৫। (২৬) বর্ষান্তে প্রতিরাশীতে আটটি পাণ্ডুবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চন-নির্ম্মিত রথে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। বিভিন্নকালে বিভিন্ন গ্রহগণ এইভাবে বিভিন্ন রথে বাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণু—২য়-১২। (২৭) বৈবস্বত মন্ব-ন্তরের চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। ব্যাস দেখ। (২৮) পূর্ব্বে এই স-চরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা বৃহস্পতিকে যজ্ঞা-নুষ্ঠানে পুরোহিত পদে বরণ করেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, অসুর গুরু শুক্রা-চার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে তাহাদি-গকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঐ বিদ্যা জানিতেন না বলিয়া যুদ্ধে মৃত দেবগণ আর পুন-র্জীবন লাভ করিতে পারিতেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৃহ-স্পতি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কচকে ঐ মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আসিবার জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। কচ ঐ বিদ্যা অধীত করিয়া আসিলে দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। মহাভা-আদি -৭৬-৭৮। কচ ও দেবযানী দেখ। (২৯) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৃহস্পতি তাহাকে বলেন সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ। সন্তোষের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্র ও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ একেবারে পরাজিত হইয়া যায়। তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। মহাভা-শান্তি-২১। (৩০) কোশলরাজ বসুমনা একবার, ব্রাহ্ম-ণেরা কি নিমিত্ত নরপতিকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বৃহস্পতি সেই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি ৬৮ (৩১) ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকমধ্যে যশস্বী ও গুণবান বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-৮৪। (৩২) ইন্দ্রের প্রশ্নের

উত্তরে বৃহস্পতি, মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায় সম্পন্ন অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কীর্ত্তন করেন। মহাভা-শান্তি -১০৩। (৩৩) জ্ঞানযোগ, সমুদয় বেদ ও নিয়মের ফল কি? এবং জীবাত্মাকেই বা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বৃহস্পতি স্বীয় গুরু মনু-কে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মনু বৃহস্পতিকে তত্তৎ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-শান্তি-২০১ (৩৪) ভগবান স্বয়ম্ভূর আদেশকালে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল মহর্ষিগণ তপোবলে লাভ করেন। তখন ভগবান ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য নীতি-শাস্ত্র; দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভর-দ্বাজ ধনুর্ব্বিদা; গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র; কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। মহাভা-শান্তি-২১০। (৩৫) মহাকল্পের অবসানে নানাগুণ সম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেবগণের পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। মহাভা-শান্তি-৩৭। (৩৬) সুরগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎ-পাদন কালে পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন সলিলে আচমন করেন, তখন সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে আমি পুরশ্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিতে-ছিলাম। তৎসত্ত্বেও তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না অতএব আজি অবধি মৎস্য, মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু তোমাকে কলুষিত করিবে। মহাভা শান্তি-৩৪২। (৩৭) একবার দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে, কোন বস্তুদান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কোনদান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া সুখে কালযাপন করা যায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বৃহস্পতি তাঁহাকে বলেন যে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহাভা-অনু-৬২। (৩৮) বৃহস্পতি ঘৃতদ্বারা তৃপ্ত হন। মহাভা-অনুশা-৬৫। (৩৯) মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মগ্রহণ করে; কি কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্যদ্বারা নরক ভোগ হয় এবং তাঁহারা পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাঁহাদের অনুগামী হয়, এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি যুধিষ্ঠিরকে বিস্তারিত উপদেশ দেন। মহাভা-অনু-১১১। (৪০) ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃহস্পতি, যে ধর্ম্ম মনুষ্যের সুখাবহ এবং যাহা মনুষ্যের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কীর্ত্তন করেন।

মহাভা অনু-১২৫। (৪১) সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট 'মনুষ্যের যাজ্য ক্রিয়া করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অবিক্ষিত তনয় মরুত্ত ইন্দ্রাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞে বৃহস্পতিকে পৌরহিত্য করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃহস্পতি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির জন্য মরুত্ত রাজের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নারদের পরামর্শে মরুত্ত বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্তকে পৌরহিত্য কাজের জন্য অনুরোধ করেন। সংবর্ত্ত বৃহস্পতির প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বৃহস্পতির অপকার করিবার জন্য যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে সম্মত হন এবং তাঁহারই পরামর্শে রাজা মরুত্ত মহাদেবের আরাধনা করিয়া বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হন এবং তদ্দারা যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বৃহস্পতিকে মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বৃহস্পতির নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কি করিলে বৃহস্পতির দুর্ভাবনা দূর হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। বৃহস্পতি বলেন যে সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে তিনি স্বয়ং মরুত্তের যজ্ঞে পৌরহিত্য করিতে পারিলেই তাঁহার শান্তিলাভ হইবে। ইন্দ্র তখন বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে মরুত্ত রাজা সংবর্ত্তের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পৌরহিত্যে নিয়োগ করেন। কিন্তু সংবর্ত্তের প্রতিকূলাচরণে সফলকাম হন নাই। মহাভা-আশ্ব-৫-১১। (৪২) কৌরব ও পাণ্ডবদিগের গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির অবতার ছিলেন। মহাভা-আশ্র-৩১। (৪৩) সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরে যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করেন। ভাগ-৮স্ক-১০। (৪৪) একবার ব্রহ্মপুত্র রৈভ্যঋষি বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই উভয়ের মধ্যে কে মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তদুত্তরে বৃহস্পতি বলেন যে পুরুষ সাধু বা অসাধু যে প্রকার কার্য্যই করুক না কেন, যদি তৎসমুদয় নারায়ণে অর্পণ করে, তাহা হইলে তজ্জনিত ফলাফলে লিপ্ত হইতে হয় না। বরা-৫। (৪৫) কপালভরণ নামক দৈত্যের গদাঘাতে ইন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জপ করিয়া ইন্দ্রকে পুনর্জ্জীবিত করেন। স্কন্দ-ব্রহ্মা-সেতু-১১। (৪৬)

হংস নামক সিদ্ধাধিপতি অপুত্রক ছিলেন। তিনি বৃহস্পতির পরামর্শে চমৎকার ক্ষত্রে শঙ্করের আরাধনা করিয়া এ মহোদয় পুত্রলাভ করেন। স্কন্দ-না-৩০। (৪৭) বৃহস্পতির ভগিনীর নাম বিশ্রুতা। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা বৃহস্পতির ভাগিনেয়। স্কন্দ-প্রভা-প্রভা ১১। (৪৮) একবার বৃহস্পতি দেবসভায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে কোনই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাহাতে বৃহস্পতি রোষভরে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ভাবে চলিয়া যাওয়াতে দেবরাজের রাজ্যে নানা অমঙ্গল সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র দৈত্যহস্তে রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই অবস্থারই প্রতীকারার্থে সমুদ্র মন্থন হয়। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৯। (৪৯) পুরাকালে সাংখ্যায়ন ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৃহস্পতিকে উপদেশ দেন। বৃহস্পতি তাহা সূতকে শিক্ষা দেন। স্কন্দ-বিষ্ণু-ভাগ ৩। (৫০) বৃহস্পতি নবগ্রহের অন্যতম। তন্ত্রসার ২২৪-পৃঃ (৫১) ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল, ২য় অষ্টক ১৯০ সূক্তের দেবতা বৃহস্পতি। অগস্ত্য ঋষি স্তোতা। ৪র্থ মণ্ডল ৫০ সূক্তেরও ১ম-৯ম ঋকের দেবতা বৃহস্পতি। বামদেব ঋষি। (৫২) বৃহস্পতি আদিত্যগণের অন্যতম। মহাভা-আদি ৬৬।

বৃহস্পতীশ্বর—কাশীতে রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতিশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। গুরুবার পুষ্যা নক্ষত্র যোগে ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে দিব্যবাণী লাভ হয়। স্কন্দ-কাশী-উ-৯৭।

বেগ—মাহিষ্মতী-নগরী-বাসী জনৈক প্রধান নাগরিক সুমন্তর (সুমন্ত্র) পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগ নামে দুই পুত্র জন্মে। কল্কি-২য়-৬।

বেগদর্শী - (১) সুগ্রীবানুচর বানর দলপতি সুষেণের তিন পুত্র সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানররূপী স্বয়ম্ভূর অংশ সম্ভূত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৩০। তিনি লঙ্কা সমরে উপস্থিত ছিলেন। রামা-লঙ্কা-৭৩,৭৬। (২) জনৈক শিবভক্ত দানবপতি। স্কন্দ-মাহে-কেদা-৮।

বেগবতী—হৃল্লেখা, ক্লিন্না, ক্লেদিনী, ক্ষোভিণী, মেখলা মদনাতুরা, নিরঞ্জনা, রাগবতী, দ্রাবিণী, বেগবতী ও স্মরা, ইহারা নরকপাল ধারিণী, উৎপল-হস্তা, রক্তমূর্ত্তি দ্বাদশ শক্তি। তন্ত্রসার ১৮৫ পৃঃ।

বেগবন্ত—অপ্সরাদের জনৈকগণ। অপ্সরাদের শ্রেষ্ঠা অরিষ্টা হইতে এই বেগবন্তগণান্তর্গত অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু ৬৯। অরিষ্টা দেখ।

বেগবান্—(১) মনুবংশীয় বদ্ধমানের পুত্র। বেগবানের তনয় বুধ; তৎ-পুত্র তৃণবিন্দ। বিষ্ণু-৪র্থ-১। বায়ু-৮৬। (২) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। তিনি প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গিয়াছিলেন। গর্গ-বিশ্ব-২৮। ভাগ-২০স্ক-৬১। নাগ্নজিতী ও চিত্রগু দেখ। (৩) জনৈক দানব- পদ্ম-সৃ-১৮। তিনি দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয়া কন্যা দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালি-৩৪। মহাভা-আদি-৬৫। দনু দেখ। (৪) ধুন্ধুমারের পুত্র বেগবান। তাঁহার পুত্র বুধ। ভাগ-৯স্ক ২। গরু-১৪২। (৫) মহাদেবের অন্য নাম। মহাভা-আশ্ব-৮।

বেগশালি—মহাদেবের এক নাম। মহাভা-আশ্ব ৮।

বেগারি, বেগারী—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে সরযূ নদী তাঁহার সাহায্যার্থ বেগারিকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেণ—(১) আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, সহ, বেণ, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, মেধা, মেধাতিথি ও বসু, এই দশজন স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইহারা সকলে প্রতিসর্গ বিধান করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৎ-৯। স্বায়ম্ভুব মনু দেখ। (২) অঙ্গ নামক প্রজাপতির ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণ জন্মগ্রহণ করেন। বেণ মাতামহ-দোষে লোকে স্বেচ্ছাচার প্রচার করেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিরত হন। তাঁহার রাজ্যে বেদাধ্যয়ন লোপ পাইল; যাগ যজ্ঞাদি বন্ধ হইয়া গেল। বেণ রাজা নিজেকেই যজনীয়, যজ্ঞকর্ত্তা ও যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে এইরূপ অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু গর্ব্বভরে নিজেকেই সর্ব্বলোকের পূজ্য ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। উপদেশ দ্বারা বেণের চৈতন্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই দেখিরা মহর্ষি গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাম উরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সেই মথ্যমান উরু হইতে এক অতিমাত্র হ্রস্ব কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই পুরুষ নিষাদ বংশের কর্ত্তা হইলেন। অনন্তর ক্রোধাক্রান্ত মহর্ষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে লাগিলেন। সেই হস্ত হইতে হুতাশনসদৃশ দীপ্য মান পৃথু সমুত্থিত হন এবং বেণ তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করেন। হরি-হরি-৫। ব্রহ্মা-৬৮। বায়ু ৬২। ভাগ-৪র্থ-১৪, ৫। (৪) অঙ্গ—

তনয় বেণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। প্রজাপালনে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ করিতেন না। তর্দ্দশনে মহর্ষিগণ কুশাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। বেণ নিহত হইলে মুনিগণ সন্তানোৎপাদনার্থ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থন করিতে করিতে উহা হইতে একটি রূপবান্ পুত্র উৎপন্ন হইহ। ঐ পুত্র পৃথু নামে খ্যাত। অ-১৮। (৫) অঙ্গরাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বেণ রাজাকে উৎপন্ন করেন। বেণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তিনি অকারণে লোকপীড়ন করিতেন। পিতা অঙ্গ পুত্রের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন। তখন বেণই রাজ্যাধিকারী হন। স্বভাবপীড়ক বেণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বর্ণ, আশ্রম এবং বংশোচিত ধর্ম্ম নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ নানা সদুপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম হানীর কুফল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেণ কিছুতেই স্বভাব পরিবর্ত্তন করিলেন না। পরন্তু নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা লোকের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর সহিত ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয়ার সহিত বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত বৈশ্যকে সঙ্গত করাইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উৎপন্ন এক সঙ্কর জাতির সহিত অপর সঙ্কর জাতির মিলন ঘটাইয়া বহু বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। এতদ্ভিন্ন বেণ রাজার অঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, যবন, সৌহ্ম, কাম্বোজ, শবর এবং ক্ষর ইত্যাদি বিবিধ পুত্রগণ বেণপুত্র ম্লেচ্ছের ঔরসে জাত। ঋষিগণ অধর্ম্ম-কর্ম্ম-সম্ভূত এই সকল ম্লেচ্ছদিগকে অবলোকন করিয়া সেই দুরাত্মা বেণরাজাকে নিহত করিবার জন্য তাঁহার সন্নিধানে সকলে গমন করেন এবং ক্রোধাবেশে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখাগত সেই রাজাকে হুঙ্কার দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন। তৎপরে সেইরূপে বিনষ্ট বেণ রাজার পাণিযুগল মন্থন করিয়া আদি রাজা পৃথু ও তদীয় মহিষীর আবির্ভাব সম্পাদন করিলেন। বৃহদ্ধ-উ-১৩। (৬) অসৎস্বভাব বেণ রাজাকে উপদেশ দ্বারা সংশোধনের কোনও উপায় না থাকাতে ব্রাহ্মণগণ অভিশাপ দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিলেন এবং অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া সবলে তাঁহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মথ্যমান দেহ হইতে কতকগুলি ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব হইল।

বেণের দেহে তদীয় মাতার অংশে জন্ম হইল বলিয়া ঐ সকল ম্লেচ্ছ কৃষ্ণাঞ্জনবৎ প্রভা সম্পন্ন হইল। আর বেণের পিতার অংশে তদীয় দক্ষিণ হস্ত হইতে এক ধার্ম্মিক ধর্ম্মপালক পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রের নাম পৃথু। পদ্ম-সৃষ্টি-৮। (৭) বেণ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রহ্মশাপরূপ বজ্রে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দগ্ধ হয়। তিনি নরকে গমন করেন। নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করতঃ পুত্র শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাগ-২স্ক-৭। (৮) ব্রহ্মতেজে বেণ নিহত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাহুদ্বয় মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ বিষ্ণুর পবিত্র অংশ এবং স্ত্রীটিও লক্ষ্মীর অংশ। ব্রাহ্মণগণ সেই পুরুষের নাম রাখিলেন পৃথু ও দেবীর নাম রাখিলেন অর্চ্চি। পৃথু এই অর্চ্চিকেই বিবাহ করেন। ভাগ-৪র্থ-১৬। (৯) মনু ক্ষুৎকার করিতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে এক পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ পুত্র চতুঃসাগর পরিবৃতা পৃথিবীর রাজা এবং ধর্ম্মের রক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ভয়া। তিনি মৃত্যু-রূপী। ভয়ার গর্ভে বেণ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম হইলে ক্ষুত বনগমন করেন এবং বেণ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হন। বেণের মাতামহ মৃত্যুরূপী কাল। মাতামহ দোষে বেণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও বেদনিন্দক হন। তিনি অন্য সব দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের পূজা প্রচার করেন। তাঁহার অত্যাচার ও অবৈধ ঘোষণার জন্য ঋষিগণ সদুপদেশ দ্বারা বেণরাজের চৈতন্যোপাদনের প্রয়াস পান। কিন্তু বেণ তাঁহাদিগের সকলকে অপমান করেন। বেণ হস্তে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশরাশিদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। বেণ নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য অরাজক হইল। দস্যুগণ প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দস্যুদিগের উৎপীড়ন হইতে প্রজাসকলকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া ঋষিগণ তাঁহার বামকর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মথ্যমান বামকর হইতে এক খর্ব্বাকার পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই খর্ব্বাকার পুরুষ হইতে বেণকলুষ জাত নিষাদ জাতি উৎপন্ন হইল। অনন্তর ঋষিগণ বেণরাজের দক্ষিণকর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা হইতে তখন সমুদয় দিব্য-লক্ষণাক্রান্ত এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হন। পিতা বেণ

মরণান্তে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন, নারদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া বেণ সেই ম্লেচ্ছদেশে উপস্থিত হন এবং ম্লেচ্ছদিগকে অনুরোধ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পিতাকে কুরুক্ষেত্রে স্থানুতীর্থে আনয়ন করেন। অতঃপর রাজা পৃথু পিতাকে তীর্থে স্নান করাইবার প্রয়াস পাইলে অন্তরীক্ষস্থ বায়ু পৃথুকে আহ্বান করিয়া বলেন, "তোমার পিতা বেদনিন্দা-রূপ মহাপাতকে লিপ্ত। সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। তোমার পিতা এই তীর্থে স্নান করিলেই ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে।" এই শুনিয়া পৃথু পিতার দুঃখ মোচনের অন্য কোনও উপায় নাই দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পিতার দুঃখ মোচনের জন্য দেবতারা যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিবেন তিনি তাহাই করিতে প্রস্তুত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দেবগণ বলেন যে বেণরাজা অতিশয় আত্মম্ভরি ও দেবদ্বেষী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি কিছুতেই স্বয়ং শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। বরঞ্চ পৃথু যদি তাঁহার উদ্দেশে নিজেই ভক্তিভাবে তীর্থ সমূহে স্নান করেন তাহা হইলেই সেই তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া বেণ ও পবিত্র হইতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া পৃথু পিতার জন্য এক আশ্রম নির্ম্মান পূর্ব্বক, নিজ জনকের পবিত্রতার জন্য স্বয়ং তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তিদি প্রতিদিন তীর্থসমূহে স্নান করিয়া আসিয়া নিত্য নিত্য তীর্থজলে পিতৃদেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। একদা এক কুক্কুর স্থানুতীর্থে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবা মাত্র সে তখন সরস্বতি জলে মগ্ন হইল এবং তীর্থসলিলে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল। মুক্তিলাভ করিয়া কুক্কুর আহার লোভে কুলমঠে প্রবেশ করিল। তাহাকে ভীত চিত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বেণ তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থানুতীর্থে মগ্ন হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব তীর্থসমূহে পতিত এবং তত্তৎ জলকণায় পরিষেচিত হইয়া বেণ এক্ষণে ঐ কুক্কুরের গাত্রলগ্ন জলকণায় সিক্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইল। এই ভাবে স্থাণু তীর্থের মাহাত্ম্যে দিব্যদেহ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেণরাজ স্থাণুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন "আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এখানেই আমার সমীপে বাস

করিবে। এখানে বহুকাল বাস করার পর মদীয় গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি সুরবিনাশী অন্ধকাসুর নামে বিখ্যাত হইবে। বেদনিন্দা-জনিত ভীষণ অধর্ম্মের ফলেই তোমাকে এইরূপ অসুর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ জন্মে তুমি আমার শূলাঘাতে নিহত হইয়া ভৃঙ্গবিটি নামক গণাধিপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অনন্তর তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে।" বাম-৪৭,৪৮। এই আখ্যানটি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে স্কন্দ পুরাণে (প্রভা-প্রভা-৩৩৬) আছে। (১০) অধর্ম্মচারী বেণকে ব্রাহ্মণেরা কুশ দ্বারা সংহার করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ তাম্রলোচন ও দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ তাঁহাকে "এই স্থানে নিষণ্ন হও" বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূর স্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গ কবচ-ধারী ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পৃথু উৎপন্ন হইলেন। মহাভা-শান্তি-৫৯। (১১) বেণের মাতার নাম সুতুর্ম্মুখা স্কন্দ-আব-চতু-৪৯। (১২) বেণের জননীর নাম সুনীথা হরি-হরি-২,৫। শিব-ধর্ম্ম-৫২। অ-১৮। ব্রহ্মা ৬৮। বায়ু-৬২। বৃহদ্ধ-উ-১৩। পদ্ম-সৃ-৮। বিষ্ণু-১ম-১৩। ভাগ ৪স্ক-১৩। (১৩) বেণের মাতার নাম ভয়া। বাম ৪৭। (১৪) অঙ্গনন্দন বেণ প্রথমে অতিশয় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, সমস্ত শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ক্ষত্রাচার সম্পন্ন ছিলেন। একবার এক নির্গ্রন্থ (জৈন) পরিব্রাজক বেণের সভায় উপস্থিত হইয়া বেদাচারাদির নিন্দা এবং জিনবাদের প্রশংসা করেন। সেই জৈন পরিব্রাজকের উপদেশে মোহিত হইয়া বেদধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মাদি ক্রিয়া সমুদয় পরিত্যাগ করেন। পদ্ম-ভূমি-৩৬,৩৭। (১৫) প্রতি দ্বাপর যুগেই বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহু ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন সেই মূর্ত্তিরই নাম হয় বেদব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাবিংশ দ্বাপরে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ ব্যাসরূপে বেদবিভাগ করেন। বিষ্ণু-৩য়-৩। (১৬) বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। বৈবস্বত মনু ও ইক্ষ্বাকু দেখ।

বেণা—(১) চন্দ্রের ভার্য্যার নাম। ঋক্-১।৩৪।২। চন্দ্র দেখ। (২)

স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বেণা দেবী তাঁহার সাহায্যার্থ স্তুতকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেণী—চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ব্রহ্মা একবার এক যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। সেই যজ্ঞকালে সরস্বতী অনুপস্থিত থাকাতে দেবগণ ও মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণ পাশে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমাধান করিলেন। দীক্ষকার্য্য সমাধা হইবামাত্র সরস্বতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পাশে উপবিষ্টা দেখিয়া এবং দেবগণই পরামর্শ করিয়া গায়ত্রীকে জ্যেষ্ঠার আসন দিয়াছেন জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন যে দেবতারা সকলেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইবেন এবং গায়ত্রীও জ্যেষ্ঠার আসনে উপবিষ্টা হওয়ার দরুণ লোকের অদৃশ্যা হইয়া নিম্নগা রূপে বহিবে। গায়ত্রীও ক্রুদ্ধা হইয়া সরস্বতীকে সেইরূপ প্রতিশাপ দিলেন। সরস্বতীর সেই শাপের ফলে বিষ্ণু হইলেন কৃষ্ণা, মহেশ্বর হইলেন বেণা ও ব্রহ্মা হইলেন ককুদ্মিনী গঙ্গা। পদ্ম-উ-১১১। (২) কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণীস্কন্ধ—কৌরব কুলোৎপন্ন জনৈক নাগ। তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন। মহাভা-আদি-৫৭।

বেণু—পূর্ব্বাকালে সূর্য্যবংশে বেণু নামে এক অতি দুশ্চরিত্র, পাপাচারসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার ফলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক সুবর্ণলিঙ্গের প্রাসাদে উপনীত হন এবং তথায় পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই লিঙ্গমাহাত্ম্যে শিবলোকে গমন করেন। স্কন্দ-নাগ-৮৩।

বেণুজঙ্ঘ—জনৈক মহর্ষি। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাভা-সভা-৪।

বেণুদারী—পুরূরবা বংশীয় বেণুদারী, মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। হরি-হরি-৯১।

বেণুপ্রিয়—জনৈক কিন্নর। তাহার পত্নীর নাম হংসপদী। স্কন্দ কাশী-পূ-১০।

বেণুমান—(১) প্রিয়ব্রতের অগ্নিধ্র, জ্যোতিষ্মান প্রভৃতি সাত পুত্র ছিল। (প্রিয়ব্রত দেখ) তাঁহাদিগের মধ্যে কুশদ্বীপাধিপতি জ্যোতিষ্মানের উদ্ভিদ, বেণুমান, স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামে সাত পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব

নামীয় বর্ষের অধিপতি ছিলেন। ব্রহ্মা-৩৪। বায়ু-৩৩। জ্যোতিষ্মান, কম্পিল, প্রভাকর ও উদ্ভিদ দেখ। গরু-৫৬ দেখ।

বেণুজয়—(১) যদু বংশীয় শতজির হৈহয়, হয় ও বেণুহয় নামে তিন পুত্র ছিল। মৎ-৪৩। ভাগ-৯স্ক-২৩। (২) যদু বংশীয় সহস্রদের তিন পুত্র, হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হরি-হরি-৩৩।

বেণুহোত্র—বৈবস্বত মনু বংশীয় ধৃষ্ট-কেতুর পুত্র। বেণুহোত্রের পুত্র প্রজেশ্বর ভর্গ। হরি-হরি-২৯। বেণু-হোত্রের পুত্র গার্গ্য। তৎপুত্র ভর্গ-ভূমি। বায়ু-৯২।

বেণ—যদুবংশীয় শতজিতের হৈহয়, বেণ ও হয় নামে তিন পুত্র ছিল। বিষ্ণু-৪র্থ-১১। বেণুহয় দেখ।

বেতণ্ড—অষ্টবসুর অন্যতম অয়। অয়ের পুত্র বেতণ্ড, শ্রম,শান্ত ও মুনি। শিব-ধর্ম্ম-৫৪। অয় ও অষ্টবসু দেখ।

বেতসু—(১) অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোনি, তূতুজি, তুত্র এবং ইভকে, মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে গমন করিতে বাধ্য করি-ছিলেন। ঋক্-৬।৩০।৮ (২) ইন্দ্র বেতসুকে সংহার করেন। ঋক্-৬। ২৬।৪। ইভ দেখ।

বেতাল—পৌষ্য নৃপতির পুত্র চন্দ্র-শেখর শিবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী তারাবতীও গৌরীর অংশ সম্ভূতা ছিলেন। ঐ তারাবতীর গর্ভে স্বয়ং মহাদেবের ঔরসে ভৈরব ও বেতাল নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁরা দুইজনেই মনুষ্য যোনীতে জাত ভৃঙ্গি ও মহাকাল নামক শিব পুত্রদ্বয় কালিকা-৪০-৫০।

বেত্রকী—বৃষ্ণিবংশীয় অংশুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে অংশু হইতে সত্বগুণ সম্পন্ন সাত্বতের জন্ম হয়। পদ্ম-সৃ-১৩।

বেত্রা—স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হইলে বেত্রানদী তাঁহার সাহায্যার্থে শ্বেতাননকে প্রদান করেন। বাম-৫৭।

বেত্রাসুর—বরুণবংশজাত সিন্ধুদ্বীপের ঔরসে জলপতি বরুণের পত্নী বেত্র-বতীর গর্ভে বেত্রাসুর জন্মগ্রহণ করেন। বেত্রাসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তদ্বীপে পৃথিবীর অধিপতি হন। এবং ইন্দ্র অগ্নি ও যমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে তিনি অষ্টভুজা অযোনী-সম্ভবা দেবীর হস্তে নিহত হন। বরা-২৮।

বেদ—(১) জনৈক মহর্ষি। হরি-হরি -১৬৬। কল্কি-তৃ-৩। (২) তৃতীয় (উত্তম) মনুর কালে সত্য, বেদ, শ্রুত

৯৯৩ পৃঃ হইতে ১০৫৬ পৃঃ পর্য্যন্ত ও কভার কামায়ুট (রেঙ্গুন) বাঙ্গালী প্রেসে শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১০৫৭ হইতে ১০৮৮ পৃষ্ঠা কলিকাতা ১২, করিস্ চার্চ্চ লেনে বিজয়া প্রেসে শ্রীগোপেশচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক :—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৮১, ওয়েষ্ট কমায়ুট, পোঃ কমাউট, রেঙ্গুন।